শ্রীশ্রীসাম্ব-শিবায় নমঃ।

গন্ধর্ব্বরাজ-শ্রীপুষ্পদন্তাচার্য্য-বিরচিত-শ্রীশিবমহিম্নঃ-

স্তোত্রবার্ত্তিকব্যাখ্যানাত্মক-

শ্রীশিবমহিম-বিকাশ-

নামধেয়-মহাগ্রন্থাবয়বভূতাষ্টম-

বিহার-খণ্ড।

শ্রীশাণ্ডিল্যগোত্রজ-শ্রীমদ্দুর্গাদাসচক্রবর্ত্তি-কৌস্তুভ-শ্রীশিবাম্বুজাস্য

শ্রীমদঘোরনাথস্বামিমহোদয়-সূনু-

ব্রহ্মচারি-

শ্রীবিপিনবিহারি-দেবশর্ম্ম-বেদান্তভূষণ-বিরচিত

শ্রীকালীঘট্টস্থ-শ্রীকালিকাভৈরবদৈবতশ্রীনকুলেশ্বর-মন্দির-সুসন্নিহিত-

শ্রীমদঘোর-যোগাশ্রম হইতে

শ্রীশিব-মহিম-প্রচারিণী সমিতির তত্ত্বাবধানে

গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারি-দেবশর্ম্ম-বেদান্তভূষণ-

মহাশয়ের অনুমত্যনুসারে

শ্রীবিজয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী বি, এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

[মূল্য ৩।০ তিন টাকা আট আনা মাত্র

প্রকাশক—
শ্রীবিজয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী বি, এ, ।
১০৭ নং আশুমুখার্জ্জির রোড,
ভবানীপুর, কলিকাতা ।

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিন-যন্ত্রে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ।

শ্রীশ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরৌ বিজয়েতেতরাম্

গ্রন্থাবতরণম্

অশেষ-জগদীশ্বর, অহৈতুক-দয়া-সিন্ধু, অনন্ত-সদ্-গুণৈক-নিলয়, নিখিল-লোকৈক-নায়ক, সাম্ব-সপুত্র-সগণ-শ্রীশিব-হর-শঙ্করদেবের পরমানুগ্রহ-বলে গন্ধর্ব্বরাজ-শ্রীপুষ্পদন্তাচার্য্য-বিরচিত-শ্রীশিব-মহিম্নঃ স্তোত্রার্থ-প্রকাশনপর শ্রীশিবমহিম-বিকাশাখ্য-মহাগ্রন্থের একাদিক্রমে "দর্শন-খণ্ড", "পঞ্চামৃত-খণ্ড", "মদন-ভস্ম-খণ্ড", "পঞ্চ-রত্ন-খণ্ড", "দণ্ড-বিধান-খণ্ড", "তপশ্চরণ-খণ্ড", বা "পরিণয়-খণ্ড" নামে সাতটী খণ্ড ইতঃপূর্ব্বে তত্তদবসরে প্রকাশিত হইয়া, বিদ্বজ্জন-বরেণ্য বাণীর বরপুত্রগণের নিকটে চেতশ্চমৎকার-জনক-বঙ্গ-ভাষা-পাবন-গ্রন্থরাজরূপে অত্যুচ্চতর-প্রশংসা-লাভ-পূর্ব্বক সাহিত্যিক-দার্শনিক-সুধীসজ্জন-সমাজে পরমাদরের সহিত অভিনন্দিত, সম্বর্দ্ধিত, বা সভাজিত হইয়াছে দেখিয়া, অতীবানন্দ ও উৎসাহের সহিত সম্প্রতি আমি উক্ত-মহাগ্রন্থের অষ্টমাবয়বভূত এই "বিহার-খণ্ড" প্রকাশার্থ সাগ্রহে অগ্রসর হইতেছি।

শ্রীশিবমহিম-বিকাশ-নামধেয়-দ্বিগুণিত-মহাভারত-কল্প এই মহাগ্রন্থের সপ্তমাবয়ব-স্থানীয়-পরিণয়-খণ্ডে যখন জগন্মাতা ও জগৎ-পিতা শ্রীমতীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবেরই ত্রিভুবন-মহারাজ্ঞী ও ত্রিভুবন-মহারাজ-চক্রবর্ত্তি-চূড়ামণি-জনোচিত, সর্ব্বথা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র অতুলনীয়, তাদৃশ-পরিণয়-মহামহোৎসব মহত্তর আড়ম্বরের সহিত বর্ণিত হইয়াছে, তখন শ্রীশিবমহিম-বিকাশাখ্য উক্ত-মহাগ্রন্থের অষ্টমাবয়বভূত এই "বিহার-খণ্ডে"ও যে তাঁহাদেরই বিহার বিবৃত হইয়াছে, তাহা বচন-বিন্যাস-সাহায্যে অভিহিত না হইলেও, নিশ্চিতই কোন বুদ্ধিমান্ বিজ্ঞ-বিচক্ষণ-জনের বুদ্ধিবিভবের বহির্ভূত হইতে পারে না।

অতএব এক্ষণে যথোক্ত-কারণে যদি নিশ্চিতরূপেই অবগত হইতে হয় যে, দ্বিগুণিত-মহাভারত-কল্প, গ্রন্থরাজরূপে প্রশংসিত, পূর্ণ-চন্দ্রের সহিত উপমিত, বঙ্গ-ভাষা-পাবন-**শ্রীশিবমহিম-বিকাশাখ্য**-মহা-গ্রন্থের অষ্টমাবয়ব-স্থানীয়-"**বিহার-খণ্ডে**" বাক্য ও অর্থের ন্যায় নিত্য-মিলিত, সদা-সম্পৃক্ত, পরম-চরম-মহাপ্রেমময়-ভাব-প্রকর্ষোৎকর্ষ-সমুজ্জ্বল, সদা বিভাত, স্থির-চর-সুরাসুর-নর-কিন্নর-সাগর-ভূধর-ভূচর-খেচর-জলচরোভচর-নিকর-পরিপূর্ণ, গগন-পবন-দহন-জীবনাবনি-বিলাস-বিলসিত-বিশাল-বিশ্ব-প্রপঞ্চের অধরোত্তরারণি-স্থানীয়, জগন্মাতাপিতৃ-পদাভিষিক্ত-শ্রীপার্ব্বতীপরমেশ্বর-দেবেরই বিহার বর্ণিত হইয়াছে, তবে "প্রথম-গ্রাসে মক্ষিকা-পাত-ন্যায়ে" এইরূপ বক্তব্য অবতীর্ণ হইতে পারে যে, "মাতাপিত্রোর্ব্বিহার-বর্ণনমিব জগন্মাতাপিত্রোর্বিহারবর্ণনমনুচিতমেব।"

উক্তরূপে সমুপস্থিত-বিরুদ্ধ-বক্তব্যের প্রতিক্ষেপণাভিপ্রায়ে শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের এই "**বিহার-খণ্ড**" প্রতিপাদিত-বিশুদ্ধ-*বিপুল-বিশাল-বিহার-বিলাস-লীলার নিপুণতর-সমর্থন-কল্পে* আমাদের প্রথম-বক্তব্য হইতেছে যে, নাটকীয় অঙ্ক-প্রস্তাবে সাধারণভাবে রতাধর-পানাদি আলঙ্কারিক-নিয়মানুসারে বর্জ্জনীয় হইলেও, শ্রব্য-কাব্য-প্রসঙ্গে কিন্তু কবি-কুল-চক্র-চূড়ামণি-কালিদাস স্ব-কৃত-কুমার-সম্ভব-কাব্যের সপ্তম-সর্গে শ্রীমতী উমাদেবীর পরিণয়-বর্ণনান্তে অষ্টম-সর্গে শ্রীশিব-পার্ব্বতীদেবীর বিহার, বা সম্ভোগ-বর্ণন-প্রসঙ্গে কাদম্বরীপান-দান-সহ মুখ-কমল-মধু-পান-দানাদি-কাম-কলা-ক্রীড়া-রসাস্বাদনোপযোগি-সর্ব্ব-বিধ উপকরণ-সংগ্রহে সমধিক আগ্রহ-প্রদর্শন করিয়াছেন।

কিঞ্চ, "পাণি-পীড়ন-বিধেরনন্তরং, শৈল-রাজ-দুহিতুর্হরং প্রতি। ভাব-সাধ্বসপরিগ্রহাদভূৎ, কাম-দোহদ-মনোহরং বপুঃ। ব্যাহৃতা প্রতিবচো ন সন্দধে, গন্তুমৈচ্ছদবলম্বিতাংশুকা। সেবতে স্ম শয়নং পরাঙ্মুখী, সা তথাপি রতয়ে পিনাকিনঃ। চুম্বনেষ্বধরদানবর্জ্জিতং, খিন্ন-হস্তমদয়োপগূহনে। ক্লিষ্টমন্মথমপি প্রিয়ং প্রভোর্দ্দুর্ল্লভ-প্রতিকৃতং বধূর-তম্। যন্মুখগ্রহণমক্ষতাধরং, দানমব্রণপদং নখস্য যৎ। যদ্রতঞ্চ সদয়ং প্রিয়স্য তৎ, পার্ব্বতী বিসহতে স্ম নেতরৎ। নাভি-দেশ-নিহিতঃ সশঙ্কয়া,

শঙ্করস্য রুরুধে তয়া করঃ। তন্নিতম্বমভবত্তদা স্বয়ং, দূরমুচ্ছ্বসিত-নীবি-বন্ধনম্।” ইত্যাদিরূপ একাধিক-নবতি-সংখ্যক-শ্লোক-সাহায্যে কবি-কুল-কলকণ্ঠ-কোকিল-কল্প-কালিদাস স্ব-কৃত-কুমার-সম্ভব-মহাকাব্যের অষ্টম-সর্গে জগন্মাতা-পিতৃ-পদাভিষিক্ত-শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের বিহার, বা সম্ভোগ-বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীশঙ্করদেবের অনঙ্গ-দীপন-মদিরা-পান-প্রমত্তা, মদ-বিহ্বলাক্ষী, বশবর্ত্তিনী, ঘূর্ণ্যমান-নয়না, স্খলিত-বচনা, সুবদনা, প্রোত্তুঙ্গস্তন-তট-শোভনা, ঘন-জঘন-ভার-ভর-দুর্ব্বহা, মণিময়ী-মেখলা-মণ্ডিত-বিপুল-নিতম্ব-বিম্বা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে নিজ-বক্ষঃস্থলে বহন-পূর্ব্বক ধ্যান-সম্ভৃতি-বিভূতি-শোভিত-মণি-শিলা-গৃহে রত্নময়-রতি-মন্দিরে হংস-ধবলোত্তরচ্ছদাচ্ছন্ন-জাহ্নবী-পুলিন-চারু-দর্শন-রতি-সুখকরা-নল্প-তল্পতলে শয়ন ও শ্রীমতী উমাদেবীর মুখ-কমল-মধু-পান-পুরঃসর ক্লিস্ট-কেশাবলুপ্ত-চন্দন-রমণ-বিবরণে বিরত হন নাই।

এদিকে কিন্তু সাহিত্য-দর্পণে কাব্য-দোষ-নিরূপণপর-সপ্তম-পরিচ্ছেদে প্রকৃতি-বিপর্য্যয়াখ্য-দোষ-নিদর্শন-প্রদর্শন-প্রসঙ্গে “তেষু চ যো যথাভূতঃ, তস্য অযথা-বর্ণনে প্রকৃতি-বিপর্য্যয়ো দোষঃ”, এতাদৃশ-বচনে প্রকৃতি-বিপর্য্যয়-দোষের স্বরূপোপস্থাপনপুরঃসর “যথা ধীরোদাত্তস্য রামস্য ধীরোদ্ধতবৎ ছদ্মনা বালি-বধঃ”, এইরূপ প্রথমোদাহরণোপন্যাসান্তে দ্বিতীয়-দৃষ্টান্ত-প্রণয়নাবসরে দর্পণকার-বিশ্বনাথ-কবিরাজ “যথা বা কুমার-সম্ভবে উত্তম-দেবতয়োঃ শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরয়োঃ সম্ভোগ-শৃঙ্গার-বর্ণনম্, ইদঞ্চ পিত্রোঃ সম্ভোগবর্ণনমিবাত্যন্তমনুচিতম্”, এই কথা বলিয়াছেন সত্য; কিন্তু উত্তম-দেবতা জগন্মাতা ও জগৎপিতা শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বর-দেবের সম্ভোগ-শৃঙ্গার-বর্ণন করিয়া, কেবলই যে, কবি-কুল-তিলক-কালি-দাস মাদৃশ-দীন-লেখকগণের পক্ষে উল্কাহস্ত-মার্গ-প্রদর্শক হইয়াছেন, এরূপ মনে করা উচিত নহে।

পক্ষান্তরে শ্রীকালিকা-পুরাণে শ্রীসতী-শঙ্করদেবের শুভ-পরিণয়ের অনন্তর তাঁহাদের বিহার-প্রসঙ্গে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে সপ্ত-কল্পান্ত-জীবী মহর্ষি-মার্কণ্ডেয় বলিয়াছেন যে, “ঈশ্বরোঽপি তয়া সার্দ্ধং, তেষু যাতেষু মোহিতঃ। দাক্ষায়ণ্যা চিরং রেমে, রহস্যনুদিনং ভৃশম্। কদাচিদ্

বন্য-পুষ্পাণি, সমাহৃত্য মনোহরাম্। মালাং বিধায় সত্যাস্তু, হার-স্থানে ন্যযোজয়ৎ। কদাচিদ্দর্পণে বক্ত্রং, বীক্ষন্তীমাত্মনঃ সতীম্। অনুগম্য হরো বক্ত্রং, স্বীয়মপ্যবলোকয়ৎ। কদাচিৎ কুন্তলাংস্তস্যা, উল্লাস্যো-ল্লাসমাগতঃ। বধ্নাতি মোচয়ত্যেবং, শশ্বৎ সম্মার্জ্জয়ত্যপি। সরাগৌ চরণাবস্যা, যাবকেনোজ্জ্বলেন চ। নিসর্গ-রক্তৌ কুরুতে, পুরা রাগাদ্ বৃষধ্বজঃ। উচ্চৈরপি যদাখ্যেয়মন্যেষাং পুরতো মুহুঃ। তৎ কর্ণে কথয়ত্যস্যা হরঃ স্প্রষ্টুং তদাননম্। ন দূরমপি গত্বাসৌ, সমাগম্য প্রযত্নতঃ। অনুবধ্নাতি তামক্ষি, পৃষ্ঠ-দেশেঽন্যমানসাম্।”

তথা “অন্তর্হিতস্তু তত্রৈব, মায়য়া বৃষভধ্বজঃ। তামালিলিঙ্গ ভীত্যা সা, চকিতা ব্যাকুলাঽভবৎ। সৌবর্ণ-পদ্ম-কলিকা-তুল্যে, তস্যাঃ কুচ-দ্বয়ে। চকার ভ্রমরাকারং, মৃগনাভি-বিশেষকম্। হারমস্যাঃ কুচ-যুগাদ্, বিযোজ্য সহসা হরঃ। নিযোজয়তি তত্রৈব, সকরস্পর্শনং মুহুঃ। অঙ্গদান্ বলয়ান্ বর্ম্মীং, বিশ্লেষ্য চ পুনঃ পুনঃ। তৎস্থানাৎ পুনরেবাসৌ, তৎস্থানে প্রযুযোজ চ। কালিকেয়ং সমায়াতি, সবর্ণা তে সখীতি তাম্। পশ্যেদ্ যস্যাস্তথেচ্ছন্ত্যাঃ, প্রোক্ত্বা জগ্রাহ তৎ-কুচৌ। কদাচিন্মদনোন্মাদ-চেতনঃ প্রমথাধিপঃ। চকার নর্ম্ম-কর্ম্মাণি, তয়া হৃৎ-প্রিয়য়া মুদা। আহৃত্য পদ্ম-পুষ্পাণি বন্য-পুষ্পাণি শঙ্করঃ। পুষ্পাভরণ-সর্ব্বাঙ্গীং, কুরুতে স্ম কদা-চন। গিরি-কুঞ্জেষু রম্যেষু, তয়া সহ সতীপতিঃ। বিজহার-সমস্তেষু, বনেষু মুদিতো হরঃ। ন যানে নোপবেশে চ, ন স্থিতৌ নাপি চেষ্টিতে। তয়া বিনা ক্ষণমপি, শর্ম্ম লেভে বৃষধ্বজঃ। বিহৃত্য সুচিরং কালং, কৈলাস-গিরি-কন্দরে। মহাকোষী-প্রপাতায়, জগাম হিমবদ্গিরৌ।”

অপিচ, “তস্মিন্ প্রবিষ্টে হিমবৎ-পর্ব্বতে বৃষভধ্বজে। কামোঽপি সহ মিত্রেণ, রত্যা চ প্রজগাম হ। তস্মিন্ কালে মহাদেবঃ, সহ সত্যা ধরোত্তমে। রেমে স সুচিরং চ্ছন্নো, নিকুঞ্জেষু দরীষু চ। সাপি তেন সমং রেমে, তথা দাক্ষায়ণী শুভা। যথা হরঃ ক্ষণমপি, শান্তিং নাপ তয়া বিনা। সম্ভোগ-বিত্তয়ে দেবী, সতী তস্য মনঃ-প্রিয়া। বিশতীব হরস্যাঙ্গে, পায়য়ন্তীব তদ্রসম্। তস্যাঃ কুসুম-মালাভির্ভূষয়ন্ সকলাং তনুম্। স্বহস্ত-রচিতাভিশ্চ, বরং নর্ম্ম চকার সঃ। আলাপৈর্বীক্ষণৈর্হাসৈস্তথা

সম্ভাষণৈর্হরঃ। তস্যাং বিবেশ গিরিশঃ, সংযমীবাত্ম-সংবিদম্। তদ্-বক্ত্র-চন্দ্র-পীযূষ-পান-স্থির-তনুর্হরঃ। নাবাপ শৈষিকীং তন্বীমবস্থাং স কদাচন। তদ্-বক্ত্রাম্বুজ-বাসেন, তৎ-সৌন্দর্য্যৈশ্চ নর্ম্মভিঃ। গুণৈরিব মহাদন্তী, বদ্ধো নান্যদ্বিচেষ্টতে। ইতি হিম-গিরি-কুঞ্জে প্রস্থভাগে দরীষু, প্রতিদিনমভিরেমে দক্ষ-পুত্র্যা মহেশঃ। ঋতুভুজপরিমাণৈঃ ক্রীড়তস্তস্য জাতা, নব দশ চ মুনীন্দ্রা বৎসরাঃ পঞ্চ চান্যে।"

এইরূপ শ্রীমহাভাগবত-পুরাণে একোনত্রিংশ অধ্যায়ে শ্রীমান্ নারদের প্রতি স্বয়ং শ্রীমহাদেবই বলিয়াছেন যে "অহর্নিশমনুস্মৃত্য, পার্ব্বতী-লাভ-কারণম্; তপঃ-ক্লেশং মহাদেবস্তস্যাঃ প্রীতিকরোঽভবৎ। তদ্-বাক্য-শ্রবণে কর্ণৌ, লোচনং রূপ-দর্শনে। তন্মনোরঞ্জনে চেতঃ, সন্নিযুজ্য নিরন্তরম্। প্রীতিং স জনয়ামাস, পার্ব্বত্যাঃ প্রীতি-সংযুতঃ। একদারণ্য-পুষ্পাণি, সমানীয় মহেশ্বরঃ। নির্ম্মায় রুচিরাং মালাং, কর্পূরাগুরু-চর্চ্চিতাম্। পার্ব্বত্যাঃ সম্প্রদায়াঙ্গে, প্রেম্ণালিঙ্গ্য স্মরাতুরঃ। রন্তুং মনো দধে পুত্রমুৎপাদয়িতুমাদৃতঃ। ততো রহসি পার্ব্বত্যা, দশ-বর্ষাণি পঞ্চ চ। রেমে স ভগবান্ শম্ভুঃ, কামেন পরিমোহিতঃ। দিবা বা রজনীং বাপি, ন প্রজজ্ঞে তদা হরঃ। প্রেমানন্দ-নিমগ্নঃ সন্, কাম-ব্যাপৃত-মানসঃ। এবং সংরমমাণস্য, মহেশস্য কদাচন। রেতঃ পপাত নো বাপি, নো বা শ্রান্তির্বভূব হ। তস্য পাদ-প্রহারেণ, বসুধা পরিপীড়িতা।"

এইরূপ ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত-পুরাণে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীশিব-পার্ব্বতী-বিহার-প্রসঙ্গে শ্রীমতী রাধিকার প্রতি বলিয়াছেন যে, "নানাস্থানেঽপি রহসি, পশু-পক্ষি-বিবর্জ্জিতে। যথা মনোরথং কামী, স রেমে রাময়া সহ। যত্র যত্র শবং নীত্বা, বভ্রাম ধরণীতলম্। তং সর্ব্বং দর্শয়ামাস, সতীং শম্ভুর্মুদান্বিতঃ। কৃত্বা বিহারং সুচিরং, ন পূর্ণং মানসং তয়োঃ। মহা-শৃঙ্গারমারেভে, সহস্রাব্দং জগৎ-পিতা। মায়াতীতো হি মায়েশো, মায়া-সক্তঃ স্ব-মায়য়া। ন কালং বুবুধে যোগী, সুখেন কাল-কারকঃ। শক্তি-শক্তিমতোস্তত্র, ন বভূব পরিশ্রমঃ। জহতোঃ সর্ব্ব-সন্তাপং, অসহ্য-বিরহোদ্ভবম্। সুখ-সংসক্ত-মনসোঃ, পুলকাঞ্চিত-গাত্রয়োঃ। কাম-বাণ-মূর্চ্ছিতয়োঃ, পুষ্প শয্যা-শয়ানয়োঃ। নগ্নয়োঃ সুখ-সম্ভোগাৎ,

রতি-শাস্ত্রাতিবিজ্ঞয়োঃ। নখ-দন্ত-প্রহারৈশ্চ, ক্ষত-বিক্ষত-দেহয়োঃ। চন্দনাগুরু-কস্তূরী-সিন্দূর-বিন্দু-লিপ্তয়োঃ। নির্ব্বন্ধ-কেশ-কবরী-শ্লথয়োশ্ছিন্ন-মাল্যয়োঃ। রসনানাং নূপুরাণাং, কঙ্কণানাঞ্চ সুন্দরি। বলয়ানাং কুণ্ডলানাং, শব্দৈঃ ক্রীড়াং প্রকুর্ব্বতোঃ। পুষ্প-তল্প-দলিতয়োর্বীর্য্যোৎকর্ষঞ্চ বিভ্রতোঃ। তেজসা সময়োঃ শশ্বৎ, ক্রীড়য়া কৌতুকেন চ। ভরেণ বিশ্বম্ভরয়োর্ভারাক্রান্তা বসুন্ধরা। সা বিদীর্ণা চকম্পে চ, সশৈলবন-সাগরা। তয়োর্ভবভবান্যোশ্চ, ধরায়াশ্চ ভরেণ চ। ভারাক্রান্তো হি শেষশ্চ, তদ্‌ভারার্ত্তো হি কচ্ছপঃ। কচ্ছপস্য ভরেণৈব, সর্ব্বাধারাঃ সমীরণাঃ। মহাবিক্লব-যুক্তাশ্চ, সর্ব্ব-প্রাণাশ্চ স্তম্ভিতাঃ। স্তম্ভিতেষু সমীরেষু, ত্রিলোকা ভয়-বিহ্বলাঃ। ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ সর্ব্বে, বৈকুণ্ঠং শরণং যযুঃ।

অতএব এতাবান্ গ্রন্থ-ভাগ-সাহায্যে এক্ষণে নিঃসন্দেহে অবগত হইতে হইবে যে, দৃশ্য-শ্রব্য-ভেদ-ভিন্ন-নাটক-কাব্য-প্রবন্ধে আলঙ্কারিক-নিয়মানুসারে সাধারণ-রতাধর-মধু-পানাদি, অথবা লৌকিক-মাতা ও পিতার সম্ভোগ-শৃঙ্গার-বর্ণনার ন্যায় জগন্মাতা ও জগৎ-পিতার সম্ভোগ-শৃঙ্গার-বর্ণন নিতান্তানুচিত বিবেচিত হইলেও, পুরাণ, বা ভক্তি-শাস্ত্রীয়-ব্যবহারানুসারে কিন্তু মাধুর্য্য, বা শৃঙ্গার-রসের একনিষ্ঠ উপাসকগণের পক্ষে লৌকিক-মাতা ও পিতার সম্ভোগ শৃঙ্গার-বর্ণনার ন্যায় জগন্মাতা ও জগৎপিতার সম্ভোগ, বা শৃঙ্গার-বর্ণন অনুচিত-মধ্যে বিবেচিত, বা পরিগণিত হইতে পারে না। কারণ, লৌকিক-ব্যবহারে "মাতৃদেবো ভব," "পিতৃদেবো ভব", "আচার্য্যদেবো ভব", ইত্যাদিরূপ-বিবিধ-শাস্ত্র-নির্দ্দেশানুসারে অনাদিকাল হইতেই লৌকিক-মাতা, পিতা ও আচার্য্য-প্রভৃতি-গুরু-জন-বর্গের জীবিতাবস্থায় বাক্য-প্রতিপালন, পূজন, শুশ্রূষণ, বা পরিতোষণ, পরিচরণ, প্রদক্ষিণ প্রণমন, পুত্রোৎপাদন, তথা তাঁহাদিগের জীবিতাপগমে ব্রাহ্মণ-সাধু-সজ্জন-দীন-মূক-পঙ্গু-বধিরান্ধাদি-জনগণের ভূরি-ভোজন-কার্য্য-সম্পাদনান্তে গয়াক্ষেত্রে শ্রীবিষ্ণুদেবের শ্রীপাদ-পদ্মে পিণ্ড-প্রদানাস্ত-প্রসাদ-প্রীতিকর-কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলেই, কোনরূপে ঐক-ভবিক-কৃত-কৃত্যতা-লাভ করা যাইতে পারে।

পক্ষান্তরে কিন্তু শ্রীপরমেশ্বরদেবের প্রীতি-প্রসন্নতা-সম্পাদন-পুরঃসর

তাঁহাকে হৃদয়দেশে অবরুদ্ধ করিতে হইলে, অধিকারি-ভেদে বিভিন্ন-পন্থার অনুসরণ বিহিত হওয়ায়, যে কোনরূপ উপায়াবলম্বনে যদি শ্রীপরমেশ্বর-স্বরূপে বহু-জন্ম-সাধ্য-মনঃ-সন্নিবেশ করিতে হয়, তবে প্রেম-ময়-কাম-ভাবাবলম্বনে গোপীগণের ন্যায়, রিরংসাময়-কাম-ভাব-সাহায্যে সৈরিন্ধ্র্যাদির ন্যায়, দ্বেষ-লক্ষণ-ক্রোধ-সাহায্যে রাবণ-চৈদ্যাদির ন্যায়, ভীতিময়-ভাব-সাহায্যে কংসাদির ন্যায়, স্নেহময়-ভাব-সাহায্যে বৃষ্ণি-পাণ্ডব-ব্রজ-বাসি-গণের ন্যায়, ঐক্য-সাহায্যে আত্মারামগণের ন্যায়, অথবা সৌহৃদ-সাহায্যে ক্রথ-কৌশিক্যাদির ন্যায়, গৌরবময়-ভাব-সাহায্যে শাস্ত্রজ্ঞগণের ন্যায়, নাম-সংকীর্ত্তন-সাহায্যে অশাস্ত্রজ্ঞগণের ন্যায়, তথা অশেষ-সৌন্দর্য্য-সৌকুমার্য্য-মাধুর্য্য-মণ্ডিতানন্ত-কল্যাণময়-নাম-রূপ-গুণ-মহিম-লীলা-বিলাস-বিহারাদি-বর্ণন-সাহায্যে, বা ভক্তি-যোগ-সাহায্যেও যে ভক্ত-শ্রেষ্ঠগণ নিজ-নিজ-হৃদয়-পুণ্ডরীকাভ্যন্তরে শ্রীপরমেশ্বরদেবের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-মণ্ডিত-লীলা-বিলাস-ললিত-শ্রীরূপটীকে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিবেন, তদ্বিষয়ে আশ্চর্য্য, বা বিস্ময়ের কারণ কি আছে ?

কিঞ্চ, অমোঘ-দৃক্, সর্ব্ব-জ্ঞান-সম্পন্ন, বেদ-বিভাগ-কর্ত্তা, ধৃত-ব্রত, যোগ-ধর্ম্ম-তপঃ-প্রভৃতি-সাহায্যে বেদোপনিষৎ-প্রতিপাদিত-পরম-ব্রহ্ম, তথা বেদাখ্য অবর-ব্রহ্ম-স্বরূপে নিষ্ণাত, ইজ্যাচার-দয়াঽহিংসা-দান-স্বাধ্যায়-কর্ম্মাদির সম্যক্ অনুষ্ঠান-কর্ত্তা, অষ্টাদশ-পুরাণেতিহাস-ব্রহ্ম-সূত্র-পাতঞ্জল-ভাষ্য-প্রভৃতি-প্রণেতা, নারায়ণাবতার-ভগবান্ ব্যাসদেবও চিত্ত-প্রসন্নতা-লাভের অভাবে যখন সরস্বতীতটে উপবিষ্ট হইয়া, নিজহৃদয়গত অসন্তোষ, বা মানস-গতা অপ্রসন্নতা-বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন, তৎকালে দেবর্ষি-নারদ সহসা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, ভগবান্ ব্যাস-দেবের চিত্তাপ্রসন্নতাবগতির অনন্তর তদীয়-চিত্ত-প্রসন্নতা-সম্পাদনো-পায়-স্বরূপে তৎপ্রতি শ্রীভগবন্মহিম-বিমল-যশঃ-কীর্ত্তনার্থ উপদেশ-দান করিয়াছিলেন। তথা ভগবান্ ব্যাসদেবও ব্রহ্ম-নন্দন-নারদের উপদেশানুসারে শ্রীভগবদ্-বিমল-যশো-গুণ-মহিমবর্ণন-প্রধানাষ্টাদশ-সহস্র-শ্লোকাত্মক-শ্রীমদ্-ভাগবত-প্রণয়নান্তে চিত্ত-প্রসত্তিলাভ করিয়াছিলেন।

অপিচ, বিবিধ-ভেদ-ভিন্ন-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মতে শ্রীমতীরাধা, বা

লক্ষ্মীদেবী এবং শ্রীকৃষ্ণ, বা শ্রীমন্নারায়ণদেব বাস্তবিক-পক্ষেই যদি মূল-প্রকৃতিভূতা-পরমেশ্বরী ও পরম-পুরুষোত্তম-পরমেশ্বর হন, তবে জগন্মাতা ও জগৎপিতার পদে অধিরূঢ়-শ্রীরাধা-কৃষ্ণ, বা শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণদেবের লীলা-বিলাস, বা সম্ভোগ-শৃঙ্গারাদি-বর্ণনা করিয়া, বৈষ্ণবাচার্য্য-কবি-পণ্ডিত-পদাবলী-কর্ত্তৃগণ যে ন্যায়-নীতি-বহির্ভূত-বিশিষ্টতর কোনরূপ গর্হিত-কার্য্য করিয়াছেন, এরূপ মনে করিবার কোন উপযুক্ততর-কারণোপস্থিতির সম্ভাবনা নাই। শ্রীমান্ নারদদেবের উপদেশানুসারে ভগবান্ ব্যাসদেব স্ব-প্রণীত-শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থের দশম-স্কন্ধীয় একোনত্রিংশ অধ্যায় হইতে ত্রয়স্ত্রিংশদধ্যায়-পর্য্যন্ত-রাসপঞ্চাধ্যায়ীমধ্যে গোপী-মণ্ডল-মণ্ডিত-শ্রীকৃষ্ণের যে রাস-লীলা-বর্ণন করিয়াছেন, তাহা কি কদর্য্যজনোচিত-কার্য্যমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে? ভগবান্ ব্যাসদেবের ন্যায় বিদ্বদ্বর-বরেণ্য-বর্ষ্য-ধুর্য্য-ধৌরেয়-মুখ্য-মহোদয়ের কার্য্য কি কখনও অশোভন হইতে পারে?

অথবা ভগবান্ ব্যাসদেব যখন কেবলমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমতী-রাস-লীলার বর্ণনা করিয়া, বিরত না হইয়া, অন্যত্রান্যত্র বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তপুরাণ ও মহাভাগবতাদি-পুরাণ-প্রবন্ধে শ্রীমতী-রাস-লীলার বর্ণনা করিয়াছেন, তখন ভগবান্ ব্যাসদেবের ন্যায় মহাত্ম-জন-কর্ত্তৃক "পৌনঃপুন্যেন" অনুষ্ঠিত, বা অভ্যস্ত শ্রীমতী-রাসলীলা-বর্ণন-লক্ষণ-কার্য্যটী যে নিতান্তই প্রশস্ততর, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। অতএব নিগম-কল্প-তরু-জাত, শ্রীশুক-ব্যাস-পরাশর-মার্কণ্ডেয়-মহাদেব-বাসুদেবাদির সুপবিত্র-বদন-বিবর-বিগলিত-ফলভূত, অমৃত-দ্রব-সংযুত, শ্রীমদ্ভাগবতগত-মাধুর্য্য-শৃঙ্গারাদি-রসালয়-রাস-লীলাঙ্গভূত-শৃঙ্গার-সম্ভোগ-বর্ণনা করিয়া, কবি-কুল-শিরোমণি-কালিদাস নিন্দার্হ হইবেন কেন?

এক্ষণে যদি এইরূপই হয়, তবে "মহাজনো যেন গতঃ, স পন্থা", "যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ," ইত্যাদি-ন্যায়ানুসরণক্রমে আমিও শ্রীশুক-ব্যাস-পরাশরাদি-শ্রেষ্ঠতর-মহাজনগণ-প্রদর্শিত-পথে বিচরণ করিতে করিতে, তাঁহাদিগেরই দ্বারা বর্ণিত-বিষয়াবলম্বনে অনুবর্ণনাবসরে ইতস্ততঃ অপরাপর-বিবিধোপকরণ-সম্ভার-সংগ্রহ-পূর্ব্বক শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের শত-বার্ষিক-বিহারের বিস্তার, বা পরিপুষ্টি-পূর্ত্তিসাধন করিয়া, ভীত-ভীত-

হৃদয়ে লজ্জাবনতাননে সঙ্কুচিতচিত্তে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইব কেন? যদি বলা যায় যে, শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের ত্রৈমাসিক-বিহার, শত-বার্ষিক বিহার, অথবা সহস্র-বার্ষিক-বিহার, এই ত্রিবিধ-বিহারই অশ্লীলতা-দোষ-দুষ্টত্ব-নিবন্ধন অবশ্যই বর্ণনাকারি-জনগণের পক্ষে উপহসনীয়ত্ব এবং শ্রোতৃ-বৃন্দের পক্ষে লজ্জা, জুগুপ্সা ও অমঙ্গলাদি-ব্যঞ্জক হইতে পারে, তবে আমরা বলিব, না, লজ্জা, জুগুপ্সা ও অমঙ্গল-ব্যঞ্জক হইতে পারে না।

কারণ, অশ্লীল-শব্দের অর্থ-স্বরূপে কোষ-গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হইতেছে যে, গ্রাম্য-ভাষা, বা ভণ্ড-বাক্য। "পদ-সন্ধান-বৃত্ত্যা বা, বাক্যার্থত্বেন বা পুনঃ।" অর্থাৎ "পদানাং সন্ধানং সম্প্রবেশো যস্মিন, তৎ পদ-সন্ধানং বাক্যং, তদ্-বৃত্ত্যা তদ্-গতত্বেন, অথবা বাক্যার্থত্বেন তদর্থগতত্বেন বা" দুষ্প্রতীতিকর দুষ্টা-প্রতীতির জনক হইয়া, লজ্জা, জুগুপ্সা ও অমঙ্গলাদি-ব্যঞ্জক হওয়ায়, গ্রাম্যতান্তর্ভূততা-প্রযুক্ত অশ্লীলত্ব মাধুর্য্য-ব্যাঘাতকরূপে দোষাবহ হইতে পারে সত্য; কিন্তু রত্যুৎসব-নিরূপণাবসরে "যথা যা ভবতঃ প্রিয়া," এই স্থলে "যা ভবতঃ, ইত্যংশে যাভঃ মৈথুনং, যভ মৈথুনে, ইত্যস্মাৎ ঘঞি নিষ্পন্নঃ, স বিদ্যতে অস্যেতি যাভবান্, তস্যেতি প্রতীতৌ সত্যাং" ব্রীড়া-ব্যঞ্জকত্ব-নিবন্ধন মাধুর্য্যাসঙ্গতি স্বয়মাপতিতা হইলে, উক্ত-রূপ-বাক্যটী যেমন অশ্লীলত্ব-দোষ-দূষিত হইতেছে, সেইরূপ শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের পূর্ব্বোক্ত-ত্রিবিধ-বিহার-বর্ণনা-পর-বচন-নিচয়, পদ-সন্ধান-বৃত্তি-বশে, বা বাক্য-গতত্বরূপে দুষ্প্রতীতিকর না হওয়ায়, লজ্জা-জুগুপ্সাঽমঙ্গলাদি-ব্যঞ্জকত্বাভাব-বশতঃ মাধুর্য্য-ব্যাঘাতকত্বাভাব সুস্থিত হইলে, মাধুর্য্য-সঙ্গতিফলে অশ্লীলত্ব-দোষ-দূষিত হইতে পারে না।

এক্ষণে যদি এইরূপ প্রশ্ন হয় যে, অশেষ-সংসার-মণ্ডলের মাতা-পিতৃ-স্থানীয়-শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের ত্রিবিধ-বিহার-বর্ণন-পর-বচন-নিচয় দুষ্প্রতীতিকর না হইবে কেন? তবে এতাদৃশ-প্রশ্ন-বচনের প্রতিক্ষেপণ-কল্পে এস্থলে এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে সকল-বচন-বাস্তবিক-পক্ষেই দুষ্প্রতীতিকর, উদ্বেগ-জনক, বা লজ্জাজুগুপ্সাঽমঙ্গলাদি-ব্যঞ্জক, সেই সকল-বচন কদাপি সর্ব্বজনীন-সর্ব্ব-জন-হিতকর-সর্ব্বজনা-ভিবাঞ্ছিতার্থ-প্রতিপাদক হইতে পারে না। অথচ বিবিধ-পুরাণ-প্রবন্ধ-

পর্য্যালোচনা-প্রসঙ্গে বিস্পষ্টতঃ পরিদৃষ্ট হইতেছে যে, আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাদৃশাবসরে স্থির-চর-সুর-নর-নিকর-পরিপূর্ণ-নিখিল-বিশ্ব, অথবা সমগ্র-সুর-সাম্রাজ্য তারকাসুর-কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে, দৈত্য-দানব-পক্ষ প্রবলতর হওয়ায়, দৈত্য-দানবোপদ্রুত-সমগ্র-বিশ্ববাসীই তারক-হন্তা, শ্রীশিব-বীর্য্য-সম্ভব-দেব-সেনাপতি-কুমার-কার্ত্তিকেয়ের আবির্ভাব-প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

অধিকন্তু তৎকালে বিধি-বাসব-কেশব-সাবিত্রী-শচী-লক্ষ্মী-প্রভৃতি দেব-দেবীবৃন্দও সর্ব্বোদ্যোগ-সহকারে শ্রীশিব-বীর্য্য-জাত-দেব-সেনাপতি-লাভার্থ শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের শুভ-পরিণয়-কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। শুভ-পরিণয়ের অনন্তরবর্ত্তি-ত্রৈমাসিক-বিহার-প্রসঙ্গে যোগীশ্বর-গুরোর্গুরু-শ্রীশঙ্করদেবের ঊর্দ্ধরেতস্ত্ব-প্রযুক্ত বীর্য্য বিগলিত না হওয়ায়, শত-বার্ষিক-বিহার সমারব্ধ হইয়াছে। পক্ষান্তরে কিন্তু পরম-দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, শত-বার্ষিক-বিহারের অবসান হইয়া গেল, তথাপি শ্রীশিব-বীর্য্যের স্ব-স্থান হইতে বিচ্যুতি ঘটিল না। অথচ যে কোনরূপ উপায়াবলম্বনেই হউক না কেন? শ্রীশিব-বীর্য্যের শুক্র-কোষ হইতে বিচ্যুতি ভিন্ন অন্য কোন প্রকারেই তারক-কবলিত-বিশ্ব-মণ্ডলের স্বস্থতা-সম্পাদন, ত্রৈলোক্যাধিপতিত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট-সুর-রাজের পুনশ্চ স্ব-পদ-প্রাপ্তি, প্রবিলুপ্ত-ধর্ম্মাচার-শান্তি-সংস্থাপন, বা বিশ্ব-বাসি-প্রাণি-বর্গের প্রতি অভয়-দান সম্ভবপর হইতে পারে না।

এদিকে কিন্তু এই সমগ্র-বিশ্ব-মণ্ডলে মহামায়া-জগন্ময়ী-শ্রীমতী-উমাদেবী, সন্ধ্যা ও সাবিত্রীদেবী ভিন্ন অন্যা কোন রমণীই শ্রীশঙ্করদেবের রতি-রণ-বেগ-সহনে, বা বীর্য্য-ভার-বহনে, কিম্বা তদীয়-মানস-মোহনে সমর্থা নহেন। অথবা "ন বিষ্ণুরস্য মোহায়, ন লক্ষ্মীর্ন মনোভবঃ। নচাপ্যহং জগন্মাতস্তস্মাত্ত্বং মোহয়েশ্বরম্।" এইরূপ প্রমাণ-বচনানুসারে কি বিষ্ণু, কি লক্ষ্মী, কি মনোভব, আর কি ব্রহ্মা, ইঁহাদের মধ্যে কেহই যখন শ্রীশঙ্করদেবের বিমোহনে সমর্থ নহেন, তখন শ্রীমতীলক্ষ্মী-দেবীর সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতীসাবিত্রী ও সন্ধ্যাদেবীও যে তদীয়-মানস-মোহনে, সৌরত-সমরাক্রমণ-বেগ-সহনে, বা ভাগশঃ তেজো-গ্রহণে সমর্থা নহেন

তাহা সুনিশ্চিত হওয়ায়, একমাত্র নগাধিরাজ-নন্দিনী উমা শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীকেই শ্রীশঙ্করদেবের মানস-মোহনে, সুরত-সমর-বেগ-ধারণে, বা ভাগশঃ তেজো-গ্রহণে কুশলিনী জানিতে হইবে।

অতএব পঙ্কজাসন-ব্রহ্মা "হরেঽগৃহীতদারে তু, সৃষ্টির্নৈষা সনাতনী", এইরূপ স্থির-নিশ্চয়ান্তে সুন্দরতর-মন্দর-কন্দরাভ্যাশে গমন-পূর্ব্বক একতান-মানসে দিব্য-শত-সম্বৎসর-পর্য্যন্ত বেদ-সারাভিধা-স্তুতি-সাহায্যে মহামায়া-জগন্ময়ী-জগদ্ধাত্রীদেবীর প্রসন্নতা-সম্পাদনান্তে তাঁহাকেই শ্রীশঙ্করদেবের পত্ন্যর্থে প্রথমতঃ ক্ষীরোদ-সাগরোত্তর-তীরে দিব্য-ত্রি-সহস্র-বর্ষ-ব্যাপিতপো-ব্রত-পরায়ণ-দক্ষের সুতা-সতীরূপে এবং পশ্চাৎ হৈমবতী-পার্ব্বতীরূপে আবির্ভাবিতা, বা অবতারিতা করিয়াছেন। এই জগৎ-স্রষ্টা ব্রহ্মা যখন "হরেঽগৃহীতকান্তে তু, কথং সৃষ্টিঃ প্রবর্ত্ততে? আদ্যন্ত-মধ্য-হেতৌ চ, তস্মিন্ শম্ভৌ বিরাগিণি।" এইরূপ চিন্তান্বিত-হৃদয়ে মন্মথদেবের শরণাপন্ন হইয়া, তৎপ্রতি "জগদ্ধিতায় বৎস! ত্বং, মোহয়স্ব পিনাকিনম্। যথা সুখমনাঃ শম্ভুঃ, কুর্য্যাদ্দার-পরিগ্রহম্।" ইত্যাদিরূপে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তৎকালে স্বয়ং মন্মথদেবও ব্রহ্মার বচন-গ্রহণ-পুরঃসর তাঁহাকে এই কথাই বলিয়াছিলেন যে, "করিষ্যেঽহং তত্র বিভো! বচনাৎ শম্ভু-মোহনম্। কিন্তু যোষিন্মহাস্ত্রং মে, তত্র কান্তাং প্রভো! সৃজ। ময়া সম্মোহিতে শম্ভৌ, যয়া তস্যানুমোহনম্। কার্য্যং মনোরমাং রামাং, তাং নিদেশয় লোকভৃৎ। তামহং নহি পশ্যামি, যয়া তস্যানুমোহনম্। কর্ত্তব্যমধুনা ধাতঃ! তত্রোপায়ং তথা কুরু।"

এই সকল-কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, উক্তরূপ-প্রমাণ-বচন-নিচয়ের বলে যদি এই পরিদৃশ্যমান-বিশ্ব-সৃষ্টির আদ্যন্ত-মধ্য-হেতু, বিশ্বোত্তরোত্তর-রমণীয়তর-পবিত্র-বিচিত্র-চরিত-চয়-চুম্বিত, নিতান্ত-যোগী, একান্ত-বিরাগী শ্রীশঙ্করদেব এবং তৎ-সমান-ধর্ম্মিণী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর কাম-কলা-ক্রীড়া-রসাস্বাদন-প্রকার, বা লীলা-বিলাস-বিহারাদি বিশ্বহিত-কর ও বিশ্ব-জন-বাঞ্ছিত হয়, তবে তাঁহাদের তাদৃশ-বিশ্ব-হিতকর-বিশ্ব-বাঞ্ছিত-কাম-কলা-ক্রীড়া-রসাস্বাদন-প্রকার-প্রদর্শনপর-লীলা-বিলাস-বিহার-

বর্ণন যে দুষ্প্রতীতিকর, বা দুষ্প্রতীতি-করত্ব-নিবন্ধন গ্রাম্যতান্তর্ভূতা-শ্লীলতা-দোষ-দূষিত হইতে পারে না, তাহা অনিচ্ছা-সত্ত্বেও সকলকেই স্বীকার করিতেই হইবে।

কিঞ্চ, যথোপদর্শিতরূপে শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের সাকার-সকল-শরীরে বিহারই যদি বিশ্ব-সৃষ্টি ও সৃষ্ট-বিশ্বের স্থিতি-কারণ হয়, তবে বিশ্বের সৃষ্টি ও স্থিতি-নিমিত্তভূত; সুতরাং বিশ্ব-হিতকর-বিশ্ব-বাঞ্ছিত-তাদৃশ-সর্ব্ব-মঙ্গল-মঙ্গলৈক- নিলয়-শ্রীশিব -পার্ব্বতী- বিহার- বর্ণন-পর-বচন-নিচয় প্রত্যেক-বিশ্ববাসীর কর্ণ-কূপ-কুহরে রসায়ন-স্বরূপে পুণ্য-পীযূষ-ধারা-বর্ষণ-দ্বারা সুখ-প্রীতি-বিবর্দ্ধন-পুরঃসর আনন্দ-সুধা-রস-ধারা-বর্ষণে সমর্থ, বা সুষ্ঠুতরা-প্রাণ-মনো-বিমোহিনী-প্রতীতির সঞ্জননে অগ্রসর হইয়া, কোন বিশ্ব-বাসীর নিকটে দুষ্প্রতীতিকর, গ্রাম্যতান্তঃ-পতিতাশ্লীলতা-দোষ-দূষিত, অসভ্যার্থ-প্রতিপাদক, লজ্জাজুগুপ্সা-জনক, বা অমঙ্গল-কারকরূপে বিবেচিত হইবে কেন ?

অপিচ, শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের বিহার যে বিশ্ববাঞ্ছিত ও বিশ্ব-হিতার্থক, তাহা বিশ্ব-স্রষ্টা ব্রহ্মার শ্রীমুখ-নির্গত, স্ব-পুত্র-শ্রীমান্ মনো-ভবদেবের প্রতি কথিত, "অবশ্যং শম্ভুপত্নী সা, যোগনিদ্রা ভবিষ্যতি। যথাশক্তি ভবাংস্তত্র, করোত্বস্যাঃ সহায়তাম্। গচ্ছ ত্বং স্বগণৈঃ সার্দ্ধং, যত্র তিষ্ঠতি শঙ্করঃ। দ্রুতং মনোভব ত্বঞ্চ, তৎস্থানং মধুনা সহ। রাত্রিন্দিবস্য তুর্য্যাংশং, জগন্মোহয় নিত্যশঃ। ভাগত্রয়ং শম্ভু-পার্শ্বে, তিষ্ঠ সার্দ্ধং গণৈঃ সদা।" এতাদৃশ-বচনানুসারে শ্রীকামদেবের রাত্রি-ন্দিব-কালের মধ্যে তুর্য্যাংশ, বা চতুর্থ-ভাগ-মাত্র-সাহায্যে জগন্মোহন-কার্য্য পরিনিষ্পন্ন করিয়া, অবশিষ্ট-ভাগ-ত্রয়-সাহায্যে শ্রীশম্ভু-পার্শ্বে অবস্থিতি-পুরঃসর তদীয়-মানস-মোহন-কার্য্যোদ্যোগ-দর্শনেই অবগত হওয়া যাইতেছে। পক্ষান্তরে শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের তাদৃশ-বিহার যদি জগদ্ধিতার্থক, বা বিশ্ব-বাঞ্ছিত না হইত, তবে জগদ্-বিধাতা-ব্রহ্মার নিজ-পুত্রের প্রতি উক্তরূপ আদেশ-বচন-কথনও সঙ্গত হইত না এবং কামদেবেরও পিতৃ-বচনানুসারে শ্রীশঙ্করদেবের মানস-মোহন-কার্য্যে আত্ম-বিনাশকর আত্ম-নিয়োগ সম্ভবপর হইত না। সেইজন্যই বলিতেছিলাম

যে, শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের বিশ্ব-হিতকর-বিশ্ব-বাঞ্ছিত-বিহার, বা তদ্-বর্ণন অশ্লীলতা-দোষ-দূষিত হইতে পারে না।

মদন-মোহিত-সকলরূপী শ্রীশঙ্করদেবের অনুমোহন-কর্ত্রী-সকলরূপিণী শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সহিত বিহার যেমন বিশ্বহিতকর, বা বিশ্ব-বাঞ্ছিত, সেইরূপ নিষ্কলরূপী শ্রীশঙ্করদেবের নিষ্কলরূপিণী-পূর্ণা-পরা-প্রকৃতি-স্বরূপা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সহিত বিহারও যে এই পরিদৃশ্যমান-সংসার-মণ্ডলের বিরচনা ও স্থিতি-কার্য্যের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ-কারণ-স্বরূপ, তাহা সর্গাদি-কালে একমাত্র-সচ্চিদানন্দময়-শ্রীপরম-ব্রহ্মদেবের ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর-স্বরূপে ত্রিধা বিভানাবসরে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপিণী-শ্রীমতীপূর্ণা-পরা-প্রকৃতি-দেবীর "কস্তাবদেষু মাং সংগ্রহীষ্যতি", এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, পতিপরীক্ষার্থে বীভৎসাকার-গলন্মাংসবসাবিল-কৃমি-কুল-সমাকুল-বিগলৎ-কচাচ্ছন্ন-ছিন্ন-ভিন্ন-বিকৃত-সর্ব্বাঙ্গাবয়ব-শব-রূপে সাগর-সলিলে ভাসিতে ভাসিতে, যাত্রা-প্রসঙ্গানুসরণেও অবগত হওয়া যাইতে পারে।

কারণ, তাদৃশাবসরে শব-রূপা-প্রকৃতি-দেবী যথাক্রমে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু-দেবের উপকার-সাধনান্তে শ্রীশঙ্করদেবের নিকটে উপস্থিতির অনন্তর তাঁহাকে যোগ-যুক্ত দেখিয়া, উপায়তঃ যখন তদীয়-যোগ-ভঙ্গ করিয়া-ছিলেন, তৎকালে ভগ্ন-সমাধিক-শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক জানু-সংস্পৃষ্ট-বিকৃত-বিগ্রহ-শবরূপে পরিদৃষ্টা, পাণি সাহায্যে পরিগৃহীতা বক্ষো-দেশে যোগ-ধারণাসনরূপে স্বীকৃতা হইয়া, তং শিবাখ্যং শিবাশ্রয়ম্" জানিয়া, পরম-পুরুষ-পরমেশ্বর-বোধে যাবৎ তাঁহাকে পতিরূপে সমাশ্রয়ণ করিলেন, তাবৎ শ্রীমন্মহেশ্বরদেব "চিন্তয়িত্বা মুহূর্ত্তেন, জ্ঞাত্বাং তাং মূল-রূপিণীম্।" অঙ্গুষ্ঠ-মাত্র-লিঙ্গরূপ-ধারণ করিলেন দেখিয়া, সেই শবরূপিণী প্রকৃতি-দেবীও "শবরূপং পরিত্যজ্য", যোনিরূপে পরিণতা হইয়া, ত্রিকোণ-মণ্ডলাকার-স্ব-স্বরূপে "লিঙ্গমারোপ্য," মাহেশ্বর-প্রজা-সৃষ্টি অভিপ্রায়ে একার্ণব-সলিলে নিমজ্জিতা হইলেন। অতএব অত্র প্রসঙ্গে "প্রকৃতেঃ পুরুষস্যাপি, যাবল্লিঙ্গমিদং জলে। তাবন্মাহেশ্বরী সৃষ্টির্বিয়োগে প্রলয়ো ভবেৎ।" এই গুপ্ত-রহস্যভূত-পরম-তত্ত্বটী বিস্পষ্টরূপে বিজ্ঞাত হইয়া, শ্রীভগবদনুগৃহীত-বিজ্ঞজনগণ নিঃসঙ্কোচে এতাদৃশী স্থিরতরা-ধারণা

মানসের নিখিল-মলাপনয়ন-ফলে নিতান্ত-নৈর্ম্মল্য-সম্পাদন, সমাধি-নির্ধূত-মলতা-প্রযুক্ত, অথবা শ্রীগুরু-পাদ-পদ্ম-যুগলালম্বন-সেবন-ফলে লব্ধ-নির্ম্মল-চিত্ততা-প্রযুক্ত "প্রভিন্ন-কমলোদরে মধূনি মধুকরঃ পিবতীতিবৎ" শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের শ্রীপাদ-পঙ্কজ-যুগলাশ্রয়ে অপবরকান্তর্গত-নিশ্চল-প্রদীপ-কলিকাকার-চিত্ত-চঞ্চরীকটীকে বিনিবেশিত করিয়া, বাক্য-সাহায্যে বর্ণনার অযোগ্য, অন্তরে অন্তরে অন্তঃকরণ-সম্বেদ্য-সমাস্বাদনীয়-পরমানন্দ-সুধা-রস-পান করিতে করিতে, নির্ব্যলীকৈকনিষ্ঠা-বশে তাঁহাদিগের অপারাসার-সংসার-পারাবার-পার-সাধনভূত-শ্রীচরণ-সরসিজ-যুগলাসক্তি-সম্বর্দ্ধন-ফলে ভ্রমরানুধ্যাতা কীটকের ভ্রমর-ভাবাপত্তির ন্যায় সদ্‌ভাবাপত্তি অর্জ্জন করিতে হইলে, অনন্তভবানুষ্ঠিতাশেষ-সৌভাগ্য-সমপেক্ষিত হওয়ায়, "যেন কেনাপ্যুপায়েন" তদর্থে যত্নাবলম্বন করিতে হইবে।

যদিচ ইজ্যাচার-দয়াঽহিংসা-দান-স্বাধ্যায়-নিত্য-নৈমিত্তিক-কর্ম্ম-প্রায়শ্চিত্তোপাসনা-শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন-সমাধি-নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেকাদিসাধন-চতুষ্টয়-যজ্ঞ-দান-তপস্থানাশক-যম-নিয়মাসন-নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচর্য্য-পারিব্রাজকতাদি-প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-মার্গ-গত-বিবিধ-সাধন-কলাপানুষ্ঠান, অথবা সর্ব্ব-ক্রিয়া-পরিত্যাগ-দ্বারা পারমেশ্বর-সুখ-স্বরূপানুভূতি সম্ভবপরা হইলে, শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের বিমল-যশো-গুণ-মহিম-বর্ণনা করিবার আবশ্যক নাই সত্য; তথাপি বিজ্ঞ-বিচক্ষণ-নিপুণতর কোন কোন পুরুষ-প্রবর যথোপদর্শিত-সাধন-সমূহ-সাহায্যে শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের নির্ব্বিকল্পক-সুখাত্মক-স্বরূপ অবগত হইতে সমর্থ হইলেও, অবিচক্ষণ-জনগণের পক্ষে কিন্তু তাহা কদাপি সম্ভবপর হইতে পারে না। বিশেষতঃ কাম্য-কর্ম্মাদির বিবিধানর্থ-হেতুতা-প্রযুক্ত, কিম্বা তাপ-ত্রয়-প্রতিকার-হেতুভূত-বৈদিক-সাধন-সমূহের মুহূর্ত্ত-যামাহো-রাত্র-মাস-সম্বৎসরাদি-নির্ব্বর্ত্তনীয়তা-প্রযুক্ত, অথবা বহু-বিত্ত-ব্যয়ায়াস-সাধ্যতা-প্রযুক্ত, তথা বিবেক-বৈরাগ্যাদির অনেক-জন্ম-পরম্পরা-সম্পাদনীয়তা-প্রযুক্ত যথোক্ত-সাধন-সমূহ হইতে ঈষৎকর, বা সুকর-বোধে শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের শ্রীচরণানুরক্তি, বা রূপ-গুণ-বিমল-যশো-গৌরব-লীলা-বিলাস-শৃঙ্গার-

সম্ভোগ-বিহারাদিবর্ণনই নিজ-নিজ-তাপত্রয়োন্মূলনকল্পে উপযুক্ততরাপেক্ষ-ণীয়-সাধন-স্বরূপে সমধিক সমাদরণীয় হইতে পারে।

অপিচ, দীর্ঘতর-সংসার-কান্তার-মার্গ-সমূহে পুনঃ পুনঃ বিচরণ, বা বার-ম্বার-যাতায়াত-জনিত-শ্রান্তির উপশম, আধ্যাত্মিকাদি-তাপ-ত্রয়ের উন্মূলন, অথবা গুণ-প্রবাহের উপরম-সাধনাভিপ্রায়ে দৃষ্টানুশ্রবিক উপায়-সকল হইতে, অথবা কাম-ক্রোধ-ভয়-স্নেহৈক্য-প্রভৃতি হইতেও শ্রেষ্ঠ, বা অধিক-তররূপে শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেব-বিষয়িণী-লীলাই উপদেষ্টব্যা হওয়ায়, তথা ভক্তি-পরিপাক-বশে কৃতার্থতা অবশ্যম্ভাবিনী হওয়ায়, ভক্তি-রসিক-পুরুষগণের পক্ষে সর্ব্বথা ভক্তি-বাসনা-সদ্ভাব-বশতঃ অনর্থাশঙ্কা দূরতর-দেশে উৎসারিতা হইতেছে। অথবা অত্র বিষয়ে বহুতর-কীদৃশ-বক্তব্যই বা অবতীর্ণ হইতে পারে? ভক্তিরসিক-পুরুষ-সকলের পক্ষে যখন স্ব-ধর্ম্ম-নিষ্ঠার প্রতিও অনাদর-প্রদর্শন-পুরঃসর কেবলমাত্র শ্রীপার্ব্বতী-পরমে-শ্বরদেবের বিশ্ব-হিতকর-বিশ্ব-জন-বাঞ্ছিত-জগজ্জনানন্দদায়ক-লীলা-বিলাস-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-মণ্ডিত-সুখ-সম্ভোগ-শৃঙ্গারাদি-সমলঙ্কৃত-সর্ব্ব-জনাপেক্ষণীয়া-শেষ-লোকোত্তর-চারু-চিত্র-বিচিত্রতর-চরিতানুবর্ণন বিহিত হইয়াছে, তখন শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের শ্রীচরণানুরাগ-পরম-প্রেম-সম্পর্ক-শূন্য, বা লীলা-বিলাস-চেষ্টিতানুবর্ণন-বিরহিত-শুষ্ক-জ্ঞান, তথা বাক্-চাতুর্য্য-পূর্ণ-কর্ম্ম কৌশল নিতান্তই ব্যর্থ বিবেচিত হওয়ায়, পরম-সমাধি, বা চিত্তৈকাগ্র্য-সাহায্যে অখিলবন্ধ-বিমুক্তির জন্য তাঁহাদিগের বিবিধ-লীলা-চেষ্টিতানুস্মরণ ও বর্ণনই অবশ্য-কর্ত্তব্য জানিতে হইবে।

কিন্তু, শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের মহিম-লীলা-বিচেষ্টিতানুবর্ণনাতি-রিক্তান্য-বিষয়ক-জ্ঞানের ন্যায় অন্য-বিষয়ক-বাক্-চাতুর্য্যও যে নিতান্তই নিষ্ফল, তাহা সুনিশ্চিত জানিতে হইবে। কারণ, যে পুরুষাধমের বাক্য চিত্র-চিত্রতর-পদ-পদার্থ-বাক্যার্থ-পরিমণ্ডিত হইয়াও, শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের গুণবত্তর-যশো-গুণ-গৌরব-মহিম-লীলা-বিলাস-বিহার-বিচে-ষ্টিতানুবর্ণন করে না, সেই পুরুষাধমের শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের বিমল-যশো-গুণ-গাথা-গান-বিহীন-বাক্য বায়সতীর্থ কাকতুল্যকামি-জনগণের রতি-স্থান-স্বরূপে অভিমত হওয়ায়, সত্ত্ব-প্রধান-মনো-মধ্যে বর্ত্তমান-যতি-

পরমহংসগণের পক্ষে কদাপি রতি-স্থান হইতেপারে না। কারণ, প্রসিদ্ধ-হংসগণ মানস-সরোবরে বিচরণাবসরে কমনীয়-পদ্ম-খণ্ড, বা বিকচ-কমল-বন-মধ্যেই নিবাস করিয়া থাকে ; পরন্তু কোন সময়েই কাক-কুলের ক্রীড়া-স্থানভূত-ত্যক্ত-বিচিত্রান্নাদি-যুক্ত উচ্ছিষ্ট-গর্ত্তে নিবাস করিতে পারে না।

পক্ষান্তরে ইহাও অবশ্যই অবগত হইতে হইবে যে, চিত্র-বিচিত্রতর-পদ-পদার্থ-বাক্যার্থ-যুক্ত না হইলেও, ভগবদ্-যশো-গুণ-লীলা-বিচেষ্টিত-বর্ণন-প্রধান-বাক্য-সকলই গিরি-সমুদ্রাদি-সমগ্র-জগন্মণ্ডলকেই সুপবিত্র করিয়া থাকে। যাঁহাদিগের পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-জন্ম-জন্মান্তরার্জ্জিত-পুণ্য-পুঞ্জ-পূত-হৃদয়-পুণ্ডরীক-প্রদেশে উশিক্-কমনীয়-কোমল-কান্ততর-কলেবর-সাম্ব-শ্রীশঙ্করদেব নিজ-নিবাস-স্থান নিরূপিত করিয়াছেন, কিম্বা "উশিক্ কমনীয়ং ব্রহ্ম ক্ষয়ো নিবাসো যেষাং", তাদৃশ-সাধু-সজ্জনগণ যখন নিজ-নিজ-বাগ্-বিসর্গ, অর্থাৎ সাম্ব-শ্রীশঙ্করদেবের বিমল-যশো-গুণ-মহিম-চরিত-বর্ণন-প্রধান-বাক্যের প্রয়োগ-সাহায্যে জনতা, বা জগতীতলস্থ-জন-সমূহের মনো-গত-পুঞ্জীভূতাঘৌঘের, বা পাপ-রাশির বিপ্লাবনে বিনাশনে তৎপর হইয়া থাকেন, তথা সাধু-সজ্জনগণ যখন নিজ-নিজ-বাগ্-বিসর্গ, বা বাক্য-প্রয়োগাবসরে কখন কখনও অপশব্দ-ব্যবহারে বাধ্য হইলেও, ঐ সকল-বাগ্-বিসর্গে প্রতি শ্লোকে, বা ছত্রে ছত্রে অনন্তাপ্রমেয়-বিভু-শ্রীবিশ্বনাথদেবের সুধা-ধবলামল-যশঃ-সমূহে সমলঙ্কৃত-নাম-নিচয় অঙ্কিত থাকায়, "বক্তরি সতি শৃণ্বন্তি, শ্রোতরি সতি গৃণন্তি, অন্যদা তু স্বয়মেব গায়ন্তি কীর্ত্তয়ন্তি" তখন আমাদের পক্ষেই বা যথোক্তরূপা-রীতির ব্যতিক্রম ঘটিবে কেন ?

অতএব এক্ষণে আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত নিঃসঙ্কোচে উচ্চ-কণ্ঠে এতাদৃশ-স্বাভিমত-সিদ্ধান্ত-বচন-কথন করিতে ইচ্ছা করিতেছি যে, সাহিত্য-দর্পণকার, বা কাব্যাদর্শকার-প্রভৃতি আলঙ্কারিকগণ নিজ-নিজ-গ্রন্থে তত্তৎ-প্রসঙ্গক্রমে উদ্দেশ-ক্রমানুসারে পদ-পদাংশ-বাক্য-বাক্যার্থ-রস-সম্ভব-ভেদে পঞ্চধাবিভক্ত-রসাপকর্ষক-দোষ-প্রদর্শনাবসরে তত্তদ্-বিভাগ-গত-বহুবিধ-দোষের যথাক্রমে অনেকানেক-নিদর্শন-প্রদর্শন-প্রসঙ্গে প্রকৃতি-বিপর্য্যয়াখ্য-দোষের দৃষ্টান্তোপন্যাসকালে "যথা বা কুমারসম্ভবে" উত্তম-দেবতয়োঃ শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরয়োঃ সম্ভোগ-শৃঙ্গারবর্ণনম্। ইদঞ্চ

পিত্রোঃ সম্ভোগ-শৃঙ্গার-বর্ণনমিবাত্যন্তমনুচিতম্।" এই কথা বলিয়াছেন বটে; কিন্তু দর্পণকারাদির অভিপ্রেত-যথোক্ত-প্রকৃতি-বিপর্য্যয়-দোষ দৃশ্য-শ্রব্য-ভেদ-ভিন্ন-নাটক-কাব্য-প্রবন্ধে লব্ধাস্পদ হইলেও, শ্রীশুক-ব্যাস-পরাশর-মার্কণ্ডেয়-প্রভৃতি-মহাপ্রভাব-সম্পন্ন-মহর্ষিগণ, তথা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমন্মহাদেব-প্রভৃতি-দেবশ্রেষ্ঠগণ যখন জগন্মাতা-পিতৃ-স্থানীয়-শ্রীরাধা-কৃষ্ণ, বা শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের সম্ভোগ-শৃঙ্গার-বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন পুরাণ-প্রবন্ধে উক্তরূপ-দোষ লব্ধাস্পদ না হওয়ায়, এক দিকে যেমন পৌরাণিক-প্রবন্ধান্তঃ-পতিত-শ্রীকালিদাস-কৃত-শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বর-সম্ভোগ-শৃঙ্গার-বর্ণন দোষাস্পদ হইতে পারে না, অপর দিকেও সেইরূপ শ্রীশিবমহিম-বিকাশান্তর্গতাষ্টমাবয়বভূত-বিহার-খণ্ডে রাস-লীলা-প্রসঙ্গ-সমাশ্রয়ণে মৎকৃত-শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বর-সম্ভোগ-শৃঙ্গার-বর্ণন দোষাবহ হইতে পারে না।

এইরূপে অশ্লীল-শব্দের গ্রাম্য-ভাষারূপ অর্থাভিপ্রায়ে গ্রাম্যতান্তর্ভূতাসভ্যার্থ-প্রতিপাদক-গ্রামীণ-হালিকাদি-প্রযোজ্য-বাক্যবৎ শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের লীলা-বিলাস-সুখ-সম্ভোগ-শৃঙ্গার-বিহার-বর্ণন-প্রধান-বাক্য-কদম্বগতাশ্লীলতা-দোষ-পরিহার-কল্পে বিবিধ-পুরাণ-গত-যথোপদর্শিত-প্রমাণ-বচনানুমত-সাধুত্ব-সভ্যার্থ-প্রতিপাদকত্ব-সমর্থন-মূলক-যুক্তি-যুক্ত যে সকল প্রকার প্রদর্শিত হইল, তদ্দ্বারা অস্মদীয় শ্রীশিব-মহিম-বিকাশ-নামধেয়-মহাগ্রন্থের অষ্টমাবয়বভূত-বিহার-খণ্ডের নিরবদ্যত্ব-নির্দ্দুষ্টত্ব-সুষ্ঠুতর-প্রতীতিকরত্ব সুস্থিত হইলে, তৎফলে কি শব্দগতা-গ্রাম্যতা, কি গ্রাম্যতান্তঃ-পতিতা-পদ-পদাংশ-গতা অশ্লীলতা কি বাক্যার্থ-গতাশ্লীলতা, আর কি রস-গতাশ্লীলতা, সর্ব্ববিধাশ্লীলতা-দোষ পরিহৃত হওয়ায়, সম্প্রতি অশ্লীল-শব্দের ভণ্ড-বাক্যরূপ অর্থাভিপ্রায়ে তৎ-পরিহার-কল্পেও বলিতে হইতেছে যে, যে সকল-বাক্যের প্রতি সকলেরই সতত শ্রদ্ধা, বা বিশ্বাস আছে, সেই সকল-বাক্য কদাপি ভণ্ড-ধূর্ত্ত-নিশাচরবাক্য-মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না।

কারণ, প্রবিতত-গগনাঙ্গন-গাত্রে উৎক্ষিপ্ত হইলেও, যেমন প্রস্তর-খণ্ড অধিকক্ষণ-পর্য্যন্ত অন্তরীক্ষতলে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয় না,

অথবা জলের তিলক ভালতলে অঙ্কিত হইলেও, পরক্ষণেই যেমন ললাট-ফলকতলে বিলুপ্ত, বা বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ বাস্তবিকপক্ষেই শ্রীকালিকা-পুরাণ-শ্রীমদ্ভাগবত-মহাভাগবত-পুরাণ-বিষ্ণু-পুরাণ-ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত-পুরাণ-প্রভৃতি-শাস্ত্র-গ্রন্থ-গর্ভ-প্রাপ্ত, সপ্ত-কল্পান্ত-জীবি-মার্কণ্ডেয়াদি-মহা-প্রাণ-মহাপ্রভাব-মহামহিম-মহানুভবগণের সুপবিত্র-কম্বুকমনীয়-কণ্ঠ-কূপ-কুহরোদর-বিবর-বিনির্গত-শ্রীশিব-সতী- শ্রীপার্ব্বতী- পরমেশ্বর- শ্রীরাধা-কৃষ্ণাদি-জগদ্বন্ধুরন্ধরগণের সম্ভোগশৃঙ্গারাদি-বর্ণন-পর-বচন-সকল যদি ভণ্ড-ধূর্ত্ত-নিশাচর-বাক্য-মধ্যে পরিগৃহীত হইত, তবে নিশ্চিতই এতদিনে তাঁহাদিগের তথাবিধ-বচন-সকল পরকীয়-চিত্ত-বিনোদন-দৃষ্টি-মনোযোগ-শ্রদ্ধা-বিশ্বাস-সমাকর্ষণ-প্রভাব-লক্ষণ-স্বভাব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া, প্রশমিতপ্রায় পরিলক্ষিত হইত, সন্দেহ নাই।

অথচ বৈপরীত্যে যখন স্পষ্টতঃ পরিদৃষ্ট হইতেছে যে, আসমুদ্রহিমাচল, আ চ সুমেরু-কন্যাকুমারিকা-পর্য্যন্ত-সমগ্র-ভূভাগে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা-শ্রীমতী-সপ্ত-শতী-চণ্ডী-শ্রীমতী-রাস-পঞ্চাধ্যায়ী-প্রভৃতি আত্ম-প্রকাশের পরবর্ত্তী কাল হইতে অদ্য-পর্য্যন্ত সমানভাবে আত্ম-প্রভাব-বিস্তার-পূর্ব্বক বিদ্বজ্জনগণের চিত্ত-বিনোদন-দৃষ্টি-মনো-যোগাকর্ষণ-দ্বারা-শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাস-ভাজন হইয়া, স্বভাবের অনপায়-বশতঃ অবিচলিতভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, তখন নিঃসংশয়ে জানিতে হইবে যে, ভগবতী অদ্বৈতামৃত-বর্ষিণী অষ্টাদশাধ্যায়িনী-গীতা-চণ্ডী-রাস-লীলা-প্রভৃতি ভণ্ড-ধূর্ত্ত-নিশাচর-প্রণীত-বাক্য-কদম্বাত্মক-গ্রন্থমাত্র নহে।

আমাদের বেদ-বেদান্ত-সাংখ্য-পাতঞ্জল-ন্যায়-মীমাংসা-বৈশেষিক-চরক-সুশ্রুত-পুরাণ-মহাভারত- ভাগবত -রামায়ণ- সংহিতা- বিবিধ- সূত্রবচন- দৃশ্য-শ্রব্য- নাটক- কাব্যালঙ্কারাদি- বিবিধ - জাতীয়- বিচিত্রতর- জ্ঞান- রত্ন- রাজি-রঞ্জিত-রত্নাকর-স্থানীয়-মহামূল্য-গ্রন্থ-রাজির ন্যায় গ্রন্থরাজি কি অদ্য-পর্য্যন্ত পৃথিবীর অপর কোন সভ্য-দেশে এমন বিশ্ব-বিমোহন-চেতশ্চমৎকার-জনক-সর্ব্ব-লোক-লোচনানন্দদায়করূপে স্বীয়াসীম-প্রভাব-বিস্তার-পুরঃসর আত্মাস্তিত্ব- প্রতিপাদনে সমর্থ হইয়াছে? যদি না হইয়া থাকে, তবে কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে যে, শ্রীশুক-ব্যাস-পরাশরাদি-রচিত-

কথিত-রাস-লীলা-বিলাস-বর্ণন-প্রধান, বা শ্রীপার্ব্বতীপরমেশ্বরদেবের সুখ-সম্ভোগ-শৃঙ্গার-বর্ণন-প্রধান-"বিহার-খণ্ড" অশ্লীলতা-দোষ-দূষিত-ভণ্ড-বাক্য-মধ্যে পরিগণিত হইবার উপযুক্ত ?

কিঞ্চ, বৈদিক-বিবাহ-প্রকরণে কন্যা ও বরের অন্যোহন্য-দর্শন-প্রসঙ্গে পঠনীয়-মন্ত্রের শেষভাগে "সা নঃ পূষা শিবতমা মৈরয়ৎ, সা ন উরূ উশতীর্ব্বিবহ, যস্যামুশন্তঃ প্রহরাম শেফং, যস্যামু কামা বহবো নিবিষ্ট্যৈ।" এই কয়েকটী কথা বলা হইয়াছে সত্য; কিন্তু "সা ইয়ং পূষা বৃদ্ধিকারিণী শিবতমা কল্যাণী মা ঐরয়ৎ ন ত্যজতু, নোহস্মান্, কিঞ্চ, যস্যাং ত্বয়ি উশন্ত ইচ্ছন্তো বয়ং শেফমিন্দ্রিয়ং প্রহরাম প্রক্ষিপাম, সা ত্বং উরূ বিবহ প্রসারয়, কিম্ভূতা ? নোহস্মান্ উশতী ইচ্ছন্তী, কিঞ্চার্থে উশব্দঃ, কিঞ্চ, যস্যাং ত্বয়ি বহবঃ কামা অভিলষিতাঃ নিবিষ্ট্যৈ নিবেশিতাঃ", এতাদৃশার্থব্যঞ্জকত্ব-নিবন্ধনই যে ঐসকল-মন্ত্র-বচনের গ্রাম্যতা-দোষ-দুষ্টত্ব, বা তদন্তঃপতিতাশ্লীলতা-দোষ-দূষিতত্ব কীর্ত্তন করিতে হইবে, তৎপ্রতি বিশিষ্টতরা-যুক্তি, বা প্রমাণ কি আছে ? পক্ষান্তরে যদি শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশ-সংস্কৃতান্তঃকরণে বিশেষরূপ-বিবেচনা-পূর্ব্বক তাৎপর্য্যার্থের আলোচনা করা যায়, তবে অবশ্যই বিচক্ষণ-জনগণ-কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট হইবে যে, বিবাহ-প্রকরণীয় বধূবরের পরস্পর-বিলোকন-বিষয়ক-মন্ত্র-বচনগুলির মধ্যে গার্হস্থ্য-আশ্রমের সুখ-সাধনভূত-সার-সর্ব্বস্বই নিহিত রহিয়াছে। এইরূপ অশ্বমেধ-প্রকরণীয়-পত্নী-গ্রাহ্য অশ্ব-শিশ্ন-গ্রহণ-বিষয়ক-মন্ত্র-বচন-মধ্যে সপত্নীক-যষ্টা, বা যজমান-পুরুষের বহুতর-কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে, জানিতে হইবে। এতদ্দ্বারা ইহাই এক্ষণে আমরা বলিতে ইচ্ছা করিতেছি যে, পৌরাণিক-প্রবন্ধেই হউক, আর বৈদিক-প্রকরণেই হউক, বিষয়ের উপযোগিতানুসারে যেখানে যে সকল-কথা না বলিলে, প্রবন্ধের প্রগাঢ়তা, বা গভীরতাদিবিষয়ে হানি ঘটিতে পারে ও বিষয়-সৌন্দর্য্যের অপরিস্ফুটতাদিদোষ আপতিত হইতে পারে, তাদৃশ-স্থলে বিষয়োপযোগিতানুসরণে তথাবিধ-বচন-নিচয়ের বিন্যাস করিতেই হইবে।

অপিচ, এস্থলে আমরা একথাও বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, সাহিত্য-দর্পণে প্রথমতঃ কাব্য-বিষয়ে দোষ-গুণ-রীতি ও অলঙ্কার-সকলের যে

অবস্থিতি-ক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে, তদনুসারে সপ্তম-পরিচ্ছেদে "কে তে দোষাঃ ? এইরূপ অপেক্ষা-বুদ্ধির উপস্থিতি-কালে উদ্দেশ-ক্রম-প্রাপ্ত-দোষ-সকলের স্বরূপ-নির্ণয়-প্রসঙ্গে পদ-পদাংশ-বাক্য-বাক্যার্থ-রস-সম্ভব-ভেদে পঞ্চধা-বিভক্ত-রসাপকর্ষক-দোষ-সকলের তত্তৎ-স্বরূপ-প্রদর্শন-পূর্ব্বক যে সকল উদাহরণ উপন্যস্ত হইয়াছে, ঐ সমস্ত উদাহরণই কাব্য-গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হওয়ায়, কাব্য-মাত্রই যে কোন না কোন অংশে কিঞ্চিৎ দোষ-বিশিষ্ট, তাহা যদি অস্বীকরণীয় না হয়, তবে প্রবিরল-বিষয়তা, বা নির্ব্বিষয়তা-পাত-ভয়ে, তথা সর্ব্বথা নির্দ্দোষ-কাব্যের একান্তাসম্ভাবনা-বশতঃ কবিগণই যখন নিজ-নিজ-কাব্যের অংশ-বিশেষের দুষ্টত্ব-স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তখন আমাদের পক্ষেই বা অপরা-গতি কি আছে ?

অথবা শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের বিশ্ব-জন-বাঞ্ছিত-সর্ব্ব-জন-হিতকরাশেষ-জগজ্জনানন্দ-দায়ক-কাম-কলা-ক্রীড়া-রসাস্বাদন-প্রকার-প্রদর্শন-মূলক-লীলা-বিলাস-সুখ-সম্ভোগ-শৃঙ্গারাদি-বিবিধ-বিচেষ্টিত-বর্ণন-ফলক-"**বিহার-খণ্ডের**" বাক্য-গতাশ্লীলতা-পরিহার-কল্পে নিজ-বিদ্যা-বুদ্ধি-বিলাস-বিভবানুসারে সংগৃহীত-সামগ্রী-সম্ভার-সাহায্যেই বাক্যার্থ-গতা অশ্লীলতার পরিহারাভিপ্রায়ে সম্প্রতি এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, "খরং প্রহৃত্য বিশ্রান্তঃ, পুরুষো বীর্য্যবানিতি", এই স্থলে "কশ্চিদ্ বীর্য্যবান্ পরাক্রমশালী পুরুষঃ খরং অতিতীক্ষ্ণং যথা তথা প্রহৃত্য শত্রূন্ ইতি শেষঃ, বিশ্রান্ত ইতি প্রকরণ-সঙ্গতোঽর্থঃ। পরং বীর্য্যবান্ শুক্রলঃ কশ্চিৎ পুরুষঃ খরং গাঢ়ং যথাতথা প্রহৃত্য, মৈথুনং কৃত্বা, বিশ্রান্ত ইত্যপি অসভ্যার্থো বক্ত্রাদি-বৈলক্ষণ্যেন প্রতীয়তে"; সুতরাং এতাদৃশরূপে প্রকরণ-সঙ্গত-প্রথমার্থ-প্রতীতির অনন্তর বক্ত্রাদি-বৈলক্ষণ্য-সাহায্যে উক্ত-রূপ দুষ্প্রতীতিকর-লজ্জাদি-জনক অসভ্যজনোচিত-দ্বিতীয়ার্থেরও প্রতীতি অবশ্যম্ভাবিনী হওয়ায়, বাক্যার্থ-গতা অশ্লীলতা উপপন্নতরা হইতেছে।

যদি বলা যায় যে, অত্রস্থলীয়া অশ্লীলতা বাক্যার্থ-গতা না হইয়া, বাক্য-গতাও ত হইতে পারে, তবে এস্থলে এইরূপ উত্তরবচনও অভিহিত হইতে পারে যে, "ন চাত্র বাক্যগতমশ্লীলত্বমিতি মন্তব্যম্। শব্দ-

পরিবৃত্তি-সহত্বাসহত্বাভ্যাং তদ্-ব্যবস্থাপনাৎ, তথাহি,—যত্র শব্দ-পরি-বৃত্তাবপি তদর্থ-প্রতীতিস্তত্র ন শব্দ-গতত্বং, যত্র তু তথাত্বে ন তদর্থ-সম্ভব-স্তত্রৈব শব্দ-গতত্ব-নিয়মঃ, অত্র তু খরমিত্যাদি-বাক্যস্থ-পদানাং একার্থ-মাত্র-প্রতিপাদকানাং প্রকরণ-বলাৎ প্রথমে অর্থে প্রতীতেঽপি বক্ত্রাদি-বৈশিষ্ট্যাদপরোঽপি অর্থো ব্যঞ্জনয়া বৃত্ত্যা প্রতীয়তে। তথাচোক্তং দর্পণকারেণ, যথা—অনেকার্থস্য শব্দস্য, সংযোগাদ্যৈর্নিযন্ত্রিতে। এক-ত্রার্থেঽন্যধীহেতুর্ব্যঞ্জনা সাভিধাশ্রয়েতি। ন চাত্র বীর্য্য-পদং বিভিন্নয়োর্বল-শুক্রয়োর্বাচকমিতি বাচ্যম্, বলস্য শুক্রজত্বেন একমাত্র-পদার্থত্বাদিতি। এবমাদিদোষদূষিতং কাব্যং উভয়োরপি গৌড়বৈদর্ভয়োর্মার্গয়োঃ ন শংসন্তি ন আদ্রিয়ন্তে বিদ্বাংস ইতি শেষঃ।”

অতএব উক্তরূপে “খরং প্রহৃত্য বিশ্রান্তঃ, পুরুষো বীর্য্যবানিতি।” এই স্থলে প্রথমার্থ-প্রতীতির অনন্তর বক্ত্রাদি-বৈলক্ষণ্য-দ্বারা দুষ্প্রতীতি-কর-দ্বিতীয়াসভ্যার্থ-প্রতীতি-ফলে বাক্যার্থ-গতা অশ্লীলতা সুস্থিতা, বা সুসমর্থিতা হইলেও, প্রকৃত-পক্ষে কিন্তু শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের বিশ্ব-জন-বাঞ্ছিত-সর্ব্ব-জন-হিতকরাশেষ-জগজ্জনানন্দ-দায়ক-কাম-কলা-ক্রীড়া-রসাস্বাদন-প্রকার-প্রদর্শন-মূলক-লীলা-বিলাস-সুখ-সম্ভোগ-শৃঙ্গারাদি-বিবিধ-বিচেষ্টিত-বর্ণন-ফলক-বিহার-খণ্ডান্তর্গত-পদ-পদাংশ-বাক্য-বাক্যার্থ-গতা, বা রস-গতা-প্রাগুক্তা-লজ্জা-জুগুপ্সাঽমঙ্গল-লক্ষণা-ত্রিবিধাশ্লীলতার মধ্যে কোন একটীমাত্রও দুষ্প্রতীতিকরাসভ্যার্থ-ব্যঞ্জক-লজ্জা-জুগপ্সাঽমঙ্গল-জনকাশ্লীলতা-লক্ষণ-দোষের সদ্ভাব না থাকায়, বাক্য-গতাশ্লীলতা-পরি-হারাবসরে অভিহিত-যুক্তি-তর্ক-বিচার-প্রমাণ-সঙ্গত-প্রতিষেধক-বচন-নিচয়-দ্বারাই যে এই বাক্যার্থ-গতা-দুষ্প্রতীতিকরী অশ্লীলতা “দূরাৎ” দূরতরদেশে সবলে সমুৎসারিতা হইতেছে, তাহা ইচ্ছা না থাকিলেও, “অকামেনাপ্যবশ্যমেব স্বীকরণীয়ম্।” কারণ, বাক্য-গত-দোষের অভাবে বাক্যার্থ-গত-দোষাভাব স্বয়মাপতিত হওয়ায়, “নহি সিকতাভ্যঃ তৈলং নির্গচ্ছতীতি” ন্যায়ও অবসরক্রমে অবতীর্ণ হইতেছে।

সে যাহা হউক, আলঙ্কারিকগণের নিয়মানুসারে উৎপ্রেক্ষিত-দোষ-সকল যে দৃশ্য-শ্রব্য-ভেদ-ভিন্ন-নাটককাব্য-মাত্রেই নিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা

ইতঃপূর্ব্বতন-গ্রন্থে অভিহিত হওয়ায়, অধুনা এইরূপ বক্তব্য উপস্থিত হইতেছে যে, নাটক-কাব্যাদি-গ্রন্থে উক্তরূপে গ্রাম্যতা প্রতিষিদ্ধা হইলেও, পুনশ্চ আলঙ্কারিক-নিয়মানুসারেই প্রতিষিদ্ধা-গ্রাম্যতার পুনর্বিধানাত্মক-প্রতিপ্রসবও পরিদৃষ্ট হইয়াছে। কাব্যাদর্শকার-দণ্ড্যাচার্য্য গ্রাম্যতা-বিবরণের অনন্তর নিষিদ্ধা-গ্রাম্যতার পুনর্বিধানাবসরে বলিয়াছেন যে, "ভগিনী ভগবত্যাদি, সর্ব্বত্রৈবানুমন্যতে।" অর্থাৎ ভগিনী, ভগবতী, আদি-পদ-গ্রাহ্য-যোনিপীঠ, শিব-লিঙ্গ, ইত্যাদি-শব্দ-সকল সর্ব্বত্র কাব্য-গ্রন্থ-সমূহে, তথা ব্যবহারাবসরে তত্তচ্ছব্দ-প্রয়োগে দোষানুসন্ধান-বিরহ-প্রযুক্ত সাধারণ-লোক-সকলের মানসে বৈরস্যানুদয়ফলে অদুষ্টত্বরূপেই কবিতার্কিক-জনগণ-কর্তৃক অঙ্গীকৃত অনুমত হইয়াছে।

"উক্তঞ্চ, সংবীতস্য হি লোকেহস্মিন্, ন দোষান্বেষণং ক্ষমম্। শিব-লিঙ্গস্য সংস্থানে, কস্যাসভ্যত্বভাবনমিতি। সংবীতং হি অদুষ্টতয়া সর্ব্ব-জন-ব্যবহৃতম্। অন্যচ্চ, বাক্যং ঘৃণাবদশ্লীলামঙ্গলার্থং যদীরিতম্। তৎ সংবীতেষু, গুপ্তেষু লক্ষিতেষু ন দুষ্যতীতি। গুপ্তেষু অসভ্যার্থেষ্বপ্রসিদ্ধেষপি ভাবেন তদর্থ-বোধকেষু, যথা করি-হস্তেন সম্বাধে, প্রবিশ্যান্তর্বিলোড়িতে। উপসর্পন্ ধ্বজঃ পুংসঃ, সাধনান্তর্বিরাজতে, ইত্যত্র সম্বাধ-পদেন সঙ্কটার্থ-প্রসিদ্ধেনাপি ভাবেন অপ্রসিদ্ধস্য স্ত্রীলিঙ্গস্য বোধনম্। লক্ষিতেষু লক্ষণয়া অসভ্যার্থ-প্রতিপাদকেষু, যথা—জন্মভূমি-পদেন কুত্রচিৎ ভাবেন যোনি-বোধনম্।" অতএব উক্তপ্রকারে ভগদত্ত-ভগদৈবত-ভগন্দর-ভগিনীপতি-ভগীরথ-ভগবান্-ভগিনী-ভগবতী-শিব-লিঙ্গ-যোনিপীঠ-প্রভৃতিস্থলে কাব্য-নাটক-গ্রন্থ-সমূহে, বা তত্তদ্-ব্যবহারাবসরে তত্তচ্ছব্দ-প্রয়োগে কোনরূপ দোষানুসন্ধানের নিতান্ত অভাব-বশতঃ সাধারণ-লোক-সকলের হৃদয়-কন্দরে বিরসতার একান্তানুদয়-নিবন্ধন দুষ্টা-প্রতীতি-দুষ্প্রতীতির অভাবে গ্রাম্যতান্তঃপতিত-লজ্জা-জুগুপ্সাঽমঙ্গলরূপ-ত্রিবিধাশ্লীলতা দূরে পরিহৃতা হওয়ায়, সর্ব্বথা অব্যাহত-মাধুর্য্য-রস বিভাগ-পূর্ব্বক প্রদর্শিত হইয়া, নিশ্চিতই সম্প্রতি কবি-তার্কিক-ভক্ত-ভাবুক,তথা অনন্ত-প্রেম-মাধুর্য্যময়-শ্রীভগবদ্-ভাবপূত-তদীয়-লীলা-বিলাস-সম্ভোগশৃঙ্গার-বর্ণন-প্রধান-"**বিহার-খণ্ড**"-পাঠকপ্রেমিক-রসিক-সজ্জন-মহোদয়গণের সরস-চেতো-হরণে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই।

এইরূপে এই "বিহার-খণ্ডের" গ্রাম্যতা-লক্ষণা অশ্লীলতা, বা দুষ্প্রতীতি-করত্ব-নিবন্ধন অসভ্যার্থতা দূরে সমুৎসারিতা হইলে, এতদুপদর্শিত-বিশিষ্টতর-প্রেম--ভক্তি-যোগ-সমাশ্রয়ণে উত্তম-শ্লোক-গুণানুবর্ণন-শ্রবণ-তৎপর-ভক্ত-সাধক-সজ্জন-মহোদয়গণ নিজ-নিজ-হৃদয়-পুণ্ডরীকাভ্যন্তরে শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের পরস্পর-সমালিঙ্গিতা-প্রেম-মাধুর্য্যময়ী-দিবতমা-মূর্ত্তি-দুইটীকে অবরুদ্ধা করিবার জন্য, কিম্বা তাঁহাদিগেরই শ্রীচরণ-কমলোদ্দরে অপেতাখিল-চাপলাগৃহীত-ক্রীড়নক-শান্ত-দান্ত-চিত্ত-চঞ্চরীকটীকে নিরন্তর অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য তদুপায়-কথা-পণ্ডিতগণের পরামর্শানুসারে দাস্য-সখ্যাত্ম-নিবেদন-পুরঃসর উপযুক্ত-বক্তার অবস্থিতি-কালে তাঁহাদিগের বিমল-যশো-গুণ-বিচেষ্টিত-বর্ণন-শ্রবণ, ভক্ত-শ্রোতৃ-জনের শুভাগমনাবসরে তাঁহাদের বিচিত্রতর-চরিত্র-গুণ-গাথা-গান, তথা তদভাবে নিজ-নিজ-মানসে তাঁহাদিগের লীলা-তনু-কৃতাতুলনীয়-গুণ-কর্ম্ম-বীর্য্যোৎকর্ষ গান করিতে করিতে, লোক-লজ্জা-পরিহার-পূর্ব্বক কখনও অতিশয়-হর্ষ-পুলকাশ্রু-গদ্‌গদভাবে উচ্চকণ্ঠে উদ্‌গান-নর্ত্তন-হসনা-ক্রন্দন-ধাবন-বন্দন-পূজনাদি, কখনও লীলানুকার, বা চরিতাভিনয়, কখনও বা স্মরণ-মনন-চিন্তন-সাহায্যে সদামুক্ত-সমস্ত-বন্ধনাবস্থায় তদ্‌ভাব-ভাবিত-মানসে শ্রীশিব-হর-শঙ্কর-শশাঙ্ক-শেখরাদি-নাম-গান-সহ মহত্তর-প্রেম-পীযূষ-পূর্ণ-ভক্তি-যোগ-প্রয়োগে অগ্রসর হইতে পারেন ভাবিয়া, আমি এই "বিহার-খণ্ডের" অবতারণা করিতেছি।

অপিচ, এই "বিহার-খণ্ডে" শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের কাম-কলা-ক্রীড়া-রস-প্রধান-শত-বার্ষিক-বিহার-প্রসঙ্গে প্রকৃতি-চরিত-পর্য্যালোচনার অনন্তর মদন-মোহিত-শ্রীশঙ্করদেবের স্বায়-মানসানুমোহন-কর্ত্রী-শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীর সহিত বিবিধ-ক্রীড়া-বর্ণনাবসরে অন্যান্য-বিবিধ-পুরাণ-গ্রন্থ হইতে বিবিধ-বিচিত্র-বিহারোপকরণ-সংগ্রহ-পূর্ব্বক পরিশেষে আমি শ্রীমদ্‌-ভাগবতের দশম-স্কন্ধ-গতা শ্রীরাধা-কৃষ্ণের শ্রীমতীরাসলীলাটীকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিতা করিয়া, শ্রীশিব-পার্ব্বতী-পক্ষে সংযোজিতা করিয়াছি এবং শ্রীমদ্‌-বেদব্যাসদেবের অমৃত-নিষ্যন্দিনী-লেখনী-প্রসূতা "বংশীসংজল্পিতমনুরতং রাধয়ান্তর্দ্ধিকেলিঃ, প্রাদুর্ভূর্য়াসনমধিপটং প্রশ্ন-কূটোত্তরঞ্চ।

নৃত্যোল্লাসঃ পুনরপি রহঃ-ক্রীড়নং বারিখেলা, কৃষ্ণারণ্যে বিহরণমিতি শ্রীমতীরাসলীলা।" এতাদৃশী শ্রীমতীরাসলীলাটীকে ভাবার্থ-দীপিকা, বৈষ্ণব-তোষণী. ক্রম-সন্দর্ভ ও সারার্থ-দর্শিনী-নাম্নী-টীকার সাহায্যে যথাশক্তি-যথামতি-বিভবানুসারে সৌন্দর্য্য-গাম্ভীর্য্য-শালিনী করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

অধিকন্তু শ্রীমদ্ভাগবতীয়-রাস-গ্রন্থের-শ্রীশিব-পার্ব্বতী পক্ষে বিভিন্ন-ব্যাখ্যান-প্রণয়নাবসরে যে সকল-স্থলে শ্রীমদ্ভাগবতীয় উপকরণ-সংগ্রহ করিয়াও, মানসে পরিতৃপ্তি-লাভ করিতে পারি নাই, সেই সকল-স্থলে প্রয়োজনানুসারে ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত-পুরাণ-বিষ্ণু-পুরাণ-হরিবংশ, তথা অনেকানেক-বৈষ্ণবীয়-পদাবলী হইতেও বিবিধ-বিচিত্রতর উপকরণ-সংগ্রহ করিয়া, মানস-সন্তোষ-সম্পাদনে বাধ্য হইয়াছি। **শ্রীশিবমহিম-বিকাশ**-নামা এই গ্রন্থরাজের অষ্টমাবয়বভূত-"**বিহার-খণ্ডে**" সংগৃহীত-বৈষ্ণবীয়-পদাবলীর আবশ্যকমত স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য হওয়ায়, আমাকে তদ্বিষয়েও যত্নাবলম্বন করিতে হইয়াছে। শ্রীগোপাল-গোবিন্দ-মধুসূদন-রাম-নারায়ণ-নৃসিংহাদির উপাসকগণের মধ্যে অধিক-পরিমাণে সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-প্রিয়তা পরিদৃষ্টা না হইলেও, শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের উপাসকগণের মধ্যেই অত্যধিক-পরিমাণে সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যপ্রিয়তা পরিদৃষ্টা হইয়া থাকে। এই কারণে আমিও শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের শত-বার্ষিক-বিহারটীকে সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যমণ্ডিত করিতে ইচ্ছা করিয়া, অন্যত্রান্যত্র অভিমতোপাদানের অপ্রাপ্তি-নিবন্ধন শ্রীমদ্ভাগবতীয়া-রাস-লীলাটীকে প্রধানোপকরণ-স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছি।

এক্ষণে যদি এইরূপ প্রশ্ন হয় যে, শ্রীমদ্ভাগবত-বিষ্ণু-পুরাণ-ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত-পুরাণ-প্রভৃতি-গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণেরই গোপীগণের সহিত রাস-লীলার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে বটে; কিন্তু লীলা-বিলাস-বিহারাবসরোচিত-বহুরূপ-বিধায়িনী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের সহিত শ্রীশঙ্করদেবের রাস-লীলার কথা কুত্রাপি পরিশ্রুতা না হওয়ায়, এই "**বিহার-খণ্ডে**" শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বদেবের মহত্তরাড়ম্বর-পূর্ণা-রাসলীলা বর্ণিতা হইতে পারে কিরূপে? তবে এতাদৃশ-প্রশ্নের প্রতি-বচন-স্বরূপে সংক্ষেপে এস্থলে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের

মধ্যে স্ত্রীত্ব ও পুংস্ত্বের বিনিময়-পূর্ব্বক পূর্ব্বাতি-পূর্ব্বকালে যে রাস-ক্রীড়া হইয়াছিল, সেই রাস-ক্রীড়াই সর্ব্বাদিমভূতা-বিশুদ্ধ-বিচিত্রতরা-রাস-ক্রীড়া এবং পশ্চাদ্‌বর্ত্তি-দ্বাপর-যুগান্তে শ্রীমদ্‌ভাগবত-বিষ্ণু-পুরাণ-ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত-পুরাণাদি-প্রাপ্তা-শ্রীকৃষ্ণ-কৃতা যে রাসক্রীড়া, সেই ব্যভিচার-দোষ-দুষ্টা-রাস-ক্রীড়া উপাসনা-পরিতুষ্ট-শ্রীশঙ্করদেবের বর-প্রসাদ-বলে আত্ম-লাভ করিয়াছিল। অত্র বিষয়ে যদি কোন বিচক্ষণ-প্রবরের বিশিষ্টরূপা-জিজ্ঞাসা মনোমধ্যে সমুল্লসিতা হয়, তবে তিনি শ্রীমন্মহর্ষি-কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন-বিরচিত-শ্রীমহাভাগবত-পুরাণের একোনপঞ্চাশ অধ্যায় হইতে অষ্ট-পঞ্চাশ অধ্যায়-পর্য্যন্ত দশটী অধ্যায় পাঠ করিয়া, নিজ-জিজ্ঞাসার বিনি-বৃত্তি-সাধন করিতে পারেন।

সম্প্রতি **শ্রীশিবমহিম-বিকাশাখ্য**-মহাগ্রন্থের অষ্টমাবয়বভূত এই অংশ-বিশেষের "**বিহার-খণ্ড**" নাম-করণ-কারণ-প্রদর্শন-প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, **শ্রীশিবমহিম-বিকাশের** অষ্টমাবয়বাত্মক এই বিশিষ্টতর অংশে শ্রীশিব-পার্ব্বতীদেবীর অনন্ত-কোটি-ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলৈকনায়ক-মহারাজাধিরাজ-চক্রবর্ত্তি-জনোচিত, তথা ত্রিভুবন-মহারাজ-গৃহিণী-শ্রীপরম-ব্রহ্মমহিষী-জনোচিতরূপে কৈলাসালয়-বিহার-বনোপবন-বিহার-কুঞ্জ-বিহার-সরোবর-বিহার-নদী-বিহার- পুলিন-বিহার-পর্ব্বত-বিহার-রাস- মণ্ডল-বিহার, তথা সমুদ্র-বিহার-প্রভৃতি-বিবিধ-বিচিত্রতর-পরমৈশ্বর্য্য-পূর্ণ "**বিহার-সকল**" অত্যন্ত-নিপুণতার সহিত বর্ণিত হওয়ায়, বিহার-বর্ণন-প্রাধান্য-বশতঃ "**বিহার-খণ্ড**" নামের সার্থকতা, বা সমন্বিতার্থতা স্বয়মাপতিতা হইলেও, কিন্তু বিবিধ-বিহার-বর্ণয়িতা, বা "**বিহার-খণ্ড**" রচয়িতার পক্ষে যে অতিগুরুতর অভিযোগ উপস্থিত হইতেছে, তাহা কিরূপে নিবারিত হইতে পারে?

তাৎপর্য্য এই যে, বর্ত্তমান-প্রস্তাবানুগত-ষড়্‌বিংশাধিক-শততম অধ্যায়াত্মক-"**বিহার-খণ্ডের**" অষ্টষষ্ট্যধিক-ষট্‌-শত-সংখ্যক-পত্র-পৃষ্ঠে শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের বিহার, কাম-কলা-ক্রীড়া-রসাস্বাদন-প্রকার, বা লীলা-বিলাস যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে, অবশ্যই পাঠক-মহোদয়গণের মানসে "**বিহার-খণ্ড**" রচয়িতার

সম্বন্ধে নানারূপ সন্দেহ, বা বিরুদ্ধ-ধারণার আবির্ভাব সম্ভবপর হইতে পারে সত্য; কিন্তু পাঠক-মহোদয়গণের পক্ষেও মনে মনে এরূপ ধারণা, বা দৃঢ়তর-নিশ্চয় করা উচিত নহে যে, যিনি যে কার্য্যের অনুষ্ঠাতা, বা যিনি যে রসের সম্যক্‌রূপে অনুভবিতা, বা আস্বাদয়িতা নহেন, তাঁহার দ্বারা তাদৃশ-কার্য্যানুষ্ঠানে নৈপুণ্য-প্রদর্শন ও তথাবিধ-রস-চিত্রাঙ্কনে বৈচক্ষণ্য-প্রকটন কদাপি সম্ভবপর হইতে পারে না; কারণ, ঘট-রুচকাদি-কার্য্যে সুশিক্ষা-প্রাপ্ত-কৃতাদর-কুম্ভকার-স্বর্ণকারগণই ঘট-রুচক-রচনা-বিষয়ে সৌন্দর্য্যাবিষ্কারে, নৈপুণ্য-বৈচক্ষণ্য-সমলংকৃত-কৃতিত্ব-প্রদর্শনে সমর্থ হইয়া থাকে, কিন্তু তদ্বিপরীত তন্তুবায়গণ নহে।

অত্র প্রসঙ্গে আমরা কিন্তু এইকথা বলিব যে, গ্রন্থ-রচনারূপ-কার্য্য-দ্বারা গ্রন্থ-রচয়িতার সম্বন্ধে কোনরূপ অভিমত প্রকটিত করিতে হইলে, গ্রন্থকারগণই দৃষ্টান্ত-স্থলে অবতীর্ণ হইতে পারেন; পরন্তু কুম্ভকার-স্বর্ণকার-তন্তুবায়াদি-বিষমতর-দৃষ্টান্তোপন্যাস কদাপি সুসঙ্গত হইতে পারে না। কারণ, গ্রন্থ-কর্ত্তৃ-পক্ষেই এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, মহামহোপাধ্যায় দণ্ডী মহারাজ-শূদ্রকের সভাপণ্ডিতরূপে অবস্থিতি-কালে কাব্যাদর্শ, অথবা দশ-কুমার-চরিত-রচনা করিয়া, তাঁহার পুত্র ঈশ্বরসেনকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। প্রতিষ্ঠান-নগরাধিপতি, আভীর-রাজ-পুত্র-শিবদত্তাপর-নামা, স্বয়ং সুকবি ও মহাপণ্ডিত, মহারাজ-শূদ্রক নিজ-সভা-পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায়-দণ্ডি-প্রণীত-দশ-কুমার-চরিত দেখিয়া, বা প্রণিধান-পূর্ব্বক পাঠ করিয়া, দণ্ড্যাচার্য্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও রুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

উক্তরূপে প্রাণ-দণ্ডাদেশ-প্রাপ্ত আচার্য্য-দণ্ডী যথাকালে বধ্য-ভূমি-তলে উপনীত হইয়া এবং রাজ-নিয়মানুসারে তদীয়-তাৎকালিক-মনোগতাভিপ্রায়াস্তিত্ব-বিষয়ে পরিপৃষ্ট হইয়া, বারৈকের জন্য রাজ-সাক্ষাৎকারাভিলাষ-প্রকাশ-ফলে রাজসাক্ষাৎকার-লাভান্তে তৎ-সকাশে দারিদ্র্য-বিষয়িণী-রচনা-শ্রবণে ইচ্ছা-প্রকাশ করেন। তদনুসারে মহা-রাজ-শূদ্রক মুমূর্ষু-জনের আসন্ন-মৃত্যু-কালীন-বাঞ্ছাপূর্ত্তি-কল্পে ঔচিত্যাব-ধারণ-পূর্ব্বক "মদ্‌গেহে মুষলীব মূষিক-বধূর্ম্মূষীব মার্জ্জারিকা, মার্জ্জারীব

শুনী, শুনীব গৃহিণী, বাচ্যাঃ কিমন্যে জনাঃ। মূর্চ্ছাপন্নশিশূনসূন্ বিজহতঃ সংবীক্ষ্য ঝিল্লীরবৈঃ, লূতা-তন্তু-বিতান-সংবৃত-মুখী-চুল্লী চিরং রোদিতি।” ইত্যাদিরূপে দারিদ্র্যাষ্টক-রচনা করিয়া, সমীপস্থ-মরণোন্মুখ আচার্য্য-দণ্ডীকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন।

অনন্তর মহারাজ-শূদ্রক-রচিত-দারিদ্র্যাষ্টক শ্রবণ করিয়া, হাস্য করিতে করিতে আচার্য্য-দণ্ডী এইকথা বলিলেন যে, হে জীব-বন্ধো! আপনি রাজ-পুত্র এবং স্বয়ং মহারাজ, সুতরাং আপনা-কর্ত্তৃক দারিদ্র্য-দুঃখ-ভোগের কথা দূরে থাক্, দারিদ্র্য-দুঃখের মুখাবলোকনও যখন আপনার পক্ষে নিতান্তই অসম্ভবপর, তখন ভবদীয়-দারিদ্র্য-দুঃখানুভব-ভোগ-সাক্ষাৎকার-সমাস্বাদন-সম্ভাবনা দূরে পরাহতা হওয়া সত্বেও, আপনার-দ্বারা এত অল্প-সময়ের মধ্যে এরূপ উৎকৃষ্টতর-দারিদ্র্যাষ্টক-রচনা সম্ভবপরা হইল দেখিয়া, আমি মানসে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি। পরিশেষে মহারাজ-শূদ্রক আচার্য্য-দণ্ডীর মুখে উক্তরূপ-বাক্য-শ্রবণে নিজ-ভ্রমোপলব্ধি-পুরঃসর লজ্জিতাননে তৎ-প্রতি প্রদত্ত প্রাণ-দণ্ডাদেশের প্রত্যাহার করিয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর-পূজা-সম্মান-প্রবর্ত্তন-দ্বারা রাজোচিত-নিজ-মহানুভবতার পরিচয়-প্রদান করিয়াছিলেন।

এইরূপ মুনিবর-বাৎস্যায়ন যে কর-কমল-সাহায্যে লেখনী-পরিচালন-পূর্ব্বক মহামুনি-গৌতম-প্রণীত-ন্যায়-সূত্র-সমূহের ভাষ্য-রচনা করিয়াছেন, সেই কর-কমল-সাহায্যেই লেখনী-সঞ্চালন-পুরঃসর কাম-শাস্ত্র-প্রণয়ন করিয়াছেন। মহর্ষি-শ্রেষ্ঠ-কণ্ব আবাল্য বন-বাসী, অম্বুপর্ণাশী, নিরাশীঃ, যত-চিত্তাত্মা, ত্যক্ত-সর্ব্ব-পরিগ্রহ, সর্ব্ব-ভোগ-ত্যাগী ও বিরাগী হইয়াও, পতি-গৃহে প্রস্থাপনাবসরে সম্মুখস্থা-সমীপবর্ত্তিনী-লজ্জাবনত-শারদেন্দু-সুন্দরা-ননা-কৃষ্ণ-কুঞ্চিত-কুন্তলা-শকুন্তলাকে বিলোকন করিয়া, তৎপ্রতি প্রথমতঃ “বৎসে! ত্বমিদানীং অনুশাসনীয়াসি, বনৌকসোঽপি বয়ং লৌকিকজ্ঞা এব”, এই কথা বলিয়া, পশ্চাৎ “সা ত্বমিতঃ পতিগৃহং প্রাপ্য”, “শুশ্রূষস্ব গুরূন্, কুরু প্রিয়সখী-বৃত্তিং সপত্নীজনে, ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ। ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে, ভোগেষ্বনুৎসেকিনী,

যাস্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ।" এইরূপ অনুশাসন-বাক্য-কথন করিয়াছিলেন।

এতাবান্ প্রবন্ধ-সাহায্যে এস্থলে ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, লেখক, বা বক্তৃ-পুরুষগণ যখন লৌকিকজ্ঞতার অতিক্রমণে সমর্থ নহেন, তখন তাঁহারা রাজপ্রাসাদবাসীই হউন, বন-বাসীই হউন, আর তরুতল-বাসীই হউন, নিজ-নিজ-ধী-শক্তি, বা বিদ্যা-বুদ্ধি-বিভব-বিলাসানুসারে ভুক্তাস্বাদিত-পূর্ব্ব, অথবা অভুক্তানাস্বাদিত-পূর্ব্ব-যাবতীয়-বিষয়েরই যথা-যথ-বিশ্লেষণ-বিবরণ-বর্ণন-কার্য্যে সাগ্রহে সানন্দে সোৎসাহে, নিঃসঙ্কোচে কেবলমাত্র-শাস্ত্র-দৃষ্টি-সাহায্যে অনায়াসে অগ্রসর হইতে পারেন, সন্দেহ নাই। কণ্ব-শিষ্য শার্ঙ্গরবের তৎপ্রতি কথিত "ভগবন্! ন খলু কশ্চিৎ অবিষয়ো নাম ধীমতাম্", এতাদৃশ-বচনানুসারে অনন্ত-জ্ঞান-রত্নের প্রভব, বা উৎপত্তি-স্থান-স্বরূপাশেষাপারাগাধ-শাস্ত্র-সাগর-গর্ভে যে সকল-সর্ব্বাপদ্-বিনিবারণ-ক্ষম-সর্ব্ব-সুখ-সৌভাগ্য-সম্পৎ-প্রদ, অশেষ-কল্যাণ-গুণৈকনিলয়-ভূত, অনেক-শাখা-প্রবিভাগ-বিভিন্ন-সর্ব্বার্থাবদ্যোতন-কুশল, নিতান্ত-রম-ণীয়তর, মহামূল্যবান্, সমুজ্জ্বল-জ্ঞান-রত্নরাজি সুনিহিতা রহিয়াছে, তদ্দারা এই সমুপলভ্যমান-মৃৎ-খণ্ড, বা শত-শত-ভাগে বিভক্ত-পৃথ্বীখণ্ড-প্রশাসন-পরিচালনের "কথা দূরে তিষ্ঠতু", চতুর্দ্দশ-ভুবন-সাম্রাজ্যেরও লীলা-ন্যায়ে অনায়াসে প্রশাসন-পরিচালন-কার্য্য পরিনিষ্পন্ন হইতে পারে।

অনন্ত-শাস্ত্র-সাগর-গর্ভে যে সকল-বেদিতব্য-বিষয় সুনিহিত রহিয়াছে, কালের স্বল্পতা ও বিঘ্ন-বাহুল্য-বশতঃ সুচিন্তিত হইলেও, মুহুঃ প্রতিচিন্ত-নীয়াশেষ-শাস্ত্র-সাগর-গর্ভ-গত সেই সকল-বহু-বেদিতব্য-বিষয়ের সমুদ্ধরণে আমরা সকলেই সমর্থ না হইলেও, যদি কেহ আংশিকভাবে কিয়ৎ পরি-মাণেও সারভূত-বেদিতব্য-বিষয়াবিষ্করণে বহুপরিশ্রম-স্বীকার-পূর্ব্বক সানন্দে সোদ্যমে আত্ম-নিয়োগ করেন, তবে কি তিনি সুধী-সজ্জন-সমাজে উপহাসাস্পতার্জ্জন-কল্পে উপযুক্তরূপে বিবেচিত হইতে পারেন? প্রতি-ভাবান্ উদ্যমশীল যে কোন পুরুষ ইচ্ছা করিলে, শাস্ত্র-দৃষ্টি-মাত্র-সাহায্যে সূর্য্য-চন্দ্রাদি-গ্রহ-নক্ষত্র-তারাগণের গতি-স্থিতি-কার্য্য-নিরূপণের ন্যায় বহু-বিচিত্র-চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক-ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলের সংস্থান-বর্ণনে অগ্রসর হইতে

পারেন, শত-কোটি-যোজন-প্রবিস্তর-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডাবরণভূত-পঞ্চাশৎ-কোটি-যোজন-পরিমিতালোক-ভূমির কথা ছাড়িয়া দিয়া, পঞ্চাশৎ-কোটি-যোজন-পরিমিত-সলোক-ভূমির মান-চিত্রাঙ্কনেও অগ্রসর হইতে পারেন এবং গোলোক, ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠলোক, বা কৈলাসালয়ের দূরত্ব-নিরূপণেও অগ্রসর হইতে পারেন, সন্দেহ নাই।

যে কোন বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হউক না কেন, সর্ব্ববিষয়েই সংশয়ের উচ্ছেদে সমর্থ, বহু-বিষয়ক-সংশয়-নিরাসক, তথা পরোক্ষার্থ-সমূহের, বা অতীন্দ্রিয়-বিষয়-সকলেরও দর্শনে দীপ-স্থানীয়, সর্ব্বলোকেরই লোচন-স্বরূপ-শাস্ত্র-সাহায্যাবলম্বনে আমি যেমন **শ্রীশিবমহিম-বিকাশের "দর্শন-খণ্ড" "পঞ্চামৃত-খণ্ড" "মদন-ভস্ম-খণ্ড" "পঞ্চ-রত্ন-খণ্ড" "দণ্ড-বিধান-খণ্ড" "তপশ্চরণ-খণ্ড" ও "পরিণয়-খণ্ড"** লিখিয়া, বিদ্যা-বিচক্ষণ-পাঠক-বর্গের শ্রীকরকমলে প্রীত্যুপহার-স্বরূপে সমর্পণ করিয়াছি, সেইরূপ শাস্ত্রসাহায্যাবলম্বনেই এই **"বিহার-খণ্ড"** লিখিয়া, সম্প্রতি গুণজ্ঞ-গুণি-বিদ্বজ্জন-মহোদয়গণের শ্রীকর-সরোরুহে সমর্পণ করিতে অগ্রসর হইয়াছি। অতএব গুণ-দোষজ্ঞ-বিপশ্চিদ্-বৃন্দ এক্ষণে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-খণ্ড-সকলের ন্যায় শাস্ত্রীয়-বিষয়-বিজড়িত, শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-লীলা-বিলাস-বর্ণন-প্রধান এই **"বিহার-খণ্ডের"** পঠন-কার্য্যে সাগ্রহে অগ্রসর হইলেই, আমি নিজ-কৃত-বিপুল-পরিশ্রমের সার্থকতা অনুভব করিতে পারি।

অধুনা উপসংহারাবসরে অবশিষ্ট বক্তব্য এই যে, "ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে", "স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীম্", "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্", তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি", "প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ স তপোঽতপ্যত, স তপস্তপ্ত্বা স মিথুনমুৎপাদয়তে", স ঈক্ষাঞ্চক্রে", "এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যামী এষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্।" "শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ।" "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্", "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ", সোঽকাময়ত

বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি", "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ", "আত্মৈব বা ইদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ", "স বৈ নৈব রেমে, তস্মাদেকাকী ন রমতে, স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ", "আত্মৈবেদমগ্র আসীদেকমেব, সোঽকাময়ত জায়া মে স্যাদথ প্রজায়েয়", "তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং, তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম্। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ, বিদাম দেবং ভুবনেশ-মীড্যম্।" "উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং, ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তম্।" ইত্যাদি-শ্রুতি-প্রমাণ-প্রতিপাদিত-শ্রীশিব-পার্ব্বতীদেবীর তারকাসুর-বিমর্দ্দিত-বিশ্ব-বাসি-বাঞ্ছিত, অশেষ-জগজ্জনানন্দদায়ক, নিখিল-দেব-হিতার্থক-বিহারই যখন এই সমুপস্থাপিত অষ্টম-খণ্ডের বিষয়, তখন "**বিহার-খণ্ডে**" শ্রীশিব-পার্ব্বতীদেবীর সোপকরণ-বিহারমাত্রই যে প্রধানতঃ বর্ণনীয় হইবে, তাহা অবশ্য স্বীকরণীয় হইতেছে।

অতএব **শ্রীশিব-মহিম-বিকাশ**-নামা এই মহাগ্রন্থের অষ্টম-ভাগভূত-"**বিহার-খণ্ডে**" ষড়্‌বিংশাধিক-শততম অধ্যায়ে অষ্ট-ষষ্ট্যধিক-ষট্-শত-পত্র-পৃষ্ঠে শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের অতিবিশদ-বিস্তৃত-রূপে সাঙ্গ-সোপকরণ-লীলাবিলাস-বিহার-বর্ণন-কল্পে যে সকল-বাক্যের প্রয়োগ করা হইয়াছে, পরম-চরম-চাতুর্য্য-পূর্ণই হউক, চিত্র-বিচিত্রতর-পদ-পদার্থ-সমন্বিতই হউক, আর পদ-চাতুর্য্যাদি-বিহীনই হউক, ঐসকল-বাগ্-বিসর্গ-সাহায্যে শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের জগৎ-পাবিত্র্য-জনক, জনতাঘ বিপ্লব-বিনাশক, বিমল-যশো-রাশি-বিবৃত হওয়ায়, শ্রীভগবদ্-যশো-গুণ-লীলা-বিলাস-বিহার-বর্ণন-প্রধান-তাদৃশ-বাগ্-বিসর্গে ক্বচিৎ ক্বচিৎ অপশব্দাদি পরিদৃষ্ট হইলেও, পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে তদীয়-বিমল-যশোঽঙ্কিত-নাম-নিচয়ের উল্লেখ থাকায়, তদুচ্চারণমাত্রেই অনন্ত-পুণ্যো-পার্জ্জন অবশ্যম্ভাবী জানিয়া, অবশ্যই সাধু-সজ্জন-বিদ্যা-রসিক-ভক্ত-প্রেমিক-পুরুষ-প্রবীরগণ "**বিহার-খণ্ড**" পাঠার্থ উদ্‌যোগী হইতে পারেন। অলমধিকতরপ্রপঞ্চনেনেতিশম্।

কালীঘাট, নকুলেশ্বরতলা।
সন ১৩৪২ সাল,
তারিখ ২৫শে জ্যৈষ্ঠ।

ভবদীয়-বশম্বদ-বিনীত-গ্রন্থকার-ব্রহ্মচারি-
শ্রীবিপিনবিহারি-দেবশর্ম্মা-বেদান্তভূষণ।

মদীয়-পঞ্চমাধ্যাপক-মহামহোপাধ্যায়-

স্বর্গীয় আশুতোষ-তর্কভূষণ-মহাশয়ের

শ্রীচরণসরসিজযুগলে

ভক্তি-উপহার

মহাত্মন্! আমি বহরমপুর-জুবিলী-সংস্কৃত-কলেজে বেদান্ত-শাস্ত্রাধ্যয়নাবসরে বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী পড়িতে পড়িতে, বেদান্তাদি-দর্শন-শাস্ত্রাধ্যয়নোপযোগি-ন্যায়-শাস্ত্রীয়-জ্ঞানের অভাব অনুভব করিয়া, নব্য-ন্যায়াধ্যয়নাভিপ্রায়ে আপনার নিকটে পত্র লিখিয়া, তদুত্তরে ভবদীয়ানুমতি-প্রাপ্তির অনন্তর ভবৎ-সকাশে উপস্থিত হইয়া, যথারীতি অবস্থিতি-পুরঃসর যথাক্রমে "ভাষা-পরিচ্ছেদ", "ব্যাপ্তি-পঞ্চক", "সিদ্ধান্ত-লক্ষণ", ও "সিংহ-ব্যাঘ্র" নামে প্রসিদ্ধ-গ্রন্থ-চতুষ্টয় অধ্যয়ন করিয়াছিলাম এবং আপনিও তাদৃশাবসরে কৃষ্ণ-নগরে রাজকীয়-সংস্কৃত-কলেজের ন্যায়-শাস্ত্রাধ্যাপক-পদে সমাসীন থাকিয়া, রাজবৃত্তি-ব্যবস্থা-সহিত আমার বাসস্থান ও আহারের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। অতএব **হে দেব!** আমি আপনার তৎকালীনা-মহিমময়ী-মূর্ত্তি, সরলোদারতর-সদয়-স্নেহময়-ব্যবহার, হাস্য-বিকসিত-শারদারবিন্দ-সুন্দর-বদন-বিম্ব, শাস্ত্রীয়-পদার্থ-পরিজ্ঞাপন সময়ে অধ্যয়নাসক্ত-শিষ্য-বৃন্দের প্রতি বিরক্তির বিনিময়ে প্রতিপিৎসিত-পদার্থ-প্রতিপাদনানুরক্তি, তথা সর্ব্বোপরি স্নেহ-সারল্য-প্রেম-পীযূষ-পূর্ণ-সস্মিতাননে অসকৃদত্রোপস্থিতি-প্রভৃতি স্মরণ করিয়া, ভক্তি-ভাব-ভাবিত-মানসে ভবদীয়-ভব্যভূত-ভব্যদ-পাদ-পঙ্কজ-যুগলে শ্রীশিবমহিম্নঃ স্তোত্রার্থ-প্রকাশনপর, বা সবিলাস-মহামোহ গ্রাহ-গ্রসনৈককর্ম্মা, অনন্য-সাধারণ-রম্য-ধর্ম্মা, আয়তনে, শাস্ত্রার্থ-সংগ্রহ-সাধর্ম্ম্যে, অথবা গুণ-গৌরবে দ্বৈগুণ্যাপন্ন-মহাভারত-তুল্য-মদীয়-**শ্রীশিব-মহিম-বিকাশাখ্য**-মহাগ্রন্থের অষ্টম-ভাগ-ভূত এই **"বিহার-খণ্ড"** ভক্তি উপহার-স্বরূপে সমর্পণ করিলাম। **হে কৃপালো!** আপনি কৃপা-পূর্ব্বক সুরবর-পুরবর-গত-নিজ-নিবাস-স্থান হইতে সানন্দে প্রসারিত-শ্রীকর-কমলে উপহার-গ্রন্থ গ্রহণ-পূর্ব্বক আমার প্রতি এরূপ শুভাশীর্ব্বাদ-বর্ষণ করুন, যদ্দ্বারা আমি এই সমারব্ধ **"শ্রীশিবকার্য্য"** নির্ব্বিঘ্নে সন্তোষের সহিত সত্বর সুসম্পন্ন করিতে পারি। ইতি।

কালীঘাট,—নকুলেশ্বরতলা।
সন ১৩৪২ সাল, তারিখ ২৫শে জ্যৈষ্ঠ।

ভবদীয়-শুভাশীর্ব্বাদ-প্রার্থী
শ্রীবিপিনবিহারিবেদান্তভূষণ।

শ্রীশিবমহিম-বিকাশ

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

শ্রীশিব-পার্ব্বতীদেবীর পরিণয়প্রসঙ্গ-সমাশ্রয়ণে ত্রৈমাসিক-বিহার উপরিতন-গ্রন্থে পরিণয়খণ্ডে অবসান-ভাগে সবিশেষ বিবৃত হইয়াছে। সম্প্রতি শ্রীশিব-পার্ব্বতীদেবীর শত-বার্ষিক-বিহার, পুরাণ-সার-সরস-রাস-যাত্রা, বা শ্রবণ-কীর্ত্তনে পুণ্য-পুঞ্জ-প্রদা-শ্রুতি-মনোহরা-রতি-লীলা-বর্ণনা করিবার অবসর উপস্থিত হওয়ায়, আমি সর্ব্ব-জগৎপতি-শ্রীশঙ্করদেব ও সর্ব্বজগৎকর্ত্রী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর লীলা-বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছি। একদা শ্রীশঙ্করদেব মধু-মাসীয়-পূর্ণিমা-তিথি-প্রাপ্ত হইয়া, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সহিত হিমালয়-পর্ব্বতের যে স্থান হইতে সূর্য্য-তনয়া-যম-ভগিনী-কালিন্দী-যমুনাদেবী নদীরূপে নির্গতা হইয়াছেন, সেই স্থানে গমন করিলেন।

অশেষ-সংসার-সাম্রাজ্য-মহাসম্পৎ-সমন্বিত, অনন্তাখণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডল-মহারাজাধিরাজ-চক্রবর্ত্তি-শ্রী-সমুজ্জ্বল, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী-কর্ত্তৃক বামাঙ্গে সমালিঙ্গিত-শ্রীশঙ্করদেব সেই অতীব-সুরম্য, নিতান্ত-নির্জ্জন, পুষ্পোদ্যান-শতে সমাকুল, সর্ব্ববিধ-জন্তু-সমাগম-শূন্য, ভ্রমর-ধ্বনি-সংযুক্ত, পুংস্কোকিল--রুত-রাবিত, সুগন্ধি-পুষ্প-সংশ্লিষ্ট-পবন-প্রবাহপ্লাবিত-সুরভীকৃত, অতীব-দুর্গমারণ্য-প্রদেশে পরিশোভিত, অত্যন্ত-সুমনোহর, যমুনা-জল-স্পর্শী অনিল-সকলের লীলা, বা মন্দ-মন্দগতি-বশে কম্পমান-তরু-নিচয়ের অনন্ত-শাখা-পল্লবে একান্ত-সুন্দর-দর্শন-যমুনা-পুলিন-প্রদেশে গমন-পূর্ব্বক ক্বচিৎ অশ্বত্থ-প্লক্ষ-ন্যগ্রোধ, ক্বচিৎ কুরুবকাশোক-নাগ-পুন্নাগ-

চম্পক, ক্বচিৎ মাধবী-মালতী-মল্লিকা-চন্দ্র-মল্লিকা-জাতী-যূথিকা, ক্বচিৎ লতা-জাতীয়-চূত-প্রিয়াল-পনসাসন-কোবিদার, ক্বচিৎ জম্বর্ক-বিল্ব-বকুলাম্র—কদম্ব-পরাগ-প্রধান-নীপ-প্রভৃতি-বিবিধ-জাতীয়-তরু-রাজি-বিরাজিত-কুসুমিত-যমুনাতীরস্থ-কানন-সকল অবলোকন করিয়া, স্বয়ং ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ, বা সর্ব্বার্থ-পরিপূর্ণ হইয়াও, "রন্তুং মনশ্চক্রে", সৌশ্বর্য্য-সৌন্দর্য্য-সৌকুমার্য্য-সৌরভ্য-মাধুর্য্য-বৈদগ্ধ্য-বিমণ্ডিতা-ললিত-ললনা-কুল-ললামায়মানা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সহিত রমণার্থ মানসে ইচ্ছুক হইলেন।

কিঞ্চ, শ্রীশঙ্করদেব উক্তরূপে ধীর-সমীর-সঞ্চার-বশতঃ সুখ-সেব্য-যমুনা-পুলিন-দর্শনে মানসে রিরংসু হইলে, উড়ুরাজ-চন্দ্রদেবও তৎকালে শ্রীশঙ্করদেবের প্রীতির জন্য পূর্ব্বগগন-গাত্রপ্রান্ততলে সমুদিত হইয়া, সুদীর্ঘকালের অনন্তর প্রবাস হইতে প্রত্যাগত-প্রিয়জন যেমন শ্রেয়সী-প্রেয়সী-স্বীয়-রমণীর অমল-কমল-কমনীয়-মুখ-মণ্ডল স্ব-কর-ধৃতারুণ-বর্ণ-কুঙ্কুম-সাহায্যে বিলিপ্ত করিয়া থাকেন, সেইরূপ প্রাচী-দিগ্‌দেবীর মুখ-মণ্ডল শন্তম-সুখতম-কর, বা কিরণ-নিকর-ধৃত অরুণ, অর্থাৎ উদয়-রাগ-সাহায্যে বিলিপ্ত অরুণিত করিতে লাগিলেন। ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব দেখিলেন, কুমুদবিকাশ-সাধনে সুপটু-নিশানাথ-চন্দ্রদেব অখণ্ড-মণ্ডলে সমুদিত হইয়া, গগন-মণ্ডল বিমণ্ডিত করিতেছেন, শ্রীমতীলক্ষ্মীর ন্যায় ক্ষীরোদ-সমুদ্র হইতে সমুত্থিত-লক্ষ্মী-ভ্রাতা চন্দ্রদেবের নব-কুঙ্কুমারুণ-রমাননাভ আনন হইতে শ্রীমতীলক্ষ্মাদেবীর বদন-প্রভার ন্যায় নবীন-কুঙ্কুমবৎ অরুণাতীব-নির্ম্মল-সুশীতল-প্রভা-পুঞ্জ প্রকাশ-প্রাপ্ত হইতেছে, তথা তদীয়-কোমল-কিরণ-কলাপ-প্রাচুর্য্য-বশে যমুনা-পুলিনস্থ-সমগ্র-বন-স্থলী সুরঞ্জিতা হইয়াছে।

উৎফুল্ল-মল্লিকা-বাসন্তী-রাত্রি ও রাকেশ-কর-নিকর-রঞ্জিত-বন-ভূমি-দর্শন করিয়া, যোগমায়া-সমাবৃত-ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব ইহাই কাম-ক্রীড়ার উপযুক্ত সময়, এইরূপ বিবেচনান্তে মাধবী-মালতী-মল্লিকা-কুন্দ-চম্পকাদি-কুসুম-সৌরভবাহিপবন-প্রবাহ-সংসর্গ-বশে সুবাসিত, মধুকর-নিকরের মধুরতর-শ্রবণ-মনোহর-রুত-সাহায্যে মুখরিত, পুংস্কোকিল-

কুলের কল-নাদে নিনাদিত, নব-পল্লব-সংযুক্ত-যমুনাতীরস্থ-কাননে একটী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর, সর্ব্বতঃ সুশোভন, রমণী-জন-নয়ন-মনোহর, সুরত-লীলা-নিকেতন, বা রম্যতর-রাস-মন্দির-বিষয়ে মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন।

সত্য-কাম-সত্য-সঙ্কল্প শ্রীশঙ্করদেবের মানসে তাদৃশ-সঙ্কল্পের আবির্ভাব-মাত্রেই তৎক্ষণাৎ সেই স্থানেই নব-ক্ষৌমবাস-রাস-সংযুক্ত, রমণী-জন-সুমনোহর, চন্দনাগুরু-কস্তূরী-কুঙ্কুম-দ্বারা সুবাসিত, কর্পূরান্বিত-তাম্বূল ও অন্যান্য-বিবিধ-ভোগ-দ্রব্যে সমন্বিত, কস্তূরী-চন্দন-চর্চ্চিত, চম্পকাদি-কুসুম-মাল্য-দাম-সাহায্যে রতিযোগ্যরূপে বিরচিত-নানাবর্ণ-বিচিত্রানল্প-তল্প-শতে সুশোভিত, শত-শত-সমুজ্জ্বল-রত্ন-প্রদীপ-প্রদীপ্ত-সমুদ্ভাসিত, ধূপ-ধূম-শিখা-শতে সুরভীকৃত, নানাবিধ-পুষ্প-রচিত-মালা-জাল-দ্বারা বিরাজিত, পরিতঃ বর্ত্তুলাকার-সম্পন্ন, পুষ্পিত-পুষ্পোদ্যান-সহস্রে সংযুক্ত, ক্রীড়া-সরোবর-শতে সুশোভন, চন্দনাগুরু-কস্তূরী-কুঙ্কুম-সাহায্যে সুসংস্কৃত, ক্রীড়নীয়-সুন্দর-দর্শন-সুরত-শ্রমহারি-শুদ্ধ-স্বচ্ছ-স্ফটিক-সঙ্কাশ-সুনির্ম্মল-তোয়-রাশি-দ্বারা পরিপূর্ণ, বিবিধ-বিচিত্র-মণি-প্রস্তর-রচিত-সোপান-শ্রেণী-শতকে সমলঙ্কৃত, হংস-কারণ্ডাবাকীর্ণ, জল-কুক্কুট-কূজিত-ক্রীড়া-কাসার-সমূহে সুখ-সেব্য, দধি-পূর্ণমণি-কলস, শুকধান্য, ও লাজ-দ্বারা নির্ম্মঞ্ছনীকৃত, সুন্দরতর-রম্ভা-স্তম্ভ-সহস্রে সুসজ্জিত, চারুতর-পট্ট-সূত্রসংবদ্ধ, মালতী-মাল্য-সংযুক্ত, নারিকেল-ফল-শোভিত, আম্র-পল্লব-যুক্ত, সিন্দুর-চন্দনান্বিত-মঙ্গল-ঘট-সহস্রে ভূষিত একটী দিব্য-তম-হীরা-সার-রচিত-রত্নময় অদৃষ্টপূর্ব্ব-ক্রীড়ালয় লোচনগোচরীভূত হইল।

কিঞ্চ, মদন-দহন-সত্য-কাম-শ্রীশঙ্করদেব সঙ্কল্পমাত্রেই আবির্ভূত-তাদৃশ-নয়ন-মনোরমণীয়-রাস-মণ্ডল-দর্শন করিয়া, শ্রীমুখে কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন এবং শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সহিত সেই সর্ব্ব-রত্ন-সার-রচিত-রমণীয়তম-রতি-মন্দিরের মধ্যভাগে প্রবেশ-পূর্ব্বক তদীয়-স্বর্গীয়-শোভা-সৌন্দর্য্য-সমাকৃষ্ট-মানসে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে, শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীর নিকট হইতে কিঞ্চিৎ দূরে মালতী-মাধবী-মল্লিকা-কাননের অন্ত-রালে আত্ম-গোপন-পুরঃসর মধুরাধর-দেশে মধুর-বিনোদ-মুরলী-সংযোজ-

নান্তে কামুকী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর কামোদ্বর্দ্ধন-কারণ ও শ্রবণ-মনোহর-মধুরতর-সঙ্গীত-রব করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীও সঙ্কল্প-মাত্র-রচিতাদ্ভুততম সেই রত্নালয়ের সর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-সৌকুমার্য্যাতিশায়িনী-শোভা-দর্শন করিতে করিতে, কিঞ্চিৎ দূরগতা হইয়া, একটী কুসুমিত-চম্পক-কাননে প্রবেশ-পূর্ব্বক পথ-ভ্রান্তার ন্যায় পথ অন্বেষণ করিতে করিতে, শ্রীশঙ্করদেবের মধুরতর-বিনোদ-মুরলী-রব শ্রবণ করিয়া, বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থা হইলেন যে, মদীয়-প্রাণপতি-শ্রীমদন-দহনদেব ক্ষণমাত্রকালের জন্য আমার সঙ্গ হইতে বিযুক্ত হইয়া, বিরহ-ব্যাকুল-হৃদয়ে পূর্ব্ব-বিহারাপেক্ষাবশে বিশিষ্টতর-বিহার, সুখ-শৃঙ্গার, সুরত-সমর, বা রাস-লীলাভিপ্রায়েই বিনোদ-মুরলী-রব-সাহায্যে আমাকে আহ্বান করিতেছেন।

অতএব অচিরকালমধ্যে প্রবর্ত্তিষ্যমাণ এই সুখ-সম্ভোগ-সুরতোৎসব, বা রতি-রাস-লীলার সর্ব্বাঙ্গ-পূর্ত্তি-বিধান-কল্পে দেখিতেছি, আমাকেও কিঞ্চিৎ আয়োজন করিতে হইতেছে। মনে মনে এইরূপ আলোচনান্তে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী পিতৃ-প্রদত্ত-লক্ষ-সখীর মধ্যে "জয়া চ বিজয়া চৈব, মাধবী চ সুলোচনা। সুশ্রুতা চ শ্রুতা চৈব, তথৈব চ শুকীপরা। প্রম্লোচা সুভগা শ্যামা, চিত্রাঙ্গী চারুণী স্বধা।" এই ত্রয়োদশ-জন-সখীশ্রেষ্ঠকে মানসে স্মরণ করিলেন। কিন্তু, স্মরণ-মাত্রেই গৃহীত-নামা সখীগণ তথায় সমুপস্থিত হইলে, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী তাঁহাদিগকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন,—ভো ভোঃ প্রিয়সখীগণ! ঐ শুন শ্রীশঙ্করদেব ক্ষণ-মাত্র-কালের জন্য মদীয়-সঙ্গ হইতে বিযুক্ত-বিচ্ছিন্ন হইয়া, আমার অভাবে বিরহ-ব্যাকুল-হৃদয়ে বিনোদ-মুরলীর উদর-বিবর মধুরতর-মুখ-মারুত-দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া, সুরত-সঙ্গীত-শব্দ-সাহায্যে শত-বর্ষ-ব্যাপি-বিহারার্থ আমাকে আহ্বান করিতেছেন।

অতএব আমি সম্প্রতি প্রাণনাথের বিরহে ব্যথিত-হৃদয়ে তাঁহার নিকটে গমন করিতেছি। হে সখীগণ! আমি যখন পতিদেবের সহিত শত-বার্ষিক-বিহারে প্রবৃত্তা হইয়া, শ্রীশঙ্করদেবের মানসে রাস-রসোল্লাস-বিবর্দ্ধন-কল্পে তোমাদিগকে স্মরণ করিব, তৎকালে তোমরা

সকলে আমার পিতৃ-দত্ত-মাতৃদত্ত ও পতি-প্রদত্ত, তথা অন্যান্যরূপে সমাগত-যাবতীয়-সখীগণের অধিনেত্রী-স্বরূপে তাহাদিগকে বিভিন্ন-দলে বিভক্ত করিয়া, সঙ্গে লইয়া, মৎসমীপে আগমন-পূর্ব্বক মদীয় ইঙ্গিত অনুসারে পরেঙ্গিত-জ্ঞান-ফলা-বুদ্ধি-সাহায্যে পরমেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবের প্রতি তৎকালের জন্য প্রভু-পরমেশ্বরভাব ও তজ্জন্য-ভীতি-সঙ্কোচ, বা লজ্জা-পরিহার-পুরঃসর অনঙ্গ-রাগ-পেশল-বিশাল-লোচন সেই শ্রীশঙ্করদেবের মানসে নিরতিশয় অনঙ্গরাগ, বা রতি-রসোল্লাস-বিবর্দ্ধনার্থ যথোচিত-কাম-কলা-ক্রীড়া-রসোদ্দীপনে প্রবৃত্ত হইবে।

এইকথা বলিয়া, সখী-শ্রেষ্ঠগণকে বিদায়-দান-পূর্ব্বক শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী যাবৎ প্রিয়তম-শ্রীশঙ্করদেবের কামোদ্বর্দ্ধন-কারণ-বিনোদ-মুরলী-রব-শ্রবণ করিলেন, তাবৎ মদনাতুর-হৃদয়ে মানসে নিতান্তই বিমুগ্ধা হইয়া, শ্রীশঙ্করদেব-গত একতান-মানসে স্থাণুবৎ নিশ্চল-শরীরে ক্ষণকাল যাবৎ অচেতনার ন্যায় অবস্থিতি করিয়া, "ক্ষণেন চেতনাং প্রাপ্য, পুনঃ শুশ্রাব সা ধ্বনিম্" ক্ষণকালের মধ্যে চেতনা-প্রাপ্তা হইয়া, শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবী পুনশ্চ কৌতুক-নিবন্ধন শ্রীশঙ্করদেব-কৃত সেই বিনোদ-মুরলী-রব-শ্রবণ করিলেন। কিন্তু, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী কৌতুক্য-প্রযুক্ত শ্রীশঙ্করদেব-কৃত বিনোদ-মুরলী-রব পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়া, সমুদ্বিগ্ন-মানসে চম্পক-কানন-শোভা-সন্দর্শন-লক্ষণ আবশ্যক-কর্ম্ম-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক চম্পক-কানন হইতে নিঃসৃতা হইয়া, স্বয়ং সত্বর-গমনে চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতে করিতে, মধুরতর-বিনোদ-মুরলী-রবানুসরণে মহামহাত্মা পরমেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীচরণাম্ভোজ-যুগল হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে, স্বীয়-শরীর-প্রভা, তথা সমুদ্র-সারভূত-রত্ন-ভূষণ-সকলের সুবিমল-তেজঃ-প্রাচুর্য্য-বশে দশদিক্ বিদ্যোতিতা করিতে করিতে, শ্রীশঙ্করদেব-সন্নিধানে গমন করিতে লাগিলেন।

অপিচ, গজরাজ-রাজহংস-খঞ্জন-গঞ্জন-গমন-পরায়ণা, শরৎ-পার্ব্বণ-চন্দ্র-চারু-বদনা, নয়ন-মনোহরা, শরন্মধ্যাহ্ন-সরসিজ-শোভা-মোচন-লোচনা, পরিতঃ নেত্র-পক্ষ্ম-শ্রীবিচিত্র-কজ্জলোজ্জ্বলা, খগেন্দ্র-চঞ্চু-চারু-শ্রীসজ্জনাশিকা-নাসিকা-শোভনা, নাসিকালঙ্কার-মধ্য-স্থল-গত-শোভার্হ-স্থূল-মুক্তা-

ফলোজ্জ্বলা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী অবিলম্বে মালতী-মাধবী-মল্লিকা-কাননে শ্রীশিব-সন্নিধানে উপস্থিতা হইয়া দেখিলেন, চারু চম্পক-বর্ণাভ, সুবর্ণ-বর্ণ-সুন্দর, কিশোর-বয়স্ক, নব-যৌবন-সম্পন্ন, রত্নাভরণ-ভূষিত, কন্দর্প-কোটি-লাবণ্য-লীলা-ধামা, সর্ব্ব-রমণী-জন-নয়ন-মনোহর-বনমালা-বিভূষিত-শ্রীশঙ্করদেব প্রিয়তমার অর্থাৎ তাঁহারই আগমন-পথ-নিরীক্ষণ করিতেছেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে প্রথম অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

দ্বিতীয় অধ্যায়

এদিকে পূর্ব্বোপবর্ণিত-শ্রীশঙ্করদেব ও রত্নালঙ্কার-ভূষিতা, দিব্য-বস্ত্র-পরীধানা, সস্মিতা, বক্র-লোচনা, গজেন্দ্র-গমনা, রমণীয়-দর্শনা, মুনি-মানস-মোহিনী, "নবীন-বেশ-বয়সা, রূপেণাতিমনোহরা। স্তন-শ্রোণি-নিতম্বানাং, ভার-বেশান্বিতা পরা" নবীন-নীল-নীরদ-বর্ণাভা, শরচ্চন্দ্রানন-শোভনা, মালতী-মাল্য-সংযুক্ত-কবরী-ভার-ধারিণী-শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীকে দূর হইতে আগমন করিতে দেখিয়া, মন্মথ-শর-মথিত-মানসে পরমানন্দিত-হৃদয়ে প্রীতিভরে প্রত্যুদ্গমন-পূর্ব্বক প্রিয়তমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে কস্তূরী-চন্দন-চর্চ্চিত-নিজ-বিশাল-বক্ষঃ-স্থলে ধারণ করিয়া, প্রীতিভরে হৃদয়ে হৃদয়ে গাঢ়তররূপে আলিঙ্গন-পুরঃসর তদীয়-শ্রীমুখ-পঙ্কজে, কপালে, কপোলে, ওষ্ঠাধরে, হীরা-হার-লতা-বিলসিতোন্নত-মরকত-মণিময়-কলশ-কল্প-কঠিন-কুচ-মণ্ডল-যুগলে পুনঃ পুনঃ ঘন-ঘন চুম্বন করিতে লাগিলেন।

এইসময়ে বক্র-বিলোচন-যুগলে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী কেবলমাত্র প্রাণেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবের কোটি-চন্দ্র-সুশোভন-মুখ-মণ্ডল অবলোকন করিতে লাগিলেন। কিন্তু, শ্রীশঙ্করদেবও চুম্বনান্তে "পশ্যন্তীং বক্র-চক্ষুষা" স্ব-হৃদয়-সম্বদ্ধা-প্রাণাধিকা-প্রিয়তমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে যখন নির্নিমেষ-লোচনে বিলোকনমাত্র করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহাদিগের পরমানন্দ ও লোচনোৎসব-জনক যে পরমাদ্ভুত-রূপ পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা ত্রিলোকীতলে, অথবা কেবল ত্রিলোকীতলে কেন? সর্ব্বত্রই অনুপম বলিতে হইবে। সে যাহা হউক, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী কিন্তু তৎকালে বিচিত্রতর-বেশ-বিভূষণে সজ্জিত-সুভূষিত-সস্মিত-শ্রীশঙ্কর-দেবকে "বক্র-লোচন-কোণেন, দর্শং দর্শং পুনঃ পুনঃ। মুখমাচ্ছাদনং চক্রে, ব্রীড়য়া সস্মিতা সতী।"

অর্থাৎ সস্মিতা-সতী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী সস্মিত-শ্রীশঙ্করদেবকে বক্র-বিলোচন-যুগলের কোণ, বা প্রান্তভাগ-সাহায্যে কটাক্ষদ্বারা বারম্বার দেখিয়া দেখিয়া, সহসা লজ্জার আবির্ভাব-বশতঃ অবগুণ্ঠন-বসন-সমাকর্ষণ-পূর্ব্বক শত-শশধর-সম-সমুজ্জ্বল-স্বীয়-সুবিমল-মুখ-মণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া, বসনাপসরণ-ভয়ে উক্ত অবগুণ্ঠন-বসনের প্রান্তভাগ নিজ-কুন্দ-কলিকা-কল্প-দশনশ্রেণী-দ্বয়ের অন্তরালে স্থাপন ও দংশন-পুরঃসর ধারণ করিলেন বটে ; কিন্তু হায়! উক্তরূপে লজ্জা-নিবারণের চেষ্টা করিলে হইবে কি ? শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী শ্রীশঙ্করদেবের কটাক্ষ ও কাম-বাণে নিতান্ত-পরিপীড়িতা হইয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহার সেই বিশাল-বক্ষঃ-স্থলে পুলকাঞ্চিত-কলেবরে মূর্চ্ছা-প্রাপ্তা ও চেতনাবিহীনা হইলেন।

এদিকে শ্রীশঙ্করদেবও শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর শরীরভারাক্রান্ত-দেহে কটাক্ষ ও কামবাণবিদ্ধহৃদয়ে ক্রীড়ারসাস্বাদনোন্মুখাবস্থায় মূর্চ্ছা-প্রাপ্ত হইয়াও, পতিত হইলেন না বটে ; কিন্তু তাঁহার হস্তের বিনোদ-মুরলীটী প্রথমতঃ ভূতলে পতিতা হইল, তৎ-পশ্চাৎ উজ্জ্বলতম-ক্রীড়া-কমল নিপতিত হইল, তৎ-পশ্চাৎ তপন-দেব-সম-সমুজ্জ্বল-কল্প-পাদপ-প্রসূত-দিব্য-দিব্য-পরিহিত-বসনখানি স্খলিত হইল, তৎ-পশ্চাৎ শিখি-পুচ্ছ-শোভিত-মস্তকস্থ-মুকুট পতিত হইল এবং পরিশেষে নিজ-বক্ষঃ-স্থল-স্থিতা-মূর্চ্ছিতা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর পরিরক্ষণার্থ তদীয়-পৃষ্ঠোপরিতন-বাহু-বেষ্টন শিথিলভাবাপন্ন হইল, তথা শ্রীশঙ্করদেব নিশ্চেষ্ট-শরীরে মূর্চ্ছিত-মানসে লম্বিত-বাহু-যুগলে পৃষ্ঠ-দেশে মণিময়-বৃক্ষবাটিকার মণি-মাণিক্যাদি-বিবিধ-রত্ন-খচিত-সুবর্ণময়-স্তম্ভগাত্র-মাত্র-সমাশ্রয়ণে মূর্চ্ছিতা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে স্বীয়--বক্ষঃ-স্থলে ধারণ-পূর্ব্বক স্থাণুর ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

তৎকালে মনে হইতে লাগিল যেন, ত্রিভুবন-মহারাজ-চক্রবর্ত্তি-জনোচিত-খোদিত-মহাপুরুষাকার-সম্পন্ন একটী প্রতপ্ত-জাম্বুনদময়-মহাস্তম্ভগাত্রস্থ-চিত্রবিচিত্র-রত্নাভরণভূষিত-চিত্রের সহিত ত্রিভুবন-মহারাজাধিরাজ-মহিষী-জনোচিত-খোদিত-মহীয়সী-নারী-মূর্ত্তি-সমন্বিত অপর একটী মহানীলমণিময়-স্তম্ভগাত্রস্থ-বিচিত্র-রত্ন-খচিত-বসন-ভূষণ-বিভূষিত-

নারী-চিত্রটী না জানি কাহার ইচ্ছায় হৃদয়ে হৃদয়ে সম্মিলিতা হইয়াছে। অথবা সর্ব্বতঃ সুবর্ণময়াত্যুচ্চতর-সুমেরু-শিখর হইতে সমাগত-স্বর্ণ-বর্ণ-বিভূষিত-বর্ষা-কালীন-গঙ্গা-প্রবাহ-পাতের সহিত হিমালয়-গিরি-শিখর-নির্গত-নব-নীল-নীরদ-তমাল- দূর্ব্বাদল-বর্ণ- বিমণ্ডিত- যমুনা-জল- প্রবাহপাত সম্মিলিত হইয়াছে। অথবা সুবর্ণময়-সুমেরু-ভূধর-নিতম্ব-বিম্ব-প্রদেশে নব-নীল-নীরদ-মালা বিলগ্না রহিয়াছে।

সে যাহা হউক, ক্ষণকালের অনন্তর চেতনা-প্রাপ্ত হইয়া, শ্রীশঙ্কর-দেব স্বীয়-বক্ষঃ-স্থল-স্থিতা-মূর্চ্ছিতা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে পূর্ব্বের ন্যায় বাহু-যুগল-সাহায্যে বেষ্টন-পূর্ব্বক যাবৎ তদীয় ওষ্ঠাধরে, কপোলে, বা কপালে ঘন-ঘন-চুম্বন করিতে লাগিলেন, তাবৎ সতী-শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীও চেতনাসম্প্রাপ্তা হইয়া, "প্রাণাধিকং প্রাণনাথং, সমাশ্লিষ্য চুচুম্ব হ।" প্রাণাধিক-প্রাণনাথ-শ্রীশঙ্করদেবকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক তদীয়-মুখ-মণ্ডলে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন। কিঞ্চ, রসিকেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেব উক্তরূপে রসিকেশ্বরী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর মনোহরণ করিয়া, তাঁহার সহিত রত্ন-প্রদীপ-সংযুক্ত, রত্ন-দর্পণ-বিভূষিত, চন্দনাক্ত-চারু-চম্পক-শয্যা-সমন্বিত, কর্পূরান্বিত-তাম্বূলাদি-বিবিধ-ভোগ-দ্রব্যে পরি-পূর্ণ, মণি-মাণিক্য-খচিত, রত্ন-জাল-জড়িত, রণন্মণিময়ী-মুক্তাহার-লতা-বিলসিত-রতি-মন্দিরে গমন করিলেন।

কিঞ্চ, শ্রীশঙ্করদেব শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী-কর্ত্তৃক উক্তরূপে আলিঙ্গিত-চুম্বিত, তথা হাব-ভাব-লাবণ্য-লীলা-বিলাস-সাহায্যে মানসে অপহৃত হইয়া, তাঁহার সহিত রতি-মন্দিরে প্রবেশ-পূর্ব্বক রত্নময়-পর্য্যঙ্কাসনে উপবেশনান্তে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর স্ব-হস্ত-দত্ত-তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন। এইরূপ রাসেশ্বরী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীও শ্রীশঙ্করদেব-দত্ত-কর্পূরাদি-সমন্বিত-তাম্বূল-ভক্ষণে প্রবৃত্তা হইলেন। অনন্তর শ্রীশঙ্করদেব নিজ-চর্ব্বিত-তাম্বূল শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর তাম্বূল-রাগ-রঞ্জিত-শ্রীবদনে সমর্পণ-পূর্ব্বক তদীয়-গণ্ডস্থলে গাঢ়তর একটী চুম্বন-দান করিলেন দেখিয়া, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীও শ্রীশঙ্করদেবের কণ্ঠে নিজ-বলয়-কঙ্কণ-চিহ্ন-সমর্পণ-পুরঃসর তদীয়-কপোল-যুগলে চারিটী চুম্বনদান করিলেন।

শ্রীশঙ্করদেব-প্রদত্ত-চর্ব্বিত-তাম্বূল ভক্তি-পূর্ব্বক দ্রুতগতি ভক্ষণ করিতে করিতে, তদীয়-গণ্ড-যুগলে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী যখন একটী চুম্বনের পরিবর্ত্তে চারিটী চুম্বন-দান করিলেন, তৎকালে শ্রীশঙ্করদেব মধুর-হাস্য করিতে করিতে, উভয়-হস্তে কণ্ঠ-বেষ্টন-পূর্ব্বক প্রিয়তমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর ওষ্ঠাধরে চারিটী, নীলোৎপল-দল-লোচন-যুগলে চারিটী, কর্ণ-যুগলে চারিটী ও কপালতলে চারিটী চুম্বন-দান করিয়া, পরিশেষে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর নিকটে প্রণয়-প্রসারিত-কর-কমল-পাত্রে তদীয়-চর্ব্বিত-তাম্বূল ভিক্ষা করিলেন। সুস্মের-বদনা-সুচারু-দশনা-সুদীর্ঘ-নয়না-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী কিন্তু শ্রীশঙ্করদেবের তাদৃশ-প্রস্তাবে সম্মতা না হইয়া, কিঞ্চিৎ হাস্য-সহকারে "ক্ষম", এইকথা বলিয়া, তদীয়-শ্রীচরণাম্বুজ-যুগলে নিপতিতা হইলেন। শ্রীশঙ্করদেব-কৃত-যাচনানুসারে তাঁহাকে নিজ-চর্ব্বিত-তাম্বূল-দান না করিয়া, শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবী ভীত-হৃদয়ে যখন তাঁহার শ্রীপাদ-পঙ্কজযুগলে পতিতা হইলেন, তৎকালমাত্রেই শ্রীশঙ্করদেব অতীব আগ্রহভরে যত্ন-সহকারে প্রণয়-প্রসারিতকর-কমল-যুগল-সাহায্যে তাঁহাকে বক্ষঃ-স্থলে ধারণ করিয়া, সকাম-হৃদয়ে সুরতোন্মুখ-মানসে মনোহর-রতি-তল্পে শয়ন করিলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী পরমেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবের সহিত মনোহর-রতি-তল্পে শয়ন করিয়া, তৎকালে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, বহু-শত-বহু-সহস্র-দিব্য-সম্বৎসরান্তে মদীয়-প্রাণ-বল্লভ-শ্রীশঙ্করদেব আমাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া, নিতান্তই কামমোহিত হইয়াছেন। প্রভু-পরমেশ্বর অদ্য যেরূপ কাম-মহোৎসবের সুবিপুল আয়োজন করিয়াছেন, তদ্দর্শনে মনে হইতেছে যে, অদ্য হইতেই আমাদের শতবার্ষিকী-ক্রীড়ার আরম্ভ হইবে। কিন্তু, কেবলই যে প্রাণকান্ত আমার প্রতি এরূপ অনুরক্ত হইয়াছেন, তাহা নহে ; পরন্তু আমারও মানস দেখিতেছি, এক-ক্ষণের জন্যও প্রাণকান্তের সুখ-সংসর্গ হইতে বিরত হইতে চাহিতেছে না। সদাই যেন মনে হইতেছে যে, প্রাণকান্তের নয়নে নয়ন, বদনে বদন, অধরে অধর, হৃদয়ে হৃদয়, প্রাণে প্রাণ, মানসে মানস, সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বাঙ্গ, সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বেন্দ্রিয়গণকে মিলিত করিয়া, এক-প্রাণে, এক-মনে, এক-হৃদয়ে, এক-দেহে, অন্তরে, বাহিরে, সর্ব্বভাবে এক হইয়া থাকি। সদাই যেন মনে হয়, কি দিবা, কি রাত্রি, এক অতি নির্জ্জন-রমণীয়-প্রদেশে অবস্থিতা হইয়া, কেবলমাত্র আমি প্রাণকান্তের কোটি-কন্দর্প-দর্প-মোচন-শ্রীরূপ অবলোকন করি।

পক্ষান্তরে প্রাণকান্ত যখন সর্ব্ব-প্রকারে সুসজ্জিত-সর্ব্ব-ভোগ-দ্রব্য-সমন্বিত-রতিযোগ্য-সর্ব্ববিধোপকরণে পরিপূর্ণ, ইন্দ্রালয় হইতেও সহস্র-গুণে উৎকৃষ্ট, সর্ব্বর্ত্তু-সুখকর, অতীব-বৃহদায়তন এই দিব্যতম-রাসমণ্ডলের আবির্ভাব-সাধন করিয়াছেন, তখন আমিও এই মণিরত্নময়-রাস-মণ্ডলের উপযুক্তরূপে সর্ব্বসখী-জন-সমভিব্যাহারে বিবিধ-প্রকারে প্রাণকান্তের অভিপ্রায়ানুরূপ তাঁহাকে বহুতর-দিব্যরূপ-ধারণে বাধ্য করিয়া এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আমিও

স্বয়ং দিব্য-দিব্য-বহুতর-নিজ-রূপ-ভেদ-সাধন-পূর্ব্বক শত-শত অমরাবতী-নগরীর ঐশ্বর্য্য-সম্ভার হইতেও শত-গুণ অধিক ও উৎকৃষ্টতর ঐশ্বর্য্য-সম্ভার-সমন্বিত এই সুদিব্যতম-রত্নময়-রাস-মণ্ডলের রত্ন-প্রদীপালোক-সমুজ্জ্বল-প্রতিগৃহে প্রাণকান্তের সহিত রূপে, রূপে, প্রতি রূপে কাম-শাস্ত্রীয়-বিধানানুসারে ষোড়শধা বিহার করিব, রতি-রণ-সহ স্থল-ক্রীড়া, জলক্রীড়া করিব এবং পর্য্যঙ্ক-ক্রীড়া, আশ্রম-ক্রীড়া, বন-ক্রীড়া ও বিমান-ক্রীড়া-প্রভৃতি-সাহায্যে প্রাণকান্তের সহিত অনেকবিধ-রতি-সুখ অনুভব ও রাস-রসামৃত আস্বাদন করিব। তথা সহস্র-বার্ষিক-বিহারান্তে যখন প্রাণকান্তের প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমরা হিমালয়-পর্ব্বত-প্রদেশে অতীব-নির্জ্জন-সর্ব্ব-জন্তু-বিবর্জ্জিত-নগর-নির্ম্মাণ-পুরঃসর সেই নব-নির্ম্মিত-নগরীমধ্যে নিবাস করিব, তৎকালেই আমি প্রাণকান্তের শরীরার্দ্ধহরণ করিয়া, নিরন্তর-তদীয়-সুপবিত্র-সর্ব্বাঙ্গ-সর্ব্বেন্দ্রিয়-সংসর্গ-জাত-নিরতিশয়-সুখ-সৌভাগ্য অনুভব ও অর্দ্ধনারীশ্বর-রূপে অবস্থিতি-পুরঃসর অশেষ-সংসার-সাম্রাজ্য উপভোগ করিব।

উক্তরূপ-চিন্তার অবসানে অশেষ-ভুবনভর্ত্তা-ভর্ত্তা-শ্রীশঙ্করদেবের নিকটে নিজ অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিয়া, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী তাঁহার অনুমতি-গ্রহণ-পূর্ব্বক বিবিধ-মণি-মাণিক্য-খচিত, রণন্মণিময়-মুক্তা-মালা-জাল-জড়িত, হীরা-হার-সার-শোভিত, অনেকবিধ-রত্ন-রাজি-বিরাজিত, রম্যতর-রত্ন-নিকর-রচিত-রমণীয়-রাস-মণ্ডলের পরিপূর্ণতা-সম্পাদন-কল্পে মনে মনে পূর্ব্বোক্ত-সখীগণকে স্মরণ করিলেন। শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী-কর্ত্তৃক মানসে স্মৃতিপথে সমানীতা হইবামাত্র শ্রীমতীজয়া-বিজয়া-প্রভৃতি-তদীয়-প্রিয়তম-বয়স্যা-প্রবর-সখীগণ অন্যান্য আবশ্যকবিবিধ-গৃহ-কার্য্য-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক এবং অপরাপর-সখীগণকে আহ্বান-পূর্ব্বক একত্রিত করিয়া, সুরত-সমরোপযোগি-সেনা-দল-গঠনান্তে সেই সেনা-দল-সমূহের সহিত নিঃশঙ্ক-চিত্তে কৈলাসালয় হইতে বহির্গত হইলেন।

তন্মধ্যে প্রথমতঃ সর্ব্ব-সখী-প্রবরা-জয়াদেবীর সহিত সুশীলাদি-ষোড়শ-সহস্র-সখী গমন করিলেন, তৎ-পশ্চাৎ বিজয়াদেবীর সহিত শশি-কলা-প্রভৃতি-চতুর্দ্দশ-সহস্র-সখী গমন করিলেন, তৎ-পশ্চাৎ মাধবীদেবীর সহিত

চন্দ্রমুখী-প্রভৃতি-ত্রয়োদশ-সহস্র-সখী গমন করিলেন, তৎ-পশ্চাৎ সুলোচনাদেবীর সহিত ললিতা-প্রভৃতি একাদশ-সহস্র-সখী গমন করি-লেন, তৎ-পশ্চাৎ সুশ্রুতাদেবীর সহিত কদম্ব-মালা-প্রভৃতি-ত্রয়োদশ-সহস্র-সখী গমন করিলেন, তৎ-পশ্চাৎ শ্রুতাদেবীর সহিত কুন্তী-প্রভৃতি-দশ-সহস্র-সখী গমন করিলেন, তৎ-পশ্চাৎ শুকীদেবীর সহিত যমুনা-প্রভৃতি-চতুর্দ্দশ-সহস্র-সখী গমন করিলেন, তৎ-পশ্চাৎ প্রম্লোচাদেবীর সহিত জাহ্নবী-প্রভৃতি-চতুর্দ্দশ-সহস্র-সখী গমন করিলেন, তৎ-পশ্চাৎ সুভগাদেবীর সহিত শুভা-প্রভৃতি-চতুর্দ্দশ-সহস্র-সখী গমন করিলেন, তৎপশ্চাৎ-শ্যামাদেবীর সহিত পদ্মা-প্রভৃতি-ত্রয়োদশ-সহস্র-সখী গমন করিলেন, তৎ-পশ্চাৎ চিত্রাঙ্গীদেবীর সহিত দুর্গা-প্রভৃতি চতুর্দ্দশ-সহস্র-সখী গমন করিলেন, তৎ-পশ্চাৎ চারুণীদেবীর সহিত সর্ব্ব-মঙ্গলা-প্রভৃতি-ষোড়শ-সহস্র-সখী গমন করিলেন।

কিঞ্চ, তৎ-পশ্চাৎ স্বধাদেবীর সহিত কালিকা-প্রভৃতি-চতুর্দ্দশ-সহস্র-সখী গমন করিলেন, তৎ-পশ্চাৎ কমলা-সহচারিণী-চতুর্দ্দশ-সহস্র-সখী গমন করিলেন, তৎ-পশ্চাৎ সরস্বতী-সহচারিণী-ত্রয়োদশ-সহস্র-সখী গমন করিলেন, তৎ-পশ্চাৎ ভারতী-সহচারিণী-দশ-সহস্র-সখী গমন করিলেন, তৎ-পশ্চাৎ অপর্ণা-সহচারিণী-দশ-সহস্র-সখী গমন করিলেন, তৎ-পশ্চাৎ রতি-সহচারিণী-দশ-সহস্র-সখী গমন করিলেন, তৎপশ্চাৎ গঙ্গা-সহ-চারিণী চতুর্দ্দশ-সহস্র-সখী গমন করিলেন। তৎ-পশ্চাৎ কৃষ্ণপ্রিয়া-সহচারিণী-ষোড়শ-সহস্র-সখী গমন করিলেন, তৎপশ্চাৎ সতী-সহচারিণী-ত্রয়োদশ-সহস্র-সখী গমন করিলেন, তৎ-পশ্চাৎ নন্দিনী-সহচারিণী-দশ-সহস্র-সখী গমন করিলেন, তৎ-পশ্চাৎ সুন্দরী-সহচারিণী-ত্রয়োদশ-সহস্র-সখী গমন করিলেন, তৎ-পশ্চাৎ কৃষ্ণপ্রাণা-সহচারিণী-ষোড়শ-সহস্র-সখী গমন করিলেন, তৎ-পশ্চাৎ মধুমতী-সহচারিণী-চতুর্দ্দশ-সহস্র-সখী গমন করিলেন, তৎ-পশ্চাৎ চম্পা-সহচারিণী-ত্রয়োদশ-সহস্র-সখী গমন করি-লেন, তৎ-পশ্চাৎ চন্দনা-সহচারিণী-চতুর্দ্দশ-সহস্র-সখী গমন করিলেন এবং তৎ-পশ্চাৎ রোহিণী-সহচারিণী-ত্রয়োদশ-সহস্র-সখী গমন করিলেন।

এইরূপে এক এক জন অধিনেত্রীর তত্ত্বাবধানে পৃথক্ পৃথক্ দলে

বিভিন্ন-শ্রেণী-বদ্ধভাবে শ্রীধাম-কৈলাস-নগর হইতে বিনির্গত হইয়া, সমীপবর্ত্তী সমতলভূমিষ্ঠ একটী বৃহদায়তন, নব-নির্গত-পল্লব ও মঞ্জরী-নিচয়ে পরিশোভিত, গুঞ্জন্মত্ত-মধুব্রত-ব্রাত-পরিবৃত, ভ্রমর-নিকরের মধুর-ঝঙ্কারে ঝঙ্কারিত, চূত-মঞ্জরী-রসাস্বাদ-বশতঃ বিকস্বর-স্বরে কল-কল-পঞ্চম-নাদে আলাপ-পরায়ণ-কলকণ্ঠ-কুলের কল-কূজনে কূজিত-সহকার-কাননে সমবেত হইয়া, সেই সখী-বৃন্দ, বা রতি-রণোল্লাস-হাস-শোভন, সুরত-সময়োপযোগী সেই সেনা-সমূহ ক্ষণমাত্রকালের জন্য আনন্দভরে তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু, সেই যথাসংখ্যা-নির্দ্দিষ্ট-সৈনিকবৃন্দ, বা সখী-সমূহ সহকার-কাননে সমবেত হইলে, সুখ-শৃঙ্গার-সমরাভিযান-বার্ত্তা বিঘোষিতা করিবার জন্য তাঁহাদিগের অধিনেত্রী-স্থানীয়া, পূর্ব্ব-কথিত-নাম্নী, ত্রয়োদশ-সংখ্যা-নির্দ্দিষ্টা-সখী মধুরাধর-প্রদেশে স্থাপিত-বেণু-বিবর বদন-বায়ু-প্রবাহে পরিপূর্ণ করিয়া, একযোগে মধুরতর-সাঙ্কেতিক-ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

অধিনেত্রীভূত-সখী-জন-কৃত-তাদৃশ-সাঙ্কেতিক-শব্দ-শ্রবণ-মাত্রেই সেই কৈলাস-কাননের অধিষ্ঠাত্রী-বনদেবী, বা কানন-বালা-সকলের ন্যায় বিবিধ-বসন-ভূষণ-সাহায্যে সজ্জিত, বা বিভূষিত অপরাপর-সখীগণের মধ্যে কেহ কেহ মালতী-মাধবী-মল্লিকা-জাতি-যূথিকা-চম্পক-বকুলাদি-বিবিধ-কুসুম-দাম-বিরচিত-বিচিত্র-পুষ্প-মাল্য হস্তে ধারণ-পূর্ব্বক সেইস্থানে আগমন করিলেন, তথা কেহ কেহ চারু-চন্দন হস্তে, কেহ কেহ কুঙ্কুম হস্তে, কেহ কেহ কস্তূরিকা হস্তে, কেহ কেহ শ্বেত-চামর হস্তে, কেহ কেহ ব্যজন হস্তে, কেহ কেহ তাম্বূল হস্তে, কেহ কেহ কর্পূর-খণ্ডোজ্জ্বল-হিমজল হস্তে, কেহ কেহ রত্ন-কল্পিত আসন হস্তে, কেহ কেহ হেম-মণ্ডিত-নানারত্ন-বিভূষিত-কাঞ্চন-চিত্রিত-বহুবিধ-দিব্যবসন হস্তে, কেহ কেহ মণি-খণ্ড-রত্ন-রচিত-বিবিধ-বিভূষণ হস্তে, কেহ কেহ কাঞ্চন-বস্ত্র-বিলসিত-রত্ন-দণ্ড-শোভিত-পতাকা হস্তে, কেহ কেহ মণিময়-দণ্ড-মণ্ডিত-মণি-খণ্ড-রত্নোজ্জ্বল-স্থূল-মুক্তাফল-জাল-জড়িত-শ্বেত-ছত্র হস্তে ধারণ-পূর্ব্বক তথায় আগমন-করিয়া, পূর্ব্বোক্ত-সখী-সৈনিক-সমূহের সহিত সম্মিলিত হইলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

চতুর্থ অধ্যায়

এইরূপে সর্ব্ববিধ-সুখ-শৃঙ্গার-সমর-বিজয়োপযোগী উপকরণ-সম্ভার-সহ অপরাপর-সখীগণ সেই আম্র-কাননে আসিয়া উপস্থিত হইলে, সখী-সকলের মধ্য হইতে চন্দ্রাবলী-নাম্নী কাচিৎ প্রধান-ভূতা-সখী অন্যান্য-সখী-শ্রেষ্ঠ-সকলের নিকটে শীঘ্রতার সহিত আনন্দভরে এইরূপ প্রস্তাব করিলেন যে, আমরা সকলেই শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর রূপ, বেশ ও বিভূষণানুরূপ-রূপে, বেশে ও বিভূষণে সজ্জিত ও বিভূষিত হইয়া, তাঁহার নিকটে গমন করিব। সর্ব্বসখী-জন-সমক্ষে উক্তরূপ-প্রস্তাব উপস্থাপিত, সমর্থিত ও সর্ব্বজন-সম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইলে, সর্ব্ব-সখীজন প্রস্তাবানুরূপ-রূপে, বেশে ও বিভূষণে সজ্জিত ও বিভূষিত হইয়া, যে স্থানে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেইস্থানে হিমালয়-পর্ব্বত-প্রদেশস্থ-যমুনাতীরবর্ত্তী রত্নময়-রাস-মণ্ডল-সমীপে গমন করিলেন। সর্ব্ব-সখীজন একত্র মিলিত হইয়া, সস্মিত আননে প্রমোদমান-মানসে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর রূপ-বেশ-বিধান-পূর্ব্বক রাস-ভবন-দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, রাকাপতি-করান্বিত সেই রাস-মণ্ডল স্বর্গ-সমুদায় হইতেও অধিকতর-রমণীয়-সুন্দর-শ্রীধারণ করিয়াছে।

কিঞ্চ, রূপে, বেশে, বয়োমানে ও গুণে সম-দর্শন, তথা সম-ভাবাপন্ন সেই সখীগণ "স্বর্গেভ্যঃ সুন্দরং দৃশ্যং, রাকাপতি-করান্বিতম্। সুনি-র্জ্জনং কুসুমিতং, বাসিতং, পুষ্পবায়ুনা। নারীণাং কাম-জননং, মুনি-মোহন-কারণম্।" স্বর্গনিচয় হইতেও সমধিক-সুন্দর-দৃশ্য-শোভা-সম-ন্বিত, রাকা সম্পূর্ণেন্দু-মণ্ডল-শোভনা-পূর্ণিমা-তিথি-পতি পূর্ণিমা-রজনী-নাথ-সুধাকরদেবের অমৃতময়-কর, বা কিরণ-নিকরে সমন্বিত, বিভাসিত, অতীব-নির্জ্জন, সুন্দর-দর্শন-নিকুঞ্জ-কানন-কলাপে নিতান্ত-রমণীয়, মালতী-

মাধবী-মল্লিকা-বেলা-জাতি-যূথিকা-বকুল-কুন্দ-কদম্ব-কনক-চম্পক-শ্বেত-চম্পকাদি-বিবিধ-কুসুম-মাল্য-মণ্ডিত হওয়ায়, অথবা প্রচুরতর-প্রস্ফুটিত-প্রসূন-প্রকরে পরম-রমণীয়া-প্রতানিনী-প্রতানবতী-মালতী-মাধবী-তরুলতা-যূথিকাদি-বিবিধ-বিচিত্র-পুষ্পিত-বিস্তৃত-লতাদি-দ্বারা পরিবেষ্টিত-সমাচ্ছন্ন হওয়ায়, কুসুমিত-প্রস্ফুটিত-সুগন্ধ-পূর্ণ-পুষ্প-পরাগ ও মকরন্দ-কণা-বাহি-মলয়-মারুতের সুখকর-সঞ্চার, বা মন্দ-মন্দ-প্রবাহ-প্লাবিত হওয়ায়, সুবাসিত, বা সুরভিত, নারী-রত্ন, বা রমণী-মণিভূত-জনগণের কাম-জনন, মদনোদ্বর্দ্ধন-কারণ, মহামুনি-জনগণের বিষয়-রস-বিরস-বিরক্ত-মানসেরও মোহন-নিমিত্তভূত, নব-ক্ষৌম-বাস-রাস-সংযুক্ত, সুমনোহর-বহুবিধ-দিব্য-দিব্য-ভবন-ভূষণে ভূষিত-রাস-মণ্ডল দর্শন করিয়া, দ্বার-দেশেই অবস্থিতি-পূর্ব্বক অতীব-প্রেমানন্দভরে ঘন ঘন পুনঃ পুনঃ শ্রীশিব-পার্ব্বতীদেবীর জয়গান করিতে লাগিলেন।

"জয় শ্রীশিব-পার্ব্বতীদেবীর জয়, জয় শ্রীউমা-মহেশ্বরদেবের জয়, জয় শ্রীকৈলাস-পতি-মহাদেবের জয়, জয় শ্রীত্রিভুবন-মহারাজ-শঙ্কর-দেবের জয়, জয় অশেষ-ভুবন-কর্ত্তা, ভর্ত্তা, হর্ত্তা শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের জয়, জয় পশুপতি, দ্যুপতি, ধরণীপতি, ভুজগলোকপতি-শ্রীসতীপতির জয়, জয় গিরিজাপতি-দেবদেব-শ্রীমন্মহাদেবের জয়, জয় সর্ব্বসুরাসুরেশ্বর-বৃন্দ-বৃন্দারক-বন্দিত-সেবিত-পূজিত-শ্রীবারাণসী-পুর-পতি-শ্রীবিশ্বনাথদেবের জয়, জয় ত্রিভুবন-মহারাজ-গৃহিণী, হিম-নগ-নন্দিনী, মত্ত-গজ-গামিনী, দারিদ্র্য-দুঃখ-দারিণী, ত্রিভুবন-তারিণী, সর্ব্ব-পাপ-প্রণাশিনী, ভব-ভয়-বিনাশিনী, শমন-দমনী, গণেশ-জননী, অপর্ণা, পার্ব্বতী, দুর্গা, মৃড়াণী, চণ্ডিকা, অম্বিকা, কালিকা, সংসার-পালিকা, ভূধর-দারিকা, শ্রীশঙ্কর-প্রেমিকা, মেনকা-কন্যকা, উমা, কাত্যায়নী, গৌরী, কালী, হৈমবতী-শ্রীমতীসতীপার্ব্বতীদেবীর জয়", ইত্যাদিরূপে জয়-গাথা গান করিতে করিতে, তথা বেণু-বীণা-ভেরী-মৃদঙ্গ-কাহল-কলা-বাদ্য-নৃত্য-গীত-পুরঃসর তৌর্য্যত্রিকানুষ্ঠান করিতে করিতে, একাদিক্রমে সপ্তম-কক্ষা অতিক্রম করিয়া, পশ্চাৎ বৈকুণ্ঠলোক-কল্প-রাস-মণ্ডলের মধ্য-স্থলে ব্রহ্ম-সদন-সম অষ্টম-প্রকোষ্ঠের প্রবেশ-দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া, "শুশ্রুবুস্তত্র তাঃ

সর্ব্বাঃ, পুংস্কোকিল-কলধ্বনিম্। অতি সূক্ষ্মরবঞ্চাপি, ভ্রমরাণাং মনোহরম্। প্রসূন-মধু-মত্তানাং ভ্রমরী-সঙ্গ-সঙ্গিনাম্।"

কিঞ্চ, সমান-বয়সী সমান-রূপসী স্ব-স্ব-প্রেয়ান্ শ্রেয়ান্ প্রিয়জন-সমীপে সমান-প্রেয়সী-শ্রেয়সী-গরীয়সী-মহীয়সী-ভূয়সী-কান্তি-সমৃদ্ধিমতী, অনুপম-সম-বেশ-ভূষণবতী, সর্ব্ববিধ-সদ্‌গুণে সমান-গুণবতী, বিকসিত-শতদল-মুখী সেই সকল-সখী সেই স্থানে পুংস্কোকিল-কুলের কল-ধ্বনি, বা মধুরাস্ফুট-শ্রোত্র-সুখকর-কুহু-কুহু-শব্দ এবং বিপুল-দ্বার-দেশের গাত্র-গত-সুগন্ধামন্দ-মকরন্দ-পরিপূর্ণ-প্রসূন-রচিত-মাল্য-দাম, তথা বৃহদাকার-কুসুম-স্তবক, বা পুষ্প-গুচ্ছোপরি উপবিষ্টাবস্থায় স্ব-স্ব-জায়া-জন-সহ মানস-সন্তোষকররূপে প্রচুরতর-পুষ্প-রস-পান-প্রযুক্ত মত্ত-চিত্ত-মুগ্ধ-মধুকরগণ স্ব-স্ব-ভার্য্যাভূতা-ভ্রমরীসকলের সহিত সঙ্গ-জনিতানুভূত-পূর্ব্ব-প্রেমানন্দ-রসাস্বাদ-লোলুপতা-নিবন্ধন পুনঃ পুনঃ তৎ-সঙ্গাভিলাষী হইয়া, যে কোন তুচ্ছ-কারণ-বশতঃ মান-পরায়ণা সেই সকল-মানিনী-প্রণয়িনী-ভ্রমরী-জনের মান-ভঞ্জনার্থ তদীয়-কর্ণ-কুহর-সমীপে অতিসূক্ষ্ম, বা অনুচ্চ-স্বরে প্রণয়-মধুর-স্বজাতীয়-বচনে যে আলাপচারী করিতেছিল, ভ্রমরগণকৃত সেই অতিসূক্ষ্ম-সুকোমল-শ্রুতি-মধুর-মনোহর-রব, বা গুঞ্জন শ্রবণ করিলেন।

অনন্তর "সমা বেশেন বয়সা, রূপেণ চ গুণেন চ।" সেই জয়াদি-পরিচালিতা-সুশীলাদি-সহচারিণী-সখীগণ শ্রীশিবপার্ব্বতীদেবীর সর্ব্ব-সুরাসুর-নুত, অপারাসার-সংসার-সারাৎ-সার-ভূত-পাদাম্বুজ-যুগল স্ব-স্ব-হৃদয়ারবিন্দে ধ্যান করিতে করিতে, মুদান্বিত-মানসে অতিশুভক্ষণে পূর্ণেন্দু-মণ্ডলাকার-রাস-মণ্ডল-মধ্যস্থ অষ্টম-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ-পূর্ব্বক দূর হইতেই মনোহর-রতি-তল্পে অধিশয়ান-কিশোর-বয়স্ক-সুবর্ণ-বর্ণ-সুন্দর, তথা "নব-যৌবন-সম্পন্নং, রত্নাভরণ-ভূষিতম্। কন্দর্প-কোটি-লাবণ্য-লীলা-ধাম-মনোহরম্। প্রাণাধিকাং তাং পশ্যন্তং, পশ্যন্তীং বক্র-চক্ষুষা। পরমাদ্ভুতরূপঞ্চ, সর্ব্বত্রানুপমং পরম্" শ্রীশঙ্করদেবকে এবং কিশোরীভূতা, নবীন-নীল-নীরদ-বর্ণাভা, অধিশয়ানা, তথা "দিব্য-বস্ত্র-পরিধানাং, সস্মিতাং বক্র-লোচনাম্ গজেন্দ্র-গামিনীং রম্যাং, মুনি-মানস-

মোহিনীম্। নবীন-বেশ-বয়সা, রূপেণাতিমনোহরাম্। স্তন-শ্রোণি-নিতম্বানাং, ভারবেশান্বিতাং পরাম্। নীল-পঙ্কজ-বর্ণাভাং, শরচ্চন্দ্র-নিভাননাম্। বিভ্রতীং কবরীভারং, মালতী-মাল্য-সংযুতম্।" ইত্যাদি-রূপে বর্ণিতা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে দর্শন করিয়া, গললগ্নীকৃত-বসনাঞ্চলে প্রণাম করিলেন।

এদিকে শ্রীশঙ্করদেব রূপে, গুণে, বেশে, বয়সে, বসনে ও বিভূষণে সর্ব্বথা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সমান-রূপধারিণী সেই সকল-সখীকে সমাগতা হইতে দেখিয়া, পার্ব্বতী-ভ্রান্তি, বা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর স্বরূপ-বিভ্রম-প্রযুক্ত সর্ব্ব-সমেত-সমাগতা সেই নব-লক্ষ-সখীকে শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীর ইচ্ছাকৃত-নব-লক্ষধা বিভক্ত অংশ-বিশেষ-মাত্র মনে করিয়া এবং নিজ-তাদৃশ-শরীরকে একমাত্ররূপে অবস্থিত অবলোকন করিয়া, সহসা স্বীয়-শরীরকে নব-লক্ষ-ভাগে বিভক্ত করিলেন। সখী-সমাহ্বানের ফল বিপরীত হইল দেখিয়া, অর্থাৎ শ্রীশঙ্করদেব নিজ-শরীরকে নব-লক্ষ-ভাগে বিভক্ত করিয়া, প্রিয়তমা-বোধে পার্ব্বতী-স্বরূপে অবস্থিতা নব-লক্ষ-সখীর প্রতি মানসে আকৃষ্ট হইলেন দেখিয়া, পরমেশ্বরী-শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবী মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিলেন যে, যদি চ প্রজাপতি, ইন্দ্র, সোম, কৃষ্ণ, বিষ্ণু ও বিশ্বামিত্র-পরাশর-প্রভৃতি ঈশ্বর-তুল্য-প্রভাব-শালী দেবশ্রেষ্ঠ, বা মহর্ষি-প্রবরগণেরও ধর্ম্ম-ব্যতিক্রম, বা অতীব-কুৎসিত অসৎ-সাহস-পরিদৃষ্ট হইয়াছে, তথাপি জগদুদয়-রক্ষা-প্রলয়-কর্ত্তা, ধর্ম্ম-সংস্থাপয়িতা, অধর্ম্ম-প্রশময়িতা, ধর্ম্ম-সেতু-বক্তা ও সঙ্কট-কালে অভি-রক্ষিতা হইয়াও, ঈশ্বরজনগণ পরদারাভিমর্শনাদি-লক্ষণ অতিগুরুতর-পাপ-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, প্রায়শ্চিত্তার্হ হইবেন? কি না? এইরূপ-প্রশ্নের সমুত্থানই নিতান্ত ক্লেশকর।

কিন্তু, যদিচ উক্তরূপ প্রশ্নের উত্তরে শাস্ত্রকারগণ-কর্ত্তৃক-প্রদত্ত "ধর্ম্ম-ব্যতিক্রমো-দৃষ্ট, ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্। তেজীয়সাং ন দোষায়, বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা। নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু, মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ। বিনশ্যত্যা-চরন্ মৌঢ্যাৎ, যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্। ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং, তথৈবাচরিতং ক্কচিৎ। তেষাং যৎ স্ববচো যুক্তং, বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ।

কুশলাচরিতৈর্নৈষামিহ স্বার্থো ন বিদ্যতে। বিপর্য্যয়েণ বানর্থো, নিরহঙ্কারিণাং প্রভো। কিমুতাখিলসত্ত্বানাং, তির্য্যঙ্‌-মর্ত্ত্য-দিবৌকসাম্‌। ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং, কুশলাকুশলান্বয়ঃ। যৎ-পাদ-পঙ্কজ-পরাগ-নিষেব-তৃপ্তা, যোগ-প্রভাব-বিধুতাখিল-কর্ম্ম-বন্ধাঃ। স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি ন নহ্যমানাস্তস্যেচ্ছয়াত্ত-বপুষঃ কুত এব বন্ধঃ। যথা রুদ্রব্যতিরিক্তো বিষং আচরন্‌ ভক্ষয়ন্‌, ননহ্যমানাঃ বন্ধনং অপ্রাপ্তবন্তঃ” ইত্যাদিরূপ-পরিহার-বচন, বা প্রতিবচন পরিদৃষ্ট হইতেছে, তথাপি ঈশ্বরজনই হউন, আর অনীশ্বরজনই বা হউন, সকলের পক্ষেই যে পরদারাভিমর্শনাদি-লক্ষণ অধর্ম্মাচরণ নিতান্ত নিন্দিত, ঘৃণিত, লজ্জাজনক, বা অত্যন্ত অযশস্কর কার্য্য, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এইরূপ বিবেচনান্তে শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবী যাহাতে শ্রীশঙ্করদেব প্রিয়তমা-বোধে মদীয়-রূপ-ধারিণী এই সকল-সখীর প্রতি আকৃষ্ট-চিত্তে উপরত না হন, তদ্বিষয়ে সবিশেষ আগ্রহবতী হইয়া, সহসা নিজ-শরীরকে নব-লক্ষ-ভাগে বিভক্ত করিলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে চতুর্থ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

পঞ্চম অধ্যায়

এদিকে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর রূপ-বেশ-বসন-বিভূষণ-ধারিণী সেই সকল-সখী যখন দেখিলেন যে, আমাদিগের প্রতি দৃষ্টি-পাত-মাত্রেই চিত্তে পার্ব্বতী-বিভ্রম উপস্থিত হওয়ায়, আমাদিগের প্রত্যেকের প্রতি আকৃষ্ট-চিত্তে মুগ্ধ-হৃদয়ে শ্রীশঙ্করদেব নব-লক্ষ-ভাগে আত্মাকে বিভক্ত করিলেন এবং তদ্দর্শনে পর্ব্বতরাজ-পুত্রী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীও নিজপতি-শ্রীশঙ্করদেবের পরদারাভিমর্শন-দোষ-সম্ভব অবশ্যম্ভাবী জানিয়া, তাদৃশ পরদারাভিমর্শন-দোষ-শঙ্কা-কলঙ্ক-পঙ্ক-স্পর্শন-প্রশমনাভিপ্রায়ে মূলীভূত-স্বীয়-শ্রীরূপের নব-লক্ষ-ভাগে বিস্তৃতি-সাধন-পুরঃসর স্বয়ং শ্রীশঙ্করদেবের নব-লক্ষ-ভাগে বিভক্ত-পূর্ব্ব-বর্ণিতানুরূপ-শ্রীরূপের প্রত্যেকের বামভাগ-অধিকার করিয়া, অবস্থিতা হইলেন, তৎকালে তাঁহারা সকলেই শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীর অনুরূপ-রূপ ও সদৃশ-বসন-ভূষণ-ধারণ-পূর্ব্বক নিজ-নিজ-অবস্থান অনুচিত মনে করিয়া, নব-গৃহীত সেই রূপ ও বসন-বিভূষণ-পরি-বর্জ্জন-পূর্ব্বক পূর্ব্ব-সিদ্ধ-স্ব-স্ব-রূপ, বসন, ভূষণ ও সখীভাবাবলম্বনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

তথা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সেই সখীগণ শ্রীশঙ্করদেবের ইচ্ছা-সঙ্কল্প-মাত্রে আবির্ভূত-শত-বৈকুণ্ঠ-ভবনোপম-পূর্ণেন্দু-মণ্ডলাকার সেই রাস-মণ্ডলের অন্তর্গত শত-ব্রহ্ম-শত-মহেন্দ্র-ভবন-কল্প-প্রতিগৃহে রত্ন-রাজি-রচিত-রমণীয়-পর্য্যঙ্ক-প্রদেশে মালতী-মাধবী-মল্লিকা-যূথিকাদি-মাল্য-দাম-মণ্ডিত-মনোহর-রতি-তল্পে পরস্পর-কর্ত্তৃক আলিঙ্গিতভাবে যুগলরূপে উপবিষ্ট-শ্রীশিব-পার্ব্বতীদেবীর ব্রহ্ম-বিষ্ণু-বরুণ-বাসব-বিধু-বিবস্বদ্-বিভাবসু ও অষ্টবসু-প্রভৃতি-দেবগণের প্রণামাবসরে আনত-কিরীট-মুকুট-মণ্ডিত-মৌলি-মণ্ডল-মধ্য-গত-মন্দার-মালা-বিনিঃসৃতামন্দ-মকরন্দ-কণা-সংসিক্ত, অতএব অরুণিত, মণি-মাণিক্য-খচিত-মঞ্জুল-মঞ্জীর-রঞ্জিত,

রত্ন-জাল-জড়িত-কাঞ্চনময়-পাদপীঠস্থ-স্থল-পদ্ম-প্রভা-মুষ্ট-শ্রীপাদ-পঙ্কজ-যুগলে নিজ-নিজ-নাম-নিবেদন ও আত্ম-সমর্পণান্তে পৃথক্ পৃথগ্-ভাবে শ্রীশিব-পার্ব্বতীদেবীরই রতি-রণ-মহোৎসব-কালীন-শ্রমাপনোদন-কল্পে তাম্বূল ও কর্পূর-সুবাসিত-শীতল-জলাদি-প্রদানার্থ, চামর ও ব্যজনাদি-সঞ্চালনার্থ, পুষ্প-মাল্য ও বসন-ভূষণাদি-পরিধাপনার্থ, তথা সুরত-সমর-সম্ভূত-মুক্তা-ফল-কল্লোজ্জ্বল-শ্রম-জল-পরিমার্জ্জনার্থ সেবাবসর প্রার্থনা করিলেন।

কিঞ্চ, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীও নিজ-সখীগণের প্রত্যুৎপন্ন-মতিতা-পরিচায়ক-সদ্বিবেচনানুমত-তাদৃশ-বুদ্ধি-কৌশল-পূর্ণ-কার্য্য-দর্শনে প্রীতি-প্রফুল্ল-মানসে শ্রীশঙ্করদেবের অনুমতি অনুসারে সখী-সকলের সঙ্গত-প্রার্থনায় সম্মতি-দান-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিজ-সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এইরূপে পরিচর্য্যা-ভার-প্রাপ্ত-জয়া-বিজয়াদি-সখীগণ সুশীলাদি-সহচারিণী-বর্গের সহিত শারদ-সম্পূর্ণাবয়ব-শশধর-মণ্ডল-সন্নিভ-সর্ব্ববিধ-সুরত-সমর-সম্ভার-পরিপূর্ণ-রাস-মণ্ডলের অভ্যন্তর-ভাগ-গত-মহেন্দ্র-ভবন-সদৃশ-সুসজ্জিত-পরিশোভিত-প্রতিগৃহে অনল্প-বিস্তৃত-রতি-তল্পতলে পরস্পরের সহিত প্রেম-রসভরে সমালিঙ্গিত-শরীরে সুখে সমবস্থিত সেই নব-দম্পতীর শ্রীশিব-শিবাদেবীর যুগল-মূর্ত্তির যথাবসর-বিহিত-সেবা-কার্য্যে সাবহিত-চিত্তে অগ্রসর হইলে, সস্মিতা-কাম-বাণ-প্রপীড়িতা-শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবী নীলেন্দীবর-দীর্ঘতর-দৃষ্টি, অথবা নিজ-নলিন-নয়ন-কোণ-সাহায্যে শ্রীশঙ্করদেবের শত-শত-সূর্য্য-সম-সমুজ্জ্বল, শত-শত-সুধাকর-সম-সুশীতল, সুন্দর-দর্শন-শ্রীবদনারবিন্দ-বিম্ব বারম্বার বিলোকন করিয়া, বিলোকন করিয়া, লজ্জা-ভর-ভারাবনত-বস্ত্রাঞ্চল-সমাচ্ছন্ন আননে মন্মথ-মথিত-মানসে কাম-মোহ-মুগ্ধ-হৃদয়ে মূর্চ্ছিতা-হতচেতনার ন্যায় সুখ-সম্ভোগাভিলাষে শ্রীশঙ্করদেবের সুখময় অঙ্কদেশে শিথিলিত-শরীরে ঢলিয়া পড়িলেন।

এইরূপে রাস-মণ্ডলান্তর্গত-নব-লক্ষ-গৃহে নব-লক্ষভাগে বিভক্ত-দেহে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী যখন নব-লক্ষ-ভাগে বিভক্ত-কলেবর-শ্রীশঙ্কর-দেবের সুখ-শান্তি-প্রদ-ক্রোড়-দেশে নিশ্চেষ্ট-শরীরে অবনত-চটুলতর-

চারু-চন্দ্রাননে ঢলিয়া পড়িলেন, তৎকালে নব-লক্ষ-ভাগে বিভক্ত, সর্ব্বাঙ্গে পুলকাঞ্চিত, কটাক্ষ ও কাম-বাণ-শতে হৃদয়-দেশে বিদ্ধ-সমাহত, কাম-ক্রীড়া-রসোন্মুখ-শ্রীশঙ্করদেব অতীব আদরানুরাগভরে "কৃত্বা বক্ষসি তাং প্রীত্যা, সমাশ্লিষ্য চুচুম্ব হ।" সেই কাম-বাণ-প্রপীড়িতা, হত-চেতনা, সস্মিতা, ব্রীড়িতা, স্বর্ণ-বসনাঞ্চল-সমাচ্ছন্ন-বদনা-শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীকে চারু-চন্দন-চর্চ্চিত-কনক-চম্পক-কুসুম-মালা-বিলসিত-বিশাল-বক্ষঃ-স্থলে ধারণ, তথা গাঢ়তররূপে পুনঃ পুনঃ সমাশ্লেষ-পূর্ব্বক তদীয়-তরলতর-তারাকুলিত-ললিত-লোল-লোহিত-লোচন-যুগলে, নাসিকা-ভূষণাকর্ষণী-কাঞ্চন-সূত্র-রচিতা-রজ্জু, বা সুবর্ণময়-সূক্ষ্ম-শৃঙ্খল ও স্থূল মণি-কুণ্ডলোজ্জ্বল-কঠিন-কপোলতলে, পক্ক-বিম্ব-বিনিন্দিত, রঞ্জন-সাধন-সাহায্যে সুরঞ্জিত-চারুতর ওষ্ঠাধর-মণি-বিম্বে, সীমন্তালঙ্কার-ললিত-কপালতলে, তথা স্থূল-মুক্তা-ফল-সমুজ্জ্বল-রণন্মণিময়-হীরা-হার-রমণীয়া-তুলনীয়-মহানীলমণিময়-কলশ-কল্প-কঠিন-কুচ-যুগলে ঘন-ঘন পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু, শ্রীশঙ্করদেব যাবৎ শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে আদরভরে হৃদয়ে ধারণ-পূর্ব্বক উক্তস্থান-সমূহে ঘন-ঘন-চুম্বন করিতে লাগিলেন, তাবৎ সতী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী শ্রীশঙ্করদেবের পাণি-পঙ্কজ-স্পর্শন-মাত্রেই চেতনাসম্প্রাপ্তা হইয়া, "প্রাণাধিকং প্রাণনাথং, সমাশ্লিষ্য চুচুম্ব হ।" প্রাণ অপেক্ষাও অধিকতর-প্রিয়-প্রাণেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবকে হৃদয়-দেশে গাঢ়তররূপে আলিঙ্গন করিয়া, তাঁহার কপাল, কপোল ও ওষ্ঠাধরে বারম্বার চুম্বন করিতে লাগিলেন। যদিচ "বাচি শ্রীমাথুরীণাং, জনক-জনপদ-স্থায়িনীনাং কটাক্ষে, দন্তে গৌড়াঙ্গনানাং, সুললিত-জঘনে চোৎ-কল-প্রেয়সীনাম্। তৈলঙ্গীনাং নিতম্বে, সজল-ঘন-রুচৌ কেরলী-কেশ-পাশে, কার্ণাটীনাং, কটৌ চ স্ফুরতি রতি-পতির্গুর্জ্জরীণাং স্তনেষু॥" ইত্যাদি-প্রমাণ-বচনানুসারে অলঙ্কার-শাস্ত্রালোচনা-কালে অবগত হওয়া যায় যে, মাথুরী-স্ত্রী-সকলের শ্রবণ-সুখকর-মধুর-বচনে, জনক-জনপদ-স্থায়িনী-স্ত্রীসকলের কন্দর্প-শর-কল্প-কটাক্ষে, গৌড়াঙ্গনা-সকলের রুচির-রুচি-সম্পন্ন-রদ-নিকরে, উৎকল-প্রেয়সীগণের সুললিত-জঘন-দেশে,

তৈলঙ্গী-স্ত্রীগণের নিতম্ব-প্রদেশে, কেরলী-স্ত্রীগণের সজল-জলধর-রুচি-বিশিষ্ট-কেশ-সঙ্ঘে, কর্ণাট-দেশীয়-স্ত্রী-সকলের কটি-দেশে এবং গুর্জ্জর-দেশীয়-স্ত্রী-সমূহের স্তননিচয়ে রতি-পতি-কামদেবের স্ফুরণ, বা আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে সত্য; এবং উক্তরূপ-নিয়মের অনুবর্ত্তন-পূর্ব্বক উদ্ধৃত-প্রমাণ-বচন-পরিপঠিত-দেশাতিরিক্ত অন্যান্য যে কোন দেশস্থ-স্ত্রীজন-গণেরও যে স্থানবিশেষেই কামদেবের আবির্ভাব স্বীকার করিতে হইবে, তাহাও সত্য, তথাপি আমাদের এই হিম-নগ-নন্দিনী-শ্রীশিবভাবিনী- শঙ্কর-সঙ্গিনী- ভব- বিমোহিনী- শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীর সম্বন্ধে কিন্তু উক্তরূপ-নিয়মের সবিশেষ-বিপর্য্যয় পরিদৃষ্ট হইতেছে।

কেন যে একথা বলিতেছি, তদ্বিষয়ে কারণ-প্রদর্শন করিতে হইলে, আমরা অবশ্যই বলিতে বাধ্য হইব যে, আজ এই এক-বৎসর-কাল-পর্য্যন্ত কি দিবা, কি রাত্রি, নিরন্তর-সুবিপুল-পরিশ্রম-স্বীকার-পূর্ব্বক শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর জন্মতঃ, বাল্য-লীলাতঃ বর্ত্তমান-শতবার্ষিক-বিহারের আরম্ভাবসর-পর্য্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নানাপ্রকারে তদীয়-জীবন-চরিত-পর্য্যালোচনা ও বিবিধ-বসন-বিভূষণাদি-সাহায্যে পারিপাট্য, প্রীতি, বা অনুরাগ-সহকারে তাঁহার শ্রীঅঙ্গের পাদ-পুনর্ভব হইতে আরম্ভ করিয়া, কবরী-রচনা, বা কেশাগ্র-পর্য্যন্ত-যাবতীয় অবয়ব-প্রত্যবয়বের রূপ-মাধুর্য্য-সৌন্দর্য্য-লাবণ্য-লীলাবিলাস-বর্ণনাবসরে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর মাধুর্য্য-সৌকুমার্য্য-সৌন্দর্য্য-লাবণ্য-লীলা-বিলাস-বিহীন এরূপ একটী-মাত্রও অঙ্গ, বা প্রত্যঙ্গ পরিদৃষ্ট হয় নাই, যে অঙ্গ, বা প্রত্যঙ্গ-বিশেষ রতি-পতি কামদেবের আবির্ভাব, কিম্বা সম্যক্স্ফুরণের অনুপযোগী, বা অযোগ্যরূপে বিবেচিত হইতে পারে।

অতএব আমরা অধুনা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, রম্যতমা-রামা-রাস-রস-রসিকেশ্বরী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী "প্রাণাধিকং প্রাণনাথং" শ্রীশঙ্কর-দেবকে সর্ব্বাঙ্গে সমাশ্লেষ-পুরঃসর যখন ঘন-ঘন-চুম্বন করিতেছিলেন, তৎকালে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সর্ব্বাবয়ব-ব্যাপি-মদন-তাপ অনুভব করিয়াই যেন, মন্মথ-মথন-শ্রীশঙ্করদেব স্বয়ং হৃদয়ে সর্ব্বাঙ্গাবয়বে

হৃদয়েশ্বরীর সর্ব্বাঙ্গাবয়ব-ব্যাপি-কাম-সন্তাপ-দ্বারা সন্দীপিত-মদন-দহন-দাহে দগ্ধ হইতে হইতে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর "তব ন জানে হৃদয়ং, মম পুনর্মদনো দিবাপি রাত্রিমপি। নিষ্কৃপ! তাপয়তি বলীয়স্তবহস্ত-মনোরথায়া অঙ্গানি।" হে নিষ্কৃপ! অধুনা আপনার হৃদয়ের ভাব যে কি? তাহা আমি সম্যক্‌রূপে অবগতা হইতে সমর্থা হইতেছি না সত্য; পুনঃ কিন্তু হে নির্দ্দয়! একমাত্র আপনারই শ্রীকর-কমলে আমার যাবতীয়-মনোরথ, বা অভিলাষ-সকল সমর্পিত সম্যগ্‌রূপে ন্যস্ত হওয়ায়, আমাকে একমাত্র আপনারই অধীনা জানিয়া, সুযোগ-প্রাপ্তি-বশতঃ মদনদেব কি দিবা, কি রাত্রি, অহর্নিশকালই আমার অঙ্গ-সকলকে অত্যন্ত-বলবদ্‌রূপে পরিতাপিত করিতেছেন, এইরূপ মনোভাব-কল্পনা করিয়া, শ্রীমতীপার্ব্বতদেবী কেন যে "নিষ্কৃপ!" বলিয়া, তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন, তাহার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিঞ্চ, শ্রীশঙ্করদেব ক্ষণকালমাত্র চিন্তার অনন্তর এইরূপ অবগত হইলেন যে, "ইঙ্গিতৈনৈব নারীণাং, সদ্যো মত্তো ভবেৎ পুমান্। করোত্যাকৃষ্য সম্ভোগং, যঃ স এবোত্তমঃ পতিঃ। জ্ঞাত্বা স্ফুটমভিপ্রায়ং, নার্য্যা সম্প্রেরিতঃ প্রিয়ঃ। পশ্চাৎ করোতি শৃঙ্গারং, পুরুষঃ স চ মধ্যমঃ। পুনঃ পুনঃ প্রেরিতশ্চ, স্ত্রিয়া কামার্ত্তয়া চ যঃ। তয়া ন লিপ্তো রহসি, স ক্লীবো ন পুমানহো।" ইত্যাদিরূপ-শাস্ত্র-প্রমাণ-প্রসিদ্ধ-ত্রিবিধ-পতির মধ্যে আমি উত্তম-পতির স্থান অধিকার করি নাই বলিয়া, অর্থাৎ শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর আলিঙ্গন-পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ চুম্বন-লক্ষণ ইঙ্গিত-মাত্রেই কাম-মত্ত-মানসে রতি-শূর-রসিকেশ্বর উত্তম-পুরুষ-চরিতানুকরণে সবলে, সাগ্রহে, সাদরে, সানুরাগে, সযত্নে সহসা প্রসারিত-ভুজ-যুগল-সাহায্যে হৃদয়-দেশে সমাকর্ষণ, কপাল-কপোলে ও ওষ্ঠাধরে ঘন-ঘন-চুম্বন, দশন-চ্ছদ ও গণ্ড-যুগলে দশন-দংশন, মণিহারলতা-বিলসিত-কঠিন-কুচ-যুগল-দলনাবসরে পীনোন্নত-পয়োধর-গাত্রে নখর-রেখার্পণ, তথা নীবী, বা তদীয়-কটি-বস্ত্র-বন্ধ-বিমোচন-পুরঃসর তাঁহাকে সুখ-সম্ভোগ, বা শৃঙ্গার-রস-সাগর-সলিলে

নিমজ্জিতা করি নাই বলিয়াই বোধকরি, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী রতি-রণ-মহোৎসবানন্দ-দান-লক্ষণা-মদীয়া-কৃপার অভাব অনুভবান্তেই দুঃখের সহিত আমার প্রতি "নিষ্কৃপ!" এই সম্বোধন-পদটীর প্রয়োগ করিয়াছেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে পঞ্চম অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপরিতন-গ্রন্থে-বিবৃতানুরূপ-চিন্তা-প্রসূতাবগতি-লাভের অনন্তর পুনশ্চ শ্রীশঙ্করদেব এইরূপ বিবেচনা করিলেন যে, যদি উক্তরূপ-কারণ-বশতঃ প্রকৃত-পক্ষে আমি রাস-রস-রসিকেশ্বরী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর নিকটে ঘোরতর অপরাধীই হইয়া থাকি, তবে এই সঞ্জাতাপরাধের নিরবশেষ-প্রশমনার্থ অধুনা আমার পক্ষে কীদৃশ উপায়াবলম্বন যে সমুচিত ? তাহা বিচারণার বিষয়ীভূত হইতেছে। অতএব দেখা যাউক, কাম-কল্প-লতিকা-কামিনীগণের সম্বন্ধে শাস্ত্রালোচনা-প্রসঙ্গে প্রথমতঃ কীদৃশ-তত্ত্ব অবগত হওয়া যাইতে পারে। স্বর্গাদি-সুখ-সম্ভোগ হইতেও সারভূতাতিবিহার-বিষয়ে হার-রূপিণী-স্ত্রীই যে এই মায়াধার-মনোহর-সংসারের সারভূতা, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। "সংসারে দার-সারে চ, মায়াধারে মনোহরে" জগদ্বিলক্ষণ-ক্ষামা, মুনীন্দ্রগণেরও মোহ-কারিণী, সকামা, সস্মিতা, বাম-বক্র-বিলোচনা-স্ত্রীজাতি কিন্তু সাধারণতঃ পুরুষগণের পক্ষে আপাততঃ মধুরতরারূপে প্রতীতা হইয়া, পশ্চাৎ সেই পুরুষগণের পক্ষেই অন্তকাকার-ধারণ করিয়া থাকে।

বিষ-কুম্ভাকাররূপা-স্ত্রীজাতির আস্য-দেশেই সততকাল অমৃতের সঞ্চার পরিশ্রুত হইয়াছে। হৃদয়ে ক্ষুর-ধারাভা, শশ্বন্মধুর-ভাষিণী, স্বকার্য্য-পরিনিষ্পত্তি-তৎপরা-স্ত্রীজাতি সততকাল স্বকার্য্য-সাধন-কল্পেই স্বামীর বশবর্ত্তিনী, অন্যথা সদাকাল স্বামীর অবশবর্ত্তিনী হইয়া থাকে। স্বান্তর্মলিনরূপা, বাহ্যতঃ প্রসন্ন-বদনেক্ষণা, শ্রুতি, বা পুরাণাদি-শাস্ত্র-সমূহে অনিরূপিত-চরিত্রা, অপ্রজ্ঞাবতী, দুরাশয়া-নারী-জাতি কদাপি প্রাজ্ঞ-জনগণের বিশ্বাস-পাত্রী হইতে পারে না। এই স্ত্রী-জাতি মিত্রই বা কি ? আর শত্রুই বা কি ? সুবেশ-সুন্দর-নব-নব-পুরুষের দর্শন-মাত্রেই তাহাকে মনে মনে ইচ্ছা, বা প্রার্থনা করিয়া থাকে।

শশ্বৎ-কামা-বামা-কামাধারা-মনোরমা-রামা-জাতি বাহ্যতঃ বহু প্রযত্ন-পূর্ব্বক স্বাত্ম-সতীত্ব-জ্ঞাপন-তৎপরা হইলেও, সুবেশ-সুন্দর-পুরুষের দর্শন-মাত্রেই যে তাহাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে অভিলাষিণী হইয়া থাকে, তাহা অবশ্যই শাস্ত্র-তত্ত্বজ্ঞ-বিচক্ষণ-জনগণ অস্বীকার করেন না।

বাহ্যতঃ ছলাবলম্বনে গোপনীয় অঙ্গ-সকলের আচ্ছাদনে তৎপরা; সুতরাং "বাহ্যেঽতীব-সুলজ্জিতা", স্বান্তর্মৈথুন-লালসা-ললনা-জাতি নির্জ্জন-স্থানে কান্তকে প্রাপ্তা হইয়া, তাহাকে একেবারে গ্রাস করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে। মৈথুনাভাবে মানিনী-কোপিনী-কলহাঙ্কুরভূতা-কামিনী-জাতি স্বল্প-মৈথুনে মানসে দুঃখিতা হইলেও, এককালীন-বহু-পুরুষ-কর্ত্তৃক-ভূরি-সম্ভোগ হইতে সন্তীতা হইয়া থাকে। এই নারী-জাতি সুস্বাদু-মিষ্টান্ন, বা সুবাসিত-সুশীতল-জল হইতেও অধিকতর-প্রিয়রূপে মানসে সদাকাল সুন্দর-সুবেশ-রসিক-যুবা, বা গুণি-কান্ত-জনকেই আকাঙ্ক্ষার বিষয়ীভূত করিয়া থাকে। স্ত্রীজাতি সুন্দরতররূপে রতি-কর্ত্তা পুরুষের প্রতিই পুত্র হইতেও অধিকতর-পরমাতিপরম-স্নেহ, তথা-প্রীতি-প্রকাশ করিয়া থাকে এবং নারীগণ সম্ভোগ-কুশল-প্রিয়জনকেই প্রাণাধিক-প্রিয়তম মনে করিয়া থাকে।

কিন্তু, তদ্বিপরীতে নারীগণ বৃদ্ধ, কিম্বা মৈথুনাক্ষম-পুরুষকে রিপু-তুল্য জ্ঞান করিয়া, পরিকুপিত-মানসে, রোষ-রক্ত-নয়নে অবলোকন করিতে করিতে, বিনাপরাধে তাহার সহিত কলহাঙ্কুর উৎপাদন-পূর্ব্বক কলহ-পরায়ণা হইয়া, তদীয় অক্ষমতার উল্লেখ ও অনুশীলন-লক্ষণা-চর্চ্চা-বিচারণা-সাহায্যে কীলাল অর্থাৎ আকাশ-প্রদেশ হইতে নিপতিতা-বৃষ্টি-ধারা, বা সিঞ্চিত-জল যেমন গো-রজঃ-সমূহ, বা ধূলি-পটলকে প্রশমিত করিয়া থাকে, সেইরূপ তাহাকে চর্ব্বিত, ভক্ষিত, বা প্রশমিত করিবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করিয়া থাকে।

এইরূপ দুঃসাহস-স্বরূপা, সদা সর্ব্ব-দোষাশ্রয়া, শশ্বৎ-কপটরূপা, দুঃসাধ্যা, অপ্রতীতকা, ব্রহ্মা ও পদ্মা-পতি-প্রমুখ-দেবগণেরও দুস্ত্যজ্যা, মোহ-স্বরূপিণী, তপো-মার্গার্গলভূতা, মুক্তি-দ্বার-কবাটিকা, স্বাত্ম-চিন্তা-ভক্তি-প্রেম-পথে ব্যবহিতা, বা অন্তরায়রূপা, সর্ব্ব-মায়া-করণ্ডিকা,

অসারাপার-সংসার-কারাগারে শশ্বন্নিগড়-রূপিণী, ইন্দ্রজাল-স্বরূপা, মিথ্যা-রতি-স্বরূপিণী, তথা বাহ্য-সৌন্দর্য্য-শোভনা হইলেও, মল-সংযুত ও অতি কুৎসিত অধোঽঙ্গ-ধারণ-প্রযুক্ত মল-মূত্র-পুরীষ-পূয়াদি-নানাবিধ অপবিত্র-পদার্থের আধারভূতা, দুর্গন্ধাদি-দোষ-সংযুক্ত-রক্তাক্তকাসংস্কৃত-মায়াময়-রূপ-সাহায্যে মায়া-মুগ্ধ-জনগণের চিত্ত-মোহিনী, মুমুক্ষু-জনগণের অদৃশ্যা, অস্পৃশ্যা, অবাঞ্ছিতা, বিষ-বল্লীরূপা, "সংসার-কারাগারে চ, শশ্বন্নিগড়-রূপিণী", বিধাতৃ-নির্ম্মিতা, যন্ত্র-লোলাঙ্গ-পঞ্জর-সম্পন্না, নিরয়-দায়িনী-নারীরূপা-মাংস-পাঞ্চালিকা "স্বর্গ-ভোগাদিসারেঽতিবিহারে হার-রূপিণী" হইয়া, সংসার-বন্ধ-হেতু-স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছে।

এইরূপে কুল-জাতা-কামিনীর সাধারণভাবে চরিত্রালোচনা করিয়া, ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব অকুল-জাত, বা কুল-বহির্ভূত-কামিনীগণের চরিত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া, ব্যবহিত-বিপ্রকৃষ্ট-বিষয়-বিভেদিনী, বা কাল-ত্রিতয়ান্তর্গত-সর্ব্বার্থ-দর্শিনী-দৃষ্টি-সাহায্যে অবলোকন-পুরঃসর অবগত হইলেন যে, বিচক্ষণ-পণ্ডিতগণ নিরন্তর-নানাবিধ-শাস্ত্রানুশীলন-বশতঃ সম্প্রাপ্ত-তীক্ষ্ণতর-জ্ঞান-বিজ্ঞান-দৃষ্টি-প্রভাবে বেদ-বেদান্ত-শাস্ত্রান্ত অবগত হইতে পারেন সত্য; কিন্তু দিগ্-দশকের অন্ত, কালের অন্ত, আকাশের অন্ত এবং যোষিদ্গণের মনোভাবের অন্ত কদাপি জ্ঞাত, বা প্রাপ্ত হইতে পারেন না। রতি-কার্য্যে অশক্ত, শ্বাস-কাসাতিসার-গ্রস্ত-বৃদ্ধ রত্ন-প্রদ হইলেও, যোষিদ্গণের নিকটে বিষ অপেক্ষাও অধিকতর অপ্রিয় হইয়া থাকে। তথা রতি-শূর-যুবা যদি সর্ব্বস্বহর্ত্তাও হয়, তথাপি সেই কাম-ক্রীড়া-কুশল-যুবা-পুরুষই কামিনীগণের পক্ষে অমৃতাপেক্ষা, বা প্রাণ-পঞ্চক হইতেও পরম-প্রীতি-ভাজন, বা অধিকতর-প্রিয়রূপে বিবেচিত হইয়া থাকে। যুবা-সুন্দর-পুরুষের দর্শন-মাত্রেই পুংশ্চলী-স্ত্রীগণ মানসে কাম-মদে প্রমত্ত হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ সেই যুবা-পুরুষ যদি সুবেশ-সম্পন্ন হয়, তবে তাহাকে দর্শন করিয়াই, পুংশ্চলী-স্ত্রী হত-চেতনা হইয়া থাকে। পুংশ্চলী-স্ত্রী সুন্দর-সুবেশ-সম্পন্ন-পুরুষের দর্শন-মাত্রেই নিমেষ-রহিত-লোচন-যুগলে তদীয়-মুখ-পঙ্কজ-সৌন্দর্য্য-সুধা-পানে প্রবৃত্তা হইলে, "যোনৌ জলং ক্ষরেৎ

তস্যাঃ, সদ্যঃ কণ্ডূয়নং ভবেৎ।" এবং তাহার অতিশয়-লোল-মানস অত্যন্তাস্থিরভাব প্রাপ্ত হয়, তথা অঙ্গ-সকল প্রকম্পিত হইতে থাকে। অধিক কি বলিব ? যেমন "যুবানং সুন্দরং দৃষ্ট্বা, মত্তা ভবতি পুংশ্চলী", সেইরূপ তাদৃশ-যুবা-সুন্দর-পুরুষের দর্শন-সঞ্জাত-মদনানল-তাপে তাহার শরীরও জড়ীভূত এবং প্রদগ্ধ হইতে থাকে। কিঞ্চ, যদি কোন শুভ-যোগ, বা সৌভাগ্য-বশে পুংশ্চলী-স্ত্রী তাদৃশ-যুবা-সুন্দর, তথা সুবর্ণ-সূত্র-রচিত-চিত্র-সমন্বিত-বসন ও কাঞ্চন-কল্পিত-মণি-রত্ন-খণ্ড-খচিত-ভূষণে ভূষিত-সজ্জিত-সুবেশ-সম্পন্ন-পুরুষকে নির্জ্জন-প্রদেশে প্রাপ্তা হয়, তবে পুনঃ পুনঃ কটাক্ষসহ শুভ্র-স্মিত-বিকসিত-স্বীয়-সুধাংশু-সম-সমুজ্জ্বল-বদন-বিম্ব-প্রদর্শন-পূর্ব্বক তাহার সহিত পরিস্ফুটরূপে বাক্যালাপে প্রবৃত্তা হইয়া থাকে।

এইরূপ উপায়াবলম্বন-সত্ত্বেও, যদি তৎকাল-মাত্রেই পুংশ্চলী-স্ত্রী কোন জিতেন্দ্রিয়-পুরুষ-সিংহকে বশীভূত করিতে কুশলিনী না হয়, তবে সেই পুংশ্চলী নিজ-বিধু-বিম্ব-সম-বদন, সুবর্ণ-হার-হীরা-হার-সার-মণি-হার-মুক্তাহার-লতা-বিলসিত-বক্ষঃ-স্থলের উভয়-পার্শ্বস্থ-কষিত-কাঞ্চন-কলশ-কল্প-কঠিন-কুচ-যুগল, ত্রিবলী-বিভূষিত উদর, নাভি-নিবেশ, নিতম্ব-বিম্ব, তথা সুকঠিন-কাম-কুহর, করি-কর-কল্প উরু-যুগল-প্রভৃতি-কামোদ্বর্দ্ধন-কর অঙ্গ-সকল তাহাকে দর্শন করাইয়া থাকে এবং পশ্চাৎ তাহার নিকটে নিজ-হৃদয়ের অন্তস্তল-গতাতীব-রহস্যভূত-ভাব-নিবহ পরিস্ফুট-রূপে বাক্য-দ্বারা পরিব্যক্ত করে। আর যদি একান্তপক্ষেই নায়ক দুঃসাধ্য হয়, তবে সেই পুংশ্চলীকে রতি-কার্য্যে কিছুদিন দুঃখ-ভোগ করিতে হয় এবং তত্তুল্য, অথবা তদপেক্ষা অধিক-গুণ-সম্পন্ন অপর কোন নায়কের আশ্রয়-গ্রহণ করিয়া, পশ্চাৎ সেই পুংশ্চলী পূর্ব্ব-নায়ককে একেবারে স্মৃতিপথ হইতেও বিদূরিত করে। পুংশ্চলী-স্ত্রীগণের পক্ষে এই মহী-মণ্ডলে প্রিয়ই বা কে ? আর অপ্রিয়ই বা যে কে ? তাহা বোধকরি, কেহই অবগত নহেন। ফলতঃ কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে, পুংশ্চলী-স্ত্রীগণের মনোমতানুমতরূপে "যো হি শৃঙ্গারনিপুণঃ, স চ প্রাণাধিকঃ প্রিয়ঃ।" যে নায়ক

রতি-রণ-কুশল হইবে, সেই নায়কই তাহাদের পক্ষে প্রাণাধিক-প্রিয়, বা পরম-প্রেমাস্পদরূপে বিবেচিত হইবে।

বলিতে কি ? এই পুংশ্চলী-স্ত্রীগণ অনায়াসেই "পূর্ব্বজারং পতিং পুত্রং, ভ্রাতরং পিতরং প্রসূম্। বিশিষ্টং নূতনং প্রাপ্য, সর্ব্বং ত্যজতি লীলয়া।" অর্থাৎ একমাত্র-সুরতি বিনা জারানুষ্ঠিত অন্য যে কোন দান, মান, পুণ্য-ব্রত, সত্য, স্তুতি, বা উপকারাদি-উপায়-দ্বারা মানসে প্রীতি-লাভে সমর্থা না হইয়া, কুলটা-কামিনীগণ সুরতি-মাত্রের আশায় আশান্বিত-হৃদয়ে বিশিষ্ট-নূতনতর-জারের আশ্রয়-লাভান্তে অবলীলা-ক্রমে পূর্ব্বজারাদি-সকলকেই পরিত্যাগ করিয়া থাকে। কিঞ্চ, ইহাও সুপ্রথিত রহিয়াছে যে, শয়ন, ভোজন, যান, বাহন, জ্ঞান, তথা স্বপ্ন, বা জাগরণে কুলটা-স্ত্রীগণ দিবানিশকালই মনে মনে নিরন্তর সৎ-পুরুষ-কৃত আশ্লেষ-সুখ স্মরণ করিয়া থাকে। কিঞ্চ, যাহারা শৃঙ্গার-নিপুণ নহে, কুলটা-স্ত্রীগণ রত্যবিজ্ঞ সেই সকল-পুরুষের পক্ষে পরম-ধ্যান-সাধ্য ও চিরকাল-লভ্য হইয়া থাকে। অতএব "গাবস্তৃণমিবারণ্যে, নবং নবং প্রার্থয়ন্তী" পুংশ্চলী-জাতি যে নিতান্তই দারুণতরা, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহের বিষয় কি আছে ?

এইরূপে "সর্ব্বাসাং কুলটানাঞ্চ" চরিত চিন্তিত বা, আলোচিত হইলেও, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা, উর্ব্বশী ও ঘৃতাচি-প্রভৃতি-স্বর্গীয়-বেশ্যাগণের মধ্যে কিঞ্চিদ্ বিশেষত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। অপ্সরোজাতিই স্বর্গ-প্রদেশে বেশ্যার স্থান অধিকার করিয়া, অবস্থিতি করিতেছে। এই অপ্সরোগণের মধ্যে প্রায়শঃ সকলেই সকল-দেবতার, অথবা দানব-মানব ও যক্ষ-রক্ষো-বিশেষের অঙ্কশায়িনী হইয়া থাকে সত্য ; কিন্তু এই দেববিলাসিনীগণ মনে করিয়া থাকে যে, "চন্দ্রাশ্লেষং ন জানন্তি, যাস্তা মূঢ়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। তা এব মাতৃ-গর্ভস্থা, ন প্রাজ্ঞাঃ পৌরুষৈ রসৈঃ।" অর্থাৎ স্বর্গ-মণ্ডল-নিবাসি-দেব-বিলাসিনীগণের মধ্যে যে যে অপ্সরঃ-প্রবরা জগন্মণ্ডল-মণ্ডনভূত-চন্দ্রদেব-কৃত আশ্লেষ-রসের আস্বাদন করে নাই, সেই সকল-দেব-বিলাসিনীই মূঢ়তমা বলিয়া প্রকীর্ত্তিতা হইয়াছে, তাহারাই অদ্যাপি মাতৃ-গর্ভে অবস্থিতি করিতেছে, তথা

চন্দ্র-দেব-কৃত আশ্লেষ-রসাস্বাদ-বিহীন সেই স্বর্গীয়-বার-বিলাসিনীগণই পৌরুষ-রসাস্বাদে অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন অদ্যাপি অপ্রাজ্ঞরূপে অবস্থিতি করিতেছে।

অপিচ, "স্ববৈদ্যৌ মদনশ্চন্দ্রো, মরুত্বান্ নলকূবরঃ। এভির্নালিঙ্গিতা যাস্তা, বঞ্চিতা রতিকর্ম্মভিঃ।" অর্থাৎ স্বর্গ-লোক-গত-দিব্যতম-বারবনিতা-গণ এরূপও মনে করিয়া থাকে যে, স্বর্গীয়-বৈদ্য-ভিষক্-প্রবর অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, মদন, চন্দ্র, চন্দ্র-পুত্র বুধ, পবন, কুবের-পুত্র-নলকূবর, তথা ইন্দ্র, তৎ-পুত্র-জয়ন্ত ও অগ্নি-প্রভৃতি অপরাপর-দেব-প্রবরগণ-কর্ত্তৃক স্বর্গীয়া যে সকল-বারাঙ্গনা আলিঙ্গিতা হয় নাই, তাহারাই প্রকৃতপক্ষে বিবিধ-রতি-বন্ধ-সাহায্যে বিবিধরূপ-রতি-কার্য্যে বঞ্চিতা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা ইহাই সুপ্রতীত হইতেছে যে, দেবলোকস্থ-বিশিষ্টতম-বারবনিতাগণ উক্ত রতি-কুশল-দেব-প্রবর-নিকর-কর্ত্তৃক বারম্বার সমালিঙ্গিত হইয়াও, কদাচিৎ ঐ সকল-দেববরের সমাগম-লাভে বঞ্চিত হইলে, মানসে দিবানিশ-কাল তাহাদিগেরই পূর্ব্বকৃত-রতি-ক্রীড়া-কৌশল-চিন্তা করিয়া, রসাস্বাদন করিয়া থাকে। দেববিলাসিনীগণ কখনও কখনও এরূপও বিবেচনা করিয়া থাকে যে, দানব, মানব, গন্ধর্ব্ব ও উরগাদি-জাতির মধ্যে "যুবানো রতিশূরাশ্চ, কাম-শাস্ত্র-বিশারদাঃ" স্ববৈদ্যাদি-পূর্ব্বোক্ত-দেবগণ অপেক্ষা আমাদিগের অধিকতর-প্রিয়তর অপর কেহই নাই। বিশেষতঃ উক্ত-দেবগণের মধ্যেও আবার শশধর ও পঞ্চশরদেবই রতি-কার্য্যে সমধিক-সুনিপুণ হওয়ায়, দেববিলাসিনীগণ সুধাকর ও বিষমশরদেব-কৃত-সুখ-শৃঙ্গার ও সমাশ্লেষকেই অমৃত, বা মোক্ষ অপেক্ষাও অধিকতরা-তৃপ্তি এবং প্রীতিকর, তথা মনোজ্ঞ মনে করিয়া থাকে।

এবিষয়ে সর্ব্বজন-পরিচিতা, দেব-বিলাসিনী-প্রবরা, তিলশঃ সংগৃহীত-সর্ব্ব--সৌন্দর্য্য-সার-রচিতা, সর্ব্ববিধ-সৌন্দর্য্য-শোভা-কান্তি-দ্যুতির একমাত্র আধারভূতা, অমৃত-স্নিগ্ধ-লাবণ্য-লীলা-বিলাস-বিমণ্ডিতা, সর্ব্ব-দেব-বিলা-সিনী-গণোত্তমতমা-তিলোত্তমা বলিপুত্র-সাহসিক-কর্ত্তৃক-পরিপৃষ্টা হইয়া, স্বয়ংই বলিয়াছে যে, "বিশেষতঃ শশধর-স্নেহো মে বিদ্যতে পরঃ। ততোঽতিরেকঃ সর্ব্বস্মাৎ, অপি কামঃ প্রিয়ো মম। প্রিয়ো মে

কাম-সদৃশো, ন ভূতো ন ভবিষ্যতি। স্মরস্য স্মরণাৎ তূর্ণং, সুস্নিগ্ধং মানসং মম।” অর্থাৎ অপরাপর-দেবগণ অপেক্ষা শশধরের প্রতিই আমার সবিশেষ-স্নেহ বিদ্যমান রহিয়াছে, তথা চন্দ্রদেবের প্রতি আমার যে পরম-স্নেহ বর্ত্তমান রহিয়াছে, তদপেক্ষাও আমার উৎকৃষ্টতর অধিকতর-স্নেহ-ভাজন যদি কেহ থাকেন, তবে তিনি কামদেবভিন্ন অপর কেহই নহেন। কারণ, আমি কামদেবকেই সর্ব্বদেবগণ অপেক্ষা অধিকতর-প্রিয় মনে করিয়া থাকি, এপর্য্যন্ত আমার কাম-সদৃশ-প্রিয়তম অপর কেহ হয় নাই এবং হইবেও না, স্মরদেবের স্মরণমাত্রেই আমার মানস অতি সত্বরই সুস্নিগ্ধ হইয়া থাকে।

এইরূপে ভগবান্ শ্রীশিবদেব “উপস্থিতা চ যা যোষিদত্যাজ্যা যোগিনামপি।” ইত্যাদি-শাস্ত্র-প্রমাণ-সাহায্যে স্বয়ং উপস্থিতা-স্বাত্ম-তল্পগতা যে কোন স্ত্রীর অত্যাজ্যতা, বা অপরিহার্য্যতা অভিহিতা হইলেও, “যদুক্তং তন্ন শ্রদ্ধেয়ং, সর্ব্বদৈব তপস্বিনাম্” অর্থাৎ পূর্ব্ব-শাস্ত্র-দ্বারা স্বয়মাগত-স্ত্রীগণের যে অত্যাজ্যত্ব উক্ত হইয়াছে, তৎপ্রতি অশ্রদ্ধা-প্রদর্শন-পূর্ব্বক যোগী ও তপস্বি-জনগণ সর্ব্বকালের জন্যই সর্ব্বথা স্ত্রীজাতিকে পরিত্যাগ করিবেন, ইত্যাদিরূপ-শাস্ত্রীয়-বচন-তাৎপর্য্যানুসারে সর্ব্বথা পরিহরণীয়া, ধন, আয়ুঃ, প্রাণ ও যশোনাশিনী, দুঃখ-দায়িনী, নিত-নিত্যই নব-নব-রতি-বিজ্ঞ-পুরুষ-পরায়ণা, নিরন্তর-পর-কার্য্য-বিঘাতিনী, নরঘাতি-জনগণ হইতেও ক্ষুর-ধারাভ-হৃদয়ে নিতান্তই নিষ্ঠুরতরা, সমস্ত আপদ্, বিপদ্, বা সঙ্কটাবস্থার বীজ-স্বরূপিণী, বিদ্যুদ্দীপ্তির ন্যায় ক্ষণ-বিনাশিনী, জল-রেখার ন্যায় অচিরস্থায়িনী লোভ-জাতা-মৈত্রীর ন্যায় অপ্রীতি, অশিবকরী, পরকীয় অনিষ্টাচরণ-লব্ধ-সম্পদের ন্যায় অধর্ম্ম-মূলা, সর্ব্ব-জাতীয়-হিংস্র-জন্তু-সকল হইতেও অধিকতর-বিপদ্-বীজভূতা-কুলটাজাতি এবং তদীয়-জাত্যুচিত, অথচ বিদ্যুদ্দীপ্তি-প্রভৃতির ন্যায় অচিরস্থায়ি-প্রেমের পর্য্যালোচনা করিয়া, পুনশ্চ প্রকৃতিদেবী ও তদংশভূতা, দিব্যতমা, দেব, মুনি ও মহর্ষি-পত্নীগণের দিকে নিজদিব্যতমা-দৃষ্টিকে প্রসারিতা করিলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

সপ্তম অধ্যায়

ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব উক্তরূপে অধস্তন-গ্রন্থে বিবৃত তমো-মূল-নিম্ন-তন-জাতীয়-স্ত্রী-চরিত আলোচনা করিয়া, মূলা-প্রকৃতি ও তদীয় অংশ, অংশাংশ, কলা, তথা কলাংশভূতা-প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত-পূর্ব্বক দেখিলেন যে, "গণেশজননী দুর্গা, রাধা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী। সাবিত্রী চ সৃষ্টিবিধৌ, প্রকৃতিঃ পঞ্চধা স্মৃতা। অর্থাৎ এই বিশ্বসৃষ্টি এবং সৃষ্ট-বিশ্বের পরিপালন-কল্পে পরমোপযোগিনী-মাহেশ্বরী-মূলা-প্রকৃতিদেবী নিজ-বিশিষ্টাতিবিশিষ্টতমরূপকে পঞ্চধা-স্মৃতা-প্রকৃতি অর্থাৎ গণেশ-জননী দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও সাবিত্রীরূপে, তথা অন্যান্য-কলাং-শাদিরূপে বিভক্ত করিয়া, দেব-মুনি-মহর্ষি-প্রভৃতির পত্নীভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। এক্ষণে দেখা যাউক, এই মূলা মাহেশ্বরী-প্রকৃতিদেবী কে? এবং প্রকৃতিদেবীর প্রকৃত-স্বরূপ কি? লক্ষণ কি? কেনই বা তিনি পঞ্চধা বিভক্তা হইয়াছেন? তথা কোন্ সময়ে তাঁহার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল?

এই সকল-প্রশ্নের যথোচিত উত্তর-দান করিতে হইলে, প্রকৃতি-চরিত-সূত্রাবলম্বনে প্রথমতঃ লক্ষণ-নিরূপণ-প্রসঙ্গে বলিতে হইবে যে, "জ্ঞানিনাং পরা"—পরমা-শ্রীমতীপ্রকৃতিদেবীর লক্ষণ-কীর্ত্তনে বাস্তবিক-পক্ষে যদিচ কেহই সমর্থ নহেন, তথাপি মহাকালাখ্য-শ্রীরুদ্রদেব জিজ্ঞাসু-শ্রীনারায়ণদেবের প্রতি নিজ-মাহেশ্বর-স্বরূপের বামাঙ্গ-সম্ভূতা-শ্রীমতী-প্রকৃতিদেবীর যে লক্ষণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাবন্মাত্রাবলম্বনে সংক্ষিপ্ত-ভাবে আমি প্রকৃতিদেবীর লক্ষণ-কথন-পূর্ব্বক তদীয় চরিতালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

প্রকৃতি-শব্দের প্রথমাবয়বভূত-প্রশব্দটীকে প্রকৃষ্ট-বাচক জানিতে হইবে এবং দ্বিতীয়াবয়বভূত-কৃতি-শব্দটীকে সৃষ্টি-বাচকরূপে জানিতে

হইবে। এইরূপে সৃষ্টি-বিষয়ে প্রকৃষ্টা যে দেবী, তিনিই প্রকৃতি নামে প্রকীর্ত্তিতা হইয়াছেন। অথবা শ্রুতি-শাস্ত্রে প্রকৃষ্ট-সত্বগুণে প্র-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে মধ্যম-রজোগুণে কৃ-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে এবং অন্তিম-তমোগুণে তি-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। এইরূপে ত্রিগুণাত্ম-স্বরূপা, সর্ব্ব-শক্তি-সমন্বিতা, সৃষ্টি-করণে প্রধানভূতা যে দেবী, তিনিই শ্রুতি-নির্দ্দেশানুসারে প্রকৃতি-নামে অভিহিতা হইয়াছেন। অথবা প্রাথম্য-বাচী প্র-পূর্ব্ব-কৃতি-শব্দের সৃষ্টি-বাচকতা অর্থ পরিগৃহীত হইলে, সৃষ্টির আদ্য-ভূতা যে দেবী, তিনিই প্রকৃতি-নামে পরিকীর্ত্তিতা হইয়াছেন।

মহাপ্রলয়কালের অবসানে সৃষ্টিকাল সমাগত হইলে, সিসৃক্ষা-বৃত্তির সমুদয়-বশতঃ শ্রীমন্মহেশ্বরদেব সৃষ্টি-বিধি-বিষয়ে যোগাবলম্বন-পূর্ব্বক স্বয়ং দ্বিধারূপ-ধারণ করিলেন। এইরূপে দ্বিধা-ভবন-কার্য্য পরিনিষ্পন্ন হইলে, শ্রীমন্মহেশ্বরদেব দক্ষিণার্দ্ধাঙ্গে পুরুষ ও বামার্দ্ধাঙ্গে প্রকৃতিভাব প্রাপ্ত হইলেন। ব্রহ্মস্বরূপা-মায়ারূপিণী-নিত্যা-সত্যা-সনাতনী এই প্রকৃতিদেবী অগ্নি-পিণ্ডে দাহিকা-শক্তির ন্যায় শ্রীপরমেশ্বরদেবে বিশ্ব-প্রসবিনী-শক্তি-স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। শ্রীপরমেশ্বরদেবের বামার্দ্ধাঙ্গ-সম্ভূতা-মায়ারূপিণী এই প্রকৃতিদেবী যেহেতু অনলে দাহিকা-শক্তির ন্যায় অভিন্নরূপে শ্রীপরমেশ্বরদেবের স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, সেইজন্যই যোগীন্দ্রগণ স্ত্রী-পুং-ভেদ স্বীকার করেন না।

পক্ষান্তরে যোগীন্দ্রগণ স্ত্রী ও পুরুষের ভেদ-বাদ-সমর্থনের পরিবর্ত্তে অভেদ-বাদে আস্থা-স্থাপন-পূর্ব্বক সদাকালই স্ত্রী-পুরুষাত্মক-সমগ্র-জগন্মণ্ডলকেই ব্রহ্মময় অবলোকন করিয়া থাকেন। এইরূপে স্বেচ্ছাময় শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের স্বেচ্ছা, বা সিসৃক্ষা-বশে সহসা আবির্ভূতা হইয়া, মূল-প্রকৃতিভূতা সেই শ্রীমতীপরমেশ্বরীদেবী শ্রীপরমেশ্বরদেবের আজ্ঞা-বশে বিভিন্ন-বিভাগীয়-বিভিন্ন-সৃষ্টি-কার্য্যের সম্পাদন-কল্পে পূর্ব্বোক্ত-পঞ্চবিধ-দেবী-রূপ-ধারণ করিয়াছেন। অথবা পরমেশ্বরী-ভক্তানুগ্রহ-বিগ্রহা-মূল-প্রকৃতিদেবী ভক্তগণের অনুরোধ-প্রযুক্তই উক্ত-পঞ্চবিধ-দেবী-রূপ-ধারণ করিয়াছেন।

পূর্ণব্রহ্ম-স্বরূপিণী, শিব-রূপা, শিবপ্রিয়া, গণেশ-মাতা-পঞ্চমী-দুর্গা-

দেবী শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীর কথা পশ্চাৎ কথন করিতে ইচ্ছা করিয়া, সম্প্রতি আমি লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রী ও রাধাদেবীর সঙ্ক্ষিপ্ত-চরিত-কথা কীর্ত্তন করিতেছি। শুদ্ধ-সত্ত্ব-স্বরূপা-পরমা-মূলা-প্রকৃতিদেবী পদ্মালয়া-লক্ষ্মীর রূপ-ধারণ-পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠ-লোকে অবস্থিতি করিতেছেন। সর্ব্ব-সম্পৎ-স্বরূপা-সর্ব্ব-সম্পদধিষ্ঠাত্রী এই লক্ষ্মাদেবী শ্রীবিষ্ণুদেবের "কান্তাদান্তাতি-শান্তা চ সুশীলা সর্ব্ব-মঙ্গলা" "প্রিয়ম্বদা-প্রাণতুল্যা" প্রেমপাত্রী-পত্নী-রূপে সর্ব্বলোকে পরিচিতা হইয়াছেন। সর্ব্ব-শস্যাত্মিকা, সর্ব্ব-জীবনো-পায়-রূপিণী, সদা পতি-সেবাবতী এই লক্ষ্মীদেবী বৈকুণ্ঠে মহালক্ষ্মীরূপে, স্বর্গে স্বর্গ-লক্ষ্মীরূপে, রাজগণ-মধ্যে রাজলক্ষ্মীরূপে, মর্ত্ত্য-গৃহস্থগণের গৃহে গৃহলক্ষ্মীরূপে, "সর্ব্ব-প্রাণিষু দ্রব্যেষু" মনোহরা-শোভারূপে, পুণ্য-বান্ জনগণের মধ্যে প্রীতিরূপে, নৃপজনগণ-মধ্যে প্রভারূপে, বণিগ্-জনগণ-মধ্যে বাণিজ্য-লক্ষ্মীরূপে, পাপি-জনগণমধ্যে কলহাঙ্কুররূপে, চপলজনগণ-মধ্যে চপলারূপে ও ভক্তজনগণের সম্পদ্-রক্ষণ-কারিণীরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। মাহেশ্বরী-মায়ারূপিণী এই মূলভূতা-প্রকৃতি দেবী যদি এই প্রথমা-লক্ষ্মীদেবীর রূপ ধারণ না করিতেন, তবে এই সমগ্র-ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডল নিশ্চিতই শ্রীমতীলক্ষ্মীদেবীর অভাবে জীবন্মৃতবৎ বিকট-রূপ-ধারণ করিত।

বেদ-প্রতিপাদিতা-সর্ব্ব-সম্মতা-প্রথমা-শক্তির বিবরণান্তে আমি সর্ব্ব-পূজ্যা-সর্ব্ব-বন্দ্যা-দ্বিতীয়া-শক্তি-শ্রীমতীসরস্বতীদেবীর কথা কীর্ত্তন করিতেছি। যিনি সর্ব্ব-বিদ্যা-স্বরূপে, তথা বাগ্-বুদ্ধি-বিদ্যা-জ্ঞান-বিজ্ঞান-মাত্রের অধিদেবতারূপে অবস্থিতি করিতেছেন, সরস্বতী-নামে পরিচিতা সেই দেবী সাধু-শীল-সজ্জনগণকে সুবুদ্ধি, কবিতা, মেধা-প্রতিভা ও স্মৃতি-দান করিয়া থাকেন। কিঞ্চ, "নানা-প্রকার-সিদ্ধান্ত-ভেদার্থ-কল্পনা-প্রদা। ব্যাখ্যা-বোধ-স্বরূপা চ, সর্ব্ব-সন্দেহ-ভঞ্জিনী। বিচার-কারিণী গ্রন্থ-কারিণী-শক্তিরূপিণী। সর্ব্ব-সঙ্গীত-সন্ধান-তাল-কারণ-রূপিণী।" এই শ্রীমতীসরস্বতীদেবী প্রতিবিশ্বেই জীবগণের বিষয়-জ্ঞান ও বাক্যে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্তা হইতেছেন। তথা ব্যাখ্যা-মুদ্রা-করা, বীণা-পুস্তক-ধারিণী, শুদ্ধ-সত্ত্ব-স্বরূপা, সুশীলা, হিম-কুন্দেন্দু-চন্দন-

কুমুদাম্ভোজ-সন্নিভা, সিদ্ধ-বিদ্যা-স্বরূপা এই শ্রীমতীসরস্বতীদেবী স্বয়ং তপস্বিনী ও তপঃস্বরূপা হইয়াও, তপস্বি-জনগণের সম্যগনুষ্ঠিত-তপঃ-সমূহের যথোক্ত-ফল-দাত্রীরূপে অবস্থিতি করিতেছেন।

অপিচ, ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুদেবের প্রিয়তমা-প্রিয়ম্বদা-পত্নী, সর্ব্ব-সিদ্ধি-প্রদা, শ্রী-যুক্তা, জগদম্বিকা, বিদ্যাধিদেবতা এই শ্রীমতীসরস্বতীদেবীর নিকটেই তাঁহার ভক্ত-জনগণ জ্ঞান, স্মৃতি ও বিদ্যা-প্রার্থনা করিয়া থাকেন, প্রতিষ্ঠা, কবিতা ও শিষ্য-প্রবোধিকা-শক্তিপ্রার্থনা করিয়া থাকেন এবং গ্রন্থ-কর্তৃত্ব-শক্তি, সুপ্রতিষ্ঠিত-সৎশিষ্য, সজ্জন-পূর্ণ-সভা-স্থলোপযোগিনী-শুভা-প্রতিভা ও বিচার-ক্ষমতা প্রার্থনা করিয়া থাকেন। তথা সজ্জনগণের মধ্যে দৈববশে যদি কাহারও বিদ্যা, বা জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিভব বিলুপ্ত হইয়া থাকে, তবে সেই ব্যক্তি বিলুপ্ত-বিদ্যা, বা জ্ঞান-বিজ্ঞান-রত্নের পুনশ্চ নবীকরণার্থ শ্রীমতীসরস্বতীদেবীরই আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন এবং ভক্ত-সাধক-জন-কৃতা কাণ্ব-শাখোক্ত-পদ্ধতি অনুসারে পূজা-বিধি-সমন্বিতা আরাধনা-সাহায্যে সমারাধিতা হইয়া, শ্রীমতীসরস্বতীদেবীও কোন কারণ-বশতঃ ভস্মাবশেষতা-প্রাপ্ত-মহামহী-রুহের সেই ভস্ম-রাশি-মধ্যে অঙ্কুর উৎপাদনের ন্যায় সাধক-ভক্তের বিলুপ্ত-জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিভবের নবভাব-সম্পাদন করিয়া থাকেন।

"ব্রহ্ম-স্বরূপা, পরমা, জ্যোতীরূপা সনাতনী" সর্ব্ব-বিদ্যাধিদেবী-সরস্বতী যদি না থাকিতেন, তবে নিশ্চিতই সমগ্র-জগৎ শশ্বৎ জীবন্মৃতবৎ প্রতিভাত হইত এবং যদি জ্ঞানাধিদেবী সরস্বতী না থাকিতেন, তবে সত্য সত্যই সমগ্র-জগৎ যে মুক ও উন্মত্তপ্রায় প্রতীয়মান হইত, তদ্বিষয়ে কিছু-মাত্র সন্দেহ নাই। এই বাগধিষ্ঠাত্রীদেবীর আরাধনা করিয়া, বিচিত্র-বিবিধ-বচন-রাশি-সাহায্যে কবিগণ কাব্য-রচনা করিয়া থাকেন। এই বর্ণাধিদেবী, বা অক্ষর-রূপা-ভারতীদেবীকে প্রণাম করিয়াই, বালকগণ বিদ্যারম্ভদিবস হইতে বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। বিসর্গ-বিন্দু-মাত্রাধিকরণে সমবস্থিতা-কাল-সংখ্যা-স্বরূপা এই দেবীর সাহায্য বিনা সংখ্যাকৃৎ পণ্ডিতগণও কাল-সংখ্যানিরূপণে সমর্থ হইতে পারেন না। এই ব্যাখ্যাধিষ্ঠাত্রী-ব্যাখ্যা-স্বরূপাদেবীকে প্রণাম করিয়াই, ব্যাখ্যা-কর্ত্তৃগণ

ব্যাখ্যা-গ্রন্থ-প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন এবং এই ব্যাখ্যাধিষ্ঠাত্রীদেবীর প্রসাদেই ব্যাখ্যা--প্রণেতৃগণ নিজ-নিজ-ব্যাখ্যান-গ্রন্থে পরকীয়-ভ্রান্ত-সিদ্ধান্ত-সকল খণ্ডিত করিয়া থাকেন।

কিঞ্চ, এই শ্রীমতীসরস্বতীদেবীর অনুগ্রহবলেই কবি-তার্কক-কুল-কেশরিগণ স্মৃতি-শক্তি, বুদ্ধি-শক্তি, জ্ঞান-শক্তি, সর্ব্ববিধ-কল্পনা-শক্তি ও সর্ব্বাতিশায়িনী-প্রতিভা-লাভ করিয়া, বিপুলতর-যশোভাগী হইয়া থাকেন। ব্রহ্মার নিকটে ভগবান্ সনৎকুমার যখন জ্ঞান-বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তৎকালে সৃষ্টি-কর্ত্তা-ব্রহ্মাও সিদ্ধান্ত-বচন-কথন করিতে অক্ষম হইয়া, জড়বৎ অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পশ্চাৎ ভগবান্ বিষ্ণুদেবের উপদেশ অনুসারে কমলাসনদেব সততকাল শ্রীমতী-বাণীদেবীর স্তুতি করিয়া, তাঁহারই প্রসাদ-বশে সর্ব্ব-সম্মত উত্তম-সিদ্ধান্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এইরূপ বসুন্ধরাদেবী কোন সময়ে অনন্ত-দেবের নিকটে জ্ঞান-বিষয়ে কোনরূপ একটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু "বভূব মূকবৎ সোঽপি, সিদ্ধান্তং কর্ত্তুমক্ষমঃ।" অনন্তর সিদ্ধান্ত-করণে অসমর্থ, সন্ত্রস্তচিত্তে মূকবৎ অবস্থিত অনন্তদেব মহামুনি-কশ্যপের আজ্ঞা-বশতঃ শ্রীমতীবাণীদেবীর স্তুতি করিয়া, পরিশেষে ভ্রম-ভঞ্জন-নির্ম্মল-সিদ্ধান্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এইরূপ ভগবান্ ব্যাসদেব যে সময়ে মহামুনি-বাল্মীকের সমীপে উপসর্পণ-পূর্ব্বক বিনীত-বচনে তাঁহার প্রতি পুরাণ-সূত্র-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তৎকালে ভগবদ্-বেদব্যাসদেব-কৃত-প্রশ্নের যথোচিত-প্রতিবচনকথনে অসমর্থ হইয়া, মৌনীভূত অবস্থায় জগদম্বিকা-শ্রীমতী-সরস্বতীদেবীকে মানসে স্মরণ করিয়া, পশ্চাৎ ভৃগু-বংশীয় সেই মুনীশ্বর-বাল্মীকি ভগবতী-সরস্বতীদেবীর বর-প্রভাবে প্রমাদ-ধ্বংস-কারণ-নির্ম্মল-জ্ঞান-লাভান্তে ব্যাসদেবের প্রতি পুরাণ-সূত্র-প্রশ্ন-সম্বন্ধে যথোপযুক্ত-প্রতিবচন কথন করিয়াছিলেন। কিঞ্চ, বিষ্ণু-কলোদ্ভব-ভগবান্ ব্যাসদেব মহামুনি বাল্মীকির মুখে স্বকৃত-পুরাণ-সূত্র-বিষয়ক-প্রশ্নের মানস-সন্তোষ-জনক উত্তর, বা সিদ্ধান্ত-বচন শ্রবণ করিয়া, পুষ্কররাজ-ক্ষেত্রে গমন-পুরঃসর শতবৎসরকাল-পর্য্যন্ত শ্রীমতীসরস্বতীদেবীর সেবা ও

ধ্যান-সাহায্যে সম্যগ্‌রূপা আরাধনার অবসানে তাঁহার নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হইয়া, পশ্চাৎ কবীন্দ্র হইয়াছিলেন এবং তৎকালেই ভগবান্ ব্যাসদেব বেদ-বিভাগ, ব্রহ্ম-সূত্র-প্রণয়ন ও অষ্টাদশ-পুরাণ-রচনা করিয়াছিলেন।

তথা সুররাজ-মহেন্দ্র যে সময়ে সুর-গুরু-বৃহস্পতির নিকটে গমন-পূর্ব্বক শিবাশিব-শুভাশুভ-মঙ্গলামঙ্গল-বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তৎকালেও সুরাচার্য্য-বৃহস্পতি ক্ষণকালযাবৎ শ্রীমতীসরস্বতীদেবীরই শ্রীচরণ-সরোজ-যুগল-চিন্তা করিয়া, শ্রীমান্ মহেন্দ্রদেবকে জ্ঞানদান করিয়াছিলেন। এইরূপ অপর কোন সময়ে "পপ্রচ্ছ শব্দশাস্ত্রঞ্চ, মহেন্দ্রশ্চ বৃহস্পতিম্" দেবরাজ ইন্দ্র সুরাচার্য্য-বৃহস্পতির নিকটে গমন-পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি শব্দ-শাস্ত্র-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু সুরগুরু-বৃহস্পতি তৎকালে মহেন্দ্রদেব-কৃত-প্রশ্নের যথোচিত উত্তর-দানে সমর্থ না হইয়া, তীর্থরাজ-পুষ্কর-ক্ষেত্রে গমন-পুরঃসর দিব্য-বর্ষ-সহস্র-কালযাবৎ সেই পুষ্করক্ষেত্রে শ্রীমতীসরস্বতীদেবীর শ্রীচরণাম্বুজ-যুগলের চিন্তন-কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ-পূর্ব্বক দিব্য-বর্ষসহস্রান্তে তাঁহার নিকট হইতে বরপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং উক্তরূপে বর-প্রাপ্তির অনন্তর দিব্য-জ্ঞানে জ্ঞানবান্ হইয়া, পশ্চাৎ "উবাচ শব্দশাস্ত্রঞ্চ, তদর্থঞ্চ সুরেশ্বরম্।" সুরেশ্বরদেবের প্রতি সমগ্র-শব্দ-শাস্ত্র ও তদীয়-যাবতীয় অর্থ প্রপঞ্চতঃ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

যে সকল অধ্যাপক-প্রবর-কর্ত্তৃক শিষ্যগণ অধ্যাপিত হইয়াছেন এবং যে মুনীশ্বর-শিষ্যগণ অধ্যাপক-প্রবর-গুরুদেবের পাদাম্বুরুহ-দ্বন্দ্ব-বিষয়িণী-সেবা-সাহায্যে চিত্ত-নৈর্ম্মল্য-লাভান্তে অঙ্গোপাঙ্গ-সহ বেদ-চতুষ্টয় যথা-বিধি অধ্যয়ন করিয়াছেন, "তে চ তাং পরিসংচিন্ত্য", তাঁহাদের মধ্যে সকলেই শ্রীমতীসরস্বতীদেবীরই শ্রীপাদ-পঙ্কজ-যুগল সর্ব্বতোভবে সম্যক্‌রূপে মানসে তৈল-ধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন-বৃত্তি-সম্পন্ন-চিত্তে চিন্তা করিয়াই, তাদৃশ অধ্যাপন ও অধ্যয়নকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে সৃষ্টির আরম্ভকাল হইতে অদ্য পর্য্যন্ত ভগবতীশ্রীমতীশ্রুতি-মহতীসরস্বতীদেবী মুনীন্দ্র-মনু-মানব-দৈত্য-দানব-দেব-বৃন্দ-বৃন্দারক-বরেণ্য-

গণ-কর্ত্তৃক সদাকাল বন্দিতা হইয়া আসিতেছেন। অথবা ব্রহ্মা ও বরুণেন্দ্র-প্রভৃতি-দেবগণ-কর্ত্তৃক পরিপূজিতা এই শ্রীমতীসরস্বতীদেবীর স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, সহস্রাস্য অনন্তদেব, তথা চতুরাননদেব-প্রভৃতিও যখন জড়ীভূত হইয়াছেন, তখন আমি এই শ্রীমতীসরস্বতী-দেবীর সম্বন্ধে অধিক-কথা বলিতে সাহসী না হইয়া, এইস্থানে ভক্তি-নম্রাত্ম-কন্ধরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, তদীয়-চরিত-বিবরণ-ব্যাপার হইতে বিরত হইতেছি।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে সপ্তম অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

অষ্টম অধ্যায়

প্রথমা-শ্রীমতীকমলালক্ষ্মীদেবী ও দ্বিতীয়া শ্রীমতীসরস্বতীদেবীর চরিত্ত-সূত্র-কথা কীর্ত্তিতা হইয়াছে। সম্প্রতি তৃতীয়া-দেবী-শ্রীযুক্তা-জগদম্বিকা-সাবিত্রীর চরিত্ত-সূত্র-কথা কীর্ত্তন করিবার অবসর উপস্থিত হওয়ায়, আমি তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছি। "মাতা চতুর্ণাং বেদানাং, বেদাঙ্গানাঞ্চ ছন্দসাম্। সন্ধ্যা-বন্দন-মন্ত্রাণাং, তন্ত্রাণাঞ্চ বিচক্ষণা। দ্বিজাতি-জাতি-রূপাচ, জপরূপা, তপস্বিনী। ব্রাহ্ম-তেজোময়ী শক্তিস্তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা। যৎ-পাদ-রজসা পূতং, জগৎ-সর্ব্বঞ্চ নারদ।" অর্থাৎ সর্ব্ব-তন্ত্র-স্বতন্ত্রা-বিচক্ষণ-তমা এই তৃতীয়া-দেবী-সাবিত্রী সাম, ঋক্, যজুঃ ও অথর্ব্ব, এই বেদ-চতুষ্টয়ের জননী, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দঃ, জ্যোতিষ ও নিরুক্ত, এই অঙ্গ-ষট্কের প্রসূতি, সন্ধ্যা-বন্দন-মন্ত্র-সকলের প্রসবিত্রী, তথা তন্ত্র-সকলের উৎপাদয়িত্রীরূপে অবস্থিতি করিতেছেন।

কিঞ্চ, স্বর্গ-লোকাদিরও উপরিতন-ব্রহ্মলোকে নিবসনশীলা এই তপস্বিনী সর্ব্ব-সাধ্বী-শিরোমণি-শ্রীমতীসাবিত্রীদেবী দ্বিজাতি-মাত্রেরই জাতি-স্বরূপে, তথা জপরূপে অবস্থিতি-পূর্ব্বক স্বীয়-সপত্নী-শ্রীমতী-গায়ত্রীদেবীর সহিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-জগতের অশেষতঃ কল্যাণ-সাধনে তৎ-পরা রহিয়াছেন। তথা ব্রাহ্ম-তেজোময়ী-শক্তি, বা তাদৃশী-শক্তির অধিষ্ঠাত্রীস্বরূপে পরিচিতা যে দেবীর পাদ-পঙ্কজ-রজঃ-প্রভাবে সম্পূর্ণ-জগন্মণ্ডল পূত হইয়াছে, সেই সাবিত্রীদেবীর অপরবিধ-বিবরণ এই যে, অশ্বপতি-নামে সুপ্রসিদ্ধ-রাজা কঠোরতর-তপো-বলে এই তেজঃ-স্বরূপা, পরমা, পরমানন্দ-দায়িনী-শ্রীমতীসাবিত্রীদেবীর সাক্ষাৎকার-লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং শ্রীমতীসাবিত্রীদেবীও মহারাজ অশ্বপতি-কৃত-স্তব-রাজ-দ্বারা সংস্তুতা হইয়া, পরম-পরিতুষ্ট-মানসে তাঁহাকে তদীয় অভিমত-বহু-তর-বর-দান করিয়াছিলেন।

কিন্তু, নিত্যানন্দ-স্বরূপিণী, সর্ব্বমঙ্গলরূপা, বিপ্রগণের পাপেন্ধন-দাহ-কল্পে জ্বলদগ্নি-শিখোপমা এই শ্রীমতীসাবিত্রীদেবী দ্বিজাতিগণ-কর্ত্তৃক উপাসিতা হইয়া, সেই ভক্তগণকে ব্রহ্ম-তেজঃ-প্রদান করিয়া থাকেন। দ্বিজগণ কায়, মনঃ ও বাক্য-দ্বারা যে কোনরূপ পাপ করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত-পাপের রাশি এই শ্রীমতীসাবিত্রীদেবীর শ্রীচরণ-পঙ্কজ-যুগলের স্মরণ-মাত্রেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। বিপ্রগণের সর্ব্ব-স্বরূপা, মন্ত্র-সার-ভূতা, পরাৎপরা, সুখদা, মোক্ষদা এই শ্রীমতী-সাবিত্রীদেবীর সন্তোষার্থে যে বিপ্র যাবজ্জীবন প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী-জপ, তপস্যা ও বিবিধ উপচার-প্রদান-পূর্ব্বক পূজা করিয়া, তদীয় আরাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে অভিলাষী হন, তিনি অবশ্যই শ্রীমতীসাবিত্রীদেবীর প্রসাদে তেজঃ-প্রাচুর্য্যে শ্রীদিবাকরদেবের সমান-তেজস্বী হইয়া থাকেন। একবার মাত্র গায়ত্রী-জপের ফলে বিপ্রগণের দিনকৃত-পাপের বিনাশ ও দশবার মাত্র গায়ত্রী-জপের ফলে মানবগণের দিবারাত্রিকৃত-পাপের বিনাশ হইয়া থাকে। এইরূপ শতধা গায়ত্রী-জপের ফলে দ্বিজাতিগণের মাসার্জ্জিত-পাপের বিনাশ, তথা সহস্রবার গায়ত্রী-জপের ফলে বিপ্রগণের বৎসরার্জ্জিত-কল্মষের বিনাশ হইয়া থাকে।

কিন্তু, যে ব্রাহ্মণ একলক্ষ-গায়ত্রী-জপের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হন, তিনি অবশ্যই একজন্মার্জ্জিত-পাপের নিধন-সাধনে সমর্থ হইয়া থাকেন। এইরূপ যে দ্বিজবর অনামিকা-মধ্যদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া, অধোবামক্রমে তর্জ্জনী-মূল-পর্য্যন্ত কর-জপ-ক্রমানুসারে আনম্র-মস্তকে প্রাঙ্মুখে অবস্থিত হইয়া, ঊর্দ্ধ-মুদ্রিত-সর্প-ফণাকার-কর-সাহায্যে দশ-লক্ষ-গায়ত্রীজপের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হন, সেই ব্রাহ্মণ-প্রবরের ত্রিজন্ম-কৃত-সমস্ত-পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। অপিচ, যে দ্বিজ সর্ব্ব-জন্ম-কৃত-পাপের বিনাশ-সাধন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে শত-লক্ষ-সংখ্যা-পরিমিত-গায়ত্রী-জপ বিহিত হইয়াছে। এইরূপ দ্বিজাতীয়গণের মধ্যে-যিনি মুক্তি-লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে দশ-শত-লক্ষ-পরিমিত-গায়ত্রী-জপই প্রশস্তাতিপ্রশস্ত উপায়-স্বরূপে বিহিত হইয়াছে।

এবিষয়ে শাস্ত্রও বলিতেছেন যে, "সর্ব্ব-জন্ম-কৃতং পাপং শত-লক্ষো বিনশ্যতি। করোতি মুক্তিং বিপ্রাণাং, জপো দশগুণস্ততঃ।" অপিচ, তপ্ত-কাঞ্চন-বর্ণাভা, ব্রহ্ম-তেজঃ-প্রাচুর্য্য-বশতঃ প্রজ্বলিত-কলেবরা, গ্রীষ্ম-কালীন-মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড-মণ্ডল-সহস্র-সম-সন্নিভা, ঈষৎ হাস্য-প্রসন্নাস্যা, রত্ন-ভূষণ-ভূষিতা, বহ্নি-শুদ্ধাংশুকাধানা, ভক্তানুগ্রহকাতরা, সুখদা, মুক্তিদা, শান্তা, "কান্তা চ জগতাং বিধেঃ" সর্ব্ব-সম্পৎ-স্বরূপা সর্ব্ব জাতীয়-সম্পৎ-সকলের প্রদাত্রী, বেদাধিষ্ঠাত্রীদেবী, বেদ-শাস্ত্র-স্বরূপিণী, বেদ-বীজ-স্বরূপা, বেদমাতা-শ্রীমতীসাবিত্রীদেবীর সাধন-ভজন করিয়া, বিপ্রগণ অবশ্যই দুরাপা হইলেও, অভিমত-সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইতে পারেন।

"সবিতুশ্চাধিদেবী সা, মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী-দেবতা। সবিত্রী চাপি বেদানাং, সাবিত্রী তেন কীর্ত্তিতা।" ইত্যুক্তলক্ষণা-ভগবতী-শ্রীমতীসাবিত্রীদেবীর চরিত-সূত্রাবলম্বনে অপরাপর-বহুতর-বক্তব্যের অবতারণা সম্ভবপরা হইলেও, বর্ত্তমান-স্থলে উপযোগিতানুরূপা কিঞ্চিৎমাত্র-তদীয়-চরিত-কথা কীর্ত্তন করিয়া, সম্প্রতি আমি চতুর্থী-শক্তি, বা প্রকৃতি-রূপিণী-শ্রীমতী-রাধাদেবীর চরিত-সূত্র-কথার অবতারণা করিতেছি। শ্রীমতীরাধিকা-দেবীর সঙ্ক্ষিপ্ত-চরিত-কথা-কীর্ত্তন করিতে হইলে, সার-সংগ্রহাবসরে বলিতে হইবে যে, নির্গুণ-নিরাকৃতি-শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের সৃষ্টি-কাল-প্রাপ্ত-সিসৃক্ষা-বশতঃ সৃষ্টি-বিধি-বিষয়ে যোগাবলম্বনে দ্বিধারূপ-ধারণ-সময়ে আবির্ভূতা, তদীয়-বামার্দ্ধাঙ্গভূতা, ত্রিগুণা-মূল-প্রকৃতিদেবী গুণ-বৈষম্যা-বস্থায় সত্ত্ব-শুদ্ধি-নিবন্ধন মায়া-নাম ও শ্রীপরমেশ্বরদেবের উপাধিভাব প্রাপ্তা হইয়া, তদীয়া ইচ্ছা, বা সঙ্কল্পানুসারে পালয়িতব্যাকারবৃত্তিরূপে পরিণাম-প্রাপ্তা হইলে, সেই পালয়িতব্যাকারা-বৃত্তির গর্ভে সচ্চিদানন্দময়-ব্রহ্ম-ভূত-শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের যে প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াছিল, উদ্রিক্ত-সত্ত্ব-গুণ-প্রধানা-মায়া, বা তাদৃশী-মায়ার পালয়িতব্যাকারবৃত্ত্যবচ্ছিন্ন-তাদৃশ-প্রতিবিম্বভূত-চৈতন্যই বিষ্ণুনামে অভিহিত হইয়াছেন।

এই শ্রীবিষ্ণুদেব পূর্ব্বকালে গোলোকান্তর্গত-রমণীয়-বৃন্দাবনের অভ্য-ন্তরভাগে শতশৃঙ্গৈকদেশে মল্লিকা-মাধবী-মালতী-বন-বেষ্টিত-রাস-মণ্ডল-মধ্যস্থ-রত্ন-খণ্ড-খচিত-মণি-মাণিক্য-মণ্ডিত-হেমময়-সিংহাসনে যে সময়ে

অবস্থিতি করিতেছিলেন, তৎকালে বিশাল-বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের পরিপালক সেই বিষ্ণুদেবের মানস সহসা রমণোৎসুক হইয়াছিল। এইরূপে স্বেচ্ছা-ময়-ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুদেব মানসে রমণোৎসুক হইলে, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার প্রতিঘাত সম্ভবপর না হওয়ায় এবং ইচ্ছাময়ের অব্যাহতা ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে স্বাভিমত-কার্য্য-নিষ্পত্তি অবশ্যম্ভাবিনী হওয়ায়, পূর্ব্বোপদর্শিতা-সুরেশ্বরী-শ্রীমতীলক্ষ্মী ও শ্রীমতীরাধার মানসেও রমণেচ্ছা বলবতী হইল এবং শ্রীমতীলক্ষ্মী ও রাধিকাদেবী পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-কল্পে জগৎপাতা শ্রীবিষ্ণু-দেবের অঙ্কশায়িনী-প্রেমময়ী-পত্নীরূপে নির্দ্দিষ্টা হইয়াছিলেন বলিয়া, বর্ত্তমানকল্পেও বিষ্ণু-ভাব-ভাবিত-মানসে সহসা গোলোকান্তর্গত-বৃন্দাবন-মধ্যস্থ-রাস-মণ্ডলে রত্ন-সিংহাসনস্থ-রিরংসু-শ্রীবিষ্ণুদেবের সমীপে উপস্থিতা হইলেন।

গোলোকেশ্বর-শ্রীবিষ্ণুদেবের ইচ্ছাবশে সহসা গোলোকে রাস-মণ্ডলে সমাগতা এই শ্রীমতীলক্ষ্মীদেবী ও শ্রীমতীরাধাদেবীকে পরস্পরের সহিত "সমা রূপেণ বর্ণেন, তেজসা বয়সা ত্বিষা। যশসা বাসসা মূর্ত্ত্যা, ভূষণেন গুণেন চ। স্মিতেন বীক্ষণেনৈব, বচসা গমনেন চ। মধুরেণ স্বরেণৈব, নয়েনানুনয়েন চ।" অর্থাৎ রূপে, বর্ণে, তেজঃ-প্রাচুর্য্যে, বয়ঃ-পরিমাণে, কান্তি-কলাপে, যশো-ভাগ্যে, বসনে, ভূষণে, মূর্ত্তি-মাধুর্য্যে, গুণ-গ্রামে, মন্দ-মন্দ-হাস্য-সম্পদে, অবলোকনে, বচনে, গমনে, মধুর-স্বর-তরঙ্গে, বিবিধ-নীতি-কৌশলে, তথা অনুনয়-বিনয়ে সর্ব্ব-বিষয়ে সমান-ধর্ম্মিণী অবলোকন করিয়া, তাঁহাদিগের পূর্ব্ব-কল্পীয়-গৌরব-স্মরণ-পূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুদেব সহসা স্বয়ং দ্বিধারূপ হইলেন।

অব্যাহতা ইচ্ছা-শক্তির প্রভাবে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুদেব যখন দ্বিবিধরূপ-ধারণ করিলেন, তৎকালে তাঁহার দক্ষিণাংশ ভুজদ্বয়ে বিলসিত-মুরলীধর-কৃষ্ণরূপে পরিণত হইল এবং বামাংশ ভুজ-চতুষ্টয়ে বিলসিত-নারায়ণ, বা বিষ্ণুরূপে পরিণাম-প্রাপ্ত হইল। এই সময়ে "অতীব সুন্দরী শ্যামা, ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডলা। যথা দ্বাদশ-বর্ষীয়া, শশ্বৎ-সুস্থির-যৌবনা। শ্বেত-চম্পক-বর্ণাভা, সুখ-দৃশ্যা মনোহরা। শরৎ-পার্ব্বণ-কোটীন্দু-প্রভা-প্রচ্ছাদনাননা। শরন্মধ্যাহ্ন-পদ্মানাং, শোভা-মোচন-লোচনা" শ্রীমতী-

লক্ষ্মীদেবী "চকমে কমনীয়কম্", কমনীয়-কলেবর-চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি-শ্রীমন্নারায়ণদেবের প্রতি অভিলাষবতী হইলেন এবং অতীব-সুন্দরী, শ্যামা-স্ত্রী-লক্ষণ-লক্ষিতা, ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডলা অর্থাৎ স্তন-দ্বয়ে সুকঠিনা, নিতম্ব-বিম্বে বিশালা, মধ্যদেশে ক্ষীণা, নিত্যকাল-সুস্থির-যৌবন-লাবণ্যবতী হইয়াও, বাহ্য-দৃশ্যে দ্বাদশ-বর্ষীয়-কুমারী-কন্যকা-কল্পা, শ্বেত-চম্পক-বর্ণ-বিভূষিতা, সুখ-দৃশ্যা, সর্ব্ব-জন-মনোহারিণী, সম্পূর্ণ-মণ্ডল-শারদ-শশধর-কোটি-প্রভা-প্রচ্ছাদনানন-মণ্ডলে ঈষদবনতা, শরন্মধ্যাহ্নকালীন-বিকচ-কমল-শোভা-মোচন-লোচন-যুগলে লোভনীয়তমা, সর্ব্বথা শ্রীমতীলক্ষ্মী-দেবীর সৌসাদৃশ্য-শালিনী-শ্রীমতীরাধাদেবীও দ্বিভুজ-মুরলীধর-শ্রীকৃষ্ণ-দেবকে মনে মনে পতিত্বে বরণ-পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি অভিলাষিণী হইলেন।

এইরূপে চতুর্ভুজ-শ্রীমন্নারায়ণদেব "লক্ষ্যতে দৃশ্যতে বিশ্বং, স্নিগ্ধ-দৃষ্ট্যা যয়ানিশম্। দেবীষু যা চ মহতী, মহালক্ষ্মীশ্চ সা স্মৃতা।" ইত্যুক্ত-লক্ষণা-শ্রীমতীমহালক্ষ্মীদেবীর প্রতি মানসে আকৃষ্ট হইলে এবং শ্যাম-সুন্দর, মুরলী-ধর, অঙ্গ-সঙ্ঘে ত্রিভঙ্গ-শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রদেবও "দৃষ্ট্বা রিরংসুং কান্তঞ্চ, সা দধাব হরেঃ পুরঃ।" "রাসে সম্ভূয় গোলোকে, সা দধাব হরেঃ পুরঃ।" ইত্যুক্ত-লক্ষণা-শ্রীমতীরাধাদেবীর প্রতি প্রীতিমান্ হইলে, দ্বিভুজ-শ্রীকৃষ্ণদেব হাস্য করিতে করিতে, শ্রীমতীমহালক্ষ্মীদেবীকে শ্রীমন্নারায়ণ-দেবের শ্রীকর-কমলে সমর্পণ করিলেন এবং চতুর্ভুজ-শ্রীমন্নারায়ণ-দেবও মৃদু-মন্দ-মধুর-হাস্য-বিকসিত-সুন্দরতর-বদনে শ্রীমতীরাধাদেবীকে শ্রীকৃষ্ণদেবের শ্রীকর-কমলে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর "সর্ব্বাংশেন সমৌ তৌ দ্বৌ, কৃষ্ণ-নারায়ণৌ পরৌ" যথাক্রমে সমান-ধর্ম্ম-শালিনী, সর্ব্বাংশে তুল্য-রূপ-গুণ-যৌবন-লাবণ্য-লীলা-বিলাস-বিভ্রমবতী-শ্রীমতীরাধিকা ও শ্রীমতীলক্ষ্মীদেবীকে গ্রহণ-পূর্ব্বক পরমানন্দ-সাগরে ভাসমান হইলেন। কিন্তু "লক্ষ্ম্যাঃ কান্তশ্চতুর্ভুজঃ" শ্রীমন্নারায়ণদেব শ্রীমতীপদ্মাদেবীর সহিত বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিলেন এবং "দ্বিভুজো রাধিকাকান্তঃ" শ্রীকৃষ্ণদেবও "নিতম্বশ্রোণিভারার্ত্তাং নবযৌবনসংযুতাম্। কামাতুরাং সস্মিতাঞ্চ বসনাভরণান্বিতাম্" শ্রীমতীরাধিকাদেবীকে দর্শন করিয়াই "বভূব রমণোৎসুকঃ" সহসা মানসে রমণোৎসুক হইলেন।

কিন্তু, এস্থলে একথাও বলিয়া রাখা ভাল যে, আমি শ্রীমতীরাধিকা-দেবীর চরিত-সূত্র-কথা-কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়া, তৎসহ সংশ্লিষ্ট হওয়ায়, শ্রীমতীলক্ষ্মীদেবীর সঙ্ক্ষিপ্তভাবে পূর্ব্বকথিত-চরিত-সূত্র-কথা এখানেও প্রকারান্তরে পৃথগ্‌রূপে কিঞ্চিৎ কথন করিলাম বটে; কিন্তু পাঠক-মহোদয়গণ! আপনারা অনপেক্ষা-বশতঃ মৎ-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত শ্রীমতী-লক্ষ্মীদেবীর দ্বিধারূপ ধারণ, তদীয়-বামাংশের মহালক্ষ্মী-রূপতা-প্রাপ্তি ও দক্ষিণাংশের রাধিকারূপে পরিণতি, কদাচিৎ রাস-মণ্ডল-মধ্যস্থ-শ্রীকৃষ্ণের শরীর-বামাংশ হইতে শ্রীরাধাদেবীর আবির্ভাব, কদাচিৎ রমণোৎসুক-জগৎপতি-বিষ্ণু, বা বৈকুণ্ঠেশ্বর-শ্রীমন্নারায়ণদেবের দ্বিধারূপ ধারণ, তথা তদীয়-বহুমত-মহাপুরুষোচিত-বীর্য্য-প্রভাব-প্রদীপ্ত-দক্ষিণাঙ্গের শ্রীকৃষ্ণরূপতা-প্রাপ্তি ও রমণী-মণি-জন-সুলভ-মাধুর্য্য-মণ্ডিত-বামাংশের রাধিকারূপে পরিণাম, ক্বচিৎ শ্রীমতীরাধিকাদেবীর বামাঙ্গ হইতে মহালক্ষ্মীদেবীর উৎপত্তি, রাধার প্রতিরোমকূপ ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতিরোমকূপ হইতে গোপী-সঙ্ঘ এবং বল্লব, বা ভক্ত-সেবক-জাতীয়-গোপগণের সমুৎপত্তি, তথা মহামুনি-দুর্ব্বাসার অভিশাপবশে সুরপতি-শক্রের শ্রীভ্রষ্টতা, শক্র-সম্পদৈশ্বর্য্য-স্বরূপিণী-লক্ষ্মীর স্বর্গ-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দুঃখিত-চিত্তে বৈকুণ্ঠে গমন ও মহালক্ষ্মীশরীরে বিলয়, শোক-দুঃখ-সমাহত-হৃদয়ে দেবগণের ব্রহ্ম-সভাস্থলে গমন ও সুরগণের সহিত ব্রহ্মার বৈকুণ্ঠলোকে গমনের পূর্ব্বেই শ্রীনারায়ণদেবের আজ্ঞা-প্রযুক্ত লক্ষ্মীদেবীর কলা-মাত্র-সাহায্যে ক্ষীরোদ-তনয়ারূপে জন্মগ্রহণ, বা দেব-দানব-কৃত-সমুদ্র-মন্থনাবসরে শ্রীমতীলক্ষ্মী-দেবীর সমুত্থান-প্রভৃতি অপরা-পর-জ্ঞাতব্য-বিষয়গুলি ইচ্ছা হইলে, শাস্ত্রারণ্যে অনুসন্ধান-পুরঃসর স্বয়ং অধিগত হইবার জন্য সচেষ্ট হইবেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে অষ্টম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

নবম অধ্যায়

প্রকৃতানুসরণ-পুরঃসর অধুনা আমি শ্রীমতীরাধিকাদেবীর অবশিষ্ট-চরিত-সূত্র-কথা কীর্ত্তন করিতেছি, পাঠক-মহোদয়গণ! আপনারা অবহিত-চিত্তে শ্রবণ করুন। "প্রস্তাবমন্বায়ত্তা" প্রস্তাবানুগতা এই যে আমাদের শ্রীমতীরাধিকাদেবী, ইনি শ্রীকৃষ্ণদেবের পরম-প্রেম ও প্রাণ-পঞ্চকের অধিদেবী-স্বরূপে অবস্থিতি-পূর্ব্বক ক্রমে গোলোকেশ্বরীনামে ত্রিভুবনতলে পরিচিতা হইলেন। কিঞ্চ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদেবও প্রেম-প্রাণাধিদেবী, পঞ্চ-প্রাণ-স্বরূপিণী, প্রাণাধিক-প্রিয়তমা, সর্ব্ব-গোপী-জনের আদিভূতা, সর্ব্ব-সুন্দরী-রমণী-মণিরূপা, সর্ব্ব-সৌভাগ্য-সংযুক্তা, অতীব-মানবতী, অত্যন্ত-গৌরবান্বিতা তেজোগুণ-সম্পদৈশ্বর্য্যে শ্রীকৃষ্ণদেবের সমান-প্রভাবশালিনী, পরমানন্দরূপা, সত্যব্রতা, ধন্যা, মান্যা, রাসক্রীড়াধি-দেবী, রাস-মণ্ডল-মণ্ডিতা "রাসেশ্বরী সুরসিকা, রাস-বাস-নিবাসিনী। গোলোকবাসিনীদেবী, গোপী-বেশ-বিধায়িকা। পরমাহ্লাদরূপা চ, সন্তোষ-হর্ষ-রূপিণী। শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তদাস্যৈক-দাত্রী চ সর্ব্বসম্পদাম্। শ্রীমতী-রাধিকাদেবীকে রাস-মণ্ডলে প্রাপ্ত হইয়া, শৃঙ্গার-রাস-রস-রসিকা-শ্রীমতী-রাধাদেবীর সহিত বিবিধ-ক্রীড়ালাপ-রসে নিমগ্ন-চিত্তে সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

শ্বেত-বরাহ-কল্পে বৃকভানু-সুতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, যিনি নিজ-পাদ-পদ্ম-সংস্পর্শ-দান-দ্বারা ভগবতী-বসুন্ধরাদেবীকে পবিত্রতমা করিয়াছিলেন, যে দেবী স্ত্রী-রত্ন-সার-সম্ভূত-নিজ-নিরুপম-মনোরম-রূপ-মাধুর্য্য-সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণদেবের মানস-হরণ-পূর্ব্বক তদীয়-বক্ষঃ-স্থলে অবস্থিতি-কালে ঘনে নবঘনে লোলা-সৌদামিনীর ন্যায় প্রতীতা হইয়াছিলেন, সেই দেবী-শ্রীমতীরাধিকার শ্রীচরণ-যুগল-দর্শনার্থ ষষ্টি-সহস্র-বর্ষ-তপস্যা করিয়াও, লোকপিতামহ-ব্রহ্মা যদিচ বঞ্চিত হইয়াছিলেন সত্য; তথাপি

আমাদের বহু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, "অবতারে চ বারাহে" যখন তিনি বৃকভানু-সুতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তৎকালে, অথবা প্রতিদ্বাপর-যুগের অন্তিম-ভাগে এই পুণ্য-ভূমি-ভারতবর্ষের অধিবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাদি-সকলেই শ্রীমতীরাধিকাদেবীর শ্রীপাদ-পদ্ম-নখর-দর্শনের কথা আর কি বলিব ? মনো-নয়ন ভরিয়া, হৃদয়ের সন্তোষ-জনকরূপে সর্ব্বতোভাবে বহুদিনযাবৎ তাঁহাকে আপাদতল-মস্তক-কেশাগ্রে দর্শন করিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, "সর্ব্ব-সৌভাগ্য-যুক্তা চ, মানিনী গৌরবান্বিতা। বামার্দ্ধাঙ্গ-স্বরূপা চ, গুণেন তেজসা সমা।" শ্রীমতীরাধিকাদেবী সর্ব্ব-প্রধানা হইয়া, শ্রীকৃষ্ণদেবের প্রাণাধিক-প্রিয়তমারূপে গোলোকে অব-স্থিতি-পূর্ব্বক তাঁহার সহিত অপূর্ব্ব-দিব্যতম-সম্ভোগ-সুখ অনুভব করিতে-ছিলেন বটে ; কিন্তু তাঁহারও ভাগ্যে তাদৃশ-সুখ-সৌভাগ্য-সম্ভোগ অধিকদিন স্থায়ী হইল না। পক্ষান্তরে শ্রীমতীরাধিকাদেবী কোন অচিন্তনীয়-কারণ-বশে ব্রহ্মলোকোপরিতন-গোলোক হইতে পরিভ্রষ্টা হইয়া, এই পুণ্য-ভূমি-ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। কি যে সেই অচিন্তিত-পূর্ব্বকারণ ? তাহা অধুনা আমার বক্তব্যরূপে উপস্থিত হওয়ায়, আমাকে বলিতে হইতেছে যে, একদা রাধিকেশ্বর-শ্রীকৃষ্ণদেব গোলোকান্তর্গত-শতশৃঙ্গনামে সুপ্রসিদ্ধ-পর্ব্বতের একদেশে বৃন্দাবন-মধ্যস্থ-রাস-মণ্ডলে "তপ্ত-কাঞ্চন-বর্ণাভা, রাজিতা চ স্বতেজসা। সস্মিতা সুদতী শুদ্ধা, শরৎ-পদ্ম-নিভাননা। বিভ্রতী কবরীং রম্যাং, মালতী-মাল্য-মণ্ডিতাম্। রত্নমালাঞ্চ দধতী, গ্রীষ্ম-সূর্য্য-সম-প্রভাম্। মুক্তা-হারেণ শুভ্রেণ, গঙ্গা-ধারানিভেন চ। সংযুক্তং বর্ত্তুলোত্তুঙ্গং, সুমেরু-গিরি-সন্নিভম্। কঠিনং সুন্দরং দৃশ্যং, কস্তূরী-পত্র-চিহ্নিতম্। মাঙ্গল্যং মঙ্গলার্হঞ্চ, স্তনযুগ্মঞ্চ বিভ্রতী।" শ্রীমতীরাধিকাদেবীর পরিবর্ত্তে তৎ-সমান-রূপ-গুণ-শালিনী, "নিতম্ব-শ্রোণি-ভারার্ত্তা, নব-যৌবন-সংযুতা", অতিকামাতুরা-সস্মিতা-শ্রীমতীবিরজাদেবীকে অবস্থিতা অবলোকন করিয়া, মানসে নিতান্তই রমণোৎসুক হইলেন।

"দৃষ্ট্বা কান্তাং জগৎ-কান্তো" জগৎ-কান্ত-শ্রীকৃষ্ণদেব কান্তা-কমনীয়-

কলেবরা-শ্রীমতীবিরজাদেবীকে অবলোকন করিয়া, যে সময়ে রমণোৎসুক হইয়াছিলেন, তৎকালে শ্রীমতীরাধিকাদেবী রাস-মণ্ডলে উপস্থিতা ছিলেন না। পক্ষান্তরে শ্রীমতীরাধাদেবী তৎকালে গোলোক-সারভূত-নিজ-রত্নময়-ভবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদেব বহু-পূর্ব্ব হইতেই শ্রীমতীবিরজাদেবীর প্রতি গাঢ়তরভাবে অনুরক্ত ছিলেন সত্য; কিন্তু মানিনী-শ্রীমতীরাধাদেবীর ভয়ে সকল-সময়ে তাঁহার সহিত মিলিত হইতে সাহসী হইতেন না। কিঞ্চ, আমি যে সময়ের কথা লিপিবদ্ধা করিতেছি, তাদৃশ উপযুক্ত অবসরে রত্ন-ভূষণ-ভূষিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদেব একাকিনী-শ্রীমতীবিরজাদেবীকে প্রাপ্ত হইয়া, রাধিকার সমান-সৌভাগ্যবতী সেই বিরজা-গোপীকে কর-কমলে গ্রহণ করিয়া, সমাকর্ষণ-সাহায্যে হৃদয়ে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সুরত-ক্রীড়ারম্ভ করিলেন।

"রত্ন-প্রদীপ-সংযুক্তে, রত্ন-নির্ম্মাণ-মণ্ডলে। অমূল্য-রত্ন-নির্ম্মাণ-তল্পে চ চম্পকার্চ্চিতে। কস্তূরী-কুঙ্কুমাসক্তে, চারু-চন্দন-চর্চ্চিতে। সুগন্ধি-মালতী-মালা-সমূহ-পরিশোভিতে" শ্রীমতীবিরজা-গোপীর সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদেবের সুখ-শৃঙ্গার সমারব্ধ হইলে, "মন্বন্তরাণাং-লক্ষশ্চ, কালঃ পরিমিতো গতঃ", লক্ষ-মন্বন্তর-পরিমিতকাল বিগত হইয়া গেল বটে, কিন্তু রতি-পণ্ডিত সেই দম্পতীর, বিরজা-গোপী ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সুরতির আর বিরতি ঘটিল না। কথা হইতেছে যে, আমাদের গণনানুসারে লক্ষমন্বন্তর-পরিমিতকাল বিগত হইলেও, গোলোকের গণনানুসারে উহা অত্যল্পকালমধ্যে পরিগণিত হওয়ায়, তাঁহাদিগের তাদৃশ-বিহার অতীব-বিস্ময়করব্যাপারমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না।

সে যাহা হউক, গোপী-প্রবরা--বিরজা ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লক্ষ-মন্বন্তর-কাল-ব্যাপি-তাদৃশ-বিহার গোলোকের গণনানুসারে স্বল্প-মাত্র-কাল-ব্যাপি-বিহারে পরিণত হইলেও, সেই যৎসামান্য-মাত্র-সময়ের মধ্যে শ্রীমতীরাধাদেবীর চারিটী দূতী তাঁহাদিগের দুইজনকে বিরজা-গোপী ও শ্রীকৃষ্ণদেবকে পরস্পরের প্রতি আসক্ত-চিত্তে পুষ্প-শয্যাতলে সুখ-সম্ভোগান্তে সমালিঙ্গিতভাবে তন্দ্রিতাবস্থায় অবস্থিত অবলোকন করিয়া,

দ্রুততরগতি অবলম্বনে শ্রীমতীরাধাদেবীর নিকটে গমন-পূর্ব্বক তাঁহাকে এই সংগৃহীত-সংবাদ প্রদান করিলেন। গোলোকেশ্বরী-শ্রীমতীরাধিকা-দেবী দূতী-চতুষ্টয়ের মুখে বিরজাগোপী ও শ্রীকৃষ্ণের এই বিহার-সংবাদ-শ্রবণ-পূর্ব্বক পরম-রুষ্টান্তঃকরণে হৃদয়ের সহিত একেবারেই যেন শ্রীকৃষ্ণদেবকে পরিত্যাগ করিলেন।

অন্যান্য-সখীগণ-কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ প্রবোধিতা হইয়াও, কোপ-রক্তাস্য-লোচনা-শ্রীমতীরাধিকাদেবী সখীগণের প্রবোধ-প্রদ-বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া, অতীব-কোপের সহিত পরিহিত-বিবিধ-রত্নালঙ্কার, বহ্নি-বিশুদ্ধ-শুভ অংশুক-যুগল, শোভন-রত্ন-নিকর-নির্ম্মিত-সমুজ্জ্বল-দর্পণ ও কর-কিশলয়স্থ-ক্রীড়া-কমল পরিত্যাগ করিয়া, অমূল্য-বস্ত্রাঞ্চল-সাহায্যে সীমন্ত-প্রদেশস্থ-সিন্দুর-তিলক, তথা নিস্তলোন্নত-কপোল-যুগল এবং কনক-কলশ-কল্প-কুচ-যুগল-গাত্রে চিত্রিত-চিত্র-পত্রকাবলীর বিলোপ-সাধন করিলেন। কিঞ্চ, শ্রীমতীরাধিকাদেবী রোষভরে বহুতর-তোয়াঞ্জলি-সাহায্যে মুখ-রাগ ও চরণ-কমল-যুগল-গত অলক্তক-রাগ-সকলকে প্রক্ষা-লিত করিলেন এবং প্রকম্পিত-কলেবরে কবরী-ভার-বিস্রংসন-পূর্ব্বক মুক্তকেশী হইয়া, শুক্ল-বস্ত্র-পরিধানান্তে বেশাদি-বর্জ্জিতাবস্থায় রুক্ষ-কর্কশা-কারে "যযৌ যানান্তিকং তূর্ণং, প্রিয়ালীভির্নিবারিতা" প্রিয়সখীগণ-কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ নিবারিতা হইয়াও, শীঘ্রগতি যান-সমীপে গমন করিলেন।

অপিচ, সরোষ-স্ফুরিতাধরা-শ্রীমতীরাধিকাদেবী উচ্চৈঃস্বরে সখী-সঙ্ঘকে আহ্বান করিয়া, সমাগত-সখী-সকল-কর্ত্তৃক পরিবৃতা হইয়া, অমূল্য-রত্ন-নির্ম্মিত-দিব্যরথে আরোহণ করিলেন। তথা শশ্বৎ কম্পান্বিত-কলেবরা, আনন-মণ্ডলে ভক্তি-বাহুল্য-বশতঃ আনতা, হৃদয়ে কাতরা সেই সকল-সখী-কর্ত্তৃক সংস্তুতা, অনুনীতা ও প্রবোধিতা হইয়াও, শ্রীমতী-রাধিকাদেবী নানা-চিত্র-সমন্বিত, নানাবিধ-বিচিত্র-সূক্ষ্ম-ক্ষৌম-বসনে বিরাজিত, অমূল্য-রত্ন-নির্ম্মিত-সমুজ্জ্বল-দর্পণ-সহস্রে পরিশোভিত, মণীন্দ্র-জাল-মালালী, পুষ্পমালা ও পতাকা-সহস্রে সমলঙ্কৃত, দ্বারদেশে মঙ্গল ঘট-যুক্ত, রত্নময়-রমণীয়-মন্দির-শতে সুশোভন, সহস্র-চক্র-সমন্বিত, মানস-যায়ী সেই দিব্যতম-স্বর্গীয়-রথ-সাহায্যে অনেকানেক

প্রিয়সখী-সমভিব্যাহারে রত্নময়-রাস-মন্দিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গসম্ভব, তত্তুল্য-তেজো-বল-বিক্রম-প্রভাবশালী, দ্বাদশ-প্রধান-গোপের মধ্যে সুদামা, এই নামে সুপ্রসিদ্ধ কোন একজন বল্লব-জাতীয়-কৃষ্ণ-পার্ষদ-গোপ মনো-মারুত-যায়ী রথের ঘর্ঘর-শব্দ ও তন্মধ্যগত-ভীষণ-কোলাহল-শ্রবণ-পূর্ব্বক "কৃষ্ণং কৃত্বা সাবধানং, গোপৈঃ সার্দ্ধং পলায়িতঃ।" বিরজা-গোপীর সহিত সুখ-সম্ভোগ-তন্দ্রিত-শ্রীকৃষ্ণদেবকে সাবধান করিয়া, স্বয়ং অন্যান্য-গোপগণের সহিত পলায়ন করিলেন। কিন্তু, শ্রীমতীরাধাদেবীর আগমন-জনিত-ভয়ে সন্ত্রস্ত-শ্রীকৃষ্ণদেব বিরজা-সতীকে পরিত্যাগ করিয়া, শ্রীমতীরাধিকার সহিত নিজ-প্রেম-ভঙ্গ-ভয়ে ভীত-হৃদয়ে সেই স্থান হইতে তিরোধান করিলেন।

স্ব-প্রেম-ভঙ্গ-ভীত-হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণদেব গোলোকস্থ-রাস-মণ্ডল হইতে তিরোহিত হইলে, "সা সতী সময়ং জ্ঞাত্বা, বিচার্য্য স্বহৃদি ক্রুধা" সেই সতী-বিরজা-গোপী সময়ের গতি, বা ফল-বিষয়ে ক্রুদ্ধ-চিত্তে স্বহৃদয়ে বিচার-পূর্ব্বক যথার্থ-তত্ত্ব অবগতা হইয়া, "প্রাণাংস্তত্যাজ তৎক্ষণম্" তৎক্ষণাৎ নিজ-প্রাণ-পঞ্চককে পরিত্যাগ করিলেন। রাধা-প্রকোপ-ভীতা-বিরজা-গোপী প্রাণ-পরিত্যাগ করিলেন দেখিয়া, তাঁহার যে সকল-সখী তৎকালে সেইস্থানে উপস্থিতা ছিলেন, সেই সখী-সকলও "প্রযযুঃ শরণং সাধ্বীং, বিরজাং তৎক্ষণং ভিয়া।" এই গোপী-প্রবরা-বিরজা প্রাণ-পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহু-যোজন-বিস্তীর্ণা-মনোহরা-নদীর রূপ ধারণ করিয়া, পরিখার আকারে গোলোক-মণ্ডল পরিবেষ্টিত করিলেন এবং তাঁহার সখীগণও স্বামিনীর পন্থানুসরণে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র-নদীর আকার-ধারণ-পূর্ব্বক গোলোকের শোভা-সম্বর্দ্ধনে তৎপর হইলেন। এইরূপে প্রতি বিশ্বেই বিরজাগোপী ও তদীয়-সখীগণের নদীরূপতা-প্রাপ্তি শাস্ত্র-জগতে বিঘোষিতা হইয়াছে।

ইতি অষ্টাবিংশপরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে নবম অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

দশম অধ্যায়

এদিকে ভগবতী-শ্রীমতীরাসেশ্বরী-রাধাদেবী রাস-মণ্ডলে সমাগতা হইয়া দেখিলেন যে, তথায় কৃষ্ণও নাই, বিরজা-গোপী, বা তাঁহার সখীরাও নাই; সুতরাং শ্রীমতীরাধিকাদেবীও "ন দৃষ্ট্বা বিরজাং কৃষ্ণং, স্বগৃহঞ্চ পুনর্যযৌ।" কিন্তু, শ্রীমতীরাধিকাদেবী স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্তা হইলে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদেব সুদাম-প্রভৃতি-পার্ষদভূত অষ্ট-সংখ্যক-গোপালের সহিত শ্রীমতীরাধিকাদেবীর ভবন-দ্বারে উপস্থিতির অনন্তর দ্বার-দেশে নিযুক্তা অনেকানেক-গোপী-কর্ত্তৃক প্রবেশ-বিষয়ে পুনঃ পুনঃ নিবারিত হইয়াও, ভবনাভ্যন্তরে প্রবেশ-পূর্ব্বক শ্রীমতীরাধিকাদেবীর নিকটে গমন করিলেন। শ্রীমতীরাধিকাদেবীও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সমীপে সমাগত হইতে দেখিয়া, ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি যথেষ্টরূপ-ভর্ৎসনা-বাক্যের প্রয়োগ করিলেন।

গোপ-প্রবর-সুদামা শ্রীমতীরাধিকাদেবী-কর্ত্তৃক নিজ-ইষ্টদেব-শ্রীকৃষ্ণকে "যৎপরোনাস্তি" ভর্ৎসিত হইতে দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণের সন্নিধানেই শ্রীমতীরাধিকাদেবীর প্রতি উপযুক্তরূপ-তিরস্কার-বাক্যের প্রয়োগ করিলেন। শ্রীমতীরাধিকাদেবী সুদামা গোপের মুখে যথেষ্টরূপ-ভর্ৎসনা-বচন শ্রবণ করিয়া, ক্রুদ্ধা হইয়া, "গচ্ছ ত্বমাসুরীং যোনিং, গচ্ছ ক্রূরমতে! দ্রুতম্", এইকথা বলিয়া, সুদামার প্রতি শাপ-প্রদান করিলেন। এইরূপে রাধিকা-কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া, সুদামা গোপও সেই শ্রীমতীরাধার প্রতি "ত্বমিতো গচ্ছ ভারতম্," "ভব গোপী গোপ-কন্যা, গোপীভিঃ স্বাভিরেব চ। তত্র তে কৃষ্ণ-বিচ্ছেদো ভবিষ্যতি শতং সমাঃ। তত্র ভারাবতরণং, ভগবাংশ্চ করিষ্যতি।" এইরূপ অভিশাপ-বচন-কথন করিয়া, মাতা শ্রীমতীরাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণদেবকে প্রণামান্তে সাশ্রু-নেত্রে মোহ-মুগ্ধ-মানসে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন।

কিন্তু, শ্রীমতীরাধিকাদেবীও পুত্র-বিচ্ছেদ-কাতর-হৃদয়ে অতিবিহ্বল-মানসে সাশ্রু-নেত্রে "বৎস ! ক্ব যাসি ?" এইকথা বলিতে বলিতে, সুদামা গোপের পশ্চাৎ পশ্চাদ্ গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীরাধাদেবীকে সুদামা গোপের প্রতি কৃপাবতী অবগত হইয়া, "শীঘ্রং সম্প্রাপ্স্যাসি, সুতং, মা রুদ", অর্থাৎ তুমি শীঘ্রই পুত্র-সুদামাকে প্রাপ্তা হইবে ; সুতরাং রোদন করিও না, এই কথা বলিয়া, তাঁহাকে প্রবোধ-দান করিতে লাগিলেন। পশ্চাৎ এই গোপ-প্রবর-সুদামা অসুর-কুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়া, দানবেন্দ্র-শঙ্খচূড়-নামে পরিচিত হইয়া, তুলসী-সতীকে পত্নীরূপে লাভ করিয়াছিলেন। তথা কালবশে শ্রীশঙ্করদেবের হস্ত-প্রেরিত-শূল-দ্বারা বক্ষঃ-স্থলে নির্ভিন্ন হইয়া, এই দানব-রাজ, বা তুলসী-পতি-শঙ্খচূড় গোলোকে গমন-পূর্ব্বক নিজ-পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

এইরূপ শ্রীমতীরাধাদেবী বারাহ অবতারে এই পুণ্য-ভূমি-ভারতবর্ষে আগমন-পূর্ব্বক গোকুলে বৃষভানু-নামে প্রসিদ্ধ-বৈশ্যের গৃহে তদীয়-কন্যারূপে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই শ্রীমতীরাধিকাদেবীর মাতা হইয়াছিলেন, বৃষভানু-পত্নী-ভাগ্যবতী-কলাবতী। কলাবতী কিন্তু এই রাধাসতীকে গর্ভে ধারণ করেন নাই ! পক্ষান্তরে অযোনি-সম্ভবা পিতৃ-গণের মানসী-কন্যা এই কলাবতী বায়ু-গর্ভামাত্র হইয়াছিলেন এবং যথাকালে মায়াবলম্বনে তিনি বায়ু-মাত্রই প্রসব করিয়াছিলেন। তথা কলাবতীদেবী-প্রসূত-বায়ু-মাত্রে আবির্ভূতা হইয়া শ্রীমতীরাধাদেবী কেবলমাত্র আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিলেন, জানিতে হইবে।

সে যাহা হউক, শ্রীরাধাদেবীর আবির্ভাবের অনন্তর দ্বাদশাব্দ-সম-তীত হইলে, তাঁহার মাতা ও পিতা তাঁহাকে নব-যৌবনবতী অবলোকন করিয়া, রায়াণ-বৈশ্যের সহিত তদীয়-বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিলেন। শ্রীমতীরাধাদেবী যখন দেখিলেন যে, রায়াণ-বৈশ্যের সহিত তাঁহার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল, তৎকালে তিনি মাতা ও পিতার গৃহে নিজ-ছায়াকে সংস্থাপিতা করিয়া, স্বয়ং তথা হইতে অন্তর্হিতা হইলেন এবং সেই রাধা-ছায়ার সহিত রায়াণ-বৈশ্যের বিবাহ-কার্য্য যথাসময়ে সুসম্পন্ন হইল।

এই বিবাহ-কার্য্যের অবসানে দুইটী বৎসর বিগত হইলে, অর্থাৎ আমাদের এই রাই-কিশোরী-রাধারাণী পঞ্চদশ-বর্ষে পদার্পণ করিলে, "জগাম গোকুলং কৃষ্ণঃ, শিশুরূপী জগৎপতিঃ" জগৎপালক-শিশুরূপী শ্রীকৃষ্ণ কংস-ভীতি-চ্ছলে গোকুলে গমন করিলেন।

যিনি কৃষ্ণমাতা যশোদা নামে বিখ্যাতা হইয়াছিলেন, রায়াণ-বৈশ্য তাঁহারই সহোদর ভ্রাতা; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কে সাক্ষাৎ মাতুল। যদিচ এই রায়াণ গোলোকে গোপ-কৃষ্ণেরই অংশ-স্বরূপে অবস্থিত ছিলেন, তথাপি ইহলোকে কৃষ্ণ-মাতা যশোদার সহোদর-ভ্রাতৃত্ব-স্বীকার-পূর্ব্বক তিনি যে সম্বন্ধতঃ শ্রীকৃষ্ণের মাতুল হইয়াছিলেন, তাহা সকলকে স্বীকার করিতেই হইবে। অপিচ, শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কে সাক্ষাৎ মাতুল-রায়াণের পরিণীতা-পত্নী রাধা-ছায়ার সহিত শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিয়াছিলেন, একথা সত্যসম্বদ্ধা নহে। কারণ, প্রমাণভূত শাস্ত্রের পর্য্যালোচনাবশে অবগত হওয়া যায় যে, বিশাল-বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বিধি স্বয়ং ব্রহ্মা যথাবিধি মন্ত্র-পাঠ-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের হস্তে কন্যারূপিণী-ছায়াধার-ভূতা-প্রকৃতা-রাসেশ্বরী-শ্রীমতীরাধাদেবীকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন এবং এই কমলাসনদেবই পুণ্যময়-বৃন্দাবনের বনে বনে বৃন্দাবন-চন্দ্র-শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীমতীরাধাদেবীর বিহারকার্য্য সম্পাদন করাইয়াছিলেন। এবিষয়ে শাস্ত্র বলিতেছেন যে, "কৃষ্ণেন সহ রাধায়াঃ, পুণ্যে বৃন্দাবনে বনে। বিহারং কারয়ামাস বিধিনা জগতাং বিধিঃ। স্বয়ং রাধা হরেঃ ক্রোড়ে, ছায়া রায়াণ-মন্দিরে।"

সে যাহা হউক, দ্বাপর-যুগের তৃতীয়-পাদাবসানে ভূতধাত্রী-ভূমি-দেবীর ভারাবতরণ-কল্পে এই ভারতবর্ষে নন্দ-গোকুলে অবতীর্ণ হইয়া, গোলোকনাথ-শ্রীকৃষ্ণদেব কিঞ্চিৎকালযাবৎ পুণ্যময়-বৃন্দাবনের প্রতি-বনে শ্রীমতীরাধিকাদেবীর সহিত বিহার করিয়াছিলেন এবং সুদামা-গোপের শাপবশে শত-বার্ষিক-বিচ্ছেদাবসর উপস্থিত হইলে, গোকুল ও বৃন্দাবনকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া, মথুরায় গমন ও কংসবধ-প্রভৃতির অনন্তর ভূভারহরণ-লক্ষণ অবতার কার্য্য-সম্পাদনান্তে স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণদেব শ্রীমতীরাধিকাদেবীর সহিত যখন

গোলোকে আরোহণ করিয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে ষট্-ত্রিংশৎ-লক্ষ-কোটি গোপী ও তৎ-সমান-সংখ্যক-গোপ ভব-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া, গোলোকে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীমতীরাধিকাদেবীর অনুত্তম উপাখ্যানের উপসংহারকালে অবশিষ্ট-বক্তব্য এই যে, বৃষভানু ও নন্দ গোলোকে গমন করিলেন, তথা অন্যান্য-গোপ, বা গোপীগণ যাঁহারা গোলোক হইতে ভূর্লোকে সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেও গোলোকে আরোহণ করিলেন। "ছায়া গোপাশ্চ গোপ্যশ্চ, প্রাপুর্ম্মুক্তিঞ্চ সন্নিধৌ। দ্রোণঃ প্রজাপতির্নন্দো, যশোদা তৎপ্রিয়া ধরা। বসুদেবঃ কশ্যপশ্চ, দেবকী চাদিতিঃ সতী। দেব-মাতা দেব-পিতা, প্রতিকল্পে স্বভাবতঃ। পিতৃণাং মানসীকন্যা, রাধা-মাতা কলাবতী। বসুদামাপি গোলোকাদ্ বৃষভানুঃ সমাযযৌ।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে দশম অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

একাদশ অধ্যায়

চতুর্থী-প্রকৃতি-মানিনী-শ্রীমতীরাধাদেবীর চরিত্র-সূত্র-কথা সঙ্ক্ষেপে কীর্ত্তন করিয়া, অধুনা আমি পঞ্চমী-প্রকৃতি-শ্রীমতীগণেশজননীদুর্গাদেবীর চরিত্র সূত্র-কথা-কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইতেছি। "দৈত্যনাশার্থ-বচনো দকারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। উকারো বিঘ্ন-নাশস্য বাচকো বেদ-সম্মতঃ। রেফো রোগঘ্ন-বচনো, গশ্চ পাপঘ্ন-বাচকঃ। ভয়-শত্রুঘ্ন-বচনশ্চাকারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। স্মৃত্যুক্তিশ্রবণাদ্ যস্যাস্তে নশ্যন্তি চ নিশ্চিতম্। অতো দুর্গা মহাশক্তির্হরিণা পরিকীর্ত্তিতা। বিপত্তিবাচকো দুর্গশ্চাকারো নাশ-বাচকঃ। দুর্গং নশ্যতি যা নিত্যং, সা চ দুর্গা প্রকীর্ত্তিতা। দুর্গো দৈত্যেন্দ্রবচনশ্চাকারো নাশ-বাচকঃ। তং ননাশ-পুরা তেন, বুধৈর্দুর্গা প্রকীর্ত্তিতা।" এই মাহেশী-মহাশক্তি-স্বরূপা গণেশজননী-দুর্গা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী স্বয়ং শিবরূপা হইয়া, শিব-প্রিয়ারূপে অবস্থিতি করিতেছেন। পূর্ণ-ব্রহ্ম-স্বরূপিণী এই শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী সদাকাল ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্রাদি-দেব, তথা মুনি-মহর্ষি-দেবর্ষি-ব্রহ্মর্ষি-মনু-মানব-দানবাদি-কর্ত্তৃক পরিপূজিতা হইয়া, সর্ব্বাধিষ্ঠাত্রীপরমা-দেবীরূপে অবস্থিতি করিতেছেন।

মাহেশ্বরী-মহামায়া-গণেশ-মাতা এই শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে যোগীন্দ্রগণ "ধর্ম্ম-সত্য-পুণ্য কীর্ত্তি-যশো-মঙ্গল-দায়িনী। সুখ-মোক্ষ-হর্ষ-দাত্রী, শোকার্ত্তি-দুঃখ-নাশিনী। শরণাগত-দীনার্ত্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণা" সনাতনী-ব্রহ্মরূপা জানিয়া, সততকাল তদীয়-শ্রীচরণ-যুগলের সেবা করিয়া থাকেন। কিঞ্চ, সর্ব্বশক্তি-স্বরূপা, সর্ব্ব-জাতীয়-তেজো-নিচয়ের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতারূপা, পরমেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবের শক্তি-স্থানীয়া, সিদ্ধি-প্রদ-দেবগণেরও ঈশ্বরী-ভূতা, স্বয়ং সিদ্ধ-রূপা ও সর্ব্ব-সিদ্ধি-প্রদায়িনী এই গণেশ-জননী-দুর্গা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী সর্ব্ব-ভূতে সর্ব্ব-জীবে "বুদ্ধির্নিদ্রা ক্ষুৎ পিপাসা, চ্ছায়া তন্দ্রা দয়া স্মৃতিঃ। জাতিঃ ক্ষান্তিশ্চ শান্তিশ্চ, কান্তি-

ভ্রান্তিশ্চ চেতনা। তুষ্টিঃ পুষ্টিস্তথা লক্ষ্মীর্বৃত্তির্মাতা তথৈব চ।" ইত্যাদি-সর্ব্ব-শক্তি-স্বরূপে অবস্থিতা হইয়া, সর্ব্ব-সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহ করিতেছেন।

পরমাত্মা-পরম-মহেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবের সর্ব্ব-শক্তি-স্বরূপা এই শ্রীগণেশ-জননী-দুর্গা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর দুই চারিটী গুণ, বা দুই দশটী শক্তির উল্লেখ-মাত্র আমি এখানে করিলাম বটে; কিন্তু এই অনন্তা ও অনন্ত-গুণ-শক্তি-সম্পন্না-শ্রীমতীগণেশ-জননী-দুর্গাপার্ব্বতীদেবীর যে সকল-গুণ শ্রুতি-শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, শ্রুত সেই সকল-গুণের তুলনায় ইহা অতিস্বল্প-মাত্রই জানিতে হইবে। এই পঞ্চমী-প্রকৃতি-শ্রীমতীগণেশ-জননী-দুর্গা-পার্ব্বতীদেবীর কথা আমি এই একবৎসরকাল যাবৎ কথন করিতেছি এবং ইচ্ছা করিলে, এই পঞ্চমীপ্রকৃতি-শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীর চরিত্র-সূত্রাবলম্বনে আরও কত কথা বলা যাইতে পারে সত্য; কিন্তু বর্দ্ধিত-গ্রন্থের কলেবরের অকারণে পুনশ্চ বৃদ্ধি-সাধন করিয়া, লাভ কি আছে? এই জন্যই আমি "গণেশ-জননী-দুর্গা"-দেবীর চরিত্র-সূত্র-কথা-কথন-প্রসঙ্গে গণেশ-জননীভাব-প্রদর্শন-কল্পে সর্ব্ব-বিঘ্ন-বিনাশন, সর্ব্বাগ্রে পূজনীয় গজানন-শ্রীগণেশদেবের উৎপত্তি ও গজ-মস্তকপ্রাপ্তি-প্রভৃতি-চরিত-কথা-কীর্ত্তনে এস্থলে বিরত হইলাম।

সে যাহা হউক, অধুনা আমি প্রকৃতি-চরিত্র-সূত্র-কথার আলোচনা-প্রসঙ্গে উপযোগিতা অনুভব করিয়া, কথিতা-পরিপূর্ণতমা এই পঞ্চবিধা-প্রধানভূতা-প্রকৃতিদেবীর অংশরূপা, কলারূপা, তথা কলাংশাংশ-সমুদ্ভবা যে সকল-দেবী ও অন্যান্য-জাতীয়-যোষিদ্‌গণ প্রতিবিশ্বেই যথা কালে আবির্ভূত হইয়া, নিজ-নিজ-স্থান অধিকার করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যে যে দেবী প্রধানাংশরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাদের অতিসঙ্ক্ষিপ্ত-চরিত-সূত্র-কথা-কীর্ত্তন করিতেছি, ভক্ত-সজ্জন-মহোদয়গণ, শ্রবণ করুন।

প্রধানা এই গণেশ-জননী-দুর্গা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর পূর্ব্বরূপভূতা-শ্রীমতীসতীদেবীর অংশে হিমালয়-গৃহে মেনকাদেবীর গর্ভে সমুৎপন্না, দ্রবময়-বিষ্ণু-বিগ্রহ-সম্পর্কবশে দ্রবময়ী, সনাতনী, ভুবন-পাবনী,

পতিতোদ্ধারিণী, পাপি-জনগণের পাপোপদাহ-কল্পে জ্বলদিন্ধন-স্বরূপিণী, দর্শন-স্পর্শন-স্নান-পান-দ্বারা নির্ব্বাণ-পদ-দায়িনী, স্বর্গাদিব্রহ্ম-লোকান্ত-স্থানে প্রস্থান-কল্পে বৈজয়ন্তী, বা সুখারোহণ-সোপান-শ্রেণী-প্রদর্শন-কল্পে পতাকা-স্বরূপিণী, "পবিত্ররূপা তীর্থানাং, সরিতাঞ্চ পরা বরা। শম্ভু-মৌলি-জটা-মেরু-মুক্তা-পংক্তি-স্বরূপিণী। তপঃ-সম্পাদনী সদ্যো, ভারতে চ তপস্বিনাম্। শঙ্খ-পদ্ম-ক্ষীর-নিভা, শুদ্ধ-সত্ত্ব-স্বরূপিণী। নির্ম্মলা নিরহঙ্কারা, সাধ্বী শঙ্কর-গেহিনী।" শ্রীমতীগঙ্গাদেবী শ্রীমতী-বসুধাদেবীর শৃঙ্গারহারাবলী, মদন-মথনমৌলের্মালতীপুষ্পমালা", অথবা মোক্ষলক্ষ্মী-জয়-পতাকারূপে অবস্থিতি করিতেছেন।

তথা প্রধানাংশ-স্বরূপা, বিষ্ণু-পাদস্থিতা, পুষ্প-সকলের সারভূতা, পুণ্যদা, পবিত্রতরা, কলি-কলুষরূপ-শুষ্কেন্ধন-সকলের দাহনার্থে অগ্নি-স্বরূপিণী, বিষ্ণু-ভূষণরূপা, বিষ্ণুকামিনী-শ্রীমতীতুলসীদেবী অদ্যাপি নিজ-ভক্তজনগণের প্রতি দর্শন-স্পর্শন-দ্বারা নির্ব্বাণ-ফল-দায়িনী, তথা তপঃ-সঙ্কল্প-পূজাদির সদ্যঃ সফলতা-সম্পাদনীরূপে কল্প-বৃক্ষাকারে এই ভারত-ভূমণ্ডলে অবস্থিতি করিতেছেন। তথা প্রধানাংশ-স্বরূপা, কশ্যপা-ত্মজা, শ্রীশঙ্করদেবের প্রিয়শিষ্যা, মহাজ্ঞান-বিশারদা, নাগেশ্বর অনন্তের ভগিনী, সর্ব্ব-নাগজন-পূজিতা, নাগজনের ঈশ্বরী, নাগজনের মাতা, সর্ব্ব-নাগ-সুন্দরীবরা, নাগ-বাহিনী, নাগেন্দ্রগণ-পরিবৃতা, নাগ-ভূষণ-ভূষিতা, নাগেন্দ্র-বন্দিতা, সিদ্ধ-যোগিনী, নাগ-লোক-নিবাসিনী, তপঃ-স্বরূপা, তপঃ-ফল-দাত্রী, স্বয়ং তপস্বিনী, তপস্বিনী-জন-পূজ্যা, সর্প-মন্ত্রাধিদেবী, ব্রহ্ম-তেজঃ-প্রাচুর্য্য-বশতঃ প্রজ্বলিত-কলেবরা, ব্রহ্ম-বিভাবন-তৎপরা, জরৎকারু-মুনির পত্নী, তপস্বি-জনগণের প্রবর আস্তিক-মুনির মাতা-শ্রীমতীমনসাদেবী অদ্যাপি এই ভারত-ভূভাগে পরিপূজিতা হইতেছেন।

এইরূপ প্রধানাংশ-স্বরূপা, মাতৃকা-জনগণ-মধ্যে পূজ্যতমা, প্রতি-বিশ্বেই শিশু-সন্তানগণের প্রতিপালন-কারিণী পুত্র-পৌত্র-প্রদাত্রী, জগদ্-ব্রহ্মাণ্ড-নিচয়ের ধাত্রী, ভর্ত্তৃ-সমীপে সততই সুন্দরী, যুবতী ও রমণীয়তরা-কৃতি-সম্পন্না, শিশুগণ-সমীপে বৃদ্ধরূপা, পরমা-যোগিনী, দ্বাদশ-মাসে দ্বাদশধা প্রতিপূজিতা, সূতিকাগারে জাত-শিশুর ষষ্ঠ-দিবসে সম্পূজনীয়া,

একবিংশ-দিবস-কৃত-পূজনে বিশিষ্টতর-কল্যাণ-দায়িনী, নিত্যা ও কাম্যা-রূপে শশ্বন্নিয়মিতা, শিশুগণের প্রতিপালন-কল্পে মাতৃরূপা, দয়ারূপা ও শশ্বদ্রক্ষণ-কারিণী, জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষতলে শিশুদিগের স্বপ্ন-গোচরা, প্রকৃতির ষষ্ঠাংশরূপতা-প্রযুক্ত ষষ্ঠীদেবীরূপে পরিচিতা, তপস্বিনী, দেব-সেনাপতি-কার্ত্তিকেয়দেবের কামিনী, দেবসেনাদেবী অন্যান্য-কল্পের ন্যায় বর্ত্তমান-কল্পেও শিশুগণের অশেষ উপকার-সাধন করিতেছেন।

অপরা প্রধানাংশ-স্বরূপা প্রকৃতিদেবীর মুখ-সম্ভূতা, সর্ব্বদা সর্ব্ব-মঙ্গল-প্রদা, সৃষ্টিকালে মঙ্গলরূপা, সংহারকালে কোপরূপিণী, অতএব পণ্ডিতগণ-কর্ত্তৃক মঙ্গল-চণ্ডী-নামে পরিকীর্ত্তিতা যে দেবী প্রতিবিশ্বে প্রতি মঙ্গলবারে যোষিদ্‌গণ-কর্ত্তৃক পঞ্চোপচারসহ ভক্তি-পূর্ব্বক পরি-পূজিতা হইয়া, তাঁহাদিগকে পুত্ত্র-পৌত্ত্র-ধন, তথা ঐশ্বর্য্য, যশঃ ও মঙ্গল দান করিয়া থাকেন, "শোক-সন্তাপ-পাপার্ত্তি-দুঃখ-দারিদ্র্য-নাশিনী" সেই মঙ্গল-চণ্ডিকাদেবী যদিচ সর্ব্ব-জাতীয়-যোষিদ্‌গণের প্রতি পরিতুষ্ট-মানসে সর্ব্ববিধ-বাঞ্ছিতার্থ-প্রদান করিয়া থাকেন সত্য; তথাপি ইহাও অবগত হওয়া উচিত যে, এই মাহেশ্বরী-শ্রীমতী-মঙ্গল-চণ্ডীদেবীই যদি কোন কারণে রুষ্টা হন, তবে ইনি ক্ষণ-কালমধ্যেই এই বিপুল-বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সংহারও সাধন করিতে পারেন।

অপরা প্রধানাংশ-স্বরূপা কমল-লোচনা-শ্রীমতীকালীদেবীর চরিত্ত্র-সূত্ত্র-কথা কীর্ত্তন করিতে হইলে, এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, দৈত্য-প্রবর-শুম্ভ ও নিশুম্ভের সহিত সম্মুখ-সমরে শ্রীমতীদুর্গাদেবীর ললাট-দেশ হইতে সম্ভূতা, শ্রীমতীদুর্গাদেবীর অর্দ্ধাংশ-স্বরূপা, তেজো-গুণোৎ-কর্ষে তৎ-সমানা, "কোটি-সূর্য্য-প্রভা-মুষ্ট-পুষ্ট-জাজ্বল্য-বিগ্রহা," সর্ব্ব-শক্তি-প্রধানা, অত্যন্ত-বলবতী, সর্ব্ব-সিদ্ধি-প্রদা, পরমা-সিদ্ধ-যোগিনী, ব্রহ্মাদি-দেব-মুনি-মনু-মানবাদি-কর্ত্তৃক স্তূয়মানা, তথা পূজিতা হইয়া, তাঁহাদিগের প্রতি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-পর্য্যন্ত-প্রদানে পটীয়সী, নিশ্বাস-মাত্ত্র-সাহায্যে সর্ব্ব-ব্রহ্মাণ্ড-সংহারে সমর্থা, লোক-রক্ষণ-কল্পে দৈত্যগণ-সহ রণ-লক্ষণ-ক্রীড়ায় অত্যন্ত-কুশলিনী, বিক্রমে ও গুণে

বিষ্ণুদেব অপেক্ষাও অধিকতর উৎকর্ষ-শালিনী, সনাতনী এই সর্ব্ব-জন-সুপরিচিতা-শ্রীমতীভগবতীকালীদেবী লোক-রক্ষণার্থ অদ্যাপি দানব-দলনীরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। তথা প্রকৃতিদেবীর প্রধানাংশ-স্বরূপা, সর্ব্ব-শস্য-প্রসূতিকা, রত্নাকরা, রত্ন-গর্ভা, সর্ব্ব-রত্নাকরাশ্রয়া, প্রজা ও প্রজেশ্বরগণ-কর্ত্তৃক সদাকাল পূজিতা ও বন্দিতা, সর্ব্বোপজীব্য-রূপা, সর্ব্ব-সম্পদ্-বিধায়িনী এই বসুন্ধরাদেবী সর্ব্বাধারভূতা হইয়া, অবস্থিতি করিতেছেন। পক্ষান্তরে এই বসুন্ধরাদেবী যদি না থাকিতেন, তবে এই চরাচর-সমস্ত-জগৎ নিরাধারতা-প্রযুক্ত অবশ্যই বিনাশ-প্রাপ্ত হইত। এই আমি পরিপূর্ণতমা-পঞ্চবিধা-প্রকৃতির-স্বরূপ-কীর্ত্তনের অনন্তর প্রধানাংশ-স্বরূপা-গঙ্গাদি-প্রকৃতি-নিচয়ের যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত-চরিত্র-সূত্র-কথা কথন করিলাম।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে একাদশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

দ্বাদশ অধ্যায়

অধুনা আমাকে প্রধানাংশ-স্বরূপা-গঙ্গাদি-প্রকৃতিদেবীর চরিত্র-সূত্র-কথা-কীর্ত্তনাবসান-সময়-প্রাপ্ত-কলা-স্বরূপা-প্রকৃতি-সংহতির চরিত্র-সূত্র-কথা কীর্ত্তন করিতে হইবে; সুতরাং পাঠক-মহোদয়গণ! আমি সম্প্রতি আপনাদিগ-কর্ত্তৃক সাদরে দীয়মান অবধান-প্রার্থনা করিতেছি। প্রধানাংশ-স্বরূপাতিরিক্ত-কলারূপা যে যে প্রকৃতিদেবী আছেন এবং ঐ সকল-প্রকৃতিদেবী যাঁহার যাঁহার পত্নীরূপে অবস্থিতি-পূর্ব্বক জগতের যে যে কার্য্য-সম্পাদন করিতেছেন, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রকারগণ অতিসঙ্ক্ষিপ্ত এইরূপ বিবরণ করিয়াছেন যে, লোক-ত্রিতয়ে পূজিতা-বিশ্রুতা-শ্রীমতী-স্বাহাদেবী শ্রীমান্ অনলদেবের পত্নীরূপে অবস্থিতি-পূর্ব্বক দেবগণের যজমানজন-দত্ত-হবি-গ্রহণে সাহায্য-দান করিতেছেন। কারণ, বহ্নি-জায়া-স্বাহাকারের অভাবে অর্থাৎ যে সকল-হবিঃ স্বাহোচ্চারণ-পূর্ব্বক প্রদত্ত হয় নাই, দেবগণ তাদৃশ-স্বাহাকার-বর্জ্জিত-হবি-গ্রহণে কদাচ সমর্থ নহেন।

সর্ব্বত্র বিশ্রুতা ও পূজিতা দীক্ষা ও দক্ষিণা-নাম্নী দুইটী দেবী শ্রীমান্ যজ্ঞদেবের প্রথমা ও অন্তিমা-পত্নীরূপে অবস্থিতি-পূর্ব্বক সর্ব্ব-কর্ম্ম-সাফল্য-সম্পাদন করিতেছেন। অন্যথা অর্থাৎ দীক্ষা ও দক্ষিণার অভাবে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে কর্ম্ম-পরায়ণ-জনগণের অনুষ্ঠিত-যাবতীয়-কর্ম্মই নিষ্ফল হইয়া যাইত। মুনি, মনু ও মানবগণ-কর্ত্তৃক পূজিতা স্বধাদেবী পিতৃগণের পত্নীরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। কিন্তু, এই স্বধাদেবী যদি না থাকিতেন, তবে নিশ্চিতই পিতৃ-দান নিষ্ফল হইয়া যাইত। প্রতিবিশ্বে প্রপূজিতা-স্বস্তিদেবী শ্রীমান্ পবনদেবের পত্নীরূপে অবস্থিতা হইয়া, আদান ও প্রদান-কার্য্যের সফলতা-সম্পাদন করিতে-ছেন। এই বায়ু-পত্নী-শ্রীমতীস্বস্তিদেবী যদি না থাকিতেন, তবে

নিশ্চিতই জগন্মণ্ডলে আদান-প্রদান-কার্য্য একেবারে নিষ্ফল হইয়া যাইত।

জগতীতলে পূজিতা-পুষ্টিদেবী শ্রীগণপতিদেবের পত্নীরূপে অবস্থিতি-পূর্ব্বক স্ত্রী ও পুরুষ-জন-সকলের পোষণ-কার্য্য-সম্পাদন করিতেছেন। অন্যথা অর্থাৎ এই শ্রীমতী-পুষ্টিদেবীর অভাবে জগতীতলস্থ-যাবতীয়-স্ত্রী ও পুরুষগণের পরিক্ষীণতা অবশ্যম্ভাবিনী হইত। ত্রিভুবন-বন্দিতা-ত্রিলোক-পূজিতা-শ্রীমতীতুষ্টিদেবী ভগবান্ অনন্ত-দেবের পত্নীরূপে অবস্থিতি-পূর্ব্বক সর্ব্বদা সর্ব্বলোকের তুষ্টি-কার্য্যে সহায়তা করিতেছেন। অন্যথা অর্থাৎ শ্রীমতীতুষ্টিদেবী যদি না থাকিতেন, তবে এই সমস্ত-লোক কদাপি সর্ব্বতঃ সন্তোষ-লাভে সমর্থ হইত না। সুর-নর-পূজিতা-শ্রীমতীসম্পত্তিদেবী শ্রীমান্ ঈশানদেবের পত্নীরূপে অবস্থিতা হইয়া, সর্ব্ব-লোকের দারিদ্র্য-দুঃখ দূরীকৃত করিতেছেন। অন্যথা অর্থাৎ এই শ্রীমতীসম্পত্তিদেবী যদি না থাকিতেন, তবে বিশ্বস্থ-লোক-সকল কদাপি যথাসম্ভব দারিদ্র্য-দুঃখ-দূরীকরণে সমর্থ হইত না।

"সর্বৈঃ সর্ব্বত্র পূজিতা" শ্রীমতীধৃতিদেবী ভগবান্ কপিলদেবের পত্নীরূপে অবস্থিতি-পুরঃসর লোক-সকলকে ধৈর্য্য-দান করিতেছেন। অন্যথা অর্থাৎ এই ধৃতিদেবী যদি না থাকিতেন, তবে অনন্ত-জগতের এই সমস্ত-লোক নিতান্ত অধৈর্য্যগ্রস্ত-হৃদয়ে জীবন-কাল-যাপন করিতে বাধ্য হইত। সাধ্বী, সুশীলা, সর্ব্বত্র পূজিতা-শ্রীমতীক্ষমাদেবী ধর্ম্মরাজ-যমের পত্নীরূপে অবস্থিতি-পূর্ব্বক লোক-সকলের মত্ততা, বা রোষভাব বিদূরিত করিতেছেন। অন্যথা অর্থাৎ শ্রীমতীক্ষমাদেবী যদি না থাকিতেন, তবে এই জগদ্-ব্রহ্মাণ্ডের লোক-সকল নিতান্তই সমুন্মত্ততা, বা রুষ্টভাব ধারণ করিত। ক্রীড়াধিষ্ঠাত্রীদেবী-সতী-শ্রীমতীরতিদেবী কামদেবের পত্নীরূপে অবস্থিতা হইয়া, লোক-সকলকে ক্রীড়া-কৌতুক-যুক্ত করিতেছেন। অন্যথা অর্থাৎ শ্রীমতীরতিদেবী যদি না থাকিতেন, তবে নিশ্চিতই এই লোক-সকল ক্রীড়া-কৌতুক-বিহীন হইয়া থাকিত।

সর্ব্ব-জগজ্জন-প্রিয়া-ত্রিলোক-পূজিতা-সতী-শ্রীমতীসূক্তিদেবী শ্রীমান্ সত্যদেবের পত্নীরূপে অবস্থিতি-পূর্ব্বক সর্ব্বজগন্নিবাসি-জনগণকে

সতত-কাল বন্ধুতা ও সৌহার্দ্দ-সূত্রে সংযুক্ত করিতেছেন। অন্যথা অর্থাৎ এই সূক্তিদেবীর অভাবে সর্ব্ব-জগতের অধিবাসি-বর্গ সদা-কাল বন্ধুতা, বা সৌহার্দ্দ-রহিতাবস্থায় কালযাপন করিতে বাধ্য হইত। সতী-প্রবরা, ত্রিলোক-পূজিতা, সর্ব্ব-জগৎ-প্রিয়া-শ্রীমতীদয়াদেবী মোহ-পত্নীরূপে অবস্থিতি-পূর্ব্বক সর্ব্ব-জগজ্জনগণকে সদয়ভাবাপন্ন করিতেছেন। অন্যথা অর্থাৎ দয়াদেবীর অভাবে সর্ব্বত্র এই সমস্ত-লোকই নিতান্ত-নিষ্ঠুরভাবে দিনাতিপাত করিতে বাধ্য হইত। ত্রিলোক-পূজিতা-পুণ্যরূপা-শ্রীমতীপ্রতিষ্ঠাদেবী সর্ব্বত্র ধন্য-ধন্যবাদার্হ-পুণ্যদেবের পত্নীরূপে অবস্থিতি-পূর্ব্বক এই সমগ্র-জগন্মণ্ডলকে সজীব করিয়া রাখিয়াছেন। অন্যথা অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাদেবীর অভাবে অবশ্যই এই নিখিল-বিশ্ব-প্রপঞ্চ জীবন্মৃতপর প্রতিভাত হইত। সর্ব্বত্র ধন্যা, মান্যা, ও পূজিতা-শ্রীমতীকীর্ত্তিদেবী সুকর্ম্ম-পত্নীরূপে অবস্থিতি-পূর্ব্বক সমগ্র-সংসারকে যশোযুক্ত করিতেছেন। অন্যথা অর্থাৎ কীর্ত্তিদেবী যদি না থাকিতেন, তবে নিশ্চিতই এই সমগ্র-জগৎ যশোহীনাবস্থায় মৃতের ন্যায় প্রতিভাত হইত।

প্রথমতঃ পূজিতা, পশ্চাৎ সর্ব্ব-সঙ্গতা-শ্রীমতীক্রিয়াদেবী উদ্যোগ-পত্নীরূপে অবস্থিতি-পূর্ব্বক সম্পূর্ণ-সংসার-মণ্ডলকে সচেতন, সমুন্নত, ঐশ্বর্য্য-মণ্ডিত, বা অভ্যুদয়-যুক্ত করিতেছেন। অন্যথা অর্থাৎ এই ক্রিয়া-দেবীর অভাবে সমগ্র-জগৎ সমুচ্ছন্নপ্রায় প্রতীত হইত। সর্ব্ব-ধূর্ত্তজন-পূজিতা-তামসী-মিথ্যাদেবী অধর্ম্ম-পত্নীরূপে অবস্থিতি-পূর্ব্বক এই সমগ্র-সংসারকে সর্ব্ববিধ-সাজ-সজ্জায় সুসজ্জিত ও বৈচিত্র্য-পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। অন্যথা অর্থাৎ এই অধর্ম্মপত্নী-মিথ্যাদেবী যদি না থাকিতেন, তবে অবশ্যই বিধি-নির্ম্মিত এই সমগ্র-সংসার বৈচিত্র্য-বিহীন ও উচ্ছন্ন-প্রায় প্রতীয়মান হইত। কিঞ্চ, এই অধর্ম্ম-পত্নী-মিথ্যাদেবী সত্য-যুগে অদর্শনা, অর্থাৎ দৃষ্টির বহির্ভূতা ছিলেন, ত্রেতাযুগে সূক্ষ্ম-রূপিণী, অর্থাৎ সূক্ষ্মরূপে লোক-লোচনের গোচরীভূতা হইয়াছিলেন, দ্বাপরে অর্দ্ধাবয়বরূপা-সম্বৃত-কলেবরা-মিথ্যাদেবী বিস্পষ্টভাবে সর্ব্বজনের প্রত্যক্ষীভূতা হইয়াছিলেন, তথা এই মিথ্যাদেবী কলি-যুগ সমাগত হইলে,

কাল-ধর্ম্ম-বশে অত্যন্ত-ব্যাপিকা ও মহাপ্রগল্‌ভা বলিয়া, লোক-সমাজে বিখ্যাতি-লাভান্তে রণ-রঙ্গিণীর বেশে কপটনামে প্রসিদ্ধ-স্বীয়-ভ্রাতার সহিত এই জগতীতলে গৃহে গৃহে অদ্যাপি প্রতিনিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছেন।

অপিচ, উক্ত-মিথ্যাদেবীর ভ্রাতা-কপটের পত্নীরূপে অবস্থিতি-পূর্ব্বক শ্রীমতীশান্তি ও লজ্জাদেবী সর্ব্ব-জগন্মণ্ডলের উন্মত্ততা দূরীভূতা করিতেছেন। অন্যথা অর্থাৎ মিথ্যা-ভ্রাতা-কপটের সুশীলা, সর্ব্বত্র পূজিতা, উক্ত-শান্তি ও লজ্জানাম্নী দুইটী পত্নী যদি জগতীতলে অব-স্থিতি না করিতেন, তবে অবশ্যই শান্তি ও লজ্জা-বিহীন-সম্পূর্ণ-জগৎ উন্মত্তপ্রায় পরিলক্ষিত হইত। সর্ব্বত্র পূজিতা, তথা বিদ্বজ্জন-সমাদৃতা-বাঞ্ছিতা-শ্রীমতীবুদ্ধি, মেধা, তথা স্মৃতিদেবী শ্রীমান্ জ্ঞানদেবের পত্নীরূপে অবস্থিতি-পূর্ব্বক সমগ্র-জগন্মণ্ডলের মূঢ়তা ও মৃত-সমতা দূরীকৃতা করিতেছেন। অন্যথা অর্থাৎ এই জ্ঞান-ভার্য্যা বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতিদেবী যদি এই জগতীতলে নিবসতি না করিতেন, তবে নিশ্চিতই এই চতুর্দ্দশ-ভুবন সদাকাল মূঢ় ও মৃতসম পরিদৃষ্ট হইত। কান্তিরূপা-মনোহরা-শ্রীমতীমূর্ত্তিদেবী শ্রীমান্ ধর্ম্মদেবের পত্নীরূপে অবস্থিতি-পূর্ব্বক পরমাত্মা শ্রীপরমেশ্বরদেবের ভক্তজন-হিতার্থে বিগ্রহরূপে, তথা এই নিখিল-বিশ্ব-প্রপঞ্চের তত্তৎ আকৃতিরূপে সাধারতা-সম্পাদন করিতেছেন। অন্যথা অর্থাৎ এই মূর্ত্তিদেবীর অভাবে স্বয়ং পরমাত্মা এবং এই সমস্ত-বিশ্ব অবশ্যই নিরাধারভাব ভজন করিত। কিঞ্চ, পূর্ব্বনিরূপিতা, সর্ব্বত্র শোভারূপা-মূর্ত্তিমতী-সতী-শ্রীমতীলক্ষ্মীদেবী সর্ব্বলোক-সমাজে মান্যা, ধন্যা ও পূজিতা হইয়া, কুত্রচিৎ শ্রীরূপে, কুত্রচিৎ মূর্ত্তিরূপে অবস্থিতি-পূর্ব্বক বিশ্ব-সংসারের অশেষতঃ সৌন্দর্য্য-সম্পাদন করিতেছেন। এইরূপ সিদ্ধ-যোগিনী-শ্রীমতীনিদ্রাদেবী ভগবান্ কালাগ্নিরুদ্রদেবের পত্নীরূপে অবস্থিতি-পূর্ব্বক মায়া-যোগে রাত্রি-সমুহাবসরে নিজ-রূপ-স্থানীয় অন্ধকার-সাহায্যে সমস্ত-জগৎকে সমাচ্ছন্ন করিয়া, পশ্চাৎ লোক-সকলকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকেন। কালদেবের সন্ধ্যা, রাত্রি ও দিননাম্নী তিনটী ভার্য্যা সংখ্যা-করণ-কার্য্যে সাহায্য-দান-পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছেন। এই

কাল-ভার্য্যা সন্ধ্যা, রাত্রি ও দিন যদি না থাকিতেন, তবে স্বয়ং বিধাতৃ-দেবও সংখ্যাকরণ-কার্য্যে সমর্থ হইতেন না। সর্ব্বত্র ধন্যা, মান্যা, সুপূজিতা-ক্ষুধা ও পিপাসাদেবী লোভ-পত্নীরূপে অবস্থিতি-পূর্ব্বক সমস্ত-জগন্মণ্ডলকে নিজ-প্রভাব-সাহায্যে পরিব্যাপ্ত করিয়া, নিরন্তর ক্ষোভ-যুক্ত ও চিন্তান্বিত করিতেছেন। কিন্তু, এই লোভ-পত্নী-ক্ষুধা ও পিপাসাদেবী যদি জগন্মণ্ডলে আত্ম-প্রভাব-বিস্তার না করিতেন, তবে এই সংসার-ক্ষেত্রে কেহই কাহারও বশ্যতা-স্বীকার করিত না।

শ্রীমতী-প্রভা ও দাহিকাদেবী তেজোদেবের ভার্য্যারূপে অবস্থান-পূর্ব্বক সৃষ্টি-কার্য্যে সবিশেষ-সহায়তা-দান করিতেছেন। কিন্তু, এই প্রভা ও দাহিকাদেবী তেজো-ভার্য্যারূপে যদি জগতীতলে অবস্থিতি না করিতেন, তবে নিশ্চতই সৃষ্টি-কর্ত্তা ব্রহ্মাও সৃষ্টি-কার্য্য-সম্পাদনে কদাচ সমর্থ হইতেন না। কালদেবের মৃত্যু ও জরানাম্নী দুইটী কন্যা প্রজ্বরদেবের প্রিয়তমা-প্রিয়ারূপে অবস্থিতি-পুরঃসর বিধাতৃ-পুরুষ-নির্ম্মিত-বিধি-নিয়-মানুসারে এই সমগ্র-জগন্মণ্ডলকে প্রতিনিয়ত সমুচ্ছন্ন করিতেছে। বিধির বিধানানুসারে বিধি-বিধি-পুত্র-প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া, নিরয়-নিমজ্জিত-নীচাতিনীচ-জাতি-ক্রিমিকীট-পর্য্যন্ত-সমগ্র-জীব-জগৎকে পরি-ব্যাপ্ত করিয়া, সর্ব্ব-জন-স্পৃহণীয় শ্রীমান্ সুখদেবের দুইটী প্রিয়তমা নিদ্রা-কন্যা-তন্দ্রা ও অপরা প্রীতি-নাম্নী-পত্নী অবস্থিতি করিতেছেন। সর্ব্বত্র ধন্যা, মান্যা, পূজিতা-শ্রীমতীসতী-শ্রদ্ধা ও ভক্তিদেবী মনো-নিগ্রহের প্রধান-সাধনভূত শ্রীমান্ বৈরাগ্যদেবের প্রিয়তমা-পত্নীরূপে অবস্থিতি-পূর্ব্বক সর্ব্বকালেই এই সমগ্র-জগৎকে জীবন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। এই যে সকল-কলারূপা-প্রকৃতিদেবীর কথা আমি কীর্ত্তন করিলাম, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য "অদিতির্দেবমাতা চ, সুরভী চ গবাং প্রসূঃ। দিতিশ্চ দৈত্যজননী, কদ্রুশ্চ বিনতা দনুঃ।" প্রভৃতি এই সকল "প্রকৃতেঃ কলাঃ", বা কলারূপাপ্রকৃতিও সৃষ্টি-বিধি-বিষয়ে পরমোপ-যোগিনারূপে বিবেচিতা হইয়াছেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে দ্বাদশ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

ত্রয়োদশ অধ্যায়

অপিচ, উক্তরূপ-প্রকৃতি-সকল হইতে অতিরিক্ত অপরাপর আরও বহুতর-কলারূপা-প্রকৃতির কথা শাস্ত্রে পরিশ্রুতা হইয়াছে। অতএব এস্থলে আমি পুনশ্চ কয়েকটী প্রকৃতির কথা লিপিবদ্ধা করিতেছি, পাঠক-মহোদয়গণ কিঞ্চিৎ পরিশ্রম-স্বীকার-পূর্ব্বক পাঠ করিলেই, মদীয় উদ্যম সফলতা-লাভে সমর্থ হইবে। শ্রীমন্নারায়ণদেব "কলাশ্চান্যাঃ সন্তি বহ্ব্যস্তাসু কাশ্চিন্নিবোধ মে।" এইকথা বলিয়া, শ্রীমান্ নারদদেবের প্রতি পুনশ্চ বলিয়াছেন যে, চন্দ্র-পত্নী-রোহিণী, সূর্য্য-কামিনী-সংজ্ঞা, মনু-ভার্য্যা-শতরূপা, ইন্দ্র-গেহিনী-শচী, বৃহস্পতি-ভার্য্যা-তারা, বশিষ্ঠ-পত্নী অরুন্ধতী, গৌতম-স্ত্রী অহল্যা, অত্রি-বনিতা অনুসূয়া, পিতৃগণের মানসীকন্যা, বা সুমেরু-কন্যা অম্বিকা-প্রসূ-মেনকা, কর্দ্দম-পত্নী দেবহূতি, দক্ষ-কামিনী-প্রসূতি-প্রভৃতি এবং "লোপামুদ্রা তথা-হূতিঃ, কুবের-কামিনী তথা। বরুণানী যমস্ত্রী চ, বলের্বিন্ধ্যাবলীতি চ। কুন্তী চ দময়ন্তী চ, যশোদা দেবকী সতী। গান্ধারী দ্রৌপদী শৈব্যা, সাবিত্রী সত্যবৎপ্রিয়া। বৃকভানুপ্রিয়া সাধ্বী, রাধামাতা কলাবতী। মঞ্জূদরী চ কৌশল্যা, সুভদ্রা কৈটভী তথা। রেবতী সত্যভামা চ, কালিন্দী লক্ষ্মণা তথা। জাম্ববতী নাগ্নজিতী, মিত্রবিন্দা তথা পরা। লক্ষণা রুক্মিণী সীতা, স্বয়ং লক্ষ্মীঃ প্রকীর্ত্তিতা। কলা যোজনগন্ধা চ, ব্যাস-মাতা মহাসতী। বাণ-পুত্রী তথোষা চ, চিত্রলেখা চ তৎ-সখী। প্রভাবতী ভানুমতী, তথা মায়াবতী সতী। রেণুকা চ ভৃগোর্ম্মাতা, হলি-মাতা চ রোহিণী। একানংশা চ দুর্গা সা, শ্রীকৃষ্ণ-ভগিনী সতী" ইত্যাদি "বহ্ব্যঃ সন্তি কলাশ্চৈবং, প্রকৃতেরেব ভারতে। যা যাশ্চ গ্রাম্য-দেব্যস্তাঃ, সর্ব্বাশ্চ প্রকৃতেঃ কলাঃ।" এইরূপ প্রতিবিশ্বেই অন্যান্য যোষিদ্‌গণকেও শ্রীমতীপ্রকৃতিদেবীরই কলাংশাংশসমুদ্ভূত জানিতে হইবে।

অতএব যোষিদ্গণের প্রতি প্রযুক্ত অপমান-দ্বারা প্রকৃতিদেবীরই যে অপমান, বা পরাভব সাধিত হইয়া থাকে, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। পক্ষান্তরে, বস্ত্রালঙ্কার-চন্দনাদিদ্বারা যিনি পতি-পুত্রবতী-সতী-ব্রাহ্মণীর পূজা করিয়াছেন, "প্রকৃতিঃ পূজিতা তেন, বস্ত্রালঙ্কার-চন্দনৈঃ।" বস্ত্রালঙ্কার-চন্দনাদি-সমর্পণ-দ্বারা স্বয়ং প্রকৃতিদেবীই তৎ-কর্ত্তৃক পূজিতা হইয়াছেন। তথা পুষ্প-চন্দন-বস্ত্রালঙ্কারাদি-সাহায্যে যিনি অষ্ট-বর্ষীয়া-ব্রাহ্মণ-বালিকার পূজা করিয়াছেন, বাস্তবিকপক্ষে কুমারীরূপিণী স্বয়ং প্রকৃতিদেবীই তৎ-কর্ত্তৃক পূজিতা হইয়াছেন, জানিতে হইবে। এ বিষয়ে আমি আর অধিক কি বলিব ? যে কোন জাতীয়ই হউক না কেন, স্ত্রীজন-মাত্রই যে প্রকৃতি-সম্ভূত, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই সত্য ; কিন্তু কথা হইতেছে যে, স্ত্রীজন-মাত্রই প্রকৃতি-সম্ভূত হইলেও, প্রকৃতি-গত-সত্ত্ব-রজ-স্তমোগুণ-ভেদে ঐ সকল-স্ত্রী-জনের উত্তম-মধ্যমাধম-ভেদে তিনটী বিভাগ করা যাইতে পারে এবং উক্তরূপে তিনটী ভাগ করিতে হইলে, বলা যাইতে পারে যে, "সত্ত্বাংশাশ্চোত্তমা জ্ঞেয়াঃ, সুশীলাশ্চ পতিব্রতাঃ। মধ্যমা রজসশ্চাংশাস্তাশ্চ ভোগ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। সুখসম্ভোগবত্যশ্চ, স্বকার্য্যতৎপরাঃ সদা। অধমাস্তমসশ্চাংশা, অজ্ঞাত-কুল-সম্ভবাঃ। দুর্ম্মুখাঃ কুলটা ধূর্ত্তাঃ, স্বতন্ত্রাঃ কলহপ্রিয়াঃ। পৃথিব্যাং কুলটা যাশ্চ, স্বর্গে চাপ্সরসাং গণাঃ। প্রকৃতেস্তমসশ্চাংশাঃ, পুংশ্চল্যঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। এবং নিগদিতং সর্ব্বং, প্রকৃতেঃ পরিকীর্ত্তনম্।"

এইরূপে প্রকৃতি-চরিত-সূত্র-কথা পরিকীর্ত্তিতা হইলেও, অবশিষ্ট বক্তব্য এই যে, আমাদের পূর্ব্বোদ্দিষ্ট-পঞ্চবিধ-প্রকৃতির মধ্যে শ্রীমতী-লক্ষ্মীদেবী প্রথমে মঙ্গল-নামা নরপতি-কর্ত্তৃক পূজিতা হইয়া, পশ্চাৎ দেবতা, মুনি ও মানবগণ-কর্ত্তৃক লোক-ত্রিতয়ে অদ্যাপি পরিপূজিতা হইতেছেন। শ্রীমতীসাবিত্রীদেবীও প্রথমে লোকপিতামহ-ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক পূজিতা হইয়া, তৎপশ্চাৎ দেবতা, মুনি ও মানবগণ-কর্ত্তৃক লোক-ত্রিতয়ে অদ্যাপি পরিপূজিতা হইতেছেন। শ্রীমতীসরস্বতীদেবীও প্রথমে কমলাসনদেব-কর্ত্তৃক পূজিতা হইয়া, তৎ-পশ্চাৎ সুর, মুনি ও মানবগণ-কর্ত্তৃক ভক্তি-পূর্ব্বক লোক-ত্রিতয়ে অদ্যাপি পূজিতা হইয়া আসিতেছেন।

শ্রীমতীরাধাদেবী প্রথমে গোলোকে রাস-মণ্ডলে কার্ত্তিক-মাসের পৌর্ণমাসী-তিথি-যোগে গোপিকা, গোপ-বালিকা, বালকগণ, গোগণ ও সুরগণ সহ শ্রীকৃষ্ণদেব-কর্ত্তৃক পূজিতা হইয়া, তৎ-পশ্চাৎ দেব, মুনি, মনু ও মানবগণ-কর্ত্তৃক ভক্তি-সহকারে অদ্যাপি লোক-ত্রিতয়ে, অথবা ভারত-ভূভাগে পূজিতা হইতেছেন। এইরূপে প্রকৃতিদেবীর কলা হইতে সম্ভূতা অপরাপরা যে সকল-কলারূপা-প্রকৃতি, তাঁহারাও গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে অদ্যাপি পূজিতা হইতেছেন।

সে যাহা হউক, এক্ষণে এস্থলে গণেশ-জননী-দুর্গাদেবী-সম্বন্ধে অপরবিধা এইরূপ সঙ্ক্ষিপ্ত-সমালোচনা হইতে পারে যে, আমাদের এই গণেশ-জননী-শ্রীমতীদুর্গাদেবীও পূর্ব্ব-বর্ণিত-প্রধান-প্রকৃতি-চতুষ্টয়ের ন্যায় এই পৃথিবীতলে পুণ্য-ক্ষেত্র-ভারতবর্ষে অদ্যাপি পূজিতা হইতেছেন। প্রকৃতি-পঞ্চক-প্রধানা-দুর্গতি-নাশিনী-শ্রীমতীদুর্গাদেবী প্রথমতঃ সুরথ-নরপতি-কর্ত্তৃক পূজিতা হইয়া, দ্বিতীয়তঃ রাবণ-বধার্থী শ্রীরামচন্দ্র-কর্ত্তৃক পূজিতা হইয়াছিলেন। তথা সূর্য্য-বংশীয়-নৃপ-মণি-শ্রীরামচন্দ্রদেব-কৃত-পূজার অনন্তর জগন্মাতা-শ্রীমতীদুর্গাদেবী লোক-ত্রিতয়ে পূজিতা হইয়াছিলেন। কিঞ্চ, আমাদের এই ত্রিজগজ্জননী-শ্রীমতীদুর্গাদেবী দৈত্য-দানবগণকে নিহত করিবার জন্য প্রথমতঃ দক্ষ-প্রজাপতি-পত্নী-প্রসূতির গর্ভে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। পশ্চাৎ দুর্গা-শ্রীমতীসতীদেবী পিতৃ-যজ্ঞ-মহোৎসবে গমন-পূর্ব্বক ভর্ত্তৃ-নিন্দাবাদ-শ্রবণে নিজ-শরীর-পরিত্যাগান্তে হিম-নগ-পত্নী-গর্ভে জন্ম-গ্রহণ-পুরঃসর অশেষ-জগদীশ্বর-শ্রীপশুপতি-দেবকে প্রাণপতিরূপে লাভ করিয়াছিলেন এবং এই দুর্গা-সতী-শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীই কালক্রমে পূর্ব্ব-বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণদেবকে গণেশ-নামে প্রসিদ্ধ-পুত্ররূপে, তথা নারায়ণ নামে প্রসিদ্ধ-শ্রীবিষ্ণুদেবকে কার্ত্তিক, বা স্কন্দ-নামে প্রথিত-পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন।

সুর-সেনাপতি তারক-হন্তা এই কার্ত্তিকেয়-নামা-পুত্রের লাভের জন্যই সম্প্রতি অশেষ-জগদীশ্বরী ও অশেষ-জগদীশ্বর-শ্রীপার্ব্বতী-শঙ্কর-দেবের বিহার সমারব্ধ হইয়াছে। বিধাতৃ-নির্ম্মিত-সর্ব্বজন-মনোমোহন-স্ত্রীরূপ অপ্রশংস্য-কৃত্যারূপই হউক, আর বহু-প্রশংসিত-বাস্তবরূপই

হউক, বিহার-কালে কিন্তু স্ত্রীজন-মাত্রেই শৃঙ্গার-নিপুণ-রতি-বিজ্ঞ কান্তকেই প্রাণাধিক-প্রিয়তম-জ্ঞানে অমৃতময়ী-দৃষ্টি-সাহায্যে অবলোকন করিয়া থাকেন। তথা স্ত্রীজন-মাত্রেই বিহারাবসরে শৃঙ্গার-বিষয়ে অকুশল-রত্যবিজ্ঞ-কান্ত রত্নপ্রদ হইলেও, তাঁহাকে "বিষদৃষ্ট্যা হি পশ্যতি", বিষময়ী-দৃষ্টি-সাহায্যে অবলোকন করিয়া থাকেন। "যো হি শৃঙ্গার-নিপুণঃ, স চ প্রাণাধিকঃ প্রিয়ঃ।" "বিষাদপ্যপ্রিয়ো বৃদ্ধো, রত্নদোঽপি চ যোষিতাম্। যুবা সর্ব্বস্ব-হর্ত্তা চেৎ, প্রাণেভ্যোঽপি পরঃ প্রিয়ঃ।" ইত্যাদি-শাস্ত্র-বচন-তাৎপর্য্য-পর্য্যালোচনা-বশেও অবগত হওয়া যাইতেছে যে, কামিনীগণ রতি-কালে রতি-শূর উত্তম-কান্তজনের প্রতিই সমধিক আস্থা-প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

কাম-বাণ-প্রপীড়িতা, দুস্তর-ঘোর-ভয়ানক-স্মরার্ণব-নিমগ্না, প্রাণসমা-প্রিয়তমাদেবীকে বিবিধ-রতি-বন্ধ-সাহায্যে অষ্ট-প্রকার, ষোড়শ-প্রকার, অথবা অষ্টাদশধা সুখ-শৃঙ্গার, বা বিপরীত-বিহার, যথাস্থান-নিরূপিত-ষট্-প্রকার-চুম্বন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সংশ্লেষ-পূর্ব্বক-ত্রিবিধ আশ্লেষণ, নখ-দন্ত-কর-সাহায্যে বিবিধরূপ-ক্রীড়া-প্রভৃতি-দ্বারা কাম-শাস্ত্র-বিশারদ-রাস-রস-রসিকেশ্বর যে কান্ত কাম-কলা-ক্রীড়া-রসানুভব-বাসনা-সমুদয়-সময়ে কর্ণধার-স্বরূপে কাম-সাগর হইতে উদ্ধৃতা করিতে পারেন, নগ্না, মুক্ত-কেশী, পীন-শ্রোণি-পয়োধরা, সুখ-সম্ভোগ-পুলকাঞ্চিত-বিগ্রহা, নখ-দন্ত-ক্ষতাঙ্গী-কান্তা তাদৃশ-কান্তজনকেই যে হীরা-হার-সার-স্বরূপে সদাকাল হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কাম-সম্ভূত-বেগ-বশে হত-চেতনা, প্রিয়জন-হৃদয়-লগ্না, কান্তজনের কপালে, কপোল-যুগলে, বা ওষ্ঠাধরে পুনঃ পুনঃ চুম্বন-পরায়ণা-কামিনীকে সবলে সাগ্রহে সাদরে সমাকর্ষণ-পূর্ব্বক যে কান্তজন সম্ভোগ-সমরে প্রবৃত্ত না হন, তাদৃশ-কান্তজনের প্রতি তাদৃশ-কামিনীজন কি কখনও সন্তুষ্ট হইতে পারেন?

পক্ষান্তরে, কমনীয়-কলেবর-কামী কান্তজন যদি প্রাণ-সমা-প্রিয়তমার নীলকান্ত-মণি-কল্পিত-কলশ-কল্প, অথবা কনক-বিরচিত-চারু-চম্পক-বর্ণাভ-বর্ত্তুল-পৃথুলোন্নত-ঘন-কঠিন-স্তন-যুগল, রম্ভা-স্তম্ভ-বিনিন্দিতা-রম্য-

তরা-সুকঠিনা-শ্রোণী, সকটাক্ষ-স্মেরানন, পুলকঞ্চিত-কপোল-প্রভৃতি-দর্শন করিয়াই কাম-মুগ্ধ-মানসে "শৃঙ্গারং দেহি চাগচ্ছ, রতিশূরান্তিকং শুভে!" এই কথা বলিয়া, অতিকামাতুরা সেই প্রিয়তমাকে কর-কমলে ধারণান্তে সবলে সমাকর্ষণ-পূর্ব্বক পরস্পর-কর্ত্তৃক হৃদয়ে হৃদয়ে সমাশ্লিষ্ট হইয়া, তদীয়-মুখ-পঙ্কজে, ওষ্ঠাধরে, কপাল, কপোল ও লোচন-যুগলে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে করিতে, সর্ব্বজন্তু-বিবর্জ্জিতাতিনিভৃত-স্থানে ঘৃত-পূর্ণ-রত্ন-প্রদীপ ও সুগন্ধ-পূর্ণ-ধূম-শিখা-শোভিত-সুমনোহর-ধূপ-স্তম্ভ-সংস্থাপন, তথা রতি-সুখকরী-শয্যা-রচনা ও কুসুম-শয়নে তাঁহার সহিত শয়ন-পুরঃসর নানাপ্রকার-শৃঙ্গার, বা বিপরীত-রতি-দ্বারা রসিকেশ্বরী-প্রিয়-তমাকে পরিতুষ্টা করিতে সমর্থ হন, তবেই নব-সঙ্গম-মূর্চ্ছিতা-কান্তা কান্তজনকে প্রাণেশ্বর-বোধে নিস্তল-স্তন-যুগলের অন্তরালে বক্ষঃ-স্থলে ধারণ করিয়া, তদীয়-মনোহর-মুখ-চন্দ্র-নিরীক্ষণ করিতে করিতে, "দাসী তবাহমিত্যেবং, সমুচ্চার্য্য পুনঃ পুনঃ।" প্রণয়-মধুরভাবে তাঁহার প্রতি প্রীতি-প্রদর্শন-বিষয়ে তৎপরা হইয়া থাকেন। অন্যথা ইহার বিপরীত ফল যে অবশ্যম্ভাবী এবং রতি-প্রার্থনা-ভঙ্গ-জনিত-কোপ-কুটিলানন-কামিনী-জনকর্ত্তৃক কান্তরূপে অভিমত-জনের যে কীদৃশ অসম্মান, অমর্য্যাদা, অবনতি, অপ্রতিষ্ঠা ও প্রভাব-পরিক্ষয় সম্ভাবিত হইতে পারে, তাহা ব্রহ্ম-মোহিনী-সংবাদ-পাঠে সবিশেষ অবগত হওয়া যাইতে পারে।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব উক্তরূপে শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-পর্য্যালোচনা-প্রসঙ্গে কামকল্পলতিকা-কামিনী-জাতির চরিত্র-সূত্র আলোচনা-সাহায্যে পূর্ব্ব-কৃত-সিদ্ধান্তানুমত-যথাযথ-তত্ত্ব অবগত হইয়া, সঞ্জাত-নিজাপরাধের নির-বশেষ-নিবারণ-কল্পে যথোচিত উপায়াবধারণ-পূর্ব্বক স্বীয়-সর্ব্বাঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সমাশ্লেষ-সম্বদ্ধা, ঘন-ঘন--চুম্বন-পরায়ণা, হৃদয়েশ্বরী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সর্ব্বাঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-ব্যাপি-মদনতাপের উল্লেখ করিয়া, মদন-দাব-দহন-দগ্ধ হৃদয়ে তাঁহাকে কহিলেন,—"তপতি তনুগাত্রি! মদনস্তামনিশং, মাং পুনর্দহত্যেব। গ্লপয়তি যথা শশাঙ্কং, ন তথা হি কুমুদ্বতীং দিবসঃ।" অর্থাৎ হে তন্বঙ্গি! মদনদেব তোমাকে সততকাল পরিতাপিতা করিতেছে মাত্র; পুনশ্চ সত্যভাষায় আমি কিন্তু বলিতে পারি যে, এই দুর্ব্বিনীত-মদন আমাকে নিরন্তরকাল অন্তরে অন্তরে দগ্ধ করিতেছে। হে পার্ব্বতি! দিবসকাল শশাঙ্ক-দেবকে যেরূপ গ্লানি-প্রাপ্ত করাইয়া থাকে, কুমুদ্বতীকে কিন্তু কোনরূপেই তাদৃশী-গ্লানি-যুক্তা করিতে সমর্থ নহে, এই কথা বলিয়া, শ্রীশঙ্করদেব পূর্ব্বোপবর্ণিত উত্তম-কান্ত-জনো-চিত-তাৎকালিক-ব্যবহারাবলম্বনে শত-বার্ষিক-বিহারাভিপ্রায়ে রত্ন-ময়-রাস-মণ্ডলের অন্তর্গত-মণি-মাণিক্য-খণ্ড-খচিত-রতি-গৃহে মালতী-মাধবী-মল্লিকা-জাতি-যূথিকা-মালা-মণ্ডিত-মৃদুল-মঞ্জুল-মধুর-রতি-সুখকর-পুষ্প-মাল্যময়-পর্য্যঙ্ক-গর্ভে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সহিত শয়ন করিলেন।

রসিকেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেব রসিকেশ্বরী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সহিত রত্ন-প্রদীপ-সংযুক্ত, রত্ন-দর্পণ-সমন্বিত, চন্দন-চর্চ্চিত-চারুচম্পকময়ী-শয্যা-সমূহে বিরাজিত, কর্পূরাদি-সমন্বিত-সুবাসিত-তাম্বূল ও বিবিধ-ভোগা-দ্রব্যে পরিপূর্ণ-রত্নময়-রতি-মন্দিরে চম্পক-কুসুম-শয্যাতলে অবস্থিতি পূর্ব্বক শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী-প্রদত্ত-তাম্বুল-চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন।

তথা শ্রীশঙ্করদেবও যখন প্রমোদমান-মানসে আনন্দভরে রাসেশ্বরী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে কর্পূরান্বিত-তাম্বূল-দান করিলেন, তৎ-কালে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীও পরম-ভক্তি-ভরে শ্রীশঙ্করদেব-প্রদত্ত-তাম্বল-ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। মদনাতুরা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী হাস্য করিতে করিতে, সত্বর কান্ত-প্রদত্ত-তাম্বূল-গ্রহণ-পূর্ব্বক যখন চর্ব্বণ করিতে-ছিলেন, তৎকালে শ্রীশঙ্করদেব শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর তাম্বূল-রাগ-রঞ্জিত-চারুতর ওষ্ঠাধরে উপর্য্যুপরি ঘন-ঘন-চুম্বন-পুরঃসর তাঁহার মুখে নিজ-চর্ব্বিত-তাম্বূল-দান করিয়া, পরিশেষে তদীয়-চর্ব্বিত-তাম্বূল-প্রার্থনা করি-লেন বটে; কিন্তু শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী নিজ-চর্ব্বিত-তাম্বূল-দানে সম্মতা না হইয়া এবং "ক্ষমা করুন," এইরূপ-প্রার্থনার অনন্তর সত্বর কুসুম-শয়ন হইতে সমুত্থিতা হইয়া, ভীত-হৃদয়ে "পপাত চরণাম্বুজে" শ্রীশঙ্কর-দেবের শ্রীচরণাম্বুজ-যুগলে পতিতা হইলেন।

ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবও তাদৃশ অবসরে সুরতোন্মুখ-মানসে সকাম-হৃদয়ে শ্রীমতীপার্ব্বতীকে করে গ্রহণ করিয়া, পুনরপি মনোহর-রতি-তল্পে তাঁহার সহিত শয়ন করিলেন এবং "শৃঙ্গারাষ্টপ্রকারঞ্চ, বিপরীতাদিকং বিভুঃ। নখ-দন্ত-করাণাঞ্চ, প্রহারঞ্চ যথোচিতম্। কামশাস্ত্রেষু যদ্গোপ্যং, চুম্বনাষ্টবিধং পরম্। কামিনীনাং মনোহারি, চকার রসিকেশ্বরঃ। অঙ্গৈরঙ্গানি প্রত্যঙ্গৈঃ, প্রত্যঙ্গানি স্মরাতুরঃ। চকারাশ্লেষণং তত্র, কামুকীনাং সুখাবহম্।" এইরূপে শ্রীগৌরীশঙ্করদেবের শত-বার্ষিক-বিহার সমারব্ধ হইলে, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী শ্রীশঙ্করদেবের এবং শ্রীশঙ্করদেব শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর মনোহরণে সচেষ্ট হইলেন। কিঞ্চ, কাম-শাস্ত্র-বিশারদ-শ্রীশঙ্করদেব স্বয়ং উপস্থিত-কাম-শাস্ত্র-প্রদর্শিত-কৌশলাবলম্বনে যেমন অবিলম্বে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর মনোহরণ করি-লেন, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীও সেইরূপ শ্রীশঙ্করদেবের মনোহরণে প্রবৃত্তা হইয়া, কাম-শাস্ত্র-প্রদর্শিত-রীতির অনুসরণ-পূর্ব্বক বিবিধরূপ-রতি-কৌশল-প্রদর্শনে তৎপরা হইলেন।

এইরূপে শ্রীগৌরীশঙ্করদেবের যে রতি-যুদ্ধ সম্প্রবৃত্ত হইল, উভয়েরই শৃঙ্গার-কুশলতা, বা রতি-রণ-নৈপুণ্য-নিবন্ধন সেই রতি-যুদ্ধের আর

বিরাম ঘটিল না। পক্ষান্তরে নব-লক্ষ-ভাগে বিভক্ত-শ্রীশঙ্করদেব নব-লক্ষ-ভাগে বিভক্ত-দেহা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সহিত সর্ব্বতঃ সুসজ্জিত-সুভূষিত-সর্ব্ববিধ-সুরত-সমরোপকরণ-দ্রব্যে পরিপূর্ণ, ধূপ-গন্ধামোদিত, রত্ন-প্রদীপ-প্রভা-প্রভাসিত-নব-লক্ষ-গৃহে যে সুরত-সমরের অনুষ্ঠান করিতে-ছিলেন, সেই সুরত-সমর হইতে সম্ভূত-বিবিধ-ভূষণ-ধ্বনি শ্রুতি-গোচর হইতে লাগিল। অর্থাৎ কদাচিৎ মণিময়-কঙ্কণ-সকলের ধ্বনি পরিশ্রুত হইল, কদাচিৎ রত্ন-রচিত-বলয়-নিচয়ের মধুর-ধ্বনি কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল, কদাচিৎ মণি-কিঙ্কিণী-সমূহের শ্রবণ-মনো-রসায়ন-রব শ্রোত্রে-ন্দ্রিয়ের আকর্ষণে রত হইল, কদাচিৎ শোভন-রত্ন-নিকর-রচিত-নূপুর-নিচয়ের মধুর-নিস্বন শ্রুতিসুখ-সম্পাদনে ব্রতী হইল।

এইরূপে কঙ্কণ-বলয়-কিঙ্কিণী, বা ক্ষুদ্র-ঘন্টিকা, তথা রত্ন-রঞ্জিত-মঞ্জু-মঞ্জীর-প্রভৃতির তুমুল-শব্দে শব্দ-যুক্ত সেই সুরত-সমরে যদিচ শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবী শ্রীশঙ্করদেবকে, তথা শ্রীশঙ্করদেব শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে পরাজিতা করিতে পারিলেন না সত্য; তথাপি শ্রীশঙ্করদেবের সহিত রতি-রণ মহোৎসবাবসরে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর ক্ষীণতর-কটিদেশস্থ-বিচিত্র-বসন-বন্ধন বিগলিত হইল, অপরবিধবেশ, বা সাজ-সজ্জা-সকল উচ্ছন্ন হইল, মানস মত্ত ও মূর্চ্ছিতভাব প্রাপ্ত হইল, কেশ-কলাপ, বা কবরী-বন্ধন পরিমুক্ত হইল, সমস্ত-শরীরাবয়ব নগ্নভাব প্রাপ্ত হইল, বিভূষণ-সকল বিচ্ছিন্ন হইল, ওষ্ঠাধর-রাগ বিলুপ্ত হইল, সীমন্ত-সিন্দুর সংলুপ্ত হইল, উজ্জ্বল-লোচন-কজ্জল স্থানভ্রষ্ট হইল, হীরক-তারক-রচিত-হার-সার স্তন-যুগলের অন্তরাল দেশ হইতে বিগলিত হইল।

তথা তাদৃশাবসরে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর ঘনোন্নত-পীন-পয়োধর-যুগলের গাত্র-গত-চিত্র-পত্রকাবলী বিমার্জ্জিতা হইল, নাসাগ্রমৌক্তিকাদি-নাসিকা-ভূষণ-সকল বিচ্ছিন্ন হইল, যুগল-গণ্ডস্থল ও ওষ্ঠাধর দশন-দষ্ট হইয়া, ক্ষতবিক্ষত হইল, শ্যাম-চুচুক-চুম্বিত-কঠিনতর-কুচ-কলশ-যুগল-গাত্রে নখরনিকর-রেখা-সমর্পিতা হইল, অনঙ্গ-রাগ-পেশল-বিশাল-লোল-লোচন-যুগল ঘন-ঘন-চুম্বন-বাহুল্য-বশতঃ মুদ্রিত হইল, কুঙ্কুম-চন্দন-রচিত-নাসা-তিলক তিলমাত্রাবশেষেও বিহীন হইল, কঞ্চুকাবরণ উন্মোচিত হইল,

সুশোভিত-পৃষ্ঠ-প্রদেশে বিলম্বিত-কেশ-কলাপ সেই সুরত-সমর-সাগরে শৈবালরূপে প্রতিভাত হইল, করভ-কর-কল্প উরু-যুগল, স্তন-যুগল ও রমণীয়তর-বিপুল-নিতম্ব-বিম্ব ঘন-ঘন-রতিরণ--প্রহার-প্রযুক্ত কম্পনযুক্ত হইল, চরণ-সরোজযুগলের যাবক-রস-রাগ বিমৃষ্ট হইল, মঞ্জু-মঞ্জীর-নিচয় অঙ্গুলী-দল হইতে বিচ্যুত হইল এবং নব-সঙ্গম-সঙ্গতা স্বয়ং শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীও সম্ভোগ-সুখসাগরে নিমজ্জিতা হইলেন।

রসিকেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেব অষ্টবিধ-রতি-বন্ধের অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক অষ্টধা মৈথুনান্তে অষ্ট-স্থানে অষ্টবিধ-চুম্বন ও বিপরীত-রতি-দ্বারা রসিকেশ্বরীর সন্তোষ-সম্পাদন করিয়া, তথা যথোচিত-রীতি অনুসারে কখনও নখক্রীড়া, কখনও করক্রীড়া, কখনও দন্তক্রীড়া, কখনও বা কাম-শাস্ত্রে গোপ্যতম, কামিনী-জন-মনোহর, কামুক-জন-সুখাবহ, প্রতি অঙ্গের সহিত প্রতি অঙ্গ, প্রতি প্রত্যঙ্গের সহিত প্রতি প্রত্যঙ্গ-সংশ্লেষ-পুরঃসর গাঢ়তর আশ্লেষণ-প্রভৃতি-সাহায্যে প্রিয়তমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে আশার অতিরিক্ত-সম্ভোগ-সুখ-সৌভাগ্য-দান করিয়া, তৎ-সমীপে পূর্ব্বোৎপন্ন-নিজ অপরাধের প্রমার্জ্জন-প্রার্থনা করিলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে চতুর্দ্দশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

পঞ্চদশ অধ্যায়

পুনশ্চ শ্রীশঙ্করদেব নব-লক্ষ-ভাগে বিভক্ত-শরীরে নব-লক্ষ-ভাগে বিভক্ত-শরীরা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সহিত সর্ব্বতঃ সুসজ্জিত-নব-লক্ষ-গৃহের "অভ্যন্তরে রতিং কৃত্বা, বহিঃক্রোড়াং চকার হ।" অভ্যন্তরভাগে রতি-ক্রীড়ার অনন্তর বহির্দ্দেশে রতি-ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। কিঞ্চ, সেই মহোৎসব-পরিপূর্ণ-রাস-মণ্ডলের বহির্ভাগে সর্ব্বত্র শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবী ও শ্রীশঙ্করদেব কখনও পরস্পরের সহিত সমালিঙ্গিত অবস্থায় নব-লক্ষ-নব-দম্পতীরূপে, অথবা কখনও বিযুক্তাবস্থায় নব-লক্ষ-পার্ব্বতীরূপ এবং নব-লক্ষ-শঙ্কররূপ, এই অষ্টাদশ-লক্ষ-পতি-পত্নীরূপে সমবেত হইয়া, যথেচ্ছ-ক্রীড়া-বিহারে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে সেই সুরম্য-রাস-মণ্ডলের বহির্ভাগে বহিঃক্রীড়াবসরে "মুক্তকেশানি নগ্নানি, বিচ্ছিন্ন-ভূষণানি চ। বেশোচ্ছন্নানি মত্তানি, মূর্চ্ছিতানি স্মরেণ চ। কঙ্কণানাং কিঙ্কিণীনাং, বলয়ানাং তথৈব চ। সদ্রত্ননূপুরাণাঞ্চ, শব্দযুক্তানি সন্ততম্। গৌরীণাং নবলক্ষাণি, শম্ভূনাঞ্চ তথৈবচ। লক্ষাণ্যষ্টাদশমুদা, যুতানি রাসমণ্ডলে।"

কিঞ্চ, নব-লক্ষ-ভাগে বিভক্তা-শ্রীমতীগৌরীদেবী, তথা নব-লক্ষ-ভাগে বিভক্ত-শ্রীশঙ্করদেব রম্যতর-রত্ন-রচিত-রাস-মণ্ডলের অভ্যন্তরে রমণীয়-গৃহে গৃহে বিহার করিয়া, তথা রাস-মণ্ডলের বহির্ভাগে বিবিধ-পুষ্পোদ্যানে, লতা-কুঞ্জে নানাপ্রকারে শৃঙ্গার-সুখ অনুভব করিয়া, স্থল-ক্রীড়াবসানে জল-ক্রীড়াভিপ্রায়ে জলাশয়-সমীপে গমন করিলেন। তথা দীর্ঘকাল-যাবৎ সুচারু-পঙ্কজ-শোভিত-শীতল-স্বচ্ছ-সলিল-পূর্ণ-সরোবরে ক্রীড়া করিয়া, যখন পরিশ্রান্ত হইলেন, তৎকালে "তূর্ণং জলাৎ সমুত্থায়, বাসাংসি পরিধায় চ। দদৃশুর্মুখ-পদ্মানি সদ্রত্ন-দর্পণেষু চ।" শীঘ্রগতি জল হইতে সমুত্থিত হইয়া, বস্ত্র-সকল-পরিধান-পূর্ব্বক স্বচ্ছ-সমুজ্জ্বল-

শোভনতম-রত্ন-নির্ম্মিত-বহুতর-মার্জ্জিত-মুকুরোদরে নিজ-নিজ-মুখ-পদ্ম-সকল অবলোকন করিতে লাগিলেন।

বস্ত্র-পরিধান-কার্য্য সমাপ্ত করিয়া, নব-লক্ষ-ভাগে বিভক্তা-শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবী দিব্যাম্বরযুগলে শোভমান, নব-লক্ষ-ভাগে বিভক্ত-শ্রীশঙ্কর-দেবের বক্ষঃ, বাহু-যুগল ও অংস-দ্বয়ে চন্দনাগুরু-কস্তুরী-পঙ্ক বিলিপ্ত করিলেন এবং প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্-নব-মল্লিকা-মালতী-মাধবী-মন্দার-কুসুম-মালিকা-গ্রহণ-পূর্ব্বক নিজ-নিজ-সম্মুখস্থ-শ্রীশঙ্করদেবের গল-দেশে স্থাপন করিলেন। এইরূপ নবলক্ষভাগে বিভাগপ্রাপ্ত-শ্রীশঙ্করদেবও চন্দনাগুরু-কস্তূরী-কুঙ্কুম-পঙ্ক-সাহায্যে দিব্য-বস্ত্রাবৃতা, নব-লক্ষ-ভাগে বিভাগ-প্রাপ্তা-নিজ-নিজ-সম্মুখস্থা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর বক্ষঃ-স্থল, বক্ষোজ-যুগল, ভুজ-যুগল, অংসদ্বয় ও কপোল-দ্বয় বিলিপ্ত করিয়া, পরিশেষে বিবিধ-পুষ্পমালা-দ্বারা তাঁহাকে বিভূষিতা করিলেন। অনন্তর অত্যন্ত আনন্দের সহিত শ্রীসম্পন্ন-সকল-শঙ্করদেবই দিব্য-শ্রী-সম্পন্না-সকল-পার্ব্বতীদেবীকে এবং সকল-পার্ব্বতীদেবীই সকল-শঙ্করদেবকে সকর্পূর-তাম্বল-দান করিলেন, তথা পরম-কৌতুকভরে বিবিধ-সুগন্ধি-দ্রব্য-ধারণ-পূর্ব্বক পরস্পর-প্রদত্ত-তাম্বূল-ভক্ষণ করিতে করিতে, "দদৃশুর্মুখ-পদ্মানি, সদ্রত্ন-দর্পণে শুভে।"

এইরূপে শোভনতম-রত্নরচিত আদর্শতলে নিজ-নিজ-মুখ-চন্দ্র-দর্শনান্তে কামাতুরা কোন পার্ব্বতী কোন শঙ্করদেবকে কৌতুকবশে বল-পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া, তাঁহার পাণিতল হইতে বিনোদ-মুরলীটী গ্রহণ-পুরঃসর কটি-দেশস্থ-বসন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কোনও পার্ব্বতী কোন শঙ্করদেবের দিব্য-বসন-গ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে নগ্ন করিয়া, পরিহাস-সহকারে পুনর্ব্বার দান করিলেন। কামপ্রমত্তা কোন পার্ব্বতী "মুক্তিং শৃণ্বিত্যেবমুক্ত্বা", মুক্তি যে কি পদার্থ, তাহা শ্রবণ কর, এই কথা বলিয়া, ভুজ-যুগল-সাহায্যে কান্তভূত কোন শঙ্করদেবকে কণ্ঠ-দেশে সম্যগ্‌রূপে গ্রহণ করিয়া, "চুচুম্ব গণ্ডে বিম্বোষ্ঠে, সমাশ্লিষ্য পুনঃ পুনঃ।" পুনঃ পুনঃ সমাশ্লেষ-পূর্ব্বক তাঁহার গণ্ড ও বিম্বোষ্ঠতলে চুম্বন করিতে লাগিলেন। রাস-রস-রসিকেশ্বরী কাচিৎ পার্ব্বতী স্বীয়-সস্মিত-মুখচন্দ্র,

রাগ-রক্ত-সকটাক্ষ-লোল-লোচন-যুগল, পীন-কঠিনতরোন্নত-নিস্তুল-তাল-ফল-তুল্য-স্তনমণ্ডল-যুগল ও সুবলিতা-শ্রোণি-প্রদর্শন করাইয়া, কাম-ভাবাবেশ-বশতঃ শ্রীসমন্বিত কোন শঙ্করদেবকে পুষ্পিত-বকুল-বৃক্ষ-তলস্থ-মণি-বেদিকোপরি উপবেশন করাইলেন এবং স্বয়ং মণি-বেদিকোপরি উপবিষ্ট-শ্রীশঙ্করদেবের একান্ত-রমণীয় অত্যন্ত-কমনীয়-স্পৃহণীয় উৎসঙ্গ-দেশে শয়ন-পূর্ব্বক চকোরীর ন্যায় নিশ্চল-লোচন-যুগলে তদীয় মুখ-চন্দ্র-সুধা পান করিতে লাগিলেন।

অপরা কাচিৎ পার্ব্বতী নিজ-কান্তভূত কোন শঙ্করদেবকে করে ধারণ করিয়া, স্বীয়-শ্রোণি-দেশে সংস্থাপন-পূর্ব্বক তাঁহার কৃষ্ণ-কুঞ্চিত-কেশ-কলাপ স্বর্ণ-কঙ্কতিকা-সাহায্যে সুপরিষ্কৃত করিলেন এবং অবিলম্বে তাদৃশ চাঁচর-চিকুর-কলাপ-দ্বারা অতীব-মনো-মোহন অপূর্ব্বতর-চূড়া-নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক তদুপরি ময়ূর-পুচ্ছক দান করিয়া, মালতী-মাল্য-সাহায্যে পরিবেষ্টিত করিলেন। অপরা কোন পার্ব্বতী কোন শঙ্করদেবের নির্ম্মিত-চূড়া-সমাকর্ষণ-পূর্ব্বক গুঞ্জা-মাল্য-দ্বারা বিভূষিতা করিলেন। অপরা কাচিৎ পার্ব্বতী অপরা কোন পার্ব্বতীকে বসন-বিহীনা করিয়া, অপর কোন শ্রীযুক্ত-শঙ্করদেবের চন্দন-চর্চ্চিত-ক্রোড়দেশে প্রেরণ করিলেন। অপরা কাচিৎ পার্ব্বতী অপর কোন শঙ্করদেবকে বসন-বিহীন করিয়া, অপরা নগ্না কোন পার্ব্বতীকে তাঁহার সহিত সম্বদ্ধা করিয়া দিলেন।

অপরা কাচিৎ পার্ব্বতী শ্বেত-চামর-সঞ্চালন-দ্বারা প্রাণনাথের সেবা করিতে লাগিলেন। অপরা কাচিৎ পার্ব্বতী কাম-ভাব-প্রযুক্ত কমনীয়-কলেবর-নিজ-কান্তদেবের চারুতর-শরীরাবয়ব-সকল চন্দনাগুরু-কস্তূরী-কুঙ্কুম-পঙ্ক-বিলেপন-সাহায্যে বিলিপ্ত করিয়া দিলেন। অপরা কাচন পার্ব্বতী অপরা কোন পার্ব্বতীর হস্ত হইতে বিনোদ-মুরলীটী বল-পূর্ব্বক আচ্ছিন্না করিয়া লইয়া, কাম-প্রযুক্ত-কান্ত-দেবের "প্রেম-বর্দ্ধন-হেতবে" তাঁহার কর-কমলে প্রদান করিলেন। অপরা অপরা কোন কোন পার্ব্বতী কান্ত-শ্রীশঙ্করদেবকে সর্ব্ব-কামিনী-জন-মধ্য-স্থানে মণি-মাণিক্যাদি-বিবিধ-রত্ন-খণ্ড-খচিত-স্বর্ণসিংহাসনে উপবেশন করাইয়া, তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন-পূর্ব্বক নৃত্য ও সঙ্গীতালাপ করিতে

লাগিলেন। কোন কোন পার্ব্বতী বল-প্রকাশ-পূর্ব্বক রাস-রস-রসিকেশ্বর-প্রাণকান্ত-শ্রীশঙ্করদেবকে রত্ন-সিংহাসন হইতে অবতারিত করিয়া, তৌর্য্যত্রিক-পরায়ণা-পূর্ব্ব-প্রতিপাদিতা-পার্ব্বতীগণের সহিত "নর্ত্তনং কারয়ামাসুঃ", অর্থাৎ নর্ত্তন করাইতে ইচ্ছা করিয়া, তাঁহাকে নর্ত্তনে বাধ্য করিলেন। অপরা অপরা পার্ব্বতী কোন কোন শঙ্করদেবের দক্ষিণ-কর-কমলে কোন কোন পার্ব্বতীর দক্ষিণ-পাণি-পঙ্কজ-স্থাপন-পূর্ব্বক সূক্ষ্ম-স্বর্ণ-সূত্র-গ্রথিত-মালতী-মাধবী-মল্লিকা-বেলা-যূথিকা-কুসুম-মালা-সাহায্যে সুচারুরূপে বন্ধন করিয়া, হে প্রিয়! দয়িত! রমণ! প্রাণ-পতে! হৃদয়াধিনাথ! প্রাণাধিক! প্রাণবল্লভ! অধুনা কি আপনার সতী-বিয়োগ-জনিত-হৃদয়-সন্তাপ দূরীভূত হইয়াছে? বিরহ-জ্বর কি বিগত হইয়াছে? প্রাণের জ্বালা কি উপশান্তা হইয়াছে? প্রাণের পিপাসা কি প্রশমিতা হইয়াছে? প্রাণ-প্রতিম-পার্ব্বতীগণকৃত এই সকল-প্রশ্নের উত্তরে কোন কোন শঙ্করদেব কোন কোন পার্ব্বতীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, গাঢ়তররূপে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক ঘন-ঘন-চুম্বন করিয়া, মৃদু-মন্দ-মধুরতর-হাস্য করিতে লাগিলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

ষোড়শ অধ্যায়

পুনশ্চ প্রশ্ন-কর্ত্রী ঐ সকল-পার্ব্বতীর প্রশ্ন-সমূহের উত্তরে কোন কোন শঙ্করদেব কোন কোন পার্ব্বতীকে হৃদয়ে ধারণ ও গাঢ়তররূপে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক ঘন-ঘন-চুম্বন-করিয়াই যে যথোক্ত-প্রশ্ন-সমূহের উত্তর-দান-ব্যাপার হইতে বিরত হইলেন, তাহা নহে; পরন্তু কোন কোন শঙ্করদেব কোন কোন পার্ব্বতীর বস্ত্রাঞ্চল কুতূহল-বশে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কোন কোন পার্ব্বতীকে একেবারে বসন-বিহীনা, অতি-নগ্না করিয়া, সেই সকল-দিব্য-দিব্য-বসন অন্যান্য-পার্ব্বতীকে দান করিলেন। তথা কোন শঙ্করদেব কোন পার্ব্বতীকে বাহু-যুগল-দ্বারা সমাকর্ষণ-পূর্ব্বক নিজ-বক্ষঃ-স্থলে উপবেশন করাইয়া, তাঁহার প্রতি পরমা-প্রীতি-প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কোন শঙ্করদেব কোন পার্ব্বতীকে নিজ উৎসঙ্গ-দেশে উপবেশন করাইয়া, তাঁহার লীলাম্বুদাভ-কুঞ্চিত-কেশ-কলাপ-গ্রহণ-পূর্ব্বক রমণীয়তর-কবরী-বন্ধন করিয়া দিলেন। কোন শঙ্করদেব কোন পার্ব্বতীর মালতী-মাল্য-সংযুক্ত-কবরী-নির্ম্মাণান্তে নিজ-বস্ত্রাঞ্চল-সাহায্যে তাঁহার সম্পূর্ণ-মুখ-মণ্ডল পরিমার্জ্জিত করিয়া, সীমন্ত-প্রদেশে সিন্দুর-রেখা অঙ্কিতা করিলেন এবং অত্যন্ত-কৌতুক-প্রযুক্ত তদীয়-ভালতলে কস্তুরী-বিন্দু-সকলের সহিত সিন্দূর-বিন্দু-অঙ্কিত করিয়া, তদধোভাগে চারু-চন্দন-দ্বারা অতিসূক্ষ্ম একটী অর্দ্ধ-চন্দ্র-রচনা করিলেন।

তথা কোন শঙ্করদেব নিজ উৎসঙ্গ-দেশস্থা অতিনগ্না কোন পার্ব্বতীকে প্রযত্ন-পূর্ব্বক কল্প-পাদপ-প্রসূত-বহ্নি-শুদ্ধ-বিমল-বসন-ধারণ করাইয়া, পশ্চাৎ তদীয়-সুন্দরতর-কপোল-যুগলে সুললিত-পত্রাবলী-রচনা করিলেন। কোন শঙ্করদেব কোন পার্ব্বতীকে রত্ন-খণ্ড-খচিত-মণি-জাল-জড়িত-স্বর্ণ-সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া, তদীয়-শ্রীচরণাম্বুজ-যুগল ও

নখর-নিকর পরিমার্জ্জনা-সাহায্যে সুপরিষ্কৃত করিয়া, পশ্চাৎ সুন্দরতর-যাবক-রস-রাগে সুরঞ্জিত করিলেন। কোন শঙ্করদেব কোন পার্ব্বতীকে বিবিধ-রত্ন-ভূষণে বিভূষিতা করিয়া এবং সুগন্ধ-পূর্ণ-বিবিধ-অনুলেপন-সাহায্যে অনুলিপ্তা করিয়া, হীরক-তারক-রচিত-কণ্ঠ-হার-শোভিত-তদীয়-কণ্ঠ-দেশে মালতী-মালা-সমর্পণ-পূর্ব্বক তাঁহার কপালে, কপোলে, ওষ্ঠাধর-বিম্বে, তথা স্তন-যুগলে "চুচুম্ব চ পুনঃ পুনঃ", বারম্বার চুম্বন করিতে লাগিলেন। কোন শঙ্করদেব কোন পার্ব্বতীকে কর-কমল-যুগলে গ্রহণ করিয়া, তদীয়-শারদ-শতদল-দল-শোভা মোচন-লোচন-যুগলকে উজ্জ্বল-কজ্জল-সংযুক্ত করিয়া দিলেন। কোন শঙ্করদেব কোন পার্ব্বতীকে সাদরে স্ব-সমীপবর্ত্তিনী করিয়া, দেবরাজ-গজোদ্ভব-স্থূলো-জ্জ্বলতর-মৌক্তিক-সাহায্যে তাঁহার নাসিকাগ্রদেশ বিমণ্ডিত করিলেন। কোন শঙ্করদেব কোন পার্ব্বতীকে স্ব-সমীপে আহ্বান-পূর্ব্বক কাঠিন্য-পরীক্ষণ-চ্ছলে তদীয়-"শ্রোণিদেশে চ কুচয়োর্নখচ্ছিদ্রং চকার হ।" তথা কোন শঙ্করদেব কোন পার্ব্বতীর "চকার দংশনং দন্তৈঃ, পক্ক-বিম্বাধরং বরম্।"

এইরূপে সকল-শঙ্করদেবই সকল-পার্ব্বতীদেবীকে এবং সকল-পার্ব্বতীদেবীই সকল-শঙ্করদেবকে বিবিধ-বসনে, ভূষণে, অনুলেপনে ও পুষ্পমাল্যে সজ্জিত, তথা বিভূষিত করিয়া, অভিলাষ-মাত্রেই আকাশ-প্রদেশ হইতে নিপতিত, শত-সূর্য্য-সম-প্রভ, বিপুলতর-তেজঃ-প্রাচুর্য্য-বশতঃ সুপ্রদীপ্ত, প্রজ্জ্বলিত-সুমেরু-শিখর-কল্প, দিগ্‌দশকের অন্ধকার-নাশকারী, রত্নেন্দ্র-সার-নির্ম্মিত, শঙ্খ-চক্র-সমন্বিত, অমূল্য-রত্ন-রচিত-বিচিত্র-কলশ-সহস্রে সমুজ্জ্বল, মুক্তা-মাণিক্য ও হীরা-সকলের সার-রচিত-হার-রাজি-দ্বারা বিরাজিত, শোভন-রত্ন-রচিত-সুপ্রদীপ্তাতীব-সুমনোহর-সমুজ্জ্বল-মুকুর-মালা-সাহায্যে সুমণ্ডিত, দিব্য-দিব্যতম-বহু-বিচিত্র-হীরক-তারক-খণ্ড-খচিত-স্বর্ণাঞ্চল-শোভিত, মুক্তা-জাল-জড়িত-শুভ-বসন-সমূহ, তথা সুবর্ণ-বৃন্ত-শোভিত-শ্বেত-চামর-কোটি-সাহায্যে বিভূষিত, পারিজাত-প্রসূন-রচিত-মালা-জালে বিজড়িত, নানাচিত্র-চিত্রিত, অসংখ্য-পুষ্প-মালা-পতাকা-পরিশোভিত, অপ্রতিহত-বেগ-সম্পন্ন, মনো-

মারুতবায়ী, সুমহদাশ্চর্য্য-জনক-মহাবৃষভবর-চিহ্নে চিহ্নিত, নব-লক্ষ-সংখ্যা-পরিমিত-দিব্যতর-রথবরে একএকটী সখীসমভিব্যাহারে পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে নব-লক্ষ-দম্পতীরূপে আরোহণ-পূর্ব্বক "সরস্তটে তটে রম্যে, পুষ্পোদ্যানে সুনির্জ্জনে। কৃত্বা ক্রীড়াং পুনরপি, জগাম রাসমণ্ডলম্।"

কিঞ্চ, সরোবরের তটে তটে, নদ-সকলের প্রতি পুলিনে, নদী-সকলের প্রতি তীরে, রমণীয়-পুষ্পোদ্যান-নিচয়ের অন্তর্গত কুঞ্জে কুঞ্জে, সুনির্জ্জন-প্রদেশস্থ-রম্য-হর্ম্ম্যায়তনে, গিরি-সকলের গহ্বরে গহ্বরে, তথা পর্ব্বত-সকলের মস্তকে মস্তকে বিবিধরূপে ক্রীড়া করিয়া, নানাস্থানে পরিভ্রমণান্তে পুনরপি রাস-মণ্ডলে আগমন-পূর্ব্বক "রাসেশ্বরঃ পূর্ণরাসং চকার রাস-মণ্ডলে।" রাস-রস-রসিকেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেব নব-লক্ষ-ভাগে বিভক্ত-কলেবরে নব-লক্ষ-ভাগে বিভক্ত-দেহাবয়বা-রাস-রস-রসিকেশ্বরী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সহিত "বহিশ্চন্দ্রোদয়ে রম্যে, পুষ্প-চন্দন-চর্চ্চিতে। সপুষ্প-চন্দনাক্তেন, বায়ুনা সুরভীকৃতে। ভ্রমর-ধ্বনি-সংযুক্তে, পুংস্কোকিল-রবশ্রুতে" সুরম্য-রাস-মণ্ডলে সুরত-সমর-ক্রীড়ারম্ভ করিলেন এবং যোগীন্দ্র-জনগণের গুরুর গুরু, পরম-গুরু-শ্রীশঙ্করদেব বহু-মূর্ত্তি-সংবিধান-পূর্ব্বক বহু-মূর্ত্তি-সংবিধায়িনী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সহিত পুনশ্চ শৃঙ্গারে প্রবৃত্ত হইয়া, অনতিকালমধ্যেই তাঁহার চিত্ত-হরণ করিলেন।

বহু-মূর্ত্তি-শ্রীশঙ্করদেব যখন সুরম্য সেই রাস-মণ্ডল-মধ্যে বহু-মূর্ত্তি-ধারিণী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সহিত পুনঃ পুনঃ শৃঙ্গার করিতে লাগিলেন, তৎকালে পুনঃ পুনঃ শৃঙ্গার-সমুদ্রেক-নিবন্ধন সেই রাস-মণ্ডল-মধ্যে নব-লক্ষ-পার্ব্বতীদেবীর শরীরাবয়ব-গত-কিঙ্কিণী-সমূহের, কঙ্কণ-কলাপের, তথা নূপুর-নিচয়ের ঘন-ঘন-কম্পন-জনিত-সুন্দরতর-মধুর-রব সমুত্থিত হইয়া, প্রতিধ্বনি-সমুৎপাদন-দ্বারা সেই স্থানটীকে একেবারে পরিপূর্ণ করিয়া, আত্মীয়-মাধুর্য্যের বহুতর-বিস্তার-সাধন করিতে লাগিল। কিঞ্চ, নব-লক্ষ-শরীরে বিভক্ত-শ্রীশঙ্করদেবের নব-লক্ষ-শরীরে বিভক্তা-শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীর সহিত বেগ-পূর্ণ-ঘন-ঘন-শৃঙ্গার-বশতঃ যে সময়ে কঙ্কণ, কিঙ্কিণী ও নূপুর-নিচয়ের মধুরতর-সুন্দর-রব সমুত্থিত হইতেছিল,

তৎকালে "মূর্চ্ছামবাপুস্তাঃ সর্ব্বাঃ, নব-সঙ্গম-মাত্রতঃ। বভূবুরচলাস্তাঙ্গাঃ, পুলকাঞ্চিত-বিগ্রহাঃ।" সেই সমস্ত-পার্ব্বতীদেবীই নব-সঙ্গম-মাত্র-নিবন্ধন রতি-সুখকর-পুষ্প-শয্যাতলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন, তথা মূর্চ্ছা-প্রাপ্তা সেই সমস্ত-পার্ব্বতীদেবীই বিগ্রহাবয়বে পুলকাঞ্চিতা হইয়া, কোটি-চন্দ্র-নিভ আনন-মণ্ডলে ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সমূহে অচলা নিশ্চলা, স্পন্দন-বিহীনা, বা অচেতনপ্রায়া হইলেন এবং "শৃঙ্গারে বিরতে ভূতে, সম্প্রাপুশ্চেতনাং পুনঃ।"

কিঞ্চ, বহু-রূপা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সহিত বিহার-পরায়ণ, বহু-রূপ-ধারী শ্রীশঙ্করদেব শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে পুষ্পময়ী-রতি-সুখ-করী-শয্যার ক্রোড়ে সংলীনা, নব-সঙ্গম-মূর্চ্ছিতা, সম্ভোগ-সুখ-সাগরে নিতান্ত-নিমজ্জিতা, নিরুদ্ধ-শ্বাস-প্রশ্বাস-প্রচারা, অথচ বিগ্রহে পুলকাঞ্চিতা ও আননে অচলা অবলোকন করিয়া, কৃপা-পরবশতা-প্রযুক্ত স্বয়ং যখন শৃঙ্গার হইতে বিরত হইলেন, তাদৃশ অবসরে শৃঙ্গারের বিরতি-নিবন্ধন সেই সমস্ত-পার্ব্বতীদেবীই অচিরাৎ পুনশ্চ চেতনা-সংপ্রাপ্তা হইয়া, "নখ-দন্ত-প্রহারঞ্চ, প্রচকার পরস্পরম্।" এইরূপে সমস্ত-পার্ব্বতী-দেবীই যখন চেতনা-প্রাপ্তা হইয়া, এককালে একযোগে মন্ত্রণা-পূর্ব্বকই যেন সহসা সমস্ত-শঙ্করদেবকেই সুরত-সমরে সমাহ্বান-পুরঃসর কটাক্ষ-বাণ-বিক্ষেপণ-দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ-ক্ষতবিক্ষত-জর্জ্জরিত করিয়া, ভীষণরূপে আক্রমণ করিলেন এবং উক্তরূপে আক্রমণ-পূর্ব্বক যখন পরস্পরের প্রতি নখ-দন্ত-প্রহারের প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, তৎকাল-মাত্রেই "শম্ভুঃ কররুহাঘাতং, দদৌ তাসাং কুচোপরি।" বহুরূপী শ্রীশঙ্করদেবও তাঁহাদিগের নীলকান্ত-মণিময়-কলশ-কল্প-নিস্তলোন্নত-কঠিন-কুচ-যুগল-গাত্রে তীক্ষ্ণাগ্র-কররুহ, বা নখর-নিকর-দ্বারা দৃঢ়তররূপে আঘাত-প্রদান করিতে লাগিলেন।

অপিচ, বহুরূপী শ্রীশঙ্করদেব প্রথমতঃ বহুরূপবতী-যুবতী-শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীদিগের কুচ-কলশ-নিচয়-গাত্রে কররুহাঘাত করিয়া, পশ্চাৎ তাঁহাদিগের "শ্রোণি-দেশে সুকঠিনে, নখ-চিত্রং চকার হ। নীবী বিস্রংসিতা তাসাং, কবরী ক্ষুদ্রঘন্টিকা। দূরীভূতং সুবলয়ং, সুবেশং

সুমনোহরম্। আলিঙ্গনং নববিধং, চুম্বনাষ্টবিধং মুদা। শৃঙ্গারং ষোড়শবিধং, চকার রসিকেশ্বরঃ।" কিঞ্চ, কামুক-রসিকেশ্বর-বহুরূপবান্ শ্রীশঙ্করদেব বহুরূপিণী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সহিত উক্তরূপে বহুবিধ-চুম্বন, আলিঙ্গন ও শৃঙ্গার করিয়া, পশ্চাৎ পুনরপি নিজ-নিজ অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ-নিচয়-দ্বারা পার্ব্বতীদেবীদিগের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রীতিভরে দৃঢ়তররূপে আলিঙ্গন করিলেন। "কামুকীনাঞ্চ যোষিতাং" অতীব-প্রীতি-সুখ-প্রদ-কামুক-শ্রীশঙ্করদেব-কৃত-তাদৃশ-চুম্বনালিঙ্গন-প্রাপ্তা হইয়া, কামুকী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগেরও শরীরস্থ-স্ত্রী-জনোচিত-ষোড়শবিধ-কলা পুনঃ পুনঃ প্রকৃষ্টরূপে স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্তা হওয়ায়, যোষিজ্জন-শরীরস্থ-ষোড়শবিধ-কলা-প্রমাণানুসারে কাম-শাস্ত্র-বিশারদ, কাম-কলা-নিপুণ, বহুরূপবান্ শ্রীশঙ্করদেবও তৎক্ষণাৎ প্রতিপার্ব্বতীদেবীর সহিত শৃঙ্গারে প্রবৃত্ত হইয়া, কলা-ভেদ-বশতঃ তৎপ্রমাণক-শৃঙ্গারাবসানে কাম-শাস্ত্র-নিরূপিত "প্রকৃতং দ্বাদশ-বিধং, বিপরীতং চতুর্ব্বিধম্।" এই ষোড়শ-বিধ-শৃঙ্গারাতিরিক্ত অন্যান্য-বহুবিধ-শৃঙ্গার-দ্বারা তাঁহাদিগকে পরিতুষ্টা করিলেন।

অপিচ, কাম-শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে যে, স্ত্রীজনগণ সহ কাম-কলা-ক্রীড়ারম্ভে, মধ্য-সময়ে ও বিরতি, বা অবসানকালে যোষিদ্গণের প্রীত্যর্থে অধিকতর-মনঃ-সন্তোষকর অতিরিক্ত-কিঞ্চিৎ-কর্ম্ম অবশ্য-কর্ত্তব্য ; সুতরাং কাম-শাস্ত্রীয়-নিয়মানুসারে আমাদের এই বহুরূপবান্ শ্রীশঙ্করদেবও প্রকৃত-বিপরীতাতিরিক্তাধিকতর-শৃঙ্গার-কৌশল-প্রদর্শন-পূর্ব্বক স্ত্রীজন-মনোহর-শোভনতর-কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিয়াছেন, বলিতে হইবে। সে যাহা হউক, এইরূপে পরিপূর্ণতম-রাস-লীলাবসরে নব লক্ষ-পার্ব্বতী-দেবীর সহিত নব-লক্ষরূপে বিহার-পরায়ণ-শ্রীশঙ্করদেব কমনীয়-কলেবরা-পার্ব্বতীদেবীদিগের কর-ভূষণভূত-কঙ্কণ ও অষ্টাদশ-লক্ষ-বলয়ের রেখা-সমূহে, তথা অধরৌষ্ঠ-পাদালক্তক-রাগে অঙ্কিত, চিহ্নিত, বা রঞ্জিত হইয়া, গৈরিক-রাগ-রঞ্জিত-পর্ব্বতের ন্যায় পরম-শোভা-প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে ষোড়শ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

সপ্তদশ অধ্যায়

কিঞ্চ, সর্ব্ব-যোগেশ্বরেশ্বর, অচ্যুতাত্মা, আত্মারাম, উদার-চেষ্টিত, বহু-রূপবান্ শ্রীশঙ্করদেব প্রিয়েক্ষণোৎফুল্ল-মুখী, অর্থাৎ প্রিয়জন আমাদিগকে নিশ্চল-লোচন যুগলে ঈক্ষণ-বীক্ষণ, বা অবলোকন করিতেছেন, অথবা আমরা আমাদিগের হৃদয়-বল্লভ-প্রাণাধিক-প্রিয়তম-জনকে সম্মুখে পরিতোষ-জনকরূপে অবলোকন করিতেছি, এইরূপে প্রিয়জন-কর্ত্তৃক বীক্ষণ, কিম্বা স্ব-কর্ত্তৃক-প্রিয়জন-মুখাবলোকন-ভাবনাবির্ভাব-বশতঃ উৎফুল্ল-বিকসিত-মুখ-কমলে শোভমানা, সহস্র-সহস্র-দিব্য-সম্বৎসরের অবসান-কালে পুনঃ সমেতা-সমাগতা-সঙ্গতা, বা মিলিতা সেই সকল-পার্ব্বতীদেবীর সহিত উদার, অর্থাৎ রস-বিশেষোদ্দীপন-বিচিত্র-বৈদগ্ধ্যাদিময়তা-প্রযুক্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট-পরম-সুখ-প্রদ-চেষ্টিত, অর্থাৎ সংস্পর্শন, বিচিত্র-সুগন্ধ-পূর্ণ-মালতী-মাধবী-মল্লিকা-মন্দার-জাতি-যূথিকা-চারু-চম্পক-বকুলাদি-পুষ্প-মাল্য-দিব্য-বসন-বিভূষণ-বিলেপন-রত্ন-দর্পণাত্মর্পণ, তথা কটাক্ষাদি-সাহায্যে বিবিধরূপে ক্রীড়া করিতে করিতে, তাদৃশ উদার-চেষ্টিত-দ্বারা তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ-গত-তমঃ-স্তোম-সমুৎসারণ, তথা স্বীয়-হাস্যের উদারতা, বা অধিকতর-সৌন্দর্য্য-শোভাকরী-নিজ-দ্বিজ-কুন্দ-দীধিতি, অথবা কুন্দ-কুসুম-কলিকা-কল্প-দন্তাবলীর সুষ্ঠুতর-প্রকাশ-সমূহের প্রেরণার ফলে হৃদয়-কন্দর সমুদ্ভাসিত করিয়া, ঐ সকল-পার্ব্বতীদেবী-কর্ত্তৃক বৃত, পরিতঃ বেষ্টিতাবস্থায় "ব্যরোচতৈণাঙ্ক ইবোড়ুভির্ব্বৃতঃ।" চন্দ্রদেবের পরিপূর্ণতাবস্থায় এণাঙ্কের হরিণাকার, বা কুরঙ্গরূপতার উপলব্ধ সম্ভবপর হওয়ায়, এণাঙ্ক-শব্দ-বাচ্য-পূর্ণচন্দ্র যেমন নিস্ত্রিংশ-নীল-শরৎ-কালীন-নভস্তলে সতী-রমণী-মণিভূতা, সর্ব্বতঃ বিরাজমানা, হীরা-সার হারা-তারা রাজি-দ্বারা বৃত-পরিবেষ্টিত হইয়া, পরম-শোভা-প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সেইরূপ নিরতিশয়-শোভা-প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন।

তাৎপর্য্য এই যে, নিশানাথ-পূর্ণচন্দ্র স্বতঃ পরমশোভাময় হইলেও, বহুতর-তারা-রাজি-দ্বারা পরিবৃত হইয়া, যেমন শোভা-বিশেষের আধার-ভাব-ভজন করিয়া থাকেন, শ্রীশঙ্করদেবও সেইরূপ স্বতঃ পরম-কাষ্ঠা-প্রাপ্ত-নিত্য-নিরতিশয়-শোভাময় হইয়াও যে তৎকালে শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, সমধিক-সবিশেষ-শোভার একাশ্রয়-ভাব-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বিনা সঙ্কোচে সকলকেই স্বীকার করিতেই হইবে। তথা সকলের পক্ষেই ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য হইতেছে যে, উক্তরূপে ঐ সকল-পার্ব্বতীদেবীর সহিত সঙ্গত হওয়ায়, একদিকে যেমন শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক বিবাহকাল হইতে অবলম্বিত সেই বর-রূপের সৌন্দর্য্য সমধিক-বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, অপরদিকেও সেইরূপ শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীর সর্ব্ববিধ-বহুমূল্য-বসন-বিভূষণ-বিলেপন-প্রভৃতি-সাহায্যে সজ্জিতা-লঙ্কৃত-বিবাহ-কালীন-কুমারী-কন্যকা-জনোচিত সেই শ্রীরূপ অধুনা পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে নব-লক্ষ-ভাগে বিভক্তাবস্থায় নব-লক্ষ-ভাগে বিভক্ত প্রতি শাঙ্কর-শ্রীরূপের বামভাগে অবস্থিত হইয়া, বিশ্ব-বিমোহন-সর্ব্বাতি-শায়ি-সৌন্দর্য্যের একাধারে পরিণত হইয়াছিল। অতএব এতদ্দ্বারা ইহাও সুস্পষ্টরূপে প্রতীত হইতেছে যে, সকল-শঙ্করদেবের সহিত সকল-পার্ব্বতীদেবীর, তথা সমস্ত-পার্ব্বতীদেবীর সহিত সমস্ত-শঙ্করদেবের মিলন-কার্য্য উক্তরূপে সুসম্পন্ন হওয়ায়, তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে সূচিত-শোভনত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও নিত্য-সাহিত্য, তথা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের পক্ষে তন্বীত্ব সুন্দররূপে সমর্থিত হইয়াছে।

এইরূপে সেই নব-লক্ষ-গৌরী ও শঙ্করদেবের পরস্পরের সহিত সম্মিলন-নিবন্ধন শোভা-বিশেষের উদয় হওয়ায়, সমুদিতা সেই শোভার সাহায্যে যমুনা-নদীর নির্গম-স্থান, বা হিমালয়স্থ সেই অরণ্য-প্রদেশকে বিভাসিত ও বিশোভিত করিতে করিতে, রস-ভাব-যুক্ত-সঙ্গীত ও পুষ্পাদি-প্রদর্শন-দ্বারা পরস্পরের ভাবোদ্দীপন, বা প্রকারান্তরে রতি-যোগ্য-যমুনা-পুলিন-দেশে গমনাভিপ্রায়ে গমন-রীতিক্রমে গমনাবসরে পার্ব্বতী-দেবী-সকল-কর্ত্তৃক উপ, বা আধিক্যের সহিত রাগ, স্বর ও তালাদি-যুক্ত-সঙ্গীত-দ্বারা, কিম্বা তাল-ত্রয়-সাহায্যে গেয় "বদনং মধুরিমসদনং, চলনং

দলনং করীন্দ্র-কীর্ত্তীনাম্। হসিতং সুদৃগভিলষিতং, তব সবয়ঃ পাতু মামনিশম্।” ইত্যাদি-সঙ্গীত-দ্বারা গীয়মান, অথবা শ্লেষ-বশে সঙ্গমি-তার্থতা-প্রযুক্ত উপগায়ন-রীতি অনুসারে “অখিল-রসামৃত-মূর্ত্তিঃ, প্রসৃমর-রুচি-রুদ্ধ-তারকাপালিঃ। কলিত-শ্যামা-ললিতো, গৌরী-প্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি।” ইত্যাদিরূপে অনুক্রিয়মাণ-গীত-সমূহ-সাহায্যে বর্ণ্যমান, তথা ক্বচিৎ এক, বা দুইটী অক্ষর-পরিবর্ত্তন-পূর্ব্বক “যামিনী-কৃত-রুচিঃ, শুচি-কান্তিশ্চন্দ্রিকাবলি-বিভা-বিকচ-শ্রীঃ। ষট্-পদালি-কলিতৈঃ কলগীতৈঃ, পশ্য ভাতি কুমুদাকর এষঃ। কামিনী-কৃত-রুচিঃ, শুচি-কান্তিশ্চন্দ্রিকা-বলি-বিভা-বিকচ-শ্রীঃ। সৎ-পদালি-কলিতৈঃ কলগীতৈঃ, পশ্য ভাতি কুমুদাকর এষঃ।” ইত্যাদিরূপে এবং মনোমধ্যে তদেকাবিষ্টতা-নিবন্ধন বাক্য-কলাপেও তদেকস্ফূর্ত্তির অবশ্যম্ভাবিতা-বশে তদীয়-স্বর-তালাদি-যুক্ত-তদীয়-নাম-সাহায্যেই অর্থাৎ “শিবঃ স্বয়ং চন্দ্রমসং, কৌমুদীং কুমুদা-করম্। জগৌ গৌরীজনস্ত্বেকং, শিবনাম পুনঃ পুনঃ।” ইত্যাদি-নাম-গান-রীতি অনুসারে “শিবশ্চ, নাম চ শিবনাম, তদেব একং কেবলং” বোধে গীয়মান হইয়া, শ্রীশঙ্করদেব প্রেমানন্দ-রস-ললিতা অপূর্ব্বতরা-প্রীতি অনুভব করিতে লাগিলেন।

তথা ক্বচিৎ এক-স্বর-পরিবর্ত্তন-দ্বারা পরস্পর-কৃত-গান, বা “ত্বদ্-বদনং সদনং মধুরিম্নাং, তত্র হন্ত দৃগন্তবিলাসাঃ। তেম্বসমাং সুষমামুপ-জগ্মুঃ সুন্দরি! কামকলাঃ সকলাস্তাঃ। কান্তে! ত্বদাস্যোদয়দত্ত-মিন্দুর্ম্মগচ্ছলাদ্দুর্যশ এব ধত্তে। জনোপহাসাঃ সহ নোঽথবা কিং? দ্বিজোঽপি মূঢ়ো গরলং জঘাস।” এই দুইটী গীত-শ্লোকের অন্তর্গত “সুন্দরি!” সম্বোধন-স্থলে “সুন্দর!” এবং “কান্তে!” সম্বোধন-স্থলে “কান্ত!” সম্বোধন-পদের প্রয়োগ-পূর্ব্বক শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীগণ-কর্ত্তৃক উপগীয়মান, সুতরাং জনিতাত্যর্থানুরাগ-সম্পন্ন, বনিতা, বা প্রেয়সী-জন-নিচয়ের শত-শত-যূথ, বা সজাতীয়-সমূহের পাতা, রক্ষিতা, বা নায়কভূত, কিংবা “পিবন্ত ইব চক্ষুর্ভ্যাং, ইত্যাদিবৎ শ্লেষেণ পিবতি, আসক্ত্যা সেবতে, অধরামৃত-পানাদিনা সাক্ষাৎ পিবতি বা”, এইরূপ সমাস ও ব্যুৎপত্তি-বল-লভ্য-বনিতা-শত-যূথ-পতি, অর্থাৎ

নিজ-নিজ-ভাব-সাজাত্যানুসারে বর্গশঃ যূথ-ভাবাপন্ন-বনিতা-জন-যূথ-শতকের নায়ক, বা অধরামৃত-পান-কর্ত্তা শ্রীশঙ্করদেব ঐসকল-বনিতা-জন-কর্ত্তৃক আশুনির্ম্মাণ-পূর্ব্বক সমর্পিতা, কিম্বা বন-দেবী-নিচয়-কর্ত্তৃক বিরচিতা-বৈজয়ন্তী, বা পঞ্চবর্ণ-পুষ্প-গ্রথিত-পঞ্চবর্ণ-বিশিষ্ট-মালা কুঞ্জে, কুঞ্জে, বনে, বনে স্থাপিতা হওয়ায়, বলয়-নূপুরাদি-বিবিধ-ভূষণ-সত্ত্বেও, সেই বৈজয়ন্তী-মালামাত্রই গ্রহণান্তে ধারণ-পূর্ব্বক অত্যন্ত হর্ষভরে উচ্চৈঃস্বরে বনিতা-জন-সমূহের ভাবোদ্দীপন-কর-মধু-মাসীয়-চন্দ্র-কুমুদ-কুমুদাকর-প্রভৃতি-বিষয়ক-গান করিতে করিতে, তথা সেই হিমালয়-প্রদেশান্তর্গত-যমুনা-পুলিনস্থ-বন-সকলকে বিমণ্ডিত করিতে করিতেই যেন তাঁহাদিগের সহিত বিচরণ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর নব-লক্ষ-ভাগে বিভক্ত-কলেবর-শ্রীশঙ্করদেব নব-লক্ষ-ভাগে বিভক্ত-দেহাবয়বা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সহিত নীল-জলা-যমুনা-নদীর তরলতর-তরঙ্গ-নিচয়সহ আনন্দী, বা সুখ-বিহারী, অথচ প্রফুল্ল-কমলামোদ-যুক্ত-বায়ু-দ্বারা সেবিত, তথা তাদৃশ-সমীরণ-গত-মার্দ্দব-মান্দ্য-শৈত্য-সৌরভ্য-সাহায্যে নিরতিশয়ানন্দ-দায়ক, হিম-বালুক, বা হিমবালুকা-কর্পূর-চূর্ণের-ন্যায় সুগন্ধ-পূর্ণ-সমুজ্জ্বল-সুশীতল-নির্ম্মল-কোমল-বালুকা-রাশি-দ্বারা পরিব্যাপ্ত-তাদৃশ-পবিত্রতর-যমুনা-তীরপুলিন-প্রদেশে প্রবেশ-পূর্ব্বক আত্মীয়-তাদৃশ-লীলা-রসময়-প্রভাব-বশে "শরদি মল্লিকাবিকাশ ইব" রাত্রিকালেও কুমুদ-সকলের ন্যায় বিকসিত-কমল-কলাপের আমোদে আমোদিত-মানসে সর্ব্ব-সুন্দরী-জন-শিরোমণিভূতা ঐসকল-পার্ব্বতীদেবীর স্ব-স্ব-বক্ষঃ-স্থলে স্বস্তিকীভূত-ভুজ-সকলের প্রসারণ, অথবা নিজ-বাহু-প্রসারণ, প্রসারিত-নিজভুজ-সাহায্যে পরিরম্ভ, বা গাঢ়তর আলিঙ্গন, কর-কমল, চূর্ণ-কুন্তল, উরু, নীবী ও স্তন-প্রভৃতির আলভন, বা স্পর্শন, নর্ম্ম, বা পরিহাস, নখাগ্র-পাত, তথা প্রস্তোভনাদিরূপা, ক্রীড়োক্তি-রূপা বা ক্ষ্বেলি, কটাক্ষ-নিক্ষেপ এবং সুদৃগভিলষিত-হসিত-সাহায্যে তাঁহাদিগের সহজ-লজ্জাদি-দ্বারা আচ্ছাদ্যমান হইলেও, কান্তা-জনোচিতা-প্রীতিলক্ষণা-রতির পতি অর্থাৎ পতি-জনোচিত-মহাভাবাহ্বয়-পরম-প্রেমা,

বা প্রেমাত্মক-কামকে উত্তম্ভিত, বা উদ্দীপিত করিতে করিতে, তাবতী-পার্ব্বতীদেবীর সহিত কাম-ক্রীড়ার্থে প্রবৃত্ত হইয়া, তাঁহাদিগের প্রত্যেককেই স্বীয়-নব-লক্ষ-প্রকাশ, বা রূপের সহিত রমণ করাইতে লাগিলেন।

এইস্থলে এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, তাদৃশ-স্বল্পায়তন-যমুনা-তীর-পুলিন-প্রদেশে নব-লক্ষ-শঙ্কর, নব-লক্ষ-পার্ব্বতী ও নব-লক্ষ-জয়া-বিজয়াদি-সখী, এই সপ্ত-বিংশতি-লক্ষ-জনের সঙ্ঘট্ট, অন্যোহন্য-বিমর্দ্দ, অথবা সঙ্ঘট্টন-সম্মেলন-বশে নিরাবরণতা, বা আবরণশূন্যতা অবশ্যম্ভাবিনী হওয়ায়, সৌরত-তল্পাদির অভাব-নিবন্ধন প্রত্যেকশঃ সেই নব-লক্ষ-পার্ব্বতী-দেবীরূপা-প্রমদার সহিত সম্প্রয়োগ-লীলা সুসঙ্গতা হইতে পারে কিরূপে? এবম্বিধা আশঙ্কার পরিহার-কল্পে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, সত্য, উক্তরূপা আশঙ্কার অবতারণা অসঙ্গতা নহে বটে; কিন্তু ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে যে, ভগবন্মূর্ত্তির বিভুতার ন্যায় শ্রীভগবল্লীলা-ভূমি শ্রীযমুনা-তীর-পুলিন-প্রদেশেরও বিভুতা, তথা তত্রত্য-তিলমাত্র-স্থানেরও অতিস্ফারত্ব, সাধারণ-বিবিধ-কুঞ্জবত্ত্ব, গন্ধ-মাল্য-তাম্বূল-কর্পূর-খণ্ডোজ্জ্বল-সুশীতল-জল-প্রভৃতি-রতি-যোগ্য-সর্ব্ববিধোপকরণ-সহিত বিচিত্র-পুষ্প-তল্পবত্ত্ব দুর্ঘট-ঘটনা-পটীয়সী-যোগ-মায়া-শক্তি-প্রভাবেই সর্ব্বথা উপপন্ন হইতে পারে; সুতরাং অবশ্যই বলিতে হইবে যে, পূর্ব্বতন-গ্রন্থে যাহা কিছু বিবৃত হইয়াছে, "তদেতৎ সর্ব্বং সুসঙ্গতিকমেব।"

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

অষ্টাদশ অধ্যায়

অধুনা "ন বিনা বিপ্রলম্ভেন, সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে। কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ, ভূয়ান্ রাগো বিবর্দ্ধতে।" এইরূপ ভরত-ন্যায়ানুসরণে প্রেম-বিশেষোদ্রেক-নিবন্ধন অগ্রে ক্রীড়া-বিশেষ-বর্ণনার্থ সম্প্রতি আমি বিপ্রলম্ভ-রূপ-রস-বিশেষ-কথা-কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইতেছি; সুতরাং ইদানীং আমাকে বলিতে হইতেছে যে, মহাত্মা দিব্যাতিদিব্য-সর্ব্বজাতীয়-নায়ক-বৃন্দ-বৃন্দারক সকল হইতেও পরম-শ্রেষ্ঠতম-ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবের নিকট হইতে এবং-রূপে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত তাদৃশ-প্রেম-বশতা-প্রকারে মান, সম্মান, সৌভাগ্য, বা আদরাতিশয়-প্রাপ্তা হইয়া, তথাভূতা-মানিনী, বা লব্ধ-প্রণয়-মানা সেই সকল-পার্ব্বতীদেবী কি ভূমণ্ডলে, কি অন্যত্র যে সকল-বর-স্ত্রী আছেন, সেই সমস্ত-শ্রেষ্ঠতমা-বর-স্ত্রী হইতে প্রত্যেকেই নিজ-নিজ আত্মাকে রূপে, গুণে, যৌবন-বিলাসে ও স্বামি-সৌভাগ্যে অধিকতর মনে করিয়া, অন্যান্য-যাবতীয়-স্ত্রী-জনের প্রতি চিত্তে গর্ব্বিতা ও শ্রীশঙ্কর-দেবের প্রতি মানিনী-মানবতী হইলেন।

ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব ঐসকল-পার্ব্বতীদেবীর রস-শাস্ত্রানুসারে নিরূপিত "দম্পত্যোর্ভাব একত্র, সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ। স্বাভীষ্টাশ্লেষ-বীক্ষাদি-নিরোধী মান উচ্যতে। অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ, স্বভাব-কুটীলা ভবেৎ। অতো হেতোরহেতোশ্চ, যূনোর্ম্মান উদঞ্চতি।" এইরূপ মান, তথা অন্যত্রত্য-স্ত্রীজনগণের তাদৃশ-নায়কের অলাভ এবং তত্রত্য-স্ত্রীজনগণের তাদৃশ-নায়ক-লাভসত্ত্বেও স্ব-সদৃশ-সৌভাগ্য-লাভের অমনন-সমুত্থিত "সৌভাগ্যরূপতারুণ্যগুণসর্ব্বোত্তমাশ্রয়ৈঃ। ইষ্টলাভাদিনা চান্যহেলনং গর্ব্ব ঈর্য্যতে।" এইরূপে উক্ত-লক্ষণ, "সঞ্চারয়ন্তি যে ভাবং, তে তু সঞ্চারিণো মতাঃ। উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি, স্থায়িন্যম্বুনিধাবিব।" এতাদৃশ-রসতন্ত্র-বচনানুসারে তাদৃশ-তৎপ্রেম-বিশেষরূপ-স্থায়ি-রস-সাগরে উন্মজ্জন-

নিমজ্জনশীল, ভাব-সঞ্চারণ-পটু সুতরাং উক্তরূপে এতাদৃশ-রসের স্থিতি ও উৎকর্ষ-সাধক, সঞ্চারিভাবরূপতা-নিবন্ধন তন্ময়ভাবাপন্ন-তথাভূত সৌভগ-মদ, বা সৌভাগ্য-হেতুক-গর্ব্ব বিশেষরূপে অবলোকন করিয়া, অর্থাৎ গর্ব্বপক্ষে যুক্ত্যন্তরাসাধ্যরূপে অবগত হইয়া এবং মান-পক্ষে কৃতানুনয়াদি-সাহায্যেও অসাধ্য দর্শন করিয়া, তাঁহাদিগের গর্ব্ব-প্রশমন ও মানের প্রসাদন-কল্পে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

অথবা "তাসাং তৎসৌভগ-মদং, বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ। প্রশমায় প্রসাদায়, তত্রৈবান্তরধীয়ত।" এই শ্লোকটীর অপরবিধ-ব্যাখ্যানাবসরে বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বোক্ত-নব-লক্ষ-পার্ব্বতী-শরীরে অর্থাৎ সেই সমস্ত-পার্ব্বতীদেবীর সুকঠিন-কামালয়ে ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবের রমণ-কার্য্য সাধারণভাবে সম্পন্ন হওয়ায়, ঐসকল-পার্ব্বতীর মধ্যে যিনি সর্ব্ব-মুখ্যতমা, অর্থাৎ হিম-নগ-নন্দিনী যে পার্ব্বতীদেবী একোন-নব-লক্ষ-পার্ব্বতী-শরীরের আবির্ভাবয়িত্রীরূপে পরিচিতা হইয়াছেন, সেই সর্ব্বাধাররূপা-প্রধানভূতা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী সহসা উদ্ভূত-প্রবলতরের্ষ্যা-বশে নিজ-লোচন-যুগলকে কষায়িত করিয়া, মানিনী-মানবতী হইলে, অপরাপর-পার্ব্বতীদেবী-সকলও সৌভাগ্য-গর্ব্ববতী হইলেন।

এইরূপে উক্ত-পার্ব্বতীদেবীসকলের মধ্যে অদ্ভুততর-বৈমত্য উপস্থিত হইলে, ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব উক্তরূপ বৈমত্যবিঘটন-কল্পে যেরূপ সমাধান-দান করিয়াছিলেন, তাহা বিস্পষ্টরূপে কথন করিতে হইলে, বলিতে হইতেছে যে, "তাশ্চ সা চ ইত্যেকশেষেণ" সর্ব্ব-সুন্দরী-জন-শিরোমণিভূতা-একোন-নব লক্ষ-পার্ব্বতীদেবীর ও হিম-গিরি-কুমারী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর যথাক্রমে সেই সৌভগমদ ও মান অবলোকন করিয়া, তাঁহাদিগের তাদৃশ-সৌভগমদকে প্রশমিত করিবার জন্য এবং সর্ব্বমুখ্যতমা মানবতী-শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীকে প্রসাদিতা করিবার জন্য গিরিরাজ-নন্দিনী-শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীকে বল-পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া, "কো ব্রহ্মা, ঈশশ্চ বিষ্ণুঃ, তাবপি বয়তে প্রশাস্তীতি", অথবা "কেশান্ পার্ব্বতীঘনকৃষ্ণকুঞ্চিতকেশকলাপান্ বয়তে সংস্করোতীতি" কেশবনামা-ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, যম, অনল ও অনিল-প্রভৃতি-দেবগণের প্রতি নিজ-কৃত-প্রশাসন-ব্যাপারে,

বা তাঁহাদেরও সৌভগ-মদ-প্রশমনে আত্মীয়-অক্ষুণ্ণ-প্রতাপ, তথা মানিনী-প্রণয়িনী-জনের মানাপনয়ন, বা বিভঞ্জন-বিষয়ে কেশ-প্রসাধনাদি সাহায্যে তাঁহার প্রসন্নতা-সম্পাদন-কল্পে রসিক-শেখরেশ্বর-জনোচিত-স্বকীয়-চাতুর্য্য, বা নৈপুণ্য-স্মরণ-পূর্ব্বক অন্তর্দ্ধান ও কেশ-প্রসাধনাদি সাহায্যে অনায়াসে অবশ্যই আমি ইঁহাদিগের সৌভগ-মদাপনয়ন এবং মান-ভঞ্জনে সমর্থ হইব, এইরূপ বিবেচনান্তে অন্যত্র গমন ও অন্যান্য-লোকের দৃষ্টি গোচরে অবস্থিতি অপেক্ষা কায়-রূপ-সংযম-দ্বারা এইস্থানেই অন্তর্হিত হওয়াই শ্রেয়স্কর, এইরূপ নিশ্চয়াবসানে সঞ্জাত-স্বকীয়েচ্ছা-লক্ষণ-সঙ্কল্পের সম্পাদনাবসরে যোগমায়া-সমাশ্রয়ে সহসা সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

স্বেচ্ছাময়-ভগবান্-শ্রীশঙ্করদেব বিপ্রলম্ভের পরম প্রেমার্থতা-সম্পাদন-কল্পে স্বীয়-সর্ব্ব-মূলাধার-স্বরূপ হইতে যোগেশ্বরগণের ন্যায় অর্থাৎ যোগেশ্বরগণ যেমন কায়-বূ্যহাদি-বিধানাবলম্বন-পূর্ব্বক যুগপন্নানা-কৃত্যানুষ্ঠানাভিপ্রায়ে নানা-শরীর-নির্ম্মাণান্তে সম্পূর্ণ-মহীমণ্ডলে, বা জগন্মণ্ডলে বিচরণ করিতে সমর্থ, সেইরূপ কায়-ব্যূহ-বিধানাবলম্বনে যোগবলে যে একোন-নব-লক্ষ-শাঙ্কর-রূপের আবির্ভাব-সাধন করিয়াছিলেন, অথবা যোগেশ্বরগণেরও অধীশ্বরতা-প্রযুক্ত এবং অপরিসীম অচিন্ত্য-স্বাভাবিক-শক্তিমত্ত্ব-নিবন্ধন "কায়ব্যূহাদিকং বিনাপি" কায়-ব্যূহাদি-বিধানের আশ্রয়-গ্রহণ না করিয়াই, স্বীয়-সত্য-সঙ্কল্পতার ফলে যে একোন-নব-লক্ষ-ভাগে বিভক্ত-শ্রীরূপের আবির্ভাবসাধন করিয়াছিলেন, ইচ্ছা, বা যোগ-মায়া-লক্ষণা ঐশী-শক্তি-সাহায্যে তৎক্ষণ-মাত্রেই আবির্ভাবিত সেই একোন-নব-লক্ষ-স্বরূপের পূর্ব্বতন-স্ব-স্বরূপে "সূর্য্যো রশ্মি-গণানিব" উপসংহার-সাধন-পুরঃসর উক্তরূপে "সহসৈব" সেইস্থান হইতে মুখ্যতমা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সহিত অন্তর্হিত হইলে, পরিত্যক্তা আবির্ভাবিত-স্বরূপা সেই একোন-নব-লক্ষ-পার্ব্বতীদেবী যূথ-পতি-মদ-মত্ত-গজেন্দ্রের অন্তর্দ্ধানে তদেকাবলম্বনতা-বশতঃ করিণীগণ যেমন গজেন্দ্রের অদর্শনে তদ্বিচ্ছেদ-নিবন্ধন তাপাধিক্য অনুভব করিয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীশঙ্করদেবৈকপ্রিয়তা-নিবন্ধন তদ্বিচ্ছেদ-জনিত অত্যধিক মানস-তাপ অনুভব করিতে লাগিলেন।

অনন্তর নিজ-নিজ-কান্ত-জনকে ইতস্ততঃ কুঞ্জে, কুঞ্জে অন্বেষণ করিয়াও, যখন সেই সকল-পার্ব্বতীদেবী তাঁহাদিগকে প্রাপ্তা হইলেন না, তৎকালে সেই সকল-কান্ত-জনের অপ্রাপ্তি-নিবন্ধন তাঁহাদিগের হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে, ক্ষণে ক্ষণে বিবর্দ্ধমান-বিরহ-ব্যথার প্রবলতর-প্রভাববশে যে সঞ্চারী উন্মাদের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, সেই সঞ্চারী উন্মাদের প্রাকট্য-প্রকার-বর্ণন-প্রসঙ্গে বলিতে হইতেছে যে, রমা-পতি অর্থাৎ সর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-সম্পত্তি-স্বামী সেই সকল শঙ্করদেবের বিরহ-নিবন্ধন অতিশয়িতরূপে স্মৃত্যারূঢ়-তদীয়-সামান্যা-গতি, বা স্বাভাবিক-পাদ-বিন্যাস, অনুরাগ, বা স্ব-বিষয়ক-কান্ত-যোগ্য-ভাব, স্মিত, বা মৃদু-মন্দ-মধুর-হাস্য, বিভ্রম, বা ভ্রূ-প্রভৃতির তত্তন্মধুর চেষ্টা, ঈক্ষিত, বা সবিলাস-নেত্র-প্রান্ত-বিলোকন, তথা "অয়ি স্থল-কমলিনি! অতিতৃষ্ণার্ত্তায় মধুপায় স্বমকরন্দং দাস্যসি? ন বা? ভো ভ্রমর! পদ্মিন্যাঃ পতিঃ সূর্য্য এব, ন তু ভ্রমরঃ, তৎকথং ত্বাং স্বং স্বীয়ং মধু পায়য়িষ্যতি? ভোঃ পদ্মিনি! পদ্মিনীনাং ভবতী-নাং স্বভাব এবায়ং, যৎ তাঃ স্বপতিং সূর্য্যং স্বীয়ং মধু নৈব পায়য়ন্তি; কিন্তূপপতিং ভ্রমরমেব।" ইত্যাদিরূপ আলাপের বিপরীত-পতিব্রতা-স্ত্রীজনোচিত-পবিত্র-প্রণয়-মধুর-মনোরম আলাপ, অথবা "আং জানামি, মৎ-সমীপস্থ-নীপ-তরুতলং গচ্ছন্তীং ত্বাং মহাদর্পকঃ সর্পঃ অদশৎ। তদ্বিষং তে বক্ষঃ-স্থল-পর্য্যন্তমুদসর্পৎ। তদপি ত্বং কুলবধূত্বাদেব মাং তদুপ-শমং ন পৃচ্ছসি। তদহং দয়ালুত্বাৎ স্বয়মেব ত্বদন্তিকমেত্য, তদ্বিষোপশমকং মন্ত্রং পঠন্, করতলাভ্যাং ত্বদঙ্গং সঙ্ঘট্টয়ামি। ভো ভো জাঙ্গলিক! ন মাং সর্পঃ অদশৎ। যাং সর্পো দশতি স্ম, তদ্-গাত্রমেব করতলাভ্যাং সঙ্ঘট্টয়। ভোঃ কুলাঙ্গনে! ত্বদীয়-গদ্গদস্বরাদেব বিষ-জ্বালাকুলত্বং তব জ্ঞায়তে, ইতি জ্ঞাত্বাপি যদ্যপ্যহং ত্বাং উপেক্ষে, ততো মাং স্ত্রীবধো লগিষ্যতি। ইত্যতস্তদ্-বিষমুপশময়িষ্যাম্যেব, ইত্যুক্ত্বা, তস্যা বক্ষঃস্থলে নখরনিকর রেখার্পণাদিকং চকার।" ইত্যাদিরূপ-প্রণয়-মধুর-মনোরম-কোমল আলাপ, অনন্তর উক্তরূপ আলাপ-দ্বারা পরাজিতা-হাস্য-পরায়ণা-প্রিয়তমার সহিত অধর-মধুপানাদিরূপ-সম্প্রয়োগাত্মক-বিহার, বা শৃঙ্গার-চেষ্টা, পুনশ্চ কামোন্মত্ততাত্মক-বিভ্রম, বা শৃঙ্গার-ভাব-বিশেষ-প্রভৃতি-দ্বারা

আক্ষিপ্ত অর্থাৎ "অরে কিমিহ কুরুধ্বে ? বহির্ভূয় প্রাণ-প্রেষ্ঠং অন্বেষ্টুং গচ্ছত", ইত্যাদিরূপে বহুতর-তিরস্কার-পূর্ব্বক নিজ-নিজ-দেহ হইতে নিঃসারিত-প্রায়-চিত্তে প্রমদা "জাতিত এব" প্রকৃষ্টরূপ-কাম-মদ-মত্তা সেই সকল-পার্ব্বতীদেবী বুদ্ধি ও অহঙ্কারসহ স্ব-স্ব কান্ত-জন-মাত্রে সমর্পিত-মানসে তদীয় সেই সেই বাহু-প্রসারাদি-বিচেষ্টা-বিবিধ-চেষ্টার গ্রহণ, বা অনুকরণ করিতে লাগিলেন।

শ্রীশঙ্করদেবের বিরহে উক্তরূপে উন্মাদ-দশা-প্রাপ্তা, অন্তর্হিতাবস্থায় স্ব-স্বরূপে স্মর্য্যমাণ-তাদৃশ-প্রেম-সম্পন্ন-স্ব-স্বপ্রিয়জনের "গত্যানুরাগ-স্মিত বিভ্রমেক্ষিতৈর্মনোরমালাপ-বিহার-বিভ্রমৈঃ" আক্ষিপ্ত চিত্তা, তদীয়-পূর্ব্বোক্ত-গতি-স্মিত-ভাষণ-প্রেক্ষণাদি-বিবিধ-চেষ্টা-বিষয়ে প্রতিরূঢ়া-সদৃশী-ভূতামূর্ত্তি, বা ইন্দ্রিয়াদি-সঙ্ঘাতাত্মক-দেহাবয়ব-সম্পন্না, অর্থাৎ অন্তরে ও বহির্দ্দেশে কান্তভাবাপন্না, অতএব স্ব-স্ব-কান্তভূত-শঙ্করদেবের ন্যায় বিহারবিষয়ে বিভ্রম, বা বিলাসবতী, অথবা তদীয়-বিহারের বিভ্রম-লক্ষণা ভ্রান্তি-দ্বারা অধিকৃতা, সুতরাং তদাত্মিকা, অর্থাৎ অহংগ্রহোপাসনা-বেশের পরিবর্ত্তে প্রেম-লীলা-ভর-স্বভাব-বশেই তন্ময়তা-যুক্তা, বা প্রাপ্ত-শঙ্কর-তাদাত্ম্যা, প্রিয়া, অর্থাৎ স্বস্বপ্রিয়জনে স্বাভাবিক-প্রেমবতী, "জাতিতঃ" অবলা সেই সকল-পার্ব্বতীদেবী "যত্র যুষ্মাকমুৎকণ্ঠা, অহ-মেবাসৌ তত্তদ্বিহার-নাগর, ইতি প্রত্যেকং সর্ব্বা মিথো ন্যবেদিষুঃ নিবেদিত-বত্যঃ, অর্থাৎ অসৌ শঙ্কর এবাহং, কিম্বা অহমেব শঙ্করঃ", ইত্যাদিরূপা, অহং-গ্রহোপাসনা-মূলিকা-ইত্যাদি-সাবধারণা-ভাবনাকে পরিত্যাগ করিয়া, "অসৌ অহং, শঙ্করোঽহং", এইরূপ প্রেম-লীলা-ভর-স্বভাব-বশে রসাস্বাদ-প্রৌঢ়িময়ী অবস্থা-প্রাপ্তির অনন্তর পরস্পরের নিকটে "অসৌ অহং, অসৌ অহং", এইরূপ নিবেদন করিতে লাগিলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে অষ্টাদশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

একোনবিংশ অধ্যায়

অপিচ, প্রথমতঃ প্রিয়জনের গতি-স্মিত-ভাষণ-প্রেক্ষণাদি ঐসকল-পার্ব্বতীদেবীর মধ্যে, প্রত্যেকের চিত্তেন্দ্রিয়াদিময়ী-মূর্ত্তির অভ্যন্তরে আরূঢ় হওয়ায়, তথা পশ্চাৎ প্রিয়জন-সকলের ঐসমস্ত-গতি-স্মিত-প্রভৃতির অন্তরদেশে ঐসকল-পার্ব্বতীদেবীর মূর্ত্তি প্রত্যারূঢ়া হওয়ায়, উন্মাদ-বশে একীভাব উপস্থিত হইলেও, যখন তাঁহাদের সেই উন্মাদ কালবশে নিজ-প্রৌঢিম-পরিহার-পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে মন্দীভাব-ধারণ করিল, তৎকালে তাঁহারা অর্দ্ধ-বাহ্যানুসন্ধানবতী হইয়া, অর্থাৎ "কান্ত-বিচ্ছেদেন দুঃখিন্যো বয়ং শঙ্করস্ত্রিয়ঃ তং অন্বেষয়ামঃ", এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, স্ব-স্ব-প্রিয়জনকে দূর হইতে নিজ-নিজার্ত্তিবার্ত্তা শ্রবণ করাইবার জন্য, কিম্বা গীত-প্রিয় সেই সকল-প্রিয়জনকে উচ্চ-সঙ্গীত-সাহায্যে আকৃষ্ট করিবার জন্য, কিম্বা আর্ত্তি-ভর-স্বভাব-বশে উচ্চৈঃস্বরে স্ব-স্ব-প্রিয়জন-প্রীতি-সুখ-কর-তদীয়-গুণ-মহিম-বর্ণনা-প্রধান অর্থাৎ অরুণাচলে প্রসিদ্ধ, বিবদমান-ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর শাস্ত্রাবগত-তথাভূত-বিবাদ-প্রশমনার্থে উর্দ্ধাধো-দেশে অন্ত-বিহীন-প্রজ্বলিত-প্রচণ্ডানল-স্তম্ভাকার-শ্রীশিব-লিঙ্গোৎপত্তিবিষয়ক-গুণ-মহিম-গাথা-গান করিতে করিতে, ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন।

যদিচ তত্তদ্বিহার-নাগর সেই সেই শঙ্করদেব অত্যন্ত-নিষ্ঠুর-জনোচিত-ব্যবহারাবলম্বনে তত্তদ্‌বিহার-নাগরীভূতা এই সকল-পার্ব্বতীদেবীকে পরিত্যাগ করিয়া, অন্তর্হিতাবস্থায় অবস্থিতি-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে "যৎ-পরোনাস্তি" দুঃখ-দান করিতেছেন, তথাপি "কেবলং গণয়তি গুণগ্রামম্", ইত্যাদি-রীতি অনুসারে তদীয়-দুঃখ-প্রদাতৃত্ব-স্মরণ না করিয়াই, আমাদের দেবীভূতা এই-সকল-পার্ব্বতী পরস্পরের সহিত সংহতা, মিলিতা হইয়া, অর্থাৎ সর্ব্বত্র সম্যঙ্মার্গণার্থ, কিম্বা সখ্য-বশতঃ অন্যোহন্যার্ত্তি উপশমনার্থ, কিম্বা আর্ত্তি-বিশেষ-স্বভাব-বশতঃ দল-বদ্ধা হইয়া, গান ও

অন্বেষণের যৌগপদ্যাভিপ্রায়ে অল্পার্থে ক-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন উন্মত্তক-জনবৎ, অর্থাৎ ঈষদুন্মত্ত-জনের ন্যায় আলুলায়িত-কেশে অর্দ্ধ অনাবৃত-শরীরে "অমুমেব" এই পরম-দুঃখ-প্রদ-স্ব-স্ব-প্রিয়তম-জনকেই উচ্চৈঃস্বর-সংযুক্ত-সঙ্গীত-সাহায্যে গান করিতে করিতেই, কুসুমিত-তরু-রাজি-বিরাজিত একটী বন-প্রদেশ হইতে বনান্তর-প্রদেশে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

কিঞ্চ, গান ও অন্বেষণ-পূর্ব্বক "বনাদ্" বনান্তরে পরিভ্রমণাবসরে নিজ-নিজ উন্মত্ত-তুল্যত্বের পরিচয়-প্রদান-কল্পে স্ব-স্ব-প্রিয়তম-শঙ্করদেবের বিরহে কাতরতরা-বহুতরা-পার্ব্বতীদেবী "পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহির্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্", ব্যাপী, বিভু আকাশবৎ স্থাবর-জঙ্গমাদি-সর্ব্ব-ভূতের অন্তরে ও বহির্দ্দেশে অন্তর্যামী, বা অন্তরাত্ম-স্বরূপে সর্ব্ব-মূর্ত্ত-সংযোগিরূপে সর্ব্বদা সমবস্থিত, নিজ-প্রেমাবলম্বন, কেবল-স্থুর-লীলা-মাত্ররূপে তাদৃশ-প্রশ্ন-বিষয়তা-প্রাপ্ত, "সাক্ষাদিব সত্তয়া", "আসুপ্তেরামৃতেঃ কালং" সকৃদ্-বিভাতরূপে স্ফুরণশীল, স্ব-স্ব-নায়কভূত-পুরিশয়-পূর্ণ-পুরুষ-বিষয়ে অশ্বত্থাদি-বনস্পতিগণের প্রতি "প্রেম-হাস-বিলসিতৈরবলোকনৈরস্মাকং মনো বলাৎ হৃত্বা, চৌর ইব গতঃ কশ্চিৎ যুষ্মাভিঃ কিং দৃষ্টঃ ?" ইত্যাদিরূপ-বিবিধ-প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

কিঞ্চ, তন্মধ্যে তাঁহারা প্রথমতঃ সম্মুখে অশ্বত্থ, প্লক্ষ ও ন্যগ্রোধ-বৃক্ষসকলকে অবলোকন করিয়া, তাহাদিগের প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ সম্বোধন-পূর্ব্বক প্রশ্ন-বচনে কহিলেন যে, হে অশ্বত্থ! প্লক্ষ! ন্যগ্রোধ! তোমরা কি নন্দ-সূনু অর্থাৎ যৌগিক-বৃত্তি-সমাশ্রয়ণে সর্ব্ব-জগদানন্দ-হেতুভূত-পরমাত্মদেবের পুত্র-শ্রীশঙ্করদেবকে এই পথে গমন করিতে দেখিয়াছ ?" "আত্মপুত্রায় তে রুদ্র! আত্মদৌহিত্রকায় তে।" ইত্যাদি শাস্ত্র-সিদ্ধ সেই নন্দ-সূনু-পরমাত্ম-পুত্র শ্রীশঙ্করদেব প্রেম, হাস ও অবলোকন-সাহায্যে আমাদিগের মানস-রত্ন-সকল হরণ করিয়া, অলক্ষিত-ভাবে পলায়ন করিয়াছেন। অতএব তোমরা সকলে তরুগণের মধ্যে অতি উচ্চতরতা-বশতঃ অত্যন্ত-দূরবর্ত্তী হইলেও, আত্মপুত্র সেই শ্রীশঙ্কর-দেবকে দেখিতে পাইলেও, পাইতে পার, মনে করিয়া, আমরা পুনঃ

পুনঃ তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, যিনি "প্রেম্না সর্ব্ব-লোকোন্মাদক-মহামোহনৌষধি-বিশেষেণ সহিতৈঃ হাসাবলোকনৈঃ প্রেষিতৈশ্চৌরৈরস্মাকং নেত্র-দ্বারতোঽন্তঃকরণং অন্তঃপুরং প্রবেশিতৈঃ মনোরত্নং চোরয়িত্বা", পলায়ন করিয়াছেন, তোমরা কি তাঁহাকে এদিকে গমন করিতে দেখিয়াছ ?

উক্তরূপে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়াও, যখন ঐসকল-পার্ব্বতীদেবী অশ্বত্থ, প্লক্ষ ও ন্যগ্রোধ-পাদপের নিকটে কোনরূপ প্রত্যুত্তর প্রাপ্তা হইলেন না, তৎকালে তাঁহারা ক্ষণ-মাত্রকাল অবস্থিতি-পূর্ব্বক "অহো! কিমেতাভিঃ ক্ষুদ্রাভিরিত্যস্মানবজানন্তঃ স্তব্ধা অমী পাদপাঃ অস্মভ্যং প্রত্যুত্তরং ন দদতে, তদলং এতৈঃ ক্ষুদ্র-ফলৈঃ পরোপকার-ধর্ম্মানভিজ্ঞৈঃ অপ্রফুল্লৈঃ অশুদ্ধান্তঃকরণৈঃ", এইরূপ বিবেচনান্তে ঐসকল-পাদপকে পরিত্যাগ-পুরঃসর অন্যত্র গমন করিতে করিতে, পথিমধ্যে কোন একটী পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিয়া এবং তথায় প্রবেশান্তে কতকগুলি পুষ্পিতালিকুলাবৃতপুষ্প বৃক্ষকে অবলোকন করিয়া, আশ্চর্য্যের সহিত "সত্যমিমে এব শুদ্ধান্তঃকরণাঃ প্রষ্টব্যাঃ, যদহো! স্বমকরন্দৈর্মধুব্রতান্ অতিথীন্ সেবন্তে", এইরূপ নিশ্চয়াবসানে তাহাদিগের প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথগ্‌রূপে সম্বোধন-পূর্ব্বক প্রশ্নবচনে কহিলেন যে, হে কুরুবক! হে অশোক! হে নাগকেশর! হে পুন্নাগ! হে চম্পক! তোমরা কি আমাদের হৃদয়ানন্দ-চন্দন, নন্দনন্দন, স্বকীয়-স্মিত-মাত্র-সাহায্যে মানিনী-মানময়-গর্ব্ববতী-স্ত্রী-সকলের দর্প-হরণ-দক্ষ-রামানুজ, অর্থাৎ "রা-শব্দো বিশ্ববচনো, মশ্চাপীশ্বরবাচকঃ। বিশ্বানাং ঈশ্বরো যো হি, তেন রামঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।" ইত্যাদি-শাস্ত্র-প্রমাণ-সিদ্ধ-রাম-শব্দ-বাচ্য-জগ-দ্ধৃদয়-রক্ষা-প্রলয়কারি-মহেশ্বরাখ্য-পূর্ণ-ব্রহ্মময়- স্বরূপ-সমলঙ্কৃত- শ্রীপরমাত্ম-দেব-কৃত-সর্ব্ব-জগৎ-সর্জ্জন-পালন-ব্যবস্থা-প্রণয়ন-পূর্ব্বক-"সর্ব্বজগৎ-সংহা-রকঃ কশ্চিজ্জায়তামিত্যাকারক-সঙ্কল্পাদনু" পশ্চাৎ উত্তরকালে তৎসৃষ্ট-বিশ্ব-সমূহের সংহার-সাধনার্থ জাত আবির্ভূত-মহাকালরুদ্র, কালাগ্নি রুদ্র, বা শ্রীশঙ্কর-স্বরূপে সর্ব্ব-বেদে বিদিত ও সর্ব্বসুরাসুর-নর-কিন্নর-ভূধর-সমাজে লোক-লোচন-গোচরতা-প্রাপ্ত, বর্ত্তমানে নববর-জনোচিত-নব-

নাগর-নটবর-জনোচিত-বেশ-বিভূষণে সজ্জিত ও বিভূষিত-মানস-চৌরকে এপথে গমন করিতে দেখিয়াছ ?

কিন্তু, যদিচ আমরা মানিনী, তথাপি স্বীয় মধুর-মধুর-মৃদু-মন্দ-কপট-হাস্য-দ্বারা তৎক্ষণমাত্রেই আমাদের মানময়-গর্ব্ব, বা দর্পময়-ধন-রত্ন-সকল অপহরণ-পূর্ব্বক পলায়ন-পরায়ণ হওয়ায়, আমরা অবিমৃশ্যকারী, মানময়-ধন-গর্ব্বাপহারী, তাদৃশ-মহামোহন-প্রাণ-কান্তের বিচ্ছেদে ক্ষণমাত্রকালও জীবিত-ধারণে সমর্থা না হইয়া এবং সেই প্রাণকান্তের জন্য আমাদের প্রাণপঞ্চক বহির্গমনোন্মুখ হওয়ায়, তদীয় অন্বেষণে প্রবৃত্তা হইয়া, "নষ্টোদ্দেশিত্বেনাগতাস্তং চৌরং সাধূন্ যুষ্মান্ পৃচ্ছামঃ", প্রনষ্ট-মানস-মহামণির, বা প্রাণকান্তের, উদ্দেশলাভার্থে বহির্গমনান্তে ক্রমে এখানে সমাগতা হইয়া, তোমাদিগকে পরোপকারী, মহত্তম ও সাধু ভাবিয়া, নির্ধনীভূতাবস্থায় আমরা সেই চৌরের কথা প্রশ্নবচনে বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতেছি, যদি তোমাদের অবগতির অবিষয়ীভূত না হয়, তবে তোমরা তিনি এই স্থান হইতে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন ? কিংবা এই স্থানেই আত্ম-গোপন-পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছেন ? এই প্রশ্ন দুইটীর যথোচিত-প্রত্যুত্তর প্রদান কর। শ্রীশঙ্করদেবের বিরহে কাতর-হৃদয়া, উন্মত্ত-প্রায়া-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের উক্তরূপ-প্রশ্নবচনের অবসান-কালে অকস্মাৎ প্রসরণশীল-মৃদু-মন্দ-মধুর-মলয়-মারুত-কৃত-হিল্লোল, বা দোলন-বশে আন্দোলিত-পুষ্প-ভর-ভারাবনতাগ্র-শাখা-সমূহে শোভমান, পুরঃস্থিত-কুরুবকাদি-পুষ্পিত-বৃক্ষ-সকলকে উক্তরূপে আত্মীয় অনভিজ্ঞত্বসূচক-মস্তক-সঞ্চালন করিতে দেখিয়া, শঙ্কর-বিরহ-কাতর-কলেবরা ঐসকল-পার্ব্বতীদেবী "অহো ! শিরো-ধূননেন অমী পাদপা বয়ং ন জানীম, ইতি ব্রুবতে, তদলমমীভিঃ কঠোর-হৃদয়ৈঃ পুরুষ-জাতিভিঃ", এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, অন্যত্র গমনে অভিলাষিণী হইলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে একোনবিংশ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

বিংশ অধ্যায়

"এতে পুরুষ-জাতিত্বেন প্রায়ঃ শ্রীশঙ্কর-পক্ষগ্রাহিণঃ; সুতরাং অস্মাকং মানং বিজ্ঞায়াপি, অসূয়য়া ন কিল কথয়েয়ুঃ", এইরূপ নিশ্চয়ের অনন্তর অন্যত্র গমন করিতে করিতে, ঐসকল-পার্ব্বতীদেবী পথিমধ্যে বৃক্ষরূপা-শ্রেণীবদ্ধা শ্রীমতীতুলসীদেবীকে অবলোকন করিয়া, "এতা অস্মৎ-পক্ষ-গ্রাহিণ্যঃ স্ত্রী-জাতয়ঃ স্ত্রী-জন-হৃচ্ছয়-পীড়াং বিদুষ্যঃ কৃপাবত্যো ভবিষ্যন্তি, তদিমাঃ পৃচ্ছাম, ইত্যাসাদ্য, তন্মধ্যে পরম-মুখ্যতমাং তুলসীং পপ্রচ্ছুঃ।" কিন্তু, ঐসকল-পার্ব্বতীদেবী পরম-মুখ্যতমা-তুলসীর নিকটে গমন-পূর্ব্বক সৌরভ্যাধিক্য-প্রযুক্ত সমাকৃষ্টালি-কুল-মালা-দ্বারা-মণ্ডিতা সেই তুলসীকে সম্বোধন-পূর্ব্বক এইকথা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে তুলসি! হে কল্যাণি! হে গোবিন্দ-চরণ-প্রিয়ে! সম্প্রতি আমরা প্রিয়তম-শ্রীশঙ্করদেবের বিচ্ছেদ-বশে নিতান্তই অকল্যাণ-ভাজনভূতা হইয়া, কুশলিনী-বোধে তোমার নিকটে আগমন করিয়াছি এবং তোমার প্রতি প্রশ্ন-পুরঃসর এইরূপ অবগতা হইতে ইচ্ছা করিতেছি যে, তুমি কি সম্প্রতি এপথে আমাদিগের প্রাণ-সম-প্রিয়তম অচ্যুতাত্মা সেই শঙ্করদেবকে সাদরে বিধৃতালি-কুলাকুল-বৈজয়ন্তী-মালা-বিলসিত-হৃদয়ে গমন করিতে দেখিয়াছ?

পক্ষান্তরে গোবিন্দ-চরণ-প্রিয়া-তুলসীর নিকটে কোনরূপ প্রত্যুত্তর প্রাপ্তা না হইয়া, "অহো সৌভাগ্য-গর্ব্বেণ উন্মত্তা ইয়ং অস্মান্ নৈব পশ্যতি, তদেতাদৃশ-সৌভাগ্য-গর্ব্ব-রহিতা ইমাঃ পৃচ্ছাম, ইত্যন্যতো গত্বা" ঐসকল-পার্ব্বতীদেবী এইকথা বলিলেন যে, হে মালতি! মল্লিকে! জাতি! যূথিকে! তোমরা কি এপথে আমাদিগের হৃদয়াধি-নাথ-শ্রীশঙ্করদেবকে পুষ্প-প্রিয়তা-প্রযুক্ত শ্রীকর-কমল-স্পর্শ-সাহায্যে যুষ্মদীয় উৎকৃষ্টতর-পুষ্প-সকলের অবচয়ন-দ্বারা তোমাদিগের প্রীতি

উৎপাদন করিতে করিতে, গমন করিতে দেখিয়াছ? পক্ষান্তরে শ্রীশঙ্করদেবের দাসীভূতা-মালতী-প্রভৃতি যখন শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণের উক্তরূপ-প্রশ্নবচনের উত্তরে কোনরূপ প্রতিবচন কথন করিল না, তৎকালে পুনশ্চ ঐসকল-পার্ব্বতীদেবী "শ্রীশঙ্কর-দাস্য এতাঃ শ্রীশঙ্কর-শঙ্কয়া তং বত ন কথয়েয়ুস্তদলং এতাভিঃ পরতন্ত্রাভিরিতি অন্যতো গত্বা", মুনিজনের ন্যায় অবস্থিত অন্যান্য কতকগুলি বৃক্ষকে অবলোকন করিয়া, "সত্যং ইমে এব যমুনা-তীর্থবর্ত্তিনো নিস্পন্দত্বেনৈব অনুমীয়মান-পরমাত্ম-তত্ত্ব-স্মরণবন্তো ভবন্তি, অতো ন মৃষা বদিষ্যন্তি", এইরূপ বিশ্বাস-স্থাপন-পূর্ব্বক এইকথা বলিলেন যে, হে লতা-জাতীয়-চূত! হে প্রিয়াল! হে পনস! হে আসন! হে কোবিদার! হে জম্বো! হে অর্ক! হে বিল্ব! হে বকুল! হে বৃক্ষ-জাতীয় আম্র! হে অত্যন্ত-সুগন্ধ-পূর্ণ-ক্ষুদ্র-পুষ্প-শোভন-কদম্ব! হে পরাগ-প্রধান-মহাপুষ্প-শোভন-নীপ! তথা "হে পরার্থভবকাঃ! পরার্থমেবভবো জন্ম যেষাং তে, যমুনোপকুলাঃ! যমুনায়াঃ কুল-সমীপে বর্ত্তমানাস্তীর্থবাসিনস্তরবঃ!" তোমরা কি এপথে আমাদিগের হৃদয়াধিনাথ-শ্রীশঙ্করদেবকে গমন করিতে দেখিয়াছ? হে তরুগণ! আমরা পরম-প্রণয়ভাজন-শ্রীশঙ্করদেবের সঙ্গ-রহিতাবস্থায় তদীয়-বিরহে নিতান্তই হতজ্ঞানা হইয়া, তোমাদিগের নিকটে প্রার্থনা করিতেছি যে, তোমরা যদি এপথে আমাদিগের প্রাণাধিক-প্রিয়তম-শ্রীশঙ্করদেবকে গমন করিতে দেখিয়া থাক, তবে আমাদিগের প্রতি কৃপা করিয়া, পরম-ব্রহ্মাত্মভূত-হৃদয়বল্লভ সেই শঙ্করদেব কোন্ পথে গমন করিয়াছেন, তাহা সত্য করিয়া, আমাদিগের নিকটে কীর্ত্তন কর। প্রাণের প্রাণ সেই হৃদয়-রত্নের পদবী, বা গমনমার্গ-কথন-পূর্ব্বক অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণেও আমাদের প্রাণের জ্বালা দূরীকৃতা কর।

অথবা "কিং এতে শঙ্কর-সমাধিমত্ত্বাৎ অস্মৎ-প্রশ্নং ন শৃণ্বন্তি? কিম্বা তীর্থবাসিনোঽপ্যমী কঠোরা এব, যতঃ কিমপি ন প্রতিবদন্তি। হং হো, কে জানন্তি? কে বা তং ন জানন্তি? ইত্যনিশ্চিত-তত্ত্বাস্তীর্থ-বাসিনোঽমী কথং বৃথা নিন্দ্যন্তে? যো জনস্তমপশ্যৎ, জানাত্যেবেতি নিশ্চিত-তত্ত্বো ভবতি, স পৃচ্ছ্যতামিতি কয়াচিদুক্তে, প্রিয়সখি! স এব

জনঃ খলু কঃ ? তং কিং ত্বং জানাসি ? ইতি সর্ব্বাভিঃ পৃষ্টা সা তর্জ্জন্যা পৃথিবীং দর্শয়ামাস। ততশ্চ সত্যমেব ত্বং ব্রূষে, যত্র তত্র স বর্ত্ততে, সা পৃথিবী এব তং জানাতি, পৃথিব্যা অস্যাস্তদ্-বিচ্ছেদো নাস্তীতি শ্রীশঙ্করস্য সখী- বর্গ-প্রেয়সী- বর্গ- দাস-বর্গ-ভক্ত- বর্গেভ্যোঽপি বিরহ-দুঃখানভিজ্ঞত্বাৎ পৃথিব্যেব ধন্যা, ইত্যতোঽস্যাং পূর্ব্ব-পূর্ব্বেষ্বিব প্রশ্নো ন ঘটতে, কিন্ত্বস্যাঃ প্রাচীনং তপ এব জিজ্ঞাস্যং, যৎ কৃত্বা পৃথিব্যা ইব বয়মপি শ্রীশঙ্কর-বিরহাত্যন্তাভাববত্যো ভবাম, ইতি বিমৃশ্য”, ঐসকল-পার্ব্বতীদেবী পৃথিবী-দেবীকে সম্বোধন-পূর্ব্বক এইকথা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে ক্ষিতে! তুমি পূর্ব্বকালে কি এমন উৎকৃষ্টতর-তীব্র-তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছ ? পূর্ব্ব-কৃতা-তীব্রতরা যে তপস্যার ফলে সম্প্রতি তুমি শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীচরণ-যুগল-স্পর্শ-সাহায্যে সঞ্জাত উৎসবানন্দ ও সমুৎপন্ন উৎকৃষ্টতর-পুলক-যুক্ত ঊর্দ্ধদেশে বিলসিত-নব-নব-তৃণাঙ্কুর-লক্ষণ অঙ্গরুহ-সমূহ-দ্বারা এরূপে বিভাতা হইতেছ ?

অপিচ, হে ক্ষিতে! শ্রীশঙ্করদেব যে যে স্থানেই অবস্থিতি করুন না কেন, সর্ব্বত্রই যখন তিনি তোমাকে নিজ-শ্রীচরণ-যুগল-দ্বারা সংস্পর্শন-পূর্ব্বকই অবস্থিতি করিতেছেন, তখন তোমার রাত্রিন্দিব-ব্যাপি-শ্রীশঙ্করাঙ্গ-সঙ্গ-জনিত, বিবুধ-বৃন্দ-বৃন্দারক-বাঞ্ছিত এই উৎকৃষ্টতর-সুখানুভব যে নিতান্ত-সামান্যতর-তপস্যার ফল নহে, তাহা সহজেই অনু-মিত হইতে পারে। সেইজন্যই বলিতেছিলাম যে, হে কল্যাণি! তুমি সুতীব্রতরা যে তপস্যার ফলে সর্ব্ব-সুরেশ্বরাভিলষিত এই দিব্যতর-সুখ-লাভ করিয়াছ, সেই তপস্যার স্বরূপ আমাদের নিকটে কীর্ত্তন কর। কারণ, আমরাও তোমার ন্যায় তাদৃশী-তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া, অনুরূপ-সুখ-সৌভাগ্যবতী হইতে ইচ্ছা করিতেছি।

“এবং পদবী-প্রার্থনেন পদবী-স্মরণাৎ ভূমৌ দৃষ্টিং নিধায়, তস্যাঃ সর্ব্ব-ব্যাপকত্বেন অবশ্যং তদ্দর্শনং সম্ভাব্য, তস্যাং স্নিগ্ধ-দূর্ব্বাঙ্কুরাদ্যুদ্গমং পুলক-জাতং মত্বা, তচ্চ শ্রীশঙ্করদেবস্য পাদাব্জয়োঃ স্পর্শনোৎসবেনৈব সম্ভাব্য, তস্য সর্ব্বোৎকৃষ্টতাং সূচয়ন্ত্যঃ” ঐসকল-বিরহিণী-পার্ব্বতীদেবী উক্তরূপে পৃথিবীদেবীর অধিকতর-সৌভাগ্যবর্ণন করিয়াও, যখন

দেখিলেন, তিনি কোন কথা বলিতেছেন না, তখন তাঁহারা পুরাবৃত্ত-স্মরণ-প্রযুক্ত স্বেচ্ছাবশে উৎপ্রেক্ষা-বশবর্ত্তিনী হইয়া, কোমলামন্ত্রণ-পুরঃসর-পুনশ্চ কহিলেন, অয়ি! ক্ষিতে! তোমার এই আনন্দ-উৎসব কি সম্প্রতিতনকালে প্রাপ্ত শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীচরণ-যুগল-স্পর্শ-সম্ভূত? অথবা নির্গুণাবস্থ-শ্রীমন্মহেশ্বরদেব সর্গকালে শ্রীমতী-প্রকৃতিদেবীর সহিত মিলিত হইয়া, স্ব-সৃষ্ট-ভুবন-ত্রয়ের পরিপালন-কল্পে স্বয়ং ভুজ-চতুষ্টয়ে বিলসিত-বিষ্ণুরূপে বৈকুণ্ঠলোকে অবস্থিতি অবসরে কাল-ক্রমে দানবা-হৃত-সুররাজ্যের প্রত্যাহরণাভিপ্রায়ে বামনরূপে অবতীর্ণ হইলে, "ত্রেধা বিষ্ণুর্বিচক্রমে", ইতি-শ্রুতিবর্ণিত-তাদৃশ উরুক্রম-ত্রিবিক্রম-বিষ্ণুদেবের পাদ-দ্বারা সর্ব্বাক্রমণ-প্রযুক্তই তোমার এই আনন্দ-মহামহোৎসব?

আহোস্বিৎ তোমারই উদ্ধারার্থ শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের অপর-মূর্ত্তিস্বরূপ বিষ্ণুদেবের প্রতিরূপভূত যজ্ঞ-মহাবরাহ-মূর্ত্তি-কৃত-পরিরম্ভণ-লক্ষণ-কারণ-বশতঃ তোমার এই অভূত-পূর্ব্ব আনন্দ-মহামহোৎসবের উদ্ভব হইয়াছে? অর্থাৎ হে কল্যাণি! বর্ত্তমান-সময়ে মুখ্যতমা-প্রিয়তমার সহিত বিচরণ-কালে শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীচরণ-যুগলের প্রক্ষেপণ-জন্য-মহাভার-সহন-লক্ষণা যে তপস্যা, কিম্বা ত্রিবিক্রমদেবের পদ-ভার-ধারণ-লক্ষণা যে তপস্যা, অথবা মহাবরাহমূর্ত্তি-কৃত-পরিরম্ভণ-জন্য-দৃঢ়তর-পীড়া-প্রাপ্তি-লক্ষণা যে তপস্যা, তাদৃশী-তপস্যার ফলেই কি তোমার এই সৌভাগ্যের সমুদয় হইয়াছে? অথবা তুমি যদি আপনাকে ধন্যতমা-পরমসুভগা-মহাসৌভাগ্য-বতী মনে করিয়া, স্বাধীন-ভর্তৃকা-মহাগর্ব্বান্ধা স্ত্রীর ন্যায় উপেক্ষা-পরায়ণা হইয়া, আমাদিগের প্রশ্নের উত্তরে কোনরূপ প্রতিবচন-কীর্ত্তন নাই কর, তাহা হইলেই বা আমরা তোমার কি করিতে পারি?

এইকথা বলিয়া, যাবৎ ঐসকল-বিরহিণী-পার্ব্বতীদেবী কিয়দ্দূর-পর্য্যন্ত অগ্রসরা হইয়া, ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশাদি-ভগবৎ-পাদীয়-বিচিত্র-চিহ্ন-বিচিত্রিতাঙ্গী-পৃথিবীদেবীর দূর্ব্বাদল-শ্যামল-কলেবর হইতে নিজ-নিজ-লোচন-যুগলকে প্রত্যাহৃত করিলেন, তাবৎ সম্মুখে কোন একটী হরিণীকে অবলোকন করিয়া, তাহাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন,—হে সখি! এণ-পঙ্ক্তি! তুমি কি এপথে বিচরণশীল আমাদিগের প্রাণকান্ত

শ্রীশঙ্করদেবকে উপগতা স্বসমীপে প্রাপ্তা হইয়াছ? হে সখি! যদি চ তুমি এণ-পত্নীরূপেই বিচরণ করিতেছ বটে; তথাপি তুমিও যে আমাদিগেরই ন্যায় তাঁহারও প্রিয়তমা, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ, তুমিও যেমন আমাদিগের সেই প্রাণ-কান্ত-শ্রীশঙ্করদেবকে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় মনে করিয়া থাক, তিনিও সেইরূপ স্বীয়মুখ-বাহূরু-পাদাদিগাত্র, বা অঙ্গ-সমূহের সঞ্চালন ও বিক্ষেপণ-সাহায্যে তোমার চঞ্চল-লোচন-যুগলের সুনির্ব্বৃতি, বা সত্যানন্দের বহু-বিস্তৃতি-সাধন-পূর্ব্বক "কদাচিদপি" তোমার দৃষ্টিপথ হইতে বিচ্যুত হন না। কিঞ্চ, কেবল তিনিই যে ইচ্ছা-পূর্ব্বক তোমার লোচন-পথের বহির্ভূত হন না, তাহা নহে; পরন্তু তুমিও নিজ-লোচনানন্দ-লোভ-প্রযুক্ত তাঁহার অনুগমন-কল্পে তৎপরা হও বলিয়াও, তিনি তোমা হইতে বিচ্যুত হইতে পারেন না। এইজন্যই "অপীতি" সম্ভাবনা-সাহায্যে আমরা বলিতেছিলাম যে, "হে সখি! এণ-পত্নি! প্রিয়য়া ত্বয়া কিং উপগতঃ স্বসমীপে স প্রাপ্তঃ?"

অনন্তর স্বভাব-বশতঃ অগ্রে অগ্রে গমনকারিণী-হরিণীকে অবলোকন করিয়া, কোন কোন পার্ব্বতীদেবী অপরাপর কোন কোন পার্ব্বতীদেবীকে সম্বোধন-পূর্ব্বক এইকথা বলিলেন যে, "হং হো স দৃষ্ট ইতি কিং ব্রবীমি? তং বো দর্শয়াম্যেব, মামনুপদমাগচ্ছতেতি ব্রুবাণেবাগ্রত ইয়ং হরিণী গচ্ছন্তী গ্রীবাং পরাবৃত্য মুহুরস্মান্ পশ্যতি, তদিয়মেবাত্র নির্দ্দয়ে যমুনাপুলিনে দয়াবতীতি।" এইরূপে অগ্রগামিণী হরিণীর অনুগমন করিতে করিতে, কোন কোন পার্ব্বতীদেবী কোন কোন পার্ব্বতীদেবীকর্ত্তৃক "দৈবাৎ ক্বাপি গতাং তাং হরিণীমদৃষ্ট্বা, হং হো শ্রীশঙ্করং দর্শয়িষ্যন্তী হরিণী কিং ন দৃশ্যতে?" এইরূপে পরিপৃষ্টা হইয়া কহিলেন যে, তবে বোধকরি, শ্রীশঙ্করদেব এই স্থানেই কোন বৃক্ষ, বা বনান্তরালে আত্মগোপন-পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছেন এবং হরিণীও বোধকরি শ্রীশঙ্করদেব হইতে ভীতা হইয়া, স্বীয়-সূচকত্ব-দোষাপলাপার্থ কোনস্থানে নিহ্নুতা হইয়া অবস্থিতি করিতেছে।

ঐসকল-পার্ব্বতীদেবী যখন উক্তরূপে বিতর্ক করিতেছিলেন,

তৎকালে সহসা সমাগত-স্বর্গীয়-সৌরভ্য অনুভব করিয়া, কোন কোন পার্ব্বতীদেবী হর্ষের সহিত বারম্বার এইকথা বলিতে লাগিলেন যে, "সত্যং সত্যমেতদেব তত্ত্বং, যতঃ কান্তাঙ্গ-সঙ্গ-কুচ-কুঙ্কুম-রঞ্জিতায়াঃ, কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ।" অর্থাৎ কুলপতি-পার্ব্বতী-কুল-রমণ-শ্রীশঙ্কর-দেবের কান্তা-মুখ্যতমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর অঙ্গসঙ্গ-বশতঃ তদীয়-কুচ-কলশ-যুগলের গাত্র-গত-কুঙ্কুম-দ্বারা রঞ্জিতা-কুন্দ-পুষ্পমালার গন্ধ এখানে সমাগত হইতেছে। "অত্র কান্তয়োর্গাত্রদ্বয়স্য চ কুচয়োশ্চ কুঙ্কুমস্য কুন্দস্য চ গন্ধস্তাসাং নাসাভ্যামেব নিশ্চীয়তে স্ম ইতি ভাবঃ। তথা কুলপতেঃ পার্ব্বতী-কুল-রমণস্যেতি কুল-পতিত্ব-নিষ্ঠাং পরিত্যজ্য, সম্প্রতি একয়াচিৎ কান্তয়া সহ রমমাণস্য তস্য অন্যায়ং পশ্যতেতি ভাবঃ।"

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে বিংশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ-পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

একবিংশ অধ্যায়

অথবা শ্রীশঙ্করদেবের সেই স্থানেই বর্ত্তমানতা-পক্ষে গন্ধ-সমাগমের ন্যায় অন্য অপরবিধ-লক্ষণ পরস্পরের প্রতি জ্ঞাপন করিতে করিতে, তত্রত্য-তরু-সকলের প্রতি দৃষ্টি-পাত-পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিনয়-ভরে প্রণত, বা পত্র-পুষ্প-ফল-ভার-ভরে অবনত দেখিয়া, প্রণত-বোধে ঐ সকল-পার্ব্বতী-দেবী সম্ভাবনা-বশে বিতর্কের সহিত তাহাদিগের প্রতি এইরূপ প্রশ্ন করিলেন যে, হে তরবঃ! এই যমুনা-পুলিন-প্রদেশে বিহার-পরায়ণ; সুতরাং সম্প্রয়োগশ্রম-বশে শ্লথ-দুর্ব্বল-শরীরে প্রিয়া-মুখ্যতমা-পরম-স্নিগ্ধা-পার্ব্বতীর বাম-স্কন্ধোপরি স্বীয়-বাহু-বাম-কর অর্পণ-পূর্ব্বক প্রিয়া-স্কন্ধার্পিত সেই নিজ-ভুজবরকেই কোমল উপধান-স্বরূপে পরিণত করিয়া, তদুপরি বাম-ভাগে ঈষদবনত-মস্তক-স্থাপনান্তে "প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী" সেই প্রিয়-তমার মুখ-গন্ধামোদ-লুব্ধতা-প্রযুক্ত সতত উৎপতিষ্ণু-মধুপ-ভ্রমর-নিকরের বিদ্রাবণের জন্যই দক্ষিণ-কর-কমল-তলে গৃহীত-লীলা-যোগ্য-নীল-শতদল-সরোজ-সঞ্চালন-পুরঃসর অন্যত্রান্যত্র দৃষ্টি-পাত-সম্ভাবনা-হেতু-চাঞ্চল্য-পরিহার-দ্বারা তৎ-সেবৈকতান-মানসে বিকসিত-বেলা-মল্লিকা-মালতী-মাধবী-মন্দার-চূতাম্র-মুকুল-বকুল-নীপ-কদম্ব-জাতী-যূথিকাদি-পুষ্প-প্রকর, বা ঐ সকল-জাতীয়-প্রস্ফুটিত-পুষ্প-প্রকরে পরিমণ্ডিত-তরু-রাজি-বিরাজিত-কুসুম-কানন, তথা মঞ্জুল-মঞ্জরী-মালা-মণ্ডিত-তুলসী-কাননের অলি-কুল অর্থাৎ পুষ্প-রস-পান-মত্ত, বা দিব্যগন্ধ-তুলসী-মধু-মত্ত-মদান্ধ-ভ্রমর-নিকর-কর্ত্তৃক অন্বীয়মান, বা অনুগম্যমানাবস্থায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে, কৃত-ব্যাখ্যান-রামানুজ শ্রীশঙ্করদেব "ফল-পুষ্পাদি-কর-প্রদায়িনাং বঃ প্রজারূপাণাং প্রণামং কিং প্রণয়-পূর্ব্বকাবলোকৈরভিনন্দতি? নবা?"

পক্ষান্তরে হন্ত! হন্ত! হে তরুগণ! নিশ্চিতই আমাদের মনে হইতেছে যে, তোমাদিগের ন্যায় সাত্ত্বিক-প্রকৃতি-সম্পন্ন-সাধু-লোক-

সকল-কৃত-প্রণামের প্রতি প্রীত্যবলোকন-মাত্র-সাহায্যে অভিনন্দন করিবার উপযুক্ত-সামান্য-মাত্র অবকাশও তাঁহার নাই সত্য; কিন্তু আমরা অধুনা কি করি? জাতিতঃ প্রশংসিত-লোল-লোচন-যুগলে শোভমানা-হরিণীর নিকটে গমন করিলাম; কিন্তু কই সে ত কোন কথা কহিল না; প্রত্যুত তাহার মৌনময়-বিলোকনাভিনিবেশ-দর্শনে আশঙ্কিত-তদীয়-বিরহার্ত্তি-দৃষ্ট্যার্ত্তি-ভারোদয়-বশতঃ তাহাকে স্তব্ধা মনে করিয়া, বনান্তরালে অন্তর্হিতা সেই হরিণীর সামীপ্য-পরিহার-পূর্ব্বক সম্প্রতি আমরা তোমাদিগকে পুষ্প-ফলাদি-ভার-বিনম্র-সাত্ত্বিক-সাধু-জনোচিতাচরণ-পরায়ণ-মুনি-জনপ্রায় অবস্থিত, সহজ-পত্র-পুষ্প-ফলাদি-সাহায্যে রাজ-কর-প্রদানে তৎপর, রাজ-ভক্তির আতিশয্য-নিবন্ধন প্রণত, আতিথেয়তা-প্রযুক্ত অভ্যাগত-সেবনে নিরত দেখিয়া, তোমাদের নিকটে উপস্থিতা হইয়াছি।

পক্ষান্তরে কিন্তু হায়! কই তোমরা ত দেখিতেছি, কোন কথা কহিতেছ না; তবে কি এক্ষণে আমরা এই অলি-কুলের অনুপদে গমন করিব? হঁা হঁা এই পরামর্শই ঠিক্; কেন না অলিকুল যখন আবেগ-ভরে এমন সুন্দর-সুন্দর-মকরন্দ-পূর্ণ-পুষ্প-ভার-ভূষিত-পাদপ-প্রকরে উপশোভিত-পুষ্পোপবন-পরিত্যাগ-পুরঃসর এই দিকে ধাবমান হইতেছে, তখন নিশ্চিতই বুঝিতে হইবে যে, শ্রীশিব-পার্ব্বতীদেবীও এইদিকেই গমন করিয়াছেন এবং এই অলিকুল পৃথক্ পৃথগ্ ভাবে অর্থাৎ কেহ বা কান্ত-শ্রীশঙ্করদেবের অঙ্গ-গন্ধে, কেহ বা তদীয়-কান্তা-কমনীয়-কলেবরা-মুখ্য-প্রধানতমা-প্রিয়তমা- শ্রীমতীপতি-সুখ- সৌভাগ্য- ভোগভাগ্যবতী- পার্ব্বতী-দেবীর অঙ্গ-গন্ধে, বিশেষতঃ তাঁহার কুচ-কুঙ্কুম-গন্ধে, কেহ কেহ বা তাঁহাদের বৈজয়ন্তী-মালার গন্ধে, কেহ কেহ বা মন্দার মালার গন্ধে, কেহ কেহ বা মালতী-মাধবী-মল্লিকা-চারু-চন্দন-চর্চ্চিত-কস্তুরী-কুঙ্কুমাকলিত-শ্বেত কনক-চম্পক-কুসুম-মালার গন্ধে, কেহ কেহ বা কুন্দ-কলিকা-মালার গন্ধে, তথা কেহ কেহ বা ভিন্ন ভিন্নকালে বিধৃত ঐ সকল-মালার স্খলন-হেতুভূত-প্রতিকুঞ্জ-বন-বিহারাবসানে বনদেবী-সমর্পিত অন্যান্য-বিবিধ-বিচিত্র-মালার গন্ধে আকৃষ্ট-চিত্তে আমোদ-মুগ্ধ-মানসে এইদিকে, বা এইস্থানে

তাঁহাদিগেরই অনুসন্ধানার্থ বিনির্গত হইয়া, অন্বেষণ করিতেছে। কিঞ্চ, "যতস্তাবত্রৈবান্বিষ্যেতে ইতি, অতস্তাবত্রৈব ক্বচিন্নিহ্নুতৌ বিহরত, ইতি নিশ্চিতমেব বিজানীমঃ।" এই জন্যই আমরা বলিতেছিলাম যে, "নম্নু তর্হি অলি-কুলানামেবানুপদং গচ্ছামঃ।" অথবা না, না, অলিকুলের অনুগমন ঠিক্ নহে, "ন হি ভব্যজনৈর্মদান্ধানামনুগতিঃ কর্ত্তুমুচিতা", কারণ, মদান্ধ-জনগণের অনুসরণে কখনও শ্রেয়ো-লাভ সম্ভবপর হইতে পারে না।

এইরূপে শ্রীশঙ্করদেবের অন্বেষণে ব্যগ্র-চিত্তা, সুতরাং বিষণ্ণা ঐ সকল-পার্ব্বতীদেবী তদীয়-করীন্দ্র-কীর্ত্তি-দলন-চলন, বা মধুর-গতি-বিলাস-নিরূপণে সমর্থা না হইয়া, উৎকণ্ঠিত-চিত্তে অবস্থিতি-পরায়ণা হইলে, তাঁহাদিগের মধ্য হইতে কোন কোন পার্ব্বতীদেবী কহিলেন যে, "পৃচ্ছতেমা লতা বাহুনপ্যাশ্লিষ্টা বনস্পতেঃ। নূনং তৎকরজস্পৃষ্টা, বিভ্রত্যুৎপুলকান্যহো।" অর্থাৎ এইস্থানে শ্রীশঙ্করদেবের সমাগমে অন্যবিধ-লক্ষণ-প্রদর্শনে তৎপরা হইয়া, অন্যান্য-পার্ব্বতীদেবীকে কোন কোন পার্ব্বতী-দেবী কহিলেন,—হে সখীগণ! আমাদের মনে হইতেছে যে, শ্রীশঙ্করদেব এই সকল-কুঞ্জ-কানন-বিভূষিত-বন-প্রদেশের কোন না কোন নিভৃত-স্থানে আত্ম-গোপন-পুরঃসর প্রধানতমা-প্রিয়তমার সহিত অবস্থিতি করিতেছেন। অতএব হে সখীগণ! তোমরা শ্রীশঙ্করদেবের সঙ্গম-লক্ষ্ম-ধারিণী এই সকল-লতাকে শ্রীশঙ্কর-গতি-বিলাস-বিষয়ে যত্নের সহিত প্রশ্ন কর।

যদি বল, এই সকল-কুসুমিতা-লতা স্ব-স্ব-পতির সহিত সঙ্গতা রহিয়াছে; সুতরাং শ্রীশঙ্করদেবের সহিত এই সকল-লতার সঙ্গম নিতান্তই দুর্ঘট বলিতে হইবে, তবে অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে, না, স্ব-স্ব-পতির সহিত সঙ্গতা হইলেও, শ্রীশঙ্করদেবের সহিত এই সকল-লতার সঙ্গম দুর্ঘট, এ কথা বলা উচিত নহে। কারণ, বনস্পতি-লক্ষণ-পতি-সকলের শাখা-প্রশাখারূপ-বাহু-নিচয়-সাহায্যে সম্যক্‌রূপে আশ্লিষ্টা আলিঙ্গিতা হইয়াও, অহো! ভাগ্য-বশেই বা হউক, কিম্বা নিতান্ত-দুর্দ্দান্ত-কামদেবের সমুদ্রেক-নিবন্ধনই বা হউক, যে কোনরূপ সুযোগ-প্রাপ্তি-ফলে বিকসিত-কুসুমাভরণ-ভূষিতা-কল্পলতিকা-কল্পা এই সকল-লতা নিশ্চিতই তদীয়-করজ-নখর-নিকর-দ্বারা পরিসংস্পৃষ্টা হইয়াই, এইরূপ উৎকৃষ্টতর-

পুলক-সকল ধারণ করিয়াছে। অপিচ, যদি এই সকল-লতা-বধূ শ্রীশঙ্কর-দেবের সহিত সঙ্গতা না হইত, তবে কি কখনও কেবল-মাত্র-স্বপতি-সঙ্গতি-বশে ইহাদিগের অঙ্কুর-লক্ষণ এতাদৃশ অদৃষ্টচর অননুভূতপূর্ব্ব-পুলকোদ্‌গম সম্ভবপর হইত? কদাপি নহে। "অতএব তল্লক্ষণস্থ অস্মদ্দৃশ্যমানত্বাৎ, পূর্ব্ব-পূর্ব্বা ইব ন বয়ং তং অদ্রাক্ষ্ম, ইতি মিথ্যা বক্তুং প্রভবিষ্যন্তি, ইতি নূনং শ্রীশঙ্কর-সঙ্গতা ইমা লতা এব পৃচ্ছত হে সখ্যঃ।"

অনন্তর ঐ সকল-পার্ব্বতীদেবী বনাদ্বনান্তরে শ্রীশঙ্করদেবের অন্বেষণ করিতে করিতে, নিতান্ত-কাতরা, অতিবিহ্বলা; সুতরাং অন্যত্রান্যত্র তদীয় অন্বেষণে অসমর্থা হইয়া, প্রণত-বনস্পতিতলে অবস্থিতি-পূর্ব্বক বনস্পতি-সকলের শাখা-প্রশাখা-সমূহে সমাশ্লিষ্টা-লতা-বধূ-কুলের প্রতি উক্তরূপ-পরামর্শ-পূর্ব্বক-বিবিধ-প্রশ্ন করিয়াও, যখন কোনরূপ প্রত্যুত্তর-প্রাপ্তা হইলেন না, তৎকালে "ইমা আনন্দ-জাড্যান্ন কিমপি ব্রুবতে, ইত্য-চেতনেষ্বপি প্রশ্ন-কামাদি-দর্শনাভ্যাং উন্মত্তানাং বচাংসীব বচাংসি যাসাং, তাঃ" উন্মত্ত-বচনা, তদাত্মিকা, অর্থাৎ শ্রীশঙ্করদেবে সমর্পিত-চিত্তা, গাঢ়তররূপে তদাসক্ত-মানসা ঐ সকল-পার্ব্বতীদেবীর মধ্যে কোন কোন পার্ব্বতীদেবী অপরাপর-প্রত্যেক-পার্ব্বতীদেবীর সহিত এইরূপ পরামর্শ করিলেন যে, "সম্প্রত্যহমেব স্বরূপ-চেষ্টাত্বনুকরণেন আত্মানং শঙ্করাকারং দর্শয়িত্বা, অতিকাতরাণাং আসাং, স্বস্য চ মৌহূর্ত্তিকীমপি নির্বৃতিং নিষ্পাদয়ামঃ।" উক্তরূপ-পরামর্শের অনন্তর সকল-পার্ব্বতীদেবীই নিজ-নিজ-মানসে শ্রীশঙ্করদেবের স্বরূপ-চেষ্টাত্বনুকরণ-সাহায্যে স্ব-পর-চিত্ত-বিনোদনের অবশ্য-করণীয়তা-নিশ্চয় করিয়া, পরিশেষে ভগবান্ শ্রীশঙ্কর-দেবের ত্রিপুর-বধাদি সেই সেই সমস্ত-লীলাই ক্রমে ক্রমে স্মৃত্যারূঢ়া হওয়ায়, ঐ সকল-লীলার অনুকরণ করিতে লাগিলেন কিন্তু, এই লীলার অনুকরণ প্রতিকূলানুকরণ ও অনুকূলানুকরণ-ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে স্বয়ং শাম্ভবী-মায়াই পার্ব্বতী-স্বরূপা হইয়া, তত্তল্লীলা-সিদ্ধি অভিপ্রায়ে প্রতিকূল-লীলার অনুকরণ করিয়াছিলেন এবং অনুকূল-লীলা-সকলের অনুকরণ শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীরাই করিয়াছিলেন, জানিতে হইবে।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে একবিংশ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

দ্বাবিংশ অধ্যায়

অথবা শ্রীকৃষ্ণাদির ন্যায় শ্রীশঙ্করদেবের জন্ম ও স্তন-পানাদি-লীলার একান্ত অভাব-বশতঃ রত্যাখ্য-ভাব, বা প্রেম-প্রণয়-ভাব-বিরুদ্ধ-প্রতিকূলানুকরণ-লক্ষণ-মাতৃ-ভাব-যোগাদি-বিষয়ে কোন কথা বলিবার আবশ্যক না হওয়ায়, গানানুবৃত্তি-প্রাপ্ত অনুকূলানুকরণ-লক্ষণ-লীলা-বিষয়ে আমাদিগকে বলিতে হইতেছে যে, শ্রীশঙ্করান্বেষণ-কাতরা-তদাত্মিকা ঐসকল-পার্ব্বতীদেবী তদাত্মকতা-প্রযুক্ত স্ফুটতররূপেই শ্রীশঙ্করদেবের অনুকরণ করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু গাঢ়তর-শঙ্করাসক্তি-নিবন্ধন তাঁহাদের সেই শঙ্করানুকরণ তৎকালে স্ফুটতররূপে প্রতীত হইলেও, স্বভাবের অপরিত্যাগ-প্রযুক্ত সেই শঙ্করানুকরণে তাঁহাদিগের অত্যন্ত-শঙ্করাভেদ-স্ফূর্ত্তি ঘটে নাই। কারণ, ঐসকল-পার্ব্বতীদেবী শ্রীশঙ্করানুকরণ-বিষয়ে "যতন্তীতি" বিশিষ্টরূপ-যত্ন অবলম্বন-পূর্ব্বক স্ব-স্বরূপে শঙ্করত্ব-সাধনার্থ তন্মনস্কা হইয়াছিলেন। "ত্রিপুরাদ্যনুকরণঞ্চ শ্রীশঙ্কর-বিষয়ক-তন্দ্বেতুক-ভয়েনেতি তদাত্মকতয়ৈব, যথা স্ব-বিষয়ক-ভয়োন্মত্তস্য ব্যাঘ্রাদ্যনুকরণং, অতো ন তদীয়-প্রেম-বিরুদ্ধ-ভাব-যোগঃ।" শ্রীশঙ্কর-দেবে স্বাভাবিক-প্রেমবতী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের প্রিয়ানুকরণ যে কেবল-লীলাখ্য অনুভাবমাত্র, তাহা "প্রিয়ানুকরণং লীলা, রম্যৈর্বেশ-ক্রিয়াদিভিঃ।" এই উক্তি-সাহায্যে বিশেষরূপেই অবগত হওয়া যাইতেছে। "যথাচ প্রয়োগঃ, মুহুরবলোকিত-মণ্ডন-লীলা, পুর-রিপুরহ-মিতি ভাবনশীলা ইতি।"

অতএব এই প্রিয়ানুকরণ, বা লীলাখ্য অনুভাব-বর্ণনাবসরে বলা যাইতে পারে যে, কোন পার্ব্বতী যখন ত্রিপুরাসুরের আচরণ-পরায়ণা হইলেন, তৎকালে শ্রীশঙ্করদেবের আচরণবতী-শিবায়ন্তী অপরা কোন পার্ব্বতী শতধৃতি-পরিচলিত, রথাঙ্গে চন্দ্রার্ক-শোভিত-ক্ষৌণীরূপ-রথে

আরোহণ-পূর্ব্বক নগেন্দ্র-মন্দর, বা সুমেরু-পর্ব্বতকে প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ড-মণ্ডলোজ্জ্বল-কোদণ্ডে পরিণত করিয়া, মণ্ডলায়মান উক্তরূপ-কোদণ্ডে রথ-চরণ-পাণি-শ্রীবিষ্ণুদেবকে শররূপে সংযোজন-পুরঃসর ত্রিপুর-তৃণকে ক্ষণ-কালমধ্যে নিঃশেষতঃ দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। এইরূপ কোন পার্ব্বতী রূপে কামদেবসম, বীর্য্য-বিভবে আত্ম-সম-প্রদ্যুম্ননামে পরিচিত-রৌক্মিণেয়-পুত্রকে লাভ করিবার জন্য কল্পান্তরীয়-শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যখন বিষয়-বিলাস, বা বৈষয়িক-সুখ-সম্ভোগ-বাসনায় নিবাপাঞ্জলি-প্রদান-পূর্ব্বক জটিল-তপস্বী, বা মুনিজনোচিত-বেশে বিভূষিত হইয়া, হিমালয়, বা কৈলাসাদিপর্ব্বত-প্রদেশে শ্রীশঙ্করদেবের আরাধনায় আত্মনিয়োগ-সহকারে ঘোরতর-তপস্যা করিয়াছিলেন, তৎকালোচিত-কৃষ্ণানুকরণ-দ্বারা তদীয় আচরণে আচরণ-বতী কৃষ্ণায়ন্তী হইলে, কৃষ্ণবদাচরন্তী সেই পার্ব্বতীদেবীর প্রতি বরদ-শ্রীশঙ্করদেবের আচরণে আচরণবতী হইয়া, শঙ্করায়ন্তী অপরা কোন পার্ব্বতীদেবী শ্রীশঙ্করদেবের তৎকালোচিত আচরণানুকরণ-দ্বারা তাঁহাকে তদীয়-মনোঽভিলষিতানুরূপ-পুত্রবর-প্রদান করিলেন।

তথা অপরা কোন পার্ব্বতীদেবী হিম-নগালয়ে গঙ্গাবতার-প্রস্থে নিতান্ত-নির্জ্জন-দেশে বলি-পুষ্পাবচয়ন-পরায়ণা, বেদি-সম্মার্জ্জনে কুশলিনী, নিয়ম-বিধি-সম্পর্কিত-জল ও কুশ-কাশাদির উপনেত্রী, বা আনয়িত্রী-রূপে শ্রীগিরিশোপচার, বা পরিচর্য্যা-নিরতা, তদীয়-শিরোভূষণ-মুকুটে মণিরূপে সংস্থিত অর্দ্ধাকার-চারু-চন্দ্র-খণ্ডের পাদ, বা প্রসরণ-শীলা-মরীচি-মালার মহিমবশে নিয়মিত-পরিখেদা, বা উপশমিতাবসাদা, সুকেশী, মুনি-জন-মানস-মোহিনী, মত্ত-গজ-গামিনী-হিম-নগ-নন্দিনী-কর্ত্তৃক নুত-সংস্তুত, তপঃ-পরায়ণ, সর্ব্ব-যোগীশ্বর-গুরোর্গুরু, সমাধি-নির্ধূত-মল-নিজ-চিত্তকে আত্ম-স্বরূপে সন্নিবেশিত করিয়া, পরমানন্দ-সাগরে নিমগ্নভাবে অবস্থিত-শ্রীশঙ্করদেব সমাধি-ভাবনা, বা আত্ম-স্বরূপ-চিন্তন হইতে কথঞ্চিৎ ব্যুত্থিত-মানসে হিম-গিরি-কুমারী-প্রদত্ত-কনক-চম্পক-কুসুম-মালা-গ্রহণাবসরে ক্ষণমাত্র-কালের জন্য তদীয়-শত-শত-শারদেন্দু-সুন্দর-রুচি-রুচির-মধুরিম-সদন-শ্রীবদন-বিম্বে নিজ-সতৃষ্ণ-লোচন-যুগলকে যাবৎ স্থাপিত করিলেন, তাবৎ তাদৃশী উমাদেবীর প্রতি শ্রীগিরিশদেবের

অধিকতর-হৃদয়ানুরাগাকর্ষণার্থ মনোযোগী হইয়া, তদীয়াশ্রম-প্রান্তৈক দেশে মালতী-লতা-মণ্ডপান্তরালে লুক্কায়িতভাবে অবস্থিত, বিবিধ-বিচিত্র-পুষ্প-বিরচিত-পৌষ্প বিভূষণে বিভূষিত, কমনীয়-কলেবর-কামদেব পশ্চাৎ যখন নিজ-দক্ষিণ-পার্শ্বে প্রিয়তমা-রতিদেবীকে, বাম-পার্শ্বে প্রীতিদেবীকে, পশ্চাদ্ ভাগে পঞ্চবিধ-পুষ্পময়-শরে পূর্ণ, পৃষ্ঠ-দেশে বিলম্বিত-পৌষ্প-তূণীরে শোভমান, অতীব-সুন্দর-দর্শন, হস্তে গুঞ্জন্মত্ত-মধুব্রত, বা রোলম্বাবলী-পরিবৃত-পঞ্চশর-বাণায়মান-চূতাঙ্কুর-ধারী, সহ-চর-বসন্তদেবকে স্থাপনান্তে সংযত-মানসে স্বয়ং পুষ্প-প্রকরে পরিবৃত, পুষ্প-মালা-বিবর্দ্ধিত, সম্মোহন-নামে সর্ব্বত্র সুপরিচিত-শরবরকে দক্ষিণ-করে গ্রহণ করিয়া, ললিত-ললনা-কুল-ললামায়মান-যোষিদ্‌গণের ভ্রূ-লতার ন্যায় চারুতর-বক্রাকার-শৃঙ্গ-দ্বয়, বা প্রান্ত-কোটি-যুগলে চারু-তরাকৃতি, চন্দন-চর্চ্চিত-কুসুম-চয়ার্চ্চিত-পুষ্পময় চাপ-প্রবরকে রতি বলয়-পদাঙ্কা-ঙ্কিত-বাম-স্কন্ধ, বা কণ্ঠ-প্রদেশ হইতে বাম-হস্ত-সাহায্যে অবতারিত করিয়া, তদীয়-মধুকর-মালাময়ী-শিঞ্জিনীর মধ্য-দেশে নিজ-দক্ষিণ-করস্থ-শরারোপণ-পুরঃসর কালী-বদন-বিলোকন-লক্ষণ-বিবর-প্রাপ্তির অনন্তর আকর্ণ-পূর্ণ আকর্ষণ-দ্বারা মণ্ডলীকৃত সেই কোদণ্ড হইতে শ্রীশঙ্করদেবের প্রতি সেই শর-পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তৎকালোচিত-মদনের বেশ-বিভূষণ ও আচরণের অনুকরণ-পূর্ব্বক তদীয় আচরণে সম্যক্ আচরণবতী হইয়া, মদনায়মানা হইলে, মদনায়ন্তী সেই পার্ব্বতীকে অবলোকনান্তে অন্যা কোন শঙ্করবদাচরন্তী-শঙ্করায়ন্তী-পার্ব্বতীদেবী নিজ-লালাটিক-তৃতীয়-লোচন হইতে নিষ্ক্রান্ত-রোষানল-রাশি-সাহায্যে সহসা তাঁহাকে ভস্মাব-শেষে পরিণতা করিলেন।

এইরূপ কোন পার্ব্বতী জলন্ধরাসুরের আচরণানুকরণে সমস্ত-দেব-গণকে, এমন কি ইন্দ্র, চন্দ্র ও ব্রহ্মা, বিষ্ণু-প্রভৃতি-দেবগণকেও সম্মুখ-সমরে পরাজিত করিয়া, শ্রীশঙ্করদেবের প্রতি পর্য্যন্ত উপেক্ষা, অনাদর, বা অবজ্ঞা-প্রদর্শন-পূর্ব্বক সগর্ব্বে দণ্ডায়মানা হইলে, শ্রীশঙ্করদেববৎ আচরণ-বতী-শঙ্করায়ন্তী অপরা কোন পার্ব্বতীদেবী ব্রহ্মা ও বিষ্ণু-প্রভৃতি-দেবগণ-কর্ত্তৃক নিজ-নিজ-দুঃখ-দৈন্য-পরাভব-প্রকাশক-বিনয়-নম্র-স্তুতি-গর্ভ-বচনে

নির্ব্বন্ধাতিশয়-সহকারে পুনঃ পুনঃ প্রার্থিতা হইয়া, সাগর-জলে পাদাঙ্গুষ্ঠ-মাত্র-সাহায্যে সহস্রাদিত্য-সমুজ্জ্বল-জল-সারময় এক অত্যদ্ভুত-চক্র-নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক জলন্ধরাসুরের সামর্থ্য-পরীক্ষণ-চ্ছলে কৌশল-ক্রমে সুদর্শন-নামে সুপ্রসিদ্ধ সেই চক্র-দ্বারা অবিলম্বে তদীয়-মস্তক-ছেদন করিলেন।

এইরূপ কোন পার্ব্বতী শ্রীবিষ্ণুদেবের আচরণানুকরণে তদীয় আচরণে আচরণবতী হইয়া, সুদর্শন-চক্র-প্রার্থী শ্রীবিষ্ণুদেব যেমন শরণাগত-ভীত-ব্রহ্মা-প্রমুখ-দেবগণকে সম্বোধন-পূর্ব্বক "ভো ভো দেবা! মহাদেবং, সর্ব্বৈর্দেবৈঃ সনাতনৈঃ। সম্প্রাপ্য সাম্প্রতং সর্ব্বং, করিষ্যামি দিবৌকসাম্। দেবা! জলন্ধরং হন্তুং, নির্ম্মিতং হি পুরারিণা। লব্ধা রথাঙ্গং তেনৈব, নিহত্য চ মহাসুরান্। সর্ব্বান্ ধুন্ধুমুখান্ দৈত্যান্, অষ্ট-ষষ্টি-শতান্ সুরান্। সবান্ধবান্ ক্ষণাদেব, যুষ্মান্ সন্তারয়াম্যহম্।" এই সকল-বচন-কথন-দ্বারা সমাশ্বস্ত করিয়া, হিমালয়ের শুভ-শিখরে বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিত-মেরু-পর্ব্বত-সঙ্কাশ-জ্বালাকার-মনোরম-লিঙ্গরূপী শ্রীশঙ্করদেবকে "ত্বরিতাখ্যেন রুদ্রেণ, রৌদ্রেণ চ মান্ত্রবর্ণিক-প্রকরণেন" যথান্যায়ে স্থাপন-পুরঃসর গন্ধাদি-সহস্রোপচার-দ্বারা প্রতিদিন-সম্পূজন, আহবনীয় অগ্নি অধিকরণে সমিদাদি-সাহায্যে হবন, ভবাদি-নাম-সহস্র-সাহায্যে অর্থাৎ প্রতিনাম উচ্চারণ-পূর্ব্বক এক একটী সহস্র-দল-কমল-সমর্পণ-দ্বারা বিশিষ্টরূপ-পূজন, "অগ্নৌ চ নামভির্দেবং, ভবাদ্যৈঃ সমিদাদিভিঃ। স্বাহান্তৈর্বিধিবৎ হুত্বা, প্রত্যেকমযুতং প্রভুম্।" তদীয় সংস্তবন, তথা সহস্র-নাম-স্তোত্র-পাঠান্তে সর্ব্বৌষধি-জল, সপ্ত-সাগর-জল, সপ্ত-নদী জল ও সহস্রধারা-জলে যথাবিধি স্নাপন ও পুনঃ পূজনান্তে সহস্র-কমল-বলিদান, এইরূপ নিয়মে প্রতিদিন পূজা করিতে করিতে, একদিন একটী কমল অপহৃত হইল দেখিয়া, তথা বহু অন্বেষণেও ভক্ত-ভক্তি-ভাব-পরীক্ষণার্থ সর্ব্বারাধ্য-শ্রীশর্ব্বদেব-কর্ত্তৃক অপহৃত সেই পূজা-কমল প্রাপ্ত না হওয়ায়, ও নিয়মাদি-ভঙ্গ-ভয়ে স্থানান্তরে গমন, কমলানয়ন-দ্বারা ন্যূনতা-পরিহার, বা পূজার্থ-কমলের সংখ্যা-পূর্ত্তি-সম্ভবপরা না হওয়ায়, "যাতু যাতু সুখেনৈব, নেত্রং কিং কমলং নহি?" এইকথা বলিয়া, পূজা-কমলের সংখ্যা-পূরণার্থে নিজ-নেত্র-কমলকে উৎপাটিত

করিয়াছিলেন, সেইরূপ নিজ-নেত্রোৎপলকে উৎপাটিত করিয়া, সর্ব্ব-সত্ত্বাবলম্বন-শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীচরণে সমর্পণ-পূর্ব্বক সুদর্শন-চক্রপ্রাপ্তি-বাসনা-বাসিত-হৃদয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিতা হইলেন দেখিয়া, অপরা শঙ্করায়ন্তী শঙ্করবৎ আচরণবতী-শঙ্করায়মাণা কোন পার্ব্বতীদেবী জনার্দ্দনায়ন্তী সেই পার্ব্বতীদেবীর প্রতি প্রণয়-পূর্ব্বক "জ্ঞাতং ময়েদমধুনা, দেবকার্য্যং জনার্দ্দন। সুদর্শনাখ্যং চক্রঞ্চ, দদামি তব শোভনম্।" এইকথা বলিয়া, জনার্দ্দনায়ন্তী সেই পার্ব্বতীদেবীকে তদীয় উৎপাটিত-নয়ন ও সূর্য্যাযুত-সম-প্রভ অভিলষিত-সুদর্শনাখ্য-চক্র দান করিয়া, সহসা সেই স্থান হইতে অন্তর্হিতা হইলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে দ্বাবিংশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

পুনশ্চ অপরাপর অনেকানেক ঐসকল-পার্ব্বতীদেবীর মধ্যে কেহ বা কল্পিত-ব্রহ্ম-সভা-ভবনে মুনি-মহর্ষি সমাজে যথাযোগ্য-মণি-রত্ন-কাঞ্চন-বিষ্টরাদিময় আসনে কমলাসনায়মান-মানসে এবং কেহ কেহ বা বশিষ্ঠ, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, অঙ্গিরাঃ, মরীচি, নারদ, ভৃগু, প্রচেতাঃ, দক্ষ ও কমলাসন-সুতা-মানসী-সন্ধ্যাসতীর ভাবে ভাবিত-মানসে তত্তদা-চরণানুকরণবতী হইয়া, সমাসীনা হইলে, অপরা কোন পার্ব্বতীদেবী তৎকালমাত্রেই সন্ধ্যা-বিষয়ে "কিং কর্ম্মাস্যা ভবেৎ সৃষ্টৌ, কস্য বা বরবর্ণিনী ভবিষ্যতীতি" চিন্তা-পরায়ণ-ব্রহ্মার মানস হইতে আবির্ভূত, কাঞ্চনী-চূর্ণ-পীতাভ, আরক্ত-পাণি-নয়ন-মুখ-পাদ-করোদ্ভব, সুবৃত্তোরু-কটী-জঙ্ঘ, নীল-বেষ্টিত-কেশর, রোম-রাজি-বিরাজিত, পূর্ণ-চন্দ্র-নিভানন, ক্ষীণ-মধ্য, চারু-দন্ত, প্রমত্ত-গজ-বন্ধন, মকরবাহন মীন-কেতু-কন্দর্পের ভাবে ভাবিতা হইয়া, কন্দর্পায়মান-মানসে কামদেব-সম আচরণানুকরণ-দ্বারা তদীয় আচরণে আচরণবতী হইয়া, কান্ত-কমনীয়-কলেবরে বেগ-পূর্ণ-হৃদয়ে পুষ্প-কোদণ্ড-মণ্ডিত-ভুজ-দণ্ডে বিলসিত ও পঞ্চ-পুষ্পায়ুধে পূর্ণ-কুসুমময়-তূণীর-দ্বারা পৃষ্ঠদেশে বিশোভিতাবস্থায় কটাক্ষ-পাত-সাহায্যে স্বীয়-লোল-লোহিত-লোচন-যুগল পরিভ্রামিত করিয়া, জগৎ-স্রষ্টা জগৎপতি-বেধাঃ ব্রহ্মাকে বিলোকনান্তে বিনয়াবনত-কন্ধরে প্রণাম-পূর্ব্বক তৎ-সমীপে প্রশ্ন-সহকৃত "কিং করিষ্যাম্যহং কর্ম্ম, ব্রহ্মংস্তত্র নিযোজয়। মাং ন্যায্যো পুরুষো যস্মাৎ, উচিতে শোভতে বিধে। অভিধানঞ্চ যদ্-যোগ্যং, স্থানং পত্নী চ যা মম। তন্মে কুরুষ্ব লোকেশ! ত্বং স্রষ্টা জগতাং যতঃ।" এইরূপ-প্রার্থনা-বচন বিজ্ঞাপিত করিলেন।

কিন্তু, প্রশ্নগর্ভ উক্তরূপ-প্রার্থনা-বচনের উত্তরে পিতৃ-সকাশে অর্থাৎ কমলাসনায়ন্তী কাচিৎ পার্ব্বতীদেবীর নিকটে "অনেন

চারু-রূপেণ, পুষ্প-বাণৈশ্চ পঞ্চভিঃ। মোহয়ন্ পুরুষান্ স্ত্রীশ্চ, কুরুস্হষ্টিং সনাতনীম্। ন দেবো ন চ গন্ধর্ব্বো, ন কিন্নর-মহোরগাঃ। নাসুরো ন চ দৈত্যো বা, ন বিদ্যাধর-রাক্ষসাঃ। ন যক্ষা ন পিশাচাশ্চ, ন ভূতা ন বিনায়কাঃ। ন গুহ্যকা ন বা সিদ্ধা, ন মনুষ্যা ন পক্ষিণঃ। পশবো ন মৃগাঃ কীটপতঙ্গা জলজাশ্চ যে। ন তে সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি, ন লক্ষ্যা যে শরস্য তে। অহং বা, বাসুদেবো বা, স্থাণুর্ব্বা পুরুষোত্তম। ভবিষ্যামস্তববশে, কিমন্যৈঃ প্রাণধারিভিঃ। প্রচ্ছন্নরূপী ভূতানাং, প্রবিশন্ হৃদয়ং সদা। সুখহেতুঃ স্বয়ং ভূত্বা, কুরু সৃষ্টিং সনাতনীম্। ত্বৎ-পুষ্পবাণস্য সদা, মুখ্যং লক্ষ্যং মনোহস্ত চ। সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং নিত্যং, মদ-মোদকরো ভবান্। ইতি তে কর্ম্ম কথিতং, সৃষ্টিপ্রাবর্ত্তকং পুনঃ। নামাপি চ গদিষ্যামি, যত্তে যোগ্যং ভবিষ্যতি।" এইরূপ প্রতি-বচন-প্রাপ্তা হইয়া, কামায়ন্তী সেই পার্ব্বতীদেবী পিতৃ-বচনের প্রামাণ্য, বা যাথার্থ্য-পরীক্ষণার্থ প্রবৃত্তা হইলেন।

কিঞ্চ, সম্পূর্ণ-গুন-শালিনী, নিসর্গ-চারু-নীল-বিচিত্র-কচ-ভার-সাহায্যে বর্ষা-কালীনা-ময়ূরীর ন্যায় রাজমানা, চকিতা-কুরঙ্গীর চঞ্চল-লোচন-যুগল-সদৃশ-লোল-প্রফুল্ল-নীল-নলিন-শ্যামল-লোচন-যুগলে শোভমানা, তথা নিসর্গ-চঞ্চল-চারু-দর্শন-শ্রবণ-যুগায়ত-মীনাঙ্ক-কোদণ্ড-সম-সুদৃশ্য-ভ্রূযুগ্ম, তিল-পুষ্প-সদৃশ-প্রাংশু-নাসিকা, বিম্বাধরারুণিম-সাহায্যে নিতরাং বিরাজমান-সৌন্দর্য্য-লাবণ্যাদি-গুন-সমূহে আপূর্ণ, শোণ-পদ্মাভ, পূর্ণ-চন্দ্র-সম-প্রভ; সুতরাং রাগি-জন-মনোহর-বদন ও রাজীব-কুড্মলাকার-পীনোত্তুঙ্গ-নিরন্তর-শ্যামাস্য-শোভিত; সুতরাং বিশ্ব-জন-বিমোহন-কুচ-যুগ-লাদি-সর্ব্ববিধ-সুগঠিত-সুন্দরাতিসুন্দর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নিতান্তই মুনি-মানস-মোহিনী, সর্ব্ব-সুন্দরী-শিরোমণি, প্রজাপতি-দুহিতা, বা নিজ-ভগিনীর প্রতি অর্থাৎ সন্ধ্যায়ন্তী-পার্ব্বতীর প্রতি তথাভূত-পিতা ব্রহ্মা ও বশিষ্ঠাদি-ভ্রাতৃ-গণের কাম-কলুষিত-দৃষ্টি আকর্ষণার্থ এবং তথাবিধ-সর্ব্বলোক-পিতা-মহ-পিতা-ব্রহ্মা ও সর্ব্ব-জগদ্-বরেণ্য-বশিষ্ঠ-প্রমুখ-তাদৃশ-ভ্রাতৃগণের প্রতি বরবর্ণিনী-তাদৃশী-সন্ধ্যার কাম-কলুষিত-মনোভাব-সমুদ্দীপনার্থ তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রতি হর্ষণ-প্রভৃতি-নামে প্রসিদ্ধ-পুষ্প-মালা-বিবর্দ্ধিত পাঁচ-

পাঁচটী করিয়া, পুষ্পময়-শর-প্রক্ষেপণের অনন্তর কামায়ন্তী সেই পার্ব্বতী-দেবী প্রচ্ছন্নরূপে অম্বরতলে অবস্থিতা হইলেন।

অনন্তর "ব্রহ্মণা মম যৎকার্য্যং, সমুদ্দিষ্টং সদাতনম্। তদিহৈব করিষ্যামি, মুনীনাং সন্নিধৌ বিধেঃ। তিষ্ঠন্তি মুনয়শ্চাত্র, স্বয়ং চাপি প্রজাপতিঃ। এষা সন্ধ্যা বরস্ত্রী চ, দক্ষোঽপ্যত্র প্রজাপতিঃ। এতে শরব্যভূতা মে, ভবিষ্যন্ত্যত্থনিশ্চিতম্। সন্ধ্যাপি, ব্রহ্মণা প্রোক্তমিদানী-মেব যদ্ বচঃ। অহং বিষ্ণুর্হরশ্চাপি, তবাস্ত্রবশবর্ত্তিনঃ। কিমন্যৈর্জন্তু-ভিরিতি, তৎ সার্থং করবাণ্যহম্।" এইরূপ চিন্তা ও অভিনিবেশ-সহ-কারে মদনায়ন্তী-পার্ব্বতীদেবী-কর্ত্তৃক-প্রক্ষিপ্ত সেই পঞ্চবিধ-পুষ্পশরে প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথগ্রূপে বিদ্ধা হইয়া, যখন তাঁহারা অর্থাৎ সন্ধ্যা-ব্রহ্ম-বশিষ্ঠাদি-ভাবাপন্না-পার্ব্বতীদেবীরা পরস্পরের প্রতি, অর্থাৎ নিসর্গ-সুন্দরী-সন্ধ্যা পিতা-প্রজাপতি-ব্রহ্মার প্রতি ও বশিষ্ঠাদি-ভ্রাতৃগণের প্রতি কাম-মোহিত-মানসে চঞ্চল-লোচনে মুহুর্ম্মুহুঃ বক্র-দৃষ্টি প্রসারিতা করিতে লাগিলেন এবং পিতা-প্রজাপতি-ব্রহ্মা, তথা বশিষ্ঠাদি-মহর্ষিগণও বৈকারিক ইন্দ্রিয়-প্রাপ্ত হইয়া, বিকৃতচিত্তে কাম-ভাব-যুক্তান্তঃকরণে বারম্বার তাদৃশী-ভাব-যুতা-মদ-বর্দ্ধিনী-সন্ধ্যাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তৎকালে কন্দর্প-শর-পাতজ-কটাক্ষাবরণাদি-মদনোদ্ভব-ভাব-ভূষণে ভূষিতা-তথাভূতা-সন্ধ্যাকে তনূর্ম্মি-ভূষণে ভূষিতা-স্বর্ণদীর ন্যায় নিতরাং শোভা-প্রাপ্তা হইতে দেখিয়া, তথাবিধ-দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ-দক্ষ, মরীচি ও অত্রি-প্রমুখ-মুনিগণ, বা স্বয়ং প্রজাপতি-ব্রহ্মাও ঘর্ম্ম-জলে সর্ব্ব-শরীরাবয়বে অভিষিক্ত হইয়া, উদীরিতেন্দ্রিয়াবস্থায় তাদৃশী-সন্ধ্যার প্রতি কামাভিলাষ-প্রকাশ করিতেও সঙ্কোচ বোধ করেন নাই।

অপিচ, এতাদৃশ অবসরে শঙ্করায়মাণ-মানসা, অপরা-শঙ্করায়ন্তী কোন পার্ব্বতীদেবী শঙ্করাচরণানুকরণ-দ্বারা তদীয় আচরণে আচরণবতী হইয়া, বিয়দ্গতাবস্থায় যেমন "তথাবিধান্ সদক্ষান্ মানসান্ বাপি, জহাসোপজ-হাস চ। সসাধুবাদং তান্ সর্ব্বান্, বিহস্য চ পুনঃ পুনঃ।" সেইরূপ তাদৃশ-লোকপিতামহ-ব্রহ্মাকেও নিতান্তই বিলজ্জিত করিবার জন্য সেই শঙ্করায়ন্তী পার্ব্বতীদেবী গগনাঙ্গনগাত্রে পূর্ব্ববৎ অবস্থিতা হইয়াই

"অহো ব্রহ্মন্! তব কথং, কামভাবঃ সমুদ্গতঃ। দৃষ্ট্বা স্বতনয়াং নৈতদ্, যোগ্যং বেদানুসারিণাম্। যথা মাতা তথা জামির্যথা জামিস্তথা সুতা। এষ বৈ বেদ-মার্গস্থ, নিশ্চয়স্ত্বন্মুখোত্থিতঃ। কথস্তু কামমাত্রেণ, তত্তে বিস্মারিতং বিধে। ধৈর্য্যে জগদিদং ব্রহ্মন্, সমস্তং চতুরানন। কথং ক্ষুদ্রেণ কামেন, তত্তে বিঘটিতং বিধে?" এই সকল-তিরস্কার-বচন-দ্বারা তাঁহাকে যথেষ্টরূপে তিরস্কৃত করিয়া, গুরুতর অপরাধীর প্রতি বিশিষ্টরূপ-দণ্ডদানাভিপ্রায়ে লজ্জাভয়ে মৃগীরূপে ধাবমানা-সন্ধ্যা, বা সন্ধ্যাভাবাপন্না পার্ব্বতীর প্রতি মৃগরূপে রমণ-মানসে ধাবমান-ব্রহ্মাকে অর্থাৎ কমলাসনায়ন্তী পার্ব্বতীকে অন্তরীক্ষ-পথে তীক্ষ্ণাগ্র একটী সপত্র-শর-দ্বারা অবিলম্বে বিদ্ধা করিলেন।

এইরূপ অপরা কোন পার্ব্বতীদেবী দানবেন্দ্র-শঙ্খচূড়ের আচরণানুকরণে প্রবৃত্তা হইলে, অপরা-শঙ্করায়ন্তী কোন পার্ব্বতী শঙ্খচূড়ায়তী সেই পার্ব্বতীকে নিজ-হস্তস্থ-ত্রিশূল-দ্বারা সহসা নিহতা করিলেন। তথা কোন পার্ব্বতী হিরণ্যাক্ষ-তনয়, হিরণ্য-নয়নোপম অন্ধকাসুরের আচরণানুকরণে প্রবৃত্তা হইলে, অপরা-শঙ্করাচরণানুকরণবতী কোন পার্ব্বতী স্বীয়-নিশিত-তীক্ষ্ণাগ্র-ত্রিশূল-দ্বারা অন্ধকায়তী সেই পার্ব্বতীকে হৃদয়দেশে নির্ভিন্না করিলেন। এইরূপ কোন কোন পার্ব্বতী শ্রীশঙ্করদেব যেমন পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-কল্পীয়-সাময়িক-বিহারাবসানে দূর-গত-গণেশ্বর-সকলকে আহ্বান করিয়া, তাহাদিগকে স্বর্গীয়-সুধা-রস-পূর্ণ-বিবিধ-মিষ্টান্ন-দান-পূর্ব্বক নব-নাগর-নটবর-জনোচিতভাবে তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে, মধ্যে মধ্যে মধুর-বেণু-ধ্বনি করিতেন, সেইরূপে শ্রীশঙ্কর-দেবের ভাবে ভাবিতা হইয়া, দূরগতা, গণেশ্বর-ভাবাপন্না, অপরাপর-পার্ব্বতীদেবী-সকলকে আহ্বান-পূর্ব্বক স্বর্গীয়ামৃত-রস-পূর্ণ-সুধা-স্বাদু-বিবিধ-মিষ্টান্ন ও কর্পূর-খণ্ডোজ্জ্বল-সুবাসিত-জল-তাম্বূলাদি-দানান্তে তাঁহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে, মধ্যে মধ্যে মধুর-মধুর-বংশী-ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

এইরূপ "বেণুং ক্বণন্তীং ক্রীড়ন্তীং" শঙ্করভাবাপন্না প্রতি পার্ব্বতীকে প্রাপ্তা হইয়া, অন্যা অন্যা মিষ্টান্ন-জল-তাম্বল-তর্পিতা-গণেশ্বরম্মন্যা

পার্ব্বতীদেবী-সকল তাঁহাদিগের প্রতি শত-শত-সাধুবাদ-শংসন-পূর্ব্বক গণেশ্বর-গণোচিত- বিনয়-নম্র-ব্যবহার করিতে থাকিলে, বেণুবাদন-ক্রীড়ন-পরায়ণা-শঙ্করায়তী প্রতি পার্ব্বতীদেবীই গণেশ্বরায়ন্তী সেই সকল-পার্ব্বতীদেবীর স্কন্ধ-প্রদেশে নিজ-নিজ-ভুজ-স্থাপন-পুরঃসর শ্রীশঙ্করদেব-গত-চিত্তে তদীয়-করীন্দ্র-কীর্ত্তি-দলন-চলনের অনুকরণ করিতে করিতে, হর্ষভরে এইসকল-কথা বলিতে লাগিলেন যে, হে গণেশ্বরগণ! এই দেখ, আমি শঙ্করদেব হইয়াছি, এই দেখ, আমি শঙ্করদেব হইয়াছি, অতএব তোমরা সকলে আমাদের এই ললিততর-করীন্দ্র-কীর্ত্তি-দলন-চলন অবলোকন কর। কোন কোন শঙ্করায়ন্তী-পার্ব্বতীদেবী গণেশ্বরায়ন্তী অপরাপর-পার্ব্বতীদেবীকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, ভো ভো গণেশ্বরাঃ! তোমরা পবন-প্রবাহ, খরতর-দিনকর-কর-নিকর, কিম্বা মুক্তা-ফল-স্থূলাবিরল-বারি-বর্ষণ-প্রযুক্ত কোনরূপেই ভয়ভীত হইও না, কারণ, উক্তরূপ-দৈব-কৃত উপদ্রব হইতে আমি তোমাদের পরিত্রাণের উপযুক্ত উপায় পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছি, এইকথা বলিয়া, অতিশয়-যত্ন-সহকারে একহস্ত-সাহায্যে নিজ উত্তরীয়-বস্ত্র উন্মোচন-পুরঃসর গণেশ্বরম্মন্যা ঐসকল-পার্ব্বতীদেবীর মস্তকের উপরিভাগে ধারণার্থ উদ্‌যোগিনী হইলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

অপরাপর-পার্ব্বতীগণ কল্পান্তরীয়-সমুদ্র-মন্থন-কালে জ্বালা-মালা-কুল-হলাহল সমুত্থিত হইলে, তাদৃশ-বিষ-জ্বালা-প্রভাবে দশদিক্, তথা ভূরাদি-বৈকুণ্ঠলোক-পর্য্যন্ত অষ্টলোক দগ্ধ হইলে, অর্থাৎ ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার, মহান্ ও মূলাবিদ্যাত্মক-সমগ্র-জগৎ ভস্মাকুল-প্রায় হইবার উপক্রম হইলে, ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যস্থ-ব্রহ্মা ও বিষ্ণু-প্রভৃতি-দেবগণ বিষাগ্নি-দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইলে, হিরণ্ময়-বিগ্রহবান্ বিষ্ণুদেবও তমাল-সদৃশ-চ্ছবি, বা নীলমণি-সদৃশী-কান্তি-প্রাপ্ত হইলে, তথা সলোকপাল-সুরা-সুরগণ ও মুনি-মহর্ষিগণ ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুদেবকে পুরস্কৃত করিয়া, সর্ব্ব-লোকেশ্বরেশ্বর-শরণ্য-বরদ-শ্রীশঙ্করদেবের সমীপে গমন-পূর্ব্বক "ত্রাহি ত্রাহি মহাদেব! কৃপালো! পরমেশ্বর। পুরা ত্রাতা যথা সর্ব্বে, তথা ত্বং ত্রাতু মর্হসি। তদ্দেবদেব! ভবতশ্চরণারবিন্দং, সেবানুবন্ধ-মহিমান-মনন্তরূপম্। ত্বদাশ্রিতং যৎপরমানুকম্পয়া, নমোঽস্তু তে দেববর! প্রসীদ।" ইত্যাদিরূপে তদীয়স্তবনে প্রবৃত্ত হইলে, সলোকপাল-সর্ষি-সব্রহ্ম-বিষ্ণু-দেবগণের তৎকালোচিত আচরণানুকরণ-দ্বারা তত্তদাচরণে আচরণবতী হইয়া, অপরা কোন শঙ্করায়ন্তী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর নিকটে উক্তরূপ-স্তুতি-বচনে সম্পূর্ণ-জগন্মণ্ডলের পূর্ব্ববৎ স্বাস্থ্য ও কাল-কূটাখ্য-হলাহল, বা বিষোর্ম্মি-বেগের নিঃশেষে উপশম প্রার্থনা করিলেন।

তত্তদ্দেবায়ন্তী সেই সকল-পার্ব্বতীদেবীকে প্রাপ্তা হইয়া, শঙ্করায়তী-পার্ব্বতীদেবী তাঁহাদিগকে সম্বোধন-পূর্ব্বক প্রতিবোধিতা করিয়াই যেন, তিরস্কার-বাক্যে "হে বিষ্ণো! হে সুরাঃ সর্ব্ব! ঋষয়ঃ! শ্রূয়তামিদম্। মন্যতেঽপি হি সংসারে, অনিত্যে নিত্যতাকুলম্। প্রবি-লোকয়তাত্মানমাত্মনা বিবুধাদয়ঃ। কিং যজ্ঞৈঃ কিং তপোভিশ্চ,

কিমুদ্‌যোগেন কর্ম্মণাম্। একত্বেন পৃথক্‌ত্বেন, কিঞ্চিন্নৈব প্রয়োজনম্। যস্মাদ্ ভবদ্ভির্মিলিতৈঃ, কৃতং যৎ কর্ম্ম দুষ্করম্। ক্ষীরাব্ধের্মথনং তত্তু, অমৃতার্থং কথং কৃতম্। মৃত্যুঞ্জয়ং নিরাকৃত্য, অবজ্ঞায় চ মাং সদা। তস্মাৎ সর্ব্বে মৃত্যু-মুখং, পতিতা বৈ ন সংশয়ঃ। অস্মাভির্নির্ম্মিতো দেবো, গণেশঃ কার্য্য-সিদ্ধয়ে। ন নমন্তি গণেশঞ্চ, দুর্গাঞ্চৈব তথা-বিধাম্। ক্লেশভাজো ভবিষ্যন্তি, নাত্র কার্য্যা বিচারণা। যূয়ং সর্ব্বে ত্বধর্ম্মিষ্ঠাঃ, স্তব্ধাঃ পণ্ডিত-মানিনঃ। কার্য্যাকার্য্যমবিজ্ঞায়, কেবলং মান-মোহিতাঃ। তস্মাৎ কাল-মুখে সর্ব্বে, পতিতা নাত্র সংশয়ঃ। সর্ব্বে শ্রুতি-পরা যূয়ং, ইন্দ্রাদ্যা দেবতাগণাঃ। প্ররোচনপরাঃ সর্ব্বে, ক্ষুদ্রাশ্চেন্দ্রা-দয়ো বৃথা। নাত্মানঞ্চ প্রপঞ্চেন, বেৎসি ত্বং হি শচীপতে। কৃতঃ প্রযত্নো হি মহান্, অমৃতার্থং ত্বয়া শঠ। অশ্বমেধ-শতেনৈব, যদ্রাজ্যং প্রাপ্তবানসি। অপি তচ্চ পরাধীনং, তন্ন জানাসি দুর্ম্মতে। যৈর্বেদবা-ক্যৈস্ত্বং মূঢ়! সংস্তুতোঽসি তপস্বিভিঃ। তে মূঢ়াস্তোষয়ন্তি ত্বাং, তত্তদ্ভোগ-পরায়ণাঃ। বিষ্ণো! ত্বঞ্চ পক্ষপাতান্ন জানাসি হিতাহিতম্। কেচিৎ হতাস্ত্বয়া বিষ্ণো! রক্ষিতাশ্চৈব কেচন। ইচ্ছাযুক্তস্ত্বমত্রৈব, সদা বালক-চেষ্টিতঃ। যেঽন্যে চ লোকপাঃ সর্ব্বে, তেষাং বার্ত্তা কুতস্ত্বিহ। অন্যথা হি কৃতে হ্যর্থে, অন্যথাত্বং ভবিষ্যতি। কার্য্য-সিদ্ধির্ভবেদ্ যেন, ভবদ্ভির্বিস্মৃতঞ্চ তৎ। যেনাদ্য রক্ষিতাঃ সর্ব্বে, কাল-কূট-মহাভয়াৎ। যেন নীলীকৃতো বিষ্ণুর্যেন সর্ব্বে পরাজিতাঃ। লোকা ভস্মীকৃতা যেন, তস্মাদ্ যেনাপি রক্ষিতাঃ। তস্যার্চ্চনাবিধিঃ কার্য্যো, গণেশস্য মহাত্মনঃ। কার্য্যারম্ভে তু বিঘ্নেশং, যে নার্চ্চন্তি গণাধিপম্। কার্য্য-সিদ্ধির্ন তেষাং বৈ, ভবেত্তু ভবতাং যথা।" ইত্যাদিরূপে "যৎপরোনাস্তি" নির্ভৎসিতা করিয়া এবং পশ্চাৎ পুনরপি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র ও চন্দ্রাদি-তত্তদ্দেবতা-ভাবাপন্না ঐসকল-পার্ব্বতীদেবী-কর্ত্তৃক "নমামি দেবং শক্ত্যান্বিতং জ্ঞানরূপং প্রসন্নং, জ্ঞানাৎপরং পরমং জ্যোতীরূপম্। রূপাৎপরং পরমং তত্ত্বরূপং, তত্ত্বাৎপরং পরমং মঙ্গলঞ্চ আনন্দাখ্যং নিষ্কলং নির্ব্বিষাদম্। ধূমাৎপরং অয়োবহ্নির্ধূমবৎ প্রতিভাসতে। প্রকৃত্যন্তর্গতস্ত্বং হি, লক্ষ্যসে জ্ঞান-সম্ভবঃ। প্রকৃত্যন্তর্গতস্ত্বং হি, মায়াব্যক্তিরিতীয়সে

এবম্বিধস্ত্বং ভগবন্ স্বমায়য়া, সৃজস্যথো লুম্পসি পাসি বিশ্বম্। অস্মাদ্ গরাৎ সর্ব্বমিদং প্রনষ্টং, সব্রহ্মবিপ্রেন্দ্রযুতং চরাচরম্। যথা পুরাসীদ্ ভগবন্! মহেশ! ত্রৈলোক্য-নাথোঽসি চরাচরাত্মা। কুরুষ্ব শীঘ্রং সহজীবকোশং চরাচরং তৎসকলং প্রদগ্ধম্।" এইরূপ বিনয়ান্বিত-স্তুতি-গর্ভ-বচনে প্রার্থিতা হইয়া, সর্ব্ব-লোক-সংহার-কারক যে কালকূট-বিষ সমুত্থিত হইয়াছিল, সেই সমস্ত-হলাহল সহসা পান করিয়া, চরাচরাত্মক-বিশ্ব-প্রপঞ্চের বিমলীকরণ-দ্বারা তৎকালমাত্রেই সদেবাসুর-মানুষ-জগত্রিতয়ের রক্ষা-বিধান করিলেন এবং অমৃত-বর্ষিণী, মৃত-সঞ্জীবনী, দিব্যতমা, স্বীয়-দৃষ্টির প্রসারণ-পূর্ব্বক যাবৎ প্রনষ্টপ্রায় সংসার-মণ্ডলকে অবলোকনমাত্র করিলেন, তাবৎ প্রনষ্ট-প্রদগ্ধ-মৃতপ্রায়-জগৎ নিদ্রান্তে পুনরুত্থিতের ন্যায় পূর্ব্বস্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইল।

তথা শঙ্করায়ন্তী অপরাপরা-পার্ব্বতীদেবী সমুদ্র-মন্থনোত্থ-কালকূট-বিষাগ্নি-সদৃশ-প্রচণ্ড-দবাগ্নি-দর্শন করিয়া, গণেশ্বরায়মাণা অন্যান্য-পার্ব্বতীকে কহিলেন,—হে গণেশ্বরগণ! অদূরে অতিভয়ানক-দাবানল, চক্ষুস্তেজোহর অত্যুগ্র-বন-বহ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, অবলোকন কর এবং তোমরা যদি এই উল্বণতর-দাবাগ্নি-প্রভাবে চক্ষুঃপীড়া বোধ করিয়া থাক, তবে অবিলম্বে স্ব-স্ব-লোল-লোচন-যুগলকে নিমীলিত কর, আমি অচিরাৎ অনায়াসেই তোমাদের মঙ্গল-বিধান করিব। এইরূপ অপরা কোন পার্ব্বতী শ্রীশঙ্করদেবের পরমভক্ত-বাণাসুরের আচরণানুকারিণী হইলে, অন্যা কোন পার্ব্বতী তৎক্ষণাৎ বাণ-পুত্রী উষার আচরণানুকরণে তৎপরা হইলেন এবং অন্যা কোন পার্ব্বতী উষা-সখী-চিত্রলেখার আচরণানুকরণ-পূর্ব্বক যাদববীর অনিরুদ্ধের ভাবে ভাবিতা অপরা কোন পার্ব্বতীকে উষায়ন্তী-পার্ব্বতীদেবীর কর-কমলে সমর্পণ-পুরঃসর মধুর-মন্দার-মালা-সাহায্যে তাঁহাদের উভয়ের হস্ত একযোগে আবদ্ধ করিলেন বটে; কিন্তু অন্তঃপুররক্ষী তত্তৎ-পুরুষগণ-স্থানীয়া অপরাপর-পার্ব্বতীদেবী-কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিতা হইয়া, বাণায়ন্তী সেই পার্ব্বতীদেবী অচিরাৎ সমর-যাত্রা করিয়া, সম্মুখ-সংগ্রামে অন্তঃপুর-ভেত্রী-কন্যাপহার-পরায়ণা অনিরুদ্ধায়ন্তী সেই পার্ব্বতীদেবীকে নাগ-পাশ-বদ্ধা ও বশগতা করিয়া,

যাবৎ কারাগারে নিক্ষিপ্তা করিলেন, তাবৎ দুর্গতি-নাশিনী-দুর্গাদেবীর আচরণানুকরণ-দ্বারা অপরা পার্ব্বতী তৎক্ষণাৎ অনিরুদ্ধায়মানা-পার্ব্বতীদেবীকে কারামুক্তা করিলেও, নারদায়তী কোন পার্ব্বতীদেবীর মুখে অনিরুদ্ধায়তী-পার্ব্বতীর বন্ধন-বার্ত্তা-শ্রবণান্তে চতুরঙ্গিণী-সেনার মধ্যচারিণী কৃষ্ণায়ন্তী কোন পার্ব্বতীদেবী বাহু-সহস্রবতী-বাণায়তী-পার্ব্বতীদেবীর সহিত সম্মুখ-সমরে প্রবৃত্তা হইয়া, সহসা তাঁহাকে বাহু-চতুষ্টয়বতী করিলে এবং ষণ্ণবত্যধিক-নব-শত-পরিমিত-বাহুর ছেদন-জনিত-যন্ত্রণা-কাতর-হৃদয়ে বাণায়মানা সেই পার্ব্বতীদেবী মহাত্মা নন্দীর ভাবে ভাবিতা কোন পার্ব্বতীর উপদেশানুসারে শঙ্করায়মাণা-পার্ব্বতীদেবীর শরণাপন্না হইলে, শঙ্করায়ন্তী সেই পার্ব্বতীদেবী তদীয় অঙ্গ-সৌন্দর্য্য-সম্পাদনান্তে তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ স্বাস্থ্য-সম্পন্না করিয়া, গাণপত্য-পদে অভিষিক্তা করিলেন সত্য ; কিন্তু ভুজ-বন-চ্ছেদ-জনিত-ভীতি-বিড়ম্বন অর্থাৎ ভয়-কার্য্য-চকিত-বিলোকন ও কম্পাদির অনুকরণ-পূর্ব্বক, বাণায়ন্তী সেই পার্ব্বতীদেবী লজ্জা-বশতঃ অবশিষ্ট-হস্ত-চতুষ্টয়-সাহায্যে কিঞ্চিৎ-কালের জন্য সুন্দরতর-লোচন-যুগলে বিলসিত-বিধু-বিনিন্দিত-নিজ-বদন আচ্ছাদিত করিলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে চতুর্বিংশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

উক্তরূপে শ্রীশঙ্করদেবের তত্তৎলীলা-সকলের পুনঃ পুনঃ গান ও অনুকরণ-সম্বন্ধীয়-প্রকারাবলম্বনে বিরহার্ত্তি-বশতঃ সদ্যঃই কার্শ্য-প্রাপ্তা সেই সকল-পার্ব্বতীদেবী যমুনা-পুলিন-প্রদেশস্থ-লতা ও তরুগণের প্রতি তাদৃশ-প্রকার-বিশিষ্ট-প্রশ্ন করিতে করিতে, সর্ব্ব-পদার্থেরই মূল-স্বরূপভূত-পরমাত্মা-শ্রীশঙ্করদেবের পদ-চিহ্ন-সকল সেই বনোদ্দেশে অবলোকন করিলেন। শ্রীশঙ্করদেব অন্তর্হিত হইলে, প্রথমতঃ তদীয়-বিরহ-জনিত-তাপমাত্র, দ্বিতীয়তঃ গান-সহিত অন্বেষণ, তৃতীয়তঃ ত্রিপুর-বধাদির অনুকরণ, চতুর্থতঃ পুনরপি অন্বেষণ এবং পঞ্চমতঃ পদ-চিহ্ন-দর্শনান্তে, কিম্বা "বৈপ্রলম্ভিকস্য উন্মাদস্য প্রৌঢ়িমনি আত্ম-বিস্মৃতৌ সত্যাং, স্ব-প্রেষ্ঠ-তাদাত্ম্যমেব স্যাৎ, যদুক্তং, প্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিরূঢ়-মূর্ত্তয় ইতি, তস্যৈব মধ্যমত্বে যৎকিঞ্চিদাত্মানুসন্ধানবত্বে সতি অনুকরণং, যদুক্তং, কচিত্তদ্ভাবনাযুক্তস্তন্ময়োঽনুচকার হ ইতি, তস্যৈব মান্দ্যে আত্মানুসন্ধানস্য প্রায়িকত্বে অচেতনেষ্বপি লতা-গুল্মাদিষু প্রশ্নঃ", এতাদৃশ-ত্রিবিধ উন্মাদভাব-প্রাপ্তির অনন্তর অকস্মাৎ পরমাত্মা শ্রীশঙ্করদেবের পদ-চিহ্ন-সকল অবলোকন করিয়া, নিরতিশয় আনন্দ ও বিতর্কের সহিত শ্রীশঙ্করদেবের বিরহে কাতরা সেই সকল-পার্ব্বতীদেবী পরস্পর-কথোপকথন-প্রসঙ্গে ইতস্ততঃ দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতে করিতে, অত্যন্ত আশ্চর্য্যের সহিত এইকথা বলিলেন যে, দেখ, দেখ, সখীগণ! অদূরে এই যে পদ-চিহ্ন-সকল পরিলক্ষিত হইতেছে, এই পদ-চিহ্ন-সকল কি সেই নির্গুণ-পরম-ব্রহ্মভূত-মহেশ্বরাখ্য-শ্রীশঙ্করদেবের নহে? হে সখীগণ! আমাদের মনে হইতেছে যে, এই পদ-চিহ্ন-সকল "নন্দয়তীতি নন্দঃ সকল-জগদানন্দকরঃ পরমাত্মা, তস্যসূনুরিব সূনুঃ, "আত্ম-পুত্রায় তে রুদ্র! আত্মদ্রোহিত্রকায় তে।" এইরূপ ব্যুৎপত্তি ও প্রমাণ-সিদ্ধ-পরমাত্ম-পুত্র-শ্রীশঙ্করদেবেরই হইবে। কারণ, ধ্বজাম্ভোজ-বজ্রাঙ্কুশ-

যবাদি-চিহ্ন-যুক্তা হওয়ায়, এই পদ-পংক্তি যে সেই মহাত্মা-পরম-পুরুষ-শ্রীশঙ্করদেবেরই হইবে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না।

এবিষয়ে অপর-কারণ এই যে, ভগবত্তমভূত-পরম-পুরুষোত্তমদেবের যথার্থ-মূলভূত-স্বরূপ-সূচক ঊনবিংশতি-চিহ্নের মধ্যে ভগবৎ-শব্দ-বাচ্য কোন অবতারে দুইটী চিহ্ন, কোন অবতারে তিনটী চিহ্ন, কোন অবতারে চারিটী চিহ্ন, কোন অবতারে পাঁচটী চিহ্ন এবং কোন অবতারে ছয়টী চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু, বিষ্ণু-প্রভৃতি অবতারের চরণদ্বয়ে চক্র-কমল-ধ্বজ-বজ্র-অঙ্কুশ ও যব, এই ছয়টীমাত্র ভগবৎচিহ্নের যোগ কথিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে হে সখীগণ! দক্ষিণ ও বামভেদে এই যে চরণ-চিহ্ন-সকল পরিদৃষ্ট হইতেছে, সাবধানে নিরীক্ষণ করিলে, সবিশেষ প্রতীত হইবে যে, ঐ সকল-চরণ-চিহ্নের মধ্যে দক্ষিণ-পাদের অঙ্গুষ্ঠ-মূলে ভক্ত-জনগণের কামাদি অরি-ষড়্-বর্গ-বিজয়, বা ছেদনার্থ চক্র, মধ্যমাঙ্গুলি-মূলে ধ্যান-কর্ত্তৃজনগণের চিত্ত-লক্ষণ-দ্বিরেফ, বা ভ্রমর-নিকরের লোভনার্থে অতিশোভন-কমল, এই কমলের অধোদেশে সর্ব্বানর্থ-জয়-ধ্বজ-লক্ষণ-ধ্বজ, কনিষ্ঠা-মূলতঃ ভক্ত-জনগণের পাপাদ্রি-ভেদন-বজ্র, পার্ষ্ণি-মধ্যে ভক্ত-জনগণের মনো-লক্ষণ মহামদ-মত্ত-মাতঙ্গ-বশকারী অঙ্কুশ, অঙ্গুষ্ঠ-পর্ব্ব-দেশে ভোগ-সম্পন্ময়-যব, অঙ্গুষ্ঠ-তর্জ্জনী-সন্ধি-স্থল হইতে আরম্ভ করিয়া, যাবৎ অর্দ্ধ-চরণ ঊর্দ্ধ-রেখা, চক্রতলে ছত্র, অর্দ্ধ-চরণতলে চতুর্দ্দিগবস্থিত-স্বস্তিক-চতুষ্টয়, স্বস্তিক-চতুষ্টয়-সন্ধি-চতুষ্কে "জম্বূ-ফল-সমতয়া-নির্দ্দেশেন" রেখাকারের পরিবর্ত্তে তদ্বর্ণ-তদাকার-বিশিষ্ট-জম্বূ-ফল-চতুষ্টয়, তথা স্বস্তিক-চতুষ্টয়ের মধ্য-দেশে অষ্ট-কোণ-চিহ্ন-লক্ষণ, এই একাদশ-চিহ্ন দক্ষিণ-পাদতলে বিদ্যমান রহিয়াছে।

তথা বাম-পদাঙ্গুষ্ঠ-মূলতঃ তদভিমুখ-শোভী, সর্ব্ব-বিদ্যা-প্রকাশক-শঙ্খ-পর্য্যায় দর, মধ্যমা-মূলে বাহ্যাভ্যন্তর-মণ্ডল-দ্বয়াত্মক অম্বর-পর্য্যায়-বিন্দু, অম্বরাধোদেশে জ্যা-রহিত ইন্দ্রচাপ, তন্নিম্নে গোষ্পদ, তত্তলে ত্রিকোণ, তদভিতঃ কলস-চতুষ্টয়, ত্রিকোণতলে অগ্র-দ্বয়-স্পৃষ্ট-ত্রিকোণ-কোণ-দ্বয়-শোভী অর্দ্ধ-চন্দ্র এবং অর্দ্ধচন্দ্রের নিম্নে মৎস্য-চিহ্ন-লক্ষণ, এই অষ্টবিধ-চিহ্ন বাম-পদ-তলে বিদ্যমান রহিয়াছে। দক্ষিণ-পাদীয়-পূর্ব্বোক্ত একাদশ-চিহ্ন ও বাম-

পাদীয় অনন্তর-কথিত এই অষ্টবিধ-চিহ্ন, মিলিত-ভাবে ঊনবিংশতি-সংখ্যক এই চিহ্ন-সমূহ দক্ষিণ ও বাম-পদাঙ্কে ব্যক্ত-স্ফুট-বিস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইয়া, এই অভিনব-পদ-পংক্তি যে মহাত্মা-পরম-পুরুষোত্তম-পরম-ব্রহ্ম-পদাভিষিক্ত সেই শ্রীশঙ্করদেবেরই, তাহা নিঃসন্দেহে প্রতিপাদন করিতেছে। "ধ্বজাদি যোগে তু হেতুঃ মহাত্মনঃ পরম-পুরুষোত্তমস্য ইত্যর্থঃ", অথবা "ধ্বজাদি যোগে তু হেতুঃ মহাত্মনঃ পরমাত্মনঃ সর্ব্বেষামপি মূলস্বরূপস্য ইত্যর্থঃ।"

এক্ষণে কথা হইতেছে যে, যথোপদর্শিত-টীকাকার-বচনগুলি যদি অভ্রান্ত হয়, তবে সমুদ্র-মন্থন-কালে মথ্যমান-ক্ষীর-সাগর হইতে সমুত্থিতাতিনির্ম্মথন-জাত-কালকূট-বিষাগ্নি-দ্বারা সমগ্র-জগৎ পরিব্যাপ্ত হইলে, কালকূট-বিষার্দ্দিত ও অবিদ্যা-কাম-সংবীত-দেবগণ ঋষিগণের সহিত ব্রহ্মাকে পুরস্কৃত করিয়া, অসুরগণসহ যাবৎ প্রভবিষ্ণু-বিষ্ণুদেবের নিকটে বৈকুণ্ঠলোকে উপস্থিত হইলেন, "তাবৎ প্রবৃদ্ধং সুমহৎ, কালকূটং সমভ্যয়াৎ। দগ্ধ্বাদৌ ব্রহ্মণো লোকং, বৈকুণ্ঠঞ্চ দদাহ বৈ। কালকূটাগ্নিনা দগ্ধো, বিষ্ণুঃ সর্ব্ব-গুহাশয়ঃ। পার্ষদৈঃ সহিতঃ সদ্যস্তমালসদৃশ-চ্ছবিঃ। বৈকুণ্ঠঞ্চ সুনীলঞ্চ, সর্ব্বলোকৈঃ সমাবৃতম্। জল-কল্মষসংবীতাঃ, সর্ব্বে লোকাস্তদাহভবন্। অষ্টাবরণ-সংযুক্তং, ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মণা সহ। ভস্মীভূতং চকারাশু, জল-কল্মষমদ্ভুতম্। নোভূমির্ন জলং চাগ্নিঃ বায়ুর্ন ন নভস্তদা। নাহঙ্কারো নচ মহান্, মূলাবিদ্যা তথৈব চ। শিবস্য কোপাৎ সঞ্জাতং, সর্ব্বং ভস্মাকুলং জগৎ।" ইত্যাদি-প্রমাণ-বচনানুসারে যিনি ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যস্থ-বিষাগ্নি-ব্যাপ্ত হরি, ব্রহ্মা, সবাসব-লোকপাল, তথা অন্যান্য-সর্ব্ব-সুরাসুর-নর-কিন্নর-ভূধর-সাগর-প্রভৃতি-সমস্ত-বিশ্ব-প্রপঞ্চকে নিজ-কোপানল-মাত্র-সাহায্যে ক্ষণকালমধ্যে নিঃশেষে নির্দ্দগ্ধ করিয়া, সর্ব্ব-সুরাসুর-প্রভৃতির চিতাচিত-শ্মশানক্ষেত্রে যোগাসন-রচনা করিয়াছিলেন, তথা পশ্চাদ্বর্ত্তীকালে যিনি কৃপা-কটাক্ষ-মাত্র-সাহায্যে প্রেততুল্যতা-প্রাপ্ত সেই সমস্ত-দেব-দানব-মানবাদি-সহ কোটিশঃ পরমাণুবৎ স্বাত্ম-স্বরূপে সংলীন-ব্রহ্মাণ্ড-গোলক-সকলকে পুনরাবির্ভাবিত করিয়াছিলেন, সেই আত্ম-জ্ঞানামৃত-তৃপ্ত, নিত্য-তৃপ্ত, নিরাময়, নিরঞ্জন,

সমাধি-সংস্থিত, কারণ-ত্রয়-কারণ, কালকালান্তক, মৃত্যু-মৃত্যু, যম-যম মৃত্যুঞ্জয়, নিত্য-নিত্য, চেতন-চেতন, নির্গুণাবস্থ-শ্রীমান্ মহেশ্বরাখ্য-পুরাণ-পরম-পুরুষোত্তম-পরম-ব্রহ্ম-স্বরূপভূত শ্রীশঙ্করদেব হইতেও পুরাণ-প্রধানতম-পরম-পুরুষোত্তম অপর-মহাত্মা কে আছেন ? সেইজন্যই বলিতেছিলাম যে, হে সখীগণ ! শ্রীমহেশ্বরদেবে সুপ্রসিদ্ধ একোনবিংশতি-সংখ্যক-ধ্বজাদি-চিহ্নের যোগ-বশতঃ এই অভিনব-পদ-পংক্তি যে অবশ্যই পরম-মহাত্মা পুরাণ-পরম-পুরুষোত্তম শ্রীশঙ্করদেবেরই হইবে, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই।

কিঞ্চ, কৃষ্ণাবতার-বিষয়ে অনেক-চিহ্ন-যোগের কথা শাস্ত্রান্তরে উক্তা হইলেও, পদ্ম-পুরাণান্তর্গত-ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে শ্রীকৃষ্ণাধিকারে প্রত্যক্ষদর্শী ব্রহ্মা অবধারণ-পূর্ব্বক স্বয়ংই বলিয়াছেন যে, "ষোড়শৈব তু চিহ্নানি, ময়া দৃষ্টানি তৎপদে। দক্ষিণে চাষ্টচিহ্নানি, ইতরে সপ্ত এব চ। ষোড়শঞ্চ তথা চিহ্নং, শৃণু দেবর্ষি-সত্তম। জম্বূ-ফল-সমাকারং, দৃশ্যতে যত্র কুত্রচিৎ।" অতএব এই ষোড়শ-চিহ্নের অতিরিক্ত-চিহ্ন-যোগ কদাপি শ্রীকৃষ্ণ-চরণে সম্ভবপর হইতে পারে না। আর যদি সাম্প্রদায়িকগণ স্কন্দ-পুরাণ, বিষ্ণু-পুরাণ, ক্রম-দীপিকা, গোপাল-তাপনী ও মথুরা-মণ্ডল-মাহাত্ম্যানুসারে "ধ্বজা পদ্মং তথা বজ্রমঙ্কুশো যব এব চ। স্বস্তিকং চোর্দ্ধরেখা চ, অষ্টকোণং তথৈব চ। ইন্দ্রচাপং ত্রিকোণঞ্চ, কলসং চার্দ্ধ-চন্দ্রকম্। অম্বরং মৎস্য-চিহ্নঞ্চ", এই চতুর্দ্দশ-চিহ্ন, তথা গোষ্পদ ও জম্বূফল, এই ব্রহ্মপ্রোক্ত ষোড়শ-চিহ্নের সহিত চক্র, শঙ্খ এবং আতপত্র, এই তিনটী চিহ্নকে সংযুক্ত করিয়া, পূর্ব্ব-প্রদর্শিত একোনবিংশতি-চিহ্নই শ্রীকৃষ্ণ-চরণে স্বীকার করিতে আগ্রহ-পরায়ণ হন, তবে সর্ব্বলোক-পিতামহ-জগৎস্রষ্টা-ব্রহ্মার "ষোড়শৈব তু", এই অবধারণ ও "ময়া দৃষ্টানি", এই প্রত্যক্ষ-দর্শনের অপরিহরণীয়া অনুপপত্তি অবশ্যই উপস্থিতা হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব ভো ভো বিদ্বদ্বর-বরেণ্য-বর্য্য-ধুর্য্য-ধৌরেয়-বরণীয়াঃ ! মহামহিম-মণ্ডিত-মহনীয়-মহাত্ম-মনীষি-মুখ্য-মণ্ডল-মণ্ডনায়মান-মহাভাগ-মহোদয়া ! সুচেতসঃ ! শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের পূর্ব্ব-প্রতিপাদিতানুরূপ-সিদ্ধান্তই যে সর্ব্বথা সমীচীন, তাহা "অকামেনাপি বলাদিব" নিযোজিত হইয়া, সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

পুনশ্চ শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ পূর্ব্ব-প্রদর্শিত একোনবিংশতি-চিহ্নে শ্রীচরণ-যুগলে চিহ্নিত, লীলালঙ্কৃতগামী শ্রীশঙ্করদেবের ধ্বজ-বজ্রা-ঙ্কুশাব্জাঙ্ক-রেখাকার-শোভিত সেই সকল-পদ-চিহ্ন অবলোকন করিয়া, বিকাশি-নয়নোৎপল-যুগলের অধিকতর-বিস্তার-সাধন-পূর্ব্বক সর্ব্বাবয়বে পুলকাঞ্চিতা হইয়া, মধ্যে মধ্যে দূর্ব্বাদলময়ী-ভূমিতলে পদ-চিহ্ন-সকল-বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, স্থান-বাহুল্য-বিবক্ষা-বশতঃ বীপ্সাভিপ্রায়ে ধ্বজ-বজ্রাদি-শোভিত সেই সেই পদ-চিহ্নানুসরণে অবলা, অর্থাৎ বিরহ, তথা অন্বেষণ-জনিত-শ্রম-নিবন্ধন বল-হীনা হইলেও, শ্রীশঙ্করদেবের পদবী অন্বেষণ করিতে করিতে, কিঞ্চিৎ দূরে গমনান্তে গমন-মার্গের অগ্রবর্ত্তীদেশে বধূ, অর্থাৎ প্রধানতমা-প্রিয়তমা-শ্রীমতী-মুখ্যা-পার্ব্বতীদেবীর পদ-চিহ্ন-সকলের সহিত সুসম্পৃক্ত-সংমিশ্রিত-তদীয়-পদ-চিহ্ন-সকল-বিলোকন-পুরঃসর আর্ত্ত-হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি এই সকল-কথা বলিতে লাগিলেন যে, হে সখীগণ! তোমরা নিশ্চয়-পূর্ব্বক বল দেখি, এই সকল-পদ-চিহ্ন কাহার? এবং যদবধি শ্রীশঙ্করদেবের চরণ-চিহ্ন-সকল আমাদের লোচন-গোচরীভূত হইয়াছে, সেই সময় হইতে এই পর্য্যন্ত আমরা যতগুলি তাঁহার চরণ-চিহ্ন অবলোকন করিয়াছি, সেই সকল-পূর্ব্ব-দৃষ্ট-চরণ-চিহ্নের সহিত অধুনাতন-দৃষ্ট এই সকল-চরণ-চিহ্নের সম্যক্ সৌসাদৃশ্য, বা সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইতেছে না কেন? অর্থাৎ শ্রীশঙ্কর-দেবের পূর্ব্ব-দৃষ্ট-পদ-চিহ্ন-সকল বধূ-পদ-চিহ্ন-সকলের সহিত সম্পৃক্ত হয় নাই কেন? এবং এখনই বা সংমিশ্রিত দেখিতেছি কেন?

উত্তরে কোন কোন পার্ব্বতীদেবী কহিলেন,—এইরূপ অসামঞ্জস্যের কারণ এই যে, শ্রীশঙ্করদেব আমাদিগের তাদৃশ-সৌভাগ্য-জনিত-মদ, বা গর্ব্ব অবলোকন করিয়া, সমুৎপন্ন-সৌভগ-মদ-প্রশমন-কল্পে সেই স্থানেই

অন্তর্হিত হইয়া, পলায়ন-কালে দ্রুততর-গমনে নিতান্ত অসমর্থা, ঘন-জঘন-গৌরবান্বিতা, ক্ষীণ-মধ্যা, ঘনোন্নত-পীন-পয়োধর-ভারাক্রান্তা, নব-বর-বধূ, প্রধানতমা-পার্ব্বতীকে স্বীয় অঙ্ক-প্রদেশে আরোপিতা করিয়া, এই স্থান-পর্য্যন্ত আনয়ন করিয়াছেন বলিয়াই, শ্রীশঙ্করদেবের পূর্ব্বদৃষ্ট-পাদ-চিহ্ন-সকল "বধ্বাঃ পদৈঃ" সম্পৃক্ত হইবার উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হয় নাই। তথা এই স্থান-পর্য্যন্ত আগমনের অনন্তর আমরা দূরতর-দেশে সমাগত হইয়াছি; সুতরাং পরিত্যক্তা সেই সকল-পার্ব্বতী আর এখানে পর্য্যন্ত আমাদিগের অনুসরণে সমর্থা হইবেন না, এইরূপ বিবেচনা-পূর্ব্বক শ্রীশঙ্করদেব এই স্থানেই উপস্থিত হইয়া, সেই মুখ্যতমা-নব-বর-বধূকে অঙ্ক-প্রদেশ হইতে নব-দূর্ব্বা-দলাস্তৃত-শ্যামল-কোমল-ভূতল-দেশে অবতারিতা করিয়াছিলেন।

কিন্তু, এই স্থানে অবতারিতা সেই অতিশয়-সৌভাগ্যবতী-মুখ্যতমা-পার্ব্বতী করেণু, বা কাম-মদ-মত্তা-করিণী যেমন করী, বা খরতর-পঞ্চশর-শর-নিকর-পাত-জনিত-কাম-মদ-মত্ত-মাতঙ্গ-প্রবরের অংস-দেশে স্বীয়-করাগ্র-ভাগ-সংন্যস্ত করিয়া, তদীয়-চরণ-চিহ্ন-নিচয়ের সহিত নিজ-পাদাঙ্ক-সকলের সংমিশ্রণ-সাধন-পূর্ব্বক প্রেমানন্দ-রসাপ্লুত-মানসে বনে বনে বিচরণ করিতে করিতে, তৎসহ গমন করিয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীভগবান্ শঙ্করদেবের অংস-দেশে তদীয়-প্রণয়ানুরোধে নিজ-প্রকোষ্ঠ, ভুজ-মধ্য-গত-গ্রন্থি, বা কফোণি-প্রদেশ হইতে মণি-বন্ধ-পর্য্যন্ত-হস্ত-ভাগ-ন্যস্ত করিয়া, অথবা ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃকই রস-বিশেষ-বশেই হউক, বা রাত্রিকালে পদে পদে পদ-স্খলনপরা-প্রিয়তমার সুখ-গমনার্থই হউক, কিম্বা বল-পূর্ব্বক দূরে নয়নার্থই হউক, আহোস্বিৎ প্রিয়তমার প্রতি অধিকতর-প্রীতি-সূচনার্থই হউক, তদীয়-প্রকোষ্ঠ-প্রদেশ স্বীয় অংসে সংস্থাপিত হওয়ায়, তদবস্থাগতা হইয়া, প্রিয়তমের প্রতি চরণ-চিহ্নের সহিত নিজ-চরণ-চিহ্ন সম্পৃক্ত করিতে করিতে, প্রেমানন্দ-রস-ভরে সর্ব্ব-জগদানন্দ-হেতু-পরমাত্মভূত-শ্রীশঙ্করদেবসহ এই পথে গমন করিয়াছেন বলিয়াই, অধুনা উপলব্ধ প্রিয়তমের এই সকল-পদ-চিহ্ন "বধ্বাঃ পদৈঃ" সুসংপৃক্ত হইবার উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইয়াছে; সুতরাং "পরিচীয়ন্তাং

কস্যাঃ পদানি চৈতানি ?” এইরূপ প্রশ্ন “করিণা সহ যাতায়াঃ করেণোরিব অংস-ন্যস্ত প্রকোষ্ঠায়াঃ আত্ম-পুত্রায় তে রুদ্র ! ইতি-বচন-প্রামাণ্যাৎ সকল-জগদানন্দ-হেতু-পরমাত্ম-পুত্র-শ্রীশঙ্করদেবেন সহ গতায়া মুখ্যতমায়া বধ্বা এব” এইরূপ উত্তর-প্রাপ্ত হইয়া, এই স্থানেই আত্ম-চরিতার্থতা-লাভ করিতেছে।

কিঞ্চ, এই সময়ে ঐসকল-পার্ব্বতীদেবীর সখীগণ অন্তরঙ্গতা-প্রযুক্ত গাম্ভীর্য্য-পরায়ণ হইলে, প্রতিপক্ষগণ আপাততঃ দুঃখ-পরিব্যাপ্ত হইলে এবং তটস্থগণ তদ্বিষয়ে অনভিনিবেশ-প্রযুক্ত উদাসীন-ভাবাপন্ন হইলে, প্রথমতঃ সেই মুখ্যতমা-পার্ব্বতীদেবীর সুহৃদ্‌গণ কহিলেন,—আমরা নিশ্চিতরূপেই বলিতেছি যে, সর্ব্ব-দুঃখ-হর্ত্তা, ভক্তাভীষ্ট-প্রদানে সমর্থ, সর্ব্ব-বিষয়ে স্বতন্ত্র-ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব এই মুখ্যতমা-পার্ব্বতী-দেবী-কর্ত্তৃকই বহু-সহস্র-বৎসর-পর্য্যন্ত কঠোরতর-তপঃ-সাহায্যে সম্যক্-রূপে আরাধিত হইয়াছেন। পক্ষান্তরে মুখ্যতমা-পার্ব্বতীদেবী-কর্ত্তৃক এই ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব যেমন আরাধনা-দ্বারা বশীকৃত হইয়াছেন, আমাদিগের দ্বারা কিন্তু ভগবান্ শঙ্করদেব তাদৃশরূপে আরাধিত, বা বশীকৃত হন নাই। এই জন্যই ভগবান্ শঙ্করদেব আমাদিগকে বিশেষ-রূপে দূর-দেশে বন-মধ্যে রাত্রি-কালে পরিত্যাগ করিয়াও, প্রীত-মানসে যাঁহাকে লইয়া, আমাদিগের অগম্য একান্ত-নির্জ্জন-স্থানে গমন করিয়াছেন, সেই এই মুখ্যতমা-পার্ব্বতীদেবীই সর্ব্বতোভাবে ধন্যা। অতএব অতিমহীয়সী-মুখ্যতমা-পার্ব্বতীদেবীর সহিত বৃথা সাম্যাহঙ্কারবাদ-সমাশ্রয়ণে হৃদয়ে কাতরা হওয়া, বা অনীতিমতী হওয়া, কদাপি আমাদিগের পক্ষে উচিত নহে।

অপিচ, আমাদিগের এরূপও বিবেচনা করা উচিত যে, আমরা শ্রীমতীমুখ্যতমা-পার্ব্বতীদেবীর ইচ্ছা, বা সঙ্কল্পমাত্রে তদীয়-শরীর-প্রদেশ হইতে তাঁহারই মায়া-বিভূতি, বা যোগ-বিভূতি-স্বরূপে বিহার-লীলার সহযোগিনীমাত্ররূপে যাবৎ শতবার্ষিক-বিহার-সমাপ্ত না হয়, তাবৎকালের জন্য আবির্ভূতা হইয়াছি মাত্র। অতএব আমরা যে বিনা তপস্যা এযাবৎকাল প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ শঙ্করদেবের অঙ্ক-শায়িনী

হইয়া, মুখ্যতমা-পার্ব্বতীদেবীর সমকক্ষতাচরণ-পূর্ব্বক অসীম ও অননুভূত-পূর্ব্ব-লীলা-বিহার-সুখ অনুভব করিয়াছি, ইহাই আমাদিগের পক্ষে অতীব-সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। আর এক কথা এই যে, মহাতপস্বী, মহাজ্ঞানী, মহাত্মা-মুনি-মহর্ষিগণ সহস্রধা প্রযত্নাবলম্বন-পূর্ব্বক বেদাদি-শাস্ত্রে যথা কথঞ্চিৎ সূচকত্বরূপে যাঁহার শব্দ-রূপ-পদ-সকলকে কেবল-তর্ক-মাত্রেরই বিষয়ীভূত করিয়া থাকেন, কিন্তু লোচন-গোচরী-ভূত করিতে সমর্থ হন না, আমরা সেই অশেষ-জগদারাধ্য-ভূত-ভাবন-ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবের আরাধনা বিনা তদীয়-প্রেয়সীত্ব-লাভ করিয়াও, সৌভগ-মদ-গর্ব্ব-বশে তাদৃশ অত্যুচ্চ-সৌভাগ্য-সোপান হইতে নিতান্তই অধঃপতিতা হইয়াও যে শ্রীশঙ্করদেবের অন্তর্দ্ধান অবসরে তদীয় এই বিহার-বনোদ্দেশে তাঁহার সাক্ষাৎ চরণ-চিহ্নরূপ-পদাঙ্ক-সকল অবলোকন করিয়াছি, অর্থাৎ এতন্মাত্রাংশেও যে আমরা সকলে উক্তরূপ-মুনি-মহর্ষিগণের সাম্য অতিক্রম করিয়াছি, ইহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট আশ্চর্য্য ও সৌভাগ্যের বিষয় মনে করিয়া, তাদৃশ-প্রেম-বিশেষাসাদিত-নিত্য-তদীয়-প্রেয়সীত্বাত্যংশের অপ্রাপ্তি-নিবন্ধন দুঃখ-কাতর-হৃদয়ে মুখ্য-তমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর এতাদৃশ-নিরতিশয়-সৌভাগ্য-ভোগৈশ্বর্য্য-দর্শনে ঈর্ষ্যান্বিতা না হওয়াই কি আমাদিগের পক্ষে উচিত নহে ?

অত্র বিষয়ে অপরবিধ বক্তব্য এই যে, দৃশ্যে অতীব-সুন্দরতরাকৃতি, হৃদয়ে কামাতুর, বিশ্ব-সংসারে স্ব-কীর্ত্তি-প্রখ্যাপক, তোমাদের প্রতি কৌশলে বঞ্চনা-প্রয়োগে সর্ব্বথা সমর্থ, পর-ব্রহ্ম-পরমেশ্বর-পদাভিষিক্ত-ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব তোমাদের ন্যায় সুন্দরীগণকে পরিত্যাগ করিয়া এবং সর্ব্ব-সুন্দরী-রমণী-মণিভূতা যে কামিনী-মণিকে লাভ করিয়া, বা যে কামিনী-মণির ইন্দ্রিয়-সকলকে প্রাপ্ত হইয়া, নির্জ্জন-প্রদেশে সুখ-বিহারার্থ রাস-মণ্ডল হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন, সেই ত্রিভুবন-মহারাজ-গৃহিণী-পরম-ব্রহ্ম-মহিষী-মুখ্যতমা-পার্ব্বতীদেবীর পদ-চিহ্ন শ্রীশঙ্করদেবের পদ-চিহ্নের সহিত সম্পৃক্ত, বা বিজড়িত অবস্থায় এই স্থানেই অঙ্কিত রহিয়াছে, পরীক্ষা-দৃষ্টি-সাহায্যে বিশেষরূপে অবলোকন করিলে, দেখিতে পাইবে যে, তোমাদের পাদ-তল-গত-চিহ্ন-নিচয় হইতে কত

অধিক-পরিমাণে প্রাধান্য ও সৌভাগ্য-সূচক-চিহ্ন-সকল মুখ্যতমা-শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীর ভূতলাঙ্কিত-চরণতলে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

অতএব রাম-কৃষ্ণাদি অন্যান্য অবতার, বা দেব-শ্রেষ্ঠসকল অপেক্ষা পাদ-তল-গত অধিকতর-সৌভাগ্য-শ্রৈষ্ঠ্য-মাহাত্ম্য-প্রভুত্ব-প্রভাবাধিপত্য-সূচক-চিহ্ন-নিচয়ের ভূয়স্ত্ব-নিবন্ধন যেমন একোনবিংশতি-চিহ্নে চিহ্নিত-পরম-ব্রহ্ম, পরমেশ্বর, পরমাত্মা, দেব-দেব, মহাদেব, মহেশ্বর, ভূত-ভব্যেশান, অশেষ-জগদীশ্বর, ত্রিভুবন-মহারাজ-শ্রীশঙ্করদেব বের-পূজনের পরিবর্ত্তে নিজ অনাদি ও অনন্ত অনল-স্তম্ভাকার-লিঙ্গ-প্রপূজনে বল-পূর্ব্বক ব্রহ্মা ও বিষ্ণু-প্রভৃতি-দেবেশ্বরগণের আগ্রহ-বর্দ্ধন ও কাল-কূট-বিষ-পান, এই দুইটীমাত্র কার্য্য-দ্বারা সমগ্র-দেব-সমাজকে অধঃকৃত করিয়াছেন, সেইরূপ চরণতলে একোনবিংশতি-চিহ্নে চিহ্নিতা-প্রধান-তমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীও তোমাদিগের ন্যায় অন্যান্য-সমস্তদেবী-সমাজ অপেক্ষা স্বীয়-পাদ-তল-গত অধিকতর-সৌভাগ্য-শ্রৈষ্ঠ্য-মাহা-ত্ম্যাদি-সূচক-চিহ্ন-নিচয়ের আধিক্য-প্রযুক্ত সর্ব্ব-লোকৈক-কর্ত্তা-ভর্ত্তা-হর্ত্তা শ্রীশঙ্করদেবের তাদৃশ-প্রেম-বিশেষাসাদিত-নিত্য-তদীয়-প্রেয়সীত্ব-লাভ-করিয়াছেন বলিয়া, তোমাদের, বা আমাদের সন্তপ্তা হওয়া, কদাপি উচিত নহে।

এই জন্যই আমরা বলিতেছিলাম যে, যদি তোমাদের মনে এবিষয়ে এখনও সন্দেহ থাকে, তবে তোমরা সকলে এই বহু-পার্ব্বতী-জন-সঙ্ঘট্টে বহিঃ অপরিচিতের ন্যায় অভিনয় না করিয়া এবং নিজ-নিজ-পদ-চিহ্ন-নিচয়কে গণনার বিষয়ীভূত করিয়া দেখিলে, দেখিতে পাইবে যে, তোমাদিগের পদ-চিহ্ন হইতে সেই মুখ্যতমা-নিরতিশয়-পতি-সুখ-সৌভাগ্যবতী-হিম-নগ-নন্দিনী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর পাদ-তল-যুগল-গত-অধিকতর-চিহ্ন অর্থাৎ বাম-চরণের অঙ্গুষ্ঠ-মুলে যব, তত্তলে চক্র, তত্তলে ছত্র, তত্তলে বলয়, অঙ্গুষ্ঠ-তর্জ্জনী--সন্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া, যাবদর্দ্ধচরণ ঊর্দ্ধ-রেখা, মধ্যমা-তলে কমল, তত্তলে সপতাকধ্বজ, তত্তলে বল্লী ও পুষ্প, কনিষ্ঠা-তলে অঙ্কুশ, তথা পার্ষ্ণি-প্রদেশে অর্দ্ধচন্দ্র, এই একাদশ-চিহ্ন-সহ দক্ষিণ-চরণের অঙ্গুষ্ঠমূলে শঙ্খ, তত্তলে গদা,

কনিষ্ঠা-তলে বেদি, তত্তলে কুণ্ডল, তত্তলে শক্তি, তর্জ্জনী আদি অঙ্গুলি-তলে পর্ব্বত, পর্ব্বততলে রথ, তথা পার্ষ্ণি-প্রদেশে মৎস্য, এই অষ্টচিহ্ন মিলিত হইলে, মিলন-ফলে প্রাপ্ত মুখ্যতমা-দেবীর চরণ-যুগল-তল-গত একোন-বিংশতিচিহ্ন তদীয় অনন্যসুলভ-সুবিপুলতর-সৌভাগ্য-ভেরী-বাদনে তৎপর হইতেছে।

ইতি অষ্টাবিংশ: পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে ষড়্বিংশ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

সপ্তবিংশ অধ্যায়

অন্তরঙ্গভূত-স্বপক্ষ, বহিরঙ্গভূত-বিপক্ষ, বা প্রতিপক্ষ, তথা তটস্থ ও সুহৃৎ-পক্ষভেদে চতুর্ভাগে বিভক্ত-পূর্ব্বোদ্দিষ্ট ঐ সকল-পার্ব্বতীদেবীর মধ্যে অনিষ্টের বাধক, বা অসাধক, অথচ ইষ্টের সাধকভূত-সুহৃৎপক্ষের উক্তরূপ বাক্য-সকলের অবসানে সম-দুঃখত্ব-নিবন্ধন প্রায়ঃ সকলেরই একভাব-প্রযুক্ত চমৎকারাতিশয়বশে সকলেরই যুগপৎ সম্বোধনাভিপ্রায়ে তটস্থ-লক্ষণাক্রান্তা সেই সকল-পার্ব্বতীদেবী কহিলেন,—হে আল্যঃ! অর্থাৎ হে সখীগণ! আমরা অধুনা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের চরণ-চিহ্নের প্রতি তাদৃশ অবধান-প্রণিধান-দানে সমর্থা না হইয়া, শ্রীশঙ্কর-দেবেরই পাদ-চিহ্ন-সকলের প্রতি লক্ষ্য-স্থাপন-পূর্ব্বক পরম-প্রেমানন্দ-ভরে এইকথা বলিতেছি যে, এই অশেষ-সংসার-মণ্ডলে একমাত্র শ্রীশঙ্করদেবের চরণ-পঙ্কজ-রেণু-সকলই ধন্য। কিন্তু, শ্রীশঙ্করদেবের এই সকল-পাদ-পঙ্কজ-রেণুই যে ধন্য, তৎ-প্রতি কারণ-প্রদর্শন-কল্পেও বলা যাইতে পারে যে, শ্রীশঙ্করদেবের যে পাদ-পঙ্কজ-রজঃ-সমূহ বিশেষ-ভক্তি-পূর্ব্বক-যত্নাদরাতিশয়-সহকারে স্ব-স্ব-শিরো-দেশে ধারণ করিয়াই, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, বা হরি-প্রভৃতি-দেবগণ সুর-বৃন্দ-বৃন্দারক-সমাজে সুবন্দ্য-পাদ হইয়াছেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও সাবিত্রী-রমা-শচী-প্রভৃতি-দেব-দেবী-শ্রেষ্ঠগণ বিরহাদি-দুঃখ, বা অপরাধ-লক্ষণ অঘ-পাপ-পুঞ্জের অপনোদনার্থ যে শিব-পাদাব্জ-রেণু-সকলকে মুকুট-মণ্ডিত-স্ব-স্ব-মৌলি-মণ্ডল-সাহায্যে ধারণ করিয়াছেন, সেই শিব-পাদাব্জ-রেণু-সকলের ধন্যতরত্ব-সমর্থন জন্য অপর-কীদৃশ-বক্তব্য অবতীর্ণ হইতে পারে?

তাৎপর্য্য এই যে, হে সখীগণ! শ্রীশঙ্করদেবের চরণ-সরোজ-সম্বন্ধ-লাভ-বশতঃ তাদৃশ-রেণু-সকল ধন্যতর হইলেও, আমরা কিন্তু শ্রীশঙ্কর-দেবের শ্রীচরণ-সম্বন্ধের অভাব-বশতঃ রেণু-সকল-হইতেও তুচ্ছতা-প্রাপ্তা

হইতেছি। হে সখীগণ! প্রেমা যখন অসদ্‌ভূত-মাহাত্ম্যেরও স্ফুরণ-সাধন-কল্পে নিতান্তই পটীয়ান্‌, তখন সদ্‌ভূত-মাহাত্ম্যেরই বা স্ফূর্ত্তি-সম্পাদন না করিবে কেন? হে সখি! এইরূপে আমরা কি এই শঙ্কর-পাদ-পঙ্কজ-রেণু-সকলের মাহাত্ম্য-ভাবনা করিয়া, অন্যায়-কার্য্য করিতেছি? কখনই নহে। অত্রাপি কারণ এই যে, প্রতিদিনই অপরাহ্ণ-সময়ে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-বিধু-বাসবাদি-দেবশ্রেষ্ঠগণও সহচর-বর্গ-সহ স্বর্গ হইতে অবরোহণ-পূর্ব্বক শ্রীশঙ্করদেবের প্রদোষ-কালীন-তাণ্ডবে যোগদান করিয়া, নট-রাজরাজের দক্ষিণ-জঙ্ঘা-প্রসার-বাম-পাদ-সঙ্কোচন, তথা বাম-পাদ-প্রসার-দক্ষিণ-জঙ্ঘা-পাদ-সঙ্কোচন-লক্ষণ-ধ্বনি-জনোচিত আলীঢ়-প্রত্যালীঢ়-পদে অবস্থিতি-কালে, বা পদ-যুগলের বারম্বার আকুঞ্চন-প্রসারণাবসরে পদ-প্রক্ষেপণোত্থ-ধূলি-পটলে অভিষিক্ত-সুস্নাত হইয়াও, পুনরপি তদীয়-নৃত্যাবসানে স্ব-স্ব-মানস-সন্তোষ-সম্পাদন-কল্পে স্ব-স্ব-গৃহে প্রতিগমন-কালে উভয়-হস্তে বৈপরীত্য-রীতি অনুসরণে শ্রীশঙ্করদেবের পদ-ধূলি-গ্রহণ-পুরঃসর "সন্ধ্যায়াং জগন্তি জিঘাংসন্তং বর-লব্ধ-তৎকাল-মহাবলং মহারাক্ষসং মোহয়িতুম্‌" সমারব্ধ-তাণ্ডব হইতে বিরত, সভা-মধ্য-ভাগস্থ-মহামণিময়-বেদি-ভূষণে ভূষিত-রুচির-রত্ন-খণ্ড-খচিত-মাণিক্য-মণ্ডপে বহুতর-রত্ন-জাল-জড়িত-মনোজ্ঞ-মুক্তা-মালা-মণ্ডিত-মধুর-দর্শন-স্বর্ণ-সিংহাসনে সুখাসনে সমাসীন, শ্বেত-চ্ছত্রোপশোভিত-শ্রীশঙ্করদেবকে প্রহর্ষ-পুলকোদ্‌গম-চারুতর-কলেবরে ভক্তি-নম্রাত্ম-কন্ধরে পদ্মরাগময়-পাদ-পীঠ-স্পৃষ্ট মুকুট-মণ্ডিত-মৌলি-মণ্ডলে প্রণামান্তে অদ্যাপি বিশ্বতো-মুখ-বিমানারোহণে সুর-পুরাভিমুখে প্রস্থান করিয়া থাকেন।

অপিচ, অত্র অবশিষ্ট-বক্তব্য এই যে, "ইয়ঞ্চ তৎ-পাদ-রেণূনাং মাহাত্ম্য-ভাবনা প্রেম-কৃতৈব, প্রেমা হি অসদপি মাহাত্ম্যং স্ফোরয়তি, কিমুত সৎ? ততঃ প্রেমাতিশয়স্তু মাহাত্ম্যাতিশয়মেব স্ফোরয়তি। যথাদিভরতচরিতে, কিম্বা অরে। আচরিতং তপস্ত-পস্বিন্যা? যদিয়মবনি-রিত্যাদিগদ্যে তেন স্ব-মৃগ-পদ-স্পর্শেন পৃথিব্যা ভাগ্যং বর্ণিতম্‌। যৎপাদ-পঙ্কজ-রজঃ শিরসা বিধৃত্য, ব্রহ্মা হরিশ্চ সুর-বৃন্দ-সুবন্দ্য-পাদ অভূৎ, তস্যৈব ত্রিভুবন-বন্দ্যমান-চরণস্য পাদ-রজাংসি

বয়ন্তু লজ্জয়ৈব যদ্ধর্ত্তুং শিরসা ন শক্নুমস্তেনৈব এতাবদঘং প্রাপ্নুম ইতি।"

তটস্থ-লক্ষণাক্রান্তা-পার্ব্বতীদেবীদিগের উক্তরূপ-বাক্যের অবসানে প্রতিপক্ষান্তর্গত-পার্ব্বতীদেবীগণ কহিলেন,—যদি সেই মুখ্যতমা-পার্ব্বতীর এই সকল-চরণ-চিহ্ন শ্রীশঙ্করদেবের চরণ-চিহ্ন-নিচয়ের সহিত সংপৃক্ত না হইত, তবে প্রধানতমা যে পার্ব্বতীদেবী সামান্যতঃ সকল-পার্ব্বতীদেবীর সমানভাবে উপভোগ্য-সর্ব্বস্ব-ধন-শ্রীশঙ্করদেবের অধরামৃত, বা শ্রীমুখ-চন্দ্র-সুধা অপহরণ-পূর্ব্বক একাকিনী ভোগ করিতেছেন, সেই মুখ্যতমা-পার্ব্বতীদেবীর চরণ-চিহ্ন-নিচয় আমাদের ক্ষোভের কারণ হইত না। পক্ষান্তরে সেই প্রিয়তমা-পার্ব্বতীদেবীর এই সকল-চরণ-চিহ্ন-শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীচরণ-চিহ্ন নিচয়ের সহিত সংমিশ্রিত হইয়াই, আমা-দিগের "উচ্চৈঃ ক্ষোভং কুর্ব্বন্তি জনয়ন্তি" উচ্চতর-ক্ষোভ-জননে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। কিঞ্চ, যদি সেই সর্ব্বাধিক-প্রিয়তমা-পার্ব্বতী আমাদিগের সকলের সমানভাবে উপভোগ্য-স্বর্গীয়-সুধা অপেক্ষাও অধি-কতর-সুস্বাদু-শ্রীশঙ্করাধরামৃত অপহরণ করিয়া, গোপনে একাকিনী ভোগ করিতে অভিলাষিণী না হইতেন, তবে কি আমাদিগের মানসে এরূপ অতি উচ্চতর ক্ষোভ, বা অতিগুরুতর-দুঃখ উপস্থিত হইত? অথবা চৌর্য্য-দ্বারা যদি সেই মায়াবিনী-পার্ব্বতীদেবী-কর্ত্তৃক শ্রীশঙ্করদেব বল, বা ছল, বা কৌশল-পূর্ব্বক অপহৃত, কিম্বা নীত না হইতেন, তবে কি কখনও তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, এই "দূরাদপি" দূরতর-দেশে সমাগত হইতেন? "চৌর্য্যেণ তয়া মায়াবিন্যা" নীত হইয়াছেন বলিয়াই না তিনি এখানে সমাগত হইয়াছেন? অন্যথা শ্রীশঙ্করদেব কদাপি এইস্থানে আগমন করিতেন না। কিঞ্চ, ভাবার্থালোচনাবসরে ইহা নিশ্চিতরূপেই অবগত হইতে হইবে যে, "পার্ব্বতীনাং সর্ব্বাসামেবাস্মাকং ভোগ্য-শঙ্করাধরং একৈব মুখ্যতমা-পার্ব্বতী রহশ্চোরয়িত্বা ভুঙ্‌ক্তে, তথা তয়ৈব কামিন্যা মায়াবিন্যা কেনাপি কর্ম্মণা এনং বশীকৃত্য, অস্মান্ প্রেমবতীস্ত্যাজয়িত্বা, শ্রীশঙ্কর-দেব এতাবদ্দূরমানীত ইতি।"

অনন্তর মুখ্যতমা-পার্ব্বতীর অন্তরঙ্গ-স্থানীয়-স্বপক্ষান্তর্গত, বা প্রিয়-সখী-দলভুক্ত-পার্ব্বতীগণ স্ব-স্ব-গাম্ভীর্য্য-পরিহারান্তে প্রতিপক্ষীয়-পার্ব্বতী-গণকে সম্বোধন-পূর্ব্বক এইকথা বলিলেন যে, "ভো ভো মৎসর-মহারোগ-গ্রস্তাঃ মা খিদ্যত, মা খিদ্যত, নাত্র তস্যাঃ পদানি সন্তি, নচ লক্ষ্যন্তে অত্র তস্যাঃ পদানি", অর্থাৎ হে প্রতিপক্ষীয়-পার্ব্বতীদেবীগণ! তোমরা মানসে খিন্না, বা ক্ষুণ্ণা হইও না, তোমরা গুরুতর-দুঃখ-ভারাক্রান্ত-হৃদয়ে অকারণ অবসাদ-গ্রস্তা হইও না, এই দেখ, এখানে মুখ্যতমা-প্রিয়তমার চরণ-চিহ্ন-সম্পর্করহিত কেবলমাত্র শ্রীশঙ্করদেবের সর্ব্ব-শুভ-লক্ষণ-লক্ষিত-শ্রীচরণ-চিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে, শ্রীশঙ্করদেবের চরণ-চিহ্ন-নিচয়ের সহিত মুখ্যতমা-প্রিয়তমার চরণ-চিহ্ন সংমিশ্রিত হইলেই না তোমাদের দুঃখের, ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইয়া থাকে ? সপ্রণিধান অবলোকন কর, অবশ্য দেখিবে যে, এখানে তোমাদের সেই দুঃখ, বা ক্ষোভের কারণোপস্থিতির পরিবর্ত্তে তাদৃশ-কারণ-সম্পর্কের অপগমই ঘটিয়াছে।

প্রিয়সখী-পক্ষ, বা স্বপক্ষান্তর্গতি-পার্ব্বতীগণের উক্তরূপ-বচন-নিচয়ের উত্তরে সখী-পক্ষীয় অন্যান্য-পার্ব্বতীগণ কহিলেন, হাঁ হাঁ ঠিক্ বলিয়াছ, তোমাদের বিদ্যা ও বুদ্ধি-বিভবের অনুরূপ-বচন-সকলই ত তোমরা কথন করিবে; সুতরাং তোমাদের নিকটে এতদতিরিক্ত-বুদ্ধি-প্রাখর্য্য, বা জ্ঞান-গাম্ভীর্য্যের পরিচয়-প্রাপ্তির আশা করাই যে বিড়ম্বনামাত্র, তাহা সুনিশ্চিত। পক্ষান্তরে মুখ্যতমা-প্রিয়তমার চরণ-চিহ্ন-সম্পর্ক-রহিত, কেবলমাত্র শ্রীশঙ্করদেবের সর্ব্ব-শুভ-লক্ষণ-লক্ষিত-চরণ-চিহ্ন-নিচয়-দর্শনে কারণানুমান-কল্পে অবশ্যই আমরা এইরূপ বলিতে পারি যে, এইস্থানেই "নূনং তৃণাঙ্কুরৈঃ খিন্নং-সুজাতাঙ্ঘ্রিতলাং প্রেয়সীং প্রিয় উন্নিন্যে, ভুজাভ্যামুদ্গৃহ্য স্ব-বক্ষ আরোহয়ামাস।" অর্থাৎ সেই মুখ্যতমা-পার্ব্বতী প্রিয়তমের স্কন্ধে প্রকোষ্ঠার্পণ-পূর্ব্বক তৎসহ বনে বনে বিচরণ করিতে করিতে, নিশ্চিতই সুজাতাঙ্ঘ্রিতলে সুকুমারতর-চরণ-যুগলতলে খিন্না, অবসন্না, বা ব্যথিতা হওয়ায়, প্রিয়তমার চরণ-তল-গত-খেদ অসহনীয় হইলে, অত্যন্ত-প্রীতি-বিষয়তা-প্রযুক্ত সেই প্রিয়তম-শ্রীশঙ্করদেব

অনিন্দিতা-প্রিয়তমার কাঞ্চীগুণ-স্থানে ভুজ-যুগলার্পণ-সাহায্যে সবলে শ্রেয়সী-প্রেয়সী সেই মুখ্যতমা অতিশয়-সুখ-সৌভাগ্যবতী-পার্ব্বতীদেবীকে হৃদয়ে হৃদয়ে গাঢ়তর আলিঙ্গন ও তদীয়-মধুরিম-সদন-বদন-চুম্বনা-ভিপ্রায়ে ঊর্দ্ধদিকে উত্থাপিতা করিয়া, তাঁহাকে নিজ-বিপুলতর-উরঃস্থলে আরোপিতা করিয়াছিলেন বলিয়াই, প্রধানতমা-পার্ব্বতীদেবীর শ্রীচরণ-যুগলের চিহ্ন-নিচয় শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীচরণ-যুগলের চিহ্ন-নিচয়ের সহিত সম্মিলিত হইবার উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হয় নাই সত্য; কিন্তু এইজন্য তোমাদের এরূপ মনে করা উচিত নহে যে, শ্রীমতী-মুখ্যতমা-পার্ব্বতী বুঝি বা এই স্থানেই শ্রীশঙ্করদেবের "স্বর্গাদপি" অধিক-তর অপবর্গ-সুখ-সম-সুখ-প্রদ-সঙ্গ হইতে বিচ্যুতা হইয়াছেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে সপ্তবিংশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

স্ব-পক্ষীয়-পার্ব্বতীদেবীগণের প্রতি সখী-দল-ভুক্ত অন্যান্য-পার্ব্বতী-দেবীগণ হর্ষ-ভরে অপাঙ্গ-বিক্ষেপ-সহ মুখ্যতমা-পার্ব্বতীর তাদৃশ-সৌভাগ্য-বর্ণন-মূলক উক্তরূপ-বাক্য-সকল-কথন-পূর্ব্বক তৎ-সখী-জনগণোচিত উভয়বিধ-সুখ অর্থাৎ "তস্যাস্তাদৃশ-সৌভাগ্য-দর্শনোত্থং, বিপক্ষাণাং তাদৃশ-দুঃখ-দর্শনোত্থঞ্চ", এই দ্বিবিধ-সুখানুভবান্তে প্রতিপক্ষীয়-পার্ব্বতী-দেবীগণের বাক্য-শ্রবণার্থ উৎকর্ণভাবে মুকুলিত-মুখে অবস্থিত হইলে, "ভো ভো অসমীক্ষ্যভাষিণ্যঃ! মা খিদ্যত, ইতি কিং ব্রূধ্বে? তৎ-পদানাং দর্শনাদপ্যদর্শনং অতিদুঃখকরং অস্মৎপ্রাণানামপ্যদর্শনং সম্ভাবয়তীতি দ্যোতয়ন্ত্যঃ প্রতিপক্ষাঃ দেব্যঃ সাসূয়ম্" এইকথা বলিলেন যে, হে স্ব-পক্ষীয়-দেবীগণ! বাস্তবিকপক্ষে তোমরা যে কথা বলিয়াছ, সেই কথাই ঠিক; সত্যসত্যই সেই বরবধূ-প্রিয়তমা-পার্ব্বতীদেবীর বহনে নিযুক্ত, অতএব গৃহস্থ-ধর্ম্মাচরণ-পরায়ণ, বা কলত্র-ভারাক্রান্ত; সুতরাং ইতস্ততঃ ভ্রমণ-শীল, কামী, বা কাম-পরতন্ত্র, অর্থাৎ আমাদিগের ন্যায় প্রেমবতী-পত্নীর পরিত্যাগ-প্রযুক্ত নিরতিশয় অপ্রেমিক, বা নিতান্তই কামাধিকৃতচেতাঃ, তথা কাম-পরবশতা-নিবন্ধন অশেষ-জগদীশ্বর, অনন্ত-ভুবন-ভর্ত্তা, ত্রিভুবন-মহারাজ-চক্রবর্ত্তী হইয়াও, অতিসুকুমারতর-কলেবরে আগ্রহভরে মুখ্যতমা-প্রিয়তমার বাহন-পদে স্বইচ্ছায় অবস্থিত-শ্রীশঙ্করদেবের বর-বধূ-বহন-কালীনাধিক-মগ্নাত্যন্তাবগাঢ় এই পদ-চিহ্ন-সকল অবলোকন কর। "হে দেব্যঃ! কামিনঃ কেবল-কাম-পরতন্ত্রস্য, ন তু প্রেম-রস-বিদগ্ধস্য, বধূং বহতো ভারাক্রান্তস্য শ্রীশঙ্করস্য ইমান্যধিক-মগ্নানি পদানি প্রেম-রস-বিদগ্ধাভির্যুষ্মাভির্ন লক্ষ্যন্তে কিম্?

পুনরপি অন্যান্য-প্রিয়সখীগণ কহিলেন,—হে প্রতিপক্ষীয়-পার্ব্বতী-দেবীগণ! তোমাদিগের কৃত উক্তরূপ-নির্দ্দেশের পূর্ব্বেই আমরা

বধূ-বহন-পরায়ণ-কলত্র-ভারাক্রান্ত-শ্রীশঙ্করদেবের অধিক-মগ্নপদ-চিহ্ন-সকল অবলোকন করিয়াছি সত্য; কিন্তু মহাত্মা, বিদগ্ধ-শিরোমণি, কিম্বা মহে, অর্থাৎ বধূ-জনের প্রসাধন-মহোৎসবে সদা-সমর্পিত-মানস সেই শ্রীশঙ্কর-দেব-কর্তৃক পুষ্প-নিমিত্তে, পুষ্পার্থে এইস্থানে যে কান্তা-কমনীয়-কলেবরা, সেই প্রিয়মতা-পার্ব্বতীদেবী অবরোপিতা হইয়াছিলেন, তাহা কি তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ? কিঞ্চ, আমাদের মনে হইতেছে যে, এই অশোক-তরুতলে প্রিয়তমাকে স্বীয়-বক্ষঃস্থল হইতে অবরোপিতা করিতে ইচ্ছা করিয়া, শ্রীশঙ্করদেব অবশ্যই এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, "অশোক-বৃক্ষোঽয়মস্যাঃ পাদস্পর্শং প্রাপ্য, সদ্যঃ পুষ্প্যাতু, যথাহমেতৎ-পুষ্পৈরিমাং প্রসাধয়েয়ম্।" তথা উক্তরূপ-সঙ্কল্পের অনন্তর মহাত্মা, মহাবুদ্ধিমান্ সেই শ্রীশঙ্করদেব স্বীয়-সত্য-সঙ্কল্পতা নিবন্ধন তৎকাল-মাত্রেই বিকসিত-প্রসূনভারে বিনম্র-বিলসিত "অত্রাশোক-শাখায়াং", এই অশোক-শাখাশ্রয়ে প্রস্ফুটিত-প্রসূন-সকলের অবচয়ন করিয়াছিলেন।

কিঞ্চ, হস্ত-প্রাপ্য এই অশোক-শাখা-সকল হইতে পুষ্পাবচয়ন-কার্য্য প্রিয়ার্থে প্রিয়জন-কর্তৃক কৃত, বা সুসম্পন্ন হইলেও, "কিঞ্চিদ্দূরগতায়াঃ শাখায়াঃ হস্তাপ্রাপ্যায়াঃ পুষ্পাবচয়নার্থং" শ্রীশঙ্করদেব এইস্থানে প্রপদ-যুগল, বা পাদাগ্র-ভাগ-দ্বয়-সাহায্যে আক্রমণ, অর্থাৎ ক্ষৌণী-সম্মর্দ্দন-পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন বলিয়াই মনে হইতেছে। অতএব অর্থাৎ ভূতল-দেশে সম্পূর্ণ-পদ-দ্বয়ের চিহ্নাদর্শন-প্রযুক্ত তোমরা সকলে শ্রীশঙ্করদেবের এই অসকল, বা অসম্পূর্ণ-পদ-চিহ্ন-সকল অবলোকন কর। যদিচ এস্থলে "প্রপদাভ্যাং আক্রমণং ক্ষৌণী-সম্মর্দ্দনং যয়োঃ, অতএব অসকলে এতে পদে পশ্যত", এইরূপে দ্বিবচনেরই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে সত্য; তথাপি প্রতিপুষ্পিত-বৃক্ষ হইতে প্রসূনাবচয়ন অভিপ্রেত হইলে, বহুত্ব অপেক্ষিত হওয়ায়, অসম্পূর্ণ-পদ-চিহ্ন-সকল অবলোকন কর, এইরূপে বহুবচনের নির্দ্দেশ অসঙ্গত হইতে পারে না। অতএব অন্যত্রও অভি-হিত হইয়াছে যে, "পুষ্পাবচয়মত্রোচ্চৈশ্চক্রে সর্ব্বেশ্বরো ধ্রুবম্। যেনাগ্রাক্রান্তিমাত্রাণি পদান্যত্র মহাত্মন ইতি।"

অনন্তর শ্রীশঙ্করদেবের জানুমধ্যে উপবিষ্টা-মুখ্যতমা-শ্রীমতীপার্ব্বতী-

দেবীর কেশ-প্রসাধন-কালে নিপতিত-ছিন্নকেশ, গর্ভকাখ্য-মাল্য-খণ্ড ও অত্রত্য-বনদেবতা—দত্ত-স্বর্ণ-কঙ্কতিকা-প্রভৃতি-চিহ্ন-দর্শন করিয়া, পুনরপি বিপক্ষগণ কহিলেন যে, নিশ্চিতই এইস্থানে উপবিষ্ট হইয়া, কামী শ্রীশঙ্করদেব নিজ-জানু-মধ্য-ভাগে উপবিষ্টা-মুখ্যতমা-কামিনী-শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীর কেশ-প্রসাধনে নৈপুণ্য-প্রদর্শন-দ্বারা প্রসাধন-প্রয়োজনী-ভূত কাম-ক্রীড়া-সুখ অনুভব করিয়াছেন, অতএব শ্রীশঙ্করদেব যে কামী, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎমাত্রও সন্দেহ নাই। কারণ, শ্রীশঙ্করদেব কামী না হইয়া, যদি প্রেমবান্ হইতেন, তবে কখনই আমাদিগের ন্যায় প্রেম-বতী-পত্নী-সকলকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক এই দূরবর্ত্তী গহন-কানন-প্রদেশে সমাগত হইতেন না এবং আমরা তাঁহারই অভাবে তদীয়-বিরহে কিরূপ পীড়া অনুভব করিতেছি, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধানরহিতাবস্থায় উদাসীনের ন্যায় অবস্থিতি করিতেন না। এইরূপ মুখ্যতমা-পার্ব্বতীও তাঁহার প্রেম-বতী-পত্নী নহেন; কিন্তু কাম-কলা-ক্রীড়া-রসোপভোগে যন্ত্রপুত্তলিকা, বা মাংস-পাঞ্চালিকা-কামিনীমাত্র। বাস্তবিকপক্ষে মুখ্যতমা-পার্ব্বতী যদি শ্রীশঙ্করদেবের প্রেমবতী-পত্নী হইতেন, তবে কি তিনি কখনও আমাদিগের ন্যায় স্নিগ্ধতমা-স্বীয়-প্রিয়-সখীগণকে বঞ্চিত করিয়া, কামুক-পতিকে সঙ্গে লইয়া, এই অতিনির্জ্জন-প্রদেশে সমাগতা হইতেন?

কিন্তু, তাদৃশ উপবেশ দর্শন করিয়া, স্ব-পক্ষীয়-সখীগণ কহিলেন,— "কেশ-প্রসাধনং হ্যত্র, কামিন্যাঃ কামিনা কৃতম্", একথা সত্যসমন্বিতা বটে; কিন্তু আমাদিগের ইহাও মনে হইতেছে যে, কেশপ্রসাধনাবসরে শ্রীশঙ্করদেব সেই সকল অবচিত অশোক-প্রসূন-গ্রহণ-পূর্ব্বক অধিকৃতা, বা জানু-মধ্য-ভাগে উপবিষ্টা-কান্তার কপালোর্দ্ধ-ফলকে চূড়া-রচনা করিয়াছিলেন, অথবা "তৈঃ প্রসূনৈঃ কেশৈর্ব্বা কান্তাং কামিনীং অধিকৃত্য, চূড়য়তা, চূড়ানুকরণেন বধ্নতা, নর্ম্মণা পৌরুষং ব্যঞ্জয়িতুং চূড়াবতীং কুর্ব্বতা ইহ ধ্রুবমুপবিষ্টং, ইতি তয়োঃ রহঃ কেলিবার্ত্তাপি অভূৎ।" অর্থাৎ কান্তা-কামিনী-মুখ্যতমা-পার্ব্বতীকে অধিকৃতা করিয়া, পূর্ব্বোক্তা-বচিতাশোক-কুসুম-সমূহ, কিম্বা কেশ-গুচ্ছ-সাহায্যে তদীয়-সীমন্ত-স্থানের কিঞ্চিৎ বামে বক্রভাবে চূড়াকারানুকরণাভিপ্রায়ে বন্ধন করিতে করিতে,

নর্ম্ম-পরিহাস-বশে আত্ম-পৌরুষ-পরিব্যঞ্জনাভিলাষে তাঁহাকে চূড়াবতী করিতে করিতে, নিশ্চিতই শ্রীশঙ্করদেব এইস্থানে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং শ্রীশঙ্করদেব যখন এখানে প্রিয়তমার সহিত উপবিষ্ট হইয়াছিলেন, তখন অবশ্যই তাঁহাদের দুইজনের মধ্যে এই নির্জ্জন-প্রদেশে অনেক-বিধ-কেলি-বার্ত্তা, বা প্রেমালাপও হইয়াছিল।

প্রিয়-জন-বিরহ-বশে কাতর-হৃদয়া ঐসকল পার্ব্বতীদেবীর তত্তন্মুখ-নির্গত-বচন-নিচয়-দ্বারা মুখ্যতমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সহিত শ্রীশঙ্কর-দেবের লীলা-বিষয়ে বহুতর-প্রশংসাবাদ অবতারিত হইলেও, আমরা কিন্তু শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীমতী-মুখ্যতমা-পার্ব্বতীদেবীসহ লীলা-বিষয়ে কিঞ্চিৎ প্রশংসা না করিয়া, থাকিতে না পারিয়া, এইরূপ বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, "রেমে তয়া স্বাত্মরত, আত্মারামোহপ্যখণ্ডিতঃ। কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং, স্ত্রীণাঞ্চৈব দুরাত্মতাম্।" তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীশঙ্করদেব যদিচ স্বাত্মরত, অর্থাৎ স্বীয়-স্বাংশরূপ-শিবলোকীয়-গঙ্গা-দুর্গাদি ও কালী-লোকীয়-কালী-তারাদি-প্রেয়সী-বর্গ, তথা আবশ্যকানুরূপ অন্যান্য-যাব-তীয়-বৈভব-লক্ষণ-হেতু-সকলের শুভ-সমাবেশ-বশে অপরাপেক্ষা-রহিত হওয়ায় "তত্তদংশিনি আত্মনি" স্ব-স্বরূপ-মাত্রেই রত, স্ব-মহিম-প্রভাবে স্বয়ং পূর্ণকাম হইয়াও, তথা এই শ্রীশঙ্করদেব সর্ব্বকালের জন্যই আত্মা-রাম, স্ব-স্বরূপে রমণশীল, বা আত্ম-স্বরূপানন্দাবেশে তৎপর হইয়াও, তৎ-শব্দের বক্তৃ-বুদ্ধিস্থ-বৈলক্ষণ্য-ব্যঞ্জকত্বাভিপ্রায়ে রমণ-হেতুভূতা-সর্ব্বা-ধিক-তৎ-প্রেমাশ্রয়-বিষয়রূপা সেই মুখ্যতমা-পার্ব্বতীদেবীর সহিত রমণে, কাম-ক্রীড়া-জনিতানন্দ-রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইয়া, পরিত্যক্তা-পার্ব্বতীদেবী-দিগের প্রতি অনাদর-প্রদর্শন-পূর্ব্বক অনুরক্ত-চিত্তে বিহার করিতে লাগিলেন।

"রেমে তয়া চাত্মরতঃ", এইরূপ পাঠ অভিপ্রেত হইলে, আত্মারাম-শব্দের সহিত পৌনরুক্ত্যাপাত-অবশ্যম্ভাবী হওয়ায়, তৎ-পরিহারার্থে শ্রীশঙ্করদেবের সর্ব্বাংশে পূর্ণ-কামতা-প্রযুক্তই যে তিনি আত্মরত, তাহা নিশ্চিতরূপে লব্ধ হইলে, চ-শব্দ-সাহায্যে পরিত্যক্ত-পার্ব্বতীদেবী-গণ-কর্ত্তৃক মুখ্যতমা-পার্ব্বতীদেবীর সহিত শ্রীশঙ্করদেবের রমণ ইতঃপূর্ব্বে

যেরূপে বিতর্কিত হইয়াছিল, শ্রীশঙ্করদেব সেইরূপেই মুখ্যতমা-পার্ব্বতী-দেবীর সহিত বিহার করিয়াছিলেন, এইরূপ তাৎপর্য্যার্থের প্রতিবোধন-ফলেও পূর্ব্ব-ব্যাখ্যাত-স্বাত্মরত-শব্দের অর্থানুরূপ অর্থই উক্ত-পাঠান্তরেও বিবক্ষিত হইতেছে, জানিতে হইবে।

যদি বল, গঙ্গা-দুর্গাদি, বা কালী-তারাদি-প্রেয়সী-বর্গের সহিতও শ্রীশঙ্করদেবের রমণ দৃষ্ট হইতেছে, সুতরাং শ্রীশঙ্করদেব যে কেবলমাত্র মুখ্যতমা পার্ব্বতীদেবীরই সহিত বিহারে নিরত, একথা কিরূপে বলা যাইতে পারে ? তবে উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, সত্য ; অন্যান্য-প্রেয়সী-বর্গের সহিত শ্রীশঙ্করদেবের বিহার পরিদৃষ্ট হইতেছে, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই বটে ; কিন্তু কথা হইতেছে যে, শ্রীশঙ্কর-দেব এই মুখ্যতমা-পার্ব্বতীদেবীকে হেতুরূপে প্রাপ্ত হইয়া, স্বপতির নিকট হইতে খণ্ডিতা-নায়িকার ন্যায় কোন কোন সময়ে তত্তৎ-প্রেয়সী-জনের নিকট হইতে খণ্ডিত, "মনসা" বিচ্যুত হইয়াছেন সত্য ; কিন্তু গঙ্গা-দুর্গাদি, বা কালী-তারাদি-তত্তৎ-প্রেয়সী-বর্গকে হেতুরূপে প্রাপ্ত হইয়া, শ্রীশঙ্করদেব "কদাচিদপি" এই মুখ্যতমা-পার্ব্বতীদেবীর নিকট হইতে খণ্ডিত, বিযুক্ত, বা "মনসা" বিচ্যুত হন নাই। অতএব শ্রীমতী-মুখ্যতমা-পার্ব্বতীদেবী-কর্ত্তৃক পরম-প্রেম-দ্বারা নির্জ্জিত হইয়া-ছেন বলিয়াই, শ্রীশঙ্করদেব স্বীয়-সর্ব্বস্বই শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর প্রতি সমর্পণ-পূর্ব্বক অন্য কোন হেতু-দ্বারা খণ্ডিত, বা বিচ্যুত না হইয়া, অখণ্ডিতভাবে মুখ্যতমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হইয়া, প্রিয়তমার বশ্যতা-স্বীকারে কুণ্ঠিত হন নাই।

কিঞ্চ, শ্রীশঙ্করদেবের এই প্রিয়-জন-প্রেম-বশত্ব যে দোষের পরি-বর্ত্তে শাস্ত্র-সমূহে মহান্ গুণের মধ্যেই পরিগণিত হইয়াছে, তাহা বোধ-করি, অভিজ্ঞ-ব্যক্তি-বর্গের বুদ্ধির অগোচর নহে। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, শ্রীশঙ্করদেবের প্রতি শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর প্রেমা এতই গাঢ়তা-প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, তিনি তৎ-সাহায্যে তাদৃশ-মহামহিম-মণ্ডিত, মহাগুণবান্, মহাপ্রেমিক-শ্রীশঙ্করদেবকেও অনায়াসে বশীকৃত করিয়াছিলেন এবং শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর প্রতিও শ্রীশঙ্করদেবের

প্রেমা এতই প্রগাঢ়ভাব ধারণ করিয়াছিল যে, তদ্দ্বারা তিনি নিজ আত্মারাম-তারও তিরস্কার-সাধন করিয়াছিলেন। অপিচ, শ্রীশঙ্করদেব ও শ্রীমতী-পরমা-প্রেয়সী-পার্ব্বতীদেবীর পরস্পরের প্রতি যাদৃশ-প্রগাঢ়-প্রেম-বশতা, বা তদালম্বনভাব প্রদর্শিত হইল, তাদৃশ আলম্বনত্ব, বা প্রেম-বশত্ব-বিহীন-সাধারণ-কামী পুরুষগণ ও কামিনী-স্ত্রীগণ যে তাঁহাদিগের তাদৃশ-স্ব-মহিমভূত-প্রেম-বশত্ব, বা তাদৃশ আলম্বনত্ব-দ্বারা সহজেই পরাস্ত-পরাভূত-পরাজিতরূপে প্রদর্শিত হইবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছু না থাকিলেও, ঔচিত্য-বিবেচনা-পক্ষে কারণ-কলাপের অসদ্ভাব ঘটিবে না।

এই কথাটী বলিবার জন্যই অধস্তন-গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, "কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যমিতি।" বাস্তবিকপক্ষে দেখিতে হইলে, দেখা যাইবে যে, মল-মূত্র-পুরীষাস্থি-নির্ম্মিত, তথা তত্তদ্রূপে পরিণামশীল, অন্ন-জলাদি-দ্বারা তর্প্যমাণ যে দেহ, সেই দেহেরই তর্পণে, পরিপোষণে, তৃপ্তি-সাধনে আগ্রহ, যত্ন, বা ইচ্ছারূপ-কাম-স্বভাব-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহবান্ পরমেশ্বরের তাদৃশ-স্বরূপ হইতে যাহারা বিভ্রষ্ট হইয়াছে, প্রিয়জন-তর্পণমাত্রাত্মক-স্ব-সুখ-লক্ষণ-প্রেম-স্বভাবানু-শীলনে পরাঙ্মুখ, বা স্বতঃ অপরিতৃপ্ত সেই সমস্ত-কামী, কাম-সুখ-বিলাসি-জনগণ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণ-লক্ষণ-দীর্ঘ-সংসার-বর্ত্ম-প্রদেশে বারম্বার যাতায়াতে বাধ্য হইয়া, বিবিধ-শরীরে যে অশেষ-দুঃখ-দারিদ্র্য-দুর্দ্দশা-দৈন্য-দুর্গতত্ব, কিম্বা দুর্ভগত্ব-গ্রস্ততা-নিবন্ধন গাঢ়তর-মোহান্ধ-কূপ-কুহরে নিপতিত হইবে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি আছে ?

তথা মল-মূত্রাদি, বা ত্বঙ্-মাংস-রক্ত-বাষ্পাম্বু-প্রভৃতি-সাহায্যে রচিত ও তত্তদ্রূপে পরিণামশীল, তথা অন্ন-জলাদি-দ্বারা তর্প্যমাণ যে দেহ, সেই দেহেরই তর্পণ, পোষণ, বা তৃপ্তি-সাধনে যত্ন, আগ্রহ, বা ইচ্ছারূপ-কাম-স্বভাব-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া, পূর্ব্বোক্তরূপ-শ্রীপরমেশ্বরদেবের তাদৃশ-স্বরূপ হইতে যাহারা পরিভ্রষ্ট হইয়াছে, প্রিয়জন-তর্পণ-মাত্র-স্বসুখ-লক্ষণ-প্রেম-স্বভাবানুশীলনে পরাঙ্মুখী ও স্বতঃ অপরিতৃপ্তা সেই সমস্ত-স্ত্রী, বা কাম-সুখ-বিলাসিনী-কামিনীজনগণেরও পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে দৌর্ম্ম-নস্য-দুঃখ-দারিদ্র্যাদি-গ্রস্ততা-নিবন্ধন দুরাত্মতা-দুষ্টচিত্ততা-অবশ্যম্ভাবিনা

হইলে, তাহারাও তাদৃশী-দুরাত্মতা-সাহায্যেই তাদৃশ-দুর্গত-নায়ক-বশীকরণ-দ্বারা হর্ষ-গর্ব্বাদি-দুষ্ট-স্বভাবতার ক্রমিক-পরিচয়-প্রদান-পূর্ব্বক নিরয়ের পথেই যে অগ্রসরা হইয়া থাকে, তাহা প্রদর্শন করিতে করিতেই যেন, স্বাত্ম-রত, আত্মারাম, অখণ্ডিত-শ্রীশঙ্করদেব আত্মানুরূপা-সহ-ধর্ম্মিণী-শ্রীমতী-মুখ্যতমা-পার্ব্বতীদেবীর সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু, কামী পুরুষজনগণের দৈন্য ও কামিনীজনগণের দুরাত্মতা-প্রদর্শন-সহকারে পূর্ব্বোক্তরূপে বিহার-পরায়ণ-শ্রীশঙ্করদেব ও শ্রীমতী-মুখ্যতমা-পার্ব্বতীদেবীর সাধারণ-স্ত্রী-পুরুষ অপেক্ষা মহত্তর-বৈলক্ষণ্য উদ্ধৃত-শ্লোক-ব্যাখ্যানাবসরে প্রদর্শিত হইলেও, "তদ্বৈলক্ষণ্যানুভবযোগ্যাশ্চ কেচন কাশ্চন এব তদ্বদ্বিলক্ষণা এব ভবন্তীতি" সুনিশ্চিত জানিতে হইবে।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে অষ্টাবিংশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

একোনত্রিংশ অধ্যায়

অথবা উদ্ধৃত-শ্লোকটীর অপরবিধ এইরূপ বিবরণও করা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে শ্রীশঙ্করদেবের বিরহে কাতর-হৃদয়ে বনে বনে বিচরণ-পরায়ণা আবির্ভাবিত-স্বরূপা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের বিবৃত-বিবরণ-বচন-সমূহ-সাহায্যে মুখ্যতমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সৌভাগ্যা-তিশয়-প্রদর্শনান্তে প্রদর্শিত-সৌভাগ্যাতিশয়ের উপপাদন-কল্পেই পরি-পঠিত-গত-গ্রন্থে-প্রদর্শিত-শ্লোকটীর তাৎপর্য্যার্থ এরূপও হইতে পারে যে, "আত্মারামোঽপি তয়া সহ রেমে", অর্থাৎ শ্রীশঙ্করদেব স্বয়ং আত্মারাম হইয়াও, সেই মুখ্যতমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সহিত সানন্দে রমণ করিয়া-ছিলেন। আত্মারাম হইয়াও, শ্রীশঙ্করদেবের "তয়া সহ" রমণ করিবার প্রতি হেতু এইরূপ হইতেছে যে, তিনি স্বাত্মরত। অর্থাৎ শ্রীমতী-মুখ্যতমা-বিদগ্ধা-রাস-রস-রসিকেশ্বরী-পার্ব্বতীদেবীরই সহিত বিদগ্ধতম-রাস-রস-রসিক-শেখরেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেব "বিদগ্ধায়া বিদগ্ধেন, সঙ্গমো গুণবান্ ভবেৎ।" এইরূপ প্রমাণ-বচন-ব্যক্তির অনুসরণে আত্মীয়-রমণকে নিরতিশয়-শোভমান ও গুণবান্ মনে করিয়া থাকেন। আত্মারামতা যে যথেষ্ট-সুখের কারণ, তদ্বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ নাই সত্য; কিন্তু শ্রীশঙ্করদেব বিলাস-কালে শ্রীমতী-মুখ্যতমা-পার্ব্বতীদেবীর সহিত রমণে যাদৃশ-সুখ অনুভব করিয়া থাকেন, কেবলমাত্র আত্মারামতার আশ্রয়ে নির্গুণাবস্থায় শ্রীশঙ্করদেব অভিলাষানুরূপ তাদৃশ-সুখ-লাভ করিতে পারেন না; সুতরাং আত্মারামতা-মাত্রাবলম্বনে তাদৃশ বিলাস-কালোচিত-সুখ-লাভের অভাব-নিবন্ধনই শ্রীশঙ্করদেব তারকহন্তা-কার্ত্তিকেয়ের উৎপাদন-কল্পে বিলাস-কালে শ্রীমতী-প্রধানতমা-পার্ব্বতীদেবীরই সহিত রমণার্থ যাবান্ প্রযত্নের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন।

যদি বল, পরিপূর্ণতম-পুরুষ-প্রবরোত্তম-শ্রীশঙ্করদেবের জগদ্-বিলাস-

কালে প্রধানতমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সহিত রমণে পূর্ব্বোক্তরূপ আত্মাংশরূপ-বিষয়োপকরণ-সম্পর্কজাত অধিকতর-সুখ-লাভ সম্ভাবিত, বা সমর্থিত হইলে, মুখ্যতমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীরও পূর্ণত্ব-প্রসক্তি অবশ্য-ম্ভাবিনী হইতে পারে, তবে উত্তর-প্রদানাবসরে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, "সর্ব্বজ্ঞতা, তৃপ্তিরনাদিবোধঃ, স্বতন্ত্রতা, নিত্যমলুপ্তশক্তিঃ। অচিন্ত্য-শক্তিশ্চ বিভোর্বিধিজ্ঞাঃ, ষড়াহুরঙ্গানি মহেশ্বরস্য।" তথা "জ্ঞানং বিরাগমৈ-শ্বর্য্যং, তপঃ সত্যং ক্ষমা ধৃতিঃ। স্রষ্টৃত্বমাত্ম-সংবোধো, হ্যধিষ্ঠাতৃত্বমেব চ। অব্যয়ানি দশৈতানি, নিত্যং তিষ্ঠন্তি শঙ্করে।" ইত্যাদি-শাস্ত্র-প্রমাণ-প্রাপ্ত-ষড়্বিধ অঙ্গ ও দশবিধ অব্যয়ের নিত্যকালের জন্যই যিনি একমাত্র আধারভাব-প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই বিভু-মহেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেব যে কিঞ্চিৎ-কালের জন্যও খণ্ডিত, বা পরিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না, তাহা অবশ্যই সকলকেই স্বীকার করিতেই হইবে। যদি এইরূপে শ্রীশঙ্করদেব সর্ব্বথা দেশ-কালাদিকৃত অবচ্ছেদ-রহিত, বা অখণ্ডিতই হন, তবে তদীয়া-প্রিয়-তমা-নিত্য-সহধর্ম্মচারিণী-পত্নী-শ্রীমতী-প্রধানতমা-পার্ব্বতীদেবীই বা পূর্ণা না হইবেন কেন?

কিঞ্চ, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর পূর্ণত্বের অভাব-পক্ষে খণ্ডিতা-পরিচ্ছিন্না-পার্ব্বতীদেবীর সহিত অখণ্ডিত-পরিপূর্ণতম-পরমেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবের ত্রৈমাসিক, শতবার্ষিক, বা সহস্র-বার্ষিক-বিহার সম্ভবপর হইবে কিরূপে? পরিচ্ছিন্নার সহিত পরিচ্ছিন্নের বিহার সম্ভবপর হইতে পারে বলিয়াই না, ইন্দ্র, চন্দ্র ও বিষ্ণুদেব অহল্যা, তারা, তথা বৃন্দা, তুলসী ও বিরজা-প্রভৃতির সহিত বিহার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? পক্ষান্তরে যদি পরিচ্ছিন্না-খণ্ডিতা-রমণীর সহিত অপরিচ্ছিন্নের বিহার সম্ভবপর হইত, পরিচ্ছিন্না-খণ্ডিতা-রমণী যদি অপরিচ্ছিন্নের বিহার-বেগ-সহনে, কিম্বা প্রদীপ্ততর-বীর্য্য-ভার-বহনে সমর্থা হইতেন, তবে কি কখনও স্ব-সুতা-গমনাভিলাষী ব্রহ্মা গগনাঙ্গনগাত্রগত-শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক বিবিধ-তিরস্কার-বচনে নির্ভৎ-সিত, উপহসিত; সুতরাং মানসে লজ্জিত হইয়া, শ্রীশঙ্করদেবের সমক্ষে রুষ্ট-মানসে মদনের প্রতি শাপ ও শাপমোচন-বচন-কথন-পূর্ব্বক সহসা সেই মুনি-সমাজ হইতে অন্তরীক্ষতলে অন্তর্দ্ধানের অনন্তর শম্ভুবাক্য-বিষাদ্দিত

অন্তঃকরণে "কান্তাভিলাষমাত্রং মে, দৃষ্ট্বা শম্ভুরগর্হয়ৎ। মুনীনাং পুরতঃ, কস্মাৎ স দারান্ সংগ্রহিষ্যতি। কা বা ভবিত্রী তজ্জায়া ? কা চ তন্মনসি স্থিতা ? যোগমার্গমবজ্ঞাপ্য, তস্য মোহং করিষ্যতি। মন্মথোঽপি সমর্থো নো, ভবিষ্যত্যস্য মোহনে। নিতান্ত-যোগী রামাণাং, নামাপি সহতে ন সঃ। অগৃহীতেষু দারেষু, হরেণ কথমাদিতঃ। মধ্যে চৈব ভবেৎ সৃষ্টিঃ ?" এইরূপে তথা দৈত্যদানবাদির বধ ও জগৎ-সংহারাদি-বিষয়ে অন্যরূপে নানাপ্রকার-চিন্তা করিতেন ?

পুনশ্চ শ্রীকমলাসনদেব বাস্তবিকপক্ষেই যদি পরিচ্ছিন্না, অপূর্ণা, খণ্ডিতা-রমণীর সহিত অপরিচ্ছিন্ন, পূর্ণ, অখণ্ডিত-পুরুষ-প্রবরের বিহার সম্ভবপর হইত, তবে কি উক্তরূপ-চিন্তার অবসানে বিয়ৎ-প্রদেশে অবস্থিতাবস্থায় ভূমিষ্ঠ-দক্ষাদি-মুনি-সকলকে ও পুষ্প-মালা-সজ্জিত-পঞ্চশর-সমন্বিত-কুসুম-শরাসন-শোভিত-রতি-দ্বিতীয়-মদনদেবকে মোদযুক্ত নিরীক্ষণ করিয়া, পুনরপি পৃথিবীতলে সেই মুনি-সমাজে সমাগমন-পুরঃসর "অনয়া সহচারিণ্যা, রাজসে ত্বং মনোভব। এষা চ ভবতা পত্যা, যুক্তা সংশোভতে ভৃশম্। যথা শ্রিয়া হৃষীকেশো, যথা তেন হরিপ্রিয়া। ক্ষণদা বিধুনা যুক্তা, তয়া যুক্তো যথা বিধুঃ। তথৈব যুবয়োঃ শোভা, দাম্পত্যঞ্চ পুরস্কৃতম্। অতস্ত্বং জগতঃ কেতুর্বিশ্বকেতুর্ভবিষ্যসি। জগদ্ধিতায় বৎস ! ত্বং, মোহয়স্ব পিনাকিনম্। যথা সুখমনাঃ শম্ভুঃ, কুর্য্যাদ্দারপরিগ্রহম্। বিজনে স্নিগ্ধদেশে চ, পর্ব্বতেষু সরিৎসু চ। যত্র যত্র প্রযাতীশস্তত্র তত্রানয়া সহ। মোহয়স্ব যতাত্মানং, বনিতা-বিমুখং হরম্। ত্বদৃতে বিদ্যতে নান্যঃ, কশ্চিদস্য বিমোহকঃ। ভূতে হরে সানুরাগে, ভবতোঽপি মনোভব। শাপোপশান্তির্ভবিতা, তস্মাদাত্মহিতং কুরু। সানুরাগো বরারোহাং, যদীচ্ছতি মনোভব। তদা তবোপভোগায়, স ত্বাং সম্ভাবয়িষ্যতি। তস্মাজ্জগদ্ধিতায় ত্বং, যতস্ব হরমোহনে। শিবস্য ভব কেতুস্ত্বং, মোহয়িত্বা মহেশ্বরম্।" ইত্যাদিরূপে মদনদেবকে শ্রীশঙ্করদেবের বিমোহন-কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন ?

এইরূপ বাস্তবিক-পক্ষেই যদি পরিচ্ছিন্না, খণ্ডিতা, অপূর্ণা-রমণীর সহিত অপরিচ্ছিন্ন, অখণ্ডিত-পরিপূর্ণ-পুরুষ-প্রবরের বিহার সম্ভবপর

হইত, তবে কি শ্রীকমলাসনদেব মন্মথ-দেবকৃতা "করিষ্যেঽহহং তব বিভো! বচনাৎ শম্ভুমোহনম্। কিন্তু যোষিন্মহাস্ত্রং মে, তত্র কান্তাং প্রভো! সৃজ। ময়া সম্মোহিতে শম্ভৌ, যয়া তস্যানুমোহনম্। কার্য্যং মনোরমাং রামাং, তাং নিদেশয় লোকভৃৎ। তামহং নহি পশ্যামি, যয়া তস্যানুমোহনম্। কর্ত্তব্যমধুনা ধাতঃ! তত্রোপায়ং তথা কুরু।" ইত্যাদি-প্রার্থনা-বচনে প্রার্থিত হইয়া, "কুর্য্যাং সম্মোহিনীং যোষাং", এইরূপ চিন্তাবিষ্ট অন্তঃকরণে একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস বিনিঃসারিত করিয়া, সেই নিশ্বাস-পবন হইতে সমুৎপন্ন, তথা মুকুলিত-চুতাঙ্কুর, ভ্রমর-সংহতি, সুরভি-পবন, পঞ্চম-পিক-নাদ, পুষ্পিত-পাদপ, প্রফুল্ল-পদ্ম, পুষ্ট-পুষ্কর-সরোবর-প্রভৃতি-সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সম্পন্ন-কুসুমাকর-সচিবভূত-বসন্তকে হাব-ভাব-লক্ষণ-সৈনিক, যন্তা মলয়-মারুত, মিত্র-সুধানিধি, তথা সেনাপতি-শৃঙ্গারাদি-সর্ব্ববিধোপকরণ-সহ সমর্পণান্তে মদনদেবকে "অনয়া সহ-চারিণ্যা, ত্বং যুক্তঃ পরিবারয়া। মোহয়স্ব মহাদেবং, কুরু সৃষ্টিং সনা-তনীম্। অহং তাং ভাবয়িষ্যামি, যা হরং মোহয়িষ্যতি।" এই সকল-কথা বলিয়া, "ভবিত্রী শম্ভুপত্নী কা? কা তং সম্মোহয়িষ্যতি?" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, মরীচি-প্রমুখ-মুনিগণ-সমক্ষে প্রজাপতি-দক্ষকে সম্বোধন-পূর্ব্বক "ভবিত্রী শম্ভুপত্নী কা? কা তং সম্মোহয়িষ্যতি? ইতি সঞ্চিন্তয়ন্ কান্তাং, ন স্থিরীকর্ত্তুমুৎসহে। যোগমায়ামৃতে দক্ষ! মহামায়াং জগন্ময়ীম্। নান্যা তন্মোহকর্ত্রী স্যাৎ, সন্ধ্যাসাবিত্র্যামামৃতে। তস্মা-দহং মহামায়াং, যোগনিদ্রাং জগৎপ্রসূম্। স্তৌমি সা চারুরূপেণ, শঙ্করং মোহয়িষ্যতি। ভবাংস্তু দক্ষ! তামেব, যজতাং বিশ্বরূপিণীম্। যথা তব সুতা ভূত্বা, হরজায়া ভবিষ্যতি।" এইরূপ পরামর্শগর্ভ আদেশবচনে সেই পূর্ণ, পূর্ণতরা, সর্ব্ববিশ্বপ্রসবিনী, মাহেশ্বরী, মহামায়া, জগন্ময়ী, পরমা-প্রকৃতি-দেবীর যজনকার্য্যে নিযুক্ত করিতেন?

এইরূপ খণ্ডিতার সহিত অখণ্ডিতের বিহার যদি সম্ভবপর হইত, তবে কি শ্রীকমলাসনদেব দিব্য-ত্রি-সহস্র-বর্ষ-পরিমিত-কালের জন্য "মারুতাশী নিরাহারো, জলাহারী চ পর্ণভুক্" সংযতাত্মা, দৃঢ়ব্রত, মহামতি-দক্ষ পূজনীয়-পিতার আদেশে মানসে "চিন্তয়ন্ তাং জগন্ময়ীং", "তাং

কৃত্বা হৃদয়স্থিতাং”, শ্রীঅম্বিকাদেবীকে প্রত্যক্ষতঃ দর্শন করিবার জন্য ক্ষীরোদোত্তর-তীরস্থ-তপো-যোগ্য, পরমানন্দ-পরমাত্ম-স্বরূপিণী-স্থূলাণীয়ঃ-স্বরূপিণী-মহামায়া-জগন্ময়ী-পূর্ণা-পূর্ণতরা-পরমা-প্রকৃতিদেবীর যজনোচিত-পরিত্রতম-দিব্যাসনে উপবিষ্ট হইলে, স্বয়ং সর্ব্বজগৎস্রষ্টা হইয়াও, “পুণ্যাৎ” পুণ্যতর-মন্দর-ভূধর-কন্দরাভ্যাশে গমন-পূর্ব্বক দিব্য-শত-বৎসর-পরিমিত-কালের জন্য একতান-মানসে শ্রীহর-জায়ার্থে তদীয়-অবতরণাভিলাষে “অর্থ্যাভির্বাগ্‌ভিঃ” তত্র তত্র জগদ্ধাত্রী, মহামায়া, জগন্ময়ী, বিদ্যা-বিদ্যাত্মিকা, শুদ্ধা, নিরালম্বা, নিরাকুলা, প্রমিতি-প্রতীতা, পরমাত্ম-সারা, প্রকাশ-শুদ্ধ্যাদি-যুতা, চরাচর-শক্তিরূপা, প্রকাশাপ্রকাশতঃ বিদ্যাবিদ্যা-রূপা, “প্রকাশ-করণ-জ্যোতিঃ-স্বরূপান্তর-গোচরা”, সর্ব্ব-জগজ্জননী, সত্যা-সনাতনী, সর্ব্ব-ভুবন-বন্দিতা, “চিদানন্দময়-ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব-সমন্বিতা”, তমোরজঃ-সত্ত্ব-গুণা, পূর্ণা-পূর্ণতরা, “পরাৎ” পরতরা-পরমা-প্রকৃতিদেবীকে স্তবন-সাহায্যে প্রসন্না করিতে, প্রবৃত্ত হইতেন? অতএব সর্ব্ব-লোক-পিতামহ-ব্রহ্মার এতাদৃশ সুমহান্ আড়ম্বর-বিধির অনুসরণ-ফলে বিশেষ-রূপেই অবগত হওয়া যাইতেছে যে, দেশ, বা কালাদি-দ্বারা পরিচ্ছিন্না-খণ্ডিতা-রমণীর সহিত দেশ-কালাদ্যনবচ্ছিন্ন অখণ্ডিত-পরম-পুরুষোত্তম-শ্রীশঙ্করদেবের রমণ সম্ভবপর না হওয়ায়, তদীয়-রমণ-সঙ্গিনী-রমণী-মণি-মুখ্যতমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীরও পূর্ণত্ব-প্রসক্তি শাস্ত্র-শ্রদ্ধা-সম্পন্ন-জন-গণের পক্ষে আনন্দদায়িনীরূপেই বিবেচিতা হইতেছে।

অপিচ, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর পূর্ণত্ব-সাধন-কল্পে একথাও বলা যাইতে পারে যে, এই মুখ্যতমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী শাস্ত্রান্তরে পরমেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবের হ্লাদিনী-শক্তিরূপে অভিহিতা হইয়া, শ্রীশঙ্করদেবের স্বরূপভূততা-প্রযুক্তও পূর্ণতা-প্রাপ্তা হইতেছেন। তথা হ্লাদিনী-শক্তি-রূপতা-প্রযুক্ত শ্রীশঙ্করদেবের স্বরূপভূতা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী কেবলই যে পূর্ণত্ব-প্রাপ্তা হইয়াছেন, তাহা নহে; পরন্তু হ্লাদিনী-শক্তিত্ব-সম্পন্না হইয়াও, “সর্ব্বাহ্লাদ-সারো যঃ প্রেমা, তস্যাপি পরমাবধির্যো মহাভাবঃ, তদ্রূপত্বাদেব হেতোঃ” অর্থাৎ সর্ব্বাহ্লাদ-সারভূত-প্রেমের পরমাবধিরূপ যে মহাভাব, তাদৃশ-মহাভাবরূপতা-প্রাপ্তি-নিবন্ধনই ভগবান্ শ্রীশঙ্কর-

দেবের আত্মারামতা-প্রযুক্ত আহ্লাদমাত্ররূপ যে হ্লাদ, অর্থাৎ মোদন-হৃষ্টীকরণ-লক্ষণ যে হৃষ্টীভাব, তাদৃশ-হৃষ্টীভাব-লক্ষণ-হ্লাদমাত্ররূপ-রমণ হইতেও হ্লাদ-মহাসাররূপতা-প্রাপ্তি-বশতঃ তাদৃশী-হ্লাদ-মহাসারভূতা সেই পরিপূর্ণতমা-মুখ্যতমা-পার্ব্বতীদেবীর সহিত রমণের যে আধিক্য আছে, তাহাও অবশ্যই স্বীকার করিতেই হইবে। "যদুক্তং তন্ত্রে, হ্লাদিনী যা মহাশক্তিঃ, সর্ব্বশক্তি-বরীয়সী। তৎসারভূতা গৌরীয়ং ইতি, মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতি-বরীয়সীতি চ, ততশ্চ আত্মারামোঽপি তয়াসহ স্বাত্মরতঃ, স্বাত্মারতোঽপি অখণ্ডিতঃ পূর্ণ এব রেমে ইত্যন্বয়ঃ।"

অতএব পূর্ব্ব-প্রতিপাদিতানুরূপ-শ্রীভগবৎ-প্রেম-রস-তত্ত্ব-বিষয়ে অনভিজ্ঞ, অথচ প্রাকৃত-বিবেক-সম্পন্ন-জনগণের হিতার্থে, তথা তাঁহাদিগের নিকটে স্বীয়-বিলাস-তত্ত্ব গোপনার্থে প্রাকৃতবৎ বিলাস, বা প্রেম-রস-তত্ত্বানুশীলনাবসরে অপ্রাকৃত-ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব কামিজনগণের দৈন্য ও স্ত্রীজনগণের দুরাত্মতা-প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়া, "কাম-বশৈঃ স্ত্রী-বশৈশ্চ ন ভাব্যমিতি লোকান্ শিক্ষয়ামাস।" বাস্তবিকপক্ষে বিচার-পূর্ব্বক দেখিলে, বিশেষরূপেই পরিদৃষ্ট হইবে যে, কাম-বশতাপন্ন হইলেই, পুরুষগণ দীন-দরিদ্রভাবাপন্ন হইয়া থাকে এবং পুরুষগণের দৈন্য উপস্থিত হইলেই, স্ত্রীগণেরও দুরাত্মতা, দুর্গত-নায়ক-বশীকার-দ্বারা হর্ষ-গর্ব্বাদি দুষ্ট-স্বভাবতা উপস্থিতা হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য-পর্য্যালোচনাবসরে মনে হইতেছে যে, "কাম-বশত্বে সতি পুমাংসো দীনাঃ স্যুঃ, দৈন্যে চ সতি স্ত্রিয়ো দুরাত্মানঃ স্যুঃ", এইরূপ পূর্ব্বোপদর্শিত-নির্গলিত অর্থটীকে প্রমাণিত করিবার জন্য অপ্রাকৃত-ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব ও ভগবৎ-প্রেয়সী-মুখ্যতমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর অভিপ্রায় অনুসারেই যেন শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা সেই সকল-পার্ব্বতীদেবী ইতস্ততঃ প্রাকৃত-প্রেম-তত্ত্ব-বার্ত্তা লইয়া, জল্পনা-কল্পনা করিতে করিতে, উজ্জ্বল-প্রেম-রস-তত্ত্ব-গোপনের হেতুভূতা হইয়াছিলেন।

অপিচ, অত্র বিষয়ে এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, পরিপঠিত-শ্লোকটীর দ্বিতীয়-চরণ-পাঠে "মল-মূত্রাদ্দিতয়া পরিণামিভিরন্ন-জলাদিভিস্তর্প্যমাণো যো দেহঃ" তত্তর্পণেচ্ছারূপ-কামস্বভাবসম্পন্ন-কামি-

জন-গণের সম্বন্ধে দৈন্য-দুর্ভগত্ব-প্রদর্শন এবং যথাবিবৃত-মল-মূত্রাদি-লক্ষণ-স্ত্রীজনগণের সম্বন্ধে দুরাত্মতা-দুষ্ট-স্বভাবতা-প্রদর্শন-মাত্রই অবগত হওয়া যাইতেছে ; কিন্তু ভগবত্তত্ত্বানভিজ্ঞ-প্রাকৃত-বিবেকি-জনগণের সম্বন্ধে স্ব-বিলাস-তত্ত্বের, বা উজ্জ্বল-প্রেম-রস-তত্ত্বের গোপনের কথা ত কই উপলব্ধা হইতেছে না ; সুতরাং এস্থলে কেমন করিয়া, বলা যাইতে পারে যে, পরম-পুরুষোত্তম-শ্রীশঙ্করদেব "স্ববিলাস-তত্ত্বস্য, বা উজ্জ্বল-প্রেম-রস-তত্ত্বস্য তেভ্যঃ গোপনঞ্চ চকার ইতি ?" এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে এক-কথায় আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, উক্ত-শ্লোকটীর চতুর্থ-পাদীয় "চৈব", এই "চ" এবং "এব", এই দুইটী শব্দের সাহায্যেই "দর্শয়ন্নেব, প্রেম-রস-তত্ত্বঞ্চ গোপয়ন্", এইরূপ ব্যাখ্যান কদাপি অসমীচীন বিবেচিত হইতে পারে না। অথবা "কামিনাং সম্বন্ধে দৈন্যং দর্শয়ন্ আত্মবন্মন্যতে জগদিতি-ন্যায়েন যে কামিনস্তং দীনমেবাপশ্যন্, যাশ্চ স্ত্রিয়ঃ কামিন্যস্তং দুরাত্মানমেবাপশ্যন্ তৎপ্রযোজকী ভবন্নিত্যর্থঃ। যদ্বা কামিনাং দৈন্যং দর্শয়ন্নিতি কামিভিঃ সুরতপ্রার্থনাদিনা দীনৈর্ভবিতব্যং, স্ত্রীভিশ্চ কামিনীভিস্তত্রাসম্মত্যা দুরাত্মভির্ভবিতব্যমিতি দর্শয়ন্ রসিকজনান্ জ্ঞাপয়ন্। এবমেবরসপোষো, নান্যথেতি ভাবঃ।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে একোনত্রিংশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

ত্রিংশ অধ্যায়

এইরূপে হিম-নগ-নন্দিনী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী ও অশেষ-জগদীশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবের অতীব-প্রশংসনীয়-তাদৃশ-পরম-প্রেমার প্রশংসান্তে তৎ-পোষণার্থ শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর তাদৃশ-বিলাসময়-মান ও তৎ-প্রসাদনাদি-প্রকার-বর্ণন, কিম্বা তদীয়-সর্ব্বাধিক উজ্জ্বল-প্রেম-রস-সম্ভোগাংশ-বর্ণনার অনন্তর বিপ্রলম্ভাংশ-বর্ণন-প্রসঙ্গে বিপ্রলম্ভ-বীজোত্থাপনাবসরে বলিতে হইতেছে যে, মুখ্যতমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী পূর্ব্বে যখন অন্যান্য আবির্ভাবিত-স্বরূপবতী-পার্ব্বতীদিগের মধ্যে বর্ত্তমানা ছিলেন, তৎকালে তাঁহার মানসে যদিচ কোনরূপ মদ-গর্ব্ব ছিল না বটে ; কিন্তু "রেমে তয়া স্বাত্মরতঃ", ইত্যাদি-শ্লোকে বিবৃত উজ্জ্বল-প্রেম-রস-তত্ত্বময়-রমণের অনন্তর জাত-মদ-বশে গর্ব্বিত অন্তঃকরণে তিনি ইদানীং সর্ব্ব-জাতীয়-যোষিদ্‌গণের মধ্যে নিজ আত্মাকে বরিষ্ঠ মনে করিতে লাগিলেন।

"পূর্ব্বং সর্ব্বাঃ সৌভগমদযুক্তা আসন্, অধুনা সা চ আত্মানং সর্ব্ব-যোষিতাং বরিষ্ঠং মেনে", এইকথা বলায়, কান্তৈকস্ফুরণে হর্ষাদি-প্রচুর-স্থায়িময়ী, তথা কথঞ্চিৎ অন্য-স্ফুরণে গর্ব্বাদি-প্রচুর-স্থায়িময়ী, এই দ্বিবিধ-মানাবস্থা লব্ধা হওয়ায়, মুখ্যতমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর পূর্ব্ব-কালীনা, গাঢ়ানুরাগ-প্রধান্য-বশতঃ কান্তৈক-স্ফূর্ত্তিময়ী, হর্ষাদিময়ী, বহু-কাল-ব্যাপিনী যে মানাবস্থা আত্মলাভ করিয়াছিল, সম্প্রতি অন্য-পার্ব্বতী-সৌভাগ্য-হেতুক-কান্তৈক-স্ফুরণ-প্রধানা সেই প্রথম-মানাবস্থার পরিবর্ত্তন নিঃশেষোপশমবশে দ্বিতীয়া অন্য-স্ফুরণাত্মিকা-গর্ব্বাদি-প্রচুরা-মানাবস্থা-সমুদয়ের প্রতি এইরূপ কারণ প্রদর্শিত হইতে পারে যে, উপবর্ণ্যমান-রাস-রস-মহোৎসবের একমাত্র মুখ্যতম-নায়ক আমাদের এই প্রিয়তম-শ্রীশঙ্করদেব কামযানা কাময়মানা, অথবা এই রাস-মহামহোৎসবে কামমাত্রই যাঁহাদিগের যান, বা আগমন-সাধন হইয়াছে, সেই সকল-

পার্ব্বতীদেবীকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক একমাত্র-মুখ্যতমা-শ্রীমতী-পার্ব্বতী-দেবীকে ভজন করিতেছেন। অতএব "অসৌ অনির্ব্বচনীয়-বিচিত্র-মাহাত্ম্যঃ, পরম-স্বতন্ত্রঃ, অতিদুর্লভঃ, তত্রাপি প্রিয়ঃ মদেক-প্রেম-কর্ত্তা সন্ কাময়মানাঃ অন্যাঃ পার্ব্বতীঃ হিত্বা, মামেব ভজতে অনুবর্ত্ততে" এইরূপ মনে করিয়া, মুখ্যতমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীও সম্প্রতি মানবতী হইলেন।

অনন্তর সেই মুখ্যতমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী নিজ আত্মাকে অন্যান্য-যোষিদ্-বর্গ হইতে বরিষ্ঠ মনে করিতে করিতে, তৎসহ পাদ-চারণরূপ-গমনক্রমে কোন উৎকৃষ্টতর-বন-প্রদেশ-বিশেষে গমন-পূর্ব্বক কোন একটী কুসুমিত-কদম্ব-তরুর মণি-নির্ম্মিত-বেদি-ভূষণে বিভূষিত, মাণিক্য-মণিভূষণে সমলঙ্কৃত, কাঞ্চনময়-ভূমি-খণ্ডে বিশোভিত-তলদেশে ক্লান্ত-কলেবরে সহসা উপবিষ্টা হইলে, শ্রীশঙ্করদেব যখন পূর্ব্ব-কৃত-নর্ম্ম-দ্যোতক-চূড়া-বন্ধনোন্মোচন-পরায়ণা সেই শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর কৃষ্ণ-কুঞ্চিত-কেশ-কলাপ-গ্রহণান্তে বনদেবী-দত্ত-স্বর্ণ-কঙ্কতিকা-সাহায্যে জাটি-ল্যাপনয়ন ও নির্ম্মলীকরণাবসানে বিচিত্র-বেণী-নির্ম্মাণাভিপ্রায়ে তদীয়-তাদৃশ-কেশ-সকলকে বয়ন, বা গ্রথন করিতে লাগিলেন, তৎকালে প্রিয়জনে সৌভাগ্য-ফলা-স্বীয়-চারুতা অনুভব করিয়া, ভর্ত্তৃ-সৌভাগ্য-গর্ব্বে গর্ব্বিত হৃদয়ে দৃপ্ত-চিত্তে শ্রীমতী-প্রধানতমা-পার্ব্বতীদেবী "কেশান্ তদীয়ান্ এব" বয়মান-শ্রীশঙ্করদেবকে এইকথা বলিলেন যে, "ন পারয়েঽহং চলিতুং, নয় মাং যত্র তে মনঃ", অর্থাৎ আমি তোমার সহিত বনে বনে পরিভ্রমণ করিতে করিতে, চরণে ব্যথিতা ও শরীরে পরিশ্রান্তা হইয়াছি, আমার বহুতর-বন-ভ্রমণোত্থ যে গুরুতর-শ্রম উপস্থিত হইয়াছে, তদনু-সারে আমি বোধ করিতেছি যে, আমি আর চলিতে পারি না। কিঞ্চ, যদি তুমি বল যে, "ননু মুগ্ধে! তাভ্যো দূরং অগ্রে স্থানান্তরং হৃদ্যং গন্তব্যমিতি", তবে আমি অবশ্যই এইরূপ বলিতে বাধ্যভূতা হইব যে, "ননু কিমগ্রিমপ্রদেশে অন্যজনদুষ্প্রবেশং মালতী-মাধবী-কুঞ্জান্তর্গতং, বেত-সলতামণ্ডপান্তর্গতং বা পুষ্পতল্পং ত্বাং নয়ামি? কিম্বা পৌষ্পাভরণার্থং ত্বাং পুষ্পোদ্যানমেব নয়ামি?" এই জাতীয় কতকগুলি প্রশ্ন না করিয়া,

ঃতোমার যেখানে মনঃ হয়, বা ইচ্ছা হয়, পূর্ব্ববৎ অঙ্কে স্থাপন-পুরঃসর তুমি আমাকে সেই স্থানেই বহন করিয়া, লইয়া চল।

শ্রীশঙ্করদেব নিজ-প্রিয়তমা-মুখ্যা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর শ্রীমুখে "চলিতুমহং ন পারয়ে," এইকথা শ্রবণ করিয়া, ব্যাজময়ী-হেতু-ব্যঞ্জনা-সাহায্যে বহু-বন-পরিভ্রমণ-প্রযুক্ত তিনি যে চরণ-যুগলে, বা সর্ব্বশরীরাবয়বে ব্যথিতা-ক্লান্তা, বা পরিশ্রান্তা হইয়াছেন, তাহা সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া এবং "দৃপ্তায়াঃ স্বাধীন-কান্তায়াঃ দর্প এব রসমাবহতি", এই ভাবটুকু মনে মনে ভাবিয়াও, পুনশ্চ তিনি নিজ-মানসে এইরূপ বিচার করিতে লাগিলেন যে, "অহো অনয়া স্বভাবিকঃ স্বধর্ম্মঃ পরিত্যক্ত এব। নহি সন্নায়িকা পুষ্পতল্পং প্রতি স্ব-নয়নে বচসা নায়কায় সম্মতিং দদাতি। যদিচ অনয়া বাম্যরূপঃ স্বধর্ম্মস্ত্যক্তঃ, তদা ময়াপি সন্নায়কেন সন্তুক্ত-কান্তানুবর্ত্তিত্ব-লক্ষণো দাক্ষিণ্যময়ঃ স্বধর্ম্মস্তক্তব্য এব। নহি দ্বয়োরেব দাক্ষিণ্যে, বাম্যে বা রসঃ সুরসঃ স্যাৎ। ন চাত্র রসিক-লোকৈরহং দূষণীয়ঃ। রসো হি নায়িকা-প্রক্রান্ত-পরিপটীক এব সাধুর্ভবেৎ। কিঞ্চ, মহাপ্রেমবত্যা অস্যা মদ্-বিপ্রলম্ভ-জনিত-দশা-বিশেষ-দিদৃক্ষা সাক্ষাদেব যা চিরং মে বর্ত্ততে, সাপ্যেতদবসরে পূর্ণা ভবিষ্যতি। মৎ-সংশ্লেষ-জনিতং অস্যাঃ সৌভাগ্যাধিক্যং তাভিরনুভূতমেব। সম্প্রতি মদ্‌বিশ্লেষ-জনিতা-মপি প্রেমোদ্রেক-পরমারধি-ব্যঞ্জিকাং দশামসাধারণীং দৃষ্ট্বা, তাঃ পরম-চমৎকার-সিন্ধু-নিমগ্না ভবন্তু। তথা অস্যা মদ্-বিরহ-বাড়বানল-জ্বালায়া অগ্রে তাসাং মদ্বিরহো দীপ-দহনায়িতো ভবতু। ততশ্চ অস্যাঃ পূর্ণ-তমাভ্যাং সম্ভোগ বিপ্রলম্ভাভ্যাং শৃঙ্গার-রসোঽপ্যত্র পূর্ণত্বমাপদ্যতাম্। অস্যাঃ অপি বিরহে মৎ-সম্পাদিতে সর্ব্ব-বিরহোপশান্ত্যনন্তরং সর্ব্বাসা-মৈকমত্যে সতি, বিধিৎসিতোঽত্র রাসোঽপি সেৎস্যতি। অন্যথাত্বে তৎ-সঙ্গ-রঙ্গিণা ময়া তাসাং মানোঽত্র সর্ব্বথৈব দুরুপশমঃ স্যাদিতি।"

"ইত্যাদীনি বহূনি প্রয়োজনানি পর্য্যালোচয়ন্ সহসৈব অন্তর্দ্ধিৎসুঃ" ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব মুখ্যতমা-প্রিয়তমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী-কর্ত্তৃক প্রাগুক্তরূপে অভিহিত হওয়ায়, উত্তর-বচনে প্রিয়তমাকে এইকথা বলিলেন যে, হে দেবি! তুমি আমার স্কন্ধে আরোহণ কর। হে

প্রিয়তমে! তুমি মদীয়-স্কন্ধে আরোহণ কর, এইকথা বলিয়া, পশ্চাৎ ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব যাবৎ অন্তর্হিত হইলেন, অর্থাৎ সেইস্থানেই অবস্থিত হইয়া, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে অবলোকন করিতে করিতেই, তদীয়-নয়ন-গোচরতা-পরিত্যাগ, বা অতিক্রম করিলেন, তাবৎ "সা বধূরন্বতপ্যত", সেই বধূ-শ্রীমতী-মুখ্যতমা-পার্ব্বতীদেবী বহুবিধ-বিলাপ-বচন-সাহায্যে অনুতাপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু, এই সময়ে হিম-গিরি-কুমারী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী মনে মনে এইরূপ বিচারও করিতে লাগিলেন যে, "নয় মাং যত্র তে মনঃ", এইকথা আমি বলিয়াছি সত্য; কিন্তু এস্থলে আমার মনের ভাব এইরূপ হইতেছে যে, বিলাস-শ্রম, তথা বহু-বন-বিহার-শ্রম-বশে আমার শরীর অত্যন্ত-খিন্ন হইয়াছে; সুতরাং অধুনা আমার সুষুপ্তি-সুখানুভবের ইচ্ছাই বলবতী হইতেছে। এইরূপ মদীয়-প্রাণ-বল্লভ-হৃদয়ৈকনাথ-শ্রীশঙ্করদেবের পক্ষেও বিলাস-শ্রম ও বহু-বন-বিহার-শ্রম-খিন্ন-শরীরে সর্ব্ব-রজনী-যাপন, বা স্বাপাভাব যে অকল্যাণকর, বা অসুখোদর্ক হইবে, তদ্বিষয়েই বা সন্দেহের কারণ কি আছে? অতএব এরূপ অবস্থায় আমাদের দুইজনেরই যে ক্ষণ-কালের জন্যও সুষুপ্তি-সুখানুভব আবশ্যক হইয়াছে, তাহা অস্বীকার্য্য না হওয়ায়, "পুষ্পতল্পং নয়তি চেৎ, নয়তু", অর্থাৎ শ্রীশঙ্করদেব যদি আমাকে বহন-পূর্ব্বক পুষ্পতল্পে লইয়া যান, তবে লইয়া চলুন, ক্ষতি কি আছে? আমরা দুইজনেই সেই কুসুমশয়নে শয়ন-পূর্ব্বক কিছু-ক্ষণের জন্য নিদ্রাসুখ অনুভব করিব, এইরূপ মনে করিয়াই, আমি পুষ্প-তল্পের প্রতি স্ব-নয়নে অসম্মতি-জ্ঞাপন করি নাই বটে; কিন্তু সর্ব্ব-জন-হৃদয়স্থ-সর্ব্বজ্ঞ-ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব কি স্বীয়-সর্ব্বান্তঃকরণ-ভাববিজ্ঞতা-ফলে মদীয়-মানসের এই সামান্য-ভাবটুকুও অবগত হইতে সমর্থ হন নাই?

অথবা তত্তল্লীলা-সিদ্ধ্যর্থ শ্রীশঙ্করদেবের ইচ্ছা-শক্তি-পরিচালিতা-প্রেম-রস-ময়ী-লীলা-শক্তি-সাহায্যে তদীয়া-সর্ব্বজ্ঞতা, বা অন্তঃকরণ-বিজ্ঞতা তিরোধাপিতা হইয়াছে? অথবা আমার মুখে স্বাধীন-ভর্তৃকান্বোচিত-কৃত্রিমালস্যাদিময়-নর্ম্ম-বচন-শ্রবণ করিয়া, প্রিয়তম-শ্রীশঙ্করদেবও কি

স্বয়ং পরীহাস, বা নর্ম্ম-চ্ছলেই এইস্থান হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন? কিম্বা আমি যখন তাঁহারই প্রিয়তমা হইয়া, তাঁহার প্রতি কৃত্রিমালস্যাদি-ময় "নয় মাং যত্র তে মনঃ", এইরূপ নর্ম্ম-বচন-কথন করিয়াছি, তখন আমার উক্তরূপ পরীহাস-বচন-শ্রবণে এই নির্জ্জন-বন-স্থানে গভীর-রাত্রি-কালে আমাকে একাকিনী অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া, রুষ্ট-মানসে চলিয়া যাওয়া কি তাঁহার উচিত হইয়াছে? কিঞ্চ, আমি যদি তাঁহার প্রিয়তমা না হইয়া, অন্য-পৃথগ্‌জন হইতাম, তবেই সম্মুখ-নির্গত উক্তরূপ-বাক্য তাঁহার পক্ষে দুর্ব্বাদ, বা দুর্বচন-মধ্যে পরিগণিত হইতে পারিত। পক্ষান্তরে এরূপও হইতে পারে যে, "যোহি ইতরেন্ধনজো-ধূমঃ, সোহয়ম-গুরু-সম্ভবো ধূপঃ" ইতিবৎ যঃ অন্য-মুখে-দুর্ব্বাদঃ, প্রিয়তম-বদনে স এব পরীহাসঃ", মনে করিয়া, আমি যেমন "স্কন্ধো মদংস অরুহ্যতাম", তদীয় এই বাক্য পরীহাস-মধ্যে গ্রহণ করিয়াছি, সেইরূপ তিনিও "নয় মাং যত্র তে মনঃ", মদীয় এই বাক্যটীকেও অবশ্যই পরীহাস-বচন-মধ্যে গণনা করিয়াই, নর্ম্মচ্ছলে এই স্থান হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে ত্রিংশ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ-পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

একত্রিংশ অধ্যায়

হিম-নগাধিরাজ-নন্দিনী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী শ্রীশঙ্করদেবের অন্তর্দ্ধানের অনন্তর উক্তরূপ-বিচার-যুক্ত অনুতাপাবসরে নিজ-মনোভাব-জ্ঞাপন-সহ প্রশ্ন-পূর্ব্বক শ্রীশঙ্করদেব যে নর্ম্ম-চ্ছলেই এইস্থান হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন, তাহা নিশ্চিতরূপে অবগতা হইয়াও, তদীয়-বিরহ-জনিত-গুরুতর-দুঃখ-ভারাক্রান্ত-হৃদয়ে এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন যে, হা নাথ! ত্বদীয়-বিয়োগ-জনিত-মহাগ্নি-জ্বালা-বশে দহ্যমান-মদীয়-দেহ হইতে আমার প্রাণ-পঞ্চক সম্প্রতি নিঃসৃতপ্রায় অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে এবং আমি বহু-যত্ন ও চেষ্টা করিয়াও, কোনরূপেই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থা হইতেছি না। অতএব তুমিই যখন আমার এই প্রাণপঞ্চকের নাথাধীশ্বর-স্বামী, বা বল্লভ-ধারক-রক্ষক-পালকরূপে অবস্থিতি করিতেছ, তখন অতীব-শীঘ্রতার সহিত নিজ-দর্শন-দান করিয়া, ইহাদিগকে রক্ষা করা তোমার পক্ষে একান্ত উচিত হইতেছে। হে রমণ! কান্তোচিত-সুখ-প্রদ! তুমি এরূপ মনে করিও না যে, মদীয়-প্রাণ-পঞ্চকের পরিরক্ষণ আমারই স্বার্থের জন্য আমার পক্ষে প্রার্থনীয় হইতেছে; কিন্তু তোমার নিজের কোনরূপ প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য নহে। কারণ, আমি নিশ্চিতই এইরূপ মনে করিয়া থাকি যে, আমার অস্তিত্ব তোমারই অস্তিত্বের সম্পূর্ণ অধীন এবং তুমি আছ বলিয়াই, আমিও এখনও আছি, বা অবস্থিতি করিতেছি। অন্যথা তুমি যদি না থাকিতে, তবে অবশ্যই আমারও নিজাস্তিত্বের প্রতি কোনরূপ অপেক্ষা, কিম্বা প্রয়োজন-বোধ থাকিত না। অতএব আমার অস্তিত্ব, বা প্রাণ-পঞ্চকের পরিরক্ষণ-প্রার্থনা যে কেবলমাত্র তোমারই জন্য, তাহা সুনিশ্চিত।

হে রমণ! অপর এই একটী কথা হইতেছে যে, অন্যান্য-সকল-

পার্ব্বতীদেবীকেই পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তুমি রমণ-সুখ-বিশেষ-লাভার্থ যাহাকে এতাবৎ দূরতর-দেশে অতীব-রহঃ-স্থানে আনয়ন করিয়াছ, সেই আমি যদি ইদানীং মৃতা হই, তবে তুমি আমার অভাবে অন্যত্র এতাদৃশ-রতি-সুখ-লাভে সমর্থ না হইয়া, মনে মনে আমাকে স্মরণ করিতে করিতে, কাতর-হৃদয়ে দুঃখের সহিত অবশ্যই করুণ-স্বরে বিলাপ করিতে বাধ্য হইবে। হে নাথ! রমণ! তুমি যদি এইকথা বল যে, আমার দুঃখ হয় হউক, তজ্জন্য তোমার ক্ষতির কারণ কি আছে? তবে আমি এই কথা বলিতে পারি যে, তুমি যখন আমার প্রেষ্ঠ প্রিয়তম, বা মদ্বিষয়ক-কান্তজনোচিত-প্রেম-বিস্তারকরূপে অবস্থিতি করিতেছ, তখন তোমার সেই সঞ্জাত-দুঃখ যে কোটিগুণে বিস্তার-লাভ করিয়া, আমারই প্রতি বিষময়-ফল-প্রসবে সমুদ্যত হইবে, তাহা অবশ্যই অস্বীকার্য্য নহে। সেইজন্যই বলিতেছিলাম যে, হে প্রেষ্ঠ! প্রিয়তম! তোমারই পাদাব্জ-যুগলের নখরৈকদেশ-দশক যখন অদ্যাপি মদীয়-প্রাণ-কোটির নির্ম্মঞ্ছনীয়-দীপ-দশকাবলীরূপে উদ্ধগত-নির্ম্মল-নিশ্চল-সমুজ্জ্বল-শিখার বিস্তার-সাধন করিতেছে, তখন তোমার সেই দুঃখ ত আমি মৃতা হইয়াও, সহন করিতে পারিব না। অতএব হা নাথ! রমণ! প্রেষ্ঠ! তুমি কৃপা-পরবশতা-প্রযুক্ত অবিলম্বে মৎ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, সেই ভাবী দুঃখ দূরীকৃত কর।

হে রমণ! তুমি যদি বল যে, তোমার প্রাণ-সকল নিঃসৃতপ্রায় হইলেই বা আমি তাহাদিগকে নিবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হইব কিরূপে? তবে আমি এই কথা বলিতে পারি যে, হে মহাভুজ! মৃত-সঞ্জীবনৌষধ-কল্প ত্বদীয়-ভুজ-যুগলের সংস্পর্শ-মাত্রেই সুস্থ-সুশীতলীভূত-মদীয় এই দেহে প্রাণ-সকল স্বয়ং প্রত্যাগত হইয়া, অবস্থিতি করিবে। হে প্রাণবন্ধো! যদি তুমি আমাকে এইকথা বল যে, আমার অভাবে তোমার এতাদৃশী দুর্গতি হইবে, ইহা যদি তুমি পূর্ব্ব হইতেই অবগতা হইয়াছিলে, তবে ত্রিভুবন-মহারাধিরাজ-চক্রবর্ত্তী, বিধি-বাসব-কেশবাদি-সুরাসুর-নর-কিন্নর-সাগর-ধরাধর-নিকর-সেবিত, অশেষ-ভুবন-বন্দিত, সর্ব্ব-দেব-দানব-মানব-পূজিত, যোগীশ্বর-গুরোর্গুরু, সর্ব্ব-জন-সমাদরণীয়, পরম

সুকুমারতর-কলেবর-সৌন্দর্য্যে দিব্য-দর্শন, রমণীয়োদার-গুণ-গ্রামে সমলঙ্কৃত, অশেষ-কল্যাণ-করুণা-বরুণালয়, দারিদ্র্য-দুঃখ-দহন, সংসার-সাগর-তারণ, ভব-ভয়-ভঞ্জন, শমন-দমন-মহামহিম-মাদৃশ-সুরবর-প্রবরেশ্বরের প্রতি তুমি কোনরূপ-বিচার-বিবেচনা না করিয়া, সহসা বালিকা-জনের ন্যায় "নয় মাং যত্র তে মনঃ", এইরূপ আদেশ-প্রদান-পূর্ব্বক আমাকে কোপিত করিলে কেন? তবে আমি শোক-ভয়াদি-প্রযুক্ত বিকৃতকণ্ঠ-ধ্বনি-সাহায্যে ব্যগ্রভাবে অত্র-বিষয়ে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আমি কৃপণা-দীনা-বুদ্ধি-বিহীনা তোমার দাসী মাত্র। অতএব হে সর্ব্ব-দেব-বরেশ্বর! তুমি দীন-দয়াময়তা-প্রযুক্ত "দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে" অজ্ঞানকৃত এই অপরাধ নিজ-গুণে ক্ষমা কর।

বিশেষতঃ হে মহাভুজ! আমি তৎকালে বিলাস-শ্রম ও বহু-বন-বিহরণ-শ্রমবশে মানসে মুগ্ধা, তথা নিদ্রালস্যাদি-দ্বারা আক্রান্তাবস্থায় হৃদয়ে অভিভূতা-দীনা হইয়াই, তোমার প্রতি তাদৃশ অন্যায়োচিত আদেশ-বচন-কথন করিয়াছিলাম, অতএব তোমার নিকটে দীন-বচনে কাতর-কণ্ঠে করুণ-স্বরে অসহনীয়-ত্বদীয়-বিরহ-বেদনা-ব্যথিত-হৃদয়ে এতাবন্মাত্র প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি আমার অপরাধ-মার্জ্জনা কর এবং আমার প্রতি আর কোপ করিও না। কিঞ্চ, আমি অযোগ্যা হইলেও, তুমিই নিজ-গুণে যখন আমার সহিত এতাদৃশ-দৃঢতর-সখ্য-সৌহার্দ্দ-মিত্রতা-স্থাপন করিয়াছ, তখন আমিও আর অপর কোনরূপ ভাবের আশ্রয়-গ্রহণ না করিয়া, ত্বদ্-ভাব-ভাবিত-মানসে তোমার প্রতি তাদৃশানুচিত-বাক্য-কথন-জনিত অপরাধের মার্জ্জনা-প্রার্থনা-পুরঃসর বিনীত-বচনে অনুরোধ করিতেছি যে, "সখে! দর্শয় সন্নিধিম্।" হে সখে! যদি তুমি বল যে, ত্বৎ-কৃত-ক্ষমা-প্রার্থনা-দ্বারা আমি মানসে সন্তুষ্ট ও প্রসন্ন হইয়াছি; অতএব তুমি আমার সমীপে আগমন কর, তবে হে প্রিয়তম! সম্প্রতি আমি বলিতে বাধ্যতরা হইতেছি যে, অধুনা আমার হৃদয়ে অনুতাপ-দুঃখ এতই প্রবল-ভাব-ধারণ করিয়াছে যে, আমি তদ্দ্বারা একেবারে অন্ধীভূতা হইয়াছি; সুতরাং তুমি যে কোন্ স্থানে অবস্থিতি করিতেছ, তাহাও আমি দেখিতে পাইতেছি না। এই জন্যই

বলিতেছিলাম যে, হে সখে! তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ-প্রদর্শন-পূর্ব্বক অবিলম্বে আমাকে তোমার সন্নিধি দর্শন করাইয়া দাও।

"হা নাথ! রমণ! প্রেষ্ঠ!" "ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ!" বলিয়া, আমি এই যে অত্যন্ত-বৈয়গ্র্য, বা ব্যাকুলতা-প্রকাশ করিতেছি, এজন্য তুমি এরূপ মনে করিও না যে, ত্বৎ-কৃত-পুনরালিঙ্গনাদি-নিজ-সৌভাগ্য-স্মারক-নিজ-রসোদ্দীপক-ত্বদঙ্গ-বিশেষ-সৌন্দর্য্য-স্মরণ-বশতঃ মুগ্ধ-হৃদয়ে তবালিঙ্গন-লাভার্থে আমি তবাবাসের অন্বেষণে প্রবৃত্তা হইয়াছি। কারণ, আমি নিরতিশয়-খেদ ও আর্ত্তি-সূচনাভিপ্রায়ে "নাথ!" এই সম্বোধন-সাহায্যে তোমাকে নিশ্চিতরূপেই বলিতেছি যে, উক্তরূপ-স্মরণ-বশতঃ মুগ্ধ-হৃদয়ে তবালিঙ্গন-লাভার্থে আমি তবাবাসান্বেষণে প্রবৃত্তা হই নাই। পক্ষান্তরে হে কান্ত! রমণ! প্রেষ্ঠ! অধুনা তোমার পক্ষে এইরূপ অবগত হওয়াই উচিত হইতেছে যে, তুমি এইরূপে অর্থাৎ কান্ত-জনোচিত-সুখ-প্রদরূপে, বা মদ্বিষয়ক-রমণ-জনোচিত-বিপুল-তর-প্রেম-বিস্তারকরূপে আমার প্রতি তাদৃশ অতিস্নিগ্ধ-ব্যবহার-পরায়ণ হইয়াও, সম্প্রতি একাকী তুমি যে কোথায় অবস্থিতি করিতেছ? হা হা নাথ! আমি তাহা জানিতে না পারিয়া, মানসে নিতান্তই মুগ্ধা হইতেছি এবং সেজন্য আমার চিত্তও নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইতেছে। হে রমণ! আমি তোমার দাসীভূতা হইয়া, পুনরপি অতিদৈন্যের সহিত নিশ্চিতরূপেই বলিতেছি যে, আমি তোমার আলিঙ্গন-লাভ-প্রত্যাশায় তোমার আবাসের অন্বেষণে অভিলাষিণী হই নাই; পরন্তু "হে সখে! ত্বং কৃপয়া দত্ত নিজ-সাহচর্য্য-সৌভাগ্য-সন্নিধিং নিজ সন্নিধানমপি দর্শয় জ্ঞাপয় মাত্রম্।" অর্থাৎ আমার মনের ভাব এইরূপ হইতেছে যে, হে প্রেষ্ঠ! দাসীর প্রতি কৃপা-লক্ষণা অনুকম্পা-প্রদর্শন-পূর্ব্বক নিজ-সাহচর্য্য-সৌভাগ্য-দান-দ্বারা তোমা-কর্ত্তৃকই প্রেম-কাম-রস-সিক্ত-মদীয়-হৃদয়-ক্ষেত্রে যে সকল-বিলাস-ব্যসন জনিত উৎপাদিত হইয়াছে, সম্প্রতি আমি ত্বদীয় আবাসস্থানে সেই সকল-বিলাস-ব্যসনের আশ্রয়-গ্রহণ করিব না; "কিন্তু ত্বমত্র বিশ্বাস, ইতি মনসাপি নিশ্চয়তঃ স্বস্থা ভবেয়মিতি।"

অর্থাৎ হে নাথ! তুমি এইস্থানে বিদ্যমান রহিয়াছ, এতাবন্মাত্র মনঃ-সাহায্যে নিশ্চয়তঃ অবগতা হইয়াই, আমি স্বস্থা হইতে পারি, একথা বলিবার কারণ এই যে, সম্প্রতি আমি তোমার সখ্যাদিভাবের অযোগ্যা অনুপযুক্তা হইয়াও, কিন্তু তোমার তাদৃশী-কৃপা-কর্ত্তৃকই বল-পূর্ব্বক উৎপাদিত-ত্বদেক-সুখানুকূল্যকরণে তাৎপর্য্যবতী দাসীমাত্র হইয়াছি। কিঞ্চ, হে মহাভুজ! আমি কেবলই যে তোমার দাসীভাবাপন্না হইয়াছি, তাহা নহে, পরন্তু আমি কৃপণা, বা দীনাও হইয়াছি; সুতরাং আমি এই পূর্ব্ব-বর্ণিত-গুরুতর-দুঃখভার-সহনেও শক্তা সমর্থা হইতেছি না এবং এই গুরুতর দুঃখভার-পরিহার যোগ্য কোনরূপ উপায়ও অবগতা নহি। অতএব তুমি আমার প্রতি বঞ্চনা করিও না, তথা নিজানুতাপবীজও বপন করিও না। অনন্তর শ্রীমতী-মুখ্যতমা-পার্ব্বতীদেবী এতাবৎ পর্য্যন্তই বিলাপ করিয়া, "বিরহোদ্ঘূর্ণাবশাৎ" সম্মুগ্ধ-হৃদয়ে মূর্চ্ছিতা হইয়া, ভূমিতলে নিপতিতা হইলেন "ঔদার্য্য-নামা চানুভাবোহয়ং, যথোক্তং, ঔদার্য্যং বিনয়ং প্রাহুঃ, সর্ব্বাবস্থাগতং বুধা ইতি।"

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে একত্রিংশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

এদিকে আবির্ভাবিত-স্বরূপা, শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা, "বনাদ্‌" বনান্তরে ভগবান্‌ শ্রীশঙ্করদেবের গমন-মার্গান্বেষণ-পরায়ণা সেই সকল-পার্ব্বতীদেবী বনে বনে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে, সহসা দেখিলেন যে, অবিদূরতঃ সমীপে, অথবা বিদূরতঃ অতিদূরে, ব্যবধান-সদ্ভাব সম্ভবপর: হওয়ায়, নাতিদূরবর্ত্তী দেশে, অথবা ভাবি-বিদ্যুদ্‌-গৌরীত্বাভিপ্রায়ে বিদ্যুত্তুল্য-কান্তিমত্ত্ব-প্রযুক্ত "রাকেশ-শোভা-বিজয়ি-শোভা-বিশেষেণ দূরেঽপি দর্শন-সম্ভবাৎ" বিদূরতঃ বিদূরবর্ত্তী দেশে প্রিয়-বিশ্লেষ-প্রযুক্ত দুঃখিত-মোহিত-মূর্চ্ছিতাবস্থায় তাঁহাদিগের সেই সখী-মুখ্যতমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী ভূমিতলে নিপতিতা রহিয়াছেন। যদিচ ইতঃপূর্ব্বে আবির্ভাবিত-স্বরূপা সেই সকল-পার্ব্বতীদেবী মুখ্যতমা-শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীর তাদৃশ ভর্ত্তৃ-সৌভাগ্য-দর্শনে তাঁহার প্রতি মনে মনে ঈর্ষ্যান্বিতা হইয়াছিলেন, তথাপি সম্প্রতি তদীয়া এতাদৃশী দুর্দ্দর্শনীয়া-দুর্দ্দশা-দর্শনে তৎপ্রতি স্নেহভাবের উদয়-বশতঃ বিপক্ষীয়ভাব-পরিত্যাগ পূর্ব্বক সখীজন-বোধে তৎ-সমীপে উপসর্পণান্তে তাঁহাকে তাদৃশী অবস্থা-পন্না অবলোকন করিয়া, অত্যুচ্চ-রোদন ও ব্যজনাদি-পরিচর্য্যা-সাহায্যে যত্নতঃ তদীয়-প্রবোধ-সম্পাদন-পুরঃসর যথারীতি তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু, উজ্জ্বল-প্রেম-রসের স্বভাবই এইরূপ হইতেছে যে, কেবলমাত্র কান্তজনের আলিঙ্গন-পাশ হইতে কান্তা বিযুক্তা বিজ্ঞাতা হইলেই, কান্তাজনগণের ঈর্ষ্যাদ্বেষাদির অভাব ঘটিয়া থাকে। এইরূপে ঈর্ষ্যাদির অভাব সংঘটিত হইলে, কান্তাজন-গণের পরস্পরের মধ্যে যে গাঢ়তর-স্নেহভাবের উপস্থিতি ঘটিবে এবং তাদৃশ-স্নেহবত্ত্ব-নিবন্ধন যে তাঁহারা পরস্পরের প্রতি সখ্য-সম্পন্না হইয়া, সম-দুঃখ-ভাবনা-সাহায্যে তথা

"বিশেষতস্তস্যা একাকিন্যা অপি পরিত্যাগ-দর্শনেন" সুতরাং ঈর্ষ্যা-ভাবাপগম-প্রযুক্ত সমুপজাত ঐকমত্য অবলম্বনে তৎপ্রতি তৎকালোচিত-সহানুভূতি-প্রদর্শনে অগ্রসরা হইবেন, তাহা "অতএব হি বিশ্লেষে, স্নেহস্তাসাং প্রকাশতে।" এইরূপ প্রমাণ-বচন-তাৎপর্য্যানুশীলন-বশে সুস্পষ্টরূপেই অবগত হওয়া যাইতেছে। সে যাহা হউক, "সখীভিরত্যুচ্চ-রোদনেন, ব্যজনাদি-পরিচর্য্যয়া বা যত্নতস্তৎপ্রবোধে সম্পাদিতে সতি" অনন্তর আবির্ভাবিত-স্বরূপা সেই সকল-পার্ব্বতীদেবী কোমলা-মন্ত্রণ-সাহায্যে সম্বোধন-পূর্ব্বক মুখ্যতমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর প্রতি এইরূপ প্রশ্ন করিলেন যে, "অয়ি! প্রিয়সখি! স্ব-বৃত্তান্তঃ কথ্যতামিতি।"

আবির্ভাবিত-স্বরূপা-শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীগণ-কর্তৃক উক্তরূপে পরিপৃষ্টা হইয়া, মুখ্যতমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী কহিলেন,—হে প্রিয়-সখীগণ! আমি যে কিরূপে তোমাদের সকলের সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্না হইয়াছিলাম, তাহা আমি মুগ্ধতা ও পরতন্ত্রতা-প্রযুক্ত জানিতে পারি নাই সত্য; কিন্তু ইহা আমি অধুনা নিশ্চিতরূপেই অবগতা হইতেছি যে, শ্রীশঙ্করদেব-কৃত-দৌরাত্ম্য-বশেই আমি তাঁহার নিকটে সম্মান ও সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলাম এবং নিজ-কৃত-দুরাত্মতা-বশেই আমি তাঁহার নিকটে অবমানও প্রাপ্তা হইয়াছি। তন্মধ্যে তোমাদিগের ন্যায় একোন-নব-লক্ষ-প্রিয়-সখী-প্রেমবতী-মদংশভূতা-পার্ব্বতীকে অবমানিতা, স্বীয়-বিরহানল-সাহায্যে প্রজ্বালিতা করিয়া, শ্রীশঙ্করদেব একমাত্র আমাকেই যে পরমোচ্চতর-সৌভাগ্যদান করিয়াছিলেন, ইহা তদীয়-দৌরাত্ম্য-ভিন্ন অপর কিছুই নহে, তথা তাদৃশ-দুর্লীল-ত্রিভুবন-মহারাজ-চক্রবর্ত্তী, অশেষ-জগদীশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবের প্রতি বরাকী হইয়াও, মুগ্ধ-চিত্তে আমি যে "ন পারয়েঽহং চলিতুং, নয় মাং যত্র তে মনঃ।" এইরূপ অনুচিত-বাক্য-কথন করিয়াছিলাম, ইহাও মদীয়-দৌরাত্ম্য-ভিন্ন অপর কিছুই নহে। হে প্রিয়-সখীগণ! এই শেষোক্ত-মৎ-কৃত-দৌরাত্ম্যের ফলেই আমি এতাবান্ অবমান-প্রাপ্তা হইয়া, উভয়থা মহামনো-দুঃখ-ভোগ করিতেছি। শ্রীমতী-মুখ্যতমা-পার্ব্বতীদেবীর উক্তরূপ-বাক্য-দ্বারা তদীয়-কান্ত-শ্রীশঙ্করদেব,

আবির্ভাবিত-স্বরূপা সেই সকল-পার্ব্বতীদেবী এবং স্ব স্বরূপের প্রতি যথাক্রমে যে অসূয়া, বিনয় ও দৈন্য অভিব্যঞ্জিত হইতেছে, তাহা বোধকরি, সহজেই অবগত হওয়া যাইতে পারে।

শ্রীমতী-মুখ্যতমা-পার্ব্বতীদেবীর মুখে কথিতানুরূপ-বাক্য-সকল শ্রবণ করিয়া, অর্থাৎ রোদন, সংজ্ঞা-প্রাপণ, তথা পূর্ব্বোক্তরূপ-প্রশ্ন-বাক্যের অনন্তর তৎ-কর্ত্তৃক-কথিত "কথং ভবতীভ্যো বিচ্ছিন্না বভূবাহমিতি মুগ্ধাহং পরতন্ত্রা নাজ্ঞাসিষং ; কিন্তু দূরত এবাত্মানুসন্ধান মকার্ষং", ইত্যাদি-প্রকারক-সর্ব্ব-বৃত্ত শ্রবণ-গোচর করিয়া, তত্রাপি সর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-শোভা-সম্পত্তি-স্বামী ; সুতরাং নিশ্চিতই কালী-তারা-গঙ্গাদি-প্রেয়সীবর্গ-কর্ত্তৃকও রমণরূপে স্পৃহণীয়, অশেষ-সদ্-গুণ-গ্রাম-মণ্ডিত, মহনীয়তম-পতি সেই সর্ব্ব-দেব-বরিষ্ঠ-শ্রীশঙ্করদেবের নিকট হইতে স্বাভাবিক-পরম-সৌভাগ্য-লাভ-লক্ষণা-সম্মান-প্রাপ্তি-বার্ত্তা, তথা গর্ব্ব-লক্ষণ-নিজ-দৌরাত্ম্য-নিবন্ধন পরিত্যাগ-লক্ষণ অবমান-বার্ত্তা-সকল কর্ণ-গোচরীকৃত করিয়া, আবির্ভাবিত-স্বরূপা সেই সকল-পার্ব্বতীদেবী ও তাঁহাদিগের সখীগণ পরম-বিস্ময় অনুভব করিতে লাগিলেন। "অবমানঞ্চ দৌরাত্ম্যাৎ, বিস্ময়ং পরমং যযুঃ।" এইস্থলে শ্রীমন্মুনীন্দ্র-কৃত এই দৌরাত্ম্যশব্দ-প্রয়োগটা শ্রীমতী-মুখ্যতমা-পার্ব্বতীদেবীর দৈন্য-বচনানুবাদ-বশেই স্থান-প্রাপ্ত হইয়াছে, জানিতে হইবে। বাস্তবিকপক্ষে "শ্রীশঙ্করাদ্দূরে আত্মা দেহো যস্যাঃ, দূরে আত্মা শ্রীশঙ্করদেবো বা যস্যাঃ, সা দূরাত্মা, তস্যা ভাবো দৌরাত্ম্যং, তস্মাদ্দূরবিশ্লেষাৎ", এইরূপ অর্থই সর্ব্বথা সুসমীচান প্রতিভাত হইতেছে।

কিঞ্চ, আবির্ভাবিত-স্বরূপা সেই-সকল-পার্ব্বতীদেবী ও তাঁহাদিগের সখীগণ মুখ্যতমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর মুখে তাদৃশ-বৃত্তান্ত-বিবরণ শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক তৎসহ "প্রিয়সখি! ভবত্যাঃ সৌভাগ্যমুচিতমেব, নাত্র তস্য দৌরাত্ম্যং, তথা রতি-শ্রান্তায়াঃ স্বাধীন-ভর্ত্তৃকায়াস্তব কান্তং প্রতি "নয় মাং যত্র তে মনঃ", ইত্যাজ্ঞাপনমপি ন দৌরাত্ম্যং, প্রত্যুত রসাবহমেব। কিন্ত্বনুকূল-নায়কেন সন্তুক্ত-কান্তায়া যদাজ্ঞোল্লঙ্ঘনমেতাদৃশ-দুরাবস্থা-প্রাপণঞ্চ, এতদ্দ্বয়ং রস-প্রতিকূলং

দৌরাত্ম্য-ব্যঞ্জকমেব। হন্ত! হন্ত! মহারসিক-শেখরেশ্বরস্য মহা-প্রেমবতো দয়ানিধেস্তস্য কথমেবং চিকীর্ষিতমভূৎ? ইত্যাদিরূপ আলোচনা-পুরঃসর "পরমং বিস্ময়ং প্রাপুঃ", পুনঃ পুনঃ পরম-বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর আবির্ভাবিত-স্বরূপা সেই সকল-পার্ব্বতীদেবী সখীগণ-কর্ত্তৃক-দত্ত-হস্তাবলম্বনা-মুখ্যতমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সহিত পরম-ব্যগ্রভাবে পুনরপি শ্রীশঙ্করদেবের অন্বেষণাভিপ্রায়ে যাবদ্ বন-ভূমিকে পরিব্যাপ্তা করিয়া, চন্দ্র-জ্যোৎস্না বিভাবিতা, পরিলক্ষিতা হইতেছে, তাবৎ-পর্য্যন্ত বন-ভাগে প্রবেশ-পূর্ব্বক তাঁহাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

অপিচ, সেই সকল-পার্ব্বতীদেবী পরম-বৈয়গ্র্যভরে যথারীতি অনুসন্ধান করিয়াও, যখন শ্রীশঙ্করদেবকে প্রাপ্তা হইলেন না, তখন তাঁহারা সকলেই তদীয়-পদ-চিহ্নাদি-সাহায্যে শ্রীশঙ্করদেব যে মহাগহন-গত ঘোরান্ধকারের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাহা বিতর্ক-পূর্ব্বক অবগত হইয়া, সেই বন-প্রদেশ হইতে নিবৃত্তা হইলেন। তাৎপর্য্যার্থের আলোচনাবসরে অবশ্যই অবগত হওয়া যাইবে যে, যখন সখীগণসহ সেই সমস্ত-পার্ব্বতী-দেবী দেখিলেন যে, চৈত্রী-পূর্ণিমা-রজনী হইলেও, নিবিড়-বৃক্ষ-চ্ছায়া-বশতঃ চন্দ্র-জ্যোৎস্নার অবিষয়ীভূত-ঘন-শ্যামতম-গাঢ়ান্ধকারাচ্ছন্ন-তাদৃশ-মহাগহন-মধ্যে স্ত্রীজনগণের প্রবেশন-সামর্থ্য নাই, তৎকালে সর্ব্ব-স্ত্রী-জন-ভূষণ-ভূতা, পরস্পরালাপ ও শ্রীশঙ্কর-চেষ্টানুকরণ-পরায়ণা সেই সমস্ত-পার্ব্বতীদেবীর মধ্যে কোন কোন পার্ব্বতীদেবীর শ্রীমুখ-নির্গত "প্রবিষ্টোগহনং শম্ভুঃ, পদমত্র ন লক্ষ্যতে। নিবর্ত্তধ্বং শশাঙ্কস্য, নৈতদ্দীধিতি-গোচরে।" এইরূপ বচনানুসারে তাঁহারা সকলেই অক্লিষ্ট-কর্ম্মা-শ্রীশঙ্করদেবের দর্শন-বিষয়ে নিরাশ-হৃদয়ে শঙ্কা-দিগ্ধ-স্নিগ্ধ-স্বভাবতা-প্রযুক্ত বক্ষ্যমাণরূপে বিতর্ক, বিমর্শ, বা বিচারে তৎপরা হইলেন।

কিন্তু, সসখীজনা সেই সকল-পার্ব্বতীদেবী আমাদিগের দয়িত সেই শ্রীশঙ্করদেব আমরা তাঁহার স্বজন হইলেও, আমাদের অগ্রগতি-নিবন্ধন পাদ-সঞ্চার-শব্দ-শ্রবণে আমাদিগকে প্রাপ্ত-প্রায়া, বা নিকটবর্ত্তিনী মনে করিয়া, যদি আমরা কোনরূপে তাঁহাকে দেখিতে পাই, বা ধরিয়া ফেলি,

সেই ভয়ে হয় ত আরও অধিকতর-গহন-বনে প্রবিষ্ট হইবেন, কিম্বা অস্মদবলোকন-শঙ্কা-প্রযুক্ত কুত্রচিৎ কুঞ্জ-কাননান্তরালে প্রলীনীভূত হইয়া, অবস্থিত হইবেন এবং আমাদিগকে নিকটবর্ত্তিনী মনে করিয়া, তিনি যদি দূরাতিদূরবর্ত্তী কাননে প্রবিষ্ট হন, তবে তিনি অবশ্যই নবনীত-কোমল-চরণ-কমল-যুগলে ক্ষত-বিক্ষত ও ব্যথিত হইবেন, তথা যদি তিনি কোন বনান্তরালে প্রলীনীভূত হন, তবে আমাদের অগ্র-গতি-দর্শনে নিশ্চিতই সঙ্কুচিত হইবেন ; সুতরাং "হংহো খেদ-সিন্ধু-নিমগ্নাঃ! সখ্যঃ! ঘন-শ্যামতমে অস্মিন্ তমসি ঘন-শ্বেত-সুন্দর-বপুষং নটবর-বেশং তং অস্মদ-বলোকন-শঙ্কয়ৈব প্রলীনীভূয় স্থিতং মা সঙ্কোচয়ত, যত্র যত্র যূয়ং যাস্যথ, ততস্ততোঽন্যত্রৈব স পলায়িষ্যতে, ইত্যলং অতিসুকুমার-শরীরস্য তস্য শ্রমোৎপাদন-ব্যবসায়েন," এইরূপ বিমর্শ, বিতর্ক, বা বিচার করিতে লাগিলেন এবং বিতর্ক, বা বিমর্শাবসানে সেই সকল-পার্ব্বতীদেবী সখীগণ সহ তাদৃশ-দুঃসঞ্চর-স্থল হইতে নিষ্ক্রমণার্থ যত্নবতী হইয়া, শ্রীশঙ্করদেবের দর্শনার্থ চিত্তে ব্যগ্রতা-সত্ত্বেও, ধীর-পদে প্রতিনিবৃত্তা হইলেন।

অনন্তর সেই সকল-পার্ব্বতীদেবী মহাগহন-গত-ঘন-শ্যামতম-ঘোরান্ধ-কারাচ্ছন্ন-কানন-প্রদেশ হইতে প্রতিনিবৃত্তা হইয়া, বক্ষ্যমাণ-রীতি অনুসারে সেই বন-প্রবিষ্ট-শ্রীশঙ্করদেবের পরম-দুঃখাশঙ্কা-বশতঃ পরম-দুঃখ-মগ্ন-চিন্তাযুক্ত চিত্তে তাদৃগবরোধ-স্থলে প্রবিষ্ট-শ্রীশঙ্করদেবের প্রতি মানস সমর্পিত হওয়ায়, তন্মনস্কত্ব-প্রযুক্ত পূর্ব্ববৎ উন্মাদ-ভাব মন্দ-মন্দ-রূপে উপস্থিত হইলে, তদ্বিষয়ে আলাপ, বা তদীয়-দুঃখ-স্মরণময়-সংলাপ করিতে করিতে, শ্রীশঙ্করদেবেরই নিমিত্তে বর্ত্মান্তর-সাহায্যে তদীয়-নিষ্ক্রমণ-সম্ভাবনা-নিবন্ধন উন্মাদভাবের মধ্যত্বাবসরে পরিতঃ পরিক্রমণরূপা-তদ্বিষয়িণী-বিচেষ্টা-যুক্ত-শরীরে উন্মাদাবস্থার প্রৌঢ়ত্ব-কালে শ্রীশঙ্কর-দেবের বিষয়েই সম্পূর্ণরূপে প্রযত্ন অবলম্বন-পূর্ব্বক আত্ম-বিস্মৃতি-সময়ে তন্ময়ীভূতান্তঃকরণে পূর্ব্ব সংস্কার-ফলে শ্রীশঙ্করদেবেরই অশেষ-কল্যাণা-কর-গুণ-সমূহ-গান করিতে করিতে, অর্থাৎ স্ব-পরিত্যাগাদি-লক্ষণ-তদীয়-দোষ-সকলের বিস্মৃতি-পুরঃসর সঙ্গীত-সাহায্যে তদীয়-গুণ-গ্রামমাত্র তাঁহাকে শ্রবণ করাইতে করাইতে, কৈলাসালয়-গত আগার, বা

বাস-ভবন-সকলের স্মরণের কথা দূরে থাকুক, নিজ-নিজ আত্ম-স্বরূপ-পর্য্যন্ত স্মরণ করিবার অবসর-প্রাপ্তা হইলেন না।

কিঞ্চ, "তন্মনস্কাস্তদালাপাস্তদ্বিচেষ্টাস্তদাত্মিকাস্তদ্‌গুণানেব গায়ন্ত্যঃ" ঐ সকল-পার্ব্বতীদেবী অনন্তরবর্ত্তী কালে সেই স্থানেই অবস্থিতি-পূর্ব্বক এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমরা স্ব-স্ব-সখীগণসহ এই বনময়-প্রদেশে নিরন্তর-বিচরণ-পুরঃসর যদি শ্রীশঙ্করদেবের অন্বেষণার্থ নিযুক্তা থাকি, তবে আমাদের নিজেদের দ্বারাই অবশ্য তাঁহার অবরোধ ঘটিতে পারে, এইরূপ শঙ্কার পোষণ অপেক্ষা দূরীকরণ-কল্পে যত্নবতী হইয়া, অধুনা আমাদের সকলেরই সমবেতভাবে তদীয় অন্বেষণার্থ উপ-যোগী যাবতীয় অনুসন্ধান-মার্গ-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নির্ব্যবধানতা-প্রযুক্ত দূরে প্রসরণ-শীল-শব্দ-গুণে গুণবান্ নিকটস্থ এই লীলা-পুলিন-প্রদেশে গমনান্তে আমাদিগের দ্বারা গীত-দৈন্যোপালম্ভময় উচ্চ-গান-সাহায্যে সমাকৃষ্ট-চিত্তে "স্বয়মেব করুণয়া শ্রীশঙ্করদেবস্ত্বরিতমাগমিষ্যতীতি" ভাবনা-সম্বদ্ধ-হৃদয়ে সেই স্থানেই শ্রীশঙ্করদেবের জন্য উপযুক্ত অবসরের অপেক্ষা করাই উচিত হইতেছে। অপিচ, হন্ত! হন্ত! হে সখীগণ! আমরা যেখানে যেখানে শ্রীশঙ্করদেবের অন্বেষণার্থ গমন করিব, শ্রীশঙ্কর-দেবও সেই সেই স্থান হইতে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিবেন; সুতরাং এরূপ অবস্থায় আর কেন আমরা অকারণে তাঁহার সুকুমারতর-চারু-রমণীয়-কলেবরে বন-পর্য্যটন-জনিত-গুরুতর-শ্রমের উৎপাদন করিব?

কিঞ্চ, যতক্ষণ-পর্য্যন্ত শ্রীশঙ্করদেব ইচ্ছা না করিতেছেন, ততক্ষণ-পর্য্যন্ত কি আমরা শ্রীশঙ্করদেবকে লাভ করিতে পারিব? না, এরূপ কখনও হইতে পারে না। কারণ, এই শ্রীশঙ্করদেব স্বেচ্ছায় অনুগ্রহ-পূর্ব্বক দুশ্চরিত হইতে বিরত-শান্ত-সমাহিত যে ভক্ত-ব্যক্তিকে স্বয়ং বরণ করিয়া লইতেছেন, সেই সার্থক-জন্মা ভাগ্যবান্ ভক্ত-জন-কর্ত্তৃকই তিনি লভ্য হইয়া থাকেন, এইরূপ তাৎপর্য্যবতী-শ্রুতির আশ্রয়ে উক্ত-রূপ-চিন্তার অনন্তর সখীগণসহ সেই সকল-পার্ব্বতী "যমেবৈষ বৃণুতে, তেন লভ্যঃ", এই শ্রোতৃহিতৈষিণী-জননী-সমা-গরীয়সী-ভগবতী-শ্রুতিকে প্রমাণী-কৃতা করিতে করিতেই যেন, তথা শ্রীশঙ্করদেবের সাক্ষাৎকারাত্মক-দর্শনে

তদীয়-কারুণ্য-মাত্রই হেতু এবং তৎকারুণ্যের প্রতিও অত্রস্থলে তদীয়-শিব-শিবেতি-নাম-জপ, বা তদ্-গুণ-গাথা-গান-লক্ষণ-সঙ্কীর্ত্তনই হেতু, এই-রূপ সিদ্ধান্ত-প্রকাশ করিতে করিতেই যেন, হিমালয়ের যে প্রদেশ হইতে কালিন্দী-যমুনা-নদী নির্গতা হইয়াছেন, সেইস্থানে যমুনা-পুলিন-প্রদেশে পূর্ব্ব-সম্মিলন-ক্ষেত্রে পুনশ্চ সমাগতা হইয়া, শ্রীশিব-ভাব-ভাবিত-মানসে সমবেতভাবে সর্ব্বময়-শ্রীশঙ্করদেবের আগমনাকাঙ্ক্ষান্বিত-হৃদয়ে- শ্রীশঙ্করদেবের শুভতর-কল্যাণোদার-রমণীয়-গুণ-গাথাগান করিতে লাগিলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

ভক্ত-বৎসলা-করুণাময়ী যে সকল-পার্ব্বতীদেবীদিগের শ্রীশঙ্কর-দেবৈকগম্য-বাগর্থ অধুনা আমি লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছি, সেই দীন দয়াময়ী-ভগবতী-পার্ব্বতীদেবী-সকল যদি কৃপা-পূর্ব্বক আমার এই আগ্রহ স্বীকার করিয়া লয়েন, তবেই আমি তাঁহাদিগের তাদৃশ-গীত-বচন-নিচয়ের তাৎপর্য্যার্থ-সংগ্রহে সমর্থ হইতে পারি; সুতরাং নিখিল-বিশ্ব-প্রসবিনী-সর্ব্বজগন্ময়ী ঐসকল-পার্ব্বতীদেবীর নিকটে সম্প্রতি আমার কাতর-কণ্ঠে দীন-বচনে অশ্রু-সিক্ত-নয়নে প্রার্থনা এই যে, আবির্ভাবিত-স্বরূপা ও মুখ্যতমা-পার্ব্বতীদেবী-সকল প্রসন্ন-চিত্তে মদীয় এই আগ্রহ স্বীকার করুন। অনন্তর গীত-শ্রীপার্ব্বতী-গীত-সুধা-সার-রস-শ্রী-শোভিত-শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীচরণারবিন্দ-যুগলেও উক্তরূপ-প্রার্থনা-বিজ্ঞাপনান্তে যথা বুদ্ধি-বিভব গীত-বচনার্থ লিখিতে বাধ্য হইয়া, আমাকে বলিতে হইতেছে যে, পূর্ব্বোক্তরূপে শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক-পরিত্যক্তা ঐসকল-পার্ব্বতীদেবী যথাসম্ভব শ্রীভগবদন্বেষণের অনন্তর শ্রীশঙ্করদেবের সহিত ইতঃপূর্ব্বে যে স্থানে তাঁহারা মিলিতা হইয়াছিলেন, সেই যমুনোত্তরী-প্রদেশে রাস-ক্রীড়া-স্থলে আগমন-পূর্ব্বক তদীয়-গুণ-গাথা-গান করিতে লাগিলেন।

শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ এইকথা বলিলেন যে, হে দয়িত! "দয়তে চিত্তং আদত্তে ইতি", "দয়তে অনুকম্পতে ইতি বা" ব্যুৎপত্তিবলে হে প্রিয়! প্রেয়ন্! তোমার আবির্ভাব, শুভাগমন, বা শুভ-পদার্পণ-জনিত-সৌভাগ্য-ফলে সম্বন্ধি-বিশেষের অনুক্তি-পূর্ব্বকই বলা যাইতে পারে যে, আমাদের এই সমগ্র-হিমালয়-প্রদেশটী বিশেষতঃ এই যমুনোত্তরী-প্রদেশটী অন্যান্য-সমস্ত-লোক হইতে নিজ উৎকর্ষের বহুল-বিস্তার-সাধন-পুরঃসর নিরতিশয়-জয়-যুক্ত অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে। হে দয়িত!

যদি তুমি বল যে, কেন শিব-লোক, কালী-লোক, তথা মদীয়-কৈলাসালয় কি এই সর্ব্ব-দেব-দেবীর নিবাস-স্থানভূত-হিমালয়-প্রদেশ হইতে কোন অংশে অল্প উৎকর্ষ, অল্প-জয়-যুক্ত অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে ? তবে আমরা বলিতে পারি যে, "অধিকং যথা স্যাৎ তথা" শিবলোক, কালীলোক ও কৈলাসালয়-প্রভৃতি সর্ব্বতোভাবে জয়-যুক্ত, বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইলেও, অধুনা ভবদীয়-সন্নিধান-বশতঃ এই যমুনোত্তরী-প্রদেশটা সর্ব্ববিধ-স্বর্গ-প্রদেশ অপেক্ষাও অধিকতর-রমণীয়, বা সর্ব্বোৎকৃষ্টতমরূপে প্রতিভাত হইতেছে।

অপিচ, স্বর্গ-ভূমিভূত এই হিমালয়-প্রদেশটীর বর্ত্তমান-সর্ব্বোৎকৃষ্টতমতার প্রতি এইরূপ লিঙ্গান্তর হইতে পারে যে, ব্রহ্মাণী, ইন্দ্রাণী, লোকমাতা ইন্দিরা, গঙ্গা ও কালী-প্রভৃতি-দেবীগণ স্ব-স্বলোকে সেব্যা স্বরূপা হইয়াও, এখানে কিন্তু তাঁহারা স্বেচ্ছা-বশে সেবিকা-স্বরূপে নিরন্তর অবস্থিতা হইয়া, এই স্থানটীর সর্ব্বোৎকৃষ্টতম-রমণীয়তা, তথা সর্ব্ব-সমৃদ্ধি-পূর্ণতা-প্রতিপাদন করিতেছেন। তথা ইন্দিরাদি, বা বৈকুণ্ঠ-বাসিনী-মহালক্ষ্মীদেবী-প্রভৃতির শশ্বদত্র অবস্থিতি-ফলে বৈকুণ্ঠাদি-লোক-সকল হইতেও সর্ব্বোৎকৃষ্টতম-দিব্য-দিব্য ঐশ্বর্য্য-সম্ভারে পরিপূর্ণ ; সুতরাং সর্ব্বৈশ্বর্য্য-পূর্ণতা-নিবন্ধন নিত্য-নিরতিশয়-মহাসুখ-পরিপূর্ণ এই হিমালয়-মণ্ডলে অবস্থিতা এবং ত্বৎ-প্রেয়সীভূতা হইয়াও, আমরাই কেবল সর্ব্ব-লোকে অদৃষ্টচর ও অশ্রুত-পূর্ব্ব-পরমাসহ্য যে দুঃখ সম্প্রতি অনুভব করিতেছি, হে দয়িত ! সেই পরমাসহনীয়-দুঃখদুর্দ্দশা-ভোগ হইতে পরিত্রাণ-লাভার্থ আমরা অধুনা তোমাকে প্রার্থনা করিতেছি না সত্য ; কিন্তু আমাদের এইমাত্র আশা, বা প্রার্থনা যে, তুমি একটী বারের জন্য এসময়ে এখানে উপস্থিত হইয়া, আমাদের এই দুর্দ্দশনীয়-দুঃখ-দুর্দ্দশা-দর্শন-পূর্ব্বক স্বীয়-শারদোৎফুল্ল-শতদল-দল-শোভা-মোচন-লোচন-যুগলের সাময়িক-সফলতা-সম্পাদন কর।

হে নাথ ! এস, এস, একবার এই যমুনোপকণ্ঠে রাস-ভবনে এস, আসিয়া দেখ, একমাত্র তোমার অভাবে জল-বিহীন-শুষ্ক-সরোবরে পঙ্ক-গর্ভে পতিতা শফরী, বা নলিনী-সকলের ন্যায় আমরা যে

কিরূপ দুঃসহনীয়-দুঃখ-দুর্দ্দশা-ভোগ করিতেছি, তাহা নিজ-নলিন-নয়নে অবলোকন কর। হে রমণ! যদি তুমি এই কথা বল যে, "কৈতব-রহিতং প্রেম ন তিষ্ঠতি মানুষে লোকে! যদি ভবতি, কস্য বিরহো? বিরহে ভবতি, কো জীবতি?" এই ন্যায়ানুসারে বিস্পষ্টরূপেই অবগত হওয়া যাইতেছে যে, দয়িতের বিরহে দয়িতা ত কদাপি জীবিতা থাকিতে পারে না, সুতরাং তোমরা এতাবৎ-সন্তাপবতী হইয়াও যে এখনও পর্য্যন্ত বিপন্না-মৃতা হও নাই; পরন্তু এখনও জীবিতা রহিয়াছ, তাহা আমি নিঃসংশয়ে অবগত হইব কিরূপে? তবে উত্তরে আমরা বলিব যে, হে প্রেষ্ঠ! উক্তরূপ সংশয় করিবার কোন কারণ নাই। আমরা এখনও বিপন্না হই নাই; পরন্তু তোমারই জন্য আমরা এখনও পর্য্যন্ত জীবিতা রহিয়াছি। সেইজন্যই বলিতেছিলাম যে, হে মহাভুজ! এস, একবার আসিয়া-দেখ, আমরা তাবকা-ত্বদীয়া-ত্বদধীনা-প্রেয়সী হইয়াও, সম্প্রতি তোমাকেই অন্বেষণ করিতে করিতে, কিরূপ দুরবস্থা-প্রাপ্তা হইয়াছি।

কিঞ্চ, হে হৃদয়-বল্লভ! আমরা যে এখনও মরি নাই কেন? তাহা কি তোমার ন্যায় সর্ব্বজ্ঞের নিকটে অদ্যাপি অজ্ঞাত রহিয়াছে? তোমারই শুভাগমন-বশে তোমারই প্রভাবে অত্রত্য-সর্ব্ব-জনগণেরই সর্ব্ববিধ-মঙ্গল-জাত সমুপস্থিত হইলেও, আমাদের ন্যায় দৈব-হত-জনগণের পক্ষে যে সদাকালের জন্য কিরূপ দুঃখভোগ হইতেছে, তাহা "সর্ব্বজ্ঞেন পরম-দয়ালুনা অস্মৎ-প্রাণ-বল্লভেনাপি ত্বয়া ন জ্ঞায়তে কিম্?" ন জ্ঞায়তে ইতি যৎ, এতদেব অস্মাকং পরম-দুঃখ-কারণম্।" হে প্রিয়তম! তোমার বিরহে আমরা যে এখনও পর্য্যন্ত না মরিয়া, মৃতপ্রায় অবস্থায় জীবিতা থাকিয়া, তোমাকে একবার আসিয়া, দেখিতে বলিতেছি কেন? তাহা কি তুমি জান? হে প্রাণাধিক! "দৃশ্যতাং, জ্ঞায়তাম্", একথা বলিবার নিগূঢ় অভিপ্রায় এই যে, তুমি যদি একবার আসিয়া, আমাদের অর্থাৎ ত্বদীয়তাভিমানবতী-তাবকীনা-ত্বৎ-স্বীকৃতা-প্রেয়সীবর্গের ত্বদন্বেষণার্থ চতুর্দ্দিগ্-দিগন্তরাল-গত-বহুল-বন-পরিভ্রমণ-জাত-পরিশ্রম-ফলে সমুপস্থিত-বহুতর-দুঃখ-দুর্দ্দশা-দর্শন কর,

তবে নিশ্চিতই তুমি আমাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা-দর্শনে ব্যথিত-পর-দুঃখ-কাতর-হৃদয়ে আমাদের সমক্ষে লোচনগোচরে অবস্থিত হইবে এবং তাবকত্ব-প্রযুক্তই যে আমাদের এই দুঃখ-দুর্দ্দশা উপস্থিতা হইয়াছে, তাহা সবিশেষ অবগত হইয়া, আর আমাদিগকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কদাপি কুত্রাপি গমন করিতে সমর্থ হইবে না, তথা তৎকালেই তুমি অবশ্য অবগত হইবে যে, "ত্বয়িবিষয়ে", বা তোমারই নিমিত্তে ত্বৎ-প্রাপ্তি আশা-বশে তোমারই স্বরূপে সম্যগ্‌রূপে ন্যস্ত অর্পিতপ্রায় অসু, প্রাণ, বা ইন্দ্রিয়-সকলকে ধারণ-পূর্ব্বক অদ্যাপি আমরা জীবিতা রহিয়াছি এবং তোমারই কারণে আমরা মরিতেও পারিতেছি না।

কিন্তু, হে প্রাণেশ্বর! বাস্তবিকপক্ষে বলিতে কি? আমরা যদি তোমাকর্ত্তৃকই উন্মাদিতা না হইয়া, তোমার কর-কমল-যুগলে, বা শ্রীচরণ-সরোজ-যুগলে নিজ-নিজ-মনঃ-প্রাণ-সকল-সমর্পণ না করিতাম, আমরা যদি "ত্বয়ি ধৃতাঃ অর্পিতাঃ অসবো যৈস্ত্বয়ৈবোন্মাদিতৈস্তে তথাভূতাঃ ধৃতাসবঃ" না হইতাম, যদি আমাদের অসু, প্রাণ, বা ইন্দ্রিয়-সকল আমাদেরই নিকটে অবস্থিত থাকিত, তবে অবশ্যই ত্বদীয়-বিরহানলে আমাদের সেই অসু-সকল দগ্ধ-ভস্মীভূত হইলে, নিশ্চিতই আমরা এতাবৎ-ক্ষণে মৃতা হইয়া, সুখিনীই হইতে পারিতাম, সন্দেহ নাই, সত্য; কিন্তু তুমি যখন মহাসুখ-সৌভাগ্য-সম্পন্ন হইয়া, আমাদের, বা অস্মদীয় অসু-সকলের নাথ-স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছ, তখন আমাদের প্রাণ-সকলও ত সুখেই অবস্থিতি করিতেছে, বলিতে হইবে; সুতরাং অসুগণ যদি সুখে থাকে, তবে আমাদের দেহ-সকল বিপন্ন, বা মৃত হইবে কিরূপে? অতএব উক্তরূপে আমাদের দেহ-সকল যদি বিপন্ন, বা মৃত হইবার অবসর প্রাপ্ত না হয়, তবে তোমার পক্ষে অস্মদ্দুঃখ-দর্শনাত্মক-সুখ যে শাশ্বতিক হইবে, তাহা সুনিশ্চিত।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

কিঞ্চ, স্বতন্ত্রা-বহুভাব-ভাবিতা-বহুমত-শালিনী-বহু-পার্ব্বতীদেবীর বক্তৃত্ব-প্রযুক্ত কোন কোন পার্ব্বতীদেবীর উক্তরূপা উক্তির অনন্তর অপরাপরা কোন কোন পার্ব্বতীদেবী শ্রীশঙ্করদেবের তোমরা বনে বনে অন্বেষণ করিতেছ, কর, তজ্জন্য আমার ক্ষতি, বা বৃদ্ধি কি আছে? অথবা তোমরা বনাদ্বনান্তরে পরিভ্রমণ-পূর্ব্বক দুঃখ-ভোগ করিতেছ, কর, "নমু কিমহং যুষ্মভ্যং দুঃখং দিৎসামি?" অর্থাৎ হে পার্ব্বতী-দেবীগণ! তোমরা সত্য করিয়া, বল দেখি, আমি কি তোমাদিগকে দুঃখ-দান করিতে ইচ্ছা করিতেছি? যদি তাহা না হয়, তবে তোমরা আমাকেই উক্ত-প্রকারে দুঃখ-দাতা, বা দুঃখ-নিদানরূপে সূচিত করিতেছ কেন? এইরূপ মনোভাব কল্পনা করিয়া, "ত্বন্তু নাস্মভ্যং দুখং দিৎসসি, কিন্তু তমস্মান্ হংস্যেব", এইরূপ অভিপ্রায়ে কহি-লেন,—হে সুরত-নাথ! তুমি তোমার দৃক্-লোচন-ভঙ্গিম-মাত্র-সাহায্যে একবার আমাদের নিকটে সুরত-যাচনা করিতেছ, অথচ আমাদিগকে একবার বা ঐ লোচন-ভঙ্গিম-মাত্র-সাহায্যে বরদরূপে অভীষ্টসুখ-দান করিতেছ, আবার অন্যদিকে অন্যবারে প্রেমানল-পুঞ্জ-প্রক্ষেপিণী ঐ দৃষ্টি-মাত্র-সাহায্যেই শুল্ক-দাসিকা হইলেও, তুমি আমাদিগের হননে মারণে প্রবৃত্ত হইতেছ। হে সম্ভোগ-পতে! এইরূপে আমাদিগকে নিহত করিলে, বা মারিয়া ফেলিলে, হনন, বা মারণ-পরায়ণতা-প্রযুক্ত এই মারণ-ব্যাপারে তোমার পক্ষে কি স্ত্রীবধ, বা তজ্জনিত-মহাপাতক প্রসক্ত হইবে না?

হে সুষ্ঠুরতজনোপতাপক! শস্ত্রের দ্বারা যে বধ সাধিত হয় সেই বধই কি বধশব্দবাচ্য? এবং প্রেমানলপুঞ্জ-প্রক্ষেপিণী-দৃষ্টিমাত্র-সাহায্যে যে বধ সাধিত হয়, সেই বধ কি বধ-শব্দ-বাচ্য হইবে না? অবশ্যই হইবে। অতএব হে বরদ! তুমি আমাদিগকে অভীষ্ট-দান

করিতে করিতেই, আমাদিগের ঐহিক অভীষ্ট ও পারত্রিক-সুখ খণ্ডিত করিতেছ কেন ? অপিচ, হে প্রাণাধিক ! আমরা যদিচ তোমা-কর্ত্তৃক তপঃশুল্ক-দ্বারা, তপোমূল্যের দ্বারা পরিক্রীতা হইয়াছি, কিম্বা যদিচ তোমা-কর্ত্তৃক আমরা পরিণয়-সাহায্যে পরিগৃহীতা হইয়াছি, যদিচ আমাদিগের প্রতি সম্পূর্ণরূপে তোমার সত্ত্ব জন্মিয়াছে, এবং যদিচ তুমি তোমার স্বধনের পালন, বা জ্বালন কর, তজ্জন্য কিছুমাত্র দোষ নাই সত্য ; তথাপি স্বজন-বোধে আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, স্বধনই হউক, আর পরধনই হউক, লব্ধ-ধনের এরূপে অপব্যবহার করা কি যুক্তিসঙ্গত ? আমরা না হয় স্ত্রীজন-সুলভ-নির্ব্বুদ্ধিতা-বশতঃ ত্বদীয়-রূপে, গুণে, ঐশ্বর্য্যে, সদয়-হৃদয়ৌদার্য্যে, শৌর্য্য-বীর্য্য-ধৈর্য্য-জ্ঞান-গাম্ভীর্য্যে, লোচন-চাতুর্য্যে, শরীর-সৌকুমার্য্যে, শ্রীবদন-বিম্ব-মাধুর্য্যে, বা প্রেম-রস-প্রাচুর্য্যে তোমার প্রতি মুগ্ধা হইয়াছি সত্য ; কিন্তু মুগ্ধা হইয়াছি বলিয়াই যে, তুমি অস্মদীয়-তাদৃশ-মৌগ্ধ্য-প্রযুক্ত আমাদিগের মনঃ-প্রাণ-প্রভৃতি-সর্ব্বস্ব-হরণ করিয়া, আমাদিগকে এরূপে লাঞ্ছিতা-বিড়ম্বিতা, এমন কি যম-রাজের পর্য্যন্ত আতিথ্য-গ্রহণে বাধ্যতরা করিবে, এরূপ নিয়ম, এমন প্রমাণ-প্রয়োগ ত কই কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হইতেছে না।

কিঞ্চ, আর এক কথা এই যে, আমরা না হয়, মুগ্ধা, বা উন্মত্তাই হইয়াছি ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আমাদের এই মোহ ও উন্মাদের প্রতি কারণ কি ? আমাদের কিন্তু নিশ্চিতরূপেই মনে হইতেছে যে, অস্মদীয় এই মোহ ও উন্মাদনার প্রতি তোমারই মোহনোন্মাদনাদি-চৌর্য্য-সাধন-সম্পত্তি-সম্পন্ন-মহাচৌর-চক্রবর্ত্তিত্বই একমাত্র-হেতু-স্বরূপে আত্ম-পরিচয়-প্রদান করিতেছে। কেন যে আমরা একথা বলিতেছি, তাহার কারণ-প্রদর্শন করিতে হইলে, হে মহাচৌর-চক্রবর্ত্তিন্ ! অগ্রে তোমার লোচনের সবিশেষ-পরিচয়-প্রদান আবশ্যক হওয়ায়, বলিতে হইতেছে যে, বর্ষানন্তর-কালীন-শরৎ-কাল-সম্বন্ধীয়-গভীর-স্বচ্ছ-জল-পূর্ণ-তড়াগাদির ন্যায় স্বচ্ছ-শীতল-সলিল-রাশি-দ্বারা অতিপূর্ণ উদাশয়ে, কাসার, সরোবর-দীর্ঘিকাদি-চৈত্রীয়-জলাশয়ে সাধু-জাত, সাধু-সময়-প্রদেশ-প্রকারতঃ সমুৎ-পন্ন, সৎ, অর্থাৎ জাতিতঃ উত্তম-সহস্র-পত্রাখ্য-সরসিজ, বা বিকসিত-সহস্র-

দল-পদ্মের উদর-বিবর-বর্ত্তিনী-শ্রী-শোভা-সম্পত্তির মোষণ-লুণ্ঠনাপহরণ-কারী; সুতরাং সৌন্দর্য্য-সৌকুমার্য্য-সৌরভ্য-শৈত্যাদি অসাধারণ-গুণ-সম্পন্ন এবং কৌটিল্য-কটাক্ষাদি-যুক্ত-চৌর্য্য-পরায়ণ-ত্বদীয়-লোচন মন্মথ-প্রেষণ-দ্বারা প্রেষিত হইয়া, মোহনোন্মাদন-ধূলি-প্রক্ষেপণাদি-সাহায্যে আমাদিগকে উন্মাদিতা, মোহিতা করিয়া, উন্মাদিত-মোহিত-মানসে আমাদিগ-কর্ত্তৃক স্ব-স্ব ইচ্ছানুসারেই প্রদত্ত-সুরতধন ও প্রাণ-সকল নয়ন-পূর্ব্বক তোমাকে দান করিয়াছে।

অপিচ, সাধুজাত-সৎ-সরসিজ-শ্রী-চোরিকা-ত্বদীয়া এই দৃক্ যখন তাদৃশ-সর্ব্বজন-দুর্গম-প্রথম-দ্বিতীয়াদি-স্তর-গত-পত্র-প্রাকার-ক্রমে সপ্তম-প্রাকার-পর্য্যন্ত উল্লঙ্ঘন করিয়া, তাদৃশাভিজাত-সজ্জনের অন্তঃপুরে প্রবেশ-পূর্ব্বক "ত্বদ্ভয়াদিব" তথানিগূঢ়া-শ্রী-শোভা-সম্পত্তি অপহরণ করিতে পারে, তখন তাদৃশ-সহস্র-পত্রাখ্য--দুর্জ্জেয়-দুর্ভেদ্য-সৎ-সরসিজোদর-ভেদন-করী-ত্বদীয়া-দৃক্ যে কৈলাস-কাননে, বা হিমালয়-বন-প্রদেশে নির্ভয়ে ভ্রমণ-পরায়ণা আমাদিগের ন্যায় অবলা-সরলা-বালাদিগের সুরত-ধন, তথা প্রাণ-সকল হরণ করিয়া, তোমাকে দান করিবে, তদ্বিষয়ে আর আশ্চর্য্য কি আছে? অতএব আমার-পূর্ব্ববর্ত্তিনী-পার্ব্বতীদেবীদিগের "ত্বয়ি ধৃতাসবস্থাং বিচিন্বতে", এই উক্তি যে ধ্রুব-সত্যবতী, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে ত্বদীয় একটীমাত্র-লোচন যদি চৌর্য্য-পরায়ণ হইয়া, নিজ-চাতুর্য্য ও কৌটিল্য-সাহায্যে আমাদিগের এতাদৃশ-সর্ব্বনাশ-সাধনে সমর্থ হয়, তবে দুইটী লোচন একসঙ্গে মিলিত হইলে যে, এতদপেক্ষা অধিকতর-কীদৃশ-সর্ব্বনাশ সাধন করিবে, তাহা আমা-দিগের ক্ষুদ্রবুদ্ধির সমতীত, সন্দেহ নাই।

কিঞ্চ, হে নাথ! কেবলই কি এই একটীমাত্র লোচন-চৌর তোমার অধীনতায় বাস করিতেছে? তাহা ত নহে। পক্ষান্তরে তোমার অধীনতায় এইরূপ আরও অনেক-চৌর নিবসতি করিতেছে। তন্মধ্যে তোমার বিশ্ব-বিমোহন-রূপ, সর্ব্ব-ভুবন-বিস্মাপক-গুণ, চেতশ্চমৎকার-কারক ঐশ্বর্য্য, হৃদয়-হারী সৌকুমার্য্য, মানস-মোহন মাধুর্য্য, তথা প্রাণ-প্রেম, এই কয়েকটী মহাচৌর সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। কিঞ্চ,

সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্যত্ব-প্রযুক্ত উল্লিখিত-মহাচৌর-সকলের মধ্যে মহা-চতুর-মহাচৌর-চূড়ামণিভূত-ত্বদীয় এই লোচনটীই সমধিক-বলে বলীয়ান্ হইয়াছে। তৎপ্রতি কারণ এই যে, অশেষ-সাদ্গুণ্য-শোভিত-পূর্ব্বোক্ত-রূপ-কালে ও স্থানে সাধুভাবে জাত; সুতরাং জন্মতঃ অগণিত-সদ্-গুণ-গ্রাম-মণ্ডিত, জাতিতঃ, তথা ব্যক্তিতঃ পরমোৎকর্ষ-সম্পন্ন-বিশিষ্টোৎকৃষ্ট-তর-শোভার পরম-কাষ্ঠা-প্রাপ্ত-সহস্র-পত্রাখ্য-সৎ-সরসিজ, বা সহস্র-দল-কমলের অন্তঃকোষ-গতা-তাদৃশী-তদীয়া-শ্রীর মোষণকারী, অর্থাৎ স্বীয়-শ্রী সাহায্যে তদীয়া-শ্রীর অপহরণ-কর্ত্তা ত্বদীয় এই লোচনটী নিজ-দূর-প্রসারিণী-দৃষ্টির সহায়তায় যেখানে যেখানে তাদৃশ-কমলের উদর-বিবর, বা অন্তঃকোষ-গতা-পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্তা-তাদৃশী-শ্রী-শোভা-সম্পত্তি-স্ফুরিতা হয়, সেই সেই স্থানেই গমন-পূর্ব্বক তাদৃশ-সৎ-সরসিজোদর-শ্রীর অপ-হরণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে বলিয়াই, বহু অনুসন্ধানেও সেই সেই স্থানে তাদৃশ-সরসিজোদর-শ্রী পরিদৃষ্টা হয় না।

অথচ তোমার লোচনটী কিন্তু নিত্য-নিত্য-নব-নব-শ্রীযুক্ত হওয়ায়, ভাবার্থালোচনার ফলে অবশ্যই মনে হইতে পারে যে, "নব-নব-শ্রীযুজা-নয়াত্বদীয়য়া সরসিজোদর-শ্রীমুষা-দৃশা নূনং চোর্য্যত এব সা।" অপিচ, তোমার লোচন বর্ত্তমানে দুইটী হইলেও, ভাব-সূচন-কল্পে একটীমাত্র-লোচনই পর্য্যাপ্ত হওয়ায়, "দৃশা" এই একবচনানুসারে শ্লেষাভিপ্রায়ে অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে, "একয়াপি দৃশা, কিমুত দ্বাভ্যামিতি।" অতএব হে "দৃশৈব" সুরত-যাচক! তুমিই আমাদিগের মানসে তাদৃশী ইচ্ছার উৎপাদন করিয়াছ এবং বরদান-দ্বারা সেই ইচ্ছার দৃঢ়তা-সাধন করিয়াছ; সুতরাং এবিষয়ে আমাদের দোষ কি আছে? তথা এস্থলে ইহাও অবশ্য বলিতে হইতেছে যে, আমাদেরই কপাল-গুণে তোমার অশেষ-কল্যাণাকর-গুণ-সকল সম্প্রতি মহাদোষ-স্বরূপেই পরিণত হইয়াছে। শ্লেষের সাহায্যেও তোমারই প্রতি দোষার্পণাভিলাষে যে চৌর্য্য-ক্রিয়াভিনিবেশ প্রদর্শিত হইয়াছে, ত্বদীয় এই চৌর্য্য-ক্রিয়াভিনিবেশ একপ্রকারের নহে; কিন্তু চৌর-সমূহে এই চৌর্য্য-ক্রিয়াভিনিবেশ যেমন প্রকার-ত্রয়ে আত্ম-লাভ করিয়া থাকে,

সেইরূপ তোমার পক্ষেও এই চৌর্য্য-ক্রিয়াভিনিবেশ সাধু-সজ্জনগণেরও সম্পত্ত্যাদান-প্রযুক্ত উৎপন্ন-সমুৎকট-দোষের অগণন, অতিনিগূঢ়-পর-বস্তু-জ্ঞান ও অতিদুর্লঙ্ঘ্য-লঙ্ঘন-লক্ষণ-প্রকার-ত্রয়েই স্বরূপ-লাভ করিয়াছে।

তন্মধ্যে প্রথমটী "বর্ষানন্তর-কালীন" ইত্যাদি "সৎসরসিজ" ইত্যন্ত-গদ্যভাগ-দ্বারা, বিশেষতঃ শরদুদাশয়বৎ শ্রীভগবদিচ্ছা-বশে স্বচ্ছতাদি-গুণ-যুক্ত-গভীর-জল-রাশি-দ্বারা অতিপূর্ণ-বসন্ত-কালীন-তড়াগাদিরূপ অংশদ্বারা জনয়িতার সাধু-জাতাংশ-সাহায্যে জন্মের ও সদংশাবলম্বনে শোভন-গুণ-সমূহের প্রশংসন পরিশ্রুত হওয়ায়, সুন্দররূপেই সমর্থিত হইতেছে। এইরূপ দ্বিতীয়টী মহাজলের অভ্যন্তরভাগে বিলীনভাবে অবস্থিততা-প্রযুক্ত এবং তৃতীয়টী শ্রীভগবদভিপ্রায়ানুসারে বর্ষানন্তর-কালীন-শরদু-দাশয়-সদৃশাতিপূর্ণ-মধুমাসীয় উদকাশয়ের দুরবগাহ-মধ্যদেশতা-নিবন্ধন সহস্র-পত্রাখ্য-সৎ-সরসিজোদর-বিবর-দেশের দৃক্, বা লোচননিচয়-কর্ত্তৃক দুর্ভেদ্যতা প্রতিপাদিতা হওয়ায়, সুষ্ঠুতররূপে অভিহিত ও সমর্থিত হই-তেছে। কিঞ্চ, "হা নাথ! রমণ! প্রেষ্ঠ! তত্ত্বয়াদিব তথা-নিগূঢ়াপি শ্রীনায়িকা যতস্ত্বয়া দৃশা মুষ্টা, ততঃ সরলানাং কৈলাস-কানন-হিমালয়-বনয়োর্নির্ভয়ং ভ্রমন্তীনামস্মাকং কা বার্ত্তা মোষণে? অথবা ভবত্বস্মাকমপি তদ্দ্বারা মোষণং, কিন্তু সা কৃত-তাদৃশ-কৌটিল্যাপি সৎ-সরসিজোদর-শ্রীঃ স্বচক্ষুষোরন্তরে রক্ষিতা, বয়ন্তু-তাদৃশ-সরলা অপি বলা-ন্মোষণে, প্রত্যুত তপঃ-শুল্ক-দাসিকা অপি, পরিণয়-গৃহীতাপি, তত্র সৎ-সরসিজোদর-শ্রিয়ি অশুল্ক-দাসিকায়াং অপরিণয়-গৃহীতায়াং শোভামাত্র-রূপায়াং ঈর্ষ্যাং ত্যক্ত্বা, নিরুপাধিতয়া ত্বামেব সেবমানা অপি তদ্দ্বারা পুনর্নিহন্তুমারব্ধাঃ, অহো জ্ঞাতং, তত্তৎ সর্ব্বং তয়ৈতদর্থমেব মৃষা প্রপঞ্চিতং, ইতি পরমন্যায্যং তবৈব।"

সেইজন্যই বলিতেছিলাম যে, হে সুষ্ঠুরত-জনোপতাপক! সাধু-জাত-সৎসরসিজোদর-শ্রী-হরণফলে সৌন্দর্য্য-সৌরভ্য-শৈত্য-সৌকুমার্য্যাদি নানাবিধ-গুণ-বিশিষ্ট; সুতরাং অতীব-বলীয়ান্ হওয়ায়, এই মহাচতুর-লোচন-চোরের অধীনতায় অন্যান্য-চোর-সকলকে অবস্থাপিত করিয়া

স্বয়ং মহাচৌর-চক্রবর্ত্তিরূপে তন্মধ্যে অবস্থিতি-পূর্ব্বক অত্যন্ত-বলবান্ মহাচতুর-কুটিল-কটাক্ষাদি-সম্পন্ন-লোচন-মহাচৌর-সাহায্যে মন্মথ-ভাব-প্রেষণ-পুরঃসর "দাসীনর্ঃ নিঘ্নতো মারয়তস্তেতব ত্বয়া ক্রিয়মাণঃ ইহ-লোকে অয়ং বধো ন ভবতি কিম্ ? কিং শস্ত্রেণৈব বধো বধঃ ? কিং দৃশা বধো বধো ন ভবতি ? চৌর্য্যাল্লোকেন ন জ্ঞায়তাং নাম, হত্যাপি কিং ন ভবতি ? কিন্তু ভবত্যেব। অতো বয়ং ত্বয়া নির্ধনীকৃত্য হতা এব ইতি নবলক্ষ-স্ত্রীবধ-পাতকং ত্বয়া গৃহীতমেবেতিধ্বনিঃ। অতঃ পাপাৎ ভীত্যাপি দর্শনং দেহীত্যনুধ্বনিঃ। অতস্তবদৃশাপহৃত-প্রাণ-প্রত্যর্পণায় ত্বয়া দৃশ্যতামিতি। তথা হে সুষ্ঠু-রতানাং জনানাং উপতাপক ! নাথ-তেরুপতাপার্থত্বাৎ, তথা হে নিজ-বর-চ্ছেদক ! অতো নিজদোষ-পরিহারার্থমপি আগম্যতামিতিভাবঃ।"

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

অনন্তর মুখ্যতমা-শ্রীমতীদেবী-পার্ব্বতী শ্রীশিব-সন্তোষকর-দুশ্চর-তপশ্চরণার্থ নিজ-বনবাসকালে যাঁহারা নিকটে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, সেই সকল-সখীজনের মুখাবলোকন-পূর্ব্বক দীন-নয়নে বিষণ্ণ-বদনে শ্রীশঙ্করদেবের উদ্দেশে এইকথা বলিলেন যে, হে হৃদয়াধিনাথ! তোমার মনে যদি সম্প্রতি এইরূপ জিঘাংসা-বৃত্তিই বলবতী হইয়া থাকে, তবে তুমি আমাকে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-বিপৎ হইতে রক্ষা করিয়াছিলে কেন? কিঞ্চ, যদি তুমি পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-বিপৎ হইতে তৎকালে আমাকে রক্ষা করাই উচিত বিবেচনা করিয়া থাক, তবে বর্ত্তমানাবসরে "বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য, স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্।" এইরূপ নীতি-স্মরণ-পূর্ব্বক "রক্ষিত্বা বধঃ খল্বনুচিতঃ" বোধে আমাকে এবং মৎস্বরূপ হইতে আবির্ভূতা এই সকল-পার্ব্বতীকে ত্বদীয়-বিরহ-দাব-দহন-গ্রাস হইতে বিমুক্তা করিয়া, সর্ব্বতো-ভাবে রক্ষা করাই কি তোমার পক্ষে উচিত হইতেছে না?

হে জীবনৈকবন্ধো! ইতঃপূর্ব্বে যখন অতিনির্ম্মন্থন-জাতাতিপ্রচুরতর-কালকূট-হলাহল-বিষ-প্রকর-নিকরে পরিব্যাপ্ত হইয়া, ক্ষীর-পয়োনিধির সমস্ত-জল নিতান্তই বিষময় হইয়াছিল, বিষাগ্নি-জ্বালা-প্রাচুর্য্যে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড নির্দ্দগ্ধ হইয়া, এমন কি বৈকুণ্ঠলোক-পর্য্যন্ত যখন বিষাগ্নি-জ্বালা-মালা-সমাকুলাবস্থায় প্রথমতঃ তপ্তাঙ্গারবৎ প্রতিভাত হইয়া, পশ্চাৎ ভস্মীভাব-প্রাপ্ত হইয়াছিল, তখন অনন্ত-কোটি-তালোত্তাল-বিষ-জলতরঙ্গাঘাতে সেই সমস্ত-ভস্ম-রাশি বিধৌত হওয়ায়, সমগ্র-ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলটী একটী দগ্ধ-কূর্ম্ম-পৃষ্ঠের আকার ধারণ করিয়াছিল, সুতরাং সেই সময়ে বিশ্ব-গ্রাসী তাদৃশ-বিষ-জলোর্ম্মি-বেগ-বশে বিপুল-বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যে অপ্যয়-বিনাশ-মরণ সমুপস্থিত হইয়াছিল, তাদৃশ অপ্যয় হইতে অবশ্য সর্ব্ব-সাধারণভাবে হইলেও, "পরম্পরয়াপিচ ত্বয়ৈব তদা বয়ং

রক্ষিতাঃ স্ম।” “পরম্পরয়াপি” একথা, বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, যদিচ তৎকালে সর্ব্ব-সাধারণভাবে সর্ব্ব-জগদ্-ব্রহ্মাণ্ডের পরিরক্ষণকল্পে তোমা-কর্ত্তৃক সেই অব্ধিজ-বিষ অঞ্জলি-সাহায্যে পীত হইয়াছিল, তথাপি সর্ব্ব-পর্ব্বত-কুল-জীবনরূপ-মেরু-মন্দর-মৈনাক-মলয়-হিমালয়াদি-ধরাধর-প্রবর-নিকরের, তথা তত্তদ্-ভূধর-কুল-পতি-শেখর-মণি-সকলের পুত্র-কলত্র-বাল-বৎস-পশু-বিত্তাদি-সংরক্ষণ-দ্বারা সর্ব্ব-পর্ব্বত-রক্ষণ-প্রযুক্ত আমরাও পরম্পরা, বা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধেও যে সংরক্ষিতা হইয়াছিলাম, তাহা কি মিথ্যা, বা অস্বীকার্য্য হইতে পারে?

এইরূপ আমি তোমারই সন্তোষ-সম্পাদন-কল্পে হিম-নগ-গহনে বাস-পূর্ব্বক যখন দুশ্চর-তপশ্চরণে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলাম, তৎকালেও ত অতীব-দুঃসহ-শীত-বাতাতপ-ক্ষুধা-পিপাসা, কিম্বা ব্যাল অর্থাৎ মহাসর্প, বিবিধ-হিংস্র-জন্তু, মহারাক্ষস, মুষল-ধারাকারে ইন্দ্রকৃত-বৃষ্টি-লক্ষণ-বর্ষ, মারুত, বা হিম-করকা-বর্ষী প্রচণ্ড-ঝঞ্ঝাবাত, বৈদ্যুতানল, বা ইন্দ্র-কৃত-বর্ষাকালীন-বজ্রক্ষেপণ, অন্যান্য অনেকানেক অরিষ্ট অশুভাদি উৎপাত, উপদ্রব, উপসর্গ, ময়দানবাত্মজ-ব্যোমাদি অসুর-গণ-কৃত উপদ্রব, তথা “বিশ্বতঃ অন্যস্মাদপি সর্ব্বতো ভয়াৎ তত্তদুপদ্রব-নিবারণাদিনা” হে ঋষভ! পুরুষ-শ্রেষ্ঠ! তুমি আমাকে বারম্বার রক্ষা করিয়াছিলে। কিন্তু, হে প্রিয়! আমি উক্তরূপে তোমা-কর্ত্তৃক সর্ব্ববিধ-বিপৎ, বা ভীতি হইতে বিশেষভাবে রক্ষিতা হইয়াছি বলিয়াই, তোমাকে বিশ্ব-রক্ষক-বিশ্ব-প্রাণ-স্বরূপে অবগতা হইয়া, সম্প্রতি ত্বদীয় এই রাস-লীলা-মহোৎসবে তোমারই অভিপ্রায়ানুসারে নিজ আত্মাকে নব-লক্ষ-ভাগে বিভক্ত করিয়া, ত্বদেক-প্রাণতানিবন্ধন আমরা সম্প্রতি তোমা-কর্ত্তৃক প্রজ্বালিত-পঞ্চশর-শরানল-জ্বালোপশমার্থ তোমারই নিকটে আগতা হইয়াছি সত্য; কিন্তু তুমি ত দেখিতেছি, আমাদিগের তথাভূত-পঞ্চশর-শরানল-জ্বালোপশান্তির জন্য সহায়তা করা দূরে থাকুক, স্ব-বিরহানল-জ্বালা-সাহায্যে তদপেক্ষাও কোটিগুণ অধিক-পরিমাণে আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ নির্দ্দয়ভাবে অতিশয়রূপে নির্দ্দগ্ধা করিতেছ; সুতরাং তোমার এতাদৃশী-কার্য্য-প্রণালী-দর্শনে বিস্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান হইতেছে যে,

তুমি বিশ্বস্তজনের বিঘাত হইতেও কিছুমাত্র ভীত নহ। ফলবলবশে অধুনা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আমরা এরূপে তোমার আনুগত্য, বা বশ্যতা-স্বীকার-পূর্ব্বক ত্বদ্‌গত-প্রাণ হইয়া, তোমার জন্য এই রাত্রি-কালে বনে বনে বিচরণ করিতেছি, আর তুমি যে এরূপে আমা-দের প্রতি নির্দ্দয়ভাবে উপেক্ষা-প্রদর্শন করিতেছ, ইহা কদাপি তোমার ন্যায় ভক্তবৎসল, অনুগত-পালক, মহাপ্রেমিক, মহারসিকশেখরেশ্বর-জনের পক্ষে সমুচিত-রূপে বিবেচিত হওয়া উচিত নহে।

অনন্তর বক্তৃভূতা-স্বতন্ত্রা অপরাপর-বহু-পার্ব্বতীদেবীর মধ্যে কোন কোন পার্ব্বতীদেবী শ্রীশঙ্করদেবের "অয়ি! শশ্বদসমীক্ষ্যভাষিণ্যঃ! পার্ব্বত্যঃ! তিষ্ঠত, সর্ব্বানন্দ-কন্দঃ, সচ্চিদানন্দঃ, বিমল-বিজ্ঞান-ঘন-রসভূতঃ, কেশব-বাসবাদি-দেব-বরানন্দ-কারকঃ, সদা সর্ব্বাবভাসকোঽপ্যহং স্ত্রী-বধ-পাতকী, বিশ্বস্ত-ঘাতী চ যুষ্মাভির্নির্দ্ধারিতঃ, তদিতো নিঃসৃত্য রহসি ক্বচিদেবং স্থাস্যামি, যথা জন্মমধ্যে সকৃদপি মদ্দর্শনং ন প্রাপ্স্যথ", এইরূপ অতিভীষণোক্তি আশঙ্কা করিয়া, অনুতপ্ত-হৃদয়ে শ্রীশঙ্করদেবকে প্রসাদিত করিবার জন্য গত-কল্পীয়-কৃষ্ণ-কৃত-রাস-লীলা-গাথা-স্মরণ-পূর্ব্বক স্তুতি-ছলে এইকথা বলিলেন যে, হে প্রিয়তম! তুমি ত নিশ্চিতই গোপিকা-নন্দন-কৃষ্ণ নহ যে, অন্তর্হিতাবস্থায় আমাদিগের প্রতি এরূপে ক্রোধ-প্রদর্শন করিতেছ। হে প্রাণ-বল্লভ! বেদে, পুরাণে, মুনি-মুখে, বিবিধ-দর্শনে ও মহর্ষি-মুখ-নির্গত-বচন-শ্রবণে আমরা সবিশেষ অবগতা হইয়াছি যে, তুমি অখিল-নিখিলদেহী, বা জীবজন-গণের অন্তরাত্মা, অন্তঃকরণ-প্রেরক-দৃগ্‌-দ্রষ্টা, বা অন্তর্যামিরূপে অবস্থিতি করিতেছ। অতএব তুমিই আমাদিগের হৃদয়-দেশে অবস্থিতি-পুরঃসর আমাদিগকে বাগ্‌-ব্যাপারে যেরূপে প্রেরণাযুক্তা করিতেছ, তদনুসারেই আমরাও তোমার প্রতি উক্তরূপে বাক্য-প্রয়োগ করিতেছি; সুতরাং আমাদিগের প্রতি এরূপে কুপিত হওয়া, তোমার পক্ষে উচিত হইতেছে না, আমরা প্রার্থনা করিতেছি যে, হে দেব! তুমি আমা-দিগের প্রতি প্রসন্ন হও।

কিঞ্চ, বিশ্ব-গুপ্তি-বিশ্ব-পালনার্থে বিখনাঃ ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রার্থিত

হইয়া, "সাত্বতাং কুলে" যদু-বংশে জন্ম-গ্রহণ-পূর্ব্বক গোপেশ্বরী-যশোদার গর্ভোদয়-শৈল হইতে উদিত আবির্ভূত হইয়া, অল্প-বয়স্কতা-প্রযুক্ত বাল্য-চাপল্যের অপগম না হওয়ায়, বাল্য-ক্রীড়াময়-ভাবের অনু-বর্ত্তন-পুরঃসর ব্রজ-গোপিকাগণের সহিত সখিতা-সূত্রে সম্বদ্ধ হইলেও, কোন কোন সময়ে সেই সকল-গোপীকে পরিত্যাগ করিয়া, গোপিকা-নন্দন-কৃষ্ণ অন্তর্হিত হইতেন বটে; এবং রাসাদি-লীলা অবসরে পরিত্যক্তা সেই সকল-গোপীর দুর্দ্দর্শনীয়া-দুঃখ-দুর্দ্দশা-দর্শন করিয়াও, স্বয়ং তত্তদ্-বন-কুঞ্জ-কাননান্তরালে লুক্কায়িতভাবে অবস্থিতি করিতেন বটে; কিন্তু হে নাথ! তুমি ত কখনও যদুকুলে জন্ম-গ্রহণ কর নাই, তুমি ত কখনও যশোদার কুক্ষি-দেশে জাত, বা তদীয়-গর্ভোদয়-শৈল হইতে আবির্ভূত হও নাই। পক্ষান্তরে হে রমণ! তুমি ত চিরদিনই জন্মাদি-ষড়্‌বিধ-ভাব-বিকার-বর্জ্জিতাবস্থায় সর্ব্ব-জাতীয়-প্রাণিগণের হৃদয়-গুহ্য-দেশে অন্তর্যামি-স্বরূপেই অবস্থিতি করিয়া থাক। অহো! বুঝিয়াছি, তুমি গোপিকানন্দন না হইয়াও, অখিল-দেহিনাং অন্তরাত্মা অন্তঃকরণ-প্রেরকঃ দৃগ্-দ্রষ্টা চ", তথা অন্তর্যামিরূপে অবস্থিতি কর বলিয়াই বুঝি, এরূপে আমাদের দুঃখে উপেক্ষা-প্রদর্শন করিতেছ? কেন না? সর্ব্বান্তর্যামি-রূপে যিনি শাস্ত্রে বিতর্কিত হইয়াছেন, "স এব জীবানাং সুখং, বা দুঃখং পশ্যন্নপি তদন্তঃ সুখং বসতি।"

হে মহাভুজ! তুমি কি অধুনা সেই নিজ উদাসীন-শিরোমণি অন্তর্যামি-রূপে অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? যদি তোমার মনে এইরূপ ইচ্ছাই ছিল, তবে হে প্রাণেশ্বর! এরূপে রাস-মণ্ডল-নির্ম্মাণ করিয়া, আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া, তোমার এখানে উপস্থিত হইবার আবশ্যক কি ছিল? এবং এইরূপে এখানে নিজ আবির্ভাব সাধনের অনন্তর আমাদিগকে অসহায় অবস্থায় রাত্রিকালে নির্জ্জন-বন-প্রদেশে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পুনশ্চ নিজ-তিরোভাব-সম্পাদনেরই বা কারণ যে কি? তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও। কিঞ্চ, হে কান্ত! যদিচ তুমি স্বতঃ সর্ব্বত্র ঔদাসীন্য-প্রযুক্ত পরমাত্ম-স্বরূপেই অবস্থিত, তথাপি ইতঃপূর্ব্বে পরকীয়-দুঃখ-লব অল্প-মাত্র-দুঃখ-দুর্দ্দশা-দর্শনে যেরূপ তোমার

চিত্ত ক্ষিপ্র-গতি দ্রবীভাব প্রাপ্ত হইত, অধুনা কি তোমার পর-দুঃখ-কাতর সেই চিত্ত পর-দুঃখ-দুর্দ্দশা-রাশি-দর্শনেও তদনুরূপ-ক্ষিপ্র-গতি না হউক, মন্দগতি ও দ্রবীভাব প্রাপ্ত হইবে না ? হায় ! তোমার সেই পর-দুঃখ-লব-দর্শনোত্থা-দ্রুত-চিত্ততা কি আমাদেরই দুর্ভাগ্যক্রমে অধুনা একেবারে তিরোহিতা হইয়াছে ? হে দয়িত ! যদিচ আমরা অবগতা আছি যে, তুমি সর্ব্ব-জীব-দেহে অন্তরাত্মা, অন্তঃকরণ-প্রেরক, দৃগ্-দ্রষ্টা, অন্তর্যামী, স্বতঃ সর্ব্বত্র ঔদাসীন্য-নিবন্ধন পরমাত্ম-স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছ, তথাপি কেন যে আমরা তোমার প্রতি তাদৃশ-দুষ্ট, বা রুক্ষ-বচন-নিচয়-কথন করিয়াছি, তৎপ্রতি কারণ-প্রদর্শন-কল্পে সত্য-স্পষ্টবাক্যে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, হে প্রাণ-বল্লভ ! তুমি আমাদের এই দারুণ-দুঃখ-দুর্দ্দশা-দর্শন করিয়াও, যে ভাবে উপেক্ষা-প্রদর্শন-পূর্ব্বক মৌনাবলম্বনে সুখ-স্বচ্ছন্দতার সহিত কালাতিপাত করিতেছ, সুর-নর-তির্য্যগাদি-সর্ব্বজাতীয়-জীব-সমাজ-মধ্যে এমন কোন একজন-ব্যক্তিও বিদ্যমানা নাই, যিনি স্বীয়-প্রেয়সী-বর্গের এবম্বিধ দারুণ-দুঃখ-দুর্দ্দশা-দর্শন করিতে সমর্থ হইতে পারেন ।

কিঞ্চ, হে সখে ! প্রচুরতর-তপোমুল্যে ক্রয়, তথা পরিণয়-সাহায্যে গ্রহণ-পূর্ব্বক তুমি আমাদের সহিত দম্পতী-জনোচিত-তাদৃশ-সখ্য-স্থাপন করিয়াছ বলিয়াই, তৎকর্ত্তৃকই সখ্য-রস-সিন্ধু-গর্ভে নিমজ্জিতা হইয়া, আমরা সখিতানুসরণে নিঃসঙ্কোচে প্রণয়-কোপভরে অভিমানবশে তোমার প্রতি তাদৃশ-রুক্ষ-বচনের প্রয়োগ করিয়াছি সত্য ; কিন্তু হে দয়ালো ! এই অপরাধেই কি তুমি আমাদিগকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিবে ? হে করুণা-বরুণালয় ! বেদে, পুরাণে, মুনি-মহর্ষি-মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, শ্রীমন্মহেশ্বর-স্বরূপে তুমিই স্ব-সৃষ্ট-বিশ্ব-প্রপঞ্চের বিবর্দ্ধন-কল্পে ব্রহ্মাকে নিযুক্ত করিয়া, করুণাময়-সাগরতা-প্রযুক্ত পশ্চাৎ বিশেষরূপে বিবর্দ্ধিত-বিশ্বের পরিপালনার্থ বিষ্ণুদেবকে পালক-পদে অভিষিক্ত করিয়াছ ; সুতরাং প্রশ্ন হইতেছে যে, হে কৃপালো ! আমরা কি তোমার সৃষ্ট-বিশ্ব-প্রপঞ্চের মধ্যবর্ত্তিনী নহি ? তোমার প্রেয়সীভূতা হইয়াও কি আমরা তোমারই কৃপা-সাহায্যে পরিপালনীয়া নহি ? হে

কৃপাময়! অন্ততঃ বিশ্ব-বাসিনীরূপে সাধারণভাবেও কি তুমি নিজ-গুণে কৃপা-প্রদর্শন-দ্বারা অস্মৎকৃত অপরাধ-সহস্র-মার্জ্জনা করিয়া, আমাদের পরিপালন কর্ত্তব্য বলিয়া, মনে করিতেছ না? হে দয়ালো! তুমি স্বয়ং ভক্ত-বৎসল হইয়াও কি অবসরানবসর-বিবেচনা-পরিহার-পূর্ব্বক ত্বদীয়-প্রিয়তমা-ভক্তা-বোধে আমাদিগকে এই মহাবিপৎ-সাগর হইতে সমুদ্ধৃতা করিবে না? হে ভগবন্! সর্ব্বজ্ঞ! তুমি সর্ব্ব-জীবের সর্ব্ববিধ-হৃদয়ভাব অবগত হইয়াও কি আমাদিগের এই হৃত্তাপ-বৃত্তান্ত অবগত হইতেছ না? অথবা না, না, তাহাও কি কখন হইতে পারে? যিনি অখিল-জীবের অন্তরাত্মদৃক্, তাঁহার পক্ষে নিশ্চিতই পর-দুঃখ-জ্ঞান কদাপি অসম্ভবপর হইতে পারে না।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

অনন্তর শ্রীশঙ্করদেবের "ননু ভোঃ প্রিয়ভাষিণ্যঃ! যুষ্মাকং প্রণয়-কোপোক্তি-পীযূষ-পানার্থমেবান্তর্হিতং, তদধুনা লব্ধাভীষ্টোঽস্মি, যথেষ্টং বরং বৃণুত", এইরূপ প্রসাদোক্তি-সম্ভাবনা করিয়া, হৃদয়াশ্বাস-সহ পৃথক্ পৃথগ্‌রূপে সেই সকল-পার্ব্বতীদেবী করিষ্যমাণ-প্রার্থনা-পরায়ণ-মানসে পুনশ্চ স্তুতি অভিপ্রায়ে এইকথা বলিলেন যে, হে মহাভুজ! তোমার প্রভাব অপরিসীম এবং ত্বদীয়-প্রভাবের অনন্ততা-প্রযুক্ত এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, সর্ব্ব-দেব-সমাজে, বা সুর-কুলে তুমিই একমাত্র সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ তোমা অপেক্ষা অধিক-প্রভাবশালী, বা তোমার সমান-প্রভাব সম্পন্ন অন্য কোন দৈবত-প্রবরের অস্তিত্ব বেদে, পুরাণে, বা শাস্ত্রান্তরে অবগত না হওয়ায়, একমাত্র তুমিই সর্ব্ব-সুরাসুর-নর-কিন্নর-সাগর-ভূধর-ভূচর-খেচর-জলচর-বর-নিকর-কর্ত্তৃক সর্ব্বভাবে সর্ব্ব-সময়ে স্তবনীয়; সুতরাং সর্ব্ব-সুরাসুরাদি-জীব-সমাজ একমাত্র তোমারই বিরাট্-কলেবরে নিজ-নিজ অন্তঃপাত অন্তর্ভাব-সংবিধান-পূর্ব্বক স্ব-স্ব-দৈন্য-নিবেদন-পুরঃসরই আত্মীয়-ন্যূনতোক্তি-সাহায্যে সর্ব্বজ্ঞ-সর্ব্ববিৎ-প্রভৃতি-বিশেষণ-সন্নিবেশ-দ্বারা তোমারই স্তুতি করিয়া থাকেন।

হে সর্ব্বদেববর! যদিচ আমরা সম্প্রতি তোমার নিকটে চারিটী বর-প্রার্থনা করিবার জন্য সমুদ্যতা হইয়াছিলাম, তথাপি বক্ষ্যমাণ-প্রার্থনা-চতুষ্টয়-বিষয়িণী-বাণী-কীর্ত্তন করিবার পূর্ব্বেই অনন্তরাতীত-গ্রন্থে সন্নি-বিষ্ট-স্তুতি-কথার প্রকারান্তরে আলোচনা করিবার অভিলাষ হৃদয়ে সহসা জাগরূক হওয়ায়, আমরা পুনরপি তদ্বিষয়ক অনুশীলনে প্রবৃত্তা হইয়া, বোধ করি, কোনরূপ দোষ-দ্বারা আক্রান্তা হইব না। হে সর্ব্ব-দেব-বর-বরেণ্যতম! তুমি যখন দেব-দানব-মানবাদি-কর্ত্তৃক সর্ব্বজ্ঞ-সর্ব্ববিৎ-প্রভৃতি-বিশেষণ-দ্বারা বিশিষ্টরূপে সংস্তুত হইয়াছ, "অতএবাস্মাকং ইদং

হৃত্তাপ-বৃত্তং সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিত্তবান্ জানাত্যেব ;” সুতরাং আমাদিগের হৃদয়-তাপ-বৃত্তান্ত তোমার নিকটে বহু-বর্ণনা-সাহায্যে বিবৃত না হইলেও, সম্প্রতি কোনরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। হে প্রাণাধিক! এই হিমালয় খণ্ডে যমুনোত্তরী-প্রদেশে তোমার অবতার, অবতরণ, বা লীলার্থে শুভাগমনের কারণানুমানাবসরে অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে, তুমি তোমার ভক্ত-মদীয়-পিতা-হিমালয়ের, কিম্বা তদীয়া অর্দ্ধাঙ্গিনী অস্মদীয়া-মাতা-মেনকাদেবীর মানসিক-বর-প্রার্থনা, বা কন্যা-পতিত্ব-প্রার্থনা-বশতঃ স্বীয়-ভক্ত-কুলতিলকভূত এই গিরিরাজ-হিমালয়ের প্রদেশ-বিশেষে যখন উদিত, বা অবতীর্ণ হইয়াছ, তখন এতাদৃশোদিতত্ব-মাত্র-নিবন্ধনই অনবসর হইলেও, যদি তোমা-কর্ত্তৃক ভক্ত-কুল অবশ্য পরিপাল্য হন, তবে তৎ-সম্বন্ধ-প্রযুক্ত, অথবা ত্বৎ-প্রিয়াত্ব-প্রযুক্ত আমরাই বা অবসরাপেক্ষা-রহিতভাবে তোমা-কর্ত্তৃক সর্ব্বথা পরিপালনীয়া না হইব কেন? অতএব হে হৃদয়াধিনাথ! সম্প্রতি তুমি আমাদিগকে স্বীয়-বিরহ-দাব-দহন-জ্বালা-মালা-সাহায্যে বিশেষরূপে দগ্ধা করিয়া, যেরূপ দুর্দ্দর্শনীয়-দুঃখ-দৈন্য-দুর্দ্দশার অন্ধকারময়-গভীর-গহ্বরে বিনিপাতিতা করিয়াছ, এরূপ অবসরও যদি আমাদের পরিপালনকল্পে তোমার পক্ষে বাঞ্ছনীয় পরমাবসররূপে বিবেচিত, বা পরিগণিত না হয়, তবে হে নাথ! আমরা আর অপরবিধ-কীদৃশ অবসরে তোমার নিকটে নিজ-নিজ-পরিপালনের আশা করিব?

হে প্রিয়! যদি তুমি বল যে, “ননু যূয়ং ন মদ্ভক্তাঃ”, তবে আমরা এই কথা বলিতে পারি যে, যদি তুমি আমাদিগকে ভক্ত বলিয়া, মনে নাই কর, তথাপিও আমরা যে তোমার পরিপাল্যা, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ, সম্প্রতি সদেবাসুর-নর-গিরি-সমুদ্রাদি-সর্ব্ব-জগদ্-ব্রহ্মাণ্ডই যে তারকাসুরের করাল-কবলে নিপতিত রহিয়াছে, তাহা সর্ব্ব-লোক-প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এই তারকাসুরের বধ-সাধন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র ও চন্দ্রাদি-দেব-শ্রেষ্ঠগণেরও সাধ্যায়ত্ত নহে। হে কান্ত! একমাত্র ত্বদ্-বীর্য্য-সম্ভূত-সপ্ত-দিবস-বয়স্ক-বালকের দ্বারা এই তারকাসুরের বধ পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়, শ্রীকমলাসন-কেশব-বাসবাদি-বিপন্ন-দেবগণ-কর্ত্তৃক

নিশ্চিতই সর্ব্ব-বিশ্বের পরিপালনার্থে তোমার নিকটে অস্মৎ-পাণি-গ্রহণ-কল্পে বিবিধ অনুরোধ, অনুনয়, আবেদন, নিবেদন ও প্রার্থনা-পুরঃসর উদ্‌যোগায়োজন-সহকারে অস্মৎ-পরিণয়-মহোৎসব সুসম্পাদিত হইয়াছিল। হে কান্ত! তুমি যখন তারকাসুরের করাল-কবল হইতে বিশ্ব-সংরক্ষণাভিপ্রায়ে বিখনো-ব্রহ্ম-বাসব-কেশবাদি-দেব-বৃন্দারক-কর্ত্তৃক "তস্মাদ্ বিশ্ব-হিতায় ত্বং, দেবানাঞ্চ জগৎপতে। পরিগৃহ্লীষ্ব ভার্য্যার্থে, বামামেনাং সুশোভনাম্। যথা পদ্মালয়া বিষ্ণোঃ, সাবিত্রী চ যথা মম। তথা সহচরী শম্ভো! যা স্যাৎ তাং গৃহ্ণ সম্প্রতি। অনয়া ত্রিজগদ্ধাত্র্যা, পত্ন্যা ত্বং জগদীশ্বর। পাহি সর্ব্বমিদং বিশ্বং, সুতানুৎপাদ্য শঙ্কর।" ইত্যাদিরূপে অর্থিত প্রার্থিত হইয়াছ, তখন তোমার "বিশ্ব-গুপ্তয়ে" অর্থাৎ বিশ্ব-পরিপালনার্থ মদ্-গর্ভে পুত্রোৎপাদন-পূর্ব্বক তদ্দ্বারা তারকাসুরের হনন অভিপ্রেত হইলে, উৎপৎস্যমান-পুত্র-কার্ত্তিকেয়ের অধরারণি-স্বরূপে, বা বিশ্বান্তর্ব্বর্ত্তিতা-নিবন্ধনও ত অধুনা আমরা ভক্তা না হইলেও, তোমা-কর্ত্তৃক অবশ্য পরিপালনীয়া হইতেছি।

কিন্তু, হে নাথ! আমরা যে তোমার কেবলমাত্র ভক্তজন, তাহা নহে; পরন্তু বাস্তবিক-পক্ষে বলিতে হইলে, বলিতে হইবে যে, "ভক্তে-ষ্বপি ভাব-বিশেষভাজো বয়ং; সুতরাং "অবসরে অনবসরেঽপি ভবতা বিশেষতঃ পরিপাল্যা এব, ইতি ত্বৎ-প্রিয়াণামপ্যস্মাকং স্ব-প্রতিপালন-প্রার্থনায়াং অবসরাপেক্ষা ন যুক্তা, ন চ শোভতে।" অথবা হে সখে! ত্বদীয় এই বিশ্ব-পরিপালন, কিম্বা ভক্ত-সংরক্ষণ-কার্য্যটী তোমার ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানের পরিচায়ক ভিন্ন, অপর কিছুই নহে; সুতরাং এরূপ অবস্থায় স্বীয় ঐশ্বর্য্যের অক্ষুণ্ণতা-পরিপূর্ণতা-সম্পাদন-কল্পেও আমাদিগের ন্যায় ভক্ত-প্রেয়সীবর্গের সংরক্ষণার্থ সত্বর অগ্রসর হওয়াই, তোমার পক্ষে একান্ত উচিত হইতেছে। হে সর্ব্বৈশ্বর্য্যভূতাবাস! মুন্যাদি-মুখতঃ ত্বদীয়-নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য-বার্ত্তা, তথা অপার-মাহাত্ম্য-গাথার বারম্বার সবিশেষ-শ্রবণ সত্ত্বেও, সম্প্রতিতন-কালে তোমারই নিজ-ভাব, বা ইচ্ছানুরূপ্য-প্রযুক্ত শ্রীগোপিকা-গোপ-পত্নী, বা ধরাধর-প্রবর-গোপ-রাজ-হিমালয়ের প্রিয়তমা-মহিষী-শ্রীমতীমেনকাদেবীর নন্দনতাময়, অর্থাৎ সাক্ষাৎ জামাতৃত্ব-রূপে,

কিম্বা কন্যা-দান-কর্ত্তা হিমালয়ের অর্দ্ধাঙ্গিনীরূপে পুত্রতামযতা-নিবন্ধন এই যে কেবল-মাধুর্য্যময়-ভাব অনুভূত হইতেছে, তোমার এই শ্রীগোপিকানন্দনতাময়-কেবল-মাধুর্য্যময়-ভাবের অনুভব-বশতঃ অধুনা আমাদের মনে হইতেছে যে, তোমার সেই এই সর্বৈবিশ্বর্য্য-পূর্ণ-ভাণ্ডার-টীকে ইদানীং যাচক-রীতি অনুসরণে অর্থাৎ যাচকগণ যাচনাদ্বারা উপার্জ্জিত-যাবতীয়-ধন-সম্পত্তি যেমন নিজাভীষ্ট-সাধনমাত্রে নিযোজিত করিয়া থাকে, সেইরূপ তুমিও অপর কোন গূঢ়তর-নিজাভীষ্ট-সাধন-মাত্রার্থে নিযোজিত করিয়াছ। এই জন্যই সম্প্রতি বলিতে হইতেছে যে, হে প্রাণেশ ! "অন্তরাত্ম-দৃগপি ভবান্ প্রদর্শিতয়া-রীত্যা শ্রীগোপিকা-নন্দনো ন ভবতি খলু ? অপিতু ভবত্যেব।

অথবা ঈর্ষ্যার-সহিত শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ কহিলেন যে, গোপিকা অস্মৎ-পরিপালিকা-প্রসূতিকা-হিমপর্ব্বত-মণ্ডলেশ্বরী-শ্রীমতী-মেনকাদেবীর পর-দুঃখ-লব-মাত্র-দর্শনে দ্রুত-চিত্ততা, বা পরম-দয়ালুতা নিখিল-জন-বিদিতা হওয়ায়, অথচ তোমার এতাদৃশ-নিষ্ঠুরতা-দর্শনে আমাদিগের মনে হইতেছে যে, তাদৃশী-মেনকাদেবীর পূর্ব্বোক্তরূপে নন্দনের উপযুক্ত অধিকার-লাভে তুমি অদ্যাপি সম্যক্রূপ-সামর্থ্য, বা কুশলতার্জ্জনে মনোযোগী না হইয়া, কেবলমাত্র স্বতঃ সর্ব্বত্র ঔদাসীন্য-প্রযুক্ত নিখিল-দেহি-গণের অন্তরাত্মদৃক্, বা পরমাত্ম-স্বরূপে অবস্থিতি করিতে নিতান্তই অভ্যস্ত হইয়াছ। এইরূপ ইহাও নিশ্চিত যে, ব্রহ্ম-ভক্তি-বশীকৃততা-প্রযুক্তই তুমি নিজেচ্ছা না থাকিলেও, শ্রীগোপিকা-নন্দনতা-ব্যাজে পুত্রোৎপাদন-দ্বারা বিশ্ব-গুপ্তি অভিপ্রায়ানুসরণে এই স্থানে প্রকটরূপে অবস্থিতি করিতেছ।

অপিচ, হে সতী-সখ ! তোমার আমার মধ্যে বাল্য-ক্রীড়ানন্দ-রস-ময়-ভাবাদির অনুবৃত্তি সম্ভবপরা না হইলেও, মদীয়-পূর্ব্ব-গৃহীত-সতী-শরীরে তোমার আমার মধ্যে পতি-পত্নী-ভাব, বা প্রেমময়-দাম্পত্য-প্রণয়-বন্ধন-বশতঃ যে মধুরতর-সম্বন্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, তাদৃশ-সম্বন্ধ-জনিতা-সখিতাও আমাদের মধ্যে অধুনাপি পূর্ব্ববৎ প্রাপ্তারূপেই বিদ্য-মানা রহিয়াছে এবং বর্ত্তমান-শরীরে পিতৃদেব-কর্ত্তৃক ত্বদীয়-পরিচর্য্যা-

কার্য্যে নিযুক্তা হইয়া, মদন-দহনের পূর্ব্বকাল-পর্য্যন্ত একাশ্রমে বাস-বশতঃ আমাদের মধ্যে যে পরস্পরানুরক্তি-স্নেহ-সখ্য-সৌহার্দ্দ, বা সখিতা উপস্থিতা হইয়াছিল, সেই সখিতাদিও ত এখনও আমাদের মধ্যে অনুবৃত্তিশালিনীরূপে অবস্থিতি করিতেছে; সুতরাং হে হৃদয়াধিনাথ! আমাদের পরস্পরের মধ্যে অদ্যাপি অনুবৃত্তিশালিনী সেই সখিতা-সমাশ্রয়ণেও ত "ইদানীমপি" আমরা অবশ্যই তোমা-কর্ত্তৃক পরিপালনীয়া হইতেছি।

অথবা হে অসখে! প্রতিকূল! খলু-বিতর্ক-সমাশ্রয়ণে আমরা এরূপও বলিতে পারি যে, "ভবান্ শ্রীগোপিকানন্দনো ন ভবতি, তত্র তৎ-সম্বন্ধেন অস্মাকমুপেক্ষানুপপত্তেঃ, তথাখিল-দেহিনামন্তরাত্মদৃগপি ন ভবতি, তত্রাস্মদ্দুঃখ-জ্ঞান-সম্ভবাৎ, নচ ব্রহ্মণা বিশ্ব-গুপ্তয়ে অর্থিতঃ, তত্রাস্মাকমপি রক্ষায়া যোগ্যত্বাৎ, তথা সাত্বতাং ভক্তানাং কুলে চ ভবান্ নোদেয়িবান্, তত্র তৎ-সম্বন্ধেন নিরুপাধি-কৃপালুতা-সম্ভবাৎ।" অর্থাৎ হে হৃদয়েশ! তুমি যদি প্রদর্শিত-প্রকারে শ্রীগোপিকানন্দন হইতে, তবে তুমি তৎ-সম্বন্ধ-প্রযুক্ত কখনই আমাদিগের প্রতি উপেক্ষা-প্রদর্শন করিতে পারিতে না, তথা তুমি যদি নিখিল-জাতীয়-জীব-গণের অন্তরাত্মদৃক্ হইতে, তবে তোমার হৃদয়ে অস্মদ্দুঃখ-জ্ঞান সম্ভবপর হওয়ায়, পর-দুঃখ-কাতরতা-প্রযুক্ত অবশ্য তুমি আমাদের দুঃখ-মোচনে অগ্রসর হইতে, তথা তুমি যদি ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক বিশ্ব-গুপ্ত্যর্থে প্রার্থিত হইতে, তবে তুমি অবশ্যই আমাদেরও রক্ষণের যোগ্যতা উপলব্ধি করিতে পারিতে, তথা তুমি যদি পূর্ব্ব-বিবরণানুরূপ ভক্তকুলে সমুদিত হইতে, তবে ভক্ত-সম্বন্ধ-প্রযুক্ত তোমার নিরুপাধি-কৃপালুতার পরিচয়-প্রাপ্তি আমাদের পক্ষে অবশ্য সম্ভবপরা হইত, সন্দেহ নাই।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

ভো ভোঃ প্রিয়ভাষিণী-পার্ব্বতীদেবীগণ! তোমাদের প্রণয়কোপোক্তি-পীযূষপানার্থই আমি তোমাদের নিকট হইতে অন্তর্হিত অবস্থায় সম্প্রতি একাকী নির্জ্জনে বাস করিতেছি। কিন্তু, হে প্রিয়ভাষিণ্যঃ! আমি যে উদ্দেশ্য-সাধনাভিপ্রায়ে তোমাদিগের পরমানন্দপ্রদ-লীলা-রঙ্গসহকৃত-সঙ্গ হইতে বিযুক্ত হইয়াছি, আমার সেই উদ্দেশ্য সম্প্রতি সুসিদ্ধ হইয়াছে। আমি তোমাদিগের শ্রীমুখপঙ্কজ-বিনির্গতা-মধুময়ী-প্রণয়-কোপোক্তি-সুধা শ্রবণপুটসাহায্যে পরিতোষ-পূর্ব্বক পান করিয়া, পরমা-পরিতৃপ্তি-লাভ করিয়াছি এবং তোমাদের প্রতি অত্যন্ত-প্রসন্ন হইয়াছি, সুতরাং তোমাদের আর কোন ভয় নাই, আমি অতীব-সন্তুষ্টচিত্তে বলিতেছি যে, তোমরা পরিতাপ-পরিহার-পূর্ব্বক নিঃশঙ্ক-হৃদয়ে আমার নিকটে অভিমত-বর-প্রার্থনা কর, এইরূপ শাঙ্করী-প্রসাদময়ী উক্তি কলকণ্ঠী-কণ্ঠস্বরসহ-মিলিত-কলকণ্ঠকণ্ঠ-নির্গতি-পঞ্চমস্বর-লহরীমধ্যে সম্ভাবনাবশে কল্পনা করিয়া, সমাশ্বস্ত-হৃদয়ে সোৎসাহে পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে অভীষ্ট-প্রার্থনা-পরবশতা-প্রযুক্ত অত্যন্ত আগ্রহভরে সেই সমস্ত-পার্ব্বতীদেবীর মধ্যে কোন কোন পার্ব্বতীদেবী হৃদয়ে অঞ্জলিবন্ধন, আকাশে দৃষ্টি-স্থাপন ও শ্রীশঙ্করদেবকে সম্বোধন-পূর্ব্বক এই সকল-কথা বলিতে লাগিলেন।

কোন কোন পার্ব্বতীদেবী বলিলেন যে, হে সুর-কুল-কমল-প্রভাকর! সংসৃতি-সংসার-ভয়-প্রযুক্ত ভীত-হৃদয়ে যাঁহারা তোমার সর্ব্ব-ভয়-বিনাশন-শ্রীচরণ-যুগল শরণ, বা আশ্রয়রূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই সকল-সার্থক-জন্ম-জনের সম্বন্ধে অভীষ্টানুরূপ-ফল-দানার্থ তুমি যে কর-কমল উত্তোলন-পূর্ব্বক অভয়-বিরচনা করিয়া থাক, যে কর-সরোরুহ-প্রসারণ-পুরঃসর সমগ্র-ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডল-মধ্য-গত-সর্ব্ব-সম্পত্তি-বশীকরণ-

প্রযুক্ত তুমি ত্রিভুবন-মহারাজ-চক্রবর্ত্তিরূপে অবস্থিতি করিতেছ, অতএব "শ্রিয়ঃ করমিব সাক্ষাৎ গৃহ্ণাতীতি" শ্রীকর-গ্রহ-কামদ-সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদ-রূপে তোমার যে কর বিশ্ব-মণ্ডলে বিপুলাতিবিপুলতরা-বিখ্যাতি-লাভ করিয়াছে, সেই কর-সরোরুহ কৃপা-পূর্ব্বক আমাদিগের শিরোদেশে অর্পণ কর। কিঞ্চ, হে কান্ত! বৃষ্ণি, মেষ-নামাপশু, রাশি-বিশেষ, লগ্ন-বিশেষ, ঔষধি-বিশেষ, বা যাদব-বিশেষ কেন? সমগ্র-জগদ্-ব্রহ্মাণ্ডের ধুর্য্য-ধুরন্ধররূপে অবস্থিত হইয়া, তুমি যখন অঙ্গুলি-সঙ্কেত-মাত্র-সাহায্যে এই সম্পূর্ণ সংসার-সাম্রাজ্যের পরিচালন-কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন করিতেছ, তখন তোমার ঐশ্বর্য্যশক্তি যে সীমা-বিহীনা, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

অতএব হে নাথ! এক্ষণে আর একথা বলা যাইতে পারে না যে, তুমি তোমার সমগ্র ঐশ্বর্য্য নিজাভীষ্ট-সাধন-মাত্রে নিযোজিত করিয়াছ, বা মনুষ্য-শরীরে বিচরণশীল-ভগবদবতারভূত-কল্পান্তরীয়-শ্রীকৃষ্ণ যেমন নিজ-গোলোকেশ্বরত্ব-দেবত্ব-গোপনাভিপ্রায়ে, অর্থাৎ যাহাতে তাঁহাকে জনসাধারণ গোলোকেশ্বর বলিয়া, মনে করিতে না পারে, এরূপভাবে, ঈশ্বরানুবর্ত্তী হইলেও, আত্মীয়-গোলোকেশ্বরত্বের প্রতি জন-সাধারণের অবিশ্বাস উৎপাদন-পূর্ব্বক কংস-দুর্যোধন-জরা-সন্ধাদির জন্ম-সিদ্ধ অসুরত্বের ন্যায় অসুরত্ব-সম্পাদন-দ্বারা "তত এব মে সৃষ্টিবৃদ্ধির্ভবিত্রী", এইরূপ ব্রহ্ম-বাঞ্ছিত-সিদ্ধ্যর্থ পরদার-পরদ্রব্য-চৌর্য্য-মাৎসর্য্য-হিংসা-দম্ভাদি-স্ব-প্রতিকূল, বা বেদ-প্রতিকূল-ধর্ম্ম অঙ্গী-কার-পুরঃসর নিজ-গোলোকেশ্বরোচিত ঐশ্বর্য্য-গোপন করিয়াছিলেন, সেইরূপ গোপন করিয়া রাখিয়াছ।

কারণ, তুমি যখন স্বতঃ সর্ব্বত্র ঔদাসীন্যরূপ-দুস্ত্যজ-স্বধর্ম্ম-পরমাত্ম-ধর্ম্ম-পরিত্যাগ না করিয়াই, যাহারা পঞ্চশর-কৃত-শর-প্রহার-ভয়ে সংসার-দুঃখ-গহন-ভয়ে ভীত-হৃদয়ে ত্বৎ-পাদ-পঙ্কজ-যুগলে শরণাপন্ন হইয়াছে, তাহা-দিগকে সর্ব্বথা অভয়-দানান্তে তাহাদিগের প্রতি পুষ্পশর-প্রহারকারী কামদেবকে খণ্ডিত করিয়া থাক, তুমি যখন যাহারা ধর্ম্মার্থার্থী হইয়া, তোমার আশ্রয়-গ্রহণ করে, তাহাদিগকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও

ভক্তি-প্রদান-সাহায্যে সর্ব্বাভীষ্ট-দান করিয়া থাক, তুমি যখন অশেষ-জগৎ-সাম্রাজ্য-শোভা-সৌন্দর্য্য-সম্পত্তি-বশীকার-দ্বারা সর্ব্ব-সম্পদধিষ্ঠাত্রী-শ্রীদেবীর নিকট হইতেও কর-ভাগধেয়-বলি-গ্রহণ করিয়া থাক, তুমি যখন "বিরচিতাভয়মিতি" মোক্ষ-প্রদত্ব, "কামদমিতি, সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদমিতি" ত্রিবর্গ-দাতৃত্ব-ভক্তি-প্রদত্ব, "শ্রীকর-গ্রহমিতি" স্বীয়-প্রেম-সাহায্যে প্রিয়-জন-বশ্যত্ব ও রসিকত্ব, "নঃ শিরসি কর-সরোরুহং ধেহি অর্পয়েতি" সরোরুহ-রূপক-সাহায্যে, বা সহজ-শীতল-মধুরত্বাদি-সাহায্যে সূচিত-স্বতঃ ফলরূপকত্ব, অথবা সংসার-সম্বন্ধি-যাবত্তয়-হারিত্ব-প্রযুক্ত অভি-হিত-শৌর্য্য-বীর্য্যবত্ব, "কান্তঞ্চ তৎ কামদঞ্চেতি" স্বতঃ সুখদত্ব ও সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদত্ব-প্রযুক্ত দাতৃত্ব, তথা সর্ব্ব-সম্পদাশ্রয়ত্ব-প্রভৃতি অনন্য সাধারণ অলৌকিক অধিকার-সকল স্বীয়-কর-সরোরুহ-গর্ভ-গত করিয়া রাখিয়াছ এবং তোমার প্রতি হেতু-রহিতভাবে পরম-ভক্তি-সম্পন্ন-মানসে একান্ত-ভক্তি-যোগ-সাহায্যে ত্বদীয়-সর্ব্ব-ব্যাপিত্ব ও সচ্চিদানন্দ-ঘন-রূপত্ব সম্যক্-রূপে তত্ত্বতঃ অনুভব-পূর্ব্বক জ্ঞানের পরিপাকাবসানে তোমাকে পুন-রপি পরিপক্ক-জ্ঞান-বিজ্ঞান-দ্বারা স্বরূপতঃ সবিশেষ অবগত হইয়া, তোমার স্বরূপে প্রবেশ-পুরঃসর যাঁহারা তন্ময়ভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে তুমি যখন অবিলম্বে মুক্তিদান করিয়া থাক, তখন তুমি যে তোমার অপরিসীম অনন্ত ঐশ্বর্য্য-রাশিকে নিজাভীষ্ট-সাধন-মাত্রে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছ, বা গোপন করিয়া রাখিয়াছ, একথার পুনরাবৃত্তি কদাপি সম্ভবপরা, বা সমীচীনা বিবেচিতা হইতে পারে না।

সে যাহা হউক, "ভক্ত্যা মামভিজানাতি, যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা, বিশতে তদনন্তরম্।" ইত্যাদি-সসাধন-নির্ব্বাণ-মুক্তির কথা রাসলীলা-প্রসঙ্গে এখানে যদি তোমার নিকটে রুচি-সঙ্গতা না হয়, তবে অবসরোপযোগী এই মোক্ষের কথা বলিতে হইলে, অবশ্য বলিতে হইবে যে, "অত্র মোক্ষোনাম,—নির্ব্বিঘ্ন-প্রেম-সম্পদ্ বৃদ্ধয়ে বিবিধ-দুঃখ-পরম্পরা-নিবৃত্তিরেব জ্ঞেয়ঃ।" নির্ব্বিঘ্ন-প্রেম-সম্পদ্-বৃদ্ধির জন্য বিবিধ-দুঃখ-পরম্পরা-নিবৃত্তিরূপ এই ব্যবহারিক-মোক্ষের

উপযোগ্য-সাধন-স্বরূপে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম-লক্ষণ-ত্রিবর্গই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তথা প্রেম-সাধনোপযোগ্যরূপে ভক্ত-জনগণের অপেক্ষা, বা ইচ্ছানুসারে ত্বদ্‌-গুণ-বর্ণনাদি অন্যান্য-বিবিধ-সাধন অভিহিত হওয়ায়, উহাদেরও প্রেমোল্লাস-জনকত্বরূপেই সাধনতা-স্বীকার করিতে হইবে।

অতএব হে কান্ত! সর্ব্ব-জগদুদয়-রক্ষা-প্রলয়কৃৎ-ত্বদীয়-নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য যখন উক্তরূপে চতুর্দ্দিকে সর্ব্বতোভাবে আত্ম-প্রভাবের বিস্তার-সাধন-পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছে, বিশেষতঃ হে সুর-কুল-পালক! তুমি যখন নিজাশেষ-মাধুরী-প্রকটন-কল্পে এই হিমালয়-খণ্ডে যমুনোত্তরী-প্রদেশে নব-নাগর-নটবর-বেশে অবতীর্ণ হইয়াছ, তখন আমরাই বা তোমার তাদৃশী-নিরুপম-সৌন্দর্য্য-লাবণ্য-লহরী-লীলা-ললিতা-লোচন-লোভনীয়া-মাধুরীর উপভোগে বঞ্চিতা হইব কেন? আশ্রয়-লাভার্থিনী হইয়া, বিমুখা হইব কেন? ত্বদীয়-সুখদত্ব-সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদত্ব যদি ত্বদনুগ্রহ-প্রাপ্ত-সর্ব্বজীবানুভব-যোগ্যরূপে বিবেচিত হয়, তবে আমরাই বা তোমার প্রেয়সী-বর্গভূতা হইয়াও, তত্তদ্রূপ অভীষ্ট, বা তদানুষঙ্গিক-সর্ব্ব-সম্পৎ-প্রাপ্তা হইব না কেন? তুমি যদি সর্ব্বজীবের পক্ষে সর্ব্বকালের জন্যই বিরচিতাভয়-স্বরূপে পরিচিত হইয়া থাক, তবে আমরাই বা তোমার "শ্রিয়ঃ করমিব গৃহ্ণাতীতি" শ্রীকরগ্রহ-শ্রীকরসরোরুহদত্ত অভয়লাভে সমর্থা হইব না কেন। কেনই বা আমরা তোমার তাদৃশ-সর্ব্ব-সম্পদাশ্রয়ত্বের অর্দ্ধাংশভাগিনী হইয়া, স্ব-স্ব অভীষ্ট-সম্পাদন-পূর্ব্বক বিরহ-ভয়-বিনাশে কুশলিনী হইব না? এবং কেনই বা তুমি আমাদের শিরো-দেশে বিরচিতাভয়-কামদ-শ্রীকর-সরোরুহ অর্পণ করিবে না?

কিন্তু, হে প্রাণবল্লভ! যদি তুমি বল যে, তোমরা যখন আমাকে স্ত্রী-বধ-পাতকী ও বিশ্বস্তঘাতী বলিয়া, নির্দ্ধারিত করিয়াছ, তখন তোমরা স্ব-স্ব-শিরো-দেশে মদীয়-শ্রীকর-সরোরুহার্পণ-জন্য-সুখ-স্পর্শ-লাভের যোগ্য-পাত্রীরূপে বিবেচিতা হইতে পার না, তবে আমরা পুনরপি বলিব, হে হৃদয়-সখে! আমরা যে তোমার শ্রীকর-স্পর্শ-লাভের যোগ্যা নহি, তাহা সত্য বটে; কিন্তু অজ্ঞানকৃত উক্তরূপ অপরাধের জন্য

ক্ষমা-প্রার্থনা-সত্ত্বেও, তুমি যখন পুনশ্চ উক্তরূপবাক্য-কথন করিয়াছ, তখন অন্য কোন উপায় না থাকা-প্রযুক্ত আমরা বলিতে বাধ্যভূতা হইতেছি যে, তুমি নিজ-মাহাত্ম্যাপেক্ষা-পরবশতা-প্রযুক্ত অস্মৎ-কৃত-সর্ব্বাপরাধ-ক্ষমাপন-পুরঃসর-পূর্ব্বানুভূত-ভাব-বিশেষ-স্মরণ করিয়া, নিজ-গুণে আমাদিগের শিরো-দেশে স্বীয়-শ্রীকর-সরোরুহ অর্পণ কর। তথা হে সুর-কুল-তিলক! তুমি আমাদিগকে এই দুস্তর-কাম-সাগর হইতে সমুদ্ধৃতা করিয়া, আমাদিগের কন্দর্প-শর-প্রহার-জনিত-ভীতি নিবারণ কর।

অপিচ, হে করুণার্ণবেশ! তুমি যখন প্রাণি-গণকে এই অপারাসার-সংসার-পারাবার-ভয় হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ, তখন কাম-কৃষ্ণসর্প-কৃত-দংশন-ভীতি হইতে আমাদিগের রক্ষা-বিধান করিতে হইলে, তোমার যে কোনরূপ আয়াস উপস্থিত হইবে না, তাহা সুনিশ্চিত। সেইজন্যই বলিতেছিলাম যে, হে দেব-কুল-ধুরন্ধর! ভক্তভাবেই হউক, প্রেয়সীভাবেই হউক, বিশ্ববাসিনীরূপেই বা হউক, কিম্বা স্বাভাবিক-নিয়মানুসারেই হউক, সর্ব্বথা আমরা যে তোমা-কর্ত্তৃক পরিপাল্যা, বা অনুপেক্ষণীয়া, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। অতএব "হে সর্ব্বজগদ্ধুরন্ধর! "সংসৃতের্ভয়াৎ তে চরণমীয়ুষাং শরণং প্রাপ্তানাং প্রাণিনাং বিরচিতং দত্তং অভয়ং যেন তৎ, তথা হে কান্ত! কামদং বরদং, তথা শ্রিয়ঃ করং গৃহ্লাতীতি তথা তৎ, তব কর-সরোরুহং সর্ব্বথাপি নঃ শিরসি ধেহি অর্পয়, তেন অস্মান্ বাঢ়মঙ্গীকুরুষ্বেতি তাৎপর্য্যম্।"

কিঞ্চ, হে নয়ন-মনোরঞ্জন! যদি তুমি বল যে, হস্তার্পণ করিতে হইলে, তোমাদের বক্ষঃ-স্থল-সমূহেই হস্তার্পণ করিব, কারণ, তোমাদের বক্ষঃস্থল-সমূহে, কিম্বা তদুপরি সঞ্জাত, হীরা-সার-রচিত-হার-সার-শোভিত, মনোহর-কনক-চম্পক-কুসুম-মালা-মণ্ডিত, চারু-চন্দন-চর্চ্চিত, নীলমণিময়-কলশ-কল্প-কঠিনতর-কুচ-নিচয়োপরি হস্তার্পণ-পূর্ব্বক ধারণ করিবার ইচ্ছা মদীয়-মানসে সম্প্রতি বিলসিতা হইতেছে, তবে হে কান্ত! তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহা যখন তুমি করিবেই, তখন আমরা আর বলিবই বা কি?

এবং করিবই বা কি ? ফল-কথা এই যে, তোমার উক্তরূপা ইচ্ছার প্রতিকূলে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে হইলে, কবি-কুল-কোকিল-কলালাপভূতা "অপ্যৌৎসুক্যে মহতি, দয়িত-প্রার্থনাসু প্রতীপাঃ, কাঙ্ক্ষন্ত্যোঽপি ব্যতিকর-সুখং, কাতরাঃ স্বাঙ্গ-দানে। আবাধ্যন্তে ন খলু মদনেনৈব লব্ধান্তরত্বাৎ, আবাধন্তে মনসিজমপি ক্ষিপ্ত-কালাঃ কুমার্য্যঃ।" এইরূপ সুন্দর-সরল-বিস্পষ্ট-সত্যাতিস্বাভাবিকী উক্তির অনুসরণ-পূর্ব্বক আমরা অত্যন্ত-লজ্জাবরণাবৃত-মানসে অবশ্যই বলিব, "নহি নহীতি।"

অর্থাৎ হে কান্ত! সম্প্রতি আমরা-কন্দর্প-কৃত-শর-প্রহার-ভয়ে ভীত-হৃদয়ে কুসুম-শয়ন-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কাম-কৃষ্ণসর্প-দংশন-সমুত্থ-প্রসরণশীল-বিষ-জ্বালোপশমার্থ নব-নলিনী-দল-সাহায্যে কল্পিত-স্তনাবরণে বনে বনে বিচরণ করিতেছি, এরূপ অবস্থায় তুমি যদি পৃথক্ পৃথগ্‌রূপে আমাদের বক্ষোদেশে, কিম্বা বক্ষোজ-নিচয়ে হস্তার্পণ-পূর্ব্বক ধারণ কর, তবে নব-নলিনী-দল-সাহায্যে কল্পিত-স্তনাবরণাপসরণ-ভয়ে তন্নিবারণার্থ অবশ্যই আমাদিগকে নিজ-নিজ-কর-যুগল-দ্বারা তোমার তথাবর্ণিত-শ্রীকর-সরোরুহ-গ্রহণ-পুরঃসর ধারণ করিতে হইবে। সেইজন্যই বলিতেছিলাম যে, হে সুরাসুর-সমন্বিতাশেষ-জগদেক-সুন্দর! সেব্যতম! তুমি আস্মাকীন-কলস-কল্প-কুচ-নিচয়ে হস্তার্পণাভিলাষ-পরিহার-পূর্ব্বক আমাদিগকে প্রেম-পাত্রী, স্নেহ-পাত্রী, সদ্ভাব-পাত্রী, তথা আশীর্ব্বাদ-পাত্রী মনে করিয়া এবং "বয়ং স্বাভাবিক-ত্বৎ-প্রতিপাল্যা, নৈবোপেক্ষ্যাঃ"; এই ভাবটুকুকে একবারমাত্র অকপটভাবে হৃদয়ের সহিত ভাবনার বিষয়ীভূত করিয়া, কৃপা-পুরঃসর "কর-সরোরুহং কান্ত! কামদং, শিরসি-ধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহম্।"

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

মালতী-মাধবী-মল্লিকা-মন্দারাদি-বিবিধ-মাল্য-দাম-মণ্ডিত-মৌলি-মণ্ডলে বিরচিতাভয়-কামদ-শ্রীকরগ্রহ-কর-সরোরুহার্পণ, জলরুহানন-দর্শন-দান, কুচ-নিচয়োপরি পাদাম্বুজার্পণ-পূর্ব্বক কাম-কৃষ্ণসর্পের ছেদন ও অধর-সীধু-সাহায্যে আপ্যায়ন, এইরূপ প্রার্থনা-চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথম-প্রার্থনা-বলম্বনে কোন কোন পার্ব্বতীদেবী নিজ-নিজ-বক্তব্যাবসানে বিরতা হইলে, দ্বিতীয়-প্রার্থনাবলম্বনে অপরাপরা কোন কোন পার্ব্বতীদেবী কহিলেন,—হে প্রেয়ন্! যোষিদ্‌গণের মধ্যে যাহারা তোমার নিজ-জন, তুমি সেই নিজ-জন-ব্রজেরই আর্ত্তি কন্দর্প-শর-প্রহার-জনিতা-পীড়ার হনন, বিনাশ, বা উপশম-সাধন করিয়া থাক, একথা বলিলে, ত্বদীয়-নিষ্কলঙ্ক-চরিত্রে কলঙ্ক-কল্প-পরকীয়া-পক্ষপাতাখ্য-দোষের আপতন-সম্ভাবনা না থাকা প্রযুক্ত ঐকথা বলিয়া, অর্থাৎ হে নিজ-জন-ব্রজার্ত্তিহন্! এইরূপ সম্বোধনের সাহায্যে অভীষ্ট-প্রার্থনা-কল্পে ভবদীয়াভিমুখ্য-সম্পাদনান্তে বিনীত-দীন-বচনে এতাবতীমাত্র-প্রার্থনা করিতেছি যে, হে বীর! অর্থাৎ হে দুর্ব্বার-মার-সংপ্রহার-মহাজিষ্ণো! তুমি যখন আমাদের অর্থাৎ ত্বদীয়-প্রেম-পাত্রীভূতা-যোষিদ্-বর্গেরও সৌভাগ্যোত্থ-গর্ব্ব এবং তদুত্থ-বাম্য-লক্ষণ-মানও সহন করিতে সমর্থ না হইয়া, নিজ-যোষিজ্জন-সকলেরও স্ময়াপর-পর্য্যায়-গর্ব্বের ধ্বংসন-নাশনার্থ কেবলমাত্র মৃদু-মন্দ-মধু-স্মিতরূপ-শস্ত্রের প্রয়োগ-পূর্ব্বক অচিরাৎ কৃতকার্য্যতা-লাভ করিয়া থাক, তখন আমরা যে তোমার কিঙ্করী-স্বরূপে সদাকালের জন্য অবস্থিতি করিতে বাধ্যতরা, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র-সন্দেহও নাই জানিয়া, উক্তরূপ-নিশ্চয়াবসানে মান-গর্ব্ব-পরিহার-পুরঃসর একটীবারমাত্র তোমার বিকচ-জলরুহ-সদৃশ আনন-দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছি, সুতরাং হে নিজ-জন-স্ময়-ধ্বংসন-স্মিত! হে সখে! তুমি আমাদিগকে নিশ্চিতরূপেই ভবৎ-কিঙ্করী-স্বরূপে

অবগত হইয়া, ভজন কর এবং স্বীয়-জলরুহ-সদৃশ-চারুতর আনন দর্শন করাও।

কিন্তু, হে নাথ! তুমি ইতঃপূর্ব্বে শীঘ্রতার সহিত আমাদিগের প্রতি বর-গ্রহণার্থ অনুমতি-দান করিয়াছ বলিয়াই, "ননু ভোঃ প্রিয়-ভাষিণ্যঃ! পার্ব্বত্যঃ! যূয়ং শীঘ্রং বরং বৃণুত", এইরূপ ভবদীয় অনুজ্ঞা-বচনের পরিপালনার্থ "ভজ সখে! ভবৎ-কিঙ্করীঃ স্ম, নো জলরুহাননং চারু দর্শয়", বলিয়া, আমরা যে বর-প্রার্থনা করিয়াছি, উক্তরূপ-বর-প্রার্থনা-বচনের প্রথমাবয়বরূপ "ভজ" ক্রিয়া-পদটীর "পরিচর, আশ্রয়", এইরূপ অর্থ-গ্রহণ-পূর্ব্বক তুমি যদি বল যে, "ননু যদি মৎ-কিঙ্কর্য্য এব যূয়ং, তদা মাং স্বপরিচরণে কিমিত্যাজ্ঞাপয়ধ্বে?" তবে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, হে সখে! তুমি যখন আমাদিগের সখাস্থানে অভি-ষিক্ত হইয়া, অবস্থিতি করিতেছ, তখন একমাত্র তুমি ভিন্ন অপর কোন্ পরম-সৌভাগ্যবান্ পুরুষপ্রবর আমাদিগের পরিচর্য্যাধিকার লাভ, বা দাম্পত্য-প্রণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া, মোক্ষ হইতেও অধিকতর-বৈষয়িক-প্রেমানন্দ-রস-প্রদ অষ্টাঙ্গ-মৈথুনের অষ্টমাঙ্গভূতা-ক্রিয়া-নির্ব্বৃত্তি, বা ক্রিয়া-নিষ্পাদনার্থে আমাদিগের আশ্রয়লাভ করিতে পারেন?

অনন্তর হে দীন-জন-তারণ! যদি তুমি পুনশ্চ এইরূপ বাক্য-কথন কর যে, "অয়ি! প্রিয়ভাষিণ্যঃ! পার্ব্বতীদেব্যঃ! ব্রূত, কিং বঃ পরিচরণং?" অর্থাৎ তোমরা অবিলম্বে কীর্ত্তন কর যে, আমি তোমাদের কিরূপ পরি-চরণ করিব? তবে আমরা পুনরপি এইকথা বলিব যে, হে নিজ-যোষিজ্জন-ব্রজার্ত্তিহন্! হে বীর! হে সখে! তুমি অবিলম্বে আমা-দিগকে তোমার শারদারবিন্দ-সুন্দর-সুচারু-বদন-বিম্বের শুভ-দর্শন করাইয়া দাও, হে চকোর-বন্ধু-শেখর! তুমি অবিলম্বে স্বীয়-সুচারু-জল-রুহাননের দর্শন-দান-দ্বারা আমাদের দগ্ধ-হৃদয়ে শান্তি-ধারা প্রবাহিতা কর। অথবা তোমার অভাবে আমাদের মানস-সকল বিরহোৎকণ্ঠা-বশতঃ অতীব-ব্যগ্র-ভাব-প্রাপ্ত হওয়ায়, "শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহং" বলিয়া, প্রথমতঃ আমরা তোমার নিকটে অঙ্গীকার-মাত্র-প্রার্থনা করিয়া, ইদানীং কোন অভীষ্ট-বিশেষ-প্রার্থনা করিতে, ইচ্ছা করিতেছি।

হে দয়িত ! তুমি আমাদিগকে যেভাবে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইয়াছ, তাহা স্মরণ করিয়া, অধুনা আমরা তোমার বিশেষ-সঙ্গ-প্রার্থনা করিতে সাহসিনী হইতেছি না ; সুতরাং ত্বদীয়-সামান্য-মাত্র-সঙ্গ-প্রার্থনাভিপ্রায়ে বলিতে হইতেছে যে, হে নিজ-জন-ব্রজার্ত্তিহন্ ! তুমি আমাদিগকে ভজন কর, অর্থাৎ অস্মদ্দুঃখ-প্রতিকারার্থ আমাদিগের নিকটে তুমি সদাকাল অবস্থিতি কর। অথবা অহো ! এ যে আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের কথা বলিতেছি, কেন না ? যে ব্যক্তি আমাদিগকে এরূপে নির্দ্দয়ভাবে বন-মধ্যে রাত্রিকালে পরিত্যাগ করিয়া, পলায়ন করিয়াছে, সেই ব্যক্তিকে সদাকালের জন্য ভজন করিতে, বা নিকটে অবস্থিতি করিতে বলা কি নিতান্ত-বাতুলতা-মাত্র, বা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় নহে ? অতএব আমাদের তাদৃশ-মনোরথও অধুনা যবনিকান্তরালে অবস্থিতি করুক ; পরন্তু আমরা প্রথমতঃ তাবৎ অত্র-বিষয়ে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, হে প্রিয়তম ! তুমি আমাদের নিকটে সদাকাল অবস্থিতি কর, আর নাই কর, কিন্তু একটীবারের জন্য তুমি আমাদিগকে তোমার মনোহর-জলরুহ-তুল্য আননটীর দর্শন করাইয়া দাও।

কিম্বা হে প্রাণপতে ! তুমি আমাদিগকে ভজন করিবেনাই বা কেন ? এবং তুমি যদি আমাদিগকে ভজন নাই করিবে, তবে "নিজ-যোষিজ্জন-ব্রজার্ত্তিহন্ !" এই সম্বোধন-পদ-দ্বারা তোমার ভজনের যোগ্যতা উক্তা হইবে কিরূপে ? অতএব উক্তরূপ-সম্বোধন-দ্বারা যখন তোমার ভজন-যোগ্যতা অভিহিতা হইতেছে, তখন অবশ্যই তোমাকে আমাদিগের ভজন করিতে হইবে। অন্যথা ত্বৎ-কৃত-ভজন, বা অস্মদ্দুঃখ-দূরীকরণার্থ আমাদিগের নিকটে ত্বদীয়া অবস্থিতির অভাবে আমাদিগের অন্ত্য-দশার আপত্তি, আপতন, বা সমাগম অবশ্যম্ভাবী হইলে, তোমার আর্ত্তি-হনন-কার্য্য সিদ্ধ হইবে কিরূপে ? অপিচ, হে প্রিয় ! বীর ! এই সম্বোধন-পদ-দ্বারা যদি তোমার অদেয়-বস্তুরও দান-সামর্থ্য অভিহিত হয়, তবে তুমি তাদৃশ-সম্বোধনার্হ হইয়াও, কেন আমাদিগকে জলরুহ-তুল্য-মনোহর-নিজ আননের দর্শন-মাত্র দান করিবে না ? তথা অপর-বক্তব্য এই যে, নিজ-জন, অর্থাৎ নিজ-প্রিয়া-জন-সমূহের স্ময়, বা

গর্ব্ব-লক্ষণ-মান যখন তোমার স্মিত-মাত্র-সাহায্যে নিরস্ত হইতে পারে, তখন তুমি তজ্জন্য নখ-চ্ছেদ্য-তৃণাগ্রে কুঠার-প্রহারাভিনয়ের ন্যায় হাস্য-জনক-ব্যর্থ অন্তর্দ্ধান-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছ কেন ?

হে হৃদয়াধিনাথ ! তোমার নিজ-প্রিয়া-জন-ব্রজাভিপ্রেত-ত্বদীয়-শ্রীরূপ-সৌন্দর্য্যের যে পরম-মনোহরত্ব, তদ্দ্বারা, কিম্বা তদংশাংশাংশভূত-পরম-মনোহর-মৃদু-মন্দ-মধুর-সুন্দর-স্মিত-মাত্র-সাহায্যে অস্মদীয়-মানের নিরসন, বা বিধ্বংসন অনায়াস-সাধ্য হওয়ায়, তোমার তাদৃশ-পরম-মনোহর-রূপ-সৌন্দর্য্য একদিকে যেমন ত্রিজগন্নিবাসি-সৌন্দর্য্য-প্রিয়-জন-গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, বা দেখিবার যোগ্য হইয়াছে, অপরদিকে সেইরূপ আমাদের পক্ষেও ভবদীয়-পরম-মনোহর-শ্রীরূপ-সৌন্দর্য্য নিতান্তই দর্শন-যোগ্য হইয়াছে। "হে কান্ত ! অতস্তদবশ্যং অস্মাভি-র্দ্রষ্টুং অপেক্ষ্যতে ইদানীমেব", অর্থাৎ আমরা যে এইক্ষণমাত্রেই তোমার সেই সর্ব্ব-জগন্মনোহরাশেষ-মাধুর্য্য-সৌন্দর্য্য-শোভা-সুধাকর-শ্রীরূপের অতি অবশ্য অবশ্য দর্শনার্থিনী হইয়া, নিরতিশয় উৎকণ্ঠা-যুক্ত-মানসে অপেক্ষা করিতেছি, তাহা ধ্রুব-সত্য জানিয়া, অবিলম্বে এইস্থানে শুভা-গমন-পূর্ব্বক কৃপা করিয়া, নিজ-জলরুহ-সুন্দর আননের দর্শন-দান কর।

কিঞ্চ, হে হৃদয়েশ ! তুমি যে আমাদের ভজন করিতে অবশ্য বাধ্য, তাহা কি "সখে !" এই সম্বোধন-পদ-সাহায্যেও প্রকার-বিশেষ-সহ সূচিত হইতেছে না ? অথবা হে হৃদয়-বান্ধব ! তুমি আর যদি আমাদিগকে ভজন নাই কর, তবে ত্বৎ-কৃত অভজনের ফলে আমাদের যে দারুণ-দুঃখ-দৈন্য-দুর্দ্দশা উপস্থিতা হইবে, তদ্দ্বারা তোমাকেও যে পশ্চাৎকালে সখ্য-নিবন্ধন তুল্য-ব্যথতা-প্রযুক্ত নিশ্চিতই নিরতিশয়-দুঃখ-লাভ করিতে হইবে, তাহাও কি একবারের জন্যও তোমার ভাবিয়া দেখা উচিত নহে ? অথবা ত্বৎ-কৃত অভজন-জন্য আমাদিগের দুর্দ্দশা-দুঃখ উপস্থিত হইলে, তোমার পক্ষেও যে বিশ্বাসঘাতাখ্য-দোষের প্রসক্তি ঘটিবে, তাহাও কি তোমার বিবেচনা করিয়া, দেখা উচিত নহে ? কিঞ্চ, হে জীবনাধিনাথ ! তুমি যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে, যদিচ তোমরা আমার সখ্য-যোগ্যা, তথাপি তোমাদের সহিত পূর্ব্ববৎ ব্যবহার করিলে,

পুনরপি যদি তোমরা সৌভাগ্য-মদ-গর্ব্বিত-চিত্তে বর্ত্তমানে প্রাপ্ত-বিরহ-দৈন্য-স্মরণ-প্রযুক্ত আমার প্রতি উদ্ধত-জনোচিত-ব্যবহার কর, তবে যুষ্মৎ-কৃত-তাদৃশ ঔদ্ধত্য-প্রকাশের জন্য আমি তৎকালে কি করিব? তবে সম্প্রতি আমাদিগকে বলিতে হইতেছে যে, হে জীবনাধিক! আর তোমার উক্তরূপা আশঙ্কা করিতে হইবে না।

কারণ, আমরা অধুনা তোমার কিঙ্করীভাব-প্রাপ্তা হইয়াছি; সুতরাং আমাদিগের দ্বারা প্রভু-মর্য্যাদার পুনশ্চ অতিক্রম সম্ভবপর নহে। অতএব হে প্রাণ-প্রিয়! তুমি আমাদিগকে কিঙ্করী-দাসীভূতা জানিয়া, তথা আমরা অবলা-স্ত্রী-জাতি-মাত্র, সুতরাং যোষিদ্‌ভূততা-প্রযুক্ত নিজ-চেষ্টা-মাত্র-সাহায্যে ত্বদীয়-জলরুহ-চারু আননের দর্শন-লাভে সমর্থা-হইব না জানিয়া, নিজ-গুণে স্বয়ং কৃপা করিয়া, স্বীয়-জলরুহাননং চারু দর্শয়।" তথা অশেষ-জগতীতলস্থ-ললিত-যোষিৎ-কুলের মধ্যে যাহারা তোমার নিজ-জন, অর্থাৎ ত্বৎ-পরিগ্রহভূতা, হে প্রিয়! স্বীয়-স্মিত-মৃদু-মন্দ-মধুর-সুন্দর-হাস্য-মাত্র-সাহায্যে তুমি তাহাদিগেরই স্ময়-লক্ষণ-গর্ব্বের বিধ্বংসন-সাধনে তৎপর হইয়া থাক বলিয়া, আমরা সকলে কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত-বচনে প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি আমাদিগকে নিজ-দাসীভূতা জানিয়া, অবিলম্বে ভজন কর।

অথবা শ্রীমতী-পার্ব্বতী-দেবীগণ শ্রীশঙ্করদেবের নির্ম্মল-নিষ্কলঙ্ক-স্ফটিক-গঙ্গাজলস্বচ্ছ-পুণ্য-পুঞ্জময়-পবিত্র-চরিত্রে পরদার-পরদ্রব্য-চৌর্য্য-মাৎসর্য্য-হিংসা-দম্ভাদি-পরায়ণ-কল্পান্তরীয়-শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র-গত-পারদার্য্য-দোষের আরোপ-পুরঃসর প্রণয়-কোপ-বিস্ফুরিতাধরোষ্ঠে পরমার্ত্তিভরে কহিলেন যে, হে ব্রজ-জনার্ত্তিহন্! অধুনা বুঝি, তুমি ব্রজবাসিনী-গোপিনী-জনগণেরই আর্ত্তি-হরণে-নৈপুণ্যাভ্যাস, বা কৌশল-শিক্ষা করিতেছ? কিম্বা হে যোষিতাং বীর! তুমি তথাভূত হইয়াও, সম্প্রতি বুঝি, যোষিদ্বধ-বিষয়ে চাতুর্য্যের অনুশীলন করিতেছ? যদি তাহাই হয়, তবে আমরা বলিতেছি যে, আর তোমার কষ্ট-স্বীকার-পূর্ব্বক যোষিদ্-বধ-বিষয়ে চাতুর্য্যের অভ্যাস করিতে হইবে না। কারণ, আমরা ভবদীয়-বিরহ-দাব-দহন-জ্বালা-মালা-সমাকুল-শরীরে সম্প্রতি মৃতাপ্রায়-রূপেই

সংবৃত্তা পরিণতা হইয়াছি এবং অত্যন্ত-দুর্দ্দশা-গ্রস্তাবস্থায় অত্যল্প-মাত্র-সময়ের মধ্যেই আমাদের পক্ষিরূপি-প্রাণ-পঞ্চকও শরীর-পঞ্জর-পরিহার-পুরঃসর বহির্গত হইবে। "তথা হে নিজ-জন-সুখ-প্রাপন-কপট-স্মিত! তদধুনা অভবৎ-কিঙ্করীরন্যা অদাসীরেব ভজ, চারু-জলরুহাননঞ্চ নো দর্শয়, মরণস্যৈব নিশ্চিতত্বাৎ, অন্যৎসর্ব্বং সমানমিতি।"

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়

কোপোক্তি-পক্ষে যোষিদ্-গণের মধ্যে যাহারা ব্রজ-জন, তাহাদিগেরই তুমি কন্দর্পশর-প্রহার-জনিতা আর্ত্তি-কাম-পীড়ারই উপশান্তি-সাধন করিতেছ সত্য; কিন্তু কই ব্যোমযান-দেবগণের বনিতা-নিচয় কটি-দেশে বসন-বন্ধনে অপস্থত-শিথিলিত হইয়া, কাম-পীড়া-প্রাবল্য-বশতঃ মানসে কশ্মল-প্রাপ্ত হইলেও ত তুমি দেব্যাদি অন্য-যোষিদ্‌গণের তাদৃশী আর্ত্তির উপশান্তি-বিধান করিতেছ না, এই কথা বলিয়া, কোপভরে শ্রীশঙ্করদেবের নিষ্কলঙ্ক-চরিত্রে পারদার্য্য, তথা তদুপরি পক্ষপাতাখ্য-দোষের আরোপণ-দ্বারা কলঙ্ক-পঙ্ক-কালিম-লেপন-পূর্ব্বক পূর্ব্ববর্ত্তিনী ঐ সকল-পার্ব্বতীদেবী বক্তব্যাবসানে উক্তরূপ-বাগ্‌ব্যাপার হইতে বিরতা হইলে, কোপ-কলুষিত-চিত্ততার পরিবর্ত্তে প্রিয়তমের অদর্শনে বিরহ-কাতর-হৃদয়ে ব্যথিত-চিত্তে অপরাপর-পার্ব্বতীদেবগণ তৃতীয়-প্রার্থনাবলম্ব-নান্তে দৈন্যের সহিত কহিলেন যে, হে নাথ! তুমি আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব না করিয়া, সত্বর এই স্থানে উপস্থিতি-পুরঃসর প্রণত-জনগণের পাপ-কর্ষণ, তৃণ-চরানুগ, শ্রী-নিকেতন, তথা ফণি-ফণার্পিত-নিজ-পদাম্বুজ-যুগল আমাদিগের কুচ-নিচয়ে অর্পণ কর এবং তাদৃশ-চরণাম্বুজার্পণ-পূর্ব্বক আমাদিগের হৃচ্ছয়-হৃদিশয়-কাম-কৃষ্ণ-সর্পকে অচিরাৎ ছেদন কর।

শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের "নঃ কুচেষু পদাম্বুজং কৃণু অর্পয়, হৃচ্ছয়ং কামং কৃন্ধি ছিন্ধি", একথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, এই সমস্ত-পার্ব্বতী-দেবী-ভিন্ন অপরাপরা কোন রমণীই শ্রীশঙ্করদেবের রতি-বেগ-ধারণে কুশলিনী, বা সমর্থা না হওয়ায়, সমর্থ-রতিমত্ত্ব-নিবন্ধন শ্রীশঙ্করদেবের প্রতি মহাপ্রেমবতী এই সকল-পার্ব্বতীদেবী স্ব-স্ব-দুঃখাপায় ও সুখ-প্রাপ্তি-জ্ঞান-রাহিতাবস্থায় শ্রীশঙ্করদেবেরই সুখৈক-প্রয়োজনক-কায়িক-বাচিক-মানস-ব্যাপার-সম্পন্না হইয়া, তাঁহারই সৌরত-সুখোদ্দীপনার্থ স্বীয়-রূপ,

যৌবন ও কাম-পীড়ার যথোচিত-বিবরণ করিতে করিতে, স্ব-স্ব-পরম-বৈদগ্ধ্যের পরিচয়-প্রদানাভিপ্রায়ে প্রায়ঃ মহাপ্রেমের বাঙ্‌নিষ্ঠতারূপ-লাঘব-সম্পাদন করিতে ইচ্ছা না করিয়া, কেবল-কাম-মাত্রেরই তাদৃশ-বাঙ্‌-নিষ্ঠতারূপ-লাঘব-সম্পাদন শুভ মনে করিয়া থাকেন।

এই বিষয়টীর অনতিবিস্তৃত-বিবরণ-কল্পে বলা যাইতে পারে যে, ভোজন-লম্পট কোন এক-জন-নিজ-মিত্রবরকে বুভুক্ষু অবলোকন-পূর্ব্বক স্নেহ-বশতঃ তাঁহাকে ভোজন করাইতে ইচ্ছা করিয়া, চতুর্ব্বিধ-মিষ্টান্ন-সাধনে প্রযত্নমানা-ব্যক্তি স্বীয়-মিত্র-কর্ত্তৃক কোথায় যাইতেছেন? এইরূপে পরিপৃষ্টা হইয়াও, তিনি যেমন আমার নিজের কোন অভীষ্ট-সাধনার্থ আমি একবার বহির্দ্দেশে গমন করিব, কিন্তু আপনার জন্য নহে, এইকথা বলিয়া থাকেন এবং তাঁহার উক্তরূপ-বাক্য-স্ফূর্ত্তি-সমকালেই যেমন স্বীয়-মিত্রের প্রতি তদীয়-প্রেমা গুরুভাব-ধারণ করে, সেইরূপ মহাশয়! আপনি কেন এত কষ্ট-স্বীকার করিতেছেন? এইরূপে পরিপৃষ্ট হইয়া, তিনি যদি এইরূপ উত্তর-প্রদান করেন যে, মহাশয়! আপনার সুখের জন্যই আমার এতাবান্ আয়াস-স্বীকার অনিবার্য্য হইতেছে; পরন্তু মদীয় কোনরূপ স্বার্থ-সম্পাদনের জন্য নহে। কারণ, আমি এসকল-বিষয়ে চিরদিনই স্বার্থ-শূন্য-নিষ্কামভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকি, তবে বুভুক্ষু-মিত্রের প্রতি উক্তরূপ উত্তর-বচন-কথন-সমকালেই যে প্রেমা লঘুভাব-প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা অবশ্যই স্বানুভব-সম্বেদ্য।

এইরূপ নিদর্শন-প্রদর্শন-দ্বারা যে বিষয়টীর সমর্থন করা যাইতেছে, প্রেমার লঘু-গুরু-ভাব-লক্ষণ এই বিষয়টী প্রেম-সম্পুট-নামক-গ্রন্থ-বিশেষে এইরূপেই প্রদর্শিত হইয়াছে যথা—"প্রেমা দ্বয়ো রসিকয়োরয়ি! দীপ এব, হৃদ্‌বেশ্ম ভাসয়তি নিশ্চলমেব ভাতি। দ্বারাদয়ং বদনতশ্চ বহিষ্কৃতশ্চেৎ, নির্ব্বাতি, শীঘ্রমথবা লঘুতামুপৈতি।" অতএব বিস্পষ্টরূপেই অবগত হওয়া যাইতেছে যে, মহাপ্রেমবতী, স্বীয়-দুঃখাপায়-সুখ-প্রাপ্তি-জ্ঞান-রহিতা, শ্রীশঙ্কর-সুখৈক-প্রয়োজনক-কায়িক-বাচিক-মানস-ব্যাপারা, পরম বিদগ্ধা, স্ব-সুখ-তাৎপর্য্যাভাববতী এই সকল-পার্ব্বতীদেবী শ্রীশঙ্করদেবের সৌরত-সুখোদ্দীপনার্থই অবসরবিশেষে "নঃ কুচেষু পদাম্বুজং কুরু,

হৃচ্ছয়ং কামং কৃন্ধি", ইত্যাদি-বাক্য-দ্বারা নিজ-নিজ-রূপ, যৌবন, বা কাম-পীড়ার বর্ণনামাত্রই করিয়া থাকেন। স্ব-স্ব-রূপ, যৌবন ও কাম-পীড়ার বিবরণ-কল্পে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের স্ব-সুখ-তাৎপর্য্যাভাব পূর্ব্ব-বিবৃত "ন পারয়েহহং চলিতুং, নয় মাং যত্র তে মনঃ", এইরূপ ভগবদ্ বশীকার-ব্যঞ্জক-স্ববাক্য হইতে সুন্দররূপেই অবসিত নিশ্চিত হইতেছে। "অত্র প্রসঙ্গে ভগবতঃ শ্রীমন্মহেশ্বরদেবস্য প্রেমৈক-বশ্যত্বমেব সর্ব্ব-শাস্ত্র-দৃষ্টং, নতু কাম বশ্যত্বমিতিজ্ঞেয়ং শ্রীমদ্ভগবত্তত্ত্বানুসন্ধিৎসুভিরিতিশেষঃ।"

কিঞ্চ, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের "পদাম্বুজং কৃণু কুচেষু নঃ, কৃন্ধি হৃচ্ছয়ং," এইরূপ প্রার্থনা-বচন-শ্রবণ করিয়াই যেন, শ্রীশঙ্করদেব সেই-স্থানেই অন্তর্হিতাবস্থায় "দ্বারং কিমেকং নরকস্য ? নারী," "নারী-স্তন-ভর-নাভি-নিবেশং, মিথ্যা-মায়া-মোহাবেশম্." "কামরূপং দুরাসদং," "কাম এষঃ ক্রোধ এষ, রজোগুণ-সমুদ্ভবঃ। মহাশনো মহাপাপ্মা, বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্।" ইত্যাদি-বিবিধ-শাস্ত্র-কথার তাৎপর্য্য আলোচনা-পূর্ব্বক পাপ-জনক-নারী-সঙ্গ হইতে পাপ-স্পর্শ-ভয়ে হৃদয়ে ভীত হইতে-ছেন ভাবিয়া, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ শ্রীশঙ্করদেবের "নম্বহং পাপাদ্ বিভেমি," এইরূপ আশঙ্কা-বচন-কল্পনা-পুরঃসর কহিলেন,—হে নাথ! তুমি কি পাপ-জনক-নারী-সঙ্গ-ভয়ে হৃদয়ে ভীত হইয়া, আমাদের সহিত সঙ্গ করিতে, মনে মনে সঙ্কোচ-বোধ করিতেছ ? অপিচ, হে প্রাণ-বন্ধো! বাস্তবিকপক্ষেই যদি তুমি পাপ-জনক-নারী-সঙ্গ হইতে পাপ-স্পর্শ-ভয়ে হৃদয়ে ভীত হইয়া থাক, তবে সত্য করিয়া, বল দেখি, তোমার পাদাম্বুজের "প্রণত-দেহিনাং পাপ-কর্ষণং", বিশেষণটী সার্থক হইতে পারে কিরূপে ? আর যদি প্রকৃতপক্ষেই তোমার পাদ-পঙ্কজটী প্রণত-জন-গণের তূল-রাশি-কল্প-পাপ-রাশি-কর্ষণে, বিনাশনে, ভস্মীকরণে প্রচণ্ড-দাব-দহন-স্থানীয়ই হয়, তবে তোমার ন্যায় সর্ব্ব-পাপ-হন্তার পক্ষে পুনশ্চ পাপ-শঙ্কা কিরূপে সম্ভবপরা হইতে পারে ?

কিঞ্চ, হে রমণ! যদি তুমি বল যে, তোমাদের কুচ-নিচয় মহানীল-মণিময়-কলশ-সকলের ন্যায় অত্যন্ত কঠিন; সুতরাং নিতান্ত-কঠোর-ভাবাপন্ন হওয়ায়, যুষ্মৎ-কুচ-নিচয়ে পদাম্বুজার্পণ করিলে, অবশ্যই

সুকুমারতর-স্বীয়-চরণ-কমল-তলে ব্যথা-প্রাপ্ত হইব জানিয়া, অনুমান-নিশ্চিত-তাদৃশ অর্থে কঠোরতর-যুষ্মদীয়-কুচ-কলশ-সকলে আমি সুকুমার-তর-চরণ-কমলার্পণ করিব কেন? তবে আমরা অবশ্যই বলিব যে, হে প্রেষ্ঠ! তুমি কি তোমার সুকুমারতর-পদাম্বুজের "তৃণ-চরানুগং" বিশেষণটীকে নিতান্তই নিষ্ফল করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? হে প্রাণেশ্বর! কোষগ্রন্থে ত তৃণ-শব্দের তাণ্ডব অর্থ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রতি-দিবসীয়-সায়ংকালীন-তাণ্ডবে তোমার এই চরণ-যুগল আলীঢ়-প্রত্যালীঢ়-ক্রমে যথেষ্টরূপে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাণ্ডব-চারি-দেবগণ তোমার-তাদৃশ-তৃণ-চর-চরণ-যুগলের অনুগমন করিয়া থাকেন, তথা হে দেব! তুমি ত এই জগতীতলে বেদে, পুরাণে সর্ব্বত্র গিরিচর-নামে পরিচিত হইয়াছ।

অতএব হে নাথ! তুমি যদি তাণ্ডব-নৃত্যে, তথা গিরি-শিখরে, বা প্রস্তর-কঙ্করময়-বন্ধুর-দেশে বিচরণ করিতে কোনদিনই কোনরূপ কষ্ট-বোধ না করিয়া থাক, তবে সম্প্রতি আমাদের কুচ-নিচয়ে চরণার্পণ-মাত্র করিলেই কি তোমার দেব-তুর্ল্লভ, বিরিঞ্চি-কেশব-বাসব-বন্দিত চরণে এতই ব্যথা লাগিবে? তথা হে নাথ! তুমি যখন পশু-সংজ্ঞক-সর্ব্ব-জীবের পতিত্ব-লাভ করিয়া, পশুপতি-নাম-ধারণ করিয়াছ, তখন গো-মেষ-মহিষ-ছাগাদি-যাবতীয়-তৃণ-চর-পশুগণ নব নব-তৃণ-লোভে কঠোরাতিকঠোরতর-বন্ধুর-প্রদেশে, সঙ্কটময়-স্থানে বিচরণে প্রবৃত্ত হইলে, পশুপতি হইয়া, তাহাদিগের অনুগমন-পূর্ব্বক তুমি কি তাহাদিগকে রক্ষা কর না? যদি তাদৃশ অবসরে পর্ব্বতে পর্ব্বতে বিচরণ করিতে করিতে, পশুগণের রক্ষণ-কল্পে একশৃঙ্গ হইতে অপর শৃঙ্গে গমনাগমন, বা আরোহাবরোহণ করিতে করিতে, তোমার চরণের সহিষ্ণুতা নিতান্তই অভাবনীয়া হয়, তবে অস্মৎ-কুচ-নিচয়ের কাঠিন্য তোমার তাদৃশ-সহনশীল-চরণের পক্ষে কখনই কষ্টপ্রদ হইবে না; প্রত্যুত অস্মৎ-কুচ-কাঠিন্য তোমার শ্রীচরণ-যুগলের অত্যন্ত সুখপ্রদ হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব হে প্রিয়! তুমি আমাদের কঠোরতর-কুচ-সমূহে অবিলম্বে তৃণ-চরানুগ-পদাম্বুজ অর্পণ-পূর্ব্বক ঝটিতি আমা-দের হৃদিশয়-কাম-কৃষ্ণ-সর্পকে বিদলিত কর।

কিন্তু, হে কান্ত! যদি তুমি এই কথা বল যে, তোমাদের কঠিন-তর-কুচ-মণ্ডল-সকল নানারত্ন-রচিত অলঙ্কার-নিকরে মণ্ডিত, হীরা-হার-সার-সমূহে সম্বেষ্টিত ও সদা সমুজ্জ্বল-স্থূল-মুক্তাফল-কল্পিত-মালা-সাহায্যে সুন্দর দর্শনরূপে প্রতিভাত হইতেছে; সুতরাং মহানীল-মণি-নিভ, নানা-রত্ন-খণ্ড-খচিত অলঙ্কার-নিচয়ে অলঙ্কৃত-যুষ্মৎ-কুচ-সকলের উপরিভাগে পদার্পণ আমার পক্ষে নিতান্তই অনুচিত বোধ হইতেছে, তবে আমরা অবশ্য বলিতে পারি যে, শ্রী অর্থাৎ সর্ব্ববিধ-শোভা-সৌন্দর্য্যের একমাত্র-লীলা-নিকেতন স্বরূপে যখন তোমার শ্রীচরণ-যুগল সদাকালের জন্য যোগীশ্বর-জনগণের হৃদয়-পুণ্ডরীকাস্তরে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তখন ক্ষণমাত্র-কালের জন্য আমাদের রত্ন-মণ্ডিত-কঠিন-কুচ-কলস-সকলের উপরিভাগে ত্বদীয়-শ্রী-নিকেতন-পাদাম্বুজ অর্পিত হইলে, অস্মদীয়-কুচ-নিচয়ের অলঙ্কার-বর্য্যরূপে অতি আশ্চর্য্য-জনক-সৌন্দর্য্যের কারণ-ভাব-প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই।

অপিচ, হে রসিক-চূড়ামণে! যদি তুমি বল যে, আমি তোমাদের সঙ্গে অবস্থিতিকালে-কাম-কৃষ্ণ-সর্প-কৃত পুনঃ পুনঃ দংশনে সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছি; সুতরাং পুনশ্চ কাম-কৃষ্ণ-সর্প-কৃত-দংশন-ভয়ে আমি আর তোমাদের নিকটে যাইতেও ইচ্ছা করি না এবং তোমাদের সর্ব্বরত্নালঙ্কারালঙ্কৃত-কঠোরতর-কুচ-নিচয়োপরি পাদাম্বুজার্পণও করিতে ইচ্ছা করি না, তবে আমরা বলিব, হে প্রাণপতে! তোমার-সর্ব্ব-যোগি-জন-ধ্যেয়-শ্রীতনুবরে যে সর্প-জাল অলঙ্কার-স্বরূপে অবস্থিতি করিয়া থাকে, অনন্ত-বাসুকি-তক্ষকাদি ঐ সকল-নাগরাজও যখন ত্বদীয়-তাদৃশ-শরীরালঙ্করণ-কল্পে তনুবরে আরোহণাবসরে প্রথমতঃ তোমার কেশব বাসব-বরুণ-ব্রহ্ম-বন্দিত-শ্রী-নিকেতন-শ্রীপাদ-পঙ্কজোপরি সাষ্টাঙ্গে অবনত-মস্তকে প্রণাম-চ্ছলে নিজ-নিজ-ফণা-মণ্ডল সমর্পিত করিয়া, তোমার অনুমতি-গ্রহণ-পূর্ব্বক পশ্চাৎ ভবদীয়-কমনীয়-কলেবরের অলঙ্করণ-কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়া থাকেন, বিশেষতঃ কাম-কৃষ্ণ-সর্প যখন বারম্বার তোমাকে দংশন করিয়াও, তোমার কিছুই করিতে পারে নাই, প্রত্যুত স্বয়ং কামরূপ সেই কৃষ্ণসর্পই তোমার লালাটিক-তৃতীয়-

লোচনের প্রান্তদেশ হইতে বিনির্গত-রোষ-বিষানল-জ্বালা-মালা-ব্যাপ্ত-শরীরে ক্ষণকাল-মধ্যেই ভস্মাবশেষতা প্রাপ্ত হইয়া, বহুকাল পরে অস্মদীয়-বিবাহ-বাসর-গৃহে রতি-কৃত-প্রার্থনানুসারে তোমারই অনুগ্রহ-দৃষ্টি-মাত্রে জীবন-লাভ করিয়াছ, তোমার ইচ্ছামাত্রেই যখন শত-শত-কাম-কৃষ্ণ-সর্পের আবির্ভাব ও তিরোভাব সাধিত হইতে পারে, তখন তোমার আর তাদৃশ কাম-কৃষ্ণ-সর্প হইতে ভয়ের কারণ কি আছে ?

অতএব হে প্রিয়তম! আর কালবিলম্ব করিও না, এস, এস, শীঘ্র আমাদের নিকটে এস, আসিয়া আমাদের কুচ-নিচয়ের উপরিভাগে তুমি তোমার তথাবর্ণিত-পাদাম্বুজ অর্পণ-পূর্ব্বক আমাদের-হৃদয়-জ্বালা দূরীকৃতা কর। হে নাথ! তোমার অভাবে আমাদের হৃদয়-মধ্যে অন্তরের-অন্তস্তর-গত অবস্থায় ত্বৎ-প্রজ্বালিত-বিরহানল অতীব-প্রবলভাব ধারণ করিয়াছে বলিয়াই, আমরা তাদৃশ-বিরহ-তাপোপশান্তি অভিপ্রায়ে প্রলেপৌষধপ্রায় প্রথমতঃ হৃদয়ের বহির্দ্দেশেই কুচ-নিচয়ের উপরিভাগে ত্বদীয়াঙ্গ-সঙ্গ-প্রার্থয়মান-মানসে অত্যন্ত-দৈন্যের সহিত তোমার শ্রীচরণ-সরসিজমাত্রের সঙ্গ-লাভাভিলাষে তদ্-গুণানুবাদ-পূর্ব্বক এতাবতীমাত্র-প্রার্থনা করিতেছি যে, আমরা যখন তোমারই, তখন তুমি আমাদিগের প্রতি কৃপা করিয়া, "তে তব" তাবকাসাধারণ-প্রণত-জন-পাপার্ত্তি-হরণ-শ্রীচরণ-পঙ্কজ "ত্বদীয়ানামেবাস্মাকং কুচেষু কৃণু নিধেহি।"

হে হৃদয়রঞ্জন! তুমি যখন সকৃৎ প্রণামকারী যথাকথঞ্চিৎ শরণা-গত-বাণ-রাবণাদির, বা অন্যান্য-প্রাণিগণের সর্ব্বাপরাধ-ক্ষমাপন-পুরঃসর তাহাদিগের সমস্ত-পাপের অপকর্ষণ করিয়াছ, তখন আমরা নিতান্ত-শরণাগতভাবে বারম্বার প্রণতি-পরায়ণ অবনত-মস্তকে পুনঃ পুনঃ ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়াও কি তোমার নিকটে কুচ-নিচয়োপরি ত্বদীয়-পাদ-পঙ্কজের স্পর্শমাত্রও প্রাপ্তা হইবার উপযুক্তা বিবেচিতা হইব না ? হে হৃদয়েশ! নারী-সঙ্গ-জাত-পাপ-ভয়ে ভীত হওয়া, তোমার পক্ষে উচিত নহে। কারণ, সর্ব্ব-পাপ-হন্তার আবার পাপ-শঙ্কা কিরূপে সম্ভবপরা হইতে পারে ? হে প্রাণ-কান্ত! যদি তুমি এইরূপ মনে কর যে, তোমরা যখন সৌভাগ্য-মদ-গর্ব্বে গর্ব্বিতা ; সুতরাং আগঃ, পাপ, বা

অপরাধ-যুক্তা হইয়াছ, তখন আমি যদি তোমাদের কুচ-নিচয়োপরি পাদাম্বুজার্পণরূপ-পূর্ণ-প্রণয়ানুরাগ-মূলক আচরণে প্রবৃত্ত হই, তবে তাদৃশ আচরণ কি আমার পক্ষে অযুক্তরূপে প্রতিভাত হইবে না ? তবে হে প্রাণাধিক ! তোমার এতাদৃশ-প্রশ্নের উত্তরে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আমরা যখন তোমার পাপ-কর্ষণ শ্রী-পাদ-পঙ্কজে প্রণতা হইতেছি, তখন ভবদীয়-শ্রীচরণে প্রণতির ফলে অবশ্যই রাবণ-বাণাদির ন্যায় আমাদের সমস্ত অপরাধ, সমস্ত-পাপ সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

হে কন্দর্প-কমনীয়-কলেবর ! পুনশ্চ যদি তুমি বল যে, "ননু তথাপি পরম-ক্রূরেষু কঠিনেষু যুষ্মদীয়-কুচেষু মৃদুলতরং পাদাম্বুজার্পণরূপং তৎকার্য্যং কর্ত্তুং ন শক্যতে", তবে উত্তরে বলিব যে, হে পাপ-কর্ষণ ! আমরা যখন তোমার তৃণ-চরানুগ-চরণে প্রণতভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, তখন পূর্ব্ব-বিবরণানুসরণে তাণ্ডব-সঙ্গতি, বা পশুসঙ্গতি-ক্রমে "তৃণ-চরা গো-মেষ-মহিষ-ছাগাদয়ো হি কঠোরস্থলেষ্বপি প্রভূতং ঘাসং চরন্তীতি" বনে বনে, শিখরে শিখরে, উপত্যকাধিত্যকাদি-প্রদেশে তৃণ-শর্করাদি-যুক্ত স্থানে তাহাদিগের অনুসরণ, বা অনুগমন-লক্ষণ ভবদীয়-চরণের পরিভ্রমণ অপেক্ষা "অস্মদীয়-কুচেষু" পাদাম্বুজার্পণ-কার্য্যটী তোমার পক্ষে অধিকতর-ক্লেশকর হইবে না। অথবা হে দয়িত ! তোমার গমনমার্গে অর্থাৎ পশু-বিচারণ-ভূমি-ভাগে অগ্রে অগ্রে নব-নব-নবনীত-কোমল-তৃণরাজি-সুবিন্যস্তা হইলেও, "শর্করাদীনি অপি চরন্তি", এইরূপ হৃদ্‌গত তাৎপর্য্য-বোধন-দ্বারা আমাদিগের অনভিজ্ঞতা সূচিতা হওয়ায়, তাদৃশী অনভিজ্ঞতা-প্রযুক্ত আমাদের সহিত ত্বদীয়-সঙ্গ অনর্হ অযোগ্য বিবেচিত হইতে পারে বটে ; কিন্তু হে প্রাণেশ ! আমাদের মনোভাব এই যে, আমাদিগকে অনভিজ্ঞ-পশুর ন্যায় নির্ব্বোধ ভাবিয়া, তুমি আমাদিগের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন কর।

হে মনোহর-রূপ ! তুমি বলিয়াছ যে, "ননু সুষ্ঠু শোভনেষু যুষ্মাকং স্তনেষু কথং পদার্পণং কর্ত্তুং যুজ্যতে ?" তথা "ননু নানারত্নালঙ্কার-মণ্ডিতানাং যুষ্মৎ-কুচানামুপরি পাদার্পণমনুচিতমেবেতি।" হে পদ্ম-

পলাশ-লোচন! তোমার উক্তরূপ-প্রশ্ন, বা সিদ্ধান্তের উত্তর, বা প্রতি-বাদ-কল্পে আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহা পূর্ব্ব-গ্রন্থে অভিহিত হইয়াছে সত্য; তথাপি পূর্ব্বোক্তি অনুকরণে অল্পাক্ষরে উপস্থিত-বক্তব্য এই যে, "সর্ব্বাতিশায়ি-শোভাস্পদত্বাৎ শ্রিয়ঃ শোভায়া নিকেতনং নিকেত ভূতং ত্বৎ-পদাম্বুজং অস্মৎ-কুচানামলঙ্করণবর্য্যমেব ভবিষ্যতি;" সুতরাং হে মধুরতরাকৃতে! তুমি কোনরূপ বিচার-বিতর্ক না করিয়া, নিঃসঙ্কোচে অস্মৎ-কুচোপরি নিজ-পাদাম্বুজার্পণ-পূর্ব্বক বিষাদ্যনর্থ-ধ্বংসন-শক্তি-সম্পন্ন; সুতরাং বিষম-বিষোপম-হৃচ্ছয়-ধ্বংসন-যোগ্যতা-বিশিষ্ট-নিজ-শ্রীচরণ সরসিজের যথোক্তরূপ-যোগ্যতার প্রকৃষ্টরূপ-সামর্থ্যের প্রকৃষ্ট-রূপ-পরিচয়-প্রদান কর, পূর্ব্ব-বিবৃত-বিশেষণ-চতুষ্টয়-সাহায্যে অভিহিত-পাপ-হন্তৃত্বাদি-ধর্ম্মসম্পন্ন-পাদাম্বুজার্পণ-দ্বারা হৃদিশয়-কাম-কৃষ্ণ-সর্পকে ছিন্ন করিয়া, আমাদিগের অভিমত-প্রয়োজন-সিদ্ধির অনুকূলে মানস-সন্তাপ-জনক, অপ্রীতিকর, অস্নেহভাজন-কামকে মানস-সন্তোষ-জনক-চ-প্রদ-স্নেহ-ভাজনরূপে সংস্থাপিত কর।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে একোনচত্বারিংশ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ-পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

চত্বারিংশ অধ্যায়

অনন্তর "ভো ভো মৎ-প্রাণৈক-বল্লভা! রত্ন-বল্লভাঃ! জীবাতু-ভক্ত-জীবিত-ভূতাসু ভবতীষু নাহমুদাসে, দাসে ময়ি সন্ততস্নেম-প্রেম-হেম-শৃঙ্খলা-নিবন্ধে কথমবিশ্বস্তাঃ? বিশ্বস্তা ভবত, ভাবৎকং কঙ্কণমিব শস্তং হস্তাঙ্কগত-মেব মাং জানীত", ইত্যাদিরূপে স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত-শ্রীশঙ্করদেবের সরস-মধুর-কর্ণ-মনোরসায়ন-পীযূষ-পূর্ণ-বাক্য-শ্রবণ করিয়াই যেন, অপরাপর-পার্ব্বতীদেবীগণ চতুর্থ-প্রার্থনা-সমাশ্রয়ণে এই কথা বলিলেন যে, হে মৎপ্রাণৈকবল্লভ! তোমার শ্রীমুখ হইতে উক্তরূপে স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত-মধু-স্ফীত-পরমামৃত-রস-সিক্ত বাক্য-শ্রবণ করিয়া, সম্প্রতি আমরা মানসে ত্বদীয়-মাধুর্য্যাস্বাদ-ভর-প্রযুক্ত আনন্দ-মোহ-প্রাপ্তা হইতেছি। অতএব তুমি এসময়ে আমাদের নিকটে শুভাগমন-পূর্ব্বক আমাদিগকে তোমার বিধিকরী-কিঙ্করী জানিয়া, তথা দয়া-পরবশ-কোমল-চিত্তে আহা এরূপে ইহারা এই নিবিড়-বন-মধ্যে রাত্রিকালে মুহ্যমান-মানসে আমার জন্য যখন ব্যাকুলতা-প্রকাশ করিতেছে, তখন ইহাদিগের প্রতি আমারও অনুগ্রহ-প্রদর্শন করা উচিত ভাবিয়া, মধুরা, মাধুর্য্য-ব্যঞ্জক-বর্ণ-ঘটিতত্ব-নিবন্ধন সুশ্রাব্যা-রুচিরা, বল্গু-মঞ্জুল-পদার্থ-বৈচিত্র্য-সৌষ্ঠব-সম্পন্ন-বাক্য-বিলসিতা, বুধ-বিদগ্ধ-জন-সকলের মনোভাবাবগমশালিনী-গীঃ ভবন্মুখ-পঙ্কজ-বিনির্গতা-বাণী-সাহায্যে আমাদিগকে বিধিকরী-ধর্ম্মপত্নী-প্রণয়-কিঙ্করী-জনোচিত তিলক-রচনা, অধর-রঞ্জন, তাম্বূল-দান, কেশ-সংস্কার, চন্দন-লেপন, মন্দার-মালতী-মাধবী-মল্লিকা-মাল্যাদি-পরিধাপন, তথা পাদ-সংবাহনাদি-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া, ত্বন্মাধুর্য্যাস্বাদ-ভর-প্রযুক্ত আনন্দ-মোহ-প্রাপ্তা, আনন্দ-মোহ-ভরে মানসে মুহ্যমানা হইলেও, পুনরপি নিধুবন-বিনোদাবসরে আমাদিগকে অধর-সীধু, অধরামৃত-দান করিয়া, বা পান করাইয়া, আপ্যায়িতা সঞ্জীবিতা কর।

"যদ্বা হে বীর! দয়া-বীর! দান-বীর! পুষ্করেক্ষণ! তবৈব মধুরয়া গিরা বল্লূনি বাক্যানি যস্যাং, তয়া বল্গু-বাক্যয়া বুধানাং মনোজ্ঞয়া হৃদ্যয়া গম্ভীরয়া মোহং প্রাপ্নুবতীঃ মুহ্যতীরিমা নো বিধিকরীঃ কিঙ্করীঃ অধর-সীধুনাপি আয়য়স্ব, পুনর্মোহং প্রাপয়স্ব।" অথবা হে ভুবনৈক-সুন্দর! তোমার সরসিজ-সুন্দর-শ্রীমুখের মধুরতর-সৌরভাঘ্রাণ-স্পৃহা যেমন একদিকে আমাদিগের হৃদয়ে বলবতী হইয়াছে, অপরদিকেও সেইরূপ ত্বন্মুখ-সৌরভ-নিভ-স্পৃহণীয়-ত্বস্তাষিত-বিশেষ-জনিত-সুধা-রস-পানেচ্ছাত্মক, মোহ-পর্য্যন্ত-দশাগামী, ভবদীয়াদর্শন-জাত-বিরহ-তাপের পুনরন্যথা প্রকারান্তরে দুশ্চিকিৎস্যতা-শঙ্কান্বিত-হৃদয়ে হৃদয়-বহির্দ্দেশস্থ-কুচ-নিচয়োপরি প্রলেপৌষধ-স্থানীয়-ত্বদীয়-শ্রীচরণাঙ্গ-সঙ্গ-প্রার্থনাবসানে তাদৃশাঙ্গ-সঙ্গ-লক্ষণ-প্রলেপৌষধ-লেপনের সঙ্গে সঙ্গে বহিস্তাপোপশান্তি অবশ্যম্ভাবিনী হইলেও, আন্তর-তাপোপশান্তির জন্য অন্তর-দেশ-পর্য্যন্ত সঙ্গমনীয়-পেয়ৌষধের ন্যায় ত্বন্মুখ-সুধাকর-সুধারসও অবশ্য-প্রার্থনীয় হওয়ায়, আমরা এইরূপ প্রার্থনা করিতে বাধ্যভূতা হইতেছি যে, তুমি অবিলম্বে অধর-সীধু, বা অধর-মধু পান করাইয়া, আমাদিগকে আপ্যায়িতা, আসন্ন-মৃত্যু-মুখ হইতে সমুদ্ধৃতা কর, অন্যথা আমাদিগের সদ্যঃ মরণ যে অবশ্যম্ভাবী, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

যদি বল, কেন? তোমাদের মরিবার কারণ কি হইল? তবে আমাদের অধিক কিছু বলিবার না থাকিলেও, আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, তোমারই "স্বাগতং বো মহাভাগাঃ! প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ?" ইত্যাদিরূপা, অথবা "কঠোরা ভব, মৃদ্বী বা, প্রাণাস্ত্বমসি পার্ব্বতি। অস্তি নান্যা চকোরস্য, চন্দ্র-লেখাং বিনা গতিঃ।" ইত্যাদি-লক্ষণা, কিম্বা এতাদৃশী অন্যা যে কোনরূপাই হউক, গীঃ বাণী-শ্রবণে আমরা মানসে নিতান্তই মুহ্যমানা, অন্ত্য-দশানুগ-মোহ-প্রাপ্তা হইয়াছি। কিন্তু, যদি বল, উক্তরূপ-মদীয়-বাক্য-মাত্র-শ্রবণে তোমাদের এরূপে মোহ-গ্রাসে নিপতিতা হইবার কারণ কি? তবে আমরা বলিতে পারি যে, তোমার বাণী অতীব-মধুরতরা, স্বর-বিশেষ, বর্ণ-বিন্যাস-বিশেষ, তথা প্রেম-মৃদুতা-বশতঃ প্রাণি-মাত্রেরই পক্ষে রুচিরতরা এবং বল্গু, অর্থাৎ

আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, আসত্তি ও সৌষ্ঠব-বিশিষ্ট-বাক্য, বা সুপ্-তিঙন্ত-চয়ে নিতান্ত-মনোহরা, তথা বুধ, অর্থাৎ অর্থজ্ঞ-জনগণের পক্ষে অত্যন্ত-মনোজ্ঞা, বা অভিধা-লক্ষণা-ব্যঞ্জনাদিবৃত্তি-প্রতিপাদিত-বস্তু-রস-ভাবালঙ্কারার্থ-গাম্ভীর্য্য-দ্বারা নিরতিশয়ানন্দপ্রদা, সুতরাং শীঘ্র চিত্ত-মোহিনী। হে সুন্দর-দর্শন! তোমার এতাদৃশী-চিত্তোন্মাদ-জননী, ক্ষিপ্রগতি মোহ-প্রাপণী-বাণী-মাত্র-শ্রবণে আমরা মানসে যে কি পর্য্যন্ত মোহ-প্রাপ্তা হইয়াছি, তাহা ভাষা-সাহায্যে সম্যক্‌রূপে বর্ণনার বহির্ভূত হইলেও, অস্মদীয়-বর্ত্তমান-কালীন-মোহের গাঢ়তরতা, বা অসন্দিগ্ধত্ব-সমর্থন-কল্পে "ইমাঃ ইতি" হৃদয়ে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক প্রত্যক্ষত্বাদি-সাহায্যে বলিতে পারি যে, তুমি যদি অধর-সীধু-দান করিয়া, বা পান করাইয়া, আমাদিগকে আপ্যায়িতা, আসন্ন-মৃত্যু-মুখ হইতে সুরক্ষিতা, সঞ্জীবিতা না কর, তবে আমাদিগকে অবশ্যই অল্পকাল-মধ্যে মৃত্যু-মুখে নিপতিতা হইতে হইবে।

হে নাথ! তুমি যদি বল যে, সম্প্রতি আমি ব্রতাবলম্বনে অবস্থিতি করিতেছি; সুতরাং এসময়ে আমার পক্ষে অদেয় অধর-সীধু আমি কিরূপে তোমাদিগকে দান করিতে পারি? তবে আমরা বলিব, হে বীর! দানবীর! দয়াবীর! দয়া করিয়া, ইচ্ছা করিলে, এই জগতী-তলে এমন কি দুর্ল্লভ-বস্তু আছে, যাহা তোমার পক্ষে অদেয় হইতে পারে? অতএব হে পুষ্করেক্ষণ! উক্তাবসরে তোমা-কর্ত্তৃক তাদৃশ-বচন-কথন-কালে সস্মিত-বিলাস-সুন্দর-দৃষ্ট্যাদি-দ্বারা তোমার তাদৃশী-বাণীরই অধিক-বিমোহনত্ব-সর্ব্ব-জনাভিপ্রেত হওয়ায়, আমরাও যে তোমার "পর্য্যাচিতামৃত-রসানি, পদার্থ-ভঙ্গী-বল্গূনি, বল্গিত-বিশাল-বিলোচনানি বাক্যানি" শ্রবণ করিয়া, মানসে মোহ-প্রাপ্তা হইব, তদ্বিষয়ে আমরা আর অধিক করিয়া কি বুঝাইব? হে দেববর! তুমি নিজ-গুণে দয়া করিয়া, আমাদিগকে দাসী-কৃত্যে নিযুক্তা কর এবং অধর-মধু-পান করাইয়া, আসন্ন-মৃত্যু-মুখ হইতে আমাদিগের উদ্ধার-সাধন কর।

হে সর্ব্ব-সুরবর-মুকুটমণে! ঐ চন্দ্র-বদনে ঘন-ঘন-হাস্য করিতে করিতে, অরুণ-লোচন-যুগলে বিবিধ-বিলাস-ভঙ্গী-সহ বক্রভাবে অব-লোকন করিতে করিতে, হৃদয়স্থ-মালতী-মাধবী-মল্লিকা-মন্দার-কুসুমহার

দোলাইতে দোলাইতে, নানাবিধ-রঙ্গ-রস-সহকারে রাতুল-চরণ-যুগলের রত্ন-মঞ্জীর-সকল বাজাইতে বাজাইতে, মনের আনন্দে আমাদের নিকটে এস, এস, আসিয়া, আমাদের প্রতি অনিদান অকারণ-কোপ-পরিহার-পূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় হাস্য-যুক্ত-বদনে আমাদিগকে সান্ত্বনা-দান-কল্পে "কিঞ্চিদপি" যদি মধুরতর-বল্গু-পদাবলী-বিভূষিত-বুধ-জন-মনোজ্ঞ-বাক্য-কথন কর, তবে তোমার বিকসিত-দন্ত-রুচি-কৌমুদী-সাহায্যে অবশ্যই আমাদিগের হৃদয়-কন্দর-গত অতিঘোর-ভয়-জনক-তিমির সহসা অপসারিত হইতে পারে। কিঞ্চ, হে মনো-মোহন! তোমার বদন-চন্দ্রমাঃ আমাদিগের লোচন-চকোর-নিচয়কে ভবদীয়-"স্ফুরদধর-সীধবে" উচ্ছলিতাধর-সুধা-পানার্থ সাভিলাষা করিতেছে, তথা সপদি মদনানল আমাদের মানসকে নিতান্তই দগ্ধ করিতেছে; সুতরাং অন্তর্দ্দাহ-নিবৃত্ত্যর্থ পেয়ৌষধ-পান-ব্যতীত শান্তি-সম্ভাবনা পরিদৃষ্টা না হওয়ায়, আমরা কাতর-কণ্ঠে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতেছি যে, হে প্রাণৈকবন্ধো! "দেহি মুখ-কমল-মধু-পানম্।"

কিঞ্চ, হে প্রেয়ন্! তুমি কি সত্য সত্যই আমাদিগের প্রতি কোপযুক্ত হইয়াছ? যদি সত্য সত্যই তুমি আমাদিগের প্রতি কোপান্বিত হইয়া থাক, তবে হে সুদশন! আমাদের প্রশ্ন হইতেছে যে, আমরা যখন তোমাকেই একজীবনরূপে প্রাপ্তা হইয়াছি, তখন ত্বদেক-জীবনভূত-মাদৃশ-জনগণের প্রতি তোমার এরূপ রোষ সম্ভবপর হইতে পারে কিরূপে? আর যদি অপরাধি-বোধে আমাদিগের প্রতি রুষ্ট হওয়াই তোমার পক্ষে সঙ্গত হয়, তবে অপরাধীর প্রতি রোষ-বশে দণ্ড-দান-কল্পে খরতর-নয়ন-কটাক্ষ-শর-সমূহ-প্রেরণ-পূর্ব্বক তদ্দ্বারা আমাদিগকে প্রহার করাই সম্প্রতি তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে। তথা খরতর-নয়ন-শরাঘাত-দান করিয়া, যদি তুমি মনে মনে সন্তুষ্ট না হও, তবে তুমি মানস-সন্তোষ-সম্পাদনার্থ ইচ্ছামত অনায়াসেই সুবৃত্ত-পরিঘা-কার-পীন-দীর্ঘ-দৃঢ়সার-নিজ-ভুজ-যুগল-দ্বারা বন্ধন ঘটাইতে পার এবং তাহাতেও যদি সন্তুষ্ট না হও, তবে রদ-খণ্ডন-জনন-দ্বারা আমাদিগকে স্তন মণ্ডল ও নিস্তল-কপোলাদি-দেশ-সমূহে ক্ষতবিক্ষতা কর। তথা ক্রোধের পাত্রীকে দণ্ড-দান করিলে, ক্রোধের শান্তি হইতে পারে

ভাবিয়া, সুতীক্ষ্ণ-নয়ন-শর-প্রহার, ভুজ-লতার দ্বারা বন্ধন ও রদ-খণ্ডন-জনন-সাহায্যেও যদি প্রসন্নতা, শান্তি, বা সন্তোষ-লাভে সমর্থ না হও, তবে "যেন বা ভবতি সুখ-জাতং", অধিক কি বলিব ? যাদৃশ-মর্দ্দন-চুম্বনাদি-দণ্ড-দান করিলে, তোমার অভিলষিত-সুখ-জাত সমুদিত হইতে পারে, বিনা বিচারে তুমি আমাদিগের প্রতি তাদৃশ-দণ্ডই দান কর। পক্ষান্তরে হে প্রসন্নানন ! অত্র বিষয়ে আমাদিগের গূঢ়াভিপ্রায় এই যে, স্বীয় অপরাধি-জনগণের প্রতি যথোচিত-দণ্ডের ব্যবস্থা করাই উচিত ; কিন্তু উপেক্ষা-প্রদর্শন কদাপি উচিত নহে।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে চত্বারিংশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

একচত্বারিংশ অধ্যায়

হে সুন্দর-দর্শন! যদি তুমি এই কথা বল যে, "ননু যুষ্মাসু মম কোপস্য, দণ্ডস্য বা কঃ প্রসঙ্গঃ? অর্থাৎ তোমাদের প্রতি আমার কোপ করিবার, বা দণ্ড-দান করিবার অধিকার, বা প্রসঙ্গ কি আছে? যিনি তোমাদের প্রিয়তম, তিনিই তোমাদের প্রতি কোপ, বা অপরাধানুসারে দণ্ড-দান করিতে পারেন, আমিও যদি তোমাদের প্রিয়তম হইতাম, তাহা হইলে, আমিও তোমাদের প্রতি কোপ, বা দণ্ড-দান করিতে পারিতাম, পক্ষান্তরে তোমাদের মুখ্যতমা-পার্ব্বতীদেবী যখন "ন পারয়েঽহং চলিতুং, নয় মাং যত্র তে মনঃ", এইরূপ আদেশ-বচনে আমাকে ভৃত্য-জনোচিত-নিজ-বহন-কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিয়াছেন, তখন তোমরাও সেই মুখ্যতমা-পার্ব্বতীদেবীরই অংশভূতা হইয়া কি আর আমাকে ভৃত্য-জনোচিত-নিজ-নিজ বহন-কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিবে না? অবশ্যই পারিবে, অতএব এক্ষণে তোমরা বিবেচনা করিয়া, দেখিতে পার যে, আমি যদি এইরূপে তোমাদের ভৃত্যরূপেই পরিণত হই, তবে আর তোমাদের প্রতি আমার কোপ করিবার, কিম্বা দণ্ড-দান করিবার অধিকার কি আছে? বা থাকিতে পারে? এবং তাদৃশ-প্রসঙ্গই বা সঙ্গত হইতে পারে কিরূপে? সুতরাং তোমাদের প্রতি আমি কোপ করিতে ইচ্ছাও করিনা, তথা "দেহি খর নয়ন-শর-ঘাতং, ঘটয় ভুজ-বন্ধনং, জনয় রদ-খণ্ডনং, যেন বা ভবতি সুখ-জাতং, তদেব কুরু" ইত্যাদিরূপ-প্রার্থনানুসারে অপরাধিনী ভাবিয়া, তোমাদের প্রতি উক্তরূপ-দণ্ড-দানও করিতে ইচ্ছা করি না, তবে আমরা বলিব, হে নাথ! তুমি এরূপ কথা পুনশ্চ কদাপি মুখেও আনিও না।

কারণ, তুমি যখন সর্ব্বদা আমাদিগের হৃদয়-পঙ্কজাসনে অন্তর্যামি-পরমেশ্বর-স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছ, তখন তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, আমরা তোমার প্রতি মহাপ্রেমবতী? কি না? আমরা নিজ-নিজ-

দুঃখাপায় ও সুখ-প্রাপ্তির পরিবর্ত্তে তোমারই সুখৈক-প্রয়োজন-সিদ্ধি অভিপ্রায়ে কায়িক, বাচিক ও মানস-ব্যাপার-সকলের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি ? কি না ? তথা তোমারই সৌরত-সুখোদ্দীপনার্থ আমরা নিজ-নিজ-রূপ, যৌবন ও কামপীড়ার বিবরণ করি ? কি না ? এবং আমরা স্ব-সুখ-সাধনের পরিবর্ত্তে তোমারই সুখ-সম্পাদনে তাৎপর্য্য, বা আগ্রহ-বতী ? কি না ? কিঞ্চ, হে প্রেষ্ঠ ! যদিচ মুখ্যতমা-পার্ব্বতীদেবী তোমার প্রতি "ন পারয়েঽহং চলিতুং, নয় মাং যত্র তে মনঃ", এইরূপ বাক্য-কথন করিয়াছেন সত্য ; তথাপি তুমি স্বীয়-সর্ব্বজ্ঞতা-শক্তির অনুশীলন-পূর্ব্বক দেখ দেখি, মুখ্যা-পার্ব্বতীদেবীর উক্তরূপ-বাক্যে ত্বদীয়-সুখৈক-প্রয়োজন-মূলক ভাব নিহিত রহিয়াছে ? কি না ?

হে রমণ ! আমাদিগের দৃঢ়-বিশ্বাস যে, তুমি ক্ষণকালের জন্য নিজ-সর্ব্বজ্ঞতা-শক্তির পরিচালনা করিলে, অবশ্যই উপলব্ধি করিতে পারিবে যে, তুমিই আমাদিগের হৃদয়ে জীবন, বা প্রাণ-স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছ, তুমিই আমাদিগের শরীরাবয়ব-সমূহে গর্ব্বের, গৌরবের ও সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধনের একমাত্র-নিদান-ভূত-ভূষণ-স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছ এবং তুমিই আমাদের অক্ষয়-ধনৈশ্বর্য্য-ভাণ্ডারে সংসাররূপ-সমুদ্রের পরম-রত্ন, বা সাগর-শোষণ-লব্ধ-মহামাণিক্যরূপে অবস্থিতি করিতেছ। কিঞ্চ, হে নাথ ! তুমি প্রণিধান-পূর্ব্বক দেখিলে, অবশ্য ইহাও দেখিতে পাইবে যে, তুমি যাহাতে আমাদের প্রতি অনুক্ষণ অনুকূল, বা সদয় থাক, আমাদিগের হৃদয়ে তদ্বিষয়ক-যত্ন সতত বিদ্যমান রহিয়াছে। অধিক কি বলিব ? আমাদিগের হৃদয়ে তোমার ঐ ভুবন-মোহন-রূপটী-ভিন্ন অন্য কোন রূপের অবস্থানের স্থান নাই, মানসে তোমার রূপ-চিন্তা-ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা নাই, প্রাণে পাছে তুমি সামান্য কোন কারণে বিরক্ত হও, এই ভয়-ভিন্ন অন্য কোনরূপ ভীতির লেশমাত্রও নাই, মুখাগ্রে তোমার কথা-ভিন্ন অন্য কোন কথা নাই, এবং এক কথায় বলিতে কি ? আমরা শয়নে, স্বপ্নে, জাগরণে, ধ্যানে ও জ্ঞানে একমাত্র তোমাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও জানি না, বা জানিতে ইচ্ছাও করি না। হে মহাভুজ !

এইরূপে যদি তুমি সর্ব্বভাবেই আমাদের প্রতি অতুলনীয়, অভাবনীয়, অপরিসীম-নিরঙ্কুশ আধিপত্যের বিপুল-বিস্তার-সাধনে সমর্থ হইয়া থাক, তবে তুমি যে স্বীয় অসীম-প্রভুত্বের পরিবর্ত্তে নিজভৃত্য-ভাবের কল্পনা করিয়া, আমাদের প্রতি ক্রোধ-প্রকাশ করিতেছ, ইহা কি তোমার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত-কার্য্য হইতেছে ?

আর এক কথা এই যে, তুমি আমাদের অকপট-প্রেম-পরীক্ষণের পরিবর্ত্তে আমাদের প্রতি যদি যথার্থই কোপযুক্ত হইয়া থাক, তবে কৃপা করিয়া, এই সুযোগে আমাদের অপর একটী প্রয়োজনীয় উপকার সাধন কর। হে প্রাণাধিক ! আমরা সম্প্রতি চৈত্রী-পূর্ণিমা-রজনী-যোগে পূর্ণ-চন্দ্র-মণ্ডল-সমীপে আকাশ-গাত্রে কল্পনার আশ্রয়ে তোমার যে নাগরেন্দ্র-জনোচিত-ভুবন-মোহন-দিব্য-দিব্য-রূপ-দর্শন করিতেছি, তোমার ঐ রূপটী সর্ব্ব-জন-মনোহর হইলেও, অধুনা তোমার ঐ রূপে কিঞ্চিদ্-বৈলক্ষণ্য পরিদৃষ্ট হইতেছে। কথাটা স্পষ্ট করিয়া, বলিতে হইলে, ইদানীং বলিতে হইতেছে যে, হে নাথ ! আমরা ইতঃপূর্ব্বে তোমার যে লোচন দুইটীকে নীল-নলিনাভ অবলোকন করিয়াছিলাম, অধুনা দেখিতেছি যে, তোমার সেই ইন্দীবর-সুন্দর-নীল-নয়ন দুইটী আমাদিগের প্রাত ভবদীয় ক্রোধের আবির্ভাব-বশতঃ কোকনদরূপে বিকসিত-রক্ত-পদ্মের বর্ণে বিভূষিত হইয়া, অনুপম-মাধুরী-মণ্ডিতাবস্থায় যেন তোমারই অলৌকিকী অনুরঞ্জনী-বিদ্যার প্রকৃষ্ট-পরিচয়-প্রদান করিতেছে।

অতএব আমরা তোমার নিকটে এতাবতী-মাত্র-প্রার্থনা করিতেছি যে, তোমার "নীল-নলিনাভমপি লোচনং" সম্প্রতি রক্তোৎপলরূপ-ধারণ করায়, ত্বদীয়-হৃদয়ে যে অনুরঞ্জন-বিদ্যার অস্তিত্ব অবধারিত হইয়াছে, "শিক্ষিতা-বিদ্যা প্রয়োগেনৈব জ্ঞায়তে", এইরূপ সিদ্ধান্ত-বচনানুসরণে আমাদের স্বরূপে তুমি সেই বিদ্যার পরীক্ষা কর। পরীক্ষাপ্রকার-নির্দ্দেশকল্পে আমরা পুনশ্চ বলিতেছি যে, হে নটবরবেশ ! তুমি যদি আমাদের কৃষ্ণরূপ অর্থাৎ নীল-নলিনাভ-শ্যাম-কলেবরকে তোমার কোকনদরূপি-রক্ত-কমল-বর্ণ-রঞ্জিত-লোল-লোচন-যুগল-সাহায্যে কুসুম-শর-বাণভাবে সানুরাগ-দৃষ্টি-দ্বারা অর্থাৎ কন্দর্প-দর্প-দীপ্ত-বিলাস-ভঙ্গী-

ময়-দৃষ্টি-দান দ্বারা অনুরঞ্জিত করিতে পার, তবেই তোমার ঐ অনুরঞ্জন-বিদ্যার অধিকতর অপূর্ব্ব-পরিচয় প্রদর্শিত হইতে পারে; সুতরাং আমরাও তোমার অনুরঞ্জন-বিদ্যার অধিকতর-সফলতা-সম্পাদনাভিপ্রায়ে বিনীত-বচনে প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি স্বগুণ-সমূহের পরীক্ষণোপকরণ-ভাবে আমাদিগকে অঙ্গীকার করিয়া লইয়া, আমাদিগের বাসনার চরিতার্থতা-সম্পাদন কর।

এইরূপে রস-ভাবময়-বচনে ও নিজ-নিজ অঙ্গ-পরিমলাদির গুণে শ্রীশঙ্করদেবের হৃদয়ে কথঞ্চিৎ সারস্য-সঞ্চারের লক্ষণ অনুভব করিয়া, সাহস-বৃদ্ধির ফলে গগনাঙ্গন-গাত্রে দত্ত-দৃষ্টি-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ চাতুর্য্যের সহিত অভীষ্ট-প্রার্থনাময়-বচনে পুনরপি বলিতে লাগিলেন যে, হে প্রিয়! এই দেখ, আমাদের শরীরাবয়ব বিশেষে আদরের সহিত তুমি নিজ-হস্তে যে সকল অলঙ্কার নিবদ্ধ করিয়াছিলে, ইদানীং তোমার অভাবে আমাদের ন্যায় অস্মৎ-শরীরস্থ সেই সকল-মণি-রত্নময়-বিভূষণ বিনা অপরাধে দণ্ড-প্রাপ্ত হইয়াই যেন, অপরাধীর ন্যায় নিতান্ত-বিষণ্ণভাবে অবস্থিতি করিতেছে। অতএব হে নাগরেন্দ্র-শেখর! আমরা করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছি যে, সম্প্রতি তোমার আদেশে অধর সীধু-পান-দানাবসরে আমাদের নীল-মণিময়-কুম্ভাকার কুচ-নিচয়ের উপরিভাগে বিষণ্ণভাবে অবস্থিতা-মণি-মঞ্জরী-মণিময়ী-মালা স্ফূর্ত্তি, বা চঞ্চলভাব-প্রাপ্তা হউক এবং "রঞ্জয়তু মম হৃদয়দেশং", তথা আমাদিগের কাঞ্চীগুণ-স্থান, বা ঘন-জঘন-মণ্ডলে "রসনাপি রসতু, মধ্যম-নৃত্যশীলা সতী শব্দায়তাং শব্দং কুরুতাং", এবং যদি বল, "কীদৃশং শব্দং কুরুতাং?" তবে উত্তর এই যে, "ঘোষয়তু মন্মথ-নিদেশং", অর্থাৎ "মন্মথস্য আজ্ঞাং বিঘোষয়তু।"

এবম্বিধ-রস-প্রেম-ভাবময়-বচন-সকল-কথন করিয়াও, উত্তরাপ্রাপ্তি-নিবন্ধন উৎকণ্ঠা-ভরে আকাশার্পিত-নীলেন্দীবর-দাম-দীর্ঘ লোল-ললিত-তরলতর-তারাকুলিত-লোচনে পার্ব্বতীদেবীগণ বৈপরীত্যরীতি অনুসরণে পুনশ্চ কহিলেন যে, হে স্নিগ্ধ-বচন! তুমি ত কতবারই আমাদের ভূয়সী অনিচ্ছাসত্ত্বেও, নিজেচ্ছা-ভর-বশেই অস্মদীয়-চরণ-নিচয়

সরস-লসদলক্তক-রস-রাগ-সাহায্যে সুরঞ্জিত করিয়াছ সত্য ; পরন্তু অধুনা আমাদের এইরূপ বলবতী ইচ্ছা হইতেছে যে, তুমি যদি কৃপা-পর-বশতা-প্রযুক্ত অবিলম্বে আমাদের সমীপে উপস্থিত হইয়া, দর্শন-দান-পূর্ব্বক সুমিষ্ট-বচনে একবারমাত্র বল, আজ্ঞা-প্রদান কর, তবে আমরা অতীব আগ্রহোৎসাহানন্দ-ভরে স্বাভাবিকী আরক্ততা ও কৌমল্য-প্রযুক্ত স্থল-কমল-গঞ্জন, বা স্থল-পদ্ম-শোভা-তিরস্কারক, অতএব আমাদের হৃদয়-রঞ্জন, হৃদয়ের রাগ-বর্দ্ধক, তথা তৎকাল-প্রবৃত্ত-রতি-রঙ্গ-রসানু-ভবাবসরে "জনিত-পরভাগ", বা উৎপাদিতাশেষ-পরম-শোভা-সুশোভন, অতুল-সৌন্দর্য্য-সমলঙ্কৃত, তোমার তথাভূত-রাতুল-চরণ-যুগল আমরা একবার সরস-লসদলক্তক-রস-রাগ-সাহায্যে সুরঞ্জিত করিয়া দিই।

কিঞ্চ, হে প্রিয়! অঙ্গীকার-পূর্ব্বক তুমি যদি আমাদের উক্তরূপ-প্রার্থনার সফলতা-সম্পাদন কর, তবে আমরা আমাদের মানস-তাপোপশমনাভিপ্রায়ে ত্বদীয়-সর্ব্ব-বিজয়ী, অশেষ-সদ্-গুণ-রাশি-রমণীয়-শ্রীচরণ-লাভ-বাসনা-পরবশ-হৃদয়ে পুনশ্চ এইরূপ প্রার্থনা করিতে পারি যে, আমাদিগের দ্বারা তোমার শ্রীচরণের রঞ্জন-কার্য্য সমাপ্ত হইলে, তুমি একটীবারমাত্র কৃপা-পূর্ব্বক তোমার সেই অলক্তক-রস-রাগ-রঞ্জিত, উদার, অর্থাৎ বাঞ্ছিতার্থ-প্রদ, স্মর-গরল-খণ্ডন, বা দৃপ্ত-কন্দর্প-দর্প-বিষ-বিনাশন-পদ-পল্লব অলঙ্কার-স্বরূপে আমাদের শিরো-দেশে অবস্থাপিত করিও। হে নাগরেন্দ্র-শেখর! আমাদের উক্তরূপ-প্রার্থনার পূর্ণতা-সম্পাদন-কল্পে তুমি যদি নিজ-গুণে কৃপা করিয়া, আমাদের মস্তকে মণ্ডনরূপে তোমার উদার-পদ-পল্লব অবস্থাপিত কর, তবে আমাদের মানসে যে দারুণ-মদন-কদনানল নিরন্তর প্রজ্বলিত হইতেছে, সেই মদন-সমরালন-তাপ, বা তৎ-কর্ত্তৃকোপাহিত-যাবতীয়-বিকার মণ্ডন-রূপে মস্তক-মণ্ডলে ত্বদীয়োদার-পদ-পল্লব-ধারণ-মাত্রেই অপগত হইবে, সন্দেহ নাই।

হে নাথ! এই সংসাররূপ-জলধি-জলে তুমিই একমাত্র সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ-পুরুষ-রত্ন-স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছ। রত্ন-তত্ত্বজ্ঞ, রত্নাভিলাষী পুরুষ যেমন রত্নাকরের নিকট হইতে অভিমত-রত্ন-লাভ করিয়া, নিজ আত্মাকে

পরিপূর্ণ মনে করিয়া থাকে, "তথাস্মিন্ লোকে বয়মপি সর্ব্ব-পুরুষ-প্রবরেষু ত্বামেব রত্নভূতং প্রাপ্য," নিরতিশয় কৃতার্থা হইয়াছি। অতএব আমাদের অন্তরের প্রার্থনা এই যে, তুমি আমাদের প্রতি নিরন্তর উদারানুকূল-নায়ক-জনোচিত-সদয়ানুকূল-বেদনীয়-ব্যবহারের প্রবর্ত্তন কর, ঔষধের বাহ্য-প্রয়োগে আন্তর-প্রদাহের প্রশম, বা উপশান্তি হয় না জানিয়া, অন্তর্দ্দাহ-প্রশমনে সিদ্ধৌষধি-স্বরূপ তোমার মুখ-কমলের মধু-পান করিতে দিয়া, আমাদিগকে বাঁচাও, স্বীয়-বদন-চন্দ্রের বিমল-জ্যোৎস্না-সাহায্যে আমাদের হৃদয়-গত অতিঘোর-তিমির বিদূরিত কর, ত্বদেক-জীবন অস্মদীয়-লোচন-চকোর-নিচয়কে অবিরতভাবে স্বীয়-বদন-চন্দ্রমার সুধা-কৌমুদী-পান করিতে দাও, একটীবারমাত্র আমাদের সহিত প্রসন্ন-বদনে দুই একটী কথা কও, তোমার অন্তর্দ্ধান ও মৌনতা-দর্শনে আমাদের ভীতি-তিমিরাকুল-মানসকে ম্রিয়মাণ দেখিয়াও কি তোমার হৃদয়ে একটু-মাত্রও দয়ার সঞ্চার হইতেছে না? অতএব হে প্রাণেশ্বর! আমরা আবার বলিতেছি যে, আমাদের মানস-গত-মদন-কদনানল-তাপ-দূরী-করণার্থ প্রসন্নাননে দয়া-পরবশতা-প্রযুক্ত অধর-সীধু-পান-দান-দ্বারা আমাদিগকে আপ্যায়িতা সঞ্জীবিতা কর, "দেহি মুখ-কমল-মধু-পানম্, দেহি পদপল্লবমুদারম্, দেহি খর-নয়ন-শর-ঘাতম্।" অন্যথা আমাদের মরণ যে সুনিশ্চিত, তদ্বিষয়ে বিন্দু-মাত্রও সন্দেহ নাই।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে একচত্বারিংশ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়

আমি যদি তোমাদিগকে অধর-সীধু-সাহায্যে আপ্যায়িতা না করি, আমি যদি তোমাদিগকে মুখ-কমল-মধু-পান-দান না করি, আমি যদি তোমাদিগকে স্বীয়-উদারতর-পদ-পল্লব-ছায়াতলে আশ্রয়-দান না করি, তথা আমি যদি তোমাদিগের প্রতি অপাঙ্গ-বিক্ষেপ, বা খরতর-নয়ন-শরাঘাত-পূর্ব্বক অধরে অধর দিয়া, সুখে মধুপান না করি, তবে তোমরা নিজমুখেই বলিতেছ যে, তোমাদের মরণ সুনিশ্চিত, বা নিঃসন্দিগ্ধ জানিতে হইবে; পরন্তু হে পার্ব্বতীদেবীগণ! আমি তোমাদের উক্ত-রূপ বাক্যের কিঞ্চিৎমাত্রও সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। কারণ, আমি তোমাদিগকে অধর-সীধু-পান করাইয়া আপ্যায়িতাও করি নাই, মুখ-কমল-মধু-পানও দান করি নাই; অথচ দেখিতেছি, তোমরা সকলেই জীবিতা রহিয়াছ; সুতরাং প্রশ্ন হইতেছে যে, তোমাদের উক্ত-রূপ অসত্য-বচন-কথন করিবার আবশ্যক কি? এবং কিরূপেই বা তোমরা জীবিতা রহিয়াছ? এইরূপে শ্রীশঙ্করদেবের কথিতানুরূপ-প্রশ্ন, বা আশঙ্কা-বচন-কল্পনা করিয়াই যেন, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ আকাশে দৃষ্টি-দান-পূর্ব্বক তন্নিরসনকল্পে কহিলেন যে, হে প্রেমময়! আমাদের বাক্য-সকল কদাপি অসত্য নহে, আমরা প্রেমময়-স্বানুভব-প্রমাণ-নির্ণীত-ত্বৎকথামৃত-মহিম-বর্ণন-মাত্র-সাহায্যেই অদ্যাপি জীবিতা রহিয়াছি, জানিতে হইবে।

অথবা ত্বৎকর্তৃক-কথার মাধুর্য্য-মহিমা কোন্ ব্যক্তিরই বা পক্ষে বাচ্য-বর্ণনীয় হইতে পারে? পরন্তু ত্বৎসম্বন্ধিনী-কথা অন্য-বক্তৃকা হইলেও যে, দ্বিবিধামৃতাপেক্ষা স্বাদ্বী, বা শ্রেষ্ঠতরা, তদ্বিষয়ে তিলমাত্রও সন্দেহ নাই। অত্র বিষয়ে কারণ এই যে, "তব কথৈব অমৃতং, অর্থাৎ অমৃতবৎ স্বতঃ ফলরূপং, ফলান্তর-সাধনঞ্চ ভবতি।" যদি বল, আমার

কথা-মাত্রই কীদৃশ-সাদৃশ্য, বা সাধর্ম্ম্যবশে অমৃতবৎ স্বতঃফলরূপ হইতে পারে ? তাহা আমি সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিতেছি না, তবে তত্তদ্রূপত্ব-প্রদর্শনাবসরে আমরা এই কথা বলিতে পারি যে, তোমার তপ্ত-জীবন-কথামৃত যখন তপ্ত-ত্বদ্-বিরহ-তাপখিন্ন-জন-সকলকেও জীবিত, বা মৃত্যু-পর্য্যন্ত-দুর্দ্দশা হইতে পরিরক্ষিত করিয়া থাকে, তখন মহারোগাদি-সন্তপ্ত, বা সংসার-তাপ-তপ্ত জন-সকলকেও যে জীবিত, বা মৃত্যু-পর্য্যন্ত-দুর্দ্দশা হইতে পরিরক্ষিত করিবে, তদ্বিষয়ে আর অধিক বলিবার কি আছে ? অতএব হে দেব ! তোমার কথামৃত সমুদ্র-মথনোত্থিত-স্বর্গীয় অমৃত এবং তনুভৃদ্‌গণের নির্ব্বৃতিরূপ-মোক্ষামৃত হইতেও অধিক-গুণ-শালী, বা শ্রেষ্ঠরূপে কেশব-বাসব-পরমেষ্ঠি-পুরোগম-কবি-জন-কর্ত্তৃক অতীবাগ্রহ-ভরে ঈড়িত, সংস্তুত ও বর্ণিত হইয়াছে।

কিঞ্চ, ধ্রুব-প্রহ্লাদ-বেদব্যাস-ব্রহ্ম-বিষ্ণু-চতুঃসনাদি-আত্মারাম-কবি-জন-গণ-কর্ত্তৃক-ত্বদীয় যে কথামৃত ঈড়িত হইয়াছে, সেই কথামৃত যে অধুনাতন-কবি-জন-গণ-কর্ত্তৃকও ঈড়িত হইবে, তদ্বিষয়ে আর অপরবিধ-কীদৃশ-বক্তব্য অবতীর্ণ হইতে পারে ? অথবা অত্র বিষয়ে এরূপ বক্তব্যও অবতীর্ণ হইতে পারে যে, আমাদের ন্যায় ত্বদীয়-ভক্ত-প্রিয়তমা-জন-কর্ত্তৃক ত্বদীয়-কথামৃত যে ভাবে বর্ণিত হইতেছে, উল্লিখিত-কবি-জন-গণ অস্মদাদি-ভক্ত-প্রিয়তমা-জন-কৃত-বর্ণনার অনুবাদ-মাত্র করিয়া, ভব-দীয়-কথামৃতের শ্লাঘনীয়তা-প্রদর্শনে অগ্রসর হইয়া থাকেন মাত্র, কিন্তু রহস্যাপরিজ্ঞান-নিবন্ধন স্বয়ং কোনরূপ অভিনব-বর্ণনা করিতে পারেন না। তথা হে হৃদয়ৈক-বন্ধো ! কবি-জনেড়িত-তপ্ত-জীবন-কল্মষাপহ-তব কথামৃত সর্ব্বরোচকত্বাদি-প্রভাবময়ত্ব-প্রযুক্ত স্বান্তরায়ভূত-প্রারব্ধ-পর্য্যন্ত-কল্মষ-সকলকেও যখন বিনষ্ট করিয়া থাকে, তখন সংসার-হেতু-ভূত-পুণ্য-পাপ-রূপ-কল্মষ-সকলেরও যে বিনাশসাধন করিবে, তাহাও কি আবার বিশেষ করিয়া, বলিতে হইবে ?

পক্ষান্তরে ভবদীয়-কথামৃতের উৎকর্ষতা-সমর্থন-কল্পে বলা যাইতে পারে যে, স্বর্গীয়ামৃত কামাদি-বর্দ্ধকত্ব-প্রযুক্ত প্রারব্ধ-পর্য্যন্ত-পাপ-পুঞ্জের বিনাশ-সাধন না করিয়া, প্রত্যুত তথাবিধ-পাপের উৎপাদনেই সমধিক-

সামর্থ্য-প্রকাশ করিয়া থাকে। এইরূপ মোক্ষামৃতও যদি চ সংসার-তাপ-নাশ করিয়া থাকে সত্য ; তথাপি-মহনীয়-মোক্ষামৃত যে প্রারব্ধ-পর্য্যন্ত-পাপ-বিনাশে সমর্থ নহে, তাহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। সেইজন্যই বলিতেছিলাম যে, হে প্রাণাধিনাথ! "তব কথামৃতং কল্মষাণি প্রারব্ধ-পর্য্যন্তানি-পাপানি অপহন্তি, স্বর্গীয়ামৃতন্তু তানি ন হন্তি, কামাদি-বর্দ্ধকত্বাৎ, প্রত্যুত তান্যুৎ-পাদয়ন্ত্যেব, মোক্ষামৃতমপি প্রারব্ধ-পাপং নৈব হন্তি ইতি।" হে রসিক-শেখর! এবমেবম্ভূত হইয়াও, তোমার এই স্বাদু-মৃদু-কথামৃত শ্রবণ-মাত্রেই যখন মঙ্গল-জনকরূপে আত্ম-পরিচয়-প্রদান করিয়া থাকে, তখন শ্রবণ-মঙ্গল তোমার এই কথামৃত যে অভীষ্ট-সাধকতা-প্রযুক্ত মনো-মধ্যে বারম্বার অর্থ-বিচার-সাহায্যে স্বাদ্যমান হইয়া, তত্তৎ-সর্ব্বার্থ-সাধক-রূপে আত্ম-পরিচয়-প্রদান করিবে, তদ্বিষয়ে আমরা আর অধিক কি বলিতে পারি? পক্ষান্তরে পূর্ব্ব-কথিত-স্বর্গীয় অমৃত ও মোক্ষামৃত যে এরূপ নহে, তাহা আমরা গত-গ্রন্থে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

অপিচ, হে নাগররাজ! যে হেতু তোমার এই কবিজনেড়িত-কথামৃত তপ্ত-জীবন, কল্মষাপহ ও শ্রবণ-মঙ্গলরূপে পরিগীত হইতেছে, অতএব তোমার এবম্ভূত-কথামৃত যে শ্রীমৎ, অর্থাৎ সর্ব্বতঃ উৎকর্ষযুক্ত-প্রেম-পর্য্যন্ত-সম্পত্তি-প্রদ, আতত সর্ব্বব্যাপক, বা বক্তৃগণকে প্রাপ্ত হইয়া, প্রতিক্ষণেই বহু-বিস্তৃত হইবে, তাহা অবশ্য সকলের পক্ষেই স্বীকার্য্য হইতেছে। তথা হে রসিক-শেখরেশ্বর! "শ্রীমদাততঞ্চ", এই দুইটী বিশেষণ-সাহায্যেও তব কথামৃতের পূর্ব্বোক্ত-সুপ্রসিদ্ধ অমৃত-দ্বিতয় হইতে সুমহদ্-বৈলক্ষণ্য অভিহিত হইতেছে, জানিতে হইবে। অতএব হে নববররূপ! তোমার ঈদৃশ-কথামৃত ভূমণ্ডলে যত্র কুত্রাপি যে সকল-বিজ্ঞ-জন, সুধী-ভক্তাদি-সাধারণ-জন-সমাজে কথনরূপে দান করেন, তাঁহারাই এই জগতী-তলে "ভূরিদাঃ সর্ব্বেভ্যোঽপি সর্ব্বার্থ-প্রদাতারঃ", অর্থাৎ সর্ব্ব-জাতীয়-জন-গণের সম্বন্ধেই সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদাতা, বাঞ্ছিতার্থ-প্রদরূপে বিখ্যাতি-লাভ করিয়া থাকেন।

অপিচ, দম-দান-দয়া-ধর্ম্ম-পরায়ণ যে সকল-সজ্জন শ্রীধামকৈলাস-খণ্ডে, বা এই হিমালয়-পর্ব্বত-প্রদেশে, বিশেষতঃ যমুনোত্তরীভূ-ভাগে

ত্বদীয়-বিরহ-তাপ-তপ্ত অস্মাদৃশ-পার্ব্বতী-জন-সমাজে তব কথামৃত কথন-চ্ছলে দান করেন, হে নাথ! সেই সকল-সজ্জন "অস্মাসু তু ত্বদ্বিরহ-তপ্তাসু জীবনমেব দদতি, ইতি কিমুত বক্তব্যম্?" অথবা হে নটবর-বেশ! যে সকল-সাধুশীল-ব্যক্তি তোমার এতাদৃশ-কথামৃত-কথক-পুরাণ-বক্তৃ-ভগবল্লীলা-গুণ-বর্ণনাকারি-ব্যাসাসনাধিষ্ঠাতৃপুরুষভূতভক্ত-জনানুষ্ঠিত-নিয়মানুসারে ভক্ত-শ্রোতৃ-জন-সমাজে যথারীতি কীর্ত্তন করেন, ধনবান্ ভক্ত-সজ্জন-গণ ত্বদীয়-লীলামৃত-গুণ-কীর্ত্তনকারী, ব্যাসরূপী, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত-কেশব-বাসব-পরমেষ্ঠি-পুরোগম-দেববররূপী, পূর্ণ-ভক্তি-সম্পন্ন-জ্ঞান-গুরু সেই সকল-কবি-জনগণকেই ভূরি-বহুতর-ধন-ধান্য বস্ত্রা-লঙ্কার-মণিমুক্তা-প্রভৃতি-বিবিধ-দ্রব্য-দান করিয়া থাকেন, তথা অধিক কি বলিব? ধন-সম্পন্ন-ভক্ত-সজ্জনগণ তাঁহাদিগকে সর্ব্বস্ব-দান করিয়াও, তাঁহাদিগের ঋণ-পরিশোধ করিতে পারেন না।

অথবা "তব কথামৃতং তপ্ত-জীবনং, কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্। শ্রবণ-মঙ্গলং শ্রীমদাততং, ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ।" এই শ্লোকটীর "অহো! পরম-ব্যগ্রা! যাবদাপ্যায়য়েয়ং, তাবৎ ক্ষণং মিথো মদ্বার্ত্তয়া কালো নীয়তাং", এইরূপ, কিম্বা উক্তরূপ অবতরণিকা-গ্রন্থের প্রতিবাদ-কল্পে "তবগীস্তদৈব মধুরা, যদি ত্বদ্দর্শন-সহিতা স্যাৎ, অন্যথা তু মহানর্থকরী", এইরূপ অবতরণিকা-গ্রন্থ-রচনার অনন্তর শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ ত্রাস-ভরে কহিলেন যে, হে রস-সাগর! যদিচ আমাদের আরও কিছুদিন বাঁচিবার সম্ভাবনা ছিল বটে; কিন্তু আমরা যে সময় হইতে ত্বদীয়-বার্ত্তালাপালোচন-প্রসঙ্গে কাল-নয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই সময় হইতেই যে আমরা ধীরে ধীরে মরণের পথে অগ্রসরা হইতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহা সুনিশ্চিত।

কারণ, হে বিদগ্ধ-চূড়ামণে! তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, প্রিয়তম-জন-সহবাসে প্রিয়তমা-জনের পক্ষে চন্দন, কুঙ্কুম-পঙ্ক, চন্দ্র, জ্যোৎস্না, পূর্ণ-সুধাকরের সুধাময়-কর-নিকর-ধারা-ধবলিতা-মধুযামিনী, নলিনী-পত্র-বাত, মালতী-প্রভৃতি-পুষ্পমালা, মধুব্রত-গুঞ্জন, পঞ্চম-পিক-নাদ, বিবিধ-মনোহর-বসন-ভূষণ, কর্পূর-খণ্ডোজ্জ্বল-শীতল-জল,

সুবাসিত-তাম্বূল, তথা নৃত্য-গীতাদি-সর্ব্ব-প্রকার-বিলাসোপকরণ, বা রতি-রাস-রস-বর্দ্ধক-সুরত সামগ্রী-সম্ভার সর্ব্ববিধ-তাপ-শান্তির সাধারণ উপকরণ বটে ; কিন্তু প্রিয়তম-জনের বিরহ-কালে কাতর-হৃদয়া-প্রণয়িনী-সকলের প্রেম-যন্ত্রণা-ভোগাবসরে ঐ সকল-বিলাসোপকরণই প্রিয়তমা-জন-গণের পক্ষে অধিকতর-মদন-কদনানল-সন্তাপ-বৃদ্ধিই করিয়া থাকে। প্রেমের প্রদাহ অনুকূল-স্নিগ্ধাচরণ-লক্ষণ-প্রেম-জলেই শীতল হইয়া থাকে এবং স্নিগ্ধোপচার-মাত্র-সেবনে যে প্রেম-যন্ত্রণার কদাচ নিবৃত্তি হয় না, বরং ঐসকল অন্যথাচারে যে একে আর হয়, যন্ত্রণা আরও বৃদ্ধি-প্রাপ্তা হয়, হে কাম-কলাকোবিদ-নাগরবর ! তাহাও ত তোমার অবিদিত নহে।

হে বিদগ্ধ-শিরোমণে ! আমরা মান-গর্ব্ববতী হইয়াছিলাম বটে ; কিন্তু অধুনা আমাদের সেই মানগর্ব্ব শান্ত হইলেও, তোমার ত দেখিতেছি, "ভো ভো মৎ-প্রাণৈক-বল্লভাঃ ! রত্ন-বল্লভাঃ ! তক্ত-জীবিত-জীবনৌষধার্থক-জীবাতুভূতাসু ভবতীষু নাহমুদাসে", ইত্যাদিরূপ আদরের বাদর এবং কথার সুধা-রস-ধারা-বর্ষণের বিরতি ঘটিতেছে না ? তোমার এ বিদ্যায় যে অধিকার অসাধারণ, তাহা আমরা জানি বটে ; কিন্তু আমরা তোমার উক্তরূপ-কপট-চাটু রস-সাগরে ডুবিয়া যে শনৈঃ শনৈঃ মরণের মুখে আসিয়া, উপস্থিতা হইতেছি, তাহা কি তুমি দেখিয়াও, দেখিতেছ না ? হে নাগর-গুরো ! তোমার কপট-চটুল-চাটু-পটু অস্মদীয়-মান-গর্ব্বাপনয়ন-সমর্থ, চারুতরানুরাগ-শোভন, "অতিশাত", বা পরম-সুখ-প্রদ-বচন-জাত-জাত-রস-সাগরে নিমজ্জিতা হইয়া, আমরা যেমন মরণের পথে অগ্রসরা হইতেছি, সেইরূপ তোমার অফুরন্ত অনন্ত-গুণ-গাথা-গান-কথাই আমাদের পক্ষে অধুনা "মৃতং মৃতিঃ মরণং", বা মরণ-কারণরূপে পরিণত হইয়াছে।

কথাটা একটু ভাল করিয়া, স্পষ্ট ভাষায় বুঝাইতে হইলে, বলিতে হইবে যে, অস্মদীয়-মরণ-কারণরূপা-মৃতি-লক্ষণা-ভবদীয়-গুণ-গান-গাথা-সম্বন্ধিনী-কথা হইতেই আমাদের জীবন অত্যন্ত-পরিতপ্ত, অর্থাৎ শ্লেষাভিপ্রায়ে অতিতপ্ত-ঘৃত-তৈলাভ্যন্তরে নিক্ষিপ্ত-জলের ন্যায় নিতান্ত-যন্ত্রণাময়-জ্বালা-মালা-সমাকুলাবস্থায় অতীব-দুঃখ-দৈন্য-দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হইয়া

উঠিয়াছে; সুতরাং আমাদের মরণের বোধকরি, আর অধিক বিলম্ব নাই। কিঞ্চ, হে পার্ব্বতী-কুল-ক্রীড়াদেব! যদি তুমি বল যে, "ননু তর্হি কথং পুরাণাদিষু মম কথামৃতং শ্লাঘ্যতে?" তবে আমরা বলিব, "কবিভিরীড়িতং, অর্থাৎ ধ্রুব-প্রহ্লাদাদিভিঃ, নন্দি-দক্ষ-রাবণ-বাণা-দিভিঃ, কেশব-বাসব-বিরিঞ্চি-চতুঃসনাদিভিরপি আত্মারামৈঃ কল্পান্তরীয়-ব্যাসাদিভির্ব্বা কবিভিঃ তাবকৈরেব কল্মষাপহং যথাস্থাত্তথা ঈড়িতং তন্নাশকতয়া শ্লাঘিতং স্তুতং কেবলমেব।" অর্থাৎ কবি-জনগণের বর্ণনা-মাত্র-স্বভাবতা-প্রযুক্ত তাঁহারা কেবল পূর্ব্বোক্তরূপে নিষ্ফল-বর্ণনামাত্রই করিয়াছেন, বলিতে হইবে।

অপিচ, হে কন্দর্প-দর্প-বিষবিনাশক! তাবক-কবি-জনগণ-মুখে তোমার কথামৃত কল্মষাপহরূপে বর্ণিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু তোমার কথামৃত-দ্বারাই যে কল্মষ-সকল দূরীভূত হইয়া থাকে, তাহা নহে। পক্ষান্তরে দুঃখ-দারিদ্র্য-দৈন্য-দুর্দ্দশা-ভোগবশেই যে জগতীতলস্থ-জীব-নিবহের প্রারব্ধাখ্য-প্রাচীন-কর্ম্ম-লক্ষণ-কল্মষ-সকল বিনাশ-প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা কি কখনও বিচক্ষণ-জনগণের বিশদতরা-বুদ্ধির অবিষয়ী-ভূত হইতে পারে? কখনই নহে। তথা হে রসিক-শিরোমণে! তাবকীন-কবি-জন-মুখে তব কথামৃত শ্রবণ-মঙ্গলরূপে বর্ণিত হইয়াছে সত্য বটে; কিন্তু ভবদীয়-কথামৃত শ্রবণ-মাত্রেই শ্রোতৃ-জন-গণের মঙ্গল-সাধন করুক, আর নাই করুক, স্বয়ং বিশিষ্ট-ভক্তি-শ্রদ্ধা-সম্পন্ন-লোক-কর্ত্তৃক-শ্রবণ-দ্বারাই যে মঙ্গল, স্বস্ত্যয়ন, বা অবিনাশভাব-প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিঞ্চ, অত্রবিষয়ে একথাও বলা যাইতে পারে যে, হে প্রেম-সিন্ধো! সুবিশুদ্ধ বিশাল-বুদ্ধি-বিশিষ্ট-জনগণ শ্রবণ-পরিণামভূত-বিপুল-দুঃখ-কথার বিচার করিয়া, তোমার এই শ্রবণ-মঙ্গল-কথামৃত যদি শ্রবণ না করেন, অর্থাৎ কথামৃত-শ্রবণ-কার্য্য হইতে বিরত হন, তবে শ্রবণ-মঙ্গল-কথামৃত যে মঙ্গল, স্বস্ত্যয়ন, বা অবিনাশভাব-সাধক-শ্রবণের অভাবে অবশ্যই বিনাশভাব-প্রাপ্ত হইবে, তাহাও কি আবার প্রযত্নাবলম্বন-পূর্ব্বক বুঝাইতে হইবে?

এইরূপ হে প্রেম-কল্পতরো! তব কথামৃতের "শ্রীমদাততং," এই

বিশেষণটীও যে "শ্রীমদৈধনমদান্ধৈর্দুর্জ্জনৈরেব লোকা ম্রিয়ন্তামিত্যভিলষ্য ধন-ব্যয়েনাপি আততং, দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে পুরাণ-বাচকান্ সংস্থাপ্য বিস্তারিতং, অথবা শ্রিয়া সৌন্দর্য্যাদিনা তৎকৃতেন মদেন নিজ-জনানাদরাদিলক্ষণেন চাততং সর্ব্বতঃ প্রসৃতং", এইরূপ তাৎপর্য্যার্থ-বলে বিশেষ্যভূত-ভবদীয়-কথামৃতের কিরূপ অদ্ভুত-গুণ প্রকাশিত করিতেছে, তাহা কি তুমি একবারের জন্যও ভাবিয়া দেখিবার অবসর প্রাপ্ত হও নাই? "অতএব হে প্রেমগুরো! ভুবি যে তাবকীনা-জনাস্তব তাদৃশং কথামৃতং গৃণন্তি নিরূপয়ন্তি, তে জনাঃ "ভূরিদাঃ" বহু-দাতারঃ জীবিত-দাতারঃ, কিম্বা "ভূরিদাঃ" পূর্ব্বজন্মসু বহুদত্তবন্তঃ সুকৃতিনঃ অতিধন্যাশ্চ," ইত্যাদিরূপ-প্রশংসা-প্রাপ্তির পরিবর্ত্তে "ভূরিদাঃ" ভূরীন্ শ্রোতৃ-লোকান্ দ্যন্তি খণ্ডয়ন্তি মারয়ন্তি," এইরূপ ব্যুৎপত্ত্যর্থ-বশে মহাপ্রাণ-ঘাতকরূপে দুরপনেয়-দারুণ-দুর্যশো-রাশিই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সেইজন্যই বলিতেছিলাম যে, হে সুরত-গুরো! কথাজালের বিস্তার-সাধন-পূর্ব্বক সৌম্য-জনগণের ন্যায় ব্যাসাসনোপবিষ্ট-তাদৃশ-জন-গণকে মনুষ্য-মারক-ব্যাধ হইতেও অধিকতর অপকৃষ্ট জানিয়া, সুধী-জনগণ যদি তাহাদিগকে দূর হইতেই উপেক্ষা-প্রদর্শন পূর্ব্বক পরিত্যাগ করেন, তবে কি তাঁহাদিগের পক্ষে অন্যায়কার্য্য করা হইবে? কখনই নহে। বাস্তবিকপক্ষে হে কমনীয়-কলেবর! "তব কথামৃতং", ইত্যাদি-পদ্য-গ্রন্থ যদি পরমার্ত্ত্যুক্তিমধ্যে পরিগণিত হয়, তবে সম্প্রতি তোমার আশায় আশান্বিত-হৃদয়ে ক্ষণকাল যখন আমরা জীবিত-ধারণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি, তখন আর আমাদিগের তব তাদৃশ-কথামৃত লইয়া, কীদৃশ-প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? সুতরাং তেনালম্। অথবা "বস্তুতঃ কথায়াঃ, কথকস্য চ সর্ব্বোৎকর্ষব্যঞ্জিকেয়ং ব্যাজ-স্তুতিঃ।"

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়

অনন্তর শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ "তব কথামৃতং," ইত্যাদি-শ্লোকটীর প্রথমার্থাভিপ্রায়ে শ্রীশঙ্করদেবের "ননু ভো বিচার-লুব্ধাঃ! দুর্ল্লভে ময়ি, কথমেতাবন্তং অনুরাগং কুরুথ? যদি কুরুত, তদা মৎ-কথা-শ্রবণেনৈব নির্ব্বৃতা ভবত," এতাদৃশরূপ-মনোভাব আশঙ্কা করিয়া, কেবল-মাত্র শ্রীশঙ্করদেবের গুণ-কথা-শ্রবণ-দ্বারা নির্ব্বৃতি-লাভের সম্ভাবনা না থাকায়, শ্রীশঙ্করদেবের পূর্ব্বানুরাগময়-চরিতে অপর তিনটী পদ্য-সাহায্যে দূষণ-দান-সঙ্কল্পের অনন্তর দ্বিতীয় অর্থাশ্রয়ণেও কেবল-মাত্র তদীয় আশাবলম্বনে আমাদের পক্ষে দীর্ঘকাল জীবিতা থাকা নিতান্ত অসম্ভব হওয়ায়, তথা তদীয়-দর্শন বিনা তৎসম্বন্ধি-বস্তু-মাত্রই অতিদুঃখ-প্রদ হওয়ায়, পূর্ব্বোদাহৃত-চন্দন-কুঙ্কুম-পঙ্কাদি-যুক্তির অনুসরণে শ্রীশঙ্কর-দেবকে সম্বোধন-পূর্ব্বক পুনশ্চ কহিলেন যে, "প্রহসিতং প্রিয়! প্রেম-বীক্ষিতং, বিহরণঞ্চ তে ধ্যানমঙ্গলম্। রহসি সম্বিদো যা হৃদিস্পৃশঃ কুহক! নো মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি।"

অর্থাৎ হে প্রিয়! তোমার এই অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে তুমি আমা-দের সহিত দয়া-পরতা-প্রযুক্ত যে সকল-প্রীতি-প্রণয়-প্রেম-মূলক, বা প্রীতি-প্রণয়-প্রেমানুরাগ-বর্দ্ধক-সদ্-ব্যবহার করিয়াছ, মানসোল্লাস-জনক-দাম্পত্য-প্রণয়োচিত সেই সকল-বিলাসময়-ব্যবহারের মধ্যে কতিপয়-ব্যবহারের উল্লেখাবসরে প্রথমতঃ আমাদিগকে বলিতে হইতেছে যে, আমাদিগের দর্শন-মাত্রেই তোমার মানসে বিশেষ কোন ভাবের উল্লাস, বা সমাবেশ-নিবন্ধন প্রকৃষ্ট, তথা সহজ-স্মিত-সমূহ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ভট-হসিত, এতাদৃশ প্রহসিতের অনন্তর প্রেমসহকারে বীক্ষণ, বা প্রেমানুরাগ-প্রদর্শন-পূর্ব্বক-তাদৃশ-বীক্ষিত-সহকৃত-প্রহসিত, তদনন্তর বিহ-রণ, বা সখীগণের সহিত ক্রীড়া-বিশেষ, কিম্বা আমাদিগের সহিত

ত্বদীয়-সম্প্রয়োগরূপ-বিহার, তথা ধ্যান-মঙ্গল, ধ্যানে তদনুচিন্তনে মঙ্গল, অর্থাৎ নিজভাবাভিবঞ্জনাময়ত্ব-প্রযুক্ত আশা-বন্ধ-কারক তোমার তাদৃশ-বিহরণের পশ্চাৎ কালীনা রহঃ-সম্বিৎ, অথবা স্বয়ং দূরতরবর্ত্তি-নির্জ্জন-স্থানে গমন-পুরঃসর বেণ্বাদি-সাহায্যে ত্বৎ-কৃত-চমৎকারতর-হৃদয়-স্পর্শী বা হৃদয়ঙ্গম সর্ব্বতঃ অন্তরঙ্গভূত-সঙ্কেত-নর্ম্মোক্তি-সকল আমাদিগকে "যৎপরো নাস্তি" ক্ষোভিতা-ব্যাকুলিতা করিতেছে।

হে লোভন! তোমার প্রহসিত, প্রেম-বীক্ষিত, বিহরণ, তথা রহঃ-সম্বিৎ, ত্বৎ-সম্বন্ধী উত্তরোত্তর-শ্রেষ্ঠ, ধ্যান-সাহায্যে পরম-সুখ-প্রদ, আমাদের সকলেরই অনুভব-প্রমাণ-সিদ্ধ এই বস্তু-চতুষ্টয় অবলীলাক্রমে আমাদিগের মানস-মধ্যে প্রবেশ করিয়া, সদ্যঃ সুখ-দান-পূর্ব্বক দ্বিতীয়-ক্ষণে আমাদিগকে মহাদুঃখ-দান করিতেছে। হে জীবন-বন্ধো! তুমিই যে আমাদিগের একমাত্র প্রিয়তম-ভর্ত্তা, বা প্রাণেশ্বর, তাহা তুমি নিশ্চিতই সম্যক্‌রূপে অবগত আছ। হে প্রেম-গুরো! আমরা ত্বদেক-প্রিয়ত্ব-নিবন্ধন তোমার এতাদৃশ-নির্দ্দয়-জনোচিত-ব্যবহারে সদা-কাল যে মহামনঃক্ষোভ-দুঃখ-লাভ করিতেছি, তাহা তুমি স্বয়ং স্বীয়-নলিন-নয়ন-যুগলে অবলোকন করিয়াও, পুনশ্চ কিজন্য আমাদিগের প্রতি এরূপে ছলনা, বা বঞ্চনার প্রয়োগ করিতেছ? হে প্রিয়-জনো-পতাপক! হে কুহক-কপট! তুমি ইতঃ পূর্ব্বে প্রহসিত, প্রেম-বীক্ষিত, বিহরণ ও রহঃ-সম্বিৎ-প্রভৃতি যে সকল-মধুরতর-ব্যবহার-দ্বারা আমা-দিগকে আপ্যায়িতা করিয়াছ, অধুনা তোমার সেই সকল-মধুরো-দারতর-ব্যবহার আমাদের পক্ষে কুহক-দত্ত-পিষ্টক-বিশেষরূপ-বটক-কলাপের ন্যায় সদ্যঃ পরম-স্বাদু হইয়াও, উদর্ককালে পরম-দুঃখময়রূপ-ধারণ করিতেছে।

হে মায়াবিন্! ত্বৎ-প্রদত্ত-বটক-কল্প-প্রহসিত-প্রভৃতি আয়তি অর্থাৎ উত্তরকালে দুঃখময় আকার-ধারণ-পূর্ব্বক আমাদের পক্ষে যে পরম-দাহক-প্রাণঘাতকরূপে পরিণতি-প্রাপ্ত হইবে, তাহা ত আমরা অগ্রে অবগতা হইতে পারি নাই। হে নাথ! তুমি আর আমাদিগকে উপতাপ-প্রদান করিও না, আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন

হও, আমাদিগকে বিকসিত-নয়নে একবারমাত্র অবলোকন করিয়া, সুহাস-শোভিত আননে দুইচারিটী সুমিষ্ট-বচনমাত্র-কথন কর, আমাদিগের ব্যাকুলিত-হৃদয়ে, ক্ষোভিত-মানসে কিঞ্চিৎমাত্র শান্তি-দান কর। হে অতুলাপার-রস-সিন্ধো! কোথায় আমরা অধুনা রত্নময়-রাসভবনের অন্তর্গত কোনও সমুচ্চতর-মণি-মন্দিরে সখীগণে সংবৃতা হইয়া, তোমার সহিত একযোগে উপবেশন-পূর্ব্বক বিবিধ-হাস্য-রসময় আলাপে বিমল আনন্দ উপভোগ করিব? কোথায় আমরা সখী-দত্ত-তাম্বূল-ভক্ষণ করিতে করিতে, তোমার শ্রীমুখে কর্পূরাদি-সমন্বিত-তাম্বুল অর্পণ-পূর্ব্বক মণি-খণ্ড-রত্ন-রচিত-সৌবর্ণ-পাত্র হইতে চারুতর-কনক-চম্পক-কুসুম-মালা-গ্রহণ করিয়া, ত্বদীয়-কম্বু-কমনীয়-গ্রীবাদেশে পরাইয়া দিয়া, তোমার ন্যায় প্রেম-পিপাসিত-নাগর-শিরো-রত্নের সৌন্দর্য্য-সুধা-রাশি-দর্শনে নিজ-নিজ-নয়ন-যুগলের সার্থকতা অনুভব করিব? আর কোথায় হায়! এক্ষণে আমাদের ভাগ্য-বিপর্য্যয়-বশতঃ তোমার দর্শনমাত্রও দুর্ঘটতর হইয়া উঠিয়াছে।

কিঞ্চ, কোথায় আমরা তোমার দর্শনে এবং তুমি আমাদিগের দর্শনে মানসে আগ্রহান্বিত হইলে, আমরা পরস্পরের দর্শনে উভয়েই কন্দর্প-শর-নিকরে পীড়িত-হৃদয়ে আকুলিত-প্রাণে পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইয়া, প্রেমের বন্ধন সুদৃঢ় করিব? কোথায় আমরা তোমার ন্যায় সুন্দর-নাগর-বর-সহ রত্ন-মন্দিরে বসিয়া, সখীগণের দ্বারা সেবিতা হইয়া, তোমার সহিত রস-প্রথানুরূপ-হাস্য-পরিহাস করিব? কোথায় তোমার সেই মধুর-মধুর-হাসির সহিত সুন্দর-কুন্দ-দশন-কান্তি বিচ্ছুরিতা হইয়া, অবিরত-কত-কত-শত-শত-মণি-মুক্তা-মালা নিঃসারিতা করিবে? আর কোথায় হায়! আমরা অধুনা নয়ন-জলে বক্ষঃ-স্থল পরিপ্লাবিত করিয়া, এই গভীর-রাত্রিকালে উজান-বহা-যমুনা-নদীর পুলিনে-পুলিনে, বনে-বনে যূথ-পতি-পরিরহিত-হরিণী-কুলের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছি? হায়রে! অদৃষ্ট! অথবা হৃদয়োন্মাদকরী-কথা বলিতে গেলে, পরিশেষে আর লজ্জা থাকে না বলিয়াই, হে রমণী-কুল-মানস-মোহন! আমরা তোমাকে সমস্ত-কথাই খুলিয়া বলিতেছি, তুমি মনোযোগ-পূর্ব্বক-শ্রবণ কর।

হে সখে! আমরা সম্প্রতি তোমারই অনুগ্রহে রমণী-রাজ্ঞী-পদে অবস্থিতি-পূর্ব্বক মনে মনে এইরূপ ইচ্ছা করিতেছি যে, আমরা তোমার মানস-রূপ-মাতঙ্গটীকে আমাদের কুচ-গিরি-সকলের মধ্যস্থলে প্রেমময়ী-রসনা-সাহায্যে হৃদয় আলানে চিরতরে আবদ্ধ করিয়া রাখি এবং তুমিও আমাদিগের প্রতি এক অতি অপূর্ব্ব-যৌবনোচিত-বিলাস-ভঙ্গীময়-কটাক্ষ-নিক্ষেপ করিয়া, প্রণয়াগ্রহের সহিত সসম্ভ্রমে নিজ-নাম-কীর্ত্তন-পূর্ব্বক মনো-মাতঙ্গের অন্বেষণার্থ অস্মদীয়-বক্ষঃ-স্থল-স্থিত-বস্ত্রোত্তোলন-সাহায্যে অনাবৃত-কুচ-গিরি-নিকর-শ্রেণী-রমণীয় অস্মদ্-ভুজ-বন-মধ্যে স্বীয়-বক্ষোদেশ সমাবৃত কর। কুটিল-কটাক্ষ-শরাঘাতে আমাদের তনু-বল্লরী-সকলকে একেবারে জর্জ্জরিত কর। হে সুপুরুষ-শিরোমণে! তোমার অভাবে আমাদের জীবনে আর স্থিরতা-বন্ধন হইতেছে না এবং কিছুতেই আমরা নিজ-নিজ-প্রাণ-সকলকে স্থির করিতে পারিতেছি না। কিন্তু, আমাদের ইচ্ছা হইতেছে যে, আমরা উভয়-হস্তাগ্র একত্র করিয়া, অঙ্গুলি-মোটন ও অঙ্গ-মোটন-পূর্ব্বক আলস্য-ভঙ্গান্তে সোৎসাহে সমুত্থিতা হইয়া, নিজ-নিজ-লোচন-চকোর-সাহায্যে তোমার বদন-সুধাকরের কিরণ-সুধা-পান করিতে করিতে, সবলে দৃঢ়তর-রূপে তোমাকে একবার স্ব-স্ব-বক্ষো-দেশে ধারণ, বা আলিঙ্গন করি।

হে হৃদয়-সখে! রাস-সভার সেই অতুলনীয়-স্বর্গীয় আনন্দ-সুধা-রসের অনুভূত-পূর্ব্ব আস্বাদ-স্মরণ-পূর্ব্বক আমাদের মানস অমন্দ-মদন-কদন-তরঙ্গে-তরলতরভাবে পুনঃ পুনঃ দোলায়িত হওয়ায়, তরঙ্গায়িত-হৃদয়ে আমরা কোনরূপেই ধৈর্য্য-ধারণে সমর্থা হইতেছি না। হে যুবতী-জন-রঞ্জন! আমাদের এইরূপ ইচ্ছা হইতেছে যে, আমরা সম্প্রতি অন্যান্য-রঙ্গিণী-সঙ্গিনী-সঙ্গে তুঙ্গ-মণি-মন্দির-মধ্যে মণি-মণ্ডিত-রত্ন-সিংহাসনে তোমাকে উপবেশন করাইয়া, তোমার সহিত এই পূর্ণিমা-রজনী-যোগে সুধাকর-দেবের কর-সুধা-ধবলিত-যমুনা-পুলিন-প্রদেশে প্রকৃতি-সতীর দশদিগ্-ব্যাপিনী-স্বভাব-মনোহরা-শোভা নিরীক্ষণ করি; কিন্তু হায়! তুমি কোথায়? তোমার সেই কন্দর্প-দর্প-দলনী-মধুরতরা-মূর্ত্তিটী কই?

অথবা ঐ বুঝি, তুমি শশধর-মণ্ডলে অবস্থিতি-পূর্ব্বক স্বীয়-বদন-চন্দ্রের অপার-সৌন্দর্য্য-সুধা-রাশি-দ্বারা ক্ষয়োদয়শীল-রজনী-নাথের পূর্ণতা-সম্পাদন-পূর্ব্বক আমাদিগের প্রতি ঘন-ঘন-দৃষ্টিপাত করিতেছ? হে চিত্ত-চৌর! এই কি তোমার প্রেম-বীক্ষিত? অথবা কি ক্ষণে যে আমাদের প্রতি তোমার দৃষ্টি প্রসারিতা হইয়াছে, তাহা আমরা জানিনা বটে; কিন্তু হে মনোহর! তোমার দৃষ্টিপাতের ফলে যে আমরা এই স্থানেই মানসে মোহ-প্রাপ্তা ও মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িতেছি। হে শঙ্কর! তোমার নয়ন-সন্ধানের কি অদ্ভুত-শক্তি! তোমার এই অদ্ভুত-নয়ন-শর-সন্ধানের ফলে যখন দেখিতেছি যে, জগতীতলস্থ-যাবতীয় দেব-দানব-মানব-কুলের কুল-কামিনী-কুলেরও কুল-গৌরবের সমুচ্চতর-গিরি-প্রাকার ভিন্ন হইতেছে, লজ্জার সুদৃঢ়-বর্ম্ম ছিন্ন হইতেছে এবং হৃদয়ের মর্ম্ম-স্থান বিদ্ধ হইতেছে, তখন আমরা তোমার চিত্ত-বিনোদিনী-ধর্ম্ম-পত্নীর স্থলাভিষিক্তা হইয়া, ত্বদীয় উক্তরূপ-খরতর-নয়ন-শর-প্রহারে যে মর্ম্মে মর্ম্মে কিরূপ বিষম-বেদনা অনুভব করিতেছি, তাহা কি তোমার দূরাতিদূরতরস্থ-বিষয়াবগাহিনী-বুদ্ধি-বৃত্তির অবিষয়ীভূত?

হে সুন্দরাঙ্গ! তোমার বিরহ-বিষাগ্নি-জ্বালা-মালা-সমাকুলাবস্থায় তোমারই চিত্ত-বিনোদিনী হইয়া, তোমারই আদরে, যত্নে সম্প্রতি লালিত-পালিত এই সুকোমল-বর-তনু-সকলে আমরা এইরূপ দুর্ব্বিষহ-যন্ত্রণা আর কতকাল ভোগ করিব? হে সুপুরুষ-শিরোমণে! আমাদের কলেবর-সকল যে একেবারে জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছে, হে নাথ! এই বিরহ-বিষাগ্নি-জ্বালার তীব্র-তাপ-সহনে ত আমরা আর সমর্থা হইতেছি না এবং এই জন্যই আমাদের ইচ্ছা হইতেছে যে, আমরা অন্যান্য-সুকুমারী-ধনী-পার্ব্বতী-সকলের সহিত মৃৎপঙ্কে বিলুণ্ঠিতা হইয়া, শরীর-তাপের কথঞ্চিৎ শান্তি-বিধান করি। হে দয়িত! আজ যদি আমরা তোমার বিরহানলে এইরূপে জ্বলিয়া, পুড়িয়া প্রাণে মরিয়াই যাই, তবে তুমি যে সুপুরুষগণের শিরোমণি বলিয়া, বিখ্যাতি-লাভ করিয়াছ, তোমার সেই সুবিপুল-যশো-গৌরব অবশ্যই আজ এই পরিণীতা-পত্নী-বধের ফলে বিপুল-কলঙ্ক-সাগরে ডুবিয়া যাইবে, বিলুপ্ত হইবে। অতএব হে প্রিয়-কুহক!

তুমি যদি নিজ-বিপুল-যশো-গৌরবকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে ইচ্ছা কর, তবে আমাদের মানসে স্মৃতি-পটে আরূঢ় এবং মরণ-পর্য্যন্ত অনর্থ-প্রদ তোমার এই প্রহসিত-প্রেম-বীক্ষিত-বিহরণ-রহঃসম্বিদ্-বিক্ষোভিত অস্মদীয়-হৃদয়ে অচিরাৎ স্বীয়-দর্শন-দান-পূর্ব্বক শান্তি-দান কর। অন্যথা ত্বদ্দর্শন-ব্যতীত পরোক্ষতঃ ত্বৎ-সম্বন্ধি-বস্তু-মাত্রই অতিমাত্র-দুঃখ-প্রদ হওয়ায়, কেবল তোমার কথামৃত-পানে অধুনা আমাদের জীবনাবস্থিতির কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়

অনন্তর অপরাপর-পার্ব্বতীদেবীগণ কহিলেন,—হে নাথ! আমরা তোমার প্রতি এরূপে অতিপ্রেমার্দ্র-চিত্তে অবস্থিতি করিলেও, "ত্বং পুনরস্মাসু কেন হেতুনা কপটমাচরসি?" কিন্তু, তোমার এই কপটাচরণ, বা ক্ষোভ-দান কার্য্যটী ত কাদাচিৎক নহে, এযে দেখিতেছি, সংযোগ ও বিয়োগ, উভয় অবস্থাতেই অবিশেষরূপে আত্মাস্তিত্ব-প্রদর্শনে ব্রতী হইয়াছে। সতী-শরীর-পরিত্যাগের অনন্তর তোমা হইতে বিযুক্তা হইয়া, আমাদের মুখ্যতমা-পার্ব্বতী তোমার অভাবে যে কি পর্য্যন্ত-দুঃখ-কষ্ট-ভোগ করিয়াছেন, তাহা কি তুমি আত্মীয় অনাদি-বোধবলে সম্যক্ অবগত নহ? পশ্চাৎ এই মুখ্যতমা-পার্ব্বতী যখন পিতার আদেশে ভবদীয়-পরিচর্য্যার্থে হিমালয়ে তোমার সহিত সংযুক্তা হইলেন, তখনও তুমি এই প্রধানতমা-পার্ব্বতীকে পত্ন্যর্থে গ্রহণ না করিয়া, অতিমাত্র-ক্ষোভ-দান-পূর্ব্বক যথেষ্ট-দুঃখ-দান করিয়াছ, পশ্চাৎ ইন্দ্রাদি-দেবগণ যখন সপরিচারক-সসহায়-সসখ-সসৈন্য-সভার্য্য-মদনদেবের সাহায্যে তোমার সহিত এই মুখ্যতমা-পার্ব্বতীকে মিলিতা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তৎকালেও তুমি সেই মদনদেবকে ভস্মীভূত করিয়া, অনায়াসে এই মুখ্যা-পার্ব্বতীকে পরিত্যাগ-পুরঃসর প্রস্থান করিয়াছিলে।

কিন্তু, তৎপশ্চাৎ তোমার বিরহে অধীর-হৃদয়ে পিতৃ-ভবনে অবস্থিতি করিতে না পারিয়া, শিখণ্ডি-শোভিত-গৌরী-শিখরে গমনান্তে তোমার সহিত পত্নীরূপে সম্মিলিতা হইবার জন্য এই মুখ্যতমা-পার্ব্বতী যখন কর্কশ-কায়-কপিল-কণ্ব-কণাদ-কাপোতাদি-মুনিগণের পক্ষেও দুশ্চরতর-তপশ্চরণে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন, তৎকালেও তুমি ছল, বা কপট-তার আশ্রয়ে জটিল-তপস্বি-বেশে গৌরী-শিখরাশ্রমে গমন করিয়া, ছলনা, বা কপটভাবের অনুসরণে বিবিধ-বাক্-চাতুর্য্য-সাহায্যে এই

মুখ্যা-পার্ব্বতীকে প্রতারিতা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলে, তথা জলে পতন ও নিমজ্জনোপক্রম, হস্ত-দান-প্রার্থনা, বাম-হস্ত-ধারণে আপত্তি, দক্ষিণ-হস্ত-প্রার্থনা, গায়ন-ভিক্ষুকরূপে গিরিরাজ-গৃহে গমন, বররূপে যাত্রাকালে বিকট-রূপ-ধারণ-পূর্ব্বক মাতা-মেনকার অসন্তোষোৎপাদন-দ্বারা মুখ্যতমা-পার্ব্বতীর মানস-ক্ষোভ-সম্পাদন, অধিকন্তু মহাশোক-কাতরা-মাতার হস্তে প্রহার-প্রাপ্তি-পর্য্যন্ত সাধন করিয়া, পরিশেষে পরিণয়ের অনন্তরও এই প্রধানতমা-পার্ব্বতীকে অপরবিধ-কষ্ট, বা ক্ষোভ-দান করিতে কুণ্ঠিত হও নাই। হে প্রেয়ন্! এই মুখ্যতমা-পার্ব্বতীর অংশ-স্বরূপে উক্ত-রূপ-দুঃখ-কষ্ট-ভোগ করিয়াছি বলিয়াই, আমরাও সম্প্রতি বলিতে বাধ্য-ভূতা হইতেছি যে, "তচ্চ ভবতা ক্ষোভ-দানং সংযোগ-বিয়োগয়োরবিশেষ-মেব, নতু কাদাচিৎকমিতি।"

অথবা তুমি যে কেবল অধুনাই আমাদিগকে দুঃখ-দান করিতেছ, তাহা নহে; পরন্তু তুমি অন্য-সময়েও আমাদিগকে দুঃখ-দান করিয়াছ এবং স্বয়ং দুঃখ-ভোগার্থ চলিতে সমর্থা হইলেও, এই মুখ্যতমা-পার্ব্বতী-দেবীকে বক্ষোদেশে বহন করিয়াছ। আর যখন এই মুখ্যতমা-পার্ব্বতী-দেবী প্রকৃত-পক্ষে চলিতে নিতান্ত অসমর্থা হইয়া, "ন পারয়েঽহং চলিতুং, নয় মাং যত্র তে মনঃ", এইরূপ বাক্য-কথন-পূর্ব্বক প্রগাঢ়-প্রেম-সখ্য-সরলতার পরিচয়-প্রদান করিয়াছিলেন, তৎকালেই তুমি উপহাসাভিপ্রায়ে এই প্রধানতমা-পার্ব্বতীকে স্কন্ধে আরোহণ করিতে বলিয়া, তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়াছ। এতদ্দ্বারা ইহাই সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে, তুমি নিজ-আত্মাকে সুদুঃখিত করিয়াও, আমাদিগকে দুঃখ-দান করিবার জন্য যত্ন করিতেছ। এদিকে কিন্তু আমরা তোমার অভাবে যে কীদৃশ অস্বাস্থ্য-ভোগ করিতেছি, কই তাহা ত তুমি একটীবারের জন্যও নয়ন উন্মীলিত করিয়া দেখিতেছ না?

হে নাথ! তুমি যখন কারণভূত-পশু-পতিরূপে এই ব্রজ অর্থাৎ সংসার-কান্তারান্তর্গত-কর্ম্মোপার্জ্জিত-ফল-ভোগানুকুল এক একটী মার্গ হইতে অপরাপর-মার্গান্তরে পাশবদ্ধ-বশগত-কার্য্যরূপ-জীব-পশু-সকলকে চরণ-কার্য্যে বিনিযুক্ত করিয়া, পশু-চারণ করিতে করিতে, চলিয়া যাও,

তৎকাল হইতে আরম্ভ করিয়া, যথোচিত-পশু-চারণ-কার্য্য-সম্পাদনান্তে যতক্ষণ-পর্য্যন্ত তুমি প্রত্যাগত না হও, ততক্ষণ-পর্য্যন্ত বিবিধানন্ত-কার্য্যরূপ-জীব-পশু-সকলের যথাবিধি চারণার্থ বর্ত্ম-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ততস্ততো ভ্রমণ-প্রযুক্ত পথি-পতিত-সশৃঙ্গ-বন্য-ধান্যাদি-লক্ষণ-শিল-কণিশ, বা শস্য-মঞ্জরী, তথা তৃণ ও অঙ্কুর-প্রভৃতি-দ্বারা তোমার-নলিন-সুন্দর-সরোরুহ-মনোহর-শ্রীচরণ-যুগলের ক্লেশ, বা অবসাদ সম্ভাবিত হওয়ায়, হে কান্ত! অস্মৎ-কোমল-করস্পৃশ্য-ত্বদীয়-চরণের ক্লেশ-শঙ্কা-বশতঃ আমা-দিগের মানস নিতান্তই কলিলতা, বা অস্বাস্থ্য-প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু, কার্য্যরূপ-জীব-সকলের পশুতা-নিবন্ধন নির্ব্বুদ্ধিতা-সুলভা হওয়ায়, ত্বৎ-পাদাব্জ-দুর্গম-মার্গেও ভ্রমণে বিচরণে প্রবৃত্ত হইয়া, যখন ঐসকল-জীব-পশু তোমার সরসিজ-সুন্দর-শ্রীপাদ-যুগলে ব্যথা উৎপাদন করে, হে কান্ত! আমরা তোমার নিকটস্থা না হইলেও, ভাবনা-বশে তৎকালেই আমাদের হৃদয় নিতান্তই-ব্যথিত হইয়া থাকে।

অপিচ, হে নাথ! হে প্রাণেশ্বর! তুমি অবশ্য একথা বলিতে পার যে, হে বিবেকবত্যঃ! পার্ব্বত্যঃ! মদ্বিষয়ক-ভাবনা-বশেই যদি তোমরা উক্তরূপে হৃদয়ে ব্যথিতা, বা অবসন্না হইয়া থাক, তবে তাদৃশ অবসাদ-হেতু-মদ্বিষয়িণী-চিন্তা-পরিত্যাগ করাই সম্প্রতি তোমাদের পক্ষে সমুচিত হইতেছে, তবে আমাদিগকে এইরূপ প্রশ্ন করিতে হইতেছে যে, হে কান্ত! তুমিই বল দেখি, বিবেকের-উপস্থিতি-মাত্রেই কি কখনও প্রিয়জন-চিন্তা পরিহার্য্যা হইতে পারে? তথা হে নাথ! তুমি যখন আমা-দের একমাত্র প্রাণেশ্বর, তখন তোমার কারণভূত-পশুপতিরূপে, বা ঈশ্বররূপে কার্য্যরূপ-জীব-পশু-সকলের চারণ-কালীন-কার্য্য-কলাপ-বিষ-য়িণী-চিন্তা কি আমাদের পক্ষে স্বাভাবিকী নহে? এবং উক্তরূপ-চিন্তা-বেগ-বশেই কি আমাদের মানসে কলিলতার আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী নহে? অপিচ, হে প্রাণেশ্বর! যদি তুমি এই কথা বল যে, "ননু ভো বিবেকিন্যঃ! পার্ব্বত্যঃ! যাবতঃ কুরুতে জন্তুঃ, সম্বন্ধান্ মনসঃ প্রিয়ান্। তাবন্তোঽস্য নিখন্যন্তে, হৃদয়ে শোক-শঙ্কবঃ।" ইত্যাদি-বচন-বশে প্রীতিমাত্রেরই দোষত্ব প্রতিপাদিত হওয়ায়, পুনরপি প্রীতি-

মাত্রেরই নিরসনীয়তা আপতিতা হইতেছে, তবে আমরাও অবশ্যই বলিব যে, "কলিলতাং মনঃ কান্ত! গচ্ছতি।"

অর্থাৎ হে কান্ত! আমাদিগের মানসই উক্তরূপে কলিলতা অস্বাস্থ্য-প্রাপ্ত হইতেছে এবং সঙ্কল্প-মাত্রাত্মকত্ব-নিবন্ধন আমাদের মানস বুদ্ধি-বৃত্তি, বা বিবেকের অপেক্ষা না করিয়া, কলিল-প্রাপ্তি-হেতুভূতা হইলেও, নিরন্তরই ত্বদ্বিষয়িণী-চিন্তা, বা প্রীতির অনুশীলনে আগ্রহান্বিত হইতেছে। পুনশ্চ হে নাথ! যদি তুমি বল যে, বুদ্ধি-বৃত্তি, বা বিবেকাপেক্ষা-রহিত হইলেও, সঙ্কল্প-মাত্রাত্মক-মনঃ যখন তোমাদেরই, তখন তোমরা কি তোমাদের মানস-সমূহের প্রতি যথোচিত-প্রভুত্বের পরিচালনা করিতে পার না? তবে আমরা বলিব, হে কান্ত! হে মনোহর! মানস-সকল যদি চ আমাদেরই, তথাপি আমাদিগের এই মানস-সমূহের কোন দোষ নাই। কারণ, আমাদের মনো-নিচয় সম্প্রতি তোমাকর্ত্তৃক বল-পূর্ব্বক হৃত হইয়াছে, সুতরাং আমাদিগের মানস-সমূহ ইদানীং আমাদের নিকটে না থাকায়, আমরা মানস-সকলের প্রতি যথোচিত-প্রভুত্ব-শক্তির পরিচালনে সমর্থা হইতেছি না। অতএব হে নাথ! তুমি বন-ভ্রমণ-পরিত্যাগ করিয়া, দ্রুততর-গতি অবলম্বনে শীঘ্র এই স্থানে আমাদিগের নিকটে এস, আর কালবিলম্ব করিও না।

অথবা "কলিলতাং মনঃ কান্ত গচ্ছতি", এই শ্লোকাবয়বের অপরবিধ অভিপ্রায়-বিবরণ-কল্পে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ এইরূপ বচন-সকল-কথন করিতে লাগিলেন যে, হে কান্ত! "কলিং কলহং লাতি, গৃহ্লাতীতি কলিলং, তদ্ভাবঃ কলিলতা, তাং কলিলতাং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি, অর্থাৎ অস্মাভিরেব সহ অস্মন্মনঃ কলহং করোতি। স চ কলির্যথা— অরে! মনঃ! স যদি বনে বনে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, মার্গে মার্গে ভ্রমণাৎ খিদ্যতি, তদা সর্ব্ব-সম্পৎ-পূর্ণোঽপি সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়াৎ স্ব-গৃহ-ব্রজাৎ নিঃসৃত্য, নিত্যমেব তত্রৈব কিং যাতি? অতস্ত্বং কিমিতি বৃথা খিদ্যসি? অয়ি! নির্ব্বুদ্ধয়ঃ! পার্ব্বত্যঃ! তস্য কেশব-বাসব-ব্রহ্ম-বরুণ-বস্বাদি-বন্দিত-চরণ-তল-দ্বয়ং স্থল-কমলাদপি সুকুমারতরং ভবতি এবং বনে বনে

চ শিল-তৃণাঙ্কুর-শর্করাঃ সন্ত্যেব, অতঃ কথং পীড়া ন স্যাৎ? অরে! মুগ্ধ! পশুপতিরূপেণ স সুকোমল-বালুকে পথি পথ্যেব ভ্রমতি। অয়ি! নির্ব্বিবেকাঃ কার্য্যরূপ-জীব-পশবঃ কিং পথি পথ্যেব কর্ম্ম-ফলং চরন্তি? অরে! প্রেমান্ধ! স চক্ষুষ্মান্ শিলতৃণাঙ্কুর-কুশ-মূল-কণ্টক-শর্করাদীনামুপরি কথং পাদাবর্পয়েৎ? অয়ি! প্রেম-গন্ধেনাপি রহিতাঃ! পার্ব্বত্যঃ! যদি আবেগ-বশাদ্, ভ্রমাদ্ বা তদুপরি পাদঃ পতেৎ, তদা কিং স্যাৎ? ভো ভ্রাতশ্চেতঃ! সত্যং ব্রূষে, এতাবদ্দুঃখং অনুভবিতুমেব জীবন্ত্যো বিধাত্রা বয়ং সৃষ্টাঃ। ভো দুঃখিন্যঃ! খলু জীবত যূয়ং, অহন্তু যুষ্মৎ-প্রাণৈঃসার্দ্ধং যুষ্মদ্দেহেভ্যো নিঃসৃত্য, অধুনৈব যামীতি।”

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়

পুনশ্চ শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ শ্রীশঙ্করদেবের বিরহ-কাতর-হৃদয়ে নিজ-নিজ-দুঃখাধিক্য-সূচনার্থ শ্রীশঙ্করদেবের শুভাগমন-কল্পনা করিয়া, তাঁহাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক এইকথা বলিলেন যে, হে হৃদয়-রঞ্জন! তোমার কারণরূপ-পরমেশ্বর, বা শ্রীপশুপতিদেবের যথোচিত-কর্ত্তব্য-প্রতিপালন, বা কার্য্যরূপ-জীব-পশু-সকলের কর্ম্মানুরূপ-ফল-সমূহে চারণ-লক্ষণ-নিজ-কার্য্যটী এতক্ষণে বুঝি সম্পন্ন হইল? সেইজন্যই বুঝি, শ্রীদিবাকরদেবের উদয়াবধি অস্ত-পর্য্যন্ত-দিবস-কালের পরিতঃ ক্ষয়, অত্যন্ত-প্রাপ্ত, বা অবসান-সময় উপস্থিত হওয়ায়, দিবস-ভূষণ-নলিনী-নায়ক-শ্রীদিনমণিদেবকে রক্ত-রাগে রঞ্জিত হইতে দেখিয়া, নিজ-নাথের অভাবে নলিনী-সতীকে মুদিতা হইতে দেখিয়া, অস্ত-গমনোন্মুখ অংশু-মালী শ্রীসূর্য্যদেবের রক্ত-রাগ-রূষিতারুণ-কিরণ-কলাপকে গর্ভে ধারণ করিয়া, প্রশিথিলিতাবয়বভূত-তূল-রাশি-কল্প, কিম্বা পরস্পরের সহিত ঘাত-প্রতিঘাত-বশে চূর্ণ-বিচূর্ণ-ভাবাপন্ন-সুধা-সাগর-তরঙ্গাকার, অথবা সুবিস্তৃত-ভূভাগস্থাসংখ্যানন্ত-কাশ-কুসুম-সমান-শোভাশালী, সুধা-ধবল-বলাহক-সকল সিন্দুর-গৈরিকাদি-ধাতু-কোকনদ-দাড়িম্বাশোক-জপাদি-লোহিত-কুসুম-সমূহের বর্ণে বিভূষিত-সুরঞ্জিতভাবে পশ্চিম-গগন-গাত্রে বিলম্বিত হওয়ায়, পূর্ব্বেতরাকাশ-প্রান্ততলকে রক্ত-বর্ণে সুরঞ্জিত হইতে দেখিয়া, তুমি বুঝি, এতক্ষণে শুভাগমনের অবসর লাভ করিয়াছ?

কিন্তু, হে নাথ! গো-মেষ-মহিষাদি-পশু-সকলের পালকগণকে, বা কৃষিজীবি-কৃষকগণকে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইতে দেখিয়া, কলকণ্ঠ-কোকিলাদি-কল-কূজন-পরায়ণ-পতত্রি-কুলকে নিজ-নিজ-কুলায়াভিমুখে ধাবিত হইতে দেখিয়া, দিবস-নাথের অস্তাচল-চূড়াধিরোহণাবসরে দিবস-

কর-কর-নিকর-সাহায্যে দিবস-গ্লপিত-শশাঙ্কদেবকে ধীরে ধীরে পাণ্ডুতা-পরিহার-পূর্ব্বক পৌষী, মাঘী, বা ফাল্গুনী-পূর্ণিমা-রজনীর নীরাজনা-মণিরূপে, কিম্বা সীমন্তিনী-প্রাচী-দিক্-সতীর সীমন্ত, বা কেশবীথী-প্রদেশে সমুজ্জ্বলাকারে অঙ্কিত-সিন্দুর-রেখা-নিম্নতলে ললাট-ফলক-গত-বৃহদায়তন-সুবর্ণময়-পাত্র-সমানাকার-বিপুল-বর্ত্তুল-সিন্দুরতিলকাকারে উপবেশনার্থ অমলারুণ-রাগে রঞ্জিত হইতে দেখিয়া এবং সন্ধ্যার সমাগম নিকটবর্ত্তী জানিয়া, সুধীর-সমীর-সঞ্চালিত-বীচি-মালা-মণ্ডিত-সুনীল-নীর-ময়ী-যমুনার তীর-প্রদেশে চূত-চম্পক-কদম্বাদি-তরুমূলে, অতিবিকট-বিপুলাকার-লৌহময়-কণ্টকে, কিম্বা প্রাসাদাদিগত-স্ফটিকাদি-মণি-খণ্ড-খচিত-স্তম্ভ-গাত্রে ত্রিগুণময়ী-দীর্ঘ-রসনা-সাহায্যে নিজ-নিজ-তরণী-নিচয়ের বন্ধন-কর্ত্তা নাবিকগণকে সাবধান হইতে দেখিয়া, তুমিও বুঝি, ধীরে ধীরে, গুটি গুটি, কার্য্যরূপ-জীব-পশু-সকলের চারণ-কার্য্য-সমাপনান্তে গোধূলি-লগ্নে এতক্ষণে গৃহে ফিরিতেছ ?

আচ্ছা, বেশ ভাল-কথা, তুমি যে এতক্ষণে আসিয়াছ, তজ্জন্য না হয় স্বীকার করিয়া লইলাম যে, আমাদের কোনরূপ ক্ষতি নাই; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তুমি আমাদিগের প্রতি এরূপ নির্দ্দয় হইয়াছ কেন ? হে নাথ! তুমি এতক্ষণে সমস্ত-দিনের পরে সায়ংকালে আসিয়া, একেবারেই যদি তোমার সর্ব্বৈশ্বর্য্য-লীলাবাস আবাস-ভবনে প্রবেশ করিতে, তবে আমাদের কোনরূপ কথা বলিবার অবসর থাকিত না; কিন্তু তাহা তুমি কর নাই বলিয়া, পুনশ্চ প্রশ্ন হইতেছে যে, হে সুরত-বর্দ্ধন! তোমার বন-ফুল-হার-শোভিত, মন্দার-মালা-মণ্ডিত, মনো-হর-মুক্তাফল-মালা-জালে জড়িত, হীরাহার-সার-সম্বেষ্টিত, রত্ন-হার-সার-রমণীয়-কম্বু-কমনীয়-কণ্ঠে, বা গ্রীবাদেশে বিধৃত, তথা রমণী-জন-মানসাভিপ্রেত-সহজ-পরম-সৌন্দর্য্য-সমন্বিত-শ্রীমুখের আবরণ-দ্বারা শোভা-ভরাপাদনাভিপ্রায়েই যেন কুটিল-কুন্তল-লক্ষণ-নীললীলালকাবলী মন্দ-মন্দ-মলয়-মারুত-চালিতা সুতরাং ললাটোপরি পতিতা হইয়াই যেন তথাভূত-তাদৃশাধিকতর-শোভা-সম্বর্দ্ধনে প্রবৃত্তা হওয়ায়, এবং তাদৃশ-নীল-কুঞ্চিত-চূর্ণ-কুন্তল-সাহায্যে সমাবৃত-ভবদীয়-শ্রীমুখের উক্তরূপে সম্বর্দ্ধিত

সহজ-পরম-সৌন্দর্য্য আমাদিগের পরমাভিপ্রেত হওয়ায়, সারাটী দিনের পরে, সন্ধ্যা-কালে, গোধূলি-লগ্নে শুভাগমন-বশতঃ তোমার ধন-রজ-স্বল, অর্থাৎ গো-রজশ্ছুরিত-বনরুহানন, বা লোলালি-মালা-ললিত-পরাগ-ভর চ্ছুরিত-সরসিজ-সদৃশ-নিসর্গ সুন্দর-স্বীয়-মুখ-মণ্ডল মুহুর্ম্মুহুঃ আমাদিগকে দর্শন করাইতে করাইতে, তুমি গৃহে প্রবেশ করিতেছ কেন ? অহো ! বুঝিয়াছি, তুমি যদি আমাদিগকে তোমার তাদৃশ-মন্দ-মন্দ-মলয়-মারুত-লোল-নীল-কুন্তলাবৃত-ধন-রজস্বলবনরুহাননটী বারম্বার দর্শন না করাইয়াই, গৃহে প্রবেশ কর, তবে ত আর আমাদিগের মনোমধ্যে কামার্পণ-লক্ষণ তোমার কপট-জনোচিত-তাদৃশ-কার্য্যটী সুসিদ্ধ হইবে না।

কিঞ্চ, তোমার এই পশুপতি-দেবোচিত-বেশটী যে অস্মদাদির ন্যায় পার্ব্বতী-জাতীয়-নারীগণের মধ্যে, যুষ্মদাদির ন্যায় বিভিন্ন-জাতীয়-তত্তৎ-পশু-পালকগণের পক্ষে বিশেষতঃ কামোদ্দীপনে হেতুভূত, তাহা তুমি সবিশেষ অবগত আছ বলিয়াই বুঝি, "ভস্মাঙ্গরাগ-রুচির ইতিবৎ" ধন-রজঃ-সাহায্যেও তোমার পক্ষে মানসোল্লাস-সম্পাদন অভিপ্রেত হওয়ায়, নীল-কুটিল-কুন্তলাকুল-সরসিজ-সুন্দর-নিজ আননটীকে গোরজ-শ্ছুরিত করিয়াছ ? অথবা হে কান্ত ! তোমার পশুপতি-দেবোচিত-তত্তদ্ বেশ-বিশেষকে সামান্যতঃ স্মরার্পণ-লক্ষণ-কামভাবোদ্দীপনে হেতু-স্বরূপে কীর্ত্তন করিলেও, করা যাইতে পারে। কারণ, বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, অবশ্যই দেখা যাইবে যে, দিন-পরিক্ষয় ও নীল-কুন্তলাবৃত-বনরুহানন-প্রদর্শন, এই দুইটীর মধ্যে কামোদয়-বেলাত্ব-নিবন্ধন প্রথমটী, তথা ভাবাতিশয়-সূচকত্ব-প্রযুক্ত দ্বিতীয়টীই বিশেষতঃ স্মরার্পণে হেতুভাব প্রাপ্ত হইতেছে।

অত্রবিষয়ে অপরা-যুক্তি এই যে, তুমি যদি দিন-পরিক্ষয়ে ধনরজ স্বল, নীল-কুটিল-কুন্তল-কুলাকুল, অতএব অলি-মালাকুল-পরাগ-চ্ছুরিত-বনরুহ-পদ্ম-তুল্য আননটী আমাদিকে দর্শন না করাইয়াই, স্বগৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হও, তবে অস্মন্মনোমধ্যে তাদৃশ-কামার্পণ-লক্ষণ-ত্বদীয়াভিমত-কার্য্যটী কদাপি সুসিদ্ধ হইতে পারে না। হে কুহক ! এই জন্যই

বুঝি, তুমি জাগরণ-কালোচিত-প্রারব্ধানুরূপ-বস্ত্রান্ন-পানাদি-বিচিত্র-ভোগ-দ্বারা জাগ্রৎ-পরিতৃপ্তি-লাভ-লক্ষণ-ফল-নিচয়ে যথোচিত-চারণের অনন্তর সন্ধ্যাকালে স্বপ্নযোগেও কার্য্যরূপ-জীব-পশু-সকলকে বাসনাময়-সুখ-দুঃখ-ভোগ-দান-পূর্ব্বক সুষুপ্তি-কাল-যোগে তমোঽভিভূতাবস্থায় সুখ-রূপতা-প্রাপ্ত করাইতে ইচ্ছা করিয়া, তথা প্রাজ্ঞ আত্মার সহিত সম্পরিষ্বক্ত, বা আলিঙ্গিতভাবে বিশ্রামাবসর-প্রদানার্থ আবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়া, কার্য্যরূপ-জীব-পশু-সকলের সন্তালন, প্রিয়-সখা-কুবের ও প্রিয়-ভক্ত, বা অনুচর-নন্দী, ভৃঙ্গী এবং গাণপত্য-প্রাপ্ত-বাণ-প্রভৃতির অন্বেষণ-চ্ছলে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ-পুরঃসর পুনঃ পুনঃ পরিতঃ বহুধা নিরীক্ষণ-দ্বারা মুহুর্ম্মুহুঃ আমাদিগের লোচনগোচরীভূত হইয়া, স্বীয়-দর্শনের সর্ব্ব-জনা-নন্দক-স্বভাবাবগতির পশ্চাৎকালে "এতাঃ কষ্টসিন্ধাবেব নিমজ্জয়ামীতি" বিমর্শাবসানে স্মরার্পণের পৌনঃপুন্য-প্রদর্শনাভিপ্রায়ে বারংবার আমা-দিগকে অবলোকন করিতে করিতে, আমাদের মানসে কেবলই স্মর-ভাব, বা কাম-ভাব অর্পণ করিতেছ ; কিন্তু কই একবারের জন্যও ত তুমি আমাদিগকে স্নেহোচিত-সঙ্গ-দান করিতেছ না।

কিঞ্চ, হে প্রিয়! ত্বৎ-কর্ত্তৃক-স্মরার্পণ-বিষয়ে যে পৌনঃপুন্যের কথা বলা হইয়াছে, সেই পৌনঃপুন্যের তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ হইতেছে যে, আমাদিগের মনো-মধ্যে তোমা-কর্ত্তৃক মুহুর্ম্মুহুঃ তথাবর্ণিত-বনরুহাননপ্রদর্শন-দ্বারা যে স্মরভাব-সমর্পিত হইয়াছে, কথঞ্চিৎ বিচার-ভর-সাহায্যে আমাদিগের পক্ষে সেই কামভাবের সম্বরণ, বা প্রশমন ইষ্যমাণ হইলেও, তুমি কিন্তু স্ব-সমর্পিত-তাদৃশ-কামভাব-সমূহের নিরতিশয়িতরূপে অস্মন্মনো-ব্যাপকত্ব, তথা অপ্রতিকার্য্যত্ব-প্রতিপাদন-পূর্ব্বক সেই স্মর-ভাবের মুহু-রুদ্ভটীকরণ, বা নবীকরণে অদ্যাপি যত্নবান্ রহিয়াছ। অপিচ, যে স্মরদেব কান্ত-জনের স্মরণ-মাত্রেই কান্তা-জনের হৃদয়ে ক্ষোভ-কারক হইয়া থাকেন, যোষিজ্জনের মানস-মথন সেই মন্মথাখ্য সাক্ষাৎ স্মরদেবকে তুমি আমাদিগের মনোমধ্যে সমর্পিত করিয়া, নিজ-নিরতিশয়-মহত্ত্বেরই সূচনা করিতেছ।

তথা হে বীর! প্রবর্ত্তিত-স্মার-শর-প্রহার! পঞ্চশরদেবের দ্বারা কুসুমময়-শর-পঞ্চক-সাহায্যে প্রহার-প্রবর্ত্তন-পূর্ব্বক তুমি যে এইরূপে

আমাদিগকে মানসে মথিতা প্রব্যথিতা করিতেছ, এতাবন্মাত্রেই কি ত্বদীয়-বীরত্বের, অথবা স্মরার্পণ-সামর্থ্যের প্রকৃষ্টরূপ-পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে? একমাত্র আমাদের মানস-ক্ষেত্র-ভিন্ন অন্যত্র কুত্রাপি কি তোমার বীরত্বের প্রকারান্তরে যথোচিত-পরিচয়-প্রদান করিবার উপযুক্ত অবসর ঘটিল না? যদি এইরূপই হয়, তবে আমরা সপ্রণয়-রোষ-নর্ম্ম-চ্ছলে ধ্বনিতার্থাবলম্বনে অবশ্যই বলিব যে, "তত্রৈব অর্থাৎ অস্মন্মনস্যেব তব বীরত্বং, নত্বন্যত্রেতি।" অথবা বাস্তবিকপক্ষে বলিতে কি যে, হে নাথ! কৈলাসান্তঃপুরে তোমার তাদৃশ-পশুপতিদেবোচিত-বেশ-দর্শন-মাত্রেই যখন আমাদের মানসে স্মরভাবের সমুদয় হইয়াছিল, তখন যমুনা-পুলিনস্থ এই কুঞ্জ-কাননান্তরালে রাত্রিকালে মধু-মাসীয় এই নির্ম্মল-পূর্ণ-শশধরের সুধা-ধবল-জ্যোৎস্না-রাশি-দ্বারা সুস্নাতাবস্থায় তোমার নব-নাগর-জনোচিত-রত্যর্থ-নটবর-বেশ-দ্বারা, তত্রাপি তোমার বিরহে তাদৃশ-নয়ন-মনোহর-বেশের স্মরণ-বিশেষ-দ্বারা অধুনা আমাদের মানসে আবির্ভূত এই স্মরভাব যে নিতান্তই বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহা কি তুমি সবিশেষ অবগত হইতেছ না? যদি অবগত হইয়া থাক, তবে হে প্রাণপতে! তুমি আর কালবিলম্ব করিও না, শীঘ্র আমাদের নিকটে এস, আসিয়া, ত্বদীয়-বিরহ-দাব-দগ্ধ অস্মদীয়-হৃদয়ের তীব্র-জ্বালা দূরীভূতা কর, মানস-তাপের উপশান্তি-বিধান কর।

কিন্তু, হে কামদ! তোমার এই পশুপতি-দেবোচিত-কার্য্যরূপ-জীব-পশু-চারণ-কার্য্য-বিবরণ-প্রসঙ্গে ইহাও আমরা অকপটে অভিব্যক্ত করিতেছি যে, তুমি পূর্ব্বোক্তরূপে নিত্য-নিত্যই আমাদের অভীষ্ট-পূরণ না করিয়াই, কার্য্যরূপ-জীব-পশু-চারণার্থ গমন করিলেও, তোমার প্রতি আমাদের মানস কিন্তু স্নেহভাবই বহন করিয়া থাকে, পরন্তু স্নেহের পরিবর্ত্তে কদাপি ঔদাসীন্য-বহন করে না। আর একটী কথা হইতেছে যে, যদিচ আমাদের মানস সম্প্রতি তোমারই উদ্দেশে এই স্মরভাব-বহন করিতেছে সত্য; তথাপি স্বভাব-বশতার পরিবর্ত্তে ত্বৎ-প্রেরিতত্বরূপেই যে আমাদের মানস এই স্মরভাব-বহন করিতেছে, তাহা নিশ্চিতরূপে জানিতে হইবে। কিন্তু, হে নাথ! স্নেহের স্বভাব-জাততা-প্রযুক্ত

আমরা যে রুক্ষতার পরিবর্ত্তে তোমার প্রতি স্নেহময়ভাবেই হৃদয়ে কাম-স্পৃহার পোষণ, বা বহন করিয়া থাকি, তাহা কি অদ্যাপি তুমি সম্যক্-রূপে অবগত হইবার উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হও নাই? পক্ষান্তরে অধিকতর-দুঃখ, বা পরিতাপের বিষয় এই যে, আমরা তোমার প্রতি এরূপে পরম-স্নেহবতী ও মহাপ্রেমবতী হইলেও, "ত্বং পুনরস্মাসু সঙ্গেচ্ছয়া সঙ্গচ্ছমানাসু স্মরমেব দদাসি, নতু মিথঃ স্নেহোচিতং সঙ্গম্। তস্মাদস্মাকং সর্ব্বং স্নেহময়মেব, ভবতাস্তু সর্ব্বং কপটময়মেবেতি সুমহদ্-বৈলক্ষণ্যম্।"

অপিচ, হে বীর! কল্পান্তরীয়-কৃষ্ণ যেমন ব্রজ-গোপীজনগণের প্রতি তদীয়-পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম-ধ্বংসনার্থ স্মার-শর-প্রহার প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগের কুল-ধর্ম্ম-পদবীকে বিষ-জ্বালা-মালারূপে পরিভাবিতা, তথা তাহাদিগকে মধুর-মুরলী-বাদন ও নিজ-নটবর-জনোচিত-রমণী-মনো-মোহন-সুন্দরতররূপ, বা বেশ-প্রদর্শন-দ্বারা মানসে মোহিতা, উন্মাদিতা করিয়া, রাত্রিকালে বন-নিবহের অন্তরালে আনয়ন-পূর্ব্বক রোদন করাইয়াছিলেন, তুমিও বুঝি, সেইরূপ নন্দ-নন্দন-কৃষ্ণের আংশিক-চরিত্রানুকরণে আমাদিগকে এই গভীর-রজনী-যোগে বনে আনয়ন-পুরঃসর মধুরতর-মুরলী-রব, তথা নিজ-নব-নাগর-জনোচিত-রমণীয়োদার-তর-রূপ ও বেশাদি-সাহায্যে মানসে উন্মাদিতা করিয়া, রোদন করাইতে ইচ্ছা করিয়াছ? যদি এইরূপই হয়, তবে হে নাথ! তুমি যখন ইচ্ছাময়, তখন তোমার ইচ্ছার পূর্ণতা-সম্পাদনে কি আর অধিকতর-কালবিলম্ব ঘটিবে? কখনই নহে।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে পঞ্চ-চত্বারিংশ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়

অনন্তর অপরাপর-পার্ব্বতীদেবীগণ পূর্ব্ববর্ত্তী পার্ব্বতীদেবীগণের উক্তরূপ-বাক্য-শ্রবণ-পূর্ব্বক শ্রীশঙ্করদেবের "ননু যদ্যহং সদা দুঃখয়াম্যেব, ইতি নিশ্চিনুধ্বে, তর্হি অলং ময়া যুষ্মাকং", এইরূপ কোপ আশঙ্কা করিয়া, "হন্ত! হন্ত! স্ব-কর্ম্ম-ফল-দুঃখান্ধাভিঃ ত্বয্যপি দোষ আরোপিতঃ", এইরূপ অনুতাপান্তে শ্রীশঙ্করদেবকে প্রসাদিত করিবার জন্য সর্ব্ব-সুখদত্বরূপে স্তবনাভিপ্রায়ে "ত্বয়ৈবাস্মাকং প্রয়োজনং", এইরূপ মনোভাব-দ্যোতনাবসানে স্ব-দুঃখোপশমন-প্রার্থনা-পুরঃসর এইকথা বলিলেন যে, হে রমণ! হে আধিহন্! প্রথমতঃ অপরাধী হইয়াও, উপযুক্তরূপ-দণ্ড-প্রাপ্তির অনন্তর প্রণত-নম্রভাবাপন্ন-বাণ-রাবণাদি-পরম-ভক্ত-জনগণের পক্ষে কামদ, অভীষ্টদ, অর্থাৎ সর্ব্বার্থ-প্রদ, তথা প্রতি-দিন নিত্য-সেবা-পূজা-স্তুতি-তাণ্ডবার্থ সমাগত-বসু-বরুণ ব্রহ্ম-বাসুদেব-বাসবাদি-দেব-বৃন্দ-বৃন্দারক-বন্দিত, অথবা নিজ-সুতা-সন্ধ্যার প্রতি গমনাভিলাষ-লক্ষণ-স্বাপরাধোপশমনার্থ পদ্মজ-সর্ব্ব-লোক-পিতামহ-কমলা-সনদেব-কর্ত্তৃক অর্চ্চিত, অর্থাৎ পারমেশ্বৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন, তথা ধরণি-ভূতল, অথবা ভূমণ্ডলোপলক্ষিত-চতুর্দ্দশ-ভুবনের সুন্দরাসাধারণ-ধ্বজাদি-লক্ষণ-নিচয়ান্বিত-মণ্ডনভূত, অর্থাৎ সর্ব্ববিধ-সৌন্দর্য্য এবং কৃপালুতার একমাত্র আধার-স্বরূপ, তথা আপদ্-বিপৎকালে ধ্যেয়-চিন্তনীয়, অর্থাৎ সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তক ও সর্ব্বার্থ-সাধনভূত, তথা শন্তম, অর্থাৎ স্বতঃ পরম-মঙ্গল, বা দুঃখ-হানি-সুখাবাপ্তি-হেতুতার একাশ্রয়-স্থানীয় তোমার স্থল-কমল-কল্প-চরণ-পঙ্কজ আমাদিগের কুচ-নিচয়ে অর্পণান্তে আমাদিগের মানস-গত-বিরহাদি-ব্যথার বিনাশ-সাধন কর, এবং বিচিত্র-ক্রীড়াদি-দ্বারা আমাদের সুখ-সম্পাদন কর।

কিন্তু, হে নাথ! তুমি যদি সর্ব্বাপরাধ-ক্ষমা করিয়া, সর্ব্ব-দুর্গ

হইতে আমাদিগের পরিত্রাণার্থ প্রণত-কামদ, পদ্মজার্চ্চিত, ধরণি-মণ্ডন, শন্তম সর্ব্ব-কল্যাণরূপ, তথা সর্ব্ব-সুখরূপ-নিজ-চরণ-পঙ্কজ আমাদের স্তন-সমূহে অর্পণ কর, তবে আমরাই সর্ব্বপ্রকার-মানসী-ব্যথার ভীষণতর আক্রমণ হইতে পরিরক্ষিতা হইব বটে; কিন্তু অস্মদীয়-স্তন-নিচয়ে চরণার্পণে তোমারও যে কোনরূপ কষ্ট, বা পরিশ্রম হইবে, তাহাও মনে হইতেছে না। পক্ষান্তরে হে রমণ! অস্মদীয়-কুচ-নিচয়ে চরণার্পণের ফলে তোমার কোনরূপ কষ্ট, বা পরিশ্রমের পরিবর্ত্তে অবশ্যই উৎকৃষ্ট-তর-সুখ-লাভেরই যথেষ্ট-সম্ভাবনা রহিয়াছে। কারণ, হে নাথ! "অস্মদীয়-স্তনেষু চরণার্পণেনৈব রিরংসোস্তব অভীষ্ট-সিদ্ধির্ভাবিনী।" কিঞ্চ, হে ধন্বন্তরি-প্রতিম-ভিষক্-শিরোমণে! আমরা কামরোগ-কৃত-প্রবলতর আক্রমণে নিতান্তাক্রান্তা হইয়া, ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিতা হইতেছি। অতএব হে বৈদ্যবর! তুমি অবিলম্বে আমাদিগকে কোনরূপ ঔষধ-দান কর, অন্যথা আমাদিগের জীবনের অন্তকাল যে শীঘ্রই নিকটবর্ত্তী হইবে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

হে ভিষক্-শ্রেষ্ঠ! আমরা শ্রবণ করিয়াছি যে, এতাদৃশ-কাম-রোগ-নিবারণ-কল্পে প্রিয়তম-কান্তজনের অধরামৃত-ভিন্ন সবিশেষ-ফল-দায়ক অপর কোনরূপ ঔষধ নাই। সেইজন্যই বলিতেছিলাম যে, হে কান্ত! মুহুর্ম্মুহুঃ পানার্থ লব্ধ হইলেও, যে ঔষধ-বিশেষে কদাচিদপি চরমা-পরি-তৃপ্তি-লাভের সম্ভাবনা না থাকায়, সদাকালের জন্যই অতৃপ্তি-সূচিতা হইয়া থাকে, যে ঔষধ-বিশেষ মধ্বাদির ন্যায় মাদকত্ব-সমন্বিত হওয়ায়, নিরন্তর সুরত, অর্থাৎ প্রেম-বিশেষময়-সম্ভোগেচ্ছার বিবর্দ্ধন করিয়া থাকে, উক্তরূপে অতৃপ্তি-সূচক; সুতরাং পুনঃ পুনঃ ব্যবহারেও নিজ-ধার্ষ্ট্যাদি-পরিহারক যে ঔষধের পান-ফলে শোক, অর্থাৎ, ত্বদ-প্রাপ্তি-জনিত-দুঃখ ও তদ্বিষয়ক অনুভব-পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে, তুমি অবিলম্বে আমাদিগকে সুরত-বর্দ্ধন-পুষ্টিকর-শোক-নাশন-পীড়াহারী তোমার অধরামৃত-লক্ষণ-তাদৃশ ঔষধ-বিশেষ দান কর।

হে কাম-রোগ-চিকিৎসক! যদি তুমি বল যে, তাদৃশ-মহার্ঘ্য-মহৌষধি বিনামূল্যে কেমন করিয়া, যখন তখন তোমাদিগকে দেওয়া যাইতে

পারে ? তবে আমরা বলিব, "নচ তদপি মহার্ঘ্যং মূল্যং বিনৈব কথং যদা তদা দেয়মিতি বাচ্যং ত্বয়া, যতস্ত্বয়ৈব দান-বীরেণ তদতিমহার্ঘামপিমহৌষধং অতিতরাং নিকৃষ্টায় নিষ্প্রাণায়াপি সপ্রাণীকর্ত্তুং বিনৈব মূল্যং দীয়ত এব ইতি। কিঞ্চ, হে প্রেষ্ঠ ! পুনশ্চ যদি তুমি বল যে, অতিনিকৃষ্ট-নিষ্প্রাণ-ব্যক্তিকে প্রাণনাদি-প্রাণ-ব্যাপার-যুক্ত করিবার জন্য আমি যে মদীয় অধরামৃতরূপ অতিমহার্ঘ্য-মহৌষধ-প্রদান করিয়াছি, তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি ? তবে প্রতিবচনাবসরে নিদর্শন-প্রদর্শন-কল্পে আমরা বলিব, "স্বরিতেন নাদিতেন বেণুনা কীচকেনাপি সুষ্ঠু সম্যক্তয়া চুম্বিতং স্বাদিতম্।" হে নাথ! যদি তুমি বল যে, পুরুষ-জনের অধরামৃত, বা অধর-সীধু-পানে স্ত্রীজনের স্বাভাবিক অধিকার আছে সত্য; কিন্তু পুম্ভাবে বিখ্যাত-বেণুর পুরুষীয় অধরামৃত-পান, বা মুখ-কমল-মধু-পান কি নিতান্ত অস্বাভাবিক, বা অনৈসর্গিক-ব্যাপার মধ্যে পরিগণিত নহে ? তবে উত্তর এই যে, যদিচ অনিলোদ্ধতাবস্থায় স্বনন-পরায়ণ-কীচক, বা বেণু-সকল চিরদিনই পুম্ভাবেই বিখ্যাত হইয়াছে সত্য; তথাপি পুম্ভাবাপন্ন ঐসকল-বেণুর তৎ-প্রাপ্তি ত্বদীয় অধরামৃত-প্রাপ্তি অসম্ভব, বা অনৈসর্গিকরূপে বিবেচিত হইতে পারে না।

কারণ, তুমি যখন কর্পূরাদি-সমন্বিত-সুবাসিত-তাম্বুল-চর্ব্বণ করিতে করিতে, তাম্বুল-রাগ-রঞ্জিত-পক্ক-বিম্ব-ফল-কল্প-রক্তিমাধর-দেশে তাদৃশ-বেণু-স্থাপন-পূর্ব্বক বেণু-বিবর-দেশে অধর-সদৃশ-সুরঞ্জিত ওষ্ঠ-প্রদেশ সংযুক্ত করিয়া, পবন-পূরণ-সাহায্যে বেণু-বাদনে প্রবৃত্ত হইয়া থাক, তৎকালে তাম্বল-চর্ব্বিতাদি-সম্বন্ধ-বশতঃ তাম্বুল-রসের সহিত অধরামৃত-রসের সংমিশ্রণ সুঘট হওয়ায়, অভেদোপচার-নিবন্ধন চর্ব্বিত-তাম্বুল-রস-প্রাপ্তি-দ্বারা অধরামৃত-প্রাপ্তি স্বাভাবিকী হইলে, পুম্ভাবাপন্ন-বেণু-সকলের পুরুষীয়াধরামৃত-পান, বা ত্বদীয়-মুখ-কমল-মধু-পান নিতান্ত অস্বাভাবিক, বা অনৈসর্গিক-ব্যাপার-মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। অথবা অধর ও তদীয়-রসের অভেদোপচার-নিবন্ধন ভবদীয় অধর-দেশে অবস্থিত নিকৃষ্ট-নিষ্প্রাণ-বেণুরও ত্বদীয় অধরামৃত-রস-পান-দ্বারা প্রাণ-প্রাপ্তি অসম্ভব-ব্যাপার-মধ্যে গণনীয় হইতে পারে না।

অতএব হে প্রিয়তম ! উক্তরূপে সুসমর্থিত-নিদর্শন-প্রদর্শন-দ্বারা অতি-নিকৃষ্ট-নিষ্প্রাণ-শৃঙ্গাদিরও বিনামূল্যে স্বীয়-মহার্ঘ্য অধরামৃত-পান-দান-সাহায্যে সপ্রাণীকরণ অবশ্য অঙ্গীকরণীয় হইলে, আমাদিগের কাম-রোগোপশমনার্থ কেনই বা তুমি নিজ-দানবীরতা, বা কৃপালুতার পরিচয়-প্রদান-কল্পে আমাদিগকে মহার্ঘ্য হইলেও, বিনামূল্যে স্বীয় অধরামৃত-পান-দান করিবে না ?

অপিচ, হে বীর ! দানবীর ! দয়াবীর ! পুনশ্চ অত্র-বিষয়ে যদি তুমি বল যে, তোমাদের কাম-রোগ-মূর্চ্ছার অপনয়ন-কল্পে চিকিৎসাবসরে আমি তোমাদিগকে মদীয়-মহামূল্য-মহৌষধ-স্থানীয় অধরামৃত-রস-পান, বা মুখ-কমল-মধু-পান-দান করিতে পারি বটে ; কিন্তু ধন-জন-কুটুম্বাদির প্রতি রাগ, বা আসক্তিরূপ-কুপথ্য-সেবি-জনগণকে উক্তরূপ-মহার্ঘ্য-মহৌষধ-দান নিষিদ্ধ হওয়ায়, সম্প্রতি আমি তোমাদিগকে তাদৃশ-কুপথ্য-সেবন-পরায়ণা জানিয়া, কিরূপে মহামূল্য-মহৌষধ-স্থানীয়-মদীয়াধর-মধু-পান-দান করিতে পারি ? তবে আমরা এইকথা বলিব যে, হে রমণ ! ত্বদীয় অধরামৃতরূপ এই মহামূল্য-মহৌষধটী অতি অদ্ভুত। কিঞ্চ, অতি অদ্ভুত, একথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, তোমার অধরামৃতরূপ এই মহৌষধটী একবারমাত্র পীত হইলেই, ইতর-বস্তু-নিচয়ে চিরকাল-যাবৎ সুবিরূঢ়-মূলরূপে অবস্থিত-রাগ, বা বিষয়াসক্তিকে একেবারে বিস্মৃতি-সাগরের অতলজলে ডুবাইয়া দিয়া থাকে।

অতএব "ইতর-রাগ-বিস্মারণং ইতর-বস্তুষু সার্ব্বভৌমাদিষু সুখেষু এতদেব ত্বদধরামৃতরূপমৌষধং রাগমিচ্ছামাসক্তিং বিস্মারয়তি", সুতরাং তোমার অধরামৃতরূপ এই অত্যদ্ভুত-মহার্ঘ্য-মহৌষধটী যে ধন-জন-কুটুম্বাদ্যাসক্তি-লক্ষণ-কুপথ্য হইতে অচিরাৎ আমাদিগকে নিবর্ত্তিতা করিবে, তাহা আমরা ইতঃপূর্ব্বে অনুভব-পূর্ব্বক অবলোকন করিয়াছি। অপিচ, এই অত্যদ্ভুত ঔষধ-পানের ফলে মানবগণের পক্ষেও যখন ইতর-রাগ-বিস্মারণ অবশ্য সম্ভাবিত হইয়াছে, তখন নারীজনের পক্ষে যে এই ইতর-রাগ-বিস্মারণ অবশ্যই সম্ভাবিত হইবে, তদ্বিষয়ে আর অধিক-বক্তব্য কি আছে ? তথা নারী-জনগণের মধ্যে আমরা আবার

যখন তোমার পরিণীতা-প্রেয়সী-ধর্ম্মপত্নীরূপে অবস্থিতি করিতেছি, তখন আমাদের পক্ষে যে ত্বদীয় অধরামৃত অতি অবশ্য অবশ্য ইতর-রাগ-বিস্মারণ হইবে, কিম্বা শাশ্বতিকী-স্ব-স্পৃহা-বশে ইতর-রাগীয় অত্যন্তা-ভাবেরও সম্পাদক হইবে, তদ্বিষয়েই বা অধিক বলিবার কি আছে ?

আর যদি অধিক বলিবার কিছু থাকে, তবে আমাদের সেই অধিকন্তু বক্তব্য এইরূপ হইতেছে যে, সুরত-বর্দ্ধন, শোক-নাশন ও ইতর-রাগ-বিস্মারণ-রূপবিশেষণ-ত্রয়-সাহায্যে ক্রমতঃ স্বেচ্ছা-বর্দ্ধন, দুঃখান্তর-স্ফূর্ত্তি-নাশন, তথা বিষয়ান্তর-বিস্মরণ-লক্ষণ-কার্য্য, বা গুণ-কীর্ত্তন-দ্বারা যাহার পরম-পুরুষার্থতা প্রদর্শিতা হইয়াছে, তথা স্বরিত-নাদিত, কিম্বা সঞ্জাত-ষড়্‌জাদি-স্বর-বিশিষ্ট-বেণু-কর্ত্তৃক চুম্বিত-স্বাদিত, অর্থাৎ নাদামৃত-বাসিত হওয়ায়, লোভ-বিশেষোৎপাদকতা-গমকরূপে যাহা জগতীতলে প্রথিত হইয়াছে, হে প্রাণবন্ধো ! তুমি তোমার সেই অধরামৃত আমাদিগকে দান কর। হে বীর ! দান-শূর ! এই জগতীতলে তোমার পক্ষে অদেয় কি আছে ? ইন্দ্র-পদ, ব্রহ্ম-পদ, বা বিষ্ণু-পদ-প্রভৃতিও যে তোমার পক্ষে অদেয় নহে, তাহা ত আমরা পূর্ব্ব হইতেই অবগতা আছি ; কিন্তু হে নাথ ! আমরা ত তোমার নিকটে ঐসকল-তুচ্ছ-পদের প্রার্থনা করিতেছি না। পক্ষান্তরে আমরা তোমার নিকটে কেবল-মাত্র সময়োচিত ও অস্মদ্-যোগ্য-ত্বদীয় অধরামৃত-মাত্র-প্রার্থনা করিতেছি। অপিচ, এই অধরামৃত-দান যখন তোমার পক্ষে অপ্রসিদ্ধ, বা ক্লেশকর নহে, তখন আমরাই বা তোমার তাদৃশ-নাদামৃত-বাসিত অধরামৃত-লাভে বঞ্চিতা হইব কেন ? অতএব কাতর-কণ্ঠে বিনীত-দীন-বচনে করযোড়ে তোমার নিকটে আমরা পুনঃ পুনঃ এইরূপ প্রার্থনা করিতেছি যে, "বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্।

অথবা হে বীর ! তোমার "স্বরিত-বেণুনা" সুষ্ঠু চুম্বিতাদৃশ অধরামৃত আমরা কেন যে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতেছি, তাহা কি তুমি সুন্দররূপে অবগত হইয়াছ ? যদি না হইয়া থাক, তবে শ্রবণ কর, আমরা অকপটে, নিঃসঙ্কোচে কীর্ত্তন করিতেছি। বেণু-দ্বারা সুষ্ঠু গায়কজন সুন্দররূপে সঙ্গীতানুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া, স্ব-প্রভাবতঃ সেই অনুশীলিত-সঙ্গীত-সাহায্যে গীত-তত্ত্বজ্ঞ-শ্রোতৃ-জন-সমূহে সুখাদি-সম্পাদন-দ্বারা

স্পর্শাদি ইচ্ছার জনকভাব-প্রাপ্ত হওয়ায় যে লোভ-বিশেষেরও উৎপাদকভাব-প্রাপ্ত হইবে, তাহা যদি সুনিশ্চিত হয়, তবে "স্বরিত-বেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতং," অর্থাৎ নাদামৃত-বাসিত-শব্দায়মান-বেণু-দ্বারা সুষ্ঠু-গায়করূপে অবস্থিত হওয়ায় তোমার এই অধরামৃতও যে শুশ্রূষু, বা পিপাসু-জনগণের সুখাদি-সম্পাদন-দ্বারা স্পর্শাদি ইচ্ছার জনকভাব প্রাপ্ত হইয়া, লোভ-বিশেষের উৎপাদকরূপে আত্ম-প্রভাবের বিস্তার-সাধন করিবে, তদ্বিষয়ে আর কীদৃশ-সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে ?

কিঞ্চ, একজাতীয়-নিরতিশয়-সুগন্ধ-বিশিষ্ট-দ্রব্য-বিশেষের সহিত অপরজাতীয়-নিরতিশয়-সুগন্ধ-বিশিষ্ট-দ্রব্য-বিশেষের সংমিশ্রণ হইলে, পরস্পরের মধ্যে কিঞ্চিদ্ বৈলক্ষণ্য উপলব্ধ হয় সত্য ; কিন্তু উক্ত-রূপে গন্ধ-যোগ সাধিত হইলে, সেই গন্ধবাসিত-গন্ধ যেমন লোকের অধিকতর-চিত্তোন্মাদক হইয়া থাকে, সেইরূপ তোমার অধর-মধু-সংযুক্ত-মুখ-মারুত-পূরে পূর্ণোদর ; সুতরাং সঞ্জাত-ষড়্জাদি-স্বর-বিশিষ্ট-স্বরিত-বেণুর বিবর-প্রদেশ হইতে নির্গত-নাদামৃত-দ্বারা চুম্বিত-বাসিত হইলে, পূর্ব্বোক্তরূপ-গন্ধ-যুক্তি-ন্যায়ে নাদামৃত-বাসিতাধরা-মৃতেরও যে মাদকত্ব অধিকতররূপে বর্দ্ধিত হইবে, তদ্বিষয়েই বা সন্দেহ কি আছে ? গান-পৌনঃপুন্য-বশে বিজাতীয়-নাদামৃত-বাসিত তোমার অধরামৃতে বৈজাত্যাভিব্যক্তি-নিবন্ধন উক্তরূপে বেণু-কর্ত্তৃক অধরামৃত-চুম্বন-সমর্থিত হইলে, অধরামৃত-চুম্বন-বশতঃ মাধুর্য্য-প্রাপ্ত-বেণু-সম্পর্ক-জাত-স্বরমাত্র-দ্বারাই যখন সমগ্র-জগন্মণ্ডলেরও উন্মাদকভাবাভিব্যক্তি নিতান্তই সম্ভবপরা, তখন নাদামৃত-বাসিত-সাক্ষাদ্ভাবাপন্ন-ভবদীয় অধরা-মৃতের উন্মাদকভাবাভিব্যক্তি সম্বন্ধে আমরা আর অধিক কি বলিব ? অতএব হে রমণ ! পূর্ব্বাস্বাদিত-ভবদীয় অধরামৃতের উন্মাদিনী-শক্তি-বশে আকৃষ্ট-চিত্তে উন্মত্ত-হৃদয়ে আমরা তোমার নিকটে পুনঃ পুনঃ ত্বদীয় অধরামৃত-প্রার্থনা করিতেছি, হে বীর ! দান-শূর ! তুমি কৃপা-পূর্ব্বক আমাদিগকে তোমার অধরামৃত-দান কর।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ-পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়

অনন্তর অপরাপর-পার্ব্বতীদেবীগণ কহিলেন যে, হে নাথ! তুমি যখন নিজ-গিরিচর-নাম, বা পশুপতি-নামের সার্থকতা-সম্পাদনে অভিলাষী হইয়া, শ্রীদিবাকরদেবের প্রাচীদিক্‌-সীমন্তিনীর কেশ-বীথি-প্রদেশস্থ-সিন্দুর-রেখা-নিম্নতলে পূর্ব্ব-গগনাঙ্গন-নিম্ন-গাত্রান্তে বিপুল-বর্ত্তুল-সিন্দুর-তিলকাকারে সমুদয়ের অনন্তর প্রহর-চতুষ্টয়, বা ত্রিংশদ্দণ্ডাত্মক-দিবস-কালের প্রথম-প্রহর অতিবাহিত করিয়া, খরতর-প্রভাকর-কর-নিকর-প্রভাসিত-দ্বিতীয়-প্রহরের প্রারম্ভে চতুর্দ্দশ-ভুবন-কাননে, বা কৈলাসাদি-গিরি-কাননে অটনার্থ বহির্গত হও এবং তদবধি পুনশ্চ দিবসাবসানে যতক্ষণ-পর্য্যন্ত তুমি প্রত্যাগত না হও, ততক্ষণ-পর্য্যন্ত অর্থাৎ অবশিষ্ট-প্রহর-ত্রিতয়াত্মক-কালমধ্যে তোমার দর্শনে বঞ্চিতা হইয়া, তোমাকে দেখিতে না পাইয়া, আমাদিগের চিত্ত যে কিরূপ ব্যাকুলভাব প্রাপ্ত হয়, তাহা আর আমরা অধুনা মুখের কথায় বলিয়া, কি জানাইব?

আর যদি একান্তপক্ষে বলিতেই হয়, তবে এই পর্য্যন্ত বলিলেই, যথেষ্ট হইবে যে, তোমার অদর্শনাবস্থায় অদর্শন-কালের অতিসূক্ষ্মতরা-বয়বভূত-ত্রুটি, বা ক্ষণ-পরিমিত-কালের সপ্ত-বিংশতি-শততম যে ভাগ, সেই সপ্তবিংশতিশততম-ভাগমাত্রও আমাদের পক্ষে যুগ-তুল্যরূপে প্রতীত, বা প্রতিভাত হইয়া থাকে। কিন্তু, কৈলাসালয়, বা হিমালয়ালয়-নিবাসী অন্যান্য-সর্ব্বজনগণের পক্ষে তোমার কাননাটনকালীন-বিরহ-জনিত-দুঃখ দিবসে ত্রৈযামিক-মাত্রই হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে আমাদিগের ন্যায় পার্ব্বতীজনগণের পক্ষে উক্ত-যামত্রয়-পরিমিত-কালই যে শত-কোটি-যুগ-প্রমাণ আকার-ধারণ করে, অত্রবিষয়ে আমাদিগের দুরদৃষ্টভিন্ন অপর-কীদৃশ-কারণ সম্ভাবিত হইতে পারে? অপিচ,

উক্তদুরদৃষ্ট-মাত্রই আমাদিগের প্রতি দুঃখপ্রদ হওয়ায়, দুঃখময়-সময়ের দুরতিক্রমণীয়তা-প্রযুক্ত ত্রুটি-মাত্র-কালও যদি আমাদিগের পক্ষে যুগ-সদৃশরূপে প্রতিভাত হয়, তবে তজ্জন্য তোমার দোষ কি আছে? এবং এই জন্য তুমিই বা কি করিতে পার? অথবা তুমি এই পর্য্যন্ত করিতে পার যে, হে নাথ! ত্বদ্-বিরহ-জনিত-পরম-দুঃখ আমাদিগের পক্ষে অতি অসহ্য হইয়াছে জানিয়া, দীর্ঘকাল-যাবৎ ত্বদীয় অদর্শন-জন্য অস্মদীয় অসহ্য-দুঃখের প্রতীকার-কল্পে তুমি সত্বর আগমন-পূর্ব্বক অনুগ্রহ করিয়া, আমাদিগকে নিজ-দর্শন-দান করিতে পার; কিন্তু তাহা কি তুমি করিবে? যদি কর, তবে তুমি পরম মহান্; সুতরাং তোমার পরম-মহত্ত্বেরই পরিচয়-প্রদান করা হইবে, সন্দেহ নাই।

পুনশ্চ হে প্রাণপতে! তুমি যখন নিজ-পশুপতি, বা গিরিচর-নামের সার্থক্য-সম্পাদনান্তে নিজ-নিলয়ে প্রত্যাগত হও, তৎকালে সমস্ত-দিনের পরে কথঞ্চিৎ অতিকষ্টে, অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত স্বভাবতঃ স্বর্গীয়-পরম-সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন-কুটিল-কুন্তলে, চূর্ণালক-নিচয়ে ললাট-ফলকো-পরিভাগে সুশোভিত-ত্বদীয়-শ্রীমন্মুখ-কমলের উদীক্ষণে, বা অবলোকনে সুযোগ-প্রাপ্তা হইলেও, অস্মদাদি-পার্ব্বতীজনগণের ভবদীয়-মুখ-কমল-বিলোকন-পরায়ণ-নির্নিমেষ-লোচন-নিচয়ের পক্ষ্ম-কৃৎ পক্ষ্ম-স্রষ্টা বিধাতা জড়, অর্থাৎ বিবেক-বিচার-বিজ্ঞান-বিরহিতাবস্থায় কেবল-মাত্র দুঃখেরই কারণ-স্বরূপ হইয়া থাকেন। তাৎপর্য্য এই যে, তোমার অদর্শনাবসরে আমাদের দুষ্পার-দুঃখ-সিন্ধু যে শতগুণে বর্দ্ধিতাকার-ধারণ করিয়া থাকে, তাহা যেমন তোমার ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ-পরমেশ্বরের অবিদিত নহে, সেইরূপ তোমার শ্রীমুখের দর্শনাবসরেও দর্শন-বিরোধি-পক্ষ্মোন্তব-নিমেষ, বা নব-শত-ত্রুটি-প্রমাণ-কাল-বিশেষ যে নব-শত-যুগ-সমানাকারে আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, আমাদিগকে অপার-দুঃখ-পারাবার-গর্ভে নিমজ্জিতা করে, তাহাও অবশ্যই তোমার অপরিজ্ঞাত হইতে পারে না।

"এবঞ্চ ত্বদদর্শনে অপার এব দুঃখ-সিন্ধুঃ, দর্শনে তু পক্ষ্মোন্তবো

নিমেষ এব যো দর্শন-বিরোধী, সোঽপি নব-শত-ত্রুটি-প্রমাণো ভবন্নব-শত-যুগায়তে, ইত্যুভয়থাপি দুঃখং দুরদৃষ্টবশাদেব সমুৎপন্নমিত্যবশ্যমেব জ্ঞায়তে ভবতা সর্ব্বজ্ঞ-পরমেশ্বরেণ।” কিন্তু, হা বিধাতঃ! তুমি যদি আমাদের প্রাণাধিক-পতি-প্রিয়-দর্শন-শ্রীশঙ্করদেবের কুটিল-কুন্তল-বিলসিত-শ্রীমুখের অপুনর্ভব-দর্শন-দর্শনে বঞ্চিত হইয়া, অদর্শনের অন্ধকারময়-গভীর-গর্ভে যাহারা অদ্যাপি অবস্থিতি করিতেছে, সেই সকল-ব্যক্তির নিষ্ফল-লোচন-সমূহের পক্ষ্মকৃৎ হইতে, তথা যাহাদিগের লোচন-নিচয় অস্মৎ-প্রাণ-বল্লভ-পরম-পুরুষ-শ্রীশঙ্করদেবের কুটিল-কুন্তলাবৃত-স্বাভাবিক-শ্রীযুক্ত-মুখ-পঙ্কজের জগজ্জন-মনো-লোভা-শোভার উদীক্ষণে, বিলোকনে সতত সৌভাগ্যশালী, সেই সকল-ব্যক্তির লোচন-নিচয়ের পক্ষ্ম-কৃৎ না হইতে, তবেই তোমার অজড়তা, বা বিবেকবত্তার সমধিক-পরিচয় প্রদত্ত হইত, তথা আমাদিগকেও আর এরূপে আক্ষেপ করিতে হইত না।

পক্ষান্তরে অস্মদীয়-হৃদয়-বল্লভ-শ্রীশঙ্করদেবের অপারানুপম-মাধুর্য্য-মণ্ডিত-শ্রীমম্মুখ-কমলের স্বর্গীয়-শোভাবলোকনে সতত-সমুদ্যত অস্মল্লোচন-সকলের অপক্ষ্মত্বাকরণ-নিবন্ধন হে বিধাতঃ! তুমি যে আমাদের নিকটে অনভিজ্ঞ-বোধে উপেক্ষণীয় ও অপ্রিয়াচরণ-প্রযুক্ত শপনীয় হইতেছ, তাহা কি এখনও একবারের জন্যও তোমার ভাবিয়া দেখা উচিত হইতেছে না? অথবা শ্রীপার্ব্বতীদেবীগণ শ্রীশঙ্করদেবকে সম্বোধনান্তে কহিলেন, হে রমণ! তোমারই বা দোষ কি আছে? তুমি যখন কাননে স্বেচ্ছা-বিহরণে প্রবৃত্ত হও, তৎকালে তোমার অদর্শনে ক্ষণ-মাত্র-পরিমিত-সময়ের অতিসূক্ষ্মাবয়বভূত অর্থাৎ সপ্ত-বিংশতি-শততম-ভাগরূপ এক একটী ত্রুটিও যে আমাদের পক্ষে যুগতুল্য হইয়া থাকে, সেজন্য তোমার কিছুমাত্র দোষ নাই। পক্ষান্তরে হে নাথ! আমাদের এইরূপ বোধ হইতেছে যে, যুগ-যুগান্তর ধরিয়া, ত্বদ্বিরহ-জনিত যে সকল-দুঃখ-কষ্ট অবশ্য-ভোক্তব্যরূপে কর্ম্মানুসারে আমাদের ললাট-ফলকে লিখিত হইয়াছে, তোমার অনুগ্রহে সেই সমস্ত-দুঃখ-দুর্দ্দশার ভোগ এই এক একটী ত্রুটি-মাত্র-পরিমিত-সময়ের মধ্যেই হইয়া যাইতেছে; সুতরাং ইহা একপক্ষে যে আমাদের সম্বন্ধে মঙ্গলেরই বিষয়, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

কিঞ্চ, হে রমণ! উপস্থিত-প্রসঙ্গানুসরণে একথাও বলা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমান অবসরে অস্মদীয়-দুরদৃষ্ট-ক্রমে যখন তোমার কুন্তল-কুটিল-শ্রীমুখের স্বর্গীয়-সৌন্দর্য্য-দর্শন আমাদের পক্ষে নিতান্ত-দুর্লভ হইয়াছে, তখন অধুনা তুমি যাহাদের লোচন-গোচরে অবস্থিতি করিতেছ, নিজ-নিজ-দৃক্-লোচন-সকলের পক্ষ্ম-কৃৎ পক্ষ্ম-চ্ছেত্তা রসজ্ঞ-বিদ্বান্, বা অজড়-চতুর সেই সমস্ত-সাধু-ব্যক্তি সম্প্রতি তোমার শ্রীমুখের উদীক্ষণে, উৎকর্ষ-সহ-কৃত উচ্চৈর্ব্বা অবলোকনে পরম-সৌভাগ্য-সুখ অনুভব করিতে থাকুন ; পরন্তু "বয়ন্তু পক্ষ্ম-চ্ছন্ন-দৃশো জড়াঃ সাক্ষাদপি কিং পশ্যাম ?" ক্রটী-বিবরণে প্রমাণ যথা—"ত্রসরেণুত্রিকং ভুঙ্্ক্তে, যঃ কালঃ স ক্রটিঃ স্মৃতঃ। শতভাগস্তু বেধঃ স্যাৎ, তৈস্ত্রিভিস্তু লবঃ স্মৃতঃ। নিমেষস্ত্রিলবো জ্ঞেয় আম্নাতাস্তে ত্রয়ঃ ক্ষণ ইতি।"

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়

পুনশ্চ অপরাপর-পার্ব্বতীদেবীগণ শ্রীশঙ্করদেবকে কল্পনা-নয়নে অবলোকনান্তে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন,—হে প্রিয়তম! আমরা এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি যে, পুরাকল্পে নন্দ-গোপ-নন্দন-শ্রীকৃষ্ণ রাস-লীলাবসরে অন্যান্য-সাধারণ-গোপিকা ও শ্রীমতীরাধার যথাক্রমে সৌভগ-মদ ও মানাপনয়নার্থ সহসা অন্তর্হিত হইয়া, আকাশ-গাত্রে, বা কোন কুঞ্জ-কাননান্তরালে লুক্কায়িতভাবে অবস্থিত হইলে, রাধিকা-প্রভৃতি-গোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে বলিয়াছিলেন যে, হে অচ্যুত! তোমার বেণুর রব-শ্রবণ করিয়া, উৎকণ্ঠিত-চিত্তে, ব্যাকুল-হৃদয়ে তোমার সহিত মিলিতা হইবার জন্য আমরা পতি-পরিণেতা ভর্ত্তা, সুত-প্রসব-তন্তু-পুত্র-কন্যা, অন্বয়-বংশ-মর্য্যাদা, ভ্রাতা সহোদর ও বান্ধব-মাতা-পিতা প্রভৃতির বাক্যাতিবিলঙ্ঘন, আদেশ, বা নিষেধ-বচনাতিক্রম এবং সন্তানাঙ্ঘ্রির প্রতি স্নেহাদির পরিত্যাগ-প্রযুক্ত অতিশয়রূপে, তথা সর্ব্বাশ্রম-মূল, বা সারভূত-ধর্ম্মাদির প্রতি অনপেক্ষা-বশতঃ বিশেষরূপে শাস্ত্র-শাসন, বা সমাজ-শাসন উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক গতি, অর্থাৎ অন্তিমা-নিজ-নিজ-দশমী-দশার কথা সবিশেষ অবগতা হইয়াও, এই রাত্রিকালে তোমার অন্তিকে স্বয়মা-গতা হইয়াছি সত্য; কিন্তু ব্যাধকৃত-বংশী-গীত-শ্রবণে মানসে মোহিতা-হরিণীর ন্যায় তবোদ্‌গীত-মোহিত-মানসে এই বৃন্দাবন-বিপিনে স্বয়ং সমাগতা হইলেও, এই শারদীয়-পূর্ণ-শশধরদেবের স্বর্গীয়ামল-সুধা-ধবল-কর-নিকর-রঞ্জিত-রজনী-যোগে আমাদিগের ন্যায় ভবদীয়-সমাগম-প্রার্থনা-পরায়ণ-নব-যুবতী-যোষিজ্জনগণকে একমাত্র তুমি-ভিন্ন, হে কিতব! অপর কোন নাগরবর কি কখনও পরিত্যাগ করিতে পারে?

অবতারিত অত্রপ্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য এই যে, হে নাথ! বিনা নিমন্ত্রণে যাহারা যজ্ঞ-মহামহোৎসবে উপস্থিত হইয়া থাকে, কিম্বা বিনা

আহ্বানে যাহারা উপবনে প্রীতি-ভোজনাদি-ব্যাপারে যোগদান করিয়া থাকে, অথবা বিনা আমন্ত্রণে যাহারা কুঞ্জ-কাননাদি-নয়ন-মনোরম-স্থানে নৃত্য, গীত ও বাদ্য-যোগে ক্রীড়া-কৌতুকাদি-বিবিধানন্দ-জনক-রসাবহ-ব্যাপারে স্বয়ং সমাগত হইয়া থাকে, তাহারা স্ত্রীজনই হউক, আর পুরুষ-জনই হউক, তাহাদের প্রতি উপেক্ষা, বা অবজ্ঞান-প্রদর্শন করিলে, কিম্বা সমাদরের সহিত তাহাদিগকে গ্রহণ না করিলে, যেমন বিশেষ কোনরূপ দোষের কারণ হইতে পারে না, সেইরূপ রূপ-যৌবন-ধন-জন-কুল-গৌরববতী, বা পতি-সুতান্বয়-ভ্রাতৃ-বান্ধববতী অনেকানেক-কামিনী যদি কোন উপপতির সঙ্গ-রসায়নাভিলাষে রজনীযোগে কাননে স্বয়ং উপস্থিতা হইয়া, উপপতি-সঙ্গে বিবিধ ঐশ্বর্য্যোপভোগসহ ক্রীড়া-কৌতুকাদি-রঙ্গ-রসানুভবান্তে উপপতির সৌভাগ্যে সৌভগ-মদ-গর্ববতী, বা মানিনী হইয়া, তাদৃশ উপপতির প্রতি অনাদর-প্রদর্শন-পূর্ববক সেই উপপতিকেই প্রেষ্য, বা ভৃত্য-জনোচিত আদেশ-পালনাদি-কার্য্যে নিযুক্ত করে, আর ভৃত্যবৎ আদিষ্ট উপপতিজন যদি পাতিব্রত্যে নিবাপাঞ্জলি-দান-কারিণী সেই কামিনী-সংহতির অসৌজন্য-ব্যঞ্জক অনুচিতাচরণে বিরক্ত, অসন্তুষ্ট হইয়া, তাহাদিগকে সমুচিত-শিক্ষা-দান করিবার অভিপ্রায়ে কিয়ৎ-কালের জন্য তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া, লুকায়িতভাবে অবস্থিতি করে, তবে কি উক্তরূপে গোপনভাবে অবস্থিতিরূপ-কার্য্যটী তাহার পক্ষে অনুচিত বিবেচিত হইতে পারে ?

অতএব কল্পান্তরীয়-কৃষ্ণ প্রথমতঃ বিবিধ-সদুপদেশ-দান ও ঔপপত্য-নিন্দা করিয়া, স্বয়মাগতা সেই সকল-ব্রজবাসিনী-গোপীকে কোনরূপেই স্বস্বগৃহে প্রতিনিবর্ত্তিতা করিতে সমর্থ না হইয়া, অগত্যা পরিশেষে তাহাদিগের সহিত কিছুকাল-যাবৎ ক্রীড়ান্তে তাহাদিগের সঙ্গ-পরিহার-পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার প্রতিও কোনরূপ দোষ আরোপিত হইতে পারেনা সত্য ; কিন্তু হে দুর্ব্বিতর্ক্য-প্রকৃতে ! আমরা ত আর উক্তরূপে গোপীদিগের আচরণে আচরণবতী হইয়া, উপযাচক-রীতির অনুসরণে স্বয়ং তোমার নিকটে সমাগতা হই নাই। হে নাথ ! তুমিই ত আমাদিগের একমাত্র-পরিণেতা ভর্ত্তা পতিরূপে

অবস্থিতি করিতেছ, হে প্রিয়! আমাদিগের দ্বারা কি কখনও তোমার আদেশ-বাক্য অতিবিলম্বিত হইয়াছে? তথা আমাদিগের ত এখনও পর্য্যন্ত সুত, অর্থাৎ পুত্র-কন্যা উৎপন্না হয় নাই; সুতরাং আমাদিগের দ্বারা স্নেহ-ভাজন-পুত্র-কন্যাদির প্রতি মাতৃ-জনোচিত যে স্নেহভাব, তাহা পরিত্যক্ত হইল কিরূপে? আর যদি আমাদিগের মধ্যে মুখ্য-তমা এই পার্ব্বতীদেবীর কখনও পুত্র কন্যা জন্ম-গ্রহণ করে, তবে তৎ-কালে অবশ্যই পরিদৃষ্ট হইবে যে, এই মুখ্যতমা-পার্ব্বতীর সুত-সুতা-গণের প্রতি স্নেহভাব কত প্রগাঢ়ভাব-ধারণ করিয়াছে। তথা বংশ-মর্য্যাদা, ভ্রাতৃ-প্রীতি, বা মাতা-পিতৃ-ভক্তিও আমাদিগের দ্বারা পরি-ত্যক্তা হয় নাই; তবে হে নাথ! তুমি আমাদিগকে কোন্ অপরাধে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রস্থিত হইয়াছ?

কিঞ্চ, যদি আমাদিগের সৌভগ-মদ, বা মানাপনয়নার্থই তুমি এই স্থান হইতে অন্তর্হিত হইয়া থাক, তবে আমরা অবশ্যই বলিব, এত লঘু-পাপে আমাদের প্রতি এতাদৃশ-গুরুতর-দণ্ড-দান করা কি তোমার পক্ষে উচিত হইতেছে? হে প্রেষ্ঠ! আমরা ত তোমার যাদৃচ্ছিক উদ্গীতমাত্র শ্রবণ করিয়া, এস্থানে সমাগত হই নাই। পক্ষান্তরে তুমি জ্ঞান-পূর্ব্বক উদ্গীত-সাহায্যে আমাদের মানস-সকলকে সম্মুগ্ধ করিয়া, আদরানুরাগ-প্রদর্শন-সহকারে ক্রীড়া-বিহারার্থ আমাদিগকে এখানে আনয়ন করিয়াছ। হে নাথ! তুমি অবশ্য বলিতে পার যে, তোমাদের মনে মনে ক্রীড়া-বিহারার্থ এখানে আগমন করিবার ইচ্ছা ছিল বলিয়া, আমি তোমাদের মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া, তোমা-দিগকে এখানে আনয়ন করিয়াছি সত্য; কিন্তু শতবার্ষিক-বিহারের আরম্ভকালে মদীয়-মধুর-মুরলীর অনঙ্গ-বর্দ্ধন-সঙ্গীত-ধ্বনি-শ্রবণে আকৃষ্ট-চিত্তে তোমাদের মধ্যে মুখ্যতমা এই পার্ব্বতীদেবী স্বয়ং ইচ্ছা-পূর্ব্বক এখানে যদি না আসিতেন, তবে কি আমি ইঁহাকে এখানে আনয়ন করিতে পারিতাম? বা তোমরা শ্রীমতী-প্রধানতমা-পার্ব্বতীদেবীর সঙ্কল্প-মাত্রেই ত্বদীয়-কমনীয়-কলেবর হইতে অংশ-স্বরূপে আবির্ভূতা হইয়া, এইরূপ দুঃখ-কষ্ট-ভোগ করিতে, বাধ্যভূতা হইতে? কখনই

নহে। অতএব কি তোমরা, কি তোমাদের মূলভূতা-মুখ্যতমা-পার্ব্বতী তোমাদের পরস্পরের সহিত অভেদ-বিবক্ষা-বশতঃ সম্প্রতি আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, "নমু ভবত্যঃ পরমধীরাঃ কথং গীত-মাত্রেণ মোহিতাঃ ?

হে প্রাণপতে! তোমার এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিব, হে প্রিয়তম! তোমার ন্যায় সঙ্গীতজ্ঞ-পরম-পুরুষ এই চতুর্দ্দশ-ভুবনের মধ্যে আর দ্বিতীয় নাই; সুতরাং তোমার ন্যায় গীত-গতি-বিশেষ-বিৎ-পরম-পুরুষ-কর্ত্তৃক প্রযুক্ত-সঙ্গীতের মোহিনী-শক্তিকে অতিক্রম করিতে পারে, এই জগতীতলে এমন ব্যক্তি কে আছে? কিন্তু, হে জীবনাধিক! তোমা-কর্ত্তৃক সুললিত-কণ্ঠে গীত একাদিক্রমে তিনটী মাত্র-গান-শ্রবণ করিয়া, বৈকুণ্ঠপতি-বিষ্ণুও যখন দ্রবীভাব-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন আমাদের স্বভাবতঃ কোমল-চিত্ত যে ত্বদীয়-কল-গীত-প্রভাবে সহসা দ্রবীভূত হইয়া, তোমারই শ্রীচরণতলাভিমুখে ধাবিত হইবে, তজ্জন্য আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? অথবা হে নাথ! আমাদের এতাদৃশ উত্তর-বচন-শ্রবণ করিয়াও, পুনশ্চ যদি তুমি বল যে, "নমু ভবত্যো বিদগ্ধা মম এতাদৃশং স্বভাবমপি জানন্তি, তৎ কথং পূর্ব্বতঃ সাবধানা ন জাতাঃ ?" তবে অত্র বিষয়ে আমরা বলিব যে, হে প্রাণৈক-বন্ধো! আমরা সকলে বিশেষরূপে না হউক, সামান্যতঃও যে তোমার স্বভাব অবগতা আছি, বা পূর্ব্ব হইতেই সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছি, সে বিষয়ে কোনরূপ সংশয় নাই।

পক্ষান্তরে সাবধান হইলে, হইবে কি? মোহন-মন্ত্র-প্রায় ত্বদীয়-গানের এমনই প্রাণ-মনো-মোহিনী-শক্তি যে, তোমার মোহন-বেণুর বিবর-নিকর-নির্গত-সুললিত-সুমধুর-সঙ্গীত-স্বর-লহরী বীচি-তরঙ্গ-ন্যায়ে অস্মদীয়-শ্রবণ-শষ্কুলী-প্রদেশে আসিয়া উপস্থিতা হইবামাত্র, আমরা আর স্থিরভাবে থাকিতে না পারিয়া, সেই মোহন-মন্ত্র-প্রায়-গানের প্রাণ-মানসোন্মাদিনী-মোহিনী-শক্তির প্রবলতর-দুঃসহ-দুর্ব্বারণীয় আকর্ষণে আকৃষ্টা তথা প্রাণে, মানসে মাতোয়ারা হইয়াই, তোমার স্থল-কমল-লাবণ্য-লালিত্য-দলন-ভক্তজন-হৃদয়-রঞ্জন-শ্রীচরণ-কমল-মূলে আশ্রয়-গ্রহণ

করিয়াছি সত্য; কিন্তু হে জীবিতেশ্বর! আমাদের সঙ্গ-প্রাপ্তিকালে তুমি যে ক্ষণমাত্র-সময়ের জন্যও নিজ-নিত্য-সিদ্ধ-লীলানন্দ-রস-ভাবময়-মধুরোদারতর-রমণীয়-স্বভাব হইতে বিচ্যুত হও না, প্রত্যুত আমাদের সহিত লীলানন্দ-রস-সাগরে নিমগ্ন হইয়া থাক, এইরূপ ধারণাই এতদিন আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূলা হইয়াছিল। পক্ষান্তরে কিন্তু হায়! এখন দেখিতেছি যে, আমাদেরই দুরদৃষ্টক্রমে তুমি সেই নিজ-নিত্য-সিদ্ধ-লীলানন্দ-রস-ভাবময়-স্বভাব হইতে চ্যুত হইয়াছ; সুতরাং অধুনা আমাদের মনে হইতেছে যে, তোমার মধুরতর উদার-সঙ্গীতাহ্বান-সাহায্যে আমন্ত্রিতা হইয়া, তোমার অন্তিকে সমাগতা হইলেও, তুমি যখন "তবোদ্গীতেন ত্বদীয়োচ্চৈর্গীতেন মোহিতাঃ হত-বিবেকীকৃতাঃ" আমাদিগের ন্যায় প্রিয়-তমা-পরিণীতা-ধর্ম্মপত্নীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছ, তখন তুমি যে সর্ব্ববিধ অমঙ্গল-কারণ-স্বরূপ-ভূমি-সুতের মঙ্গল-নাম-ধারণের ন্যায় স্বয়ং স্বীয়-লীলানন্দ-রস-ভাবময়-স্বভাব হইতে পরিচ্যুত হইয়াও, কেবলমাত্র-বিপরীত-লক্ষণাবশে সম্প্রতি অচ্যুত-নাম-ধারণ করিতেছ, তাহা কদাপি অস্বীকার্য্য হইতে পারে না।

তথা যদি তুমি বল যে, তোমরা যখন মদীয় উদ্গীত-সাহায্যে মোহিতা হত-বিবেকীকৃতা হইয়া থাক, তখন তোমাদের অসহ্য-দুঃখ-ভোগ অনিবার্য্য, অথবা "এবঞ্চেৎ, তর্হি রে মূঢ়াঃ! সহধ্বং বেদনাং", তবে আমরা বলিব যে, হে প্রাণ-বল্লভ! তোমার এতাদৃশ বাক্য আমাদিগের নিকটে আশ্চর্য্য-জনকরূপেই প্রতিভাত হইতেছে। কারণ, তুমি স্বয়ং আমাদিগকে এরূপে বিনোদ-মুরলী-জাত-গীত-দ্বারা মোহিতা করিয়া, এখানে আনয়ন করিয়াছ এবং পরিশেষে তুমি যে আমাদিগকে এই রাত্রিকালে গম্ভীর-বন-মধ্যে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়াছ, সেজন্য তোমার লজ্জিত হওয়াই উচিত ছিল; পরন্তু কিছুমাত্র দুঃখিত, বা লজ্জিত না হইয়া, যখন তুমি "এবঞ্চেৎ, তর্হি রে মূঢ়াঃ! সহধ্বং বেদনাং", এইরূপ নির্দ্দয়-জনোচিত-বাক্য কথন করিয়াছ, তখন এতদপেক্ষা আর অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় কি হইতে পারে? অথবা থাক্, ঐসকল কথায় আর প্রয়োজন নাই সত্য; পরন্তু সর্ব্বসাধারণ-নৈসর্গিক-

নিয়মানুসারে এইরূপ প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হইতেছে যে, "হে কিতব! শঠ! স্বয়মেব তথানীতা যোষিতঃ পুনর্নিশি ত্বাং নির্দ্দয়ম্বতে কস্ত্যজেৎ? ন কোঽপি ত্যজেদিত্যবশ্যমেবাঙ্গীকরণীয়ম্। যদ্বা হে কিতব! হে মত্ত! নিশি আয়াতা স্বয়মেব তথানীতা এবম্ভূতাঃ যোষিতঃ যুবতীঃ কঃ খলু যুবা ত্যজেৎ? অতস্ত্বং বঞ্চকঃ বঞ্চনাশীলোঽপি বঞ্চিত এবাভূরিতি বয়মিদানীং নিশ্চিনুমঃ। কিতবস্তু পুমান্ মত্তে, বঞ্চকে কনকাহ্বয়ে। ইতি মেদিনী।"

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

একোনপঞ্চাশ অধ্যায়

কিঞ্চ, হে কিতব! তুমি যদি সম্প্রতি এইরূপে বঞ্চনাশীল হইয়াই, গুপ্তভাবে অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, তবে আমরা এইরূপ প্রশ্ন করিতে বাধ্যতরা হইতেছি যে, যে যে সময়ে তোমার সেই সর্ব্ব-জন-মনো-মোহিনী-স্বর্গীয়-মধুরতাময়ী-মূর্ত্তিটী আমরা কল্পনা-নয়নে অবলোকন করিতেছি, সেই সেই সময়েই যে পঞ্চশর-শর-পঞ্চক-স্থানীয় তোমার এই মোহন-পঞ্চক আমাদিগের লোচন-রন্ধ্র-দ্বার-দ্বারা হৃদয়-কন্দর-সমূহে প্রবেশ করিয়া, আমাদিগকে একেবারে নিঃশেষে দগ্ধ-ভস্মীভূত করিবার উপক্রম করিতেছে, তাহাও কি তুমি গুপ্তভাবে নিঃশব্দে অবলোকন করিবে মনে করিয়াছ? যদি তাহাই হয়, তবে হে প্রিয়! অধুনা জীবন-রক্ষার জন্য আমাদের যে কর্ত্তব্য কি? তাহাও ত আমরা স্থির করিতে পারিতেছি না; তবে কি সম্প্রতি আমরা তোমার বিরহ-দাবানলে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়া যাইবার জন্যই প্রস্তুতা হইব? না না, তাহা ত হইতে পারে না। কারণ, যদি আমরা তোমার বিরহ-দাবানল-জ্বালা-মালা-সমাকুলাবস্থায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়াই যাই, তাহা হইলেও ত আমাদের হৃদয়োপতাপ দূরীভূত হইবে না। পক্ষান্তরে আমাদের হৃদয়ের জ্বালা চিরতরে হৃদয়েই থাকিয়া যাইবে। অতএব আমরা হৃদয়-তাপোপশমনার্থ কেবল-মাত্র তোমার দর্শন-প্রার্থনা করিতেছি, হে নাথ! তুমি নিজ-গুণে কৃপা-পূর্ব্বক আমাদিগকে স্বীয়-দর্শন-মাত্র-দান কর।

হে প্রেষ্ঠ! পঞ্চশর-শর-পঞ্চকপ্রায় তোমার যে মোহন-পঞ্চকের কথা আমরা কিছু পূর্ব্বে কথন করিয়াছি, সেই মোহন-পঞ্চকের মধ্যে প্রথম "রহসি সম্বিৎ যত্র, তং রহসি সম্বিদং", অর্থাৎ রতি-প্রার্থন-ব্যঞ্জক-প্রেম-সম্ভাষণ, বা রহস্যালাপ-শ্রবণ, দ্বিতীয় "হৃচ্ছয়োদয়ং", অর্থাৎ অস্মদবলোকন-হেতুক-কন্দর্পভাবোদয়, তৃতীয় "প্রকৃষ্টং হসিতং যস্মিন্

আননে, তদাননং যত্র, তথাভূতং প্রহসিতাননং” অর্থাৎ প্রকৃষ্ট-হাস্য-শোভিত-সুন্দরতর-বদন, চতুর্থ “প্রেম্না বীক্ষণং যত্র, তত্তাদৃশং প্রেম-বীক্ষণং”, অর্থাৎ প্রেম-যুক্ত পুনঃ পুনঃ অবলোকন এবং পঞ্চম “বৃহদুরঃ” অর্থাৎ গাঢ়তরালিঙ্গনেচ্ছা-কারক, সৌন্দর্য্যাতিশয়-সম্পন্ন, স্বাভাবিক-পীত-রেখারূপা-শ্রী, বা সর্ব্ব-সম্পন্নিধির একমাত্র ধাম, বা লীলা-নিকেতন-ভূত-সর্ব্ব-শোভাস্পদ-বৃহদ্-বিস্তীর্ণোত্তুঙ্গ-বক্ষঃস্থলের বীক্ষণ-লক্ষণ মুহুঃ পুনঃ পুনঃ বিশেষরূপে অবলোকন করিয়া, আমাদিগের হৃদয়ে অতীব-বলবতী-স্পৃহার উদ্ভব হইতেছে, তথা ত্বৎ-সঙ্গম-মাত্রার্থে সমুৎপন্নাতিস্পৃহা পরমৌৎকণ্ঠ্যবতী হইয়া, আমাদের মানস-সকলকে স্বগত ঔৎকণ্ঠ্য-দাব-দহন-জ্বালা-মালা-সাহায্যে মুহুর্ম্মুহুঃ মুগ্ধা ও মূর্চ্ছিতা করিতেছে ; সুতরাং অতিশয়িত-মোহ ও মূর্চ্ছা যে আমাদের মরণকেই ক্ষিপ্রতার সহিত অতি নিকটবর্ত্তী করিতেছে, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। “অতশ্চিরমদর্শনদুঃখমসহ্যমিতি সত্বরং দর্শনং দেহীতি।”

অপিচ, হে প্রিয়তম! আমাদের উক্তরূপ-স্পৃহার দুর্নিবারতা, বা অপ্রতিকার্য্যতা-নিবন্ধন পুনশ্চ আমরা নিজ-নিজ-পরম-দৈন্য-সূচন-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি-পুটে প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি অবিলম্বে আমাদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি পাতিতা কর, কিঞ্চ, আমরা সকলেই কুলবধূ এবং সর্ব্বথা নিরপরাধা, তথা তুমি আমাদিগের পরিণেতা ভর্ত্তা, বা প্রাণাধিক-প্রিয়তম-পতি, অথচ তুমিই পূর্ব্বোক্তরূপ-নিজ-মোহন-পঞ্চক-দ্বারা আমাদিগকে সম্মোহিতা করিয়া, এই গভীর-রাত্রিকালে বনমধ্যে আনয়ন করিয়াছ! এরূপ অবস্থায় পরমৌৎকণ্ঠ্যাগ্নি-দ্বারা কেবল-মাত্র আমাদের প্রাণ-দাহনেই যে তুমি কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছ, বা আমাদিগের প্রাণ-দাহনই যে একমাত্র তোমার অভিপ্রেত, তাহা মনে করাও নিতান্ত-ভ্রম-ভিন্ন অপর কিছুই নহে। পক্ষান্তরে স্বাঙ্গ-সঙ্গ-দান-দ্বারা অস্মদীয়-প্রাণ-সকলের পরিপালনও যে তোমার অভিপ্রেত, বা অবশ্য-কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়েই বা সন্দেহ কি আছে?

অত্রাপি কারণ-বচন-কথন করিতে হইলে, অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, হে ভুবন-ভূষণ! তোমার ব্যক্তি, বা অভিব্যক্তি কেবলই যে

কৈলাসালয়, হিমালয়ালয়, কিম্বা তদন্তর্গত-কাননালয়-নিবাসি-জনগণের বৃজিন-হন্ত্রী, দুঃখ-নিরসনী, বা পাপ-নাশিনী, তাহা নহে, পরন্তু ভুবন-ব্রজে ভুবন-সমূহে, অথবা চতুর্দ্দশ-ভুবন-গত-বন-নিবহে নিবসনশীল-সর্ব্ব-জাতীয়-প্রাণীরই বৃজিন, দুঃখ, বা পাপের বিনাশ-সাধন করিয়া থাকে। অতএব হে নাথ! যদি বিশ্বালয়, বা বিশ্ব-বন-নিবাসি-সর্ব্বজাতীয়-জীবের দুঃখ-হনন, বা পাপ-নিরসনার্থই তোমার অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, তবে বিশ্ব-নিবাসি-সর্ব্ব-জীবেরই অবিশেষতঃ সর্ব্ববিধ-মঙ্গল-বিধায়িনী, বৃজিন-হন্ত্রী, বা দুঃখ-নিরসনী-ত্বদীয়া অভিব্যক্তি আমাদেরই বা বিরহ-ব্যথা-নিবারণ করিবে না কেন? অপিচ, হে প্রাণ-বল্লভ! তোমা-কর্ত্তৃকই যখন পূর্ব্বোক্তরূপে নিজ-হৃচ্ছয়োদয়-ব্যঞ্জন-সাহায্যে আমাদের হৃদয়ে তথা-তথা-ভূত-ভাব-সকল জনিত, বা উৎপাদিত হইতেছে, তখন আমরাও তোমা-কর্ত্তৃক জনিত সেই সেই ভাবের বশবর্ত্তিনী হইয়া, ত্বদীয়-হৃচ্ছয়-ভাব-সকলের অনুভবান্তে "হন্তাস্য হৃচ্ছয়তাপ এবমেবং শান্তঃ স্যাৎ", এইরূপ ভাবনা-বশে সদা ত্বদ্‌ভাব-ভাবিত-মানসে তত্তদ্‌-বাসনার উদয়-প্রযুক্ত, তথা তোমার প্রতি আমাদের স্বভাব-জাত-স্নেহের বলবত্তরতা-প্রযুক্ত, তাদৃশ-স্নেহময়াভিলাষ-বিস্ফুট-হৃদয়ে দৈন্যের সহিত আমরা কি বলিতে পারি না যে, তুমি তোমার সর্ব্বমঙ্গলরূপা-তাদৃশী অভিব্যক্তি-সাহায্যে আমাদের বৃজিন, দুঃখ, বা পাপ-সকল বিদূরিত কর?

হে দেব! যদি তুমি বল যে, সম্পূর্ণ-বিশ্বের সর্ব্ববিধ-মঙ্গলময়-বীজ যাহাতে নিহিত রহিয়াছে, তাদৃশ-স্বভাব-বিভূষণে বিভূষিত হইয়া, যাহাতে বিশ্বের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, তাদৃশরূপে প্রতিনিয়তকাল যখন আমি বিশ্ব-মঙ্গল-সর্ব্ব-মঙ্গলরূপা-নিজাভিব্যক্তি-সাহায্যে অনন্ত-বিশ্বের বৃজিন-পাপ-দুঃখ-দারিদ্র্য দূরীকৃত করিতেছি, তখন তোমরা কৈলাসালয়-ব্রজৌকাঃ, হিমালয়ালয়-ব্রজৌকাঃ, কিম্বা হিমালয়-কৈলাস-কানন-ব্রজৌকাঃই হও, তজ্জন্য কোনরূপ ক্ষতির কারণ না থাকিলেও, সাধারণতঃ বিশ্বৌকস্ত্ব-প্রযুক্ত তোমাদিগেরও তত্তদুৎপাতজ-দুঃখ-শান্ত্যাদি-দ্বারা আমি ত অশেষবিধ-কল্যাণ-সাধন করিতেছি; সুতরাং আমার

নিকটে তোমাদের অপরবিধ অভিপ্রেত-প্রার্থনা করিবার উপযুক্ত অবসর কোথায় ? তবে আমরা কোমলামন্ত্রণ, বা প্রেম-সম্বোধন-পূর্ব্বক এইকথা বলিব যে, হে অঙ্গ ! কেবল বিশ্বৌকস্ত্ব-প্রযুক্ত কেন ? কৈলাসালয়-ব্রজে, হিমালয়ালয়-সমূহে, তথা কাননালয়-নিচয়ে নিবাস-কালেও তুমি আমাদিগের দুঃখ-নিরসন-পূর্ব্বক অশেষবিধ-কল্যাণ-সাধন করিয়াছ, এবং অলং অতিশয়রূপে সর্ব্ববিধ-সুখ-দান-পুরঃসর আমাদিগের প্রাণ-পরিপালনও করিয়াছ বটে ; কিন্তু প্রথমতঃ স্বাঙ্গ-সঙ্গ-দান-দ্বারা আমাদিগের প্রাণ-পরিপালন-পূর্ব্বক অধুনা অন্তর্হিত হইয়া, তুমি আমাদিগকে যে সঙ্কটময় অবস্থা-বিশেষে বিনিপাতিতা করিয়াছ, এই সঙ্কটময় অবস্থা-বিশেষের প্রাপ্তি-ফলে নিতান্ত-দুঃখ-দুর্দ্দশা-গ্রস্ত অস্মদীয়-জীবন পুনশ্চ "যৎপরোনাস্তি" বিপন্ন হইয়াছে।

অতএব উপযুক্তাবসরক্রমে আমাদের অপরবিধাভিপ্রেত-বিষয়িণী-প্রার্থনা এই যে, ক্ষণমাত্রকালও তোমার অদর্শনে অতুল-দুঃখ, তথা তোমার দর্শনে অতুল-সুখ প্রত্যক্ষতঃ অনুভব করিয়া, আমরা যতিগণের ন্যায় অন্যান্য-সর্ব্ব-সঙ্গ-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক একমাত্র তোমারই আশ্রয়-গ্রহণ করিয়াছি দেখিয়াও, তুমি যে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, ইহা তোমার ন্যায় শরণাগত-পালকের পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে ; সুতরাং তুমি আমাদের প্রতি সদয় হইয়া, পুনশ্চ স্বীয়-দর্শন-দান-দ্বারা আমাদিগকে মৃত্যু-মুখ হইতে উদ্ধৃতা কর। অতএব পুনশ্চ আমাদের প্রার্থনা এই যে, তুমি নিজ-গুণে কৃপা করিয়া, আমাদের সম্বন্ধে মরণাধিক-দুঃসহ-দুঃখ-প্রশম-কর কিছু দান কর। "অতো নঃ সম্বন্ধে দুঃখ-শমকং কিমপি ত্যজ দেহি", একথা বলিবার কারণ এই যে, আমরা সদাকালের জন্যই "ত্বয়িবিষয়ে" অর্থাৎ ত্বৎপ্রাপ্ত্যর্থা ত্বৎ-সঙ্গম-মাত্রার্থা, পূর্ব্বাভিহিতা সেই অতিস্পৃহার আশ্রয়ে অবস্থিতি করিতেছি এবং ত্বৎ-প্রাপ্ত্যর্থা, ত্বৎ-সঙ্গম-মাত্রার্থা অস্মচ্ছব্দ-বাচ্য-কর্ত্তৃকা-তাদৃশী অতিস্পৃহার প্রতিই আমাদের আত্মা মানস নিপতিত রহিয়াছে।

যদিচ কৈলাসালয়-ব্রজে, হিমালয়ালয়-বন-ব্রজে কৈলাস-হিমালয়-বন-

ব্রজে আমাদের ন্যায় অন্যান্য অনেকে ত্বৎ-স্পৃহান্বিতমানসে অবস্থিতি করিয়া থাকে সত্য; তথাপি কৈলাস-হিমালয়-বিশ্ব-মণ্ডলবাসী, বা তত্তদ্-বন-নিবহ-নিবাসী অন্যান্য-ব্যক্তি-বর্গ অপেক্ষা আমাদের মধ্যে বিশেষত্ব এই যে, হে রমণ! আমরা তোমার ধর্ম্মতঃ পরিণীতা, প্রিয়-তমা, ধর্ম্ম-কামার্থ-চারিণী, চরণোরঃস্থলবিলাসিনী, বহুমতা-পত্নী; সুতরাং তত্তদালয়-নিবাসি-তত্তদ্-ব্যক্তি-বর্গের মধ্যেও অস্মদ্বিধ যে স্বজন-বিশেষ, তাদৃশ অস্মদ্‌বিধ-স্বজন-গণের হৃদয়ে জাত-পৃথুল-বর্ত্তুল-শ্যামাস্য-শোভিত-কঠিন-মাংস-পিণ্ডাকার, "অন্যোহন্যং" উৎপীড়নকারী, উত্তুঙ্গ-কুচ-রোগ-সকলের নিসূদনে, নিবারণে উপশমনে যাহা পটীয়ান্, পরম-দৌর্ল্লভ্য-প্রযুক্ত, কিম্বা অস্মৎ-কর্ত্তৃক-যাচক-রীত্যনুসরণ-নিবন্ধন তুমি মনাক্, অল্পমাত্রা-পরিমিত-তাদৃশ উপশমক ঔষধ-বিশেষ অর্থাৎ অস্মৎ-কুচ-নিচয়োপরি "বাহ্যপ্রলেপৌষধমিব" যুষ্মদীয়-চরণ-কমল-স্পর্শদান কর।

কিঞ্চ, হে প্রাণ-বন্ধো! অস্মদীয় উক্তরূপ দৈন্য-জড়িত-নিবেদিত-বচন-সকলের সঙ্ক্ষিপ্ত, অথচ সম্পূর্ণরূপ-তাৎপর্য্যার্থ এই যে, "তব ব্যক্তিরভিব্যক্তিঃ কৈলাস-হিমালয়ালয়-ব্রজ-বনৌকসাং সর্ব্বেষামেবাবিশেষেণ বিশ্ব-মঙ্গলং সর্ব্বাণি মঙ্গলানি যত্র, তদ্ যথা স্যাৎ তথা, বৃজিন-হন্ত্রী দুঃখ-নিরসনী, অতস্ত্বৎ-স্পৃহাত্মনাং ত্বৎ-কর্ত্তৃকা যা স্পৃহা অস্মদ্দর্শনোত্থা, তস্যামেব আত্মা তৎ-সম্পূরয়িতুং কামং মনো যাসাং, তাসাং নঃ মনাক্ ঈষৎ কিমপি ত্যজ মুঞ্চ, কার্পণ্যমকুর্ব্বন্ দেহীতি বা, তদেব কিমিতি-চেৎ? উচ্যতে, স্ব-জন-হৃদ্রুজাং যুষ্মজ্জন-কুচ-রোগাণাং যন্নিসূদনং উপশমকং চরণকমলরূপমৌষধম্, তদেব দেহীতি, অর্থাৎ তদেব যদি অস্মাভিঃ কুচেষ্বর্পয়িতুং প্রাপ্যতে, তদা তেনৈব ত্বৎ-স্পৃহাং পূরয়িত্বা, স্বপ্রাণাঃ পাল্যন্তে ইতি। অতশ্চ পুনঃ পুনরপ্যস্মাকং প্রার্থনেয়ং প্রবর্ত্ততে যৎ, হে অঙ্গ! অলমলমত্যন্তং কার্পণ্য-সমাশ্রয়ণেন, মুঞ্চ, ত্যজ, দেহি নো মনাক্ কিমপি কুচ-রোগ-নিসূদনং মহৌষধম্ ইতি।"

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে একোনপঞ্চাশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

পঞ্চাশ অধ্যায়

অনন্তর অপরাপর-পার্ব্বতীদেবীগণ শ্রীশঙ্করদেবের “ননু ভো! রসিকাঃ! যৎ প্রার্থয়ধ্বে, তন্মে চরণ-কমলং সম্প্রতি বন-ভ্রমণ-সুখে নিমজ্জতি, অতো যুষ্মৎ-কুচেষু স্থাতুং নাবকাশং লভতে”, এইরূপ উত্তর-বচন-শ্রবণ করিয়াই যেন, রোদন করিতে করিতে, এই কথা বলিলেন যে, হে রমণ! তোমার অতিসুকুমারতর-সুজাত যে চরণাম্বুরুহ-যুগল আমরা অতি ভয়ে ভয়ে নিজ-নিজ-স্তন-নিচয়োপরি অতিসন্তর্পণে সম্মর্দ্দনাশঙ্কায় অতি ধীরে ধীরে ধারণ করিয়া থাকি, তুমি তাদৃশ-নিরতিশয়-সুকুমারতর-চরণ-কমল-যুগল-সাহায্যে অটবী-মধ্যে নিরন্তর অটন-পূর্ব্বক হন্ত! হন্ত! কীদৃশ অনর্থকর অসম-সাহসের পরিচয়-প্রদান করিতেছ? হে নাথ! অত্যন্ত-কর্কশ-কঠোর-ভাবাপন্ন অস্মদীয়-স্তন-সমূহে ত্বদীয়-সুকোমলতর যে চরণ-কমল-যুগলকে আমরা অতিতরাং ভীত-হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকি, তুমি তোমার সেই সুজাত-চরণাম্বুজ-যুগল-পরিচালন-দ্বারা অস্মদীয়-কর্ক শতর-কুচ-নিকর অপেক্ষাও অতীব-কঠোরতর অটবী-মার্গে বনে বনে বিচরণ করিয়া, কূর্প, বা সূক্ষ্ম-পাষাণাদি-দ্বারা আহতাবস্থায় সম্প্রতি কি তথাকথিত-পাদ-পঙ্কজে ব্যথা অনুভব করিতেছ না?

শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের উক্তরূপ-প্রশ্ন-যুগলের কোনরূপ উত্তর-প্রদান না করিয়া, ভাবান্তরাবলম্বনে শ্রীশঙ্করদেব অন্তরীক্ষতলে অবস্থিত হইয়াই যেন, তৎকালে শ্রীমতীপার্ব্বতীদিগের প্রতি এইরূপ প্রশ্ন করিলেন যে, অম্বুরুহ-রূপক-দ্বারা মদীয়-চরণের সুকোমলত্ব সিদ্ধ হইলেও, “সুজাতেতি” বিশেষণ-সাহায্যে তাহা হইতেও পরম-কোমলত্ব-বিবক্ষা-বশে তোমরা মামক-শিরীষ-কুসুম-সুকুমার-চরণ-পঙ্কজের নিরতিশয়-মৃদুলতা-কল্পনা করিয়াছ বলিয়াই কি আমার শিরীষ-পুষ্প-পেলব-পাদ-পঙ্কজ-যুগলকে

নিজ-নিজ-কর্কশ-কুচ-সকলোপরি শনৈঃ শনৈঃ স্থাপন-কালে হৃদয়ে ভীতি অনুভব করিয়া থাক ? যদি এইরূপই হয়, অর্থাৎ স্ব-স্ব-কর্কশ-কঠোর-স্তন-সকলোপরি মামকীন-চরণ-ধারণাবসরে পাছে আমার নবনীত-কোমল-চরণ-কমলে ব্যথা লাগে, তজ্জন্য তোমরা যদি হৃদয়ে নিতান্ত-ভীতি অনুভব করিতেই বাধ্যভূতা হও, তবে তোমাদিগের চরণ-ধারণ-লক্ষণ-তাদৃশ-ক্লেশ ও আশঙ্কা-জনক-কার্য্য করিবার আবশ্যক কি আছে ?

শ্রীশঙ্করদেব-কৃত উক্তরূপ-প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ এই কথা বলিলেন যে, হে প্রিয় ! তুমি যখন আমাদের প্রিয়, তখন প্রিয়ত্ব-প্রযুক্তই হৃদয়ে, বিশেষতঃ স্তন-নিচয়োপরিই তোমার তাদৃশ-সুজাত-চরণাম্বুরুহের ধারণ যোগ্য-বিবেচিত হওয়ায় এবং অস্মদীয়-কুচ-নিচয়োপরি চরণার্পণ-মাত্রেই তুমি নিরতিশয়-প্রীতি অনুভব কর বলিয়া, আমরা তোমার তাদৃশী-প্রীতি, বা সুখ সর্ব্বতোভাবে লক্ষ্য করিয়া, অস্মদীয়-কর্কশ-স্তন-নিচয়োপরি তোমার তথাভূত অতিসুকোমল-রাতুল-চরণ অতিভয়ে ভয়ে শনৈঃ শনৈঃ ধারণ করিয়া থাকি। কিন্তু, তদানীং চরণ-দ্বারা স্তন-নিপীড়নে তোমার বিপুলতরা-প্রীতি, বা সুখ সাক্ষাৎ-পরিদৃষ্ট হইলেও, চরণ-সৌকুমার্য্য-দৃষ্টি-নিবন্ধন "ব্যথাঽবশ্যং সম্ভবেৎ", এইরূপ শঙ্কাবশে আমাদের মানসে নিশ্চিতই খেদও উপস্থিত হইয়া থাকে বটে ; কিন্তু ত্বৎ-সখ্যানুভব-কালেও আর্ত্তি-শঙ্কা-বশে আমাদের যে উক্তরূপ-খিন্নত্ব, এই খিন্নত্ব মহাভাবেরই লক্ষণ-স্বরূপে পরিচিত হওয়ায়, তদ্দ্বারা ইহাই ধ্বনিত হইতেছে যে, ত্বৎ-সংযোগ-সময়েও আমাদিগের ললাটে স্বয়ং বিধাতৃ-পুরুষ-কর্ত্তৃক দুঃখই লিখিত হইয়াছে। হায় ! অধুনা আমরা কি করি ? আমাদের কর্ত্তব্য কি ? যদি এক্ষণে আমরা উৎকট-তপস্যার দ্বারা বিধির আরাধনা করিয়া, তাঁহার নিকটে অস্মদীয়-কুচ-কলস-সকলের কোমলত্ব-প্রার্থনা করি, তবে "তপোভির্বিধিং প্রতি স্তনানাং কোমলত্বে প্রার্থ্যমানে তব সুখং ন স্যাৎ, কর্কশত্বে চ ত্বচ্চরণানাং ব্যথা, ইত্যুভয়থা সঙ্কটমেবাস্মাকমিত্যনুধ্বনিঃ।"

অপিচ, হে নাথ ! তোমার সংযোগ এবং বিয়োগাবস্থায় আমাদের এরূপ কষ্ট, বা দুঃখ-দুর্দ্দশা-ভোগ না হয়, অস্বৈরিত্ব-প্রযুক্ত অনিবার্য্য

হউক, পরন্তু তোমার স্বৈর-চারিতা অব্যাহতা থাকা সত্ত্বেও, তুমি কেন অকারণ এত কষ্ট-সহন করিতেছ ? তথা উপালম্ভ-ব্যঞ্জনাভিপ্রায়ে এরূপও প্রশ্ন হইতে পারে যে, হে প্রেষ্ঠ ! অস্মদীয়-কর্ক্কশ-কঠোর-কুচ-কদম্বকোপরি অর্পণ-মাত্রেই তোমার তাদৃশ-সুকুমারতর যে চরণ-কমলে আমরা মানসে ব্যথার আশঙ্কা করিয়া থাকি, তুমি সেই সুকুমার-রমণীয়োদারতর-সযত্ন-সেবিত-সুচারু-চরণ-চারণ-পূর্ব্বক সূক্ষ্ম-পাষাণ-খণ্ডাদি-পরিবৃতাটবীমধ্যে এই যে অবিরাম অটন করিতেছ, এতদ্দ্বারা কি তোমার এই পাদারবিন্দ-দ্বন্দ্বের অটব্যটন-যোগ্যতার উৎকৃষ্টতর-পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে ? কিঞ্চ, হে নাথ ! যদি তুমি বল যে, আমি সর্ব্বদা স্বচ্ছন্দচারী, বা স্বেচ্ছাময় ; সুতরাং আমার মানসে যখন যেরূপ ভাব আসিয়া উপস্থিত হইবে, তৎকালে আমি তদনুরূপ আচরণে প্রবৃত্ত হইব এবং যথোচিত-সুখ-দুঃখ-ভোগ কবিব, অতএব এবিষয়ে তোমাদের ক্ষতি, বা বৃদ্ধি কি আছে ? তবে আমরা পূর্ব্বানুরূপ পুনশ্চ প্রশ্ন করিব যে, তোমার তাদৃশ-চরণ-যুগল কি ব্যথিত হইতেছে না ? "ত্বচ্চরণং ন ব্যথতে কিংস্বিৎ ? অপিতু ব্যথত এব।"

পক্ষান্তরে উক্তরূপে তোমার চরণ-যুগল ব্যথিত হইলে হইবে কি ? তুমি নিজেই অধুনা আমাদের প্রতি যেমন নির্দ্দয় হইয়াছ, সেইরূপ স্বীয় অঙ্গ-সমুদায়ের প্রতিও তুমি নিশ্চিতই নির্দ্দয় হইয়াছ। "কিম্বা এতা মদ্দুঃখেনাতিদুঃখিন্যো ভবন্তি, তস্মাদেতা দুঃখয়িতুং প্রবৃত্তেন ময়া স্বদুঃখমপি কর্ত্তব্যং, সোঢ়ব্যঞ্চ, ইত্যাশয়েন তাং ব্যথামপি ত্বং সহসে ? কিম্বা অস্মদ্দুঃখদর্শন এব তব মহাসুখং, অতস্তাং ব্যথামপি ত্বং মহাসুখমেব মন্যসে ? কিম্বা সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তীতি ন্যায়েন যৎপূর্ব্বং তে হৃদয়ং কুসুম-সুকুমারমাসীৎ, তদেবাস্মৎ-কঠোর-কুচ-কুল-সঙ্গেন সম্প্রতি কঠোরমভূদ্ যথা, তথৈব ত্বচ্চরণমপি অস্মৎ-কর্ক্কশ-স্তন-সঙ্গেনৈব কঠোরমভূৎ ?" অহো বুঝিয়াছি, সম্প্রতি তোমার হৃদয় যেমন কঠিন হইয়াছে, চরণযুগলও সেইরূপ অতিকঠিন-ভাব-ধারণ করিয়াছে। অন্যথা কূর্পাদি-দ্বারা তোমার চরণ-যুগল ব্যথিত হইতেছে না কেন ?

অথবা এরূপও হইতে পারে যে, তোমার চরণ-স্পর্শ-মাহাত্ম্য-প্রযুক্ত কঠোরতর-কূর্প, বা সূক্ষ্ম-পাষাণ-খণ্ডাদিও কোমল-ভাব-প্রাপ্ত হইতেছে, কিম্বা এরূপও হইতে পারে যে, সর্ব্বভূত-ধাত্রী-ধরিত্রী-দেবীই অতি-কারুণ্য-বশতঃ, বা ত্বন্মাধুর্য্যাস্বাদ-লোভ-প্রযুক্ত ত্বদীয়-চরণ-বিন্যাস-স্থলে নিজ-জিহ্বা-নাম্নী-রসনাকে উত্থাপিতা উপস্থাপিতা করিতেছেন, কিম্বা এরূপও হইতে পারে যে, তুমি আমাদের সকলের অপেক্ষা অধিকতর-দয়াবান্, বা প্রেম-সিন্ধু-স্বরূপ হইয়াও, দৈব-বশে অস্মদ্বিরহ-সন্তপ্ত-হৃদয়ে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে, উন্মাদ-দশা-প্রাপ্তি-নিবন্ধন স্ব-চরণ-ব্যথার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছ না এবং চরণ-ব্যথার কারণানুসন্ধানেও প্রবৃত্ত হইতেছ না। হে রমণ! এইরূপে নানা-কারণ-পরামর্শ করিতে করিতে, আমাদিগের বুদ্ধি-বৃত্তিও নিরন্তর-ভ্রমণ করিতেছে এবং কোন স্থানেই কোনরূপ নিশ্চয়-লাভে সমর্থা হইতেছে না।

হে প্রিয়-দর্শন! তুমি অবশ্য একথা বলিতে পার যে, তোমা-দের এই সকল-বাগাড়ম্বর কেবল কিছুকালের জন্য কিয়ৎ-পরিমাণে স্ব-স্ব-দুঃখাভিব্যঞ্জনার্থই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; পরন্তু আমি তোমাদের উক্তরূপ দুঃখকে দুঃখ বলিয়াই মনে করি না। কারণ, তোমরা অনেক-সময়েই নিজেদের প্রাণান্তকর-দুঃখের কথা অনেক-প্রকারে মুখে বলিতেছ বটে; কিন্তু কার্য্যকালে দেখিতেছি, তোমরা যথাসুখে নিজ-নিজ-প্রাণ-সকলকে ধারণ করিতেছ। সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে, হে নাথ! তুমি যদি বল, "অহন্তু তদ্-দুঃখং দুঃখং ন মন্যে, যেন প্রাণাস্তিষ্ঠন্তীতি", তবে আমরা বলিব যে, হে জীবনাধিক! "ভবতি ত্বয্যেব আয়ূংষি, ভবানেব বা আয়ূংষি যাসাং, তাসাং নঃ প্রাণাঃ কলাণবতি ত্বয়ি স্থিতে, ত্বেতাবদ্ভিরপি কষ্টৈর্ন নশ্যন্তি, কিন্তু তিষ্ঠন্ত্যেব।" অর্থাৎ তোমারই কল্যাণময়-স্বরূপে আমাদের প্রাণ, বা আয়ুঃ-সকল যখন সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, কিংবা তুমি যখন আমাদের আয়ুনিচয়রূপে অবস্থিতি করিতেছ, তখন তোমার সুখাবস্থিতি-কালে এতাবৎ, অথবা এতদপেক্ষা অতিগুরুতর-ভার-যুক্ত-মেরু-মন্দর-কল্প দুঃখ-কষ্ট আসিয়া উপস্থিত হইলেও ত দেখিতেছি, আমা-দের প্রাণ-নিচয়ের, বা আয়ুঃ-সকলের নাশের কোনরূপ সম্ভাবনা নাই।

অত্রাপি ভাবরূপ-তাৎপর্য্য এই যে, "ভবানিব অস্মান্ দুঃখয়িতুং প্রবৃত্তো বিধিরেতদ্ বিচারয়তি স্ম, যদ্যাসামায়ূংষি সম্প্রত্যাস্বেব স্থাপয়িষ্যামি, তদা মদ্দত্তৈরতিসন্তাপৈর্দ্দগ্ধায়ুষ ইমাঃ সদ্যো মরিষ্যন্তি, ততশ্চাহং পুনঃ কাভ্যো দুঃখং দাস্যামি ? তস্মাদাসামায়ূংষি মৎ-সধর্ম্মিণি বান্ধববরে সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরে শ্রীশঙ্করদেবে নিধায়, যথেষ্টমিমা অম্রিয়মাণা অপারমেব দুঃখং ভোজয়ামি ইতি, অতএব বয়মিদানীমপি ন ম্রিয়ামহে। যদ্বা এবং ধীরেব তদনিশ্চয়াদ্ ভ্রমতি, প্রাণাস্ত্বস্মাকং নিশ্চয়েন দেহান্নির্গচ্ছন্ত্যেবেতি ত্বং সম্প্রতি পশ্য। কিঞ্চ, হে নাথ! যদি তুমি বল যে, তোমাদের আয়ুঃকালের অবস্থিতি-সত্ত্বে প্রাণ-নিচয়ের দেহ হইতে নির্গমন, বা বিনাশ সম্ভবপর হইতে পারে কিরূপে ? তবে আমরা বলিব, "ভবদায়ুষাং ত্বৎসমর্পিতায়ুষাং" অর্থাৎ আমরা সকলেই সম্প্রতি তোমাকে নিজ-নিজ আয়ুঃ-সকল দান করিয়াছি, তুমি অস্মদ্দত্ত আয়ুর্নিচয়-দ্বারা সুচিরকালযাবৎ এই যমুনোত্তরী-তীর-প্রদেশে, বা কৈলাস-হিমালয়ালয়-ব্রজে সুখে ক্রীড়া কর। এই কথা বলিয়া, গোপী অর্থাৎ গোপ-কুমারী, ভূভৃন্নাথ-হিমালয়ের কন্যা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ দীনভাবে রোদন করিতে লাগিলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে একপঞ্চাশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়

অপিচ, "কৃষির্ভূ-বাচকঃ শব্দঃ, ণশ্চ নির্ব্বৃতি-বাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম, কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে।" এইরূপ প্রমাণ-বচনাবগতা সর্ব্বথা অব্যভিচারিণী-সচ্ছব্দবাচ্যা-ত্রৈকালিকী-সত্তা ও নির্ব্বৃতি-লক্ষণ-সুখ, বা কালত্রিতয়ে অব্যভিচারী মোক্ষানন্দ, এতদুভয়ের ঐক্যরূপ-সচ্চিদানন্দ-ময়-পরমব্রহ্ম-শব্দাভিধেয়ভূত-সর্ব্বপাপাকর্ষণ-শ্রীশঙ্করদেবের দর্শন-মাত্রে লালসা, মহাভিলাষ, বা উৎকট ঔৎসুক্যবতী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ উক্তরূপে চিত্রধা অনেকধা, অর্থাৎ আশ্চর্য্য-জনক-তান-তালাদি-প্রকারে প্রকৃষ্ট-প্রেমোদ্রেক-বশতঃ উচ্চৈঃ গান, তথা বিরহ-ব্যাকুলতা, বা অতি-বৈবশ্যোদ্রেক-প্রযুক্ত কিঞ্চিদনর্থক-প্রলাপ-বচন-সকল-কথন-পূর্ব্বক সুস্বরে করুণ-দীর্ঘস্বরে যখন রোদন করিতে লাগিলেন, তৎকালে বিকার-সঞ্জেঘতি-স্বার্থেষ্ণি-প্রত্যয়নিষ্পন্ন "শূর এব শৌরিঃ" সর্ব্ব-কার্য্যে সমর্থ, কুশল, বা শৌর্য্য-পরায়ণ-শ্রীশঙ্করদেব করুণাময়-সাগরতা-প্রযুক্ত হৃদয়ে সন্তপ্ত হইয়াও, কুটিলান্তঃকরণ-ক্ষত্রিয়-জাত্যুচিত-তৎকালাহৃত-সাময়িক-শৌর্য্য-পরায়ণতা-নিবন্ধন স্ময়মান-মুখ-কমলে, প্রফুল্লীকৃত-মুখাম্বুজে সহসা তাঁহা-দের সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন।

অত্রস্থলে শ্রীগোপীজনগণের অর্থাৎ গোপ-পৃথিবী-পালক-রক্ষক-ধারক-ধরাধর-প্রবর-হিমালয়-কুমারী-পার্ব্বতীদেবীগণের পক্ষাবলম্বনে শ্রীশঙ্করদেবের প্রতি শ্রীশুকদেবাভিপ্রেতা "শৌরিরিতি" অসূয়োক্তি-সমাশ্রয়ণে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, শ্রীশঙ্করদেব যদি "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ" না হইয়া, সরলান্তঃকরণ-গোপ-জাতি-মধ্যে জাত হইতেন এবং কুটিলান্তঃকরণ-ক্ষত্রিয়-জাত্যুদ্ভব-বীরবর-রাজ-বর্গের ন্যায় কোন কোন সময়েও শৌর্য্য-সমাশ্রয়ণ না করিতেন, তবে তিনি কদাপি প্রেমবতী এই সকল-পার্ব্বতীদেবীর মানসে এতাবদ্দুঃখ-দান

করিয়া, স্বীয়-শৌর্য্য প্রকটীকৃত করিতেন না, তথা স্বয়ং হৃদম্বুজে সন্তপ্ত, বা দুঃখ-ভারাক্রান্ত হইয়াও, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণের এতাদৃশ-দুঃখ-ভোগাবসরে স্ময়মান-মুখাম্বুজে ঈষৎ হাস্য-প্রফুল্ল-মুখ-কমলে তাঁহা-দিগের নিকটে আবির্ভূত হইতেন না।

বাস্তবিকপক্ষে অত্র-প্রসঙ্গে উক্তাভিযোগের পরিহার-কল্পে এইরূপ বক্তব্যও অবতীর্ণ হইতে পারে যে, "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণঃ," জন্ম-বিনাশ-বিহীন-শ্রীশঙ্করদেব সরলান্তঃকরণ-নির্ব্বোধ-গোপ-জাতি-মধ্যে জাত না হইয়া, নিজ-দেবদেবত্ব-সুলভ-দয়া-পরবশতা-প্রযুক্ত হৃদম্বুজে সন্তপ্ত, অথচ সর্ব্ব-জগৎ-প্রশাস্তৃত্ব-নিবন্ধন অপরাধি-জনগণের প্রতি যথোচিত-দণ্ড-দানার্থ সময়ে সময়ে সুবোধ-সুশান্ত-সুদান্ত-ক্ষত্রিয়-জাত্যুৎ-পন্ন-রাজন্য-চরিতানুকরণে উপযুক্তরূপ-দণ্ড-দানান্তে শৌর্য্য-সাফল্যানুভব-জাত-প্রসন্নতা-বশে নিসর্গতঃ স্ময়মান-মুখাম্বুজে, প্রফুল্ল-মুখ-কমলে পার্ব্বতী-দেবীদিগের সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া, কোনরূপ অন্যায়-সঙ্গত-কার্য্য করেন নাই।

অপিচ, শ্রীশঙ্কর-সুখৈক-প্রয়োজনক-কায়িক-বাচিক-মানস-ব্যাপার-বতী-পার্ব্বতীদেবীদিগের স্বামি-সন্তোষ সাধন-মাত্র-বিষয়ক হৃদয়ভাব অব-গত হইয়াও, শ্রীশঙ্করদেব যদি নিজাপরাধ-স্মরণ-পূর্ব্বক অন্তর্হৃদয়ে শঙ্কিত-সন্তপ্তাবস্থায় বাহ্য-মুখ-মণ্ডলেও শঙ্কিতাকার-ধারণ করিয়া, শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীদিগের সন্নিধানে উপস্থিত হইতেন, তবে কি শ্রীশঙ্করদেবের বাহ্যতঃ শঙ্কিতাকার ও অমল-মুখ-কমলে বিষাদ-কালিমা অবলোকন করিয়া, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের কমল-কুসুম-কোমল-হৃদয় তৎক্ষণাৎ শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইত না? অতএব বুদ্ধিমান্‌জনগণের বরিষ্ঠ-প্রেমিক-চূড়ামণি-রসিক-শেখরেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেব উক্তরূপ আলোচনান্তে স্ব-স্বসুখ-তাৎপর্য্যাভাববতী-পার্ব্বতীদেবীদিগের আনন্দ ও সন্তোষ-বিধানার্থ, তথা নিজাপরাধের প্রমার্জ্জনের জন্য অন্তর্হৃদয়ে সন্তপ্ত, বা শঙ্কিত এবং বহির্দৃশ্যে সুপ্রসন্ন-শ্রীবদনারবিন্দে প্রফুল্লভাব-ধারণ-পূর্ব্বক প্রিয়তমাদিগের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া যে বিচক্ষণ-প্রবরোচিত-কার্য্য করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহের লেশমাত্রও নাই।

সে যাহা হউক, "স্ময়মানং তাসামানন্দনার্থমেব প্রফুল্লীকৃতং মুখাম্বুজমেব, হৃদম্বুজন্তু সন্তপ্তমেব যস্য, সঃ" স্ময়মান-মুখাম্বুজ-শ্রীশঙ্করদেব রাসমহোৎসবাবসরে নব-নাগর-নটবর-জনোচিত-বেশ-রচনাকালে প্রিয়তমা-জন-কর্ত্তৃক পরিধাপিত-কৌষেয়-পীতাম্বর-যুগলের মধ্যে উত্তরীয়ভূত-পীত-বসনটীকে স্কন্ধদ্বয়-সাহায্যে পুরোভাগে লম্বিত করিয়া, কর-কমল-যুগল-দ্বারা-ধারণ-পূর্ব্বক নিজকৃত অপরাধের ক্ষমা-প্রার্থনাভিলাষে যাবৎ রোদন-পরায়ণা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের মধ্যস্থলে আবির্ভূত হইলেন, তাবৎ পীতাম্বর-ধর, স্রগ্বী, প্রেয়সী-জন-কর্ত্তৃক রাসলীলাবসরে পরিধাপিত-বনমালা-দ্বারা বিশাল-বক্ষঃস্থলে সুশোভিত, তথা সাক্ষাৎ-মন্মথ-মন্মথ, অর্থাৎ সর্ব্ব-জগন্মোহন সাক্ষাৎ-মন্মথনামা কন্দর্পদেবেরও মনো-মথনকারী, প্রিয়তম-শ্রীশঙ্করদেবকে সমাগত বিলোকন করিয়া, শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীগণ বিপুল-হর্ষভরে যুগপৎ সমুত্থিত হইলেন।

অত্রাবসরে "তাসামাবিরভূৎ শৌরিঃ, স্ময়মান-মুখাম্বুজঃ। পীতাম্বর-ধরঃ স্রগ্বী, সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথঃ।" এই শ্লোকটীর প্রকারান্তরে অপরবিধ-তাৎপর্য্য উদঘাটন-কল্পে লোভ-সম্বরণ করিতে সমর্থ না হওয়ায়, আমাকে বলিতে হইতেছে যে, শৌরি-শ্রীশঙ্করদেব গোপ-প্রবর-ধরাধর-কুল-ধুরন্ধর-মহারাজ-হিমালয়ের কুলকুমারী; সুতরাং গোপী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের সমীপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন সত্য; কিন্তু "ননু কান্তা হৃদ্রুজঃ ? কিঞ্চ তন্নিসূদনমিত্যপেক্ষায়াং যত্তে সুজাত-চরণাম্বুরুহং স্তনেষু, ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয়! দধীমহি কর্কশেষু। তেনাটবীমটসি, তদ্ ব্যথতে ন কিং স্বিৎ, কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ।" এইকথা বলিয়া, তদ্বিবরণ-কল্পে পুনশ্চ শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ রোদনের স্বরে এই কথা বলিলেন যে, হে প্রিয়! সম্প্রতি "কর্কশ-প্রায়ত্বেন" পরিদৃশ্যমান-পুলিনো-পরিতন-যমুনোত্তরী-তটে পরিভ্রমণ-প্রযুক্ত কূর্পাদি-দ্বারা অবশ্যই তোমার সুজাত-চরণাম্বুরুহ-যুগল ক্ষত-বিক্ষত ও ব্যথিত হইতেছে ?

কিঞ্চ, হে নাথ! যদ্যপি ইদানীং শ্রীবনদেব্যাদি-কৃত-প্রযত্ন-বশতঃ, অথবা শ্রীযমুনোত্তরী-বন-প্রদেশের নবনীত-কোমল-স্বভাবতা-নিবন্ধন তত্র তত্র স্থলে সূক্ষ্ম-পাষাণাদিরূপ-কূর্পাদির কণ্টকাকারে অবস্থিতি-শঙ্কা নাই

সত্য ; তথাপি "অনিষ্টাশঙ্কীনি বন্ধুহৃদয়ানি ভবন্তীত্যাদি-ন্যায়েন" আমাদের হৃদয়ে তাদৃশী-শঙ্কা প্রতিক্ষণেই উপজাতা হইতেছে এবং তজ্জন্য আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তি-সকলও নিতান্ত-ভ্রান্ত, তথা মুগ্ধ হইতেছে। হে প্রিয়তম ! অত্র বিষয়ে "ভবদায়ুষাং নঃ" এইরূপ হেতু-বচন যে কেবল আমরা অধুনা উপসংহারাবসরেই কথন করিতেছি, তাহা নহে ; পরন্তু "ইত্থমেবোপক্রান্তং ত্বয়ি ধৃতাসব ইতি, মধ্যে চাভ্যস্তং চলসি যদ্ ব্রজাদিতি।" অতএব হে প্রেষ্ঠ ! সম্প্রতি পুলিনোপরিতন-যমুনোত্তরী-তট-প্রদেশে বিচরণ-ফলে তাদৃশ-কূর্পাদি-দ্বারা বিদ্ধ হওয়ায়, অবশ্যই তোমার সুজাত-চরণাম্বুরুহ-যুগলতলে যে ব্যথা লাগিতেছে, সেই ব্যথা আমাদের হৃদয়-দেশে জীবনাধিকরণেই উৎপন্না হইতেছে ; সুতরাং অধুনা আমরা কোনরূপেই যে নিজ-নিজ-প্রাণ-সকলকে "কথঞ্চিদপি" ধারণ করিতে সমর্থা হইতেছি না, তাহা তুমি অবশ্যই স্বীয়-স্বাভাবিকী-সর্ব্বজ্ঞতা-সাহায্যে অবগত হইয়াছ।

অপিচ, হে নাথ! সেইজন্যই বলিতেছিলাম যে, উক্তপ্রকারে তাদৃশ-শঙ্কামাত্রই আমাদের হৃদয়ে রোগরূপে অবস্থিতি করিতেছে এবং উক্তরূপ-রোগের নিসূদন-কল্পে আমরা যদি নিজে নিজেই তোমার পরম-প্রিয়তম অঙ্গ অস্মদীয়-কুচ-নিচয়োপরি আমাদের পরম-প্রিয়তম অঙ্গ-ত্বদীয়-সুজাত-চরণ-কমল-যুগল-ধারণ-পূর্ব্বক অতিযত্নের সহিত পালন-লক্ষণ-লালন করিতে করিতে, আত্মার্থে সুখ-রসাস্বাদন-নিরসন-পুরঃসর একমাত্র তোমার সুখ-সম্পাদনে তাৎপর্য্যবতী হইতে পারি, তবেই আমাদের এতাদৃশ-হৃদ্‌রোগ দূরীভূত হইতে পারে। অতএব হে জীবনাধিক ! তুমি আর অকারণ-কাল-বিলম্ব না করিয়া, দ্রুততর-গতি অবলম্বনে শীঘ্র আমাদিগের সমীপে শুভাগমন কর, এই সকল-বচন-কথন করিয়া, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ যখন অতীব-কাতর-হৃদয়ে সুস্বরে বিবিধ-তান-তালাদি-যুক্ত-করুণ-দীর্ঘ-স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, তৎকালেই অন্তর্হিতাবস্থায় অন্তরীক্ষতলে অবস্থিত-শ্রীশঙ্করদেব উক্তরূপে শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীগণের হৃদয়গত-সর্ব্ববিধ-ভাবেরই প্রেমৈকময়তা সুস্থিতা হইয়াছে জানিয়া, স্বয়ংও প্রিয়তমাগণের প্রতি প্রেমৈকময়-ভাব-ধারণ করিলেন।

অধিকন্তু ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব তৎকালে এরূপও আলোচনা করিতে লাগিলেন যে, হন্ত! এই সকল-পার্ব্বতীদেবী যখন একমাত্র আমার প্রতি এরূপে প্রেমৈকময়ী হইয়াছেন, তখন আমার পক্ষেও এই সকল-পার্ব্বতীদেবীকে পরম-সুখময় আত্ম-দানই যে সর্ব্বথা সমঞ্জস, বা সমীচীন হইতেছে, তদ্বিষয়েই বা সন্দেহ কি আছে? অতএব যোগ্যত্ব-প্রযুক্ত সম্প্রতি এই সকল-পার্ব্বতীদেবীকে পরম-সুখময় আত্ম-দান করাই উচিত হইতেছে, এইরূপ আলোচনা করিয়া, শ্রীশঙ্করদেব তাদৃশ-প্রেম-বিলাস-ময়ী-তত্তদিচ্ছার বশবর্ত্তী হইলেন সত্য; কিন্তু তাদৃশাবসরেও তাঁহা-দিগকে নিজ-দর্শন-দান না করিয়া, শ্রীশঙ্করদেব পুনশ্চ এইরূপ বিতর্ক করিতে লাগিলেন যে, পার্ব্বতীদেবীগণ ত দেখিতেছি, এখনও উচ্চৈঃ-স্বরে রোদন করিতেছেন, তথা মদ্দুঃখ-সম্ভাবনা-বশে দৈন্য-বিশেষের সহিত রোদন করিতে করিতে, অধুনাই ইঁহাদিগের প্রাণ গতপ্রায় বলিয়াই, মনে হইতেছে, এরূপ অবস্থায় এই পার্ব্বতীদেবীগণ যদি আরও কিছুক্ষণ রোদন করেন, তবে অবশ্যই রোদন-পরায়ণা-প্রিয়-তমাগণের প্রাণ-সকল অচিরাৎ শরীর-প্রদেশ হইতে বহির্গত হইবে, সন্দেহ নাই।

ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণের সম্বন্ধে যখন উক্তরূপে মনে মনে বিতর্ক করিতেছিলেন, তৎকালে শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক তথা-কথিতরূপে বিতর্ক্যমাণা ঐ সকল-পার্ব্বতীদেবী নিজ-নিজ আত্মার প্রতি কোনরূপ অপেক্ষা না করিয়া এবং সর্ব্বভাবে একমাত্র শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীচরণে শরণাগতা হইয়া, তদীয়-দর্শন-মাত্রাপেক্ষাবশে অত্যন্ত-দৈন্যের সহিত করুণ-দীর্ঘ-স্বরে অধিকতর রোদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু, শ্রীশঙ্করদেবও তৎকালে প্রিয়তমাগণের তাদৃশ উচ্চতর-রোদন-ধ্বনি-শ্রবণ করিয়া, করুণা-রসার্দ্র-হৃদয়ে নিতান্তই মর্ম্ম-ব্যথা অনুভব করিতে লাগিলেন এবং ক্ষণমাত্রকালের জন্যও আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, অবিলম্বে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। এতাবান্ গ্রন্থভাগ-সাহায্যে ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে যে, পরমারাধ্য-পরম-প্রিয়তম-শ্রীপরমেশ্বরদেবকে প্রাপ্ত হইতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে আত্মাপেক্ষা-

রহিত হইয়া, তদেকাপেক্ষামাত্র-সাহায্যে নিরতিশয়-দৈন্য-বিশেষের সহিত সর্ব্বতোভাবে তদীয়-শ্রীচরণে আত্ম-সমর্পণ-পূর্ব্বক তদ্‌গত-মানসে তাঁহারই আশ্রয়-গ্রহণ করিতে হইবে।

"সুলভঃ সুব্রতঃ শূরো, বাঙ্ময়ৈকনিধির্নিধিঃ।" ইত্যাদি-প্রমাণবচনে পঠিতঃ শূরঃ শ্রীশঙ্কর এব ; সুতরাং শূর এব শৌরিঃ, অতএব ধূর্ত্তো দিগম্বরঃ শৌরিরিতি-প্রমাণবচনমপি সঙ্গতমেব। অথবা শূর সমর্থ অধিকতর-শৌর্য্য-বীর্য্য-পরায়ণ-বরুণ-পবনেন্দ্র-চন্দ্র-ব্রহ্মা-বিষ্ণু-প্রভৃতি-দেব-বংশ, বা দেব-বর্গমধ্যে স্বেচ্ছা, বা সঙ্কল্পমাত্রেই সর্ব্ব-জগৎ-সংহারক-দেব-দেবরূপে আবির্ভূতত্ব-প্রযুক্ত শৌরি-নামে প্রসিদ্ধ হইলেও, অত্রস্থলে ত্রৈলোক্য-লক্ষ্মীর এক-পদ-স্বরূপ-দিব্যাতিদিব্য-স্বর্গীয়-শরীর-ধারী শ্রীশঙ্কর-দেব যে সর্ব্বতোভাবে অপূর্ব্বতরাবির্ভাব-বশতঃ "তাসামেব রুদতীনাং গোপীনাং পূর্ব্বোক্তরীত্যা পার্ব্বতীনাং মধ্যে, সমক্ষং বা আবিরভূৎ", তাহা অবশ্য কাহারও অস্বীকার্য্য হইতে পারেনা। অপিচ, "তাসামেবাবিরভূৎ", এই অপূর্ব্বতর আবির্ভাবের সমর্থনকল্পে "তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্", "গোপ্যঃ পার্ব্বত্যঃ কিং তপঃ অচরন্? যদমুষ্য-ভগবতঃ শৌরেঃ শ্রীশঙ্করদেবস্য সর্ব্বদেববরিষ্ঠস্য লাবণ্য-সারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধং, বাসব-কেশব-মুখ্য-দেব-দানব-মানবাদি-সর্ব্ব-জন-দুরাপং, অভিনবং রূপং অনুসবং দৃগ্‌ভিঃ পিবন্তি", ইত্যাদি-শ্রীপার্ব্বতীদেবী-সম্বন্ধিনী-বিশেষোক্তিই উৎকৃষ্ট-তর-প্রমাণ-স্বরূপে উপন্যস্তা হইতে পারে। অতএব ভবভয়-ভীত-মুনি-মহর্ষিগণ, অথবা অন্যান্য-ভক্ত-জন-সিদ্ধান্তানুসারে স্থির-চর-সুরাসুর-নর-কিন্নরাভিবাঞ্ছিত-শ্রীশঙ্করদেবে সর্ব্বাধিক-প্রেমবতী ঐ সকল-পার্ব্বতী-দেবীর মধ্যে শ্রীশঙ্করদেবের তাদৃশ-মুনি-মানস-মোহনরূপে অতর্কিতা-বির্ভাব কদাচ অযুক্তরূপে প্রতিভাত হইতে পারে না।

সেইজন্যই বলিতেছিলাম যে, শ্রীশঙ্করদেব সাক্ষাৎ-মন্মথ-মন্মথরূপে অর্থাৎ মন্মথদেবের শক্তি, বা অংশাবেশ-বিশিষ্ট, অতএব অসাক্ষাৎরূপ-প্রাকৃত-মন্মথের কথা-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সাক্ষাৎ-মন্মথ-সর্ব্ব-জগন্মোহন স্বয়ং কামদেবেরও মন্মথত্ব-প্রকাশকরূপে পার্ব্বতী-মণ্ডল-মধ্যে আবির্ভূত হইয়া, তৎকালোচিত উপযুক্ত-কার্য্যই করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

কিন্তু, যে সকল-রূপ, বা গুণ-বিশেষের অল্পতর অংশ-মাত্র-সাহায্যে সাক্ষান্মন্মথ-দেব সমগ্র-জগন্মণ্ডলে মন্মথত্বের প্রকাশক হইয়াছেন, সেই সমস্ত-সর্ব্বোৎকৃষ্টতম-রূপ, বা গুণ-বিশেষের সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ-সাধন-পূর্ব্বক আমাদের শ্রীশঙ্করদেব শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মনঃ, প্রাণের প্রাণ, বা চক্ষুর চক্ষুঃ ইত্যাদিবৎ মন্মথেরও মন্মথত্ব-প্রকাশক-রূপে সম্প্রতি পার্ব্বতী-মণ্ডল-মধ্যে আবির্ভূত হইয়া, মহামন্মথস্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন।

"অতএবাস্য মহামন্মথত্বেনৈব একাক্ষরাদিমন্ত্রা, ধ্যানানি চ সন্তি। কিন্তু তস্মিন্ ধ্যানে অন্যাকারত্বং মন্মথত্ব-ব্যঞ্জনার্থমেব জ্ঞেয়ম্, মন্মথ-পদস্য যৌগিক-বৃত্ত্যা তস্যাপি ক্ষোভকাদিরূপঃ সন্নিতি ধ্বনিতম্। এবং সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথভূত-তাদৃশরূপস্য আদিরসে পরমাবলম্বনতা", তথা "সা কস্মৈচিৎ পরম-প্রেমরূপা", "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে," ইত্যাদি-সূত্র-নিরূপিত-মহাপ্রেমময়-ভক্তিভাব-ভিন্ন-ভক্ত্যন্তরাগম্যতা চ দর্শিতা। কিম্বা সাক্ষান্মন্মথো যঃ সমষ্টিঃ কামস্তস্যাপি মনো মথ্নাতীতি সঃ, জগন্মোহনমপি কন্দর্পং মোহয়িতুমায়াস্তং স্ত্রীভাবং প্রাপয্য, তথা মোহয়ামাস, যথা সোঽপি শ্রীশঙ্কর-সৌন্দর্য্যং দৃষ্ট্বা কন্দর্প-শর-পীড়িতো মুমোহ ইত্যর্থঃ। তেন শ্রীশঙ্করঃ, তৎ-প্রেয়স্যশ্চ স্বরূপভূত-কন্দর্পস্যৈব শর-পীড়িতা রমন্তে, নতু প্রাকৃতস্য জগন্মোহন-কন্দর্পস্য, তস্য তত্র অনধিকারা-দেব ইতি জ্ঞেয়ম্, তথা তদানীং সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথত্বেন মহামোহন-স্বীয়-মাধুর্য্যাবিষ্করণং তাসাং তাদৃশস্যাপি বিরহ-দুঃখস্য বিস্মারণার্থমিতি চ জ্ঞেয়মেব।

তদেবং স্বরূপাবির্ভাবস্য অপূর্ব্বতামুক্ত্বা, বিলাস-বেশয়োরপি তামাহ-স্ময়েত্যাদি-বিশেষণ-ত্রয়েণ। তত্র স্ময়মানেতি-বর্ত্তমান-প্রয়োগেণ তাৎকালিকত্ব-বিবক্ষয়া সহজ-স্মিতাদ্ বৈলক্ষণ্য-প্রতীতেঃ, তথা পীতাম্বর-ইত্যনেনৈব বিবক্ষিতে সিদ্ধে, ধারণ-প্রয়োগোঽতিরিক্ত এবেতি, তেন তদানীমন্য-বিশিষ্ট-ধারণ-বোধনাৎ, তচ্চ অন্য-বিশিষ্ট-ধারণং পূর্ব্বব্যাখ্যানে উক্তমেব। তথা স্রগ্বীত্যত্রাপি প্রশংসায়াং মত্বার্থীয়-বিধানাৎ। অথবা স্রগ্বীতি প্রেয়স্যৈব পরিধাপিতাং স্রজং তাং দর্শয়িতুমিতি ভাবঃ। কিঞ্চ,

স্মিতেন আত্মনঃ সুপ্রসন্নত্বং, ত্যাগস্য চ পরিহাসময়ত্বং, পীতাম্বর-ধারণেন মূর্দ্ধ-পর্য্যন্তাবৃততয়া স্বস্য তাসাং পরিত্যাগতঃ সঙ্কুচিত-চিত্তত্বং ; স্রগ্বিন্বেন কেবলতৎ-সঙ্গিতয়া তা বিনা স্বস্য সঙ্গান্তরারোচকত্বঞ্চ জ্ঞাপিতম্, অথচ শ্রোতৃ-হৃদয়ে তৎ-প্রবেশায় তাৎকালিক-শোভা-বর্ণনমিদমিতি।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়

শ্রীগোপী-মণ্ডল-মধ্যে সর্ব্ব-পার্ব্বতীজন-সমাজে শ্রীশঙ্করদেবের শুভ আবির্ভাব কথিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু সঙ্কুচিত-চিত্ততা-প্রযুক্তই বা হউক, লজ্জা-বশতঃই বা হউক, তথা পরিহাস-প্রিয়তা-প্রযুক্তই বা হউক, শ্রীশঙ্করদেব একেবারেই পার্ব্বতী-জন-সমাজে আবির্ভূত হইতে সাহসী হন নাই। পক্ষান্তরে শ্রীশঙ্করদেব প্রথমতঃ সমুৎকণ্ঠা-বশতঃ "সদ্যএব" দূরতর-দেশে প্রাদুর্ভূত হইয়া, পশ্চাৎ গমনক্রমে যখন শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীদিগের অন্তিকে সমাগত হইলেন, তৎকালেই শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ "নিজান্তিকং প্রাপ্তং সন্তং" শ্রীশঙ্করদেবকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইলেন। তথাচ এইরূপ অভিপ্রায়েরই অনুসরণ-ক্রমে শ্রীবিষ্ণুপুরাণও বলিতেছেন যে, "ততো দদৃশুরায়ান্তং, বিকাশি-মুখপঙ্কজম্ ইতি।" সে যাহা হউক, প্রীত্যুৎফুল্ল-বিলোচনা ঐসকল-পার্ব্বতীদেবী সেই প্রেষ্ঠ-প্রিয়তম শ্রীশঙ্করদেবকে আগত বিলোকন করিয়া, অর্থাৎ রোদন-বৈবশ্য-প্রযুক্ত ঈষদ্দর্শন-কালেও অনিশ্চয়-নিবন্ধন বিশেষরূপে লোকন, বা দর্শন করিয়া, কিম্বা দৃষ্ট হইলেও, পরমার্ত্তিবশতঃ পূর্ণরূপ-বিশ্বাসের অভাব হওয়ায়, সম্যক্‌রূপে নিরীক্ষণ করিয়া, অবলা অর্থাৎ বিরহ-ক্ষামতা-কৃশতা-শুষ্কতা, বা দুর্ব্বলতার জন্য সহসা উত্থানে অসমর্থা হইলেও, নিজ-নিজ-জীবনে, বা মরণে শ্রীশঙ্করদেবেরই এক-হেতুতা-স্মরণ-পূর্ব্বক তদেক-প্রেষ্ঠত্বের অনুরোধে যুগপৎ সমুত্থিতা হইলেন।

অত্রার্থে নিদর্শন-প্রদর্শন করিতে হইলে, বলা যাইতে পারে যে, প্রাণসম-প্রিয়তম, অথবা তদধিক-প্রেষ্ঠ, অথচ পূজ্যতম কোন হৃদয়-বান্ধবকে সহসা সমাগত হইতে দেখিয়া, দেহ-স্বামীর সমুত্থানের পূর্ব্বেই তদীয়-তনু-সকল, অর্থাৎ কর-চরণাদি-দেহাবয়ব-নিবহ যেমন সমুত্থিত হইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণও "প্রাণমিব" আগত

শ্রীশঙ্করদেবকে অবলোকন করিয়া, হর্ষভরে এককালেই সমুত্থিত হইয়াছিলেন। "অত্র আগতমিতি পুনরুক্তিঃ তাসাং মূর্চ্ছিতানাং উত্থানং তদাগমনৈক-হেতুকমিতি স্পষ্টীকর্ত্তুম্। বিলাসাখ্যোঽনুভাবোঽয়ং, যথোক্তং,—গতি-স্থানাসনাদীনাং, মুখ-নেত্রাদি-কর্ম্মণাম্। তাৎকালিকস্তু বৈশিষ্ট্যং, বিলাসঃ প্রিয়-সঙ্গত ইতি।"

কিঞ্চ, পূর্ব্বোদ্দিষ্ট-নব-লক্ষ-পার্ব্বতীদেবীর মধ্য হইতে শ্রীশঙ্করদেবের অন্তর্দ্ধানের ফলে তাঁহাদিগের মানসে যে বিরহ-দৈন্যের উপস্থিতি ঘটিয়াছিল, সেই বিরহদৈন্য সকলের পক্ষেই তুল্য হওয়ায়, তুল্যভাবাপন্ন-তাদৃশ-বিরহ-দৈন্যাবলম্বনে তুল্য-বচন-নিচয়-সাহায্যে পূর্ব্বতন-গ্রন্থে সকলেরই তুল্যতা-প্রাপ্তি প্রদর্শিতা হইলেও, অধুনা নিজ-নিজ আলম্বনত্বরূপে প্রাপ্ত-স্ব-স্ব- ভাবানুসরণ-কারিণী -মুখ্যা-মুখ্যতরা-মুখ্যতমা- পার্ব্বতীদেবীদিগের প্রেম-চেষ্টিত-ভেদে ভাব-ভেদ-কথনাবসরে বলিতে হইতেছে যে, সাক্ষাৎ-মন্মথ-মন্মথ-শ্রীশঙ্করদেবকে সমাগত হইতে দেখিয়া, সকল-পার্ব্বতীদেবীই যুগপৎ সমুত্থিতা হইলেন সত্য; কিন্তু ঐসকল-পার্ব্বতীদেবীর মধ্যে কাচিৎ পার্ব্বতীদেবী অঞ্জলি, অর্থাৎ সংহত-হস্ত-দ্বয়সাহায্যে হর্ষভরে শৌরি-শ্রীশঙ্করদেবের দক্ষিণ-কর-কমল-ধারণ, বা গ্রহণ করিলেন। কিঞ্চ, এই পার্ব্বতীদেবী শ্রীশঙ্করদেবের দর্শন-মাত্রেই মনে করিলেন যে, মদীয়-প্রাণকান্ত এতাবৎকাল বনে বনে ভ্রমণ করিয়া, নিতান্তই শ্রান্ত হইয়াছেন; সুতরাং এসময়ে করাবলম্বন-দান-পূর্ব্বক তদীয়-বন-ভ্রমণ-জনিত-শ্রান্তির অপনয়নকল্পে অন্ততঃ কিঞ্চিৎ পরিমাণেও আমার সাহায্য করা উচিত হইতেছে। বিশেষতঃ এসময়ে এইরূপ ব্যবহার-ভিন্ন অপরবিধ-ব্যবহারের ঔচিত্যও সবিশেষ অবগত হওয়া যাইতেছে না। অতএব আমি উপস্থিত অবসরে সম্মুখে অবস্থিতা হইয়া, নিজ-সংহত-কর-যুগলে প্রাণকান্তের করাম্বুজ-গ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে যথাশক্তি সমাশ্বস্ত করি।

এইরূপ চিন্তা করিয়া, কান্ত-পরাধীনা-দক্ষিণা, প্রাথম্য-প্রযুক্ত-সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠা-মুখ্যতমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী বিনয়ময়-মৈত্র্য ও স্পর্শৌৎসুক্য-নিবন্ধন আনন্দ-ভরে নিজ-প্রাণকান্তের দক্ষিণ-কর-কমল-গ্রহণ করিয়া,

আদরময়-সংস্পর্শ-জন্য-তদীয়তাময়-ঘৃত-স্নেহবতীরূপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন দেখিয়া, দ্বিতীয়া অপরা কাচিৎ পার্ব্বতীদেবী প্রথমা-পার্ব্বতী-দেবী-কর্তৃক পরিগৃহীত-করাম্বুজের দক্ষিণত্ব-সমর্থন-কল্পে বাম-ভাগাবস্থানৌ-চিত্য-বিবেচনা-পূর্ব্বক স্ব-কান্তের সম-যোগ্যরূপে বাম-ভাগে অবস্থিতা হইয়া, চন্দন-রূষিত-ভক্তি-চ্ছেদ-লিপ্ত-তদীয়-বাম-বাহু আকর্ষণ-পুরঃসর অংসে নিজ-স্কন্ধ-দ্বয়ে ধারণ করিলেন। আদর-গন্ধ-যুক্ত-স্বকর্তৃকালিঙ্গন-প্রযুক্ত কিঞ্চিদ্-ঘৃত-স্নেহ-মিশ্র-মধুস্নেহবতী, ব্যক্ত-সখ্যা, কিঞ্চিৎ পরাধীন-কান্তা, তথা দক্ষিণা এই পার্ব্বতীদেবী শ্রীশঙ্করদেবের বাম-বাহু নিজ-স্কন্ধ-দ্বয়ে ধারণ-পূর্ব্বক তদীয়-বাম-পার্শ্বে অবস্থিতা হইলে, অপরা কাচিৎ তৃতীয়া-তন্বী-পার্ব্বতীদেবী অঞ্জলি, অর্থাৎ পূর্ব্ববৎ সংহত-কর-যুগল-সাহায্যে শ্রীশঙ্করদেবের তাম্বূল-চর্ব্বিত-গ্রহণ করিলেন।

বন-দেবী-কর্তৃক বন-মালাদির সহিত কুঞ্জে কুঞ্জে, স্থাপিত, অথবা নিজ-যোগ-মায়া-বশে সিদ্ধ-তাম্বূল-চর্ব্বণ-পরায়ণ-শ্রীশঙ্করদেবের অধরামৃত-পানাভিলাষে তৎ-কর্তৃক-চর্ব্বিত-তাম্বুল-গ্রহণ-পূর্ব্বক দাস্যপ্রায়-মৈত্র্যা, কান্তাধীনা, মৃদ্বী, তথা দক্ষিণা এই পার্ব্বতীদেবীকে সম্মুখে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া, সন্তপ্ত-মানসা-ভূতলোপবিষ্টা অপরা একা পার্ব্বতী-দেবী স্ব-কান্ত-শ্রীশঙ্করদেবের অঙ্ঘ্রি-কমল অর্থাৎ দক্ষিণ-পাদ-পঙ্কজ স্বীয়-কর-কমল-যুগল-সাহায্যে গ্রহণ করিয়া, নিজ-স্তন-দ্বয়ের উপরিভাগে স্থাপিত করিলেন। এই সময়ে শৌরি-শ্রীশঙ্করদেবও নিজ-বাম-ভুজ-সাহায্যে বিরহময়-রত্যাখ্য-ভাববশে সন্তপ্তা-কান্তা এই পার্ব্বতীদেবীর স্কন্ধ-দেশ অবলম্বন করিয়া, ভূতলস্থ-বাম-চরণ-মাত্রে সমস্ত শরীর-ভার ন্যস্ত করিতে বাধ্য হইলেন। "ততশ্চ বাম-ভুজেন কান্তায়াঃ স্কন্ধমালম্ব্য, বাম-চরণেন ভুবমবষ্টভ্য, সম্প্রতি তস্থৌ স্থিত এব চায়ং শ্রীশঙ্করদেব ইতি জ্ঞেয়ম্, উপবেশস্য অগ্রতো বক্ষ্যমাণত্বাৎ। অত উপবিষ্টয়ৈব তয়া চরণ-ধারণং অঙ্গীকরণীয়মেব।"

কিঞ্চ, তদীয়তাময়-ঘৃত-স্নেহবতী, অথচ প্রখরা, দাস্যপ্রায়-সখ্যা, কান্তাধীনা, তথা দক্ষিণা এই চতুর্থী-পার্ব্বতীদেবীকে নিজ-স্তন-দ্বয়োপরি শ্রীশঙ্করদেবের দক্ষিণ-চরণ-ধারণ-পূর্ব্বক আনন্দ-ভরালসভাবে অবস্থিতি

করিতে দেখিয়া, "একা ভ্রূকুটিমাধব্য, প্রেম-সংরম্ভ-বিহ্বলা। ঘ্নন্তী-বৈক্ষৎ কটাক্ষৈর্পৈর্নির্দ্দষ্ট-দশন-চ্ছদা। অপরানিমিষদ্দৃগভ্যাং, জুষাণা-তন্মুখাম্বুজম্। আপীতমপি নাতৃপ্যৎ, সন্তস্তচ্চরণং যথা।" একা অপরা-পঞ্চমী-পার্ব্বতীদেবী প্রেম-সংরম্ভ, বা প্রণয়-কোপাবেশ-বশে বিহ্বল-বিবশ-মানসে ভ্রূযুগলকে কুটিলীকৃত করিয়া, অর্থাৎ সজ্য-শরাশনে শর-সংযোজনান্তে আকর্ণান্ত আকর্ষণ-দ্বারা প্রতানিত, বিস্তারিত, বা বক্রী-কৃত করিয়াই যেন, স্বীয়-পাণি-পঙ্কজাঞ্জলি-সাহায্যে সমাবৃত-নিজ-দশন-চ্ছদ, বা ওষ্ঠাধরে কোপানুভাব-লক্ষণ-দংশ-দংশন-পূর্ব্বক নির্দ্দষ্ট-দশন-চ্ছদা হইয়া, কট, বা কটাক্ষরূপ-শর-সকলের ক্ষেপ-নিক্ষেপ-দ্বারা লক্ষ্য-ভূত-শ্রীশঙ্করদেবকে "ঘ্নন্তীব", অর্থাৎ ভোঃ কুহক-শিরোমণে! স্ব-প্রেম-হালাহলং ত্বয়া ময়ি প্রযুজ্য সম্যকৃতয়া সফলীকৃতম্, ইদানীং দেহাৎ নিঃসৃত-প্রায়ান্ প্রাণান্ দগ্ধুং কিং পুনরপি প্রত্যাসীদসি? ত্বং সাধ্বেব পরিচিতোহভূরিতি তস্যাপি ক্ষোভং ব্যঞ্জয়ন্তী, জনয়ন্তীব, পুনঃ পুনস্তং ঐক্ষত, ঈক্ষণমবলোকনং কৃতবতী।

অথবা প্রণয়-কোপাবেশ-বশ-বিবশা-নির্দ্দষ্টাধরৌষ্ঠা একা-পার্ব্বতী-দেবী "কটাঃ কটাক্ষাঃ, তৈর্যে আক্ষেপাঃ পরিভবাঃ, তৈস্তাড়য়ন্তীব ঐক্ষত", ক্ষোভিত-জর্জ্জরিত-পরিভূত করিতে করিতেই যেন, কেবলমাত্র শ্রীশঙ্কর-দেবকে অবলোকন করিতে লাগিলেন এবং শ্রীশঙ্করদেবও ঐসকল-পার্ব্বতীদেবী-কর্ত্তৃক পরিতঃ গৃহীত হইয়া, দাক্ষিণ্য-মাত্রাবলম্বনেই স্থির-ভাবে সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অপিচ, মদীয়তাময়-মধু-স্নেহোত্থ-মান-কৌটিল্যবতী, প্রখরা, সুসখ্যা, অত্যন্ত-স্বাধীন-কান্তা, তথা বামা এই পঞ্চমী-পার্ব্বতীদেবী বাম্য-প্রযুক্ত দূরে অবস্থিতা হইয়াও, প্রেম-সংরম্ভ-বিহ্বল-হৃদয়ে তৎকালে শ্রীশঙ্করদেবের অবধীরিত-শারদারবিন্দ-বদন-বিলোকনে যে পরম-সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন, তৎ-প্রদর্শন-কল্পে শ্রীবিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন যে, "কাচিদ্ ভ্রূ-ভঙ্গুরং কৃত্বা, ললাট-ফলকং হরিম্। বিলোক্য নেত্র-ভৃঙ্গাভ্যাং, পপৌ তন্মুখ-পঙ্কজমিতি। অত্র হরিং শ্রীশঙ্করদেবং ইত্যর্থঃ, প্রতিষ্ঠিতঃ প্রমাণজ্ঞো, হিরণ্য-কবচো হরিরিতি-শ্রীশিব-লিঙ্গ-পুরাণীয়- শ্রীশিব-সহস্র -নামান্তর্গত- বচন-প্রামাণ্যাৎ

অবগন্তব্য এব।" "অপিচ, অত্রশ্লোকে বিব্বোকাখ্যানুভাবো দর্শিতঃ, যথোক্তং, ইষ্টেঽপি গর্ব্ব-মানাভ্যাং, বিব্বোকঃ স্যাদনাদর ইতি। তথা ললিতাখ্যোঽপি অনুভাবো দর্শিতঃ, যথোক্তং, বিন্যাস-ভঙ্গিরঙ্গাণাং, ভ্রূ-বিলাস-মনোহরা। সুকুমারা ভবেদ্ যত্র, ললিতং তদুদীরিতম্ ইতি।"

তথা অপরা-ষষ্ঠী-পার্ব্বতীদেবী শ্রীশঙ্করদেবের সন্দর্শন-জনিত-প্রচুরতরানন্দ-জাড্যবশে অনিমিলিত, বা নিমেষোন্মেষ-রহিত-ভ্রমর-যুগল-কল্প-নিশ্চল-লোচন-যুগল-দ্বারা তদীয়-মুখাম্বুজ-মাধুর্য্য-সৌন্দর্য্য-সুধা সম্যক্‌রূপে সেবন, পান, বা আস্বাদন করিয়াও, তাদৃশ-মুখাম্বুজ-সৌন্দর্য্য-সুধা-সেবন-বিষয়িণী-বলবতী-স্পৃহার আতিশয্য-নিবন্ধন পরিতৃপ্তি লাভে সমর্থা হইলেন না, একথা সত্যবতী বটে; কিন্তু অত্র বিষয়ে এরূপ প্রশ্নও উপস্থিত হইতে পারে যে, "আপীতমপি সম্যগাস্বাদিত-মাধুর্য্য-সৌন্দর্য্য-সুধা-সারমপি সম্যগ্ জুষ্টমপি তন্মুখাম্বুজং পুনঃ পুনর্জুষাণা-জুষমাণা-সেবমানা আস্বাদয়ন্তী" এই পার্ব্বতীদেবী যে তৃষ্ণাধিক্য-নিবন্ধন পরিতৃপ্তি-লাভে সমর্থা হইলেন না। সেই তৃষ্ণাধিক্যের প্রতি কারণ কি?

অতএব "তন্মুখাম্বুজং" পদটীর প্রকারান্তরে ব্যাখ্যান-ব্যাজে এতাদৃশ-প্রশ্নের এইরূপ উত্তর প্রদত্ত হইতে পারে যে, পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্টা-পঞ্চমী-পার্ব্বতীদেবীর অবিরতভাবে প্রক্ষিপ্ত-কটাক্ষ-শর-নিকর-দ্বারা জর্জ্জরিততা-প্রযুক্ত শ্রীশঙ্করদেবের সভয়-চকিত, তথা অনুতপ্ত সেই অতিপ্রসিদ্ধ-মুখকমলটী একদিকে যেমন স্বভাব-বশতঃই অপার-মাধুর্য্য, তত্রাপি সৌন্দর্য্যের একমাত্র আধার-স্বরূপে পরিণত হইয়াছিল, অপরদিকেও সেইরূপ স্ব-যূথেশ্বরী-প্রদত্ত; সুতরাং স্বীয়াভীষ্টতর-কটাক্ষ-শর-প্রহার-দ্বারা তদানীং সঙ্কোচ-বিকাশ-লজ্জা-বিষাদ-দৈন্যাদি-বিবিধ-সঞ্চারি-ভাব- সংমিশ্রণ-নিবন্ধন প্রতিক্ষণে নয়ন-মনোমোহন-বহুবিধ-রূপ-সৌন্দর্য্য-সম্পদে অতীব-বিবর্দ্ধমান হওয়ায়, নব-নব-তৃণ-প্রার্থিনী অরণ্য-চারিণী-গাভীর ন্যায় সমুদ্‌গত-তদ্‌গত-নব-নব-ভাব-মাধুর্য্য-সৌন্দর্য্য-সুধা- সার- রমণীয়- শোভা- রাশি- সন্দর্শনার্থিনী এই পার্ব্বতীদেবীরও অপরিতৃপ্তিকারণীভূত-তৃষ্ণাধিক্যের সম্ভাবনা অসম্ভবনীয়া হইতে পারে না।

অতএব উক্তরূপে অপরিতৃপ্তি-কারণীভূত-তৃষ্ণাধিক্য সুসমর্থিত

হইলে, "অনিমিষন্তীভ্যাং আনন্দ-জাড্য-বশাৎ অনিমীলয়ন্তীভ্যাং দৃগ্‌ভ্যাং ভ্রমরীভ্যামিব তস্য মুখাম্বুজং আপীতং সম্যগাস্বাদিত-মাধুর্য্যমপি পুনঃ পুনর্জুষাণা আস্বাদয়ন্তী নাতৃপ্যৎ", এইরূপ বিবরণ-গ্রন্থ-প্রাপ্তা অপরিতৃপ্তির দৃঢ়ীকার যেমন একদিকে অবশ্যম্ভাবী, অপরদিকেও সেইরূপ লোচন-যুগলের রসনাত্ব, তথা শাঙ্কর-শ্রীমুখের অম্বুজতারূপক-সাহায্যে তৎ-সৌন্দর্য্যেরও মধুত্ব-নিরূপণ সুখ-সাধ্য হইতে পারে। অতএব এতাবান্ গ্রন্থ-সাহায্যে রসনাত্ব-রূপক-কল্পনা-দ্বারা যে লোচন-যুগলেরও তন্মাধুর্য্যাসক্তি প্রদর্শিতা হইতেছে, তাহা বোধকরি ধীমান্ কোন বিজ্ঞ-বিচক্ষণজনের বুদ্ধি-পথের বহির্ভূত হইবে না। অত্রার্থে নিদর্শন-প্রদর্শন করিতে হইলে, সম্পূর্ণাংশে নিদর্শনের অদর্শন-প্রযুক্ত একাংশাবলম্বনে অপরিতৃপ্তি, বা তৃপ্ত্যভাবমাত্রে দৃষ্টান্ত-প্রণয়নাবসরে বলা যাইতে পারে যে, "শান্তা মহান্তঃ সন্তঃ সাধবঃ" উদাহরণ-স্বরূপে পরিগৃহীত হইতে পারেন।

অর্থাৎ শম-দমাদি-গুণ-যুক্ত, মহত্ত্বসম্পন্ন, সদাচার-পরায়ণ, দাস্যাদি-ভক্তি-নিষ্ঠ-সজ্জনগণ প্রভু-পরমেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবের বাসব-কেশবাদি-বিবিধ-বরেণ্যবর-বিবুধ-বন্দিত-শ্রীপাদ-পঙ্কজ-যুগলের সাক্ষাৎ-দর্শন, বা সেবনাবসরে নয়ন ভরিয়া দর্শন, বা প্রাণ ভরিয়া, সেবা করিয়াও, যেমন তৃপ্তি, দর্শন-সেবনাদি-দ্বারা আকাঙ্ক্ষা-বিনিবৃত্তি, বা মানস-সন্তোষ-লাভে সমর্থ হন না, সেইরূপ আমাদের এই স্ব-যূথেশ্বরী-শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীও অনিমিষ-লোচন-যুগলে শ্রীশঙ্করদেবের অন্যান্য-সর্ব্ববিধ-স্বর্গীয়-শোভা-সৌন্দর্য্য-সুধা-সার অপেক্ষাও বিশিষ্টতরাপার-সৌন্দর্য্যের এক-মাত্র আলম্বনভাবে অবস্থিত-তত্তদ্ভাব-মাধুরী-ব্যঞ্জকামল-শ্রীমুখ-কমল-সৌন্দর্য্য-সন্দর্শন ও বারম্বার নব-নব-সমুদ্গত-তদ্গত-মাধুর্য্য-সুধা-সার-রাশি-পান করিয়াও, পরমা-পরিতৃপ্তিলাভে সমর্থা হইলেন না।

পক্ষান্তরে আমরা কিন্তু অত্রপ্রসঙ্গে উচ্চকণ্ঠে একথা বলিতে পারি যে, এই পার্ব্বতীদেবী শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীমুখাম্ভোজ-সুধা-পানে প্রাণে পরিতৃপ্তি-লাভে সমর্থা হউন, অথবা নাই হউন, তিনি যে এতক্ষণ-পর্য্যন্ত অনিমিষ-লোচন-যুগলে শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীমুখাম্ভোজ-মাধুর্য্য-সুধা-পানে

সমর্থা হইয়াছেন, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, "কটাক্ষ-শর-প্রহারিণ্যামেব শ্রীশঙ্করদেবস্য সর্ব্বদেববরণীয়স্য তদানীং সম্পূর্ণা-দৃষ্টিঃ, সম্পূর্ণং মনশ্চ আসীৎ, নত্বন্যস্যাং কস্যামপ্যেকাংশেনাপি। যতএব স্বস্মিন্ তস্য অনবধানমালক্ষ্য, লজ্জানুদ্ভুদ্গমাৎ দৃগ্ভ্যাং সম্পূর্ণাভ্যামেব নেত্রাভ্যাং স্বচ্ছন্দেনৈব মুখমপশ্যং, অতঃ সর্ব্বতঃ সৌভাগ্যবতী কটাক্ষ-শরবর্ষিণ্যেব জ্ঞেয়া। তথা অনিমিষদ্দৃগ্ভ্যাং অনিমিষন্তীভ্যাং অনিমিলন্তীভ্যাং দৃগ্ভ্যাং আপীতমপি সম্যগ্ জুষ্টমপি পুনঃ পুনঃ জুষাণা ইয়ং সম্মুখদত্ত-দৃষ্টিত্বাৎ প্রখরা, স্বয়মেবাসৌ মাং মিলিষ্যতীতি স্বস্থান এবস্থিতত্বাৎ সুসখ্যা, স্বাধীন-কান্তা, বামা চ জ্ঞেয়েতি।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়

এইরূপ অপরা-কাচিৎ সপ্তমী-পার্ব্বতীদেবী সেই সমাগত-হৃদয়-বল্লভ-শ্রীশঙ্করদেবকে অবলোকন করিয়া, "মহাসৌভাগ্যবশান্মিলিতোঽয়ং চঞ্চলঃ কান্তঃ পুনর্মাপসরতু," এইরূপ বুদ্ধি-সাহায্যে নেত্র-রন্ধ্র-দ্বারা তাঁহাকে "হৃদিকৃত্য", হৃদয়-দেশ-প্রাপণ-পূর্ব্বক হৃৎ-পুণ্ডরীকান্তরে অবস্থাপনান্তে বিম্বভূত-শ্রীপরমেশ্বরদেবের স্বচ্ছোপাধি-স্থানীয়-নিজ-হৃদয়-সরসিজ-সিংহাসনে তদীয়-পরমাসক্তি-কল্পনাপুরঃসর তাঁহাকে সেইস্থানে আবদ্ধ, বা অবরুদ্ধ করিয়া, তথা পাছে হৃদয়নাথ-শ্রীশঙ্করদেব নেত্র-রন্ধ্র-পথে পুনর্ব্বার পলায়ন করেন, এই ভয়ে, অথবা হৃদয়ে হৃদয়ে সাক্ষাৎকারবশতঃ লজ্জা-প্রাপ্তি-নিবন্ধন নিজ-চঞ্চল-চটুল-লোচন-যুগল নিমীলিত করিয়া এবং নির্ব্বিঘ্ন-সম্ভোগ-প্রাপ্তি, বা ভাব-পারবশ্য-প্রযুক্ত স্বয়ং সর্ব্বাঙ্গে পুলকাঞ্চিতা হইয়া, মহাবিরহোত্তর-কাল-প্রাপ্তি-ফলে তৃষ্ণাধিক্য উপস্থিত হওয়ায়, ধৈর্য্যাপগম ও তাদৃশাতিনির্জ্জন-হৃদয়-কন্দরে দ্রষ্টৃ-লোকের অভাবে লজ্জার অনুৎপত্তি-বশতঃ সর্ব্বাঙ্গাবয়বে অনুকৃতোপগূহন, বা আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধাবস্থায় অন্তর্হৃদয়াকাশে স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত-ধ্যান-পরায়ণ-সর্ব্ব-সুরাসুর-নর-কিন্নর-ধ্যেয়-শ্রীপরমাত্মদেবের সাক্ষাৎ-সন্দর্শন ও মানসে তদীয়-শ্রীচরণোপগূহন-জাত আনন্দ-জাত-সংপ্লুত-যোগী অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য-ভাবনা-কর্ত্তা, বা ঐক্য-ভাবনা-দ্বারা আত্ম-দর্শন-কর্ত্তা তাদৃশ-ধ্যাতৃপুরুষ-প্রবরের ন্যায় আনন্দ-সংপ্লুতান্তঃকরণে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। "যদ্বা যোগি ক্রিয়া-বিশেষণং, সংযোগি যথা স্যাৎ, তদিবেত্যর্থঃ।"

লজ্জা-বশতঃ মুগ্ধা, মদীয় এই প্রাণকান্ত স্বয়ংই আমার সহিত মিলিত হইবেন, এইরূপ-নিশ্চয়-বলে স্ব-স্থানাবস্থিততা-প্রযুক্ত সুসখ্যা, স্বাধীন-কান্তা, তথা বামা এই সপ্তমী-পার্ব্বতীদেবীকে তথা-কথিতরূপে

অবিস্থিতি করিতে দেখিয়া, বিষ্ণু-পুরাণ-কথিতা-গোপী অর্থাৎ "পূর্ব্বোক্ত-রীত্যা" অপরা-কাচিৎ অষ্টমী-পার্ব্বতীদেবী গোবিন্দদেবকে অর্থাৎ শ্রীশঙ্করদেবকে আগমন করিতে দেখিয়া, অতিপ্রহৃষ্ট অন্তঃকরণে কেবল-মাত্র কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, অর্থাৎ শিব, শিব, শিব, এই পাপ- কর্ষক-কল্যাণ-কর-মঙ্গলময়-নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন এবং অন্য কোন কিছু কথন করিতে ইচ্ছাও করিলেন না। "কাচিদায়ান্তমালোক্য, গোবিন্দমতি-হর্ষিতা। কৃষ্ণ-কৃষ্ণেতি-কৃষ্ণেতি, প্রাহ নান্যদুদৈরয়ৎ।" এই বিষ্ণু-পুরাণীয়-বচনে যে গোবিন্দ ও কৃষ্ণ-শব্দের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হইতেছে, এই গোবিন্দ ও কৃষ্ণ-শব্দে শ্রীশঙ্করদেবকেই বুঝিতে হইবে। কারণ, "গাং পৃথিবীং, স্বর্গলোকং বা বিন্দতীতি গোবিন্দঃ", তথা ভক্ত-জনগণ-কর্ত্তৃক হৃদয়ে স্মৃত, উপাসিত ও ধ্যাত হইয়া, কিম্বা জিহ্বা-সঞ্চালন-দ্বারা মুখে নামমাত্রে উচ্চারিত, বা বাচিকোপাংশু-জপ-নিয়মানুসারে পরিজপ্ত, হইয়া, তাঁহাদিগের "পাপানি কর্ষতীতি কৃষ্ণঃ", এইরূপ ব্যুৎপত্তি-বলে ও শ্রীশিব-লিঙ্গ-পুরাণে শ্রীশিব-সহস্র-নাম-মধ্যে "গোবিন্দঃ সত্ত্ববাহনঃ," "উষ্ণো গৃহপতিঃ কৃষ্ণঃ," "বিষ্ণুর্গ্রহপতিঃ কৃষ্ণঃ", এইরূপ নির্দ্দেশবলে গোবিন্দ ও কৃষ্ণ-শব্দের দ্বারা শ্রীশঙ্করদেবও যে অভিহিত হইতেছেন, তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। "প্রখরা সরলাচেয়ং অষ্টমী-পার্ব্বতীদেবী।"

শ্রীরাসমণ্ডল হইতে অন্তর্হিত-নব-নাগর-নটবর-রাজ-শ্রীশঙ্করদেবের পুনরাবির্ভাবের পরে এই আমি একে একে, ধীরে ধীরে, আটটী পার্ব্বতী-দেবীর কথা-কীর্ত্তন করিলাম বটে; কিন্তু অত্রস্থলে ইহাও বিবেচনীয় হইতেছে যে, শ্রীশিব-পার্ব্বতী-বিহার-বর্ণনাবসরে উপক্রান্ত এই রত্যাখ্য-ভাব উভয়বিধ জানিতে হইবে। তন্মধ্যে আত্ম-স্বরূপে তদীয়তা-ভাবনা-ময়তা-প্রযুক্ত কান্ত-পরাধীন-দাক্ষিণ্যাদিময়রূপ একটী এবং অন্যটী কান্তে মদীয়তা-ভাবনাময়তা-প্রযুক্ত পরাধীন-কান্তত্ব ও বাম্যত্বাদিময়রূপ জানিতে হইবে। অতএব উক্তরূপে প্রদর্শিত-ভাব-দ্বয়-মিশ্রিততা-তারতম্য-বশে অন্যান্য-বিবিধ-ভাবও যে বিভাবিত হইতে পারে, তাহা অবশ্যই সুধী, বিজ্ঞ-বিচক্ষণ-জনগণের সুষ্ঠুতরা-বুদ্ধির অবিষয়ীভূত হইতে পারে না। এই-রূপে রত্যাখ্যভাবের নানাত্ব-নিবন্ধন বিবিধ-ভাববতী-পার্ব্বতীদেবীদিগের

মধ্যে পরস্পর-রোচকত্ব-প্রযুক্ত সজাতীয়-ভাব-সকলেরই সখ্য হইয়া থাকে, তথা বিজাতীয়-ভাব-সকলের মধ্যেই যে অরোচকত্ব-প্রযুক্ত প্রতিপক্ষতাচরণ অবশ্যম্ভাবী, তাহা বোধকরি বিশেষ করিয়া, না বলিলেও, কোনরূপ ক্ষতি হইবে না।

সজাতীয়-বিজাতীয়-ভাব-সকলের সৌহৃদ্য-দৌর্হৃদ্যের কথা বলা হইল বটে; কিন্তু অত্রপ্রসঙ্গে ইহাও বলিতে হইতেছে যে, যৎকিঞ্চিৎ রোচকত্ব-নিবন্ধন হিতাশংসনমাত্রবশে সজাতীয়-ভাব-সকলের মধ্যে সৌহৃদ্য অবশ্য স্বীকার্য্য হইলেও, অতিমিশ্রতা, বা অতিসূক্ষ্মতা-প্রযুক্ত যে সকল-ভাবের সজাতীয়াদি-ভেদ অতিপরিস্ফুট নহে, অবধান-হেতুতার অভাব-প্রযুক্ত সেই সকল-ভাবেরই তাটস্থ্য, বা তটস্থতা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিঞ্চ, উক্তরূপ-কারণ-বশতঃ শ্রীশঙ্করদেব-বিষয়ক-নিজ-নিজ-ভিন্ন-ভিন্ন-ভাবমাত্রাভিরুচিমতী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের সখ্য, বা সৌহৃদ্যাদির উদ্ভবের প্রতিও উচিত-বোধে একমাত্র রোচকত্বেরই মূলতা অবশ্য অঙ্গীকরণীয়া হইতেছে। অপিচ, এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, এই উপক্রান্ত-তদীয়তা মদীয়তাময়-মুখ্য-ভাবদ্বয়ের মধ্যে মদীয়তাময় উত্তর-ভাবই শ্রেয়ান্, বা প্রশস্ততররূপে অবধৃত হইয়াছে। কারণ, মমতার আধিক্য না হইলে, গম্ভীরতর-প্রেম-প্রবাহের আধিক্য সম্ভবপর হইতে পারে না। অতএব যদি গম্ভীর-প্রেম-প্রবাহের আধিক্য অভিপ্রেত হয়, তবে মমতাধিক্য-সম্পাদন-দ্বারা মদীয়তাময় উত্তর-ভাবেরই পরিপুষ্টি, বা আধিক্য-সম্পাদন অগ্রে অপেক্ষণীয় হইবে, সন্দেহ নাই।

এই মমতাধিক্য, বা তন্মূলক-গম্ভীর-প্রেম-প্রবাহাধিক্য হইতেই তদ্বিবর্ত্তরূপ-বাম্যাপর-পর্য্যায়-কৌটিল্যাভাস উৎপন্ন হইয়া থাকে। "অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ, স্বভাব-কুটিলা ভবেৎ।" এইরূপ ভরত-ন্যায়ের আলোচনা-বশেও উক্তার্থের অবগতি সুখকরী হইতে পারে। অতএব কান্তজনও মমতাধিক্য-মূলক-গম্ভীর-প্রেম-প্রবাহাধিক্য হইতেই সঞ্জাত, বা গাঢ়তা-প্রাপ্ত-মদীয়তাময় উত্তর-ভাবের বিবর্ত্তরূপ-বাম্যাপর-পর্য্যায়-কৌটিল্যাভাসের বশবর্ত্তী হইয়া থাকেন। "তথাচ রুদ্রঃ, বামতা দুর্ল্লভত্বঞ্চ, স্ত্রীণাং যা চ নিবারণা। তদেব পঞ্চবাণস্য, মন্যে পরমমায়ুধমিতি।"

এইরূপে এই তদীয়তা-মদীয়তাময়-রূপ-ভাব-দ্বয়ের মধ্যে উত্তর-ভাবের প্রাধান্য-সংস্থাপনার্থে দৃষ্টান্ত-দানাবসরে আমরা পুরাণ-প্রসঙ্গ-ক্রমে পৌরাণিকী-কথার আশ্রয়ে বলিতে পারি যে, সত্যভামা ও রুক্মিণী, এই দুইজনেই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা-মহিষী হইলেও, রূপ-যৌবন-সম্পন্না, স্বামি-সৌভাগ্য-গর্ব্বিতা, অভিমানবতী, সপত্নী-সৌভাগ্য-বার্ত্তা-শ্রবণে ঈর্ষ্যান্বিতা, সর্ব্ব-জাতীয়-স্ত্রী-জন-সমাজে উত্তমা-সত্যভামাদেবীই তাদৃশ-সৌভাগ্য-বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতরা হইয়াছিলেন এবং সর্ব্বথা শান্ত-ভাবাপন্না, অনুকূল-কারিণী, ভীষ্মক-কন্যকা, লক্ষ্মী-স্বরূপিণী-রুক্মিণীদেবী তাদৃশ-স্বামি-সৌভাগ্য-লাভে বঞ্চিতা হইয়া, কেবলমাত্র কুটুম্ব-সকলের ঈশ্বরী-পদে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। "যথা হরিবংশে সত্যভামায়াং দৃশ্যতে, রূপ-যৌবন-সম্পন্না, সৌভাগ্যেন চ গর্ব্বিতা। অভিমানবতী-দেবী, শ্রুত্বৈ-বের্ষ্যা-বংশংগতা ইতি, তথা কুটুম্বস্যেশ্বরী সাসীৎ, রুক্মিণী-ভীষ্মকাত্মজা। সত্যভামোত্তমা স্ত্রীণাং, সৌভাগ্যে চাধিকাভবদিতি চ।"

অতএব কবি-কুল-শেখর-মণি-ভগবান্ শ্রীমদ্বেদব্যাসদেবও অত্রস্থলে অর্দ্ধার্দ্ধ-মাত্র-শ্লোক-সাহায্যে প্রথম-পার্ব্বতী-চতুষ্টয়ের বর্ণনা করিয়া, তথা একৈক-শ্লোক-সাহায্যে উত্তর-পার্ব্বতী-ত্রিতয়ের বর্ণনা করিয়া, শ্রীশঙ্করদেব-বিষয়ক-নিজ-নিজ-মদীয়তাময়-মুখ্য-ভাব-মাত্রাভিরুচিমতী-শ্রীমতী-পার্ব্বতী-দেবীদিগের প্রতিই সমধিক আদর-প্রদর্শন করিয়াছেন। এই তিনটী পার্ব্বতী-দেবীর মধ্যে "একা ভ্রুকুটীমাবধ্য", ইত্যাদিরূপে যিনি বর্ণিতা হইয়াছেন, তিনিই ভাব-বৈশিষ্ট্য-প্রযুক্ত, তথা প্রথমত্বরূপে উপন্যাস-প্রযুক্ত শ্রেষ্ঠারূপে কীর্ত্তিতা হইয়াছেন। অতএব অন্যান্য-সমস্ত-পার্ব্বতীদেবীকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক উত্তর-বর্গ-প্রবরা এই পার্ব্বতীদেবীকে নিজ-সঙ্গে লইয়া, সর্ব্ব-সৌভাগ্য-দান-দ্বারা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবও যে এই পার্ব্বতীদেবীরই সর্ব্ব-বৈলক্ষণ্য আবিষ্কৃত করিয়াছেন, তৎপ্রতি একমাত্র-কারণ এই যে, এই উত্তর-বর্গ-প্রবরা-মুখ্যতমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী যাদৃশ-সর্ব্ব-বিলক্ষণ-ভাব-বিভূষণের অধিকারিণীরূপে বর্ণিতা হইয়াছেন, অপরা কোন পার্ব্বতী-দেবীই তাদৃশ-সর্ব্ব-বিলক্ষণ-ভাব-বিভূষণের অধিকারিণী হইতে পারেন নাই! সেইজন্যই বলিতেছিলাম যে, উত্তর-বর্গ-মধ্যে এতাদৃশ-সর্ব্ব-

বিলক্ষণ-ভাব-বিভূষণবতী এই পার্ব্বতীদেবীই যে অপর দুইজন পার্ব্বতীদেবী অপেক্ষা সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠা, বা মুখ্যতমা, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এইরূপ প্রথম-নির্দ্দিষ্ট-পার্ব্বতী-চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথমা-পার্ব্বতীদেবীই যখন অগ্রে অবস্থিতি করিতেছেন, তখন তিনিই যে সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠা ও সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠারূপে কীর্ত্তিতা হইবেন, তাহাতেই বা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? কিন্তু, প্রথম-বর্গ-প্রবরা এই প্রথমা-পার্ব্বতীদেবীর জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি অপর-কারণ এই যে, এই প্রথমা-পার্ব্বতীদেবীই দক্ষিণা অনুকূলা অন্যান্য-সমস্ত-পার্ব্বতীদেবীকে অতিক্রম করিয়া, অগ্রেই নিজ-সংহত-কর-কমল-যুগল-সাহায্যে সুমধুর-চেষ্টার পরিচয়-দান-কল্পে কান্ত-শ্রীশঙ্করদেবের করাম্বুজ-গ্রহণ, বা স্পর্শ করিয়াছিলেন। অপিচ, আমাদের এই প্রথম-বর্গ-প্রবরা-প্রথমা-পার্ব্বতীদেবীকে উত্তর-বর্গ-প্রবরা-পার্ব্বতী-দেবীর প্রাতিপক্ষিকীরূপে অবগত হইতে হইবে সত্য; কিন্তু উত্তর-বর্গ-প্রবরা এই পার্ব্বতীদেবীই যে অপরাপর-সমস্ত-পার্ব্বতীদেবীর আবি-র্ভাবয়িত্রী; সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা মুখ্যতমা, তাহাও সুনিশ্চিতরূপেই অবগত হইতে হইবে। অধুনা আমি এই প্রথমোত্তর-গণ-প্রধানা-পার্ব্বতীদেবী-দ্বয়ের বর্গ-বিচার কথা-পরিহার-পূর্ব্বক কেবল এতাবন্মাত্র বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, যদিচ আমাদের এই রাসেশ্বরী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী প্রকৃত-পক্ষে একাকিনী, তথাপি নিজ-পরমৈশ্বর্য্য, বা বিভূতি-যোগ-বশে সহসা স্ব-শরীরতঃ বহ্নি-বিস্ফুলিঙ্গ-ন্যায়ে আবির্ভাবিত প্রত্যেকশঃ বিভিন্ন-মতি-রুচি-বৈচিত্র্য-সম্পন্ন একোন-নব-লক্ষধা বিভক্ত-স্বরূপে অবস্থিতি-পুরঃসর নানা-প্রকারে শ্রীশঙ্করদেবের মানস-সন্তোষ-সম্পাদনে যত্নবতী হইয়াছিলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়

সে যাহা হউক, অন্যান্য-পার্ব্বতীদেবীদিগের বার্ত্তা-কথনাবসরে বলিতে হইতেছে যে, অনন্তর অন্যান্য সেই সমস্ত-পার্ব্বতীদেবীও উক্তরূপে বর্ণিতা আটটী পার্ব্বতীদেবীর সহিত মিলিতা হইয়া, মদ-মান-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রীশঙ্করদেবের অনুগতা হইলেন এবং পূর্ব্ব-কৃত-ব্যাখ্যানানুসারে পরম-তেজো-নিধানতা-পর-কেশব-শব্দ-বাচ্য-শ্রীশঙ্করদেবের আলোকন, বা অবলোকনরূপ-পরমানন্দ-প্রদ-পরমোৎসব-বশে নির্ব্বৃত, অর্থাৎ পূর্ব্ব-প্রাপ্ত-দুঃখ-নিবর্ত্তক-পরম-সুখ-রস-পূর-প্লাবিত-মানসে প্রাজ্ঞ-পরমেশ্বর-দেবকে প্রাপ্ত হইয়া, মুমুক্ষু-জনগণের ন্যায়, কিম্বা প্রাজ্ঞ-ব্রহ্মজ্ঞ-পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া, সংসার-তাপ-কর্ষিত, অথবা অপারাসার-দুর্ব্বার-সংসার-দাবানল-দগ্ধ-দুরদৃষ্ট-বাত-ব্রাত-জাত-বিপুলতর-বেগবশে কলেবরে দোধূয়-মান-জনগণের ন্যায়, অথবা প্রাজ্ঞ-সৌষুপ্ত, অর্থাৎ সুষুপ্তি-সাক্ষী পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া, বিশ্ব-তৈজসাবস্থ-জীবগণের ন্যায় শ্রীশঙ্করদেবের অদর্শন-লক্ষণ-বিরহ-জনিত-তাপ-পরিত্যাগ করিলেন।

কিঞ্চ, পরম-তেজো-নিধান-শ্রীশঙ্করদেবের অন্তর্দ্ধান-ফলে প্রথমতঃ শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগেরও তেজো-নিচয়ের অন্তর্দ্ধাপনবৎ সম্প্রতি তদীয় আবির্ভাবে পার্ব্বতীদেবীদিগেরও অন্তর্দ্ধাপিত-তেজো-নিচয়ের পুনরাবির্ভাব সিদ্ধ হওয়ায়, আবির্ভূত-তেজঃ-প্রদীপ্ত-কলেবরা, বিধূত-শোকা, বিগত-মদ-মানা সেই সকল-পার্ব্বতীদেবী-দ্বারা বৃত-পরিবৃতাবস্থায় ভগবান্ সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সম্পূর্ণ; সুতরাং অচ্যুত, কথঞ্চিৎ চ্যুতি-রহিত-শ্রীশঙ্করদেবও পূর্ব্ব-পূর্ব্বতঃ অধিকতর অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপ-শোভা-প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সম্পূর্ণ-চ্যুতি-বিচ্যুতি-বিরহিত-শ্রীশঙ্করদেব যে তাদৃশী-পার্ব্বতী-দেবীদিগের দ্বারা পরিবৃত হইয়া, বিশেষরূপে রুচি-দীপ্তি-প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন, তৎপ্রতি অনুরূপ-নিদর্শন-প্রদর্শন করিতে হইলে, শ্রীশঙ্করদেবেরই

আবির্ভাব-বিশেষ, তদীয়-পূর্ণ-পুরুষ-রূপ, অথবা পরমাত্ম-পরম-ব্রহ্মভূত-তদীয়-শ্রীমন্মহেশ্বর-স্বরূপাবলম্বনে বলিতে পারা যায় যে, পুরুষ-পরব্রহ্ম-ভূত-শ্রীপরমেশ্বরদেব স্বীয়-ভগবদ্রূপে, বা ঐশ্বর্য্যাদিময়-স্বরূপ-শক্তি-নিচয়ে পরিবৃত হইয়া, যেমন ব্যবহারকালোচিতাধিকতর-শোভা-প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ; পরন্তু কেবলমাত্র-ব্রহ্মরূপে ঐশ্বর্য্যাদিময়-স্বরূপ-শক্তি-নিচয়ে সমাবৃতাবস্থায় অবস্থিতিকালে তাদৃশ ঐশ্বর্য্য-স্ফীত-রুচি, বা দীপ্তি-প্রাপ্ত হইতে পারেন না, পক্ষান্তরে ঘন-চ্ছন্ন-দৃষ্টি-মূঢ়জন-সম্বন্ধে ঘনীভূত নব-ঘন-সমাচ্ছন্ন অংশুমানের ন্যায় নিতান্ত নিষ্প্রভরূপেই অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন, সেইরূপ শ্রীশঙ্করদেবও সেই সকল-প্রেম-বিশেষময়-স্বরূপ-শক্তি-দ্বারা পরিবৃত হইয়াই, অধিকতর-শোভা-প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন।

অথবা পুরুষঃ পরমাত্মা শক্তিভিঃ সত্ত্বাদিভিঃ, কিম্বা পুরুষ উপাসকঃ শক্তিভিঃ জ্ঞানবলবীর্য্যাদিভিঃ, যদ্বা পুরুষঃ অনুশায়ী শক্তিভিঃ প্রকৃত্যাদ্যু-পাধিভির্বৃতঃ পরিবৃতো যথা বিরোচতে", সেইরূপ শ্রীশঙ্করদেবও সেই সকল-পার্ব্বতীদেবী-দ্বারা পরিবৃত হইয়া, ব্যবহার-কালোচিত-পরম-শোভা-প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। অধিক কি বলিব ? তৎকালে শ্রীশঙ্কর-দেবের নিরুপম-কাঞ্চন-রুচি-রুচির-কলেবরে যে অলৌকিক-লাবণ্য বিকসিত হইয়াছিল, তাহা নিতান্তই অবর্ণনীয় হইলেও, কেবলমাত্র মুখ-মাধুর্য্য-বর্ণনাবসরে তদীয়-হাস্য-কৌমুদী-প্রোদ্ভাসিত-নির্ম্মল-বদন-মাধুরী অবলোকনে চৈত্রী-পূর্ণিমা-রজনীর সৌন্দর্য্যাভিমানী পূর্ণচন্দ্রকেও যেন ক্ষণে ক্ষণে বিষাদ-মলিন-ভাব-ধারণ করিতে হইয়াছিল বলিলেও, বোধ-করি, অত্যুক্তি হইবে না।

অথবা "তাভির্বিধূত-শোকাভির্ভগবানচ্যুতো বৃতঃ। ব্যরোচতাধিকং তাত! পুরুষঃ শক্তিভির্যথা ইত্যত্র" শক্তি-শব্দের সর্ব্বেন্দ্রিয়-শক্তিরূপ অর্থাভিপ্রায়ে বলা যাইতে পারে যে, সাধারণ-পুরুষ-সকল সুপুষ্ট-সর্ব্বেন্দ্রিয়-শক্তি-সম্পন্ন হইয়া, যেমন অধিকতর-শোভা-প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়-শক্তি-মধ্যে কোনরূপ বিকলতা, বা বিকল্প উপস্থিত হইলে, যেমন সেই সকল-সাধারণ-পুরুষ অধিকতর-শোভা, বা দীপ্তি-প্রাপ্ত

হয় না, এইরূপ সুরাসুর-নর-বর-লোভনীয়-ললিত-লীলানুকরণকারী আমাদের হৃদয়-রঞ্জন এই শ্রীশঙ্করদেবও এই সকল-গোপ-কুমারী-গোপী-পার্ব্বতীদেবীর খিন্নতা-কালে স্বয়ং হৃদয়ে খিন্ন হওয়ায়, অধিকতর-শোভা-প্রাপ্ত হন না, তথা এই সকল-পার্ব্বতীদেবীর কান্ত-সমাগম-বশতঃ বিধূত-শোকতা-প্রযুক্ত অধিকতর-রুচিমত্ত্বাবসরে এই শ্রীশঙ্করদেবও অধিকতর-রুচি-প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পুরুষগণের যেমন স্বীয়-সুপুষ্ট ইন্দ্রিয়-সকলের সুখিতা, সুস্থতা, বা সকলতা-কালেই সুখানুভব হইয়া থাকে এবং নিজ-নিজ ইন্দ্রিয়-সকলের দুঃখিতা, অসুস্থতা, বা বিকলতা-কালেই যেমন দুঃখানুভব অনিবার্য্য, এইরূপ শ্রীশঙ্করদেবেরও শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীদিগের সুখ-দুঃখ-দ্বারাই যে সুখ-দুঃখ-ভোগ অবশ্যম্ভাবী, তদ্বিষয়ে অধিক বলিবার কিছু না থাকিলেও, এতদ্বারা যে শ্রীশঙ্করদেবের গোপী-গোপ-কুমারী-পর্ব্বতাত্মজা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী-বিষয়কাধিকতর-প্রেমবত্ত্ব, তথা ঐ সকল-পার্ব্বতীদেবীর শ্রীশঙ্করদেবের স্বরূপভূততা প্রকৃষ্ট-রূপে প্রতিপাদিতা, বা জ্ঞাপিতা হইতেছে, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

যদিচ আমরা ইতঃপূর্ব্বে বাস্তবিকপক্ষে অনন্ত-কোটি-রূপিণী হইলেও, নব-লক্ষ-পার্ব্বতীদেবীর কথাই বলিয়া আসিয়াছি, তথাপি অনন্ত-কোটি-পার্ব্বতীর মধ্যে ত্রি-শত-কোটি, ত্রি-শত-কোটির মধ্যে শত-কোটি, শত-কোটির মধ্যে এককোটি, এককোটির মধ্যে নব-লক্ষ, নব-লক্ষের মধ্যে এক লক্ষ, এক লক্ষের মধ্যে ষোড়শ-সহস্র, ষোড়শ-সহস্রের মধ্যে এক-সহস্র, এক-সহস্রের মধ্যে অষ্ট, অষ্টের মধ্যে দুই এবং দুইটীর মধ্যে সর্ব্বাবির্ভাবয়িত্রী একটীমাত্র পার্ব্বতীদেবীকেই ভক্তি-শাস্ত্র-নির্ণয়ানুসারে অত্যতিমুখ্যতমা জানিতে হইবে। পুরাণান্তরালোচনা-বশে ষোড়শ-সহস্র-গোপী, বা গোপ-কুমারী-পর্ব্বতাত্মজা-পার্ব্বতীদেবীর বিবরণ-কল্পে বলা যাইতে পারে যে, বিরিঞ্চি-বিধু-বিভাবসু-বাসব-কেশব-প্রজাপতি-দক্ষ পঞ্চশর-ত্রিপুরাসুর-জলন্ধর-শঙ্খচূড়াদি-দুষ্ট-দৈব-দনুজ-মনুজ-জনগণের অর্দ্দন-পীড়নকারী, প্রণত-জন-পাপ-কর্ষণ, পরমাত্মরূপে গীত-শ্রীশঙ্করদেব যদি হংস-স্বরূপে অভিমত হন, তথা পরমাত্মভূত-হংস-স্বরূপ-শ্রীশঙ্করদেবকে

যদি চন্দ্ররূপী বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে শাস্ত্র-বচনানুসারে অভিমত-চন্দ্ররূপী শ্রীশঙ্করদেবের প্রমাণ-বচন-প্রকীর্ত্তিত-কলারূপা এই ষোড়শ-শক্তিকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

তথা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের শ্রীশঙ্কর-স্বরূপভূততা-সমর্থন-কল্পে ইহাও বলিতে হইবে যে, চন্দ্ররূপী শ্রীশঙ্করদেবের শক্তিভূতা-প্রথমাদি সেই সকল-কলার সমাপ্তি-স্থানীয়া, পরিশেষভূতা, সম্পূর্ণ-মণ্ডলা, মালিনী-নাম্নী-ষোড়শী-কলা-পর্য্যন্ত-কলা-সকলের পরিণতি-সারভূতা-গোপীরূপা-বরাননা এই যে ধরণী-ধর-প্রবর-হিম-গিরি-কুমারী-পার্ব্বতীদেবীগণ অত্র-স্থলে যমুনোত্তরী-প্রদেশে নীল-নীরময়ী-যমুনার তীরগত-তরুতলে সমাগত হইয়া, অবস্থিতি করিতেছেন, ষোড়শ-সংখ্যা-পরিমিতা হংসরূপে সম্মত-শ্রীশঙ্করদেবের শক্তি-সমূহরূপে পরিচিতা, চন্দ্ররূপী শ্রীশঙ্করদেবের ষোড়শ-কলারূপা এই সকল-পার্ব্বতীদেবীই একে একে পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে সহস্রভাগে সম্ভিন্না হইয়াই, ষোড়শ-সহস্র-সংখ্যক-পার্ব্বতীর স্বরূপ-ধারণ করিয়াছেন।

সে যাহা হউক, আমাদের পূর্ব্বসমুদ্দিষ্টা পুলকাঞ্চিত-সর্ব্বাঙ্গী, বিকাশি-নয়নোৎপলা এই নব-লক্ষ-পার্ব্বতীদেবীর মধ্যে তৎকালে কেহ বা প্রিয়ালাপ, কেহ বা ভ্রূভঙ্গ-বীক্ষণ, কেহ বা অনুনয়, কেহ বা কর-কমল-সংস্পর্শ, কেহ বা নেত্র-ভৃঙ্গ-সাহায্যে মুখ-কমল-মধুপান, কেহ বা মুখাব-লোকন, কেহ বা নিমীলিত-বিলোচনে অচির-দৃষ্ট-শ্রীরূপ-ধ্যান, কেহ বা নিঃশঙ্ক-চিত্তে সমীপে গমন, কেহ বা প্রসন্ন-মানসে পার্শ্ব-প্রদেশে অবস্থান, কেহ বা স্কন্ধ-দেশে চলদ্বলয়-লাপিনী-বাহু-লতা-স্থাপন-পূর্ব্বক তৎ-সাহায্যে স্কন্ধ-বন্ধন, কেহ বা আলিঙ্গন, কেহ বা চুম্বন, কেহ বা বসন্তাদি-বর্ণনরূপ-কাব্য-গেয়-গীতি, কেহ বা পুলকোদ্‌গম, কেহ বা রাসোচিত-মণ্ডল-বন্ধন, কেহ বা তৎ-কর-স্পর্শ-সুখ-বশে নেত্র-নিমীলন, কেহ বা তৎ-সন্দর্শন-জাত-হর্ষভরে আনন্দ-সূচক-তারতর-ধ্বনি, কেহ বা বিনয়-প্রদর্শন, কেহ বা প্রবিলসন্মণি-হেম-কাঞ্চী-রমণীয়-নিতম্ব-ভর-মন্থর-গমন, কেহ বা তদালোকনান্তে নিমীলিত-বিলোচনে যোগারূঢ়ার ন্যায় অবস্থিতি, কেহ বা কপোল-সংশ্লেষ, কেহ বা অনুলোম-প্রতিলোম-রীতি অনুসারে

প্রিয়তম-নাম-জপ, কেহ বা প্রিয়তম-বিরহ-দুঃখ-বর্ণন, কেহ বা তদীয়-উদারতর-চরিত্র-কথা-কীর্ত্তন, কেহ বা হস্তাবলম্বন-দ্বারা আকর্ষণ, কেহ বা কুচ-কলস-যুগল-প্রদর্শন, কেহ বা মধুরতর-মৃদু-মন্দ-হাস্য, কেহ বা ভ্রূবল্লীবলন, কেহ বা নয়নোন্মেষ, কেহ বা স্মিত-জ্যোৎস্না-বিচ্ছুরিত-কুন্দ-কলিকা-কল্প-দশন-পংক্তি-দ্বয়-সাহায্যে বিম্ব-বিনিন্দিত ওষ্ঠাধর-দংশন, কেহ বা নিভৃত-সম্বর্দ্ধনা, কেহ বা বচন-কৌমল্য, কেহ বা ললিতাঙ্গ-বিক্ষেপ, কেহ বা লীলা-বিশেষ, কেহ বা প্রাগল্ভ্য, কেহ বা মার্দ্দব, কেহ বা স্বাগত-কুশল-প্রশ্নাদি, কেহ বা পরিচর্য্যা, তথা কেহ কেহ বা সাতঙ্কাহ্বান, সেবকবৎ দৈন্য-নিবেদন, অঞ্জলি-বন্ধন, চরণ-সেবন, প্রণমন, মাল্য-চন্দন-তাম্বূলাদি-দান-প্রভৃতি-দ্বারা শ্রীশঙ্করদেবের সভাজনে, সম্বর্দ্ধনে, অভিনন্দনে প্রবৃত্তা হইলেন।

অনন্তর শ্রীশঙ্করদেবও ঐ সকল-পার্ব্বতীদেবী-কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত, অভিনন্দিত, বা সম্ভাবিত, সভাজিত হইয়া, সম্যক্ হাস্য, হস্ত-গ্রহ, মুখ-চুম্বন, চারু-চম্পক-কলিকা-কল্প অঙ্গুলি-দলাগ্র-দ্বারা সৌন্দর্য্য-লাবণ্য-পূর্ণ-চিবুক-ধারণ, কাঞ্চী-গুণ-স্থানে হস্ত-সঞ্চালন, রাজীব-কুড্মলাকার, শ্যামাস্য-শোভিত, চিবুক-সংস্পর্শনোচ্ছ্রিত-কুচ-কলস-সম্পীড়ন, মুখ-মণ্ডল-মার্জ্জন, অশ্রু-প্রমার্জ্জন, আলিঙ্গন, তথা মধুরতর-প্রণয়-বচন-প্রভৃতি-সাহায্যে ঐ সকল-পার্ব্বতীদেবীর বিরহ-দৈন্য-দুঃখ-শোকাপনয়ন-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া, কালিন্দী-সূর্য্যাত্মজা-যমুনা-নদীর পুলিন-প্রদেশে প্রবেশ করিলেন এবং সকল-পার্ব্বতীদেবীর প্রতিই যুগপৎ সাম-দানাদি-সমাবেশার্থ নিজ-নিত্য-সিদ্ধ-বিভুতা-ব্যাপকতা-সমাশ্রয়ণে শ্রীশঙ্করদেব "সম্যক্ প্রত্যেকং সর্ব্বাসামেবহস্ত-ধারণাদিনা তাঃ আদায়, রাস-যোগ্য-পুলিনান্তরং গন্তুং" পূর্ব্ব-পুলিন হইতে প্রস্থান করিলেন।

কিঞ্চ, নীল-নীরময়-কলেবরা-কৃষ্ণা-যমুনা-নদীর বিকসিত-কুন্দ-মন্দার-মালতী-মাধবী-মল্লিকা-যূথিকা-বেলা-চারু-চম্পকাদি- কুসুম- সৌরভ-সমন্বিত-সুরভি-সুন্দর-মন্থর-মৃদুল-মঞ্জুল-মধুর-মলয়- মারুত-সমাকৃষ্ট-ষট্পদ-কুলের কল-গুঞ্জনে মুখরিত, শরৎ-কালীন-পূর্ণ-চন্দ্রের সুপ্রসন্নাংশু-সন্দোহ, বা কিরণ-কলাপের ন্যায়-সুশুভ্র-সুপ্রসন্ন-কর-নিকর-বিকীরণকারি-মধু-মাসীয়-

সম্পূর্ণ-মণ্ডল-সুধাকর-দেবের সুধা-ধবলামল-কোমল-কৌমুদী, বা অমৃত-তরঙ্গিণীর অপারানন্তাসংখ্য-বিপুল-বিশাল-তালোত্তাল-তরলতর-তরঙ্গ-প্রকর-প্রবাহ-সহস্রে পরিপ্লাবিত সুস্নাত, সুতরাং দোষা-দোষ-স্থানীয়-তমঃ-সমূহ, বা রাত্রিকাল-সুলভ-গাঢ়তর-গভীরান্ধকার-সকল বিধ্বস্ত প্রকৃষ্টরূপে নষ্ট, বা বিদূরিত হওয়ায়, দিনবৎ প্রকাশ-বশতঃ নিরতিশয়-সুন্দর-দর্শন, নিসর্গ-রমণীয়, প্রাণ-মনো-বিমোহন, অত্যন্ত-সুখপ্রদ, মঙ্গলৈকনিলয়-ভূত, কৃষ্ণ-রূপবতী-সূর্য্যাতনয়ার হস্ত-স্থানীয়-তরলতর-তুঙ্গ-তরঙ্গ-নিকর-দ্বারা আচিত, বা আস্তৃত, নবনীত-কোমল-বালুকা-রাশি-সাহায্যে পরিপূর্ণ, বা সমাচ্ছন্ন, অতএব স্থলী-বৈষম্য-কাঠিন্য-রহিত-পুলিনান্তর-প্রদেশে প্রবেশ-পূর্ব্বক তন্মধ্যে শ্রীশঙ্করদেব পূর্ব্বোক্ত-পার্ব্বতীদেবীগণে পরিবৃতাবস্থায় অধিষ্ঠিত ও ষট্পদাস্পদত্ব-প্রযুক্ত মন্দ-মন্দ, তথা পুলিন-সম্বন্ধ-নিবন্ধন শীতল-মলয়ানিল-দ্বারা সেবিত হইয়া, "ব্যরোচতাধিকং তাত" অধিকতর-পরম-শোভা-প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। "অত্র তাতেতি সম্বোধনং পরমানুকম্পায়াং, তাতোঽনুকম্প্যে পিতরীতি-নানার্থাৎ, পরমানুকম্প্যত্বাদেব রহস্যমিদং ত্বয়ি প্রকাশয়ামীতি ভাবঃ।"

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়

শ্রীশঙ্করদেব মানস-মারুত-তুল্য-বেগে মনোমারুত-সম-বেগবতী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের সহিত পূর্ব্ব-পুলিন-প্রদেশ হইতে বিনির্গত হইয়া, বিশিষ্টতরোপকরণ-সমন্বিত, অনন্তরাতীত-গ্রন্থে বর্ণিতানুরূপ-পুলিনান্তর-প্রদেশে প্রবিষ্ট হইলে, তথাবিধ-শ্রীশঙ্করদেবের সহিত তাদৃশ-পুলিনান্তর-প্রদেশে আগমন-প্রযুক্ত শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ পূর্ব্ব-শঙ্কাপগম-বশতঃ নিজ-নিজ-মানসে সেইস্থানে শ্রীশঙ্করদেবের রাস-ক্রীড়াদিময়ী-চির-স্থিতি-নির্দ্ধারণান্তে সখ্য-সমুচিত-প্রেম-সেবার উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া, আগ্রহ, আদর ও অনুরাগভরে তদীয়-সেবন লক্ষণ-পরিচর্য্যা-কার্য্যে আত্ম নিয়োগ করিলেন। অনন্তর অতি-হৃষ্ট-হৃদয়া-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ "বিশেষেণ ভবতীতি" বিভু, ক্রীড়া-বিশেষোৎসুক, স্বীয় অলৌকিক, বা অনন্য-সুলভ-বিভব-প্রকটনেচ্ছু-শ্রীশঙ্করদেবের দর্শন-জনিত যে আহ্লাদ, বা আনন্দ, তদ্দ্বারা বিশেষরূপে স্ব-স্ব হৃদয়-গত রোগ অর্থাৎ সর্ব্ব-প্রকার আধি, বা মানসী-ব্যথা বিধূতা বিনাশিতা হওয়ায়, সর্ব্ববিধ-মনো-দুঃখের খণ্ডন-নিবন্ধন প্রমোদমান-মানসে কেবলই যে, পরম-দুঃখ-শান্তি-লাভ করিলেন, তাহা নহে; পরন্তু পরম-দুঃখোপশান্তি-লাভের অনন্তর পরম-সুখ-প্রাপ্তা হইয়া, শ্রুতি-সকলের ন্যায় "মনোরথস্য বাঞ্ছিতস্য অন্তং পরাং কাষ্ঠামপি যযুঃ প্রাপুঃ।"

যথোপদর্শিত-বিবরণার্হ-দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য এই যে, শ্রুতি-সকল যেমন তাদৃশ-লীলাবিশিষ্ট-শ্রীপরমেশ্বরদেবকে প্রকাশিত করিয়া, নিজ-নিজ-নানা-তাৎপর্য্য-দৌঃস্থ্য-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পরম-তাৎপর্য্য-পর্য্যাবসান-লক্ষণ-মনোরথের অন্ত-প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কিম্বা সর্ব্ব-লীলা-প্রধান এই পরম-প্রেমময়-রাস-লীলা-বিশিষ্ট-শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবকে প্রকাশিত করিয়া, শ্রুতি-সকলও যেমন অত্র-বিষয়ে কৃতার্থতা-লাভ-পুরঃসর

এই পরম-প্রেমময়-রাস-লীলার মহিম-প্রদর্শন করিয়া থাকেন, সেইরূপ এই সকল-পার্ব্বতীদেবীও নিজ-নিজ-মনোরথ, বা বাঞ্ছিত অর্থের অন্ত-পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্তা হইয়া, শ্রীশঙ্করদেবের অপূর্ব্ব-প্রেমময়-রাস-লীলার মহিম-প্রদর্শনে অগ্রসরা হইলেন। অথবা কর্ম্ম-কাণ্ডে শ্রুতি-সকল পরমেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবের সাক্ষাৎকার-লাভে সমর্থ না হইয়া, তত্তৎ-কামানুবন্ধ-দ্বারা অপূর্ণপ্রায় হইয়া থাকেন এবং জ্ঞানকাণ্ডে পরমেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া, তদীয়-দর্শন-জাতাহ্লাদ-পূর্ণ-হৃদয়ে তত্তৎকামানুবন্ধ-পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, সেইরূপ শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী-গণও শ্রীশঙ্করদেবের সাক্ষাৎ দর্শন-লাভ-জন্য আহ্লাদ-পূর্ণহৃদয়ে মনোরথ-সকলের অন্ত-প্রাপ্ত হইয়া, অত্যল্প-কালমধ্যেই পূর্ণকাম হইলেন।

কিঞ্চ, উক্তরূপে মনোরথান্ত-প্রাপ্তির অনন্তর আপ্তকামা হইয়াও, ঐসকল-পার্ব্বতীদেবী প্রেম-প্রবাহ-পূর্ণ-হৃদয়ে সুস্থির-চিত্তে শ্রীশঙ্কর-দেবের প্রীতি-সন্তোষ-সম্পাদনার্থ সখ্য-সমুচিত-প্রেম-সেবনে অগ্রসরা হইলেন এবং অতীব অনুরাগভরে স্বয়ং স্ব-স্ব-পরিহিত-সর্ব্বাঙ্গীণ-বস্ত্রান্তর্গত উত্তরীয়-বস্ত্র, কিম্বা বিরহ-রোদন-ধারা-পাত-প্রযুক্ত সিক্ত; সুতরাং কুচ-কুঙ্কুম-দ্বারা আচিত-ব্যাপ্তাঙ্কিত-রঞ্জিত-হৃদয়াবরণরূপ-কুচ-পট্টিকা-সমূহ-সাহায্যে চিত্র-বিচিত্রতর-চারু-রমণীয়-প্রকারাবলম্বনে স্ব-স্বজীবনাধিক-হৃদয়-বল্লভ-প্রিয়তম-শ্রীশঙ্করদেবের সুখোপবেশন-কল্পে অতিসুকোমল আসন-কল্পনা করিয়া, কল্পিত রচিত-তাদৃশ-কুসুম-সুকোমল আসনতলে উপবেশনার্থ প্রাণাধিনাথ-শ্রীশঙ্করদেবের প্রতি অনুরোধ-জ্ঞাপন করিলেন। এক্ষণে এখানে কেহ কেহ এইরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, লজ্জাশীলা-কুল-কামিনী এই সকল-পার্ব্বতীদেবী সর্ব্বাঙ্গাবরণবস্ত্র, বা হৃদয়াবরণ-কুচ-পট্টিকা-সকল উন্মোচিত করিয়া, আসন-কল্পনা-পুরঃসর এরূপে লজ্জা-শৈথিল্য অঙ্গীকার করিলেন কেন?

অত্রাপি প্রশ্ন-সমাধানাবসরে উত্তর এই যে, যোগ্য-ব্যক্তির জন্য যোগ্যাসন-রচনা নীতি-সম্মতা হইলে, যিনি অন্তর্যামী, আত্ম-বন্ধু, অত্যন্ত আত্মীয়, নিতান্ত-মিত্র ও প্রাণ-মনো-হৃদয়ের অধিপতিরূপে চিরদিন অবস্থিতি করিতেছেন, যিনি হৃদয়ের অধিদেবতারূপে

হৃদয়-সরসিজ-সিংহাসনে নিত্যকাল অধিরূঢ় রহিয়াছেন, সন্তান উৎপত্তির পূর্ব্বে হৃদয়-জাত-স্তন-যুগলের প্রতি যাঁহার বিধাতৃ-দত্ত অধিকার আবহমানকাল হইতে সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই হৃদয়-প্রাণ-জীবনাধিক-প্রিয়তম-পতিদেবতার জন্য সর্ব্বাঙ্গাবরণ-বস্ত্র, বা হৃদয়াবরণবস্ত্র উন্মোচন-পূর্ব্বক তদুপযুক্তরূপে আসন-রচনা পতিদেবতা-পতিব্রতা-পতিপ্রাণা-প্রিয়তমা-পত্নীর পক্ষে কদাপি অনুচিতা, বা অসঙ্গতারূপে প্রতিভাতা হইতে পারেনা। "আসনঞ্চেদং সর্ব্বাসাং সূক্ষ্মবস্ত্রময়ং বিস্তীর্ণং একমেব বর্গশঃ পৃথক্ পৃথগেব জ্ঞেয়ম্।"

অথবা "তদ্দর্শনাহ্লাদ-বিধূতহৃদ্রুজো, মনোরথান্তং শ্রুতয়ো যথা যযুঃ। স্বৈরুত্তরীয়ৈঃ কুচ-কুঙ্কুমাচিতৈরচীক্লৃপন্নাসনমাত্ম-বন্ধবে।" এই শ্লোকটীর অপরবিধ-ব্যাখ্যান-প্রণয়নাবসরে বলা যাইতে পারে যে, শ্রীশঙ্করদেবের দর্শন-জাত আনন্দ-বাহুল্য-বশতঃ সর্ব্ববিধ-মনো-দুঃখ খণ্ডিত হওয়ায়, কৈলাসালয়-ব্রজ-সুন্দরী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ নিজ-নিজ-কুঙ্কুমাচিত- কুচ-কঞ্চুকোপরিতনাতি -সূক্ষ্ম- বস্ত্রভূত-স্বীয়োত্তরীয়-বস্ত্র- নিচয়-দ্বারা আত্ম-বন্ধু সেই শ্রীশঙ্করদেবের জন্য আসন-কল্পনা-রচনা-পুরঃসর উপবেশনার্থ তাঁহাকে তথাবিধরূপ উপহার-প্রদান করিলেন, যাদৃশ উপহার-প্রদান দর্শন করিয়া, শ্রুতি, বা মহোপনিষৎ-সকলও মনোরথ-নিচয়ের অন্ত, পরম-কাষ্ঠা, অর্থাৎ যাহা হইতে অধিকতর-বাঞ্ছনীয় অপর-বিধ-মনোরথ সম্ভবপর হইতে পারে না, তাদৃশ-সর্ব্বোপরিতন-মনোরথ-প্রাপ্ত হইতে পারেন।

বৃহদ্বামন-পুরাণীয়-কথাবলম্বনে সঙ্ক্ষেপতঃ "মনোরথান্তং শ্রুতয়ো যথা যযুঃ" এই দৃষ্টান্তাংশের বিবরণাবসরে বলা যাইতে পারে যে, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ যে সময়ে উক্তরূপে আসন-কল্পনা-পূর্ব্বক শ্রীশঙ্কর-দেবকে উপবেশনার্থে প্রদান করিতেছিলেন, তৎকালে ভগবতী সকল-শ্রুতিই সেই স্থানে উপস্থিতা থাকিয়া, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের যথোক্তরূপা আসন-রচনা ও আসন-প্রদান-ব্যাপার অবলোকন-পুরঃসর মনে মনে তাদৃশ-ব্যবহারানুকরণে অভিলাষিণী হইয়া, হায়! আমরাও যমুনোত্তরী-পুলিন-প্রদেশস্থ-কুঞ্জ-কানন-ব্রজে গোপী, গোপকুমারী,

পর্ব্বতাত্মজা-পার্ব্বতীদেবী-সকলের স্বরূপ-প্রাপ্তা হইয়া, শ্রীশঙ্করদেবের সহিত এইরূপে আসন-কল্পনা ও স্ব-কুচ-কুঙ্কুম-স্তিমিতার্দ্র উত্তরীয়-বস্ত্র-রচিত আসন-প্রদানাদি-দ্বারা কতদিনে এতাদৃশ-বিলাস-সুখ-সৌভাগ্য অনুভবে অধিকারিণী হইব, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, "যৎপরো-নাস্তি" উৎকণ্ঠিতা হইলেন।

কিন্তু, প্রকারান্তরে এতাদৃশাভিলাষ-সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই জানিয়া, ভগবতী সেই সকল-শ্রুতি-দেবীও "গোপীত্ব-প্রাপ্ত্যর্থং" অর্থাৎ ধরাধরেন্দ্র-নন্দিনী-পার্ব্বতীদেবীদিগের স্বরূপ-লাভার্থ তদনুগতি-ব্যঞ্জক, পার্ব্বতীত্ব প্রাপ্তি-সূচক-তীব্রতর-তপশ্চরণে মনোনিবেশ করিলেন। "তত্র পূর্ব্ব-কল্প-গত-শ্রীশঙ্করাবতার-দর্শিন্যঃ শ্রুতয়ো লব্ধচরমনোরথা এতস্মিন্ কল্পে গোপ্যঃ গোপকুমার্য্যঃ ধরাধরেন্দ্রনন্দিন্যঃ প্রধানতমায়াঃ শ্রীমত্যাঃ পার্ব্বতীদেব্যাঃ সঙ্কল্প-মাত্রেণ তৎ-শরীর-বিনির্গতাঃ একোন-নব-লক্ষ-সংখ্যকাঃ আবির্ভা-বিত-স্বরূপাঃ পার্ব্বত্যো বভূবুরেব। এতস্মিন্ কল্পে তু লব্ধ-মনোরথা এতাঃ শ্রুতয়ঃ অগ্রিম-কল্পে গোপ্যঃ আবির্ভাবিত-স্বরূপাঃ পার্ব্বত্যঃ ভবি-ষ্যন্ত্যেব, শ্রুতীনামানন্ত্যাদিতি জ্ঞেয়ম্। শ্রুতয়োঽপ্যত্রৈব পরম-প্রেমময়-রাস-লীলায়াং কৃতার্থা জাতা, ইত্যস্যা লীলায়া মহিমাপি দর্শিতঃ, অতস্তল্লীলানুভবেন উভয়ত্রাপি পরম-কৃতার্থত্বাৎ সহোপমা-সহোক্তি-নামালঙ্কারোঽয়ং ব্যঞ্জিতঃ।"

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

ষট্পঞ্চাশ অধ্যায়

কিন্তু, সর্ব্ব-সুরাসুর-নর-কিন্নর-জলচর-ভূচর-খেচর-সাগর-ধরাধর-সেবিত, সর্ব্ব-শাস্ত্র-সিদ্ধ, সর্ব্ব-লোক-সুপ্রসিদ্ধ সেই প্রেম-রস-সিন্ধুবিবর্দ্ধন-শ্রীশিবচন্দ্র স্বয়ং ভগবান্ ঐশ্বর্য্যাদি-ষড়্-গুণ-সম্পন্ন হইয়াও, তথা ঈশ্বর অর্থাৎ নিত্য নিত্য অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যাদি-ষড়্-গুণ-প্রকাশন-সমর্থ হইয়াও, "তত্র প্রতি স্বযূথমেব পৃথক্ পৃথক্ উপর্য্যুপরি নিহিত-বহু-বস্ত্র-রচিতেষু তাভিঃ কৢপ্তেষু আসনেষু উপবিষ্টঃ সন্" তত্র তত্র অসম্ভবরূপ-শোভাবির্ভাব-বশতঃ পরমা-প্রদীপ্তি-প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। এখানে সম্প্রতি এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, শ্রীশঙ্করদেব যখন স্বেচ্ছামাত্রেই বহ্নি-বিস্ফুলিঙ্গ-ন্যায়ে স্বশরীরতঃ আবির্ভাবিত নিঃসারিত একোন-নব-লক্ষ-সংখ্যক-নিজরূপ-নিচয়কে অন্তর্দ্ধানকালে "সূর্য্যোরশ্মিগণানিব" স্বস্বরূপে উপসংহৃত করিয়াছেন এবং এখনও পর্য্যন্ত যখন উপসংহৃত সেই সকল-রূপের পুনরাবির্ভাব সাধিত হয় নাই, তখন উপস্থিত অবসরে একাকী শ্রীশঙ্কর-দেব প্রতি পার্ব্বতী-সহস্রে একএকটী যূথ, গণ, বা বর্গ-স্বীকার করিলে, এবং নবলক্ষপার্ব্বতীদেবীর মধ্যে প্রতি সহস্র-পার্ব্বতীর উপর্য্যুপরি নিহিত-সহস্র উত্তরীয়-বস্ত্রে কল্পিত একটী একটী আসন ক্রমে ক্রমে নব-শত-সংখ্যায় উন্নীত হইলে, প্রতি আসনে বর্গশঃ সহস্র-সংখ্যায় উপবিষ্ট-পার্ব্বতীদেবীগণের মধ্যে যূথ-পতিরূপে নব-শত আসনে, অথবা প্রতি পার্ব্বতী-পার্শ্বে প্রাণ-পতি-হৃদয়-বল্লভরূপে উপবিষ্ট হইয়া, নব-লক্ষ-পার্ব্বতীদেবীর মনোরঞ্জন করিবেন কিরূপে?

"নন্মু তাবৎ-সংখ্যেযু আসনেষু কথমেক উপবিষ্টঃ?" এইরূপ প্রশ্নের উত্তর এই যে, শ্রীশঙ্করদেবের পরমেশ্বরত্বের প্রতি বেদে, পুরাণে, ইতি-হাসে, ধর্ম্ম-সংহিতা-গ্রন্থে, বা দর্শনাদি-শাস্ত্রে কুত্রাপি কোনরূপ বিপ্রতি-পত্তি, বা সন্দেহ-লেশ পরিদৃষ্ট না হওয়ায়, সর্ব্ববাদি-সম্মতরূপে ঈশ্বরত্ব-

সম্পন্ন-শ্রীশঙ্করদেব যদি তত্তদলক্ষিত-তাবৎ-প্রকাশবান্ হন, তথা তত্ত-দলক্ষিত-তাবৎ-প্রকাশবত্তার প্রতি যদি ভগবত্ত্বই একমাত্র হেতু হয়, তবে "ভগং শ্রীকামমাহাত্ম্য-বীর্য্য-যত্নার্ক-কীর্ত্তিষু", এইরূপ কোষ-শাসনানুসারে শ্রীশঙ্করদেব স্বয়ং ভগবান্ অর্থাৎ কামবান্ হওয়ায়, তাঁহার তাবৎ-সংখ্যক-সমস্ত আসনেই উপবেশন করিবার জন্য কামনা উপস্থিত হইলে, তদীয়া-মহীয়সী ঐশ্বর্য্য-শক্তিই শ্রীশঙ্করদেবের তাদৃশী-কামনা সম্যক্‌রূপে লক্ষ্য করিয়া, যোগমায়া-দ্বারা তদীয়-তাবৎ-সংখ্যক-প্রকাশ-সাধনে যত্নবতী হইলে, ঐশ্বর্য্য-শক্তি-কর্ত্তৃক যোগমায়া-সাহায্যে প্রকাশিত-তাবৎ-সংখ্যক-প্রকাশাবলম্বনে শ্রীশঙ্করদেব একাকী হইয়াও, তাবৎ-সংখ্যক-সমস্ত আসনে, অথবা প্রতিপার্ব্বতী-পার্শ্বে উপবেশন-পূর্ব্বক অবশ্যই তাঁহাদের প্রত্যেকের মনো-রঞ্জনে সমর্থ হইবেন, সন্দেহ নাই।

কিন্তু, শ্রীশঙ্করদেব প্রেম, দয়া, বা অনুগ্রহ-পরবশতা-প্রযুক্ত শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের পক্ষে এরূপে সর্ব্বভাবে সুলভ হইলেও, অন্যত্র কিন্তু এই শ্রীশঙ্করদেব যে পরমদুর্ল্লভ, তাহা "যোগেশ্বরান্তর্হৃদি কল্পিতাসনঃ", এই বিশেষণটীর তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূত অর্থের অনুসন্ধান করিলে, বিস্পষ্টরূপে উপলব্ধ হইতে পারে। সমাধি-সাধনে যাঁহারা সিদ্ধি-লাভ করিয়াছেন, তাদৃশ-সিদ্ধ-সমাধি-যোগেশ্বর অনন্তাখ্য শেষ-নাগ, তথা ব্রহ্মবরুণ-বাসব-কেশবাদি-মহাপ্রভাব-সম্পন্ন-দেবেশ্বর, কিম্বা সৌভরি-জৈগীষব্য-শুক-নারদ-বিশ্বামিত্র-পরাশর-প্রভৃতি-মহর্ষি-দেবর্ষি-ব্রহ্মর্ষি-গণ-কর্ত্তৃক যাঁহার জন্য ত্রিজগদ্দুর্ল্লভ, অনুপহত, অনুপভুক্ত, অনর্ঘ্য আসন নিজ-নিজ-হৃদয়-পুণ্ডরীকাভ্যন্তরে, বা একাগ্রচিত্তে ভাবমাত্র-সাহায্যেই হউক, অথবা মনঃ-সাহায্যে সমানীত দেব-দুর্ল্লভ-সামগ্রী-সমূহ-সাহায্যেই হউক, অতিযত্নের সহিত কল্পিত, রচিত, বা স্থাপিত হইয়াছে, ক্ষীরোদ-প্রভৃতি-সাগর-তীরস্থ-ব্রহ্ম-বরুণ-বাসব-কেশব-শেষনাগাদি-যোগেশ্বর-পরিষৎ-কর্ত্তৃক বহুকালব্যাপিনী-স্তুত্যাদি-দ্বারা গম্য-প্রাপ্য সেই ভগবান্ শ্রীশঙ্কর-দেব তাদৃশ-যোগেশ্বরগণের অন্তর্হৃদয়ে ভাব-কল্পিত আসনে মনোমধ্যে ক্ষণ-মাত্র-কালের জন্য পরোক্ষভাবেই যেন বিদ্যুদ্-বিকাশবৎ প্রাদুর্ভূত

হইয়া, পুনশ্চ পরক্ষণে অন্তর্হিত লুক্কায়িত হইয়া থাকেন সত্য ; কিন্তু এই শ্রীশঙ্করদেব যোগেশ্বরগণের পক্ষে এতাদৃশরূপ দুর্ল্লভ হইয়াও, মহাপ্রেমবতী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের প্রবলতর-প্রেমের এমনই বলবত্তর আকর্ষণ যে, তাদৃশ আকর্ষণের ফলে সুদৃঢ়তর-প্রেমময়-পাশাকৃষ্ট-হৃদয়ে স্বয়ং সাগ্রহে গোপী-গোপ-কুমারী-গিরিরাজ-নন্দিনী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী-দিগের পরিষৎ, বা সভাগতাবস্থায় দীর্ঘকাল-যাবৎ আলাপ-কৌশল-প্রদর্শন সহ অবস্থিতি-সত্ত্বেও, বিরক্তি-চাঞ্চল্য-চ্যুতি-বিচ্যুতি-বিরহিতাব্যগ্র-ভাবে অর্চ্চিত হইয়া থাকেন।

কিঞ্চ, শ্রীশঙ্করদেব কেবলই যে পার্ব্বতী-পরিষদ্গতাবস্থায় আসন, সুশীতল-কর্পূর-খণ্ডোজ্জ্বল-জল, নানারত্ন-বিভূষিত-দিব্যাম্বর, মৃগমদা-মোদাঙ্কিত-চন্দন, চারু-কনক-চম্পক-কুসুম-মালা, সুমার্জ্জিত-রত্নময়-মুকুর, মণিময়-বৃন্ত-মণ্ডিত-চারুতর-চামর, তাম্বূল, নর্ম্ম, স্মিত ও অপাঙ্গ-বিক্ষেপ-প্রভৃতি-দ্বারা অর্চ্চিত-সম্মানিতমাত্র হইয়াছিলেন, তাহা নহে, পরন্তু এই সকল-পার্ব্বতীদেবী-কর্ত্তৃক নিজ-নিজ-হৃদয়ের বহির্দ্দেশেই যমুনোত্তরী-পুলিন-প্রদেশস্থ-কদম্বাদি-কানন-তরুতলে ব্যবহার-বশতঃ যে সকল উত্তরীয়-বস্ত্র, বা তদ্-গত-সুগন্ধ উপভুক্ত হইয়াছে এবং তাদৃশ-স্ব-গাত্র-নির্ম্মাল্যভূত-স্বোপভুক্ত-সুগন্ধ-সহস্র-সহস্রোত্তরীয়-বসন-দ্বারা যে আসন কল্পিত-স্থাপিত হইয়াছে, তাদৃশ আসনেই উপবিষ্ট হইয়া, "ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যেকপদং বপুর্দ্দধৎ," অর্থাৎ ত্রৈলোক্য-মণ্ডলে, প্রাকৃতা-প্রাকৃতাধো-মধ্যোর্দ্ধ-লোকে, বৈকুণ্ঠ-মহাবৈকুণ্ঠাদি-পরম-ব্যোমাখ্য-শ্রীশিব-লোক-পর্য্যন্ত-সমগ্র-ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে যে লক্ষ্মী, যে পরম-শোভা, মুনি-মানস-লোভা-কান্তি, বা দ্যুতি নিজাপ্রতিহত আধিপত্য-বিস্তার-পূর্ব্বক বিবিধ-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের অধিকারী সর্ব্ব-দেব-দানব-মানবেশ্বর-গণেরও চিত্তে বিপুল-বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়া থাকে, স্বাবির্ভাব-পর্য্যন্ত-তত্তদনন্ত-যাবতীয়-বস্তু-নিষ্ঠ-নানাবিধ সেই সমস্ত-শোভাদি-সম্পত্তির এক-পদ, বা অনন্য-পরমাশ্রয়ভূত-বপুঃ-প্রকাশ-শরীর-ধারণ ও পরম-চরম-রূপ-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যবতী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের অঙ্গ-কান্তি-স্মিত-কটাক্ষ-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-লাবণ্য-লীলা-লহরী-দ্বারা পরিপোষণ-পুরঃসর বিশিষ্ট-

বাক্যালাপাদি-প্রসঙ্গে নিতরাং "চকাশ দিদীপে," পরমা-শোভা, চরমা-প্রদীপ্তি-প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। "যদ্বা তত্রোপবিষ্ট এব, তত্র তাদৃশোপবেশাদি-বিশিষ্ট এব যোগেশ্বরান্তর্হৃদি-কল্পিতাসনঃ, তাদৃশেন পার্ব্বতী-পরিষন্মধ্য-গতত্বেনৈব যোগেশ্বরান্তর্হৃদি-কল্পিতাসনঃ, অর্থাৎ তৎ-ক্ষণমারভ্য, অনন্তনাগ-বিষ্ণু-মহাবিষ্ণু-কপিল-পতঞ্জলি-মনু-প্রভৃতিভি-র্যোগেশ্বরৈঃ পার্ব্বতী-পরিষন্মধ্য-গত-তাদৃশোপবেশ-তাদৃশ-শোভা-তত্তন্নর্ম্ম-সংলাপাদি- বিশিষ্ট এব বরেণ্যবর-বরণীয়তমঃ দেবদেবঃ শ্রীশঙ্করঃ ধ্যানেন স্বহৃদয়ং আনিন্যে ইত্যর্থঃ।"

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে ষট্-পঞ্চাশ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়

কিঞ্চ, "যঃ খলু ভগবান্ ব্রহ্ম-কেশব-বাসবাদি-পরিষদা ক্ষীরোদাদি-তীরে স্তুত্যাদিভির্গম্য এব মনসি প্রাদুর্ভবন্ পরোক্ষ এব ক্ষণমাত্রমেব ভবেৎ, যস্য হি উপবেশনার্থং যোগেশ্বরৈঃ শেষ-বাসব-বিষ্ণু-মহাবিষ্ণু-প্রভৃতিভিঃ অন্তর্হৃদি হৃদয়াভ্যন্তর এব কল্পিতং মনসৈবানীতত্বাৎ, ত্রিজগদ্দুর্ল্লভমনুপহতং অনর্ঘ্যঞ্চ আসনং যত্নাতিশয়তঃ, স এব হি ভগবান্ গোপী-গোপ-কুমারী-হিম-নগ-নন্দিনী-পার্ব্বতী-পরিষদং স্বয়ং গত-স্তাম্বূল-নর্ম্ম-স্মিতাপাঙ্গাদিনা সম্মানিতঃ সভাজিতঃ তাভিরেব পার্ব্বতীভিঃ হৃদয়াদ্বহিরেব স্ব-গাত্র-নির্ম্মাল্য-বস্ত্রৈঃ স্বোপভুক্ত-সুগন্ধৈর্যদাসনং কল্পিতং, তত্রৈবোপবিষ্টশ্চকাশ, দিদীপে ইতি তু সত্যং;" কিন্তু সহি ভগবান্ প্রাকৃতা প্রাকৃতাধো-মধ্যোর্দ্ধ-লোকে যা লক্ষ্মীস্তত্তদনন্ত-স্বাংশ-পর্য্যন্ত-যাবতীয়-বস্তূনাং নানা-শোভাদি-সম্পত্তিস্তস্যা একং অনন্যৎ-পদং আশ্রয়-ভূতং যদ্বপুঃ, প্রকাশং শরীরমিতি যাবৎ, তদপি দধৎ তাসাং পার্ব্বতীনাং অঙ্গ-কান্তি-স্মিত-কটাক্ষাদি-মাধুর্য্যৈঃ পুষ্ণন্ কিং কর্ত্তুং তত্র গতঃ?" এইরূপ প্রশ্ন উপস্থিত হইলে, প্রস্তুত-প্রসঙ্গানুসরণে বলা যাইতে পারে যে, শরচ্চন্দ্র-নিভাননা, স্মেরানন-সরোরুহা, শরৎ-কালীন-রাজীব-রাজি-রুচির-রুচি-পর্য্যায়-শোভা-মোচন-লোচন-যুগলে শোভমানা, নিতম্ব-শ্রোণি-ভারার্ত্তা, ক্ষীণ-মধ্যা, বরারোহা, তুঙ্গ-স্তনী-বিশ্ব-বিমোহিনী-শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীদিগকে কাম-প্রযুক্ত হৃদয়ে নিজ-বিশাল-বিপুল-বক্ষঃস্থলে ধারণ-পূর্ব্বক বায়ু-বিমুক্ত-বস্ত্রা ঐ সকল-পার্ব্বতীদেবীর "স্তনমূরুং মুখেন্দুঞ্চ দৃষ্ট্বাদৃষ্ট্বা, শ্লেষং শ্লেষং প্রতি শ্লেষং" চুম্বন করিবার জন্যই যে রতার্থী রিরংসু-শ্রীশঙ্করদেব তথায় সমাগত হইয়াছেন, তাহা সুনিশ্চিত।

পক্ষান্তরে শ্রীশঙ্করদেব রিরংসু হইয়া, তথায় সমাগত হইলে, হইবে কি? শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ ত অধুনা তাঁহাকে রতি-দান করিতে, ইচ্ছা

করিতেছেন না। প্রণয়েরই স্বভাব-বশে সম্প্রতি তাঁহাদের মানসে নিগূঢ়ভাবে কোপের উৎপত্তি হওয়ায়, "রিরংসবে তস্মৈ শ্রীশঙ্করদেবায়" রতিদানে অনিচ্ছাবতী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের চেষ্টিত কীর্ত্তনীয় হইলে, অবশ্যই বলিতে হইবে যে, সহাস-সলীল-সুশোভন-সুন্দর-দর্শন ঈক্ষণ, বা অবলোকন-দ্বারা প্রকটীকৃত-বিভ্রম-বিলাস-সম্পন্ন-ভ্রূ-যুগল-সাহায্যে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ অনঙ্গ-দীপন, স্বীয়-কাম-ভাব-দ্যোতক, অথবা তাঁহাদিগেরই কামোদ্দীপনকারী সেই শ্রীশঙ্করদেবকে সভাজিত, অর্থাৎ তদুচিত-ভাব-রাশির সহায়তায় সম্মানিত করিলেও, "পূর্ব্বং নঃ সন্তজ্য গতঃ, সম্প্রতি এষ এবং চেষ্টতে," এতাদৃশরূপ স্ব-মানস-সমুৎপন্ন-প্রণয়-কোপ-গোপনার্থ অঙ্কে কৃত, অর্থাৎ শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃকই তাঁহাদিগের অঙ্কে ন্যস্ত, কিম্বা শ্রীশঙ্করদেবের অঙ্ঘ্রি-যুগল ও কর-কমল-দ্বয় স্বেচ্ছা-বশে তাঁহারা নিজ-নিজাঙ্কে ধারণ-পূর্ব্বক স্বাঙ্কে ধৃত-তদীয়-কর-চরণ-যুগলের সংস্পর্শন-দ্বারা সম্যগ্‌রূপে স্তুতি অর্থাৎ "অহো! তে কর-চরণানাং শৈত্যং অপূর্ব্বং, যৎ সংস্পর্শনেনৈব অস্মৎ-সন্তাপো দূরং গতঃ, তস্মাৎ ত্বং সত্যং সন্তাপ-দুঃখানভিজ্ঞঃ সদা সুখী বিধুরেবাসীতি" ব্যাজ-স্তুতি-সাহায্যে স্তবন-পুরঃসর অন্তঃকরণে ঈষৎ কুপিতা হইয়া, অর্থাৎ শ্রীশঙ্করদেবের দর্শনানন্দ-স্বভাব-বশেই তৎক্ষণ-মাত্রেই বিনষ্টীভূত-কোপের অবশিষ্ট অংশ, বা শেষ-ভাগবতী হইয়া, শ্রীশঙ্করদেবের প্রতি বক্ষ্যমাণরূপ-প্রশ্ন-বচন-কথনে প্রবৃত্তা হইলেন।

শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ মানসে ঈষৎ কুপিত হইয়া, শ্রীশঙ্করদেবের প্রতি প্রশ্ন-বচন-কথনে উদ্যত হইলেন, এই কথার প্রতি সম্প্রতি প্রশ্ন হইতেছে যে, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ শ্রীশঙ্করদেবের প্রতি মানসে ঈষৎ কুপিত হইতে পারেন কিরূপে? কিঞ্চ, ইতঃপূর্ব্বে যখন শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে আসন-কল্পনাদি-কল্পনা-সাহায্যে শ্রীশঙ্করদেবকে তাদৃশরূপে সভাজিত-সম্মানিত করিয়াছেন, তখন "তাদৃশরূপেণ সভাজনং কৃতবতী" সভাজিতবতী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ শ্রীশঙ্করদেবের প্রতি ঈষৎকোপের অবসর প্রাপ্ত হইবারই বা যোগ্য হইতে পারেন কিরূপে? এতাদৃশ-প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, শ্রীশঙ্করদেব যখন অনঙ্গ-দীপন,

অর্থাৎ শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের অনঙ্গ-ভাবোদ্দীপনকল্পে নানাবিধ-বিলাসময়-ভাবের দ্যোতন অভিব্যঞ্জন করিয়াছেন, তখন তাঁহার প্রতি তাঁহাদের ঈষৎ কুপিতা হইবার, বা কোপাবসর-প্রাপ্তির সুযোগ ঘটিবে নাই বা কেন ?

যদি বল, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ যখন প্রথম হইতেই নিজ-নিজ-কুচ--কুঙ্কুমাক্ত উত্তরীয়-বস্ত্র-সহস্র-সাহায্যে শ্রীশঙ্করদেবের উপবেশনার্থ আসন-রচনা করিয়া, নিজেদেরই তাদৃশ অনঙ্গ-দীপনত্ব প্রকটিত করিয়াছেন, তখন তাঁহারা "স্বেষামেব তদনঙ্গ-দীপনত্বে প্রাগেব জাতে সতি", অধুনা শ্রীশঙ্করদেবের তাদৃশ অনঙ্গ-দীপনত্ব-দর্শন করিয়া, "পূর্ব্বং পরিত্যজ্য গতঃ, সম্প্রত্যসৌ এবং চেষ্টতে, ইতি প্রণয়-স্বভাব-বিমর্শনেন সমুদিতমপি, সন্তমপি কোপং ব্যক্তীকর্ত্তুং কথমর্হন্তি ?" তবে প্রতিবচন-কথনাবসরে অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ ত শ্রীশঙ্করদেবের প্রতি বিস্পষ্টরূপে কোনরূপ কোপ-লক্ষণ পরিব্যক্ত, প্রকাশিত করেন নাই। পক্ষান্তরে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীকর-চরণ-কমল-যুগল নিজ-নিজ অঙ্কে ধারণ ও সংস্পর্শন-দ্বারা সংস্তবন-পূর্ব্বক অর্থাৎ "অহো! স্পর্শঃ অহো! তে কর-চরণানাং শৈত্যং অপূর্ব্বম্", ইত্যাদিরূপে তৎ-তৎ-কর-চরণ-স্পর্শ-পুরঃসর নানা-গুণ-প্রশংসা-সাহায্যে শ্রীশঙ্করদেবের সন্তোষ-সাধন করিয়া, তদ্দ্বারা মনো-মধ্যে আবির্ভূত-তাদৃশ-কোপ-ভাবের গোপনই করিয়াছেন; সুতরাং শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীদিগের সম্বন্ধে "সন্তমপি কোপং ব্যক্তীকর্ত্তুং কথমর্হন্তি" একথা বলা সঙ্গত হইতে পারে কিরূপে ?

যদি বল, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের কোপ-ভাব-গোপন ত পরের কথা; শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের মানসে প্রথমতঃ যে তাদৃশ-কোপভাব সমুদিত হইয়া, নিজ আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহা কিরূপে অবগত হওয়া যাইতে পারে? তবে উত্তর-বচন-কথনাবসরে "সহাসলীলেক্ষণবিভ্রমভ্রুবা" এই তৃতীয়া-বিভক্তির উপলক্ষণার্থতা-স্বীকার করিয়া, "ভাবিনি ভূতবদুপচারঃ" রীতির অনুসরণে স্পষ্টই বলা যাইতে পারে যে, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ বক্ষ্যমাণ-নিজ-নিজ-প্রশ্ন-বচন-নিচয়-

সাহায্যেই নিজ-নিজ-মানসে সমুদ্গত-কোপ-জনিত-দোষ পরিব্যক্ত করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের মানসে তৎকালে যদি কোপের সঞ্চার না হইত, তবে তৎকালে নিশ্চিতই তাঁহাদিগের তাদৃশ-ভ্রূ-বিলাস উপস্থিত হইত না। অথচ শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীদিগের তাদৃশ-ভ্রূ-বিলাসের উপস্থিতি যখন বিস্পষ্টরূপেই পরিদৃষ্টা হইতেছে, তখন মতি-কৌটিল্য-ব্যঞ্জক-তাদৃশ-ভ্রূ-বিলাস-দ্বারা অবশ্য অবগত হইতে হইবে যে, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের মানসে তৎকালে ঈষৎ-কোপের আবির্ভাব হইয়াছিল।

কিঞ্চ, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের চাতুর্য্য-পূর্ণ-প্রশ্ন-বচন-নিচয়ে এবং ভ্রূ-বিভ্রমেও কোপ-কার্য্য-কোটিল্য যে পরিব্যক্ত হইয়াছিল, একথা অগ্রিম-গ্রন্থে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের প্রশ্ন-পরিপাটী-সাহায্যে বিশেষ-রূপে ব্যক্তীকৃতা হইবে। তদেবমবহিত্থানাম সঞ্চারী ব্যক্তঃ, তদুক্তং, অনুভাব-পিধানার্থোঽবহিত্থং ভাব উচ্যতে ইতি। অবহিত্থা ইতি স্ত্রীলিঙ্গতা চ। তথা হেতুঃ কশ্চিদ্ভবেৎ, কশ্চিদ্ গোপ্যঃ, কশ্চন গোপনঃ। ইতি-ভাবত্রয়স্যাস্য, বিনিয়োগঃ সমীক্ষ্যতে ইতি চ। যথা-হেতুরত্র কোটিল্যমেব, গোপ্যঃ অসূয়াময়ঃ অমর্ষঃ, গোপয়ন্ত্যনেনেতি গোপনঃ, স চাত্র তাদৃশ-তয়া তত্তৎ-স্পর্শ-সংস্তবাভ্যাং প্রত্যায়িতং হর্ষ-কৌটিল্যং, সহাসাদিত্বঞ্চ মতি-কৌটিল্যং, অয়মপি ঈষৎ-কোপঃ তদেব প্রত্যায়য়তি। এবমত্রাপি যোগমায়া-বৈভবমেব দর্শিতং, সর্ব্বাভির্যুগপৎ তথা ব্যবহারাৎ। অঙ্ঘ্রি-হস্তয়োরিতি দ্বিত্বং প্রত্যেকং জাত্যপেক্ষয়া।"

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়

অনন্তর প্রশ্ন-পরিপাটী-প্রদর্শনাভিপ্রায়ে অত্র-স্থলে প্রত্যেক-পার্ব্বতী-দেবী স্ব-গত-ভাবে নিজ-নিজ-মানসে এইরূপ বিচার করিতে লাগিলেন যে, প্রেমিক-জন-মুকুট-মণিভূত হইয়াও, শ্রীশঙ্করদেব যখন আমাদিগকে এরূপে দুরবস্থা-প্রাপ্তা করিয়াছেন, তখন তিনি অদ্য আমাদিগের দ্বারা অবশ্যই এইরূপে প্রষ্টব্য হইতেছেন যে, ভোঃ শঙ্কর! আপনার সম্বন্ধে আমাদের প্রতি প্রীতি, ঔদাসীন্য, অথবা দ্রোহ, এই তিনটী পক্ষ সম্ভাব্যমান হইলেও, বিচার-দ্বারা কিন্তু দৃষ্ট হইতেছে যে, উক্ত-পক্ষ-ত্রয়ের মধ্যে একটী পক্ষও সুঘটিত হইতেছে না। কারণ, আপনার সম্বন্ধে উক্তরূপ তিনটী পক্ষের মধ্যে প্রথম-প্রীতি-পক্ষে প্রশ্ন হইতেছে যে, আমাদের প্রতি আপনার এই যে প্রীতি, এই প্রীতি কি সোপাধিকী? অথবা নিরুপাধিকী? আদ্য-সোপাধিক-পক্ষ সঙ্গত নহে; কারণ, সোপাধি-প্রীতিমান্ নায়ক-জন নিশ্চিতই স্বীয়-কাম-সম্পাদক-জন-গণকে অনুরঞ্জিতই করিয়া থাকেন, কিন্তু কদাচিদপি বিরঞ্জিত করিতে পারেন না। অথচ দৃষ্ট হইতেছে যে, আপনি আমাদিগকে নিজ-বিরহ-দাবাগ্নি-জ্বালা-মালা-সাহায্যে সমাকুলিতা করিয়া, আমাদিগের বধার্থ আমাদিগকে নির্দ্দগ্ধা করিয়াছেন। এইরূপ নিরুপাধি-পক্ষও সঙ্গত নহে; কারণ, গভীর-রাত্রিকালে ঘোর-সত্ত্ব-নিষেবিত-বন-মধ্যে আমাদিগকে অতিনির্দ্দয়ভাবে পরিত্যাগ করিয়া এবং অন্তর্হিতাবস্থায় অন্তরীক্ষ-তলে অবস্থিতি-কালে আমাদের তাদৃশ-দুঃসহ-কষ্ট-দর্শন করিয়াও, যখন আপনার মানসে কিঞ্চিৎমাত্রও ক্লম, বা ক্লেশের উৎপত্তি হয় নাই, তখন আপনাকে নিরুপাধি-প্রীতিমান্‌ও বলা যাইতে পারে না।

এইরূপ দ্বিতীয় ঔদাসীন্য-পক্ষও সুঘটিত হইতেছে না; কারণ, বিস্পষ্টরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছে যে, আপনি আমাদিগের সুখ-দুঃখের

সাধক-স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। অতএব আপনার তৃতীয়-পক্ষভূত-দ্রোহও আত্ম-সমর্থনে সমর্থ হইতেছে না ; কারণ, আপনার এই তৃতীয়-পক্ষভূত-দ্রোহটী শাশ্বতিক ? অথবা প্রাতিকূল্য-নিবন্ধন ? এতাদৃশ-বিকল্প-ভার-সহনে একান্ত অক্ষম। যদি বলা যায় শাশ্বতিক, তবে আমরা বলিব, না, শাশ্বতিক হইতে পারে না, কই এতদিন-পর্য্যন্ত ত আপনার এতাদৃশ দ্রোহ পরিদৃষ্ট হয় নাই। তথা আপনার এই দ্রোহটী প্রাতিকূল্য-নিবন্ধনও হইতে পারে না ; কেননা ; আমাদিগের প্রতি আপনার এতাদৃশ প্রাতিকূল্যের অভাবই এযাবৎকাল পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং বর্ত্তমান অবসরেও এমন কোন গুরুতর-কারণ ঘটে নাই, যদ্দ্বারা আপনি আমাদের প্রতি এতাদৃশ প্রতিকূলাচরণ করিতে পারেন, অতএব পরিশেষে এইরূপ স্বীকার করা যাইতে পারে যে, আপনার এই দ্রোহটী শাশ্বতিক, বা প্রাতি-কূল্য-নিবন্ধন না হইলেও, আশ্বস্ত-পরিচারক-জন-জিঘাংসা-লক্ষণ-বিলক্ষণ যে কোন একটী দ্রোহ, তাদৃশ দ্রোহের উদাহরণীভূত হওয়ায়, আপনি আমাদিগকে এরূপে নির্দ্দয়ভাবে নির্দ্দগ্ধা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।

শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ স্বগতভাবে মনে মনে শ্রীশঙ্করদেব-সম্বন্ধে উক্তরূপ-বিচার করিয়া, পুনশ্চ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমাদিগের পক্ষে এসকল-কথা শ্রীশঙ্করদেবের সমক্ষে পরিস্ফুটরূপে নিজ-মুখে বাচ্য নহে সত্য ; কিন্তু প্রহেলিকা-ভঙ্গি-সাহায্যে শ্রীশঙ্করদেবের সমীপে এমন কোন কোনরূপ প্রশ্ন করিতে হইবে যে, যে সকল-প্রশ্নের যথার্থরূপে প্রত্যুত্তর-দানে প্রবৃত্ত হইয়া, শ্রীশঙ্করদেব আমাদিগের দ্বারা মনে মনে বিচারিত উক্তরূপ অর্থ-বিশিষ্ট-বাক্য-সকল-কথন করিতে বাধ্য হন। কিঞ্চ, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ উক্ত-রূপ-চিন্তার অবসানে সহৃদয়তা-প্রযুক্ত পরস্পরের মনো-গত-বিমর্শ তুল্য-রূপ হওয়ায়, সকলে একযোগে শ্রীশঙ্করদেবকে সম্বোধন-পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন যে, ভো মহাপ্রাজ্ঞ! শঙ্কর! আপনি অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আমাদের একটী প্রহেলিকার যথাযথ উত্তর-বচন-কথন করুন।

হে দেব! আমাদের প্রহেলিকাটী এইরূপ হইতেছে যে, "ভজতোহনু-ভজন্ত্যেকে, এক এতদ্বিপর্য্যয়ম্। নোভয়াংশ্চ ভজন্ত্যন্যে, এতন্নো ব্রূহি

সাধু ভোঃ।” অর্থাৎ ভজন-পরায়ণ-জনগণকে অনুলক্ষ্যীকৃত করিয়াই, একশ্রেণীর জনগণ অপেক্ষা-বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া, তাহাদিগের ভজন করিয়া থাকে। অত্র-স্থলে অপেক্ষা-বিষয়ীভূত-বস্তুর অলাভ হইলে, কিন্তু “ভজতো জনান্ অনুলক্ষ্যীকৃত্য একে জনা নৈব ভজন্তীতি সোপাধি-প্রীতি-রায়াতা।” তথা অপর এক শ্রেণীর জনগণ এতদ্বিপর্য্যয় যেরূপে হইতে পারে, তাদৃশরূপে অর্থাৎ অভজন-পরায়ণ-জনগণকে অনুলক্ষ্যীকৃত না করিয়াই, কেবলমাত্র নিরপেক্ষতা-সমাশ্রয়ণে তাহাদিগের ভজন করিয়া থাকে। অত্র স্থলে স্বীয় অপেক্ষিত-ফলান্তরের অনুদ্দেশ-প্রযুক্ত, অথবা ভজন-ত্যাগ-নিবন্ধন অভজনকারি-জনগণের প্রতি করুণা-পরবশতা-নিবন্ধন নিরপেক্ষ-ভজন কথিত হওয়ায়, ভজন-কর্ত্তার “নিরুপাধি-প্রীতিরায়াতা।” এইরূপ অন্যান্য-জনগণ কি ভজনকারী, আর কি ভজন-ত্যাগী অভজনকারী, এই দুইজনের মধ্যে কোন জনেরই ভজন করেন না, অর্থাৎ “সাপেক্ষমপি, নিরপেক্ষমপি নৈব ভজন্তীত্যৌদাসীন্যমায়াতম্। তথা দ্বেষো দ্রোহশ্চাপ্যভজনং ভবেদিতি তাবপি আয়াতাবিত্যত এতদ্বিবরণে এবমেব কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অধিকমপি ব্যক্তীকরিষ্যতে শ্রীভগবতা।”

কিঞ্চ, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ উক্তরূপে স্বাভিপ্রেত-প্রশ্ন-ত্রয়ের যথাযথ-বিবরণ করিয়া, পরিশেষে শ্রীশঙ্করদেবকে স্বকৃত-প্রশ্ন-ত্রিতয়ের উত্তর-দানার্থ অনুরোধ-পূর্ব্বক কহিলেন যে, হে শঙ্কর! ভজনকারি-প্রাণিগণের ভজনের অনন্তর যাহারা তদীয়-ভজনানুসারে অপেক্ষা-বশতঃ তাহাদিগকে ভজন করে, কিম্বা ভজন না করিলেও, যাহারা কেবল-করুণাময়-সাগরতা-প্রযুক্ত তাদৃশ অভজনকারীর নিরপেক্ষভাবে ভজন করে এবং যাহারা কি ভজনকারী, তথা কি অভজনকারী, কাহারও ভজন করে না, তাহারা কে? “তে তে কে? কিম্বা তেষাং ফলং? তথা এতদ্ভজনং, অভজনং বা কিম্? তৎ সর্ব্বং বিবিচ্য, বৈয়ধিকরণ্যং মুঞ্চন্, সাধু যথার্থমেব যথা স্যাৎ, তথা ব্রূহি কথয়”, বিস্পষ্ট করিয়া, আমাদিগকে বলুন, এই সমস্ত-কথা সবিশেষ আমাদিগকে বুঝাইয়া দিন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ-পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

একোনষষ্টিতম অধ্যায়

ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবেরই বচন-নিচয়-সাহায্যে তদীয়াকৃতজ্ঞতোপপাদনে অভিলাষিণী; সুতরাং গূঢ়াভিপ্রায়া ঐ সকল-পার্ব্বতীদেবী লোকবৃত্তান্ত-বিষয়িণীপৃচ্ছার ন্যায় শ্রীশঙ্করদেবের নিকটে পূর্ব্ব-বিবৃতানুরূপ তিনটী প্রশ্ন করিয়া, বাগ্-ব্যাপার হইতে বিরতা হইলে, সর্ব্বজ্ঞ-ভগবান শ্রীশঙ্করদেব শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের মনোগত-নিগূঢ় অভিপ্রায় অবগত হইয়া, যথাযথ-প্রত্যুত্তর-প্রদানাবসরে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন যে, হে দেব্যঃ! পার্ব্বত্যঃ! সখ্যঃ! উপকার-প্রত্যুপকারাপেক্ষাবশে যাহারা মিথঃ পরস্পরের ভজন করে, অন্যোহন্য-ভজনকারিণী সেই সকল-ব্যক্তি কদাচিদপি অন্য-জনের ভজন করে না। পক্ষান্তরে তাহারা আত্ম-স্বরূপেরই ভজন, বা উপাসনা করিয়া থাকে। কারণ, অন্যোহন্য-ভজনকারি-জনগণ নিজ-নিজ-স্বার্থসম্পাদন-কল্পেই একান্ত উদ্যম-সম্পন্ন হইয়া থাকে। স্বার্থ-শব্দের এখানে স্বীয়-দৃষ্টাদৃষ্ট-ফলরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে।

"ভজন্তি যে যথা দেবান্, দেবা অপি তথৈব তান্।" এইরূপ ন্যায়ের অনুসরণে যজ্ঞাদি-দ্বারা সন্তোষিত-দেবতাগণ যেমন যজমানজনগণকে স্বর্গাদি-দান করিয়া থাকেন, তৃণ-জলাদি-দ্বারা পরিপালিত-গোমহিষ্যাদি-পশুগণ যেমন গৃহ-স্বামীকে দুগ্ধ-দান করিয়া থাকে, সেইরূপ তোমা-কর্ত্তৃক উপকৃত হইয়া, আমি যদি তোমার কোনরূপ উপকার-সাধনে প্রবৃত্ত হই, তবে তোমার উপকার-সম্পাদন-কল্পে মদীয়-সমুদ্যম, বা প্রবৃত্তির অন্তরালে যে তোমারই নিকট হইতে কালান্তরে উপকারপ্রাপ্তির আশা অতিঘনিষ্ঠভাবে অবস্থিতি করিতেছে, তাহা সুনিশ্চিতরূপেই অবগত হইতে হইবে। এইরূপ আমা-কর্ত্তৃক উপকৃত হইয়া, তুমি যদি আমার কোনরূপ উপকার-সাধনে সমুদ্যত, বা প্রবৃত্ত হও, তবে

মদীয় উপকার-সম্পাদন-কল্পে ত্বদীয়-সমুদ্যম, বা প্রবৃত্তির অন্তরালে যে আমারই নিকট হইতে কালান্তরে অপরবিধ কোনরূপ উপকার-প্রাপ্তি-বিষয়িণী আশা অতিঘনিষ্ঠরূপে অবস্থিতি করিতেছে না, তাহা কে বলিতে পারে ?

অতএব তুমি যখন মৎকর্ত্তৃক উপকৃত না হইয়া, আমার উপকার-সাধনে প্রবৃত্ত হও না এবং আমি যখন ত্বৎ-কর্ত্তৃক উপকৃত না হইয়া, তোমার উপকার-সাধনে প্রবৃত্ত হই না, তথা তুমি, বা আমি, আমরা পরস্পর যখন পরস্পরের উপকারে প্রবৃত্ত হইয়াও, পরস্পরের নিকট হইতে নিজ-নিজ অভীষ্ট-সিদ্ধির আশা করিয়া থাকি, তখন আমরা কেমন করিয়া বলিতে পারি যে, তুমি আমার ভজন করিতেছ ? বা আমি তোমার ভজন করিতেছি ? তবেই দেখা যাইতেছে যে, তুমি আমার ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াও, যখন আমার নিকট হইতে স্বীয় অভীষ্ট-সিদ্ধির আশা করিতেছ, বা আমি তোমার ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াও, যখন তোমার নিকট হইতে মনে মনে নিজ অভীষ্ট-সিদ্ধির আশা করিতেছি, তখন আমরা পরোক্ষভাবেই হউক, অথবা অপরোক্ষভাবেই হউক, তোমার আমার ভজন না করিয়া, নিজ-নিজ আত্মারই যে ভজন, বা উপাসনা করিতেছি, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি আছে ?

সেইজন্যই বলিতেছিলাম যে, "হে সখ্যঃ ! পার্ব্বত্যঃ ! উপকার-প্রত্যুপকারতয়া যে মিথো ভজন্তি, তে ত্বন্যং ন ভজন্তি, কিন্তু আত্মানমেব ভজন্তি। কুতঃ ? স্বার্থৈকান্তোদ্যমা হি তে, হি যস্মাৎ স্বার্থ এব একান্ত স্তন্মাত্রনিষ্ঠ উদ্যমো যেষাং তে, তত্র চ ন সৌহৃদং, অতো ন সুখং, ন চ ধর্ম্মঃ, দৃষ্টোদ্দেশাৎ, গো-মহিষ্যাদি-ভজনবৎ।" "ন তত্র সৌহৃদং, বা ধর্ম্মঃ", একথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, সৌহৃদ ও ধর্ম্ম, এই দুইটী বস্তু সর্ব্ব-জন-সমাজে, বা শাস্ত্র-সিদ্ধান্তে নিরপবাদরূপে অতিসুপ্রসিদ্ধ হইলেও, এরূপ স্থলে অর্থাৎ স্বার্থ-সাধন-কল্পে একান্ত উদ্যম-সম্পন্ন-জন-সম্বন্ধে কিন্তু বক্ষ্যমাণ-রীতি অনুসারে অপবাদের সহিত বর্ত্তমান সাপবাদ, বা বাধক-বিশিষ্ট বলিয়া, মনে করা যাইতে পারে। কারণ, "ধর্ম্মস্ত

স্বাতন্ত্র্যেণ পুরুষার্থত্বেঽপি অর্থ-কামাভ্যাং পরিবর্ত্তনায় বিনিয়োগাপাতাৎ, সৌহৃদস্য চ কৈতবময়ত্বাৎ ইতি।”

অর্থাৎ অপূর্ব্বাবস্থ-ধর্ম্মের স্বতন্ত্রভাবে পুরুষার্থতা-স্বীকার-সত্ত্বেও, অত্র-স্থলে উপকার-প্রত্যুপকারাপেক্ষা-বশতঃ সম্পাদনীয় অর্থ ও কাম-দ্বারা তৎ-স্বাতন্ত্র্য-বিঘাতকরূপে পরিবর্ত্তন-কল্পে বিনিয়োগান্তরের আপতন অবশ্যম্ভাবী এবং নির্ব্যলীক-সৌহৃদের সম্বন্ধেও স্বার্থানুসন্ধান-কল্পে কৃত-দান, বা উপকারের প্রতিদান, বা প্রত্যুপকার-প্রাপ্ত্যাশা-স্বরূপ-ব্যলীক-ভাবের সংমিশ্রণ-নিবন্ধন কৈতবময়ত্বাপত্তিও অপরিহরণীয়া হইতেছে। “অন্যথা উক্তাদন্য-প্রকারেণ তন্মিথো ভজনং ন স্যাৎ।” তাৎপর্য্য এই যে, উপকার-প্রত্যুপকারাপেক্ষা-বশে যাহারা মিথঃ ভজন করে, তাহারা স্বার্থে, দৃষ্টাদৃষ্ট-স্বীয়-ফলার্থেই একান্ত উদ্যম-সম্পন্ন হওয়ায়, নিশ্চিতই নিজ আত্মারই ভজন করিয়া থাকে; কিন্তু অন্যের ভজন করে না, তথা এই মিথঃ ভজন উক্তানুরূপ-প্রকার-ভিন্ন অন্যথা প্রকারান্তরে সম্ভবপরও হইতে পারে না। অতএব যাহারা স্বার্থৈকান্তোদ্যম-সম্পন্ন, তাদৃশ-স্বার্থপর, সোপাধি-প্রীতিমান্, কামি-লোক-সকলে প্রেম-লক্ষণ-সৌহৃদ্য ও উত্তর-শ্লোকার্থ-দৃষ্টি-সাহায্যে নিরপবাদ-ধর্ম্মের অবস্থিতি কদাপি সম্ভবপরা নহে।

অনন্তরাতীত-গ্রন্থে আমি “তত্র চ ন সৌহৃদং, অতো ন সুখং, ন চ ধর্ম্মঃ, দৃষ্টোদ্দেশাৎ, গো-মহিষ্যাদি-ভজনবৎ”, এই কথা বলিয়া আসিয়াছি বটে; কিন্তু অর্থ-বল-বশে স্বামি-কৃত উক্তরূপ-ব্যাখ্যানের বিরুদ্ধে যদি কেহ বলেন যে, এখানেও দৃষ্ট-সুখের সংঘটন অবশ্যম্ভাবী হওয়ায়, “অতো ন সুখং”, এইরূপ ব্যাখ্যান সঙ্গত হইতে পারে না, তবে আমরা বলিব যে, তত্রাপি অর্থাৎ স্ব-স্ব অভিপ্রায়ানুরূপ অর্থ-সম্পাদন-কল্পে একান্ত উদ্যম-পরায়ণ-স্বার্থপর-জনগণের পরস্পরকৃত-ভজন-স্থলে দৃষ্ট-সুখ-লাভ যদিচ সম্ভবপর, তথাপি সৌহৃদ-রাহিত্য-প্রযুক্ত তাদৃশ-স্থলে উত্তমোত্তম-জনগণের সুখ-লাভ, বা সুখ-বৃদ্ধির সম্ভাবনা না থাকায়, “সৌহৃদ্য-রাহিত্যেন উত্তমানাং সুখ-বৃদ্ধির্ন জায়তে,” এইরূপ-ভাবের অনুসরণ-পূর্ব্বক “অতো ন সুখং,” এইরূপ ব্যাখ্যান অসঙ্গত, বা অনুচিত

বিবেচিত হইতে পারে না। কিঞ্চ, পূর্ব্ব-কৃত-প্রশ্ন-ত্রয়ের মধ্যে "ভজতোঽনুভজন্ত্যেকে", এই প্রথম-প্রশ্নের উত্তর-বচন-কথনোপসংহার-কালে অবশিষ্ট-বক্তব্য এই যে, উপকার-প্রত্যুপকারাপেক্ষা-বশে যেস্থলে পরস্পর পরস্পরের ভজনে প্রবৃত্ত হয়, তাদৃশ-স্থলে পরস্পর-কৃত-তথাভূত-ভজন অন্যার্থ প্রতীয়মান হইলেও, ঐ ভজন যে বাস্তবিক-পক্ষে স্ব-প্রয়োজন-সিদ্ধ্যর্থই প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে একোনষষ্টিতম অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

ষষ্টিতম অধ্যায়

অধুনা "এক এতদ্বিপর্য্যয়ম্", এই দ্বিতীয়-প্রশ্নের উত্তর-দানাবসর উপস্থিত হওয়ায়, শ্রীশঙ্করদেব শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন,—হে সুমধ্যমাঃ! সর্ব্ব-সল্লক্ষণোপলক্ষিতাশেষ-শোভন-গুণবত্যঃ! পার্ব্বত্যঃ! কোনরূপ ভজন না করিলেও, সম্পূর্ণরূপে অভজনকারি-জনগণকে যাঁহারা ভজন করেন, তাঁহারা করুণ ও স্নিগ্ধ-ভেদে দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছেন। তন্মধ্যে অহৈতুক-দয়া-সিন্ধু, অকারণ করুণাময়-সাগর, শুদ্ধ-ভক্তকুল-চূড়ামণি-শ্রীমান্ নন্দী, জৈগীষব্য, দধীচি, প্রহ্লাদ ও হনুমৎ-প্রভৃতি-মদীয়-শুদ্ধ-ভক্তগণ করুণ-শ্রেণীর ভক্তগণের অধিনায়ক-পদে অবস্থিতি করিতেছেন। কারণ, এই নন্দী, জৈগীষব্য, দধীচি, প্রহ্লাদ, বা হনুমৎ-প্রভৃতি-শুদ্ধ-ভক্ত-সমূহেই নিরুপাধি-করুণ-রসের উদয় পরিদৃষ্ট হইয়াছে! এইরূপ অহৈতুক-স্নেহ-সিন্ধু, বা অকারণ-স্নেহময়-সাগর-ভূতা মাতা ও পিতা স্নিগ্ধ-শ্রেণীর জনগণের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ-শিখর-স্থানে অধিরূঢ় রহিয়াছেন। কারণ, এই মাতা ও পিতা প্রভৃতি-স্নিগ্ধ-জন-সমূহেই তাদৃশ-নিরুপাধি-স্নেহ-রসের উদয় পরিদৃষ্ট হইয়াছে এবং হইতেছে।

অত্রস্থলে "করুণাঃ পিতরৌ যথা", এইরূপে দৃষ্টান্ত-দ্বৈবিধ্য প্রদর্শিত হওয়ায়, করুণ ও স্নিগ্ধ, এই উভয়-শ্রেণীর জনগণই প্রত্যুপ-কারানপেক্ষী, তথা করুণা ও স্নেহ-পাত্রের সুখ-দুঃখে সমান-সুখ-দুঃখবান্ হইয়া থাকেন এবং নিজ-নিজ-প্রাণান্ত-কাল উপস্থিত হইলেও, অভজন-কারী এই সকল-করুণা-ভাজন, বা স্নেহ-পাত্রের ভজন-পরিত্যাগ করেন না বলিয়া, যদিচ তাঁহাদের সকলেরই শ্রেষ্ঠত্ব সমান, তথাপি শাস্ত্র-নির্দ্দেশানুসারে বলিতে হইলে, কিন্তু বলিতে হইবে যে, "উভয়েষু মধ্যে পূর্ব্বে-করুণ-পক্ষীয়াঃ শ্রেষ্ঠাঃ, উত্তরে স্নিগ্ধ-পক্ষীয়া অবরাঃ।" তথা করুণ ও স্নিগ্ধ, এই উভয়-পক্ষীয়-জন-সমূহেই নিরপবাদ অর্থাৎ

ফলাকাঙ্ক্ষা-রাহিত্য-নিবন্ধন অবিনশ্বর, অথবা বিপ্রতিপত্তি-রহিত ধর্ম্ম ও তথাবিধ-নিরপবাদ-প্রেম-লক্ষণ-সৌহৃদ নিরন্তর অবস্থিতি করিতেছে, জানিতে হইবে।

অথবা এস্থলে এরূপও বলা যাইতে পারে যে, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী-দিগের কৃত, পূর্ব্বতন-গ্রন্থে বিবৃত-প্রশ্ন-ত্রয়ের মধ্যে, প্রথম-প্রশ্নের উত্তর-দানাবসরে সোপাধি-প্রীতিমান্ কামী; সুতরাং সোপাধি-ভজন-পরায়ণ-জনগণের সম্বন্ধে উদ্দিষ্ট-ধর্ম্ম ও সৌহৃদের সাপবাদত্ব-কথন করিয়া, সম্প্রতি নিরুপাধি-প্রীতিমান্ অকামী; সুতরাং নিরুপাধি-ভজনশীল-জন-গণের সম্বন্ধে উদ্দিষ্ট-ধর্ম্ম ও সৌহৃদের নিরপবাদত্ব-কীর্ত্তন ও নিরুপাধি-ভজন-স্থলে উদাহরণীকৃত-করুণ, অর্থাৎ দয়ালু-জনগণের, তথা মাতা-পিতার অবিশেষত্ব-কথনাভিপ্রায়েই শ্রীশঙ্করদেব "ভজন্ত্যভজতো যে বৈ, করুণাঃ পিতরৌ যথা। ধর্ম্মো নিরপবাদোঽত্র, সৌহৃদঞ্চ সুমধ্যমাঃ।" এইরূপ উত্তর-প্রদান করিয়াছেন। অহৈতুক-দয়া-সিন্ধু-করুণা-বরুণালয়-ভূত-করুণ-জন-সমূহে নিরপবাদ, অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত, বিপ্রতিপত্তি-বিবর্জ্জিত, অবিনশ্বর-ধর্ম্ম যেমন চিরদিনই সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, সর্ব্ব-ভূত-সুখাবহরূপে স্পষ্টতঃ উপলভ্যমান, অকৃত্রিম-প্রেম-লক্ষণ-নিরপবাদ-সৌহৃদ্যও সেইরূপ তাঁহাদের হৃদয়-কন্দরটীকে চিরদিনই পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। এইরূপে সন্তানগণের প্রতি চিরদিনের জন্যই অকপট, বা অকৃত্রিম-নিরপবাদ-সৌহৃদ্য-সম্পন্না-মাতা ও তথাবিধ-পিতার পুত্রাদি-প্রতিপালনরূপ-কার্য্যটী গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের সহায়-ভাবাপন্ন হওয়ায়, সামান্য-শাস্ত্র-প্রাপ্ত-নিরপবাদ-ধর্ম্মও তাঁহাদের দোষ-বিবর্জ্জিত-জীবনের অলঙ্কার-স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন।

অতএব উদাহরণীকৃত-নিরুপাধি-ভজনশীল-করুণ-কৃপালু-জনগণ, তথা স্নিগ্ধতমা-মাতা ও পিতার সম্বন্ধে সমুদ্দিষ্ট-নিরপবাদ-ধর্ম্ম এবং সুহৃদ্‌ভাবের মধ্যে যে কোনরূপ বিশেষত্ব, বা বৈলক্ষণ্য নাই, তাহা যেমন সর্ব্বজন-স্বীকার্য্য, সেইরূপ অভজনকারি-জনগণের যাঁহারা নিরপেক্ষ-ভাবে ভজন করেন, সেই সকল-করুণ-জন, বা মাতা পিতার মধ্যেও অবিশেষত্ব অবশ্য অবগত হইতে হইবে। হে সুমধ্যমাঃ! তোমাদের

দ্বিতীয়-প্রশ্নের উত্তর-দান-কল্পে অবতারিত এই নিরাপবাদ-ধর্ম্ম ও সৌহৃদাদি-সর্ব্ব-সল্লক্ষণোপলক্ষণাশ্রয়াশ্রিত-বিবিধ-তাদৃশাশেষ-সদ্-গুণ-রাশি তোমাদিগেরই শরীরাশ্রয়ে যখন প্রতিনিয়তকাল অবস্থিতি-পুরঃসর বিস্পষ্টরূপে বিভাত হইতেছে, তখন "ভবত্য এব তত্র সাক্ষিণ্যঃ", তোমরা সকলেই মদুক্ত-দ্বিতীয়-প্রশ্নোত্তর-বচন-নিচয়ের যাথার্থ্য-নিরূপণে, বা সত্যতাবধারণে সাক্ষিণী, সাক্ষাদ্দ্রষ্ট্রী, দর্শনকর্ত্রী-স্বরূপে উদাহৃতা, বা উদাহরণীকৃতা হইতে পার, সন্দেহ নাই।

অথবা ক্ষীণ-মধ্যা, বা মুষ্টি-গ্রাহ্য-কটি-দেশ-শোভনা-শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীদিগের দ্বিতীয়-প্রশ্নের উত্তর-দানাবসরে পঠিত-শ্লোকটীর চরম-চরণান্তিমাবয়বভূত সুমধ্যমাঃ!, এই সম্বোধন-পদটীকে শ্লিষ্টরূপে গ্রহণ করিয়া, শ্রীশঙ্করদেব এইকথা বলিলেন যে, "শ্লেষেণ-শোভন-মধ্যম এব প্রশ্নো যাসাং, তাঃ সুমধ্যমাঃ! হে পার্ব্বত্যঃ!" তোমাদের কৃত-প্রশ্ন-ত্রয়ের মধ্যে মধ্যম-স্থলাভিষিক্ত-শোভন-মধ্যম-প্রশ্নের শোভন-মধ্যম যে উত্তর, বা প্রতিবচন কথিত হইয়াছে, তদনুসারে তোমরা যখন তাদৃশ-প্রতিবচনাবসরে দৃষ্টান্তভূতা হইয়া, শ্লিষ্টতা-প্রযুক্ত বিগীতোদাহরণতা প্রাপ্তা হইয়াছ, তখন তোমাদেরই সংস্রবে কাকাক্ষি-গোলক-ন্যায়ে বাম-দক্ষিণ-সংক্রান্তি-বশতঃ আদ্যন্ত-লক্ষণ-প্রশ্নদুইটীও বিগীত হইতেছে। অবশ্য শ্রীশঙ্করদেব দ্বিতীয়-প্রশ্নের উত্তর-দানাবসান-কালে স্পষ্ট-বাক্যে শ্লেষার্থ-সম্বন্ধে মুখে কোন কথা না বলিয়া, মনে মনে মাত্র উক্তরূপ আলোচনা-পূর্ব্বক বিরত হইলেন বটে; কিন্তু ব্যাখ্যান-গ্রন্থ-দৃষ্টি-সাহায্যে বলিতে হইলে, নিশ্চিতই বলিতে পারা যায় যে, "হে সুমধ্যমা ইতি, শ্লেষেণ শোভন-মধ্যম এব প্রশ্নো যাসাং তাঃ, বিগীতোদাহরণত্বাৎ আদ্যন্তৌ প্রশ্নৌ বিগীতৌ, যদ্বা, শোভনং মধ্যমং উত্তরং যাস্বেব, মধ্যমস্য প্রত্যুত্তরস্যাস্য ভবত্য এব উদাহরণানীত্যর্থঃ।"

অতঃপর শ্রীশঙ্করদেব তৃতীয়-প্রশ্নের উত্তর-দানে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন যে, হে সুমধ্যমাঃ! সখ্যঃ! পার্ব্বত্যঃ! একাগ্র-চিত্তে ভক্তি-ভাবে নিরন্তর ভজন করিলেও, তাদৃশ একনিষ্ঠ-ভজনকারীকেও কোন কোন্ ব্যক্তি ভজন করিতে, নিতান্ত অনিচ্ছুক। যাহারা ভজন-

কারীকেও ভজন করে না, তাহারা যে অভজনকারীকে ভজন করিবে, তাহা কদাপি সম্ভবপর নহে। অতএব "যে বৈ কেচিৎ ভজতোঽপি ন ভজন্তি, তে বৈ অভজতঃ কুতো ভজন্তি? অপিতু নৈব ভজন্তি", একথা যদি সমর্থন-যোগ্যা, বা সত্যবতী হয়, তবে এরূপ অভজনকারী যে কে? কে? তাহা অবশ্য নিরূপণীয় হওয়ায়, অধুনা বলা যাইতে পারে যে, উক্তরূপ অভজনকারি-জনগণ শাস্ত্র-নির্দ্দেশানুসারে ভাগ-চতুষ্টয়ে বিভক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে যাঁহারা আত্মারাম, অপরাগ্-দর্শী, বা বাহ্য-বিষয়-সৌন্দর্য্য-দর্শনে একান্ত-বিমুখতা-প্রযুক্ত কেবলমাত্র আত্ম-স্বরূপে রমণশীল, তাঁহারাই প্রথম-ভাগে অবস্থিতি করিতেছেন। তথা যাঁহারা আপ্ত-কাম, অর্থাৎ পরাগ্-দর্শী হইলেও, বহির্বিষয়-দর্শন-কালে স্বভাবতঃই পূর্ণ-কামতা-নিবন্ধন পরতঃ ভোগেচ্ছারহিত, তাঁহারা দ্বিতীয়-ভাগে অবস্থিতি করিতেছেন।

এইরূপ যাহারা মূঢ়, অকৃতজ্ঞ, অর্থাৎ পরতঃ ভোগ-লাভেচ্ছা-সম্পন্ন হইয়াও, পর-কৃত উপকারাদি অবগত নহে, তাহারা তৃতীয়-ভাগে অবস্থিতি করিতেছে। তথা যাহারা অতিকঠিন, বা গুরু-দ্রোহী, অর্থাৎ অপরাপর-জন-গণ-কৃত উপকার মানে না, বা স্মরণও করে না, প্রত্যুত সেই সকল উপকারি-জনগণের প্রতি গুরু অধিকতর-দ্রোহ, বা অনিষ্টা-চরণ করিয়া থাকে, তাদৃশ-নির্হেতুক-দ্রোহাচরণ-পরায়ণ-জন-সকল চতুর্থ ভাগে অবস্থিতি করিতেছে। এইরূপ যাহারা সহেতুক-দ্রোহী, তাহারা যদিচ অল্প-দ্রোহ-পরায়ণ, তথাপি দ্রোহত্ব-লক্ষণ-সাধারণ-ধর্ম্ম-সঞ্চার-বশতঃ অতিগুরুতর-নির্হেতুক-দ্রোহেরই যে অন্তর্ভূত, তাহা কৈমুতিক-ন্যায়ানুসরণে অবশ্যই অবগত হওয়া যাইতে পারে। তথা "স পিতা, যস্তু পোষকঃ", এইরূপ ন্যায়-নির্দ্দেশানুসারে পালকত্ব-নিবন্ধন গুরু-তুল্য উপকর্ত্তৃ-জনের প্রতি দ্রোহ অনিষ্টাচরণ-পরায়ণ, বা বিশ্বস্ত-ঘাতী তাদৃশ-জন-সকলও দ্রোহশীল-জন-সকলের অন্তর্গত হইয়া, এই দ্রোহের ত্রৈবিধ্য-প্রতিপাদন করিতেছে বটে; কিন্তু এই ত্রিবিধ-দ্রোহই যে অভজন-ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, তাহা সকলের পক্ষেই সবিশেষ অবগত হওয়া আবশ্যক। অতএব প্রথম প্রশ্নোত্তরের উদাহরণ একটীমাত্রই,

দ্বিতীয়-প্রশ্নোত্তরের উদাহরণ দুইটীমাত্র এবং তৃতীয়-প্রশ্নোত্তরের উদাহরণ ছয়টীমাত্র হওয়ায়, সমুদায়-বিবক্ষা-বশে নয়টী মাত্র প্রশ্নোত্তরোদাহরণ সুসম্পন্ন হইতেছে। কিঞ্চ, এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে ইহা বলা আবশ্যক যে, "একে আত্মারামাঃ অপরাগ্‌দৃশঃ, কেচিদাপ্তকামাঃ বিষয়-দর্শনেঽপি স্বত এব পূর্ণ-কামত্বেন পরতঃ ভোগেচ্ছা রহিতাঃ, অন্যে অকৃতজ্ঞা মূঢ়াঃ, অন্যে চ গুরু-দ্রুহঃ অতিকঠিনাঃ" তৃতীয়-প্রশ্নোত্তরগত এই চতুর্ব্বিধ উদাহরণের মধ্যে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব উদাহরণের শ্রেষ্ঠত্বের ন্যায় উত্তরোত্তর উদাহরণের ন্যূনতা অবশ্য অঙ্গীকরণীয়া।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে ষষ্টিতম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

একষষ্টিতম অধ্যায়

শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের উক্তরূপ-প্রশ্ন-ত্রয়ের যে নববিধ উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথম-দ্বিতীয়-প্রশ্নোত্তরোদাহরণ-ত্রয়ে শ্রীশঙ্কর-দেবের বৃত্তি যদিচ পরিদৃষ্টা হইতেছে না সত্য; তথাপি তৃতীয়-প্রশ্নের উত্তরে যে উদাহরণ-ষট্‌ক প্রদর্শিত হইয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীশঙ্করদেব কতম অর্থাৎ কতমৎ-স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহাই অধুনা দ্রষ্টব্য, বা আলোচনীয় হওয়ায়, শ্রীশঙ্করদেব যে আত্মারামত্ব, বা আপ্ত-কামত্ব-সম্পন্ন নহেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কারণ, শ্রীশঙ্করদেব যখন অপরাগ্‌-দর্শিত্বের পরিবর্ত্তে বহির্বিষয়-সৌন্দর্য্য-দর্শী হইয়াছেন, তথা বিষয়-দর্শন-কালে তিনি যখন পরতঃ ভোগেচ্ছা-রাহিত্যের পরিবর্ত্তে হিম-নগ-নন্দিনী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী-দিগের সহিত বিচিত্র-ক্রীড়া-সাহায্যে রমমাণ হইয়াছেন, তখন শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীদিগের সহিত রণমাণতা-প্রযুক্ত শ্রীশঙ্করদেবের পক্ষে আত্মারামত্ব ও আপ্তকামত্ব-লক্ষণ দুইটী দৃষ্টান্ত-ধর্ম্ম কদাপি সুঘট হইতে পারে না।

তথা শ্রীশঙ্করদেব যখন পূর্ব্ব-বর্ণিতরূপ-বিরহার্ত্তি-প্রদান-দ্বারা শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীদিগকে নিতান্ত-ব্যথিতা করিয়াছেন, তখন তাঁহার পক্ষে পূর্ব্বোক্ত-সাপেক্ষ-নিরপেক্ষ-লক্ষণ-দ্বিবিধ-ভজনও সম্ভবপর হইতে পারে না। শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের তাদৃশ-প্রশ্ন-ত্রয়ের উত্তর-দান-কল্পে শ্রীশঙ্করদেব যে চাতুর্য্য-প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাব বিজ্ঞতা অভিব্যক্তা হওয়ায়, তাঁহাকে অকৃতজ্ঞতার আশ্রয়-স্বরূপে নিশ্চয় করাও নিতান্ত অজ্ঞতার পরিচায়ক-ভিন্ন অপর কিছুই নহে। অতএব অধুনা অবশিষ্ট-গুরুভ্রুক্ত্বই যে শ্রীশঙ্করদেবের আশ্রয়ে সমাগত হইতেছে, তাহা অধিক করিয়া বলা বাহুল্যমাত্র।

এই গুরুধ্রুক্ত্ব অর্থে যদি এস্থলে নির্ব্বিশেষ-কাঠিন্য-মাত্রই পর্য্যবসিতার্থরূপে অভিপ্রেত হয়, তবে অগ্রে এইরূপ বিবরণ হওয়া আবশ্যক যে, অকৃতজ্ঞ-জনগণের অজ্ঞতা-প্রযুক্ত অভজন বিশেষ-দোষাস্পদরূপে অভিপ্রেত নাও হইতে পারে, কিন্তু জানিয়া শুনিয়াও, যাহারা ভজন করে না, তাহারা যে অশেষদোষ-যুক্ত, বা তাহারাই যে গুরু-দ্রোহী, তাহা সুনিশ্চিত। প্রাণ-দণ্ডোচিত-বিপ্রাদির প্রতি অবধ্যতা-নিবন্ধন অত্যন্ত অবজ্ঞাভরে পরিত্যাগ-সূচক উপেক্ষা-প্রদর্শনের ন্যায় পরকৃত উপকার মনে না করিয়া, না মানিয়া, তাদৃশ উপকারী গুরু-তুল্য-জনের প্রতি অবজ্ঞান ও অনাদরভরে যে উপেক্ষা-প্রদর্শন, তাহাই এস্থলে দ্রোহরূপে পরিচিত জানিতে হইবে। কিঞ্চ, এস্থলে দ্রোহ-পদার্থ-বিষয়ে তাৎপর্য্যাবধারণ বিশেষ-প্রয়োজনীয় না হওয়ায়, গৌণী-বৃত্তি-সাহায্যে কৃতোপকারোপেক্ষক-জনগণই "গুরুদ্রুহঃ" রূপে প্রতীত হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা তাদৃশ-কৃতোপকারোপেক্ষক-জনগণের অর্থ, ধর্ম্ম, সৌহৃদ, দয়া ও অপেক্ষা-রাহিত্যও অভিব্যঞ্জিত হইতে পারে; সুতরাং গুরুধ্রুক্ত্ব অর্থে অভিপ্রেত-নির্ব্বিশেষ-কাঠিন্যাশ্রয়রূপেই যে শ্রীশঙ্করদেব অবস্থিতি করিতেছেন, তাহা অস্বীকার্য্য হইতে পারে না।

এক্ষণে যদি এইরূপই হয়, অর্থাৎ শ্রীশঙ্করদেবের পূর্ব্বোক্ত-ত্রিবিধ-দ্রোহ-পরায়ণরূপেই প্রত্যবস্থান যদি নির্ব্বিবাদে স্বীকৃত হয়, তবে ইহাও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, শ্রীশঙ্করদেবের এই গুরু-ধ্রুগ্‌রূপে প্রত্যবস্থান শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের পক্ষে নিতান্ত আনন্দ ও সন্তোষকর হইয়াছে। কারণ, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ ইতঃপূর্ব্বে শ্রীশঙ্কর-দেবের অকৃতজ্ঞতামাত্র আপাদনে অভিলাষবতী হইয়া, তাদৃশরূপ তিনটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু অধুনা ততোধিক-দোষ-বৈশিষ্ট্য-পর্য্যবসান-দ্বারা গুরুধ্রুক্ শ্রীশঙ্করদেবের অধিকতর অপরাধ প্রমাণিত হইয়াছে; সুতরাং এজন্য যে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের আনন্দাম্বুধি বা সন্তোষামৃত-সাগর সমধিক বর্দ্ধিত, উচ্ছলিত, বা উদ্বেলিত হইবে, তদ্বিষয়ে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে?

অতএব শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ শ্রীশঙ্করদেবের যাদৃশ অপরাধ-প্রতিপাদনে অভিলাষবতী হইয়াছিলেন, শ্রীশঙ্করদেবের ততোধিক অপরাধ প্রতিপাদিত হওয়ায়, সন্তোষামৃত-সাগর-নিমগ্না-শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীগণ নিজ-নিজ-আত্মাকে চরম-কোটি-গত মনে করিয়া, অক্ষি-নিকোচন, সঙ্কোচন, বা ভ্রুকুটি-বন্ধন-সাহায্যে পরস্পর-গূঢ়-স্মিত-মুখে অবস্থিতি-পরায়ণ হইলে, শ্রীশঙ্করদেব তাঁহাদিগকে উক্তরূপে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া, তাঁহাদিগেরই মানসে সমুল্লসিত-তৎকালোচিত-"তত্র প্রথম-দ্বিতীয়-প্রশ্নোত্তরোদাহরণেষু ত্বং ন বর্ত্তসে, তৃতীয়-প্রশ্নোত্তরোদাহরণেষু মধ্যে ত্বং কতম? ইতি চেৎ", এইরূপ প্রশ্নাশঙ্কা করিয়া, স্বয়ং উত্তরদানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন যে, "শৃণুত, ভো! মন্মুখেনৈব মৎ-পরাজয়ং শুশ্রূষবো মিথঃ স্মিত-বিলসিত-কটাক্ষ-নটন-চাতুরী-ধুরীণাঃ! সখ্যঃ! শৃণুত", হে পার্ব্বত্যঃ! আমি তোমাদের পূর্ব্বোক্তরূপ আত্ম-ভজন-চাতুর্য্য সম্যক্‌রূপে অবগত আছি এবং মদীয়-হৃদয়-কাঠিন্যাপাদনার্থই যে তোমাদের এতাদৃশ প্রশ্নোদ্যম, তাহাও অধুনা আমার অবিদিত নহে।

কিঞ্চ, হে পার্ব্বত্য! যেখানে তোমরা আমার প্রতি অকৃতজ্ঞতা-মাত্ররূপ-দোষের আরোপণে, বা আপাদনে যত্নবতী হইয়াছিলে, সেখানে মৎস্বরূপে নির্ব্বিশেষ-কাঠিন্য-লক্ষণ-গুরুদ্রুক্ত্ব-পর্য্যন্ত আরোপিত, বা আপাদিত হওয়ায়, তোমরা যে মানসে নিতান্ত-সন্তোষ-লাভ করিয়াছ, তাহাও যে আমি অবগত নহি, এরূপ মনে করাও, তোমাদের পক্ষে ভ্রমের কার্য্য হইবে, সন্দেহ নাই। অপিচ, হে পার্ব্বত্যঃ! আমি যে কেবল উক্তপ্রকারে গুরুদ্রুক্‌মাত্র হইয়াছি, তাহা নহে; পরন্তু হে পার্ব্বত্যঃ! আমি আমার পরম-ব্রহ্মময়-মহেশ্বর-স্বরূপে আত্মারাম ও পূর্ণকাম হইয়াও, সর্ব্বভূত-ধাত্রী-ধরিত্রীদেবীর ধারণ, তথা বিশ্ব-বিক্ষোভক-তারকের নিহন্তা কার্ত্তিকেয়ের অধরারণি-ভাবিনী-জননীভূতা-কন্যকার উৎপাদন-দ্বারা সকল-জগদানন্দকর-ধরাধর-প্রবর-হিম-ভূধর-পুত্রীর পাণি-গ্রহণ-নিবন্ধন জামাতৃত্বরূপে পুত্রত্ব-প্রাপ্তি-বশতঃ অনাত্মারাম এবং অপূর্ণ-কামও হইয়াছি।

তথা হে সুমধ্যমাঃ! পার্ব্বত্যঃ! আমি যখন তোমাদিগেরই দ্বারা "অন্তরাত্মদৃগপি ভবান্ গোপিকানন্দনো ন ভবতি খলু? অপিতু ভবত্যেব," ইত্যাদি-পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে গোপিকা-নন্দনরূপে, তথা অনন্ত-রোক্ত-রীতির অনুসরণে নন্দ-পুত্ররূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছি, তখন গোপিকা-নন্দনত্ব, বা গোপ-বালকত্ব-প্রযুক্ত নীতি-শাস্ত্র সম্যক্‌রূপে অধীত না হওয়ায়, আমি অকৃতজ্ঞ হইয়াও, পুনশ্চ স্বীয়-মহেশ্বরত্ব-নিবন্ধন স্বাভাবিকী সর্ব্ব-জ্ঞান-শক্তির বলে কৃতজ্ঞ এবং সর্ব্বজ্ঞ-স্বরূপেও অবস্থিতি করিতেছি। এইরূপ হে সুলোচনাঃ! পার্ব্বত্যঃ! ইতঃ-পূর্ব্বে বিলাস-পরিহাসাদি-দ্বারা আমি তোমাদিগকে মুহুঃ প্রীণিতা করিয়াছি বটে; কিন্তু তোমরা মৎ-কর্তৃক তাদৃশরূপে প্রীণিতা হইলেও, সকৃন্মাত্র তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম বলিয়া, দ্রোহাচরণ-প্রযুক্ত আমি গুরুদ্রুক্ হইয়াও, পুনশ্চ অধুনা নিজ-দর্শনানন্দ-দান-বশতঃ আমি গুরু-দ্রুক্ হইতেছি না। হে দেব্যঃ! এই প্রকারে বিভিন্ন-ধর্ম্ম, বা উপাধি-যোগে আমি যখন চিরদিনই নানারূপে অবস্থিতি করিয়া থাকি, তখন তোমরা পরস্পরে আমার কেবলমাত্র গুরুদ্রুক্‌রূপের আপাদন-দ্বারা যে ঈদৃশ-বিপুল-সন্তোষ-লাভ-পূর্ব্বক আনন্দিত-মানসে মৃদু-মন্দ-মধুর-স্মিত-বিকসিত-সুন্দরাননে আমার নিকটে অবস্থিতি করিতেছ, এজন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদার্হ মনে করিতেছি।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে একষষ্টিতম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়

কিঞ্চ, শ্রীশঙ্করদেব কহিলেন,—হে পার্ব্বত্যঃ! অধুনা তোমরা যদি আমাকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বল যে, তুমি যদি আত্মারাম, অনাত্মারাম, আপ্ত-কাম, অনাপ্ত-কাম, অকৃতজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ, গুরু-দ্রুক্, বা তদ্বিপরীতরূপই হও, তবে প্রকৃতপক্ষে তুমি যে কে? তাহা আমরা নিশ্চিতরূপে অবগতা হইব কিরূপে? তবে আমি নিজ-নিশ্চিত-পরিচয়-প্রদানাবসরে প্রতিবচন-কল্পে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, আমি পূর্ব্বোক্ত আত্মারামাদি-চতুর্ব্বিধ বা ষড়বিধ-দৃষ্টান্তের অন্তর্গত নহি এবং আত্মারামাদি-চাতুর্ব্বিধ্য-রহিত হইয়াও, "ভজতোঽপি জন্তূন্ জনান্ জীবমাত্রাণি ন ভজামি," মদীয় ভজনকারী হইলেও, জন্তু-জীব-মাত্রকেই আমি কিন্তু ভজন করি না। কারণ, হে দেব্যঃ! আমি কৈলাসালয়ে, হিমালয়ালয়ে, বৈকুণ্ঠালয়ে, বা ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ু-বরুণ-কুবের-যম-হুতাশনালয়ে, অথবা ব্রহ্মাণ্ড-গোলোকান্তর্গত অন্য যে কোন রমণীয়-স্থানে, যোগি-জন-হৃদয়ে, কালী-লোকে, কিম্বা শিব-লোকে অবস্থিতি করি না; কিন্তু আমার একনিষ্ঠ-ভক্তগণ যেখানে অবস্থিতি-পূর্ব্বক নির্ম্মল-মানসে মদীয়-নাম-গুণ, বা উদার-চরিত-গাথা-গান করে, আমি সেই স্থানেই অবস্থিতি করিয়া থাকি।

অপিচ, হে পার্ব্বত্যঃ! আমি উক্তরূপে মদীয়-ভক্তগণের অতি নিকটে বাস করিয়া থাকি সত্য; কিন্তু আমি তাহাদিগের অতি নিকটে অবস্থিতি করিয়াও, তাহাদিগকে আত্ম-দর্শন দান করি না। যদি বল, "ভজতোঽপি জন্তূন্ জনান্ জীবমাত্রাণি ন ভজসি চেৎ, তর্হি পূর্ব্বতঃ কো ভেদঃ?" অর্থাৎ "ভজতোঽপি ন বৈ কেচিদ্ভজন্ত্যভজতঃ কুতঃ?" এই পূর্ব্ব-প্রদত্ত-তৃতীয়-প্রশ্নোত্তর-বচন হইতে সম্প্রতি প্রদত্ত "নাহন্তু সখ্যো! ভজতোঽপিজন্তূন্ ভজামি", এই উত্তর-বচনের কিরূপে ভেদ গৃহীত

হইতে পারে ? তবে আমাকে অবশ্য বলিতে হইতেছে যে, হে অবলাঃ। তোমরা আমার সম্প্রতি প্রদত্ত উক্তরূপ উত্তর-বচনের অভিপ্রায়-পরিজ্ঞানে সমর্থা হও নাই বলিয়াই, "তর্হি পূর্ব্বতঃ কো ভেদঃ ?" এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছ। বাস্তবিকপক্ষে বলিতে কি ? "ভজতোঽপি জন্তূন ন ভজামি", একথা আমি বলিয়াছি বটে; কিন্তু আমার এই অভজনেও যে ভজনকারী অন্যান্য-সমস্ত-ভক্তজনের ভজন অপেক্ষাও উত্তম, বা উৎকৃষ্টতর-ভজনতা স্বয়ং আপতিতা হইতেছে, তাহা কি তোমরা জান ? আমার এইরূপ অভজনেও যখন ভজনকারি-জনগণের অশেষ-কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, তখন আমি যদি ভজনকারি-ভক্ত-জনগণকে ভজন করি, তবে যে তাহাদের কীদৃশ-শ্রেয়োলাভ সম্ভব হইতে পারে, তাহা কি অনুমানেরও অতীত হইবে না ?

"হে অবলাঃ! মদভিপ্রায়ং জ্ঞাতুমসমর্থাঃ পার্ব্বত্যঃ!" তোমরা এখনও পর্য্যন্ত যদি আমার অভিপ্রায় অবগতা না হইয়া থাক, তবে তোমাদের বিস্পষ্টরূপে অবগতির জন্য আমি স্বীয় অভিপ্রায় স্পষ্ট-বাক্যে পরিব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমার ভক্ত-সকল নিবিষ্ট-চিত্তে যেখানে মদীয়-গুণ-গানে রত থাকেন, আমি সেই স্থানেই অবস্থিতি করিয়া থাকি সত্য; কিন্তু আমি তাহাদিগকে স্বীয়-দর্শনানন্দ-দান করি না। কেন যে আমি তাহাদিগকে নিজ-দর্শনানন্দ-দান করি না, তাহা কীর্ত্তন করিতে হইলে, হন্ত! হন্ত! অত্যন্ত খেদ, বিষাদ, বা দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, আমার যে কোন ভক্ত, তা তোমরাই হও, বা অন্য যে কেহই হউক, আমার সাক্ষাৎকার-লাভ-জনিত আনন্দ অনুভবে অভিলাষী হইয়া, আমার ভজনে প্রবৃত্ত হয় এবং সিদ্ধিলাভ-প্রত্যাশায় যে যে উদ্যম অবলম্বন করে, আমি তাহাদিগের অবলম্বিত সেই সমস্ত উদ্যমই বিঘ্ন-বিহত, বা বিফল করিয়া দিয়া থাকি।

কারণ, তাহাদিগের অবলম্বিত উপায়, বা উদ্যম সকল মৎ-কর্ত্তৃক বিফলীভূত হইলে, আমার সেই ভক্ত-জনসকল মনে মনে এই চিন্তা করিয়া থাকে যে, আমরা যে যে উদ্যম অবলম্বন করিতেছি, সেই সমস্ত

উদ্যমই যখন এরূপে বিফলীভূত হইয়া যাইতেছে, তখন নিশ্চিতই আমরা সেই অভীষ্টতম-প্রিয়তম-শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীচরণে অপরাধী হইয়াছি এবং এইরূপ অপরাধের জন্যই বুঝি, শ্রীশঙ্করদেবের আমাদের প্রতি অনুগ্রহ-লেশ-মাত্রও পরিদৃষ্ট হইতেছে না, অতএব আমাদিগকে শত শত ধিক্। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, ক্রমে ক্রমে আমার সেই ভক্ত-সকল প্রতি-ক্ষণেই নির্ব্বেদ-দৈন্যাদি-বৃদ্ধি-বশতঃ কামোপভোগে ও বিলাস-বাসনার অনু-শীলনে, বা ক্রোধাদির আহরণে বিরত হইয়া থাকে। ক্রমে কাল-সহকারে অরি-ষড়্-বর্গ-বিজয়-দ্বারা বিরতির দৃঢ়তা সমুপস্থিতা হইলে, কাম-ক্রোধাদির অনুপগম-নিবন্ধন পরিষেবিত-নির্ম্মল-ব্রহ্ম-বৃন্দোপদিষ্ট-প্রেম-তত্ত্ব-চিন্তানু-বাদ-সাহায্যে প্রতি প্রেম-তত্ত্ব-চিন্তানুবাদে প্রেম-তত্ত্ব-বিষয়ক-তত্ত্ব-বোধ যাহাদের হৃদয়ে সমুপজাত হয় নাই, সেই সকল অনুপজাত-প্রেমা মদীয়-ভক্তের মানসে নিগূঢ়ভাবে অবস্থিত-ভক্তিভাব সহসা প্রদীপ্ত হইয়া থাকে।

পক্ষান্তরে আমি "জাত-প্রেম্নাং তু অমীষাং ভজতাং অনুবৃত্তির্মদ্‌ভজনং, মদাসক্তিস্তস্যা বৃত্তয়ে জীবিকায়ৈ জীবিকার্থং ন ভজামি ভজতোঽপি-জন্তূন্।" তাৎপর্য্য এই যে, সমুপজাত-প্রেমা মদীয়-ভজনকারী এই সকল-জনগণের উৎপন্ন-মাত্র-প্রেমের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, আমি যদি তৎকাল-মাত্রেই তাহাদিগকে ভজন করি, অর্থাৎ তাহাদিগকে নিজ-দর্শনানন্দ-দান করি, তবে আমার দর্শন-জনিত এই আনন্দ তাহাদের পক্ষে অপ্রযত্ন, অল্প-প্রযত্ন, বা অনায়াস-লভ্য হওয়ায়, অপ্রযত্ন-সুলভ-বস্তুর প্রতি ক্রমে আস্থা-হীনতা উপস্থিতা হইলে, আমার এই সকল-ভক্তের মদনুবৃত্তি, মদ্-ভজনের প্রতি তাদৃশী-গাঢ়তরা আসক্তির একান্ত অভাব ঘটিবে, সন্দেহ নাই। এই-রূপে আমার ভক্তগণের মদীয়ানুবৃত্তি, মদীয়-ভজনের প্রতি ক্রমে আসক্তির, অনুরাগের অভাব ঘটিলে, প্রযত্ন শিথিলভাবাপন্ন হইলে, তাদৃশ-ভজনের বৃত্তি-জীবিকা-জীবনোপায়েরও একান্ত অভাব-সঙ্ঘটন নিতান্ত অসম্ভবপর হইতে পারে না। অতএব আমি আমার ভজন-কারী সেই ভক্ত-সকলের নিরন্তর-ধ্যান-লক্ষণা-মদ্বিষয়িণী অনুবৃত্তির বৃত্ত্যর্থে জীবনোপায়-সংবিধান-কল্পে পরিপুষ্টি-সম্পাদনার্থে তাহাদিগকে

ভজন করি না, অথবা কদাচিৎ বিদ্যুদ্বিলাসবৎ তাহাদিগকে নিজ-দর্শন-দান করিয়াও, পুনশ্চ আমি তাহাদিগের হৃদয়াকাশ হইতে তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া থাকি। কিন্তু, হে দেব্যঃ! এইরূপ অন্তর্দ্ধানের ফলে যে আমার ভজনকারী সেই ভক্ত-সকলের হৃদয়ে মদীয়-ভজন-বিষয়িণী অনুবৃত্তি, বা আসক্তি ক্রমে ক্রমে অতীব-প্রবৃদ্ধভাব-ধারণ করিয়া থাকে, তদ্বিষয়ে তোমরাই সম্প্রতি প্রকৃষ্টরূপ প্রমাণ, বা উদাহরণ-স্বরূপে উদাহৃতা হইবার উপযুক্ত-যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছ।

অথচ হে পার্ব্বত্যঃ! অত্র বিষয়ে অপর কোনরূপ উদাহরণের উপন্যাস করিতে হইলে, জাত-প্রেম-পক্ষাবলম্বনে এইরূপ নিদর্শন-প্রদর্শনও সম্ভবপর হইতে পারে যে, যেমন অধন, অকিঞ্চন, বা নিঃস্ব-দরিদ্র-জন কোনরূপে কাকতালীয়-ন্যায়ে দৈব-বশে প্রচুরতর-ধন-রাশি লাভ করিয়া, পুনশ্চ সেই লব্ধ-ধন বিনষ্ট, বিশেষতো নষ্ট, অর্থাৎ দ্যূতকার-কর্ত্তৃক দ্যূতাদি-সাহায্যে হারিত হইলে, পরম-বৈয়গ্র্য-বিশেষ-বশতঃ সেই বিনষ্ট-ধনেরই চিন্তা-দ্বারা নিতান্ত-নিভৃত-পরিপূর্ণ-ব্যাপ্ত, বা আক্রান্তান্তঃ-করণে অন্যান্য-বিষয়ের কথা আর কি বলিব? শরীর-যাত্রা, কিম্বা প্রাণ-যাত্রা-মাত্র-নির্ব্বাহার্থও কোনরূপ উপায়ের অপেক্ষা, অথবা ক্ষুৎ-পিপাসাদির অনুভব-পর্য্যন্ত করিবার অবসরও প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ আমার ভজনকারী সেই ভক্ত-জনগণ আহৃত-ভজনোদ্যম-ভঙ্গ-বশতঃ বারম্বার বিফল-মনোরথে তথা পুনঃ পুনঃ মদীয় অন্তর্দ্ধান-জন্য-বিরহ-দাব-দহন-কৃত-দাহন-দ্বারা দগ্ধ-নির্ম্মল-বিশুদ্ধ-হেম-সম-পবিত্র, বা শ্যামিকা-শূন্য-হৃদয়ে পরমোৎকণ্ঠিত-চিত্তে অত্যন্ত-ব্যগ্রভাবাপন্ন-মানসে অন্যান্য-যাবতীয়-বাহ্য-চিন্তা-বিবর্জ্জিতান্তঃকরণে মদ্-গত-প্রাণে মদ্গতান্তরাত্মমধ্যে একমাত্র আমারই শ্রীচরণ-বিষয়িণী গাঢ়তর-প্রেমানুরাগ-রঞ্জিত-ভক্তি-চুয়া-চন্দন-চর্চ্চিত-চিন্তা-দ্বারা নিভৃত-পূর্ণ-পরিব্যাপ্তাবস্থায় অন্য কোনরূপ চিন্তা, কিম্বা ক্ষুধা-পিপাসাদি-কৃত-ক্লেশ-পর্য্যন্ত অনুভব করিবার অবসর যখন প্রাপ্ত হয় না, তৎকালেই তাহাদের ভজন দৃঢ়তা, পূর্ণতা, অথবা পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়

অতএব আমার ভজনকারী ভক্ত-জনগণের যদি মদনুবৃত্তি বাঞ্ছিতা হয়, তবে অন্তর্দ্ধানাদি-দ্বারা অবশ্যই আমাকে তাহাদিগের সেই মদনু-বৃত্তির আধিক্য-সম্পাদন করিতে হইবে; সুতরাং আমি তাহাদিগকে প্রকটরূপে ভজন না করিলেও যে অপ্রকটভাবে অধিকতররূপেই তাহাদিগকে ভজন করিয়া থাকি, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই জন্যই বলিতেছিলাম যে, হে পার্ব্বত্যঃ! বাস্তবিকপক্ষে তোমা-দিগেরই ন্যায় আমিও দ্বিতীয়-প্রশ্নের উদাহরণীভূত-নির্হেতুক-করুণ-জনবৎ অবস্থিতি করিয়া, কদাচিদপি তোমাদের নিকটে এতাদৃশ উপালম্ভ-লাভের যোগ্য হইতে পারি না। অতএব অপর-বক্তব্য এই যে, আমার নিজ-দর্শন-দান, কিম্বা স্বীয়-দর্শনের অদান-মাত্রই ভজনাভজনরূপে কদাপি ব্যাখ্যেয় হইতে পারে না। কারণ, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে, তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।" এইরূপ বস্তু-প্রতিজ্ঞার অন্যথাভাব সর্ব্বথা অসম্ভব, বা অনর্হ বিবেচিত হইয়াছে।

অপিচ, হে পার্ব্বত্যঃ! তোমরা এরূপ মনে করিও না যে, আমি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, এতক্ষণ-পর্য্যন্ত অন্তর্হিতাবস্থায় অবস্থিতি-পূর্ব্বক মনে মনে পরম-সুখানুভব করিতেছিলাম। পক্ষান্তরে হে পার্ব্বত্যঃ! আমি তোমাদিগকে নিজ-নয়ন-যুগলের অন্তরালে রাখিতে সমর্থ না হইয়া, তোমাদিগকে দেখিবার জন্য কায়-রূপ-সংষম-পুরঃসর তোমাদিগেরই সম্মুখে অবস্থিতি করিয়াও, তোমাদিগের সঙ্গ-ত্যাগের ফলে মানসে সুখানুভবের পরিবর্ত্তে যে বিপুল-যন্ত্রণা অনুভব করিতে-ছিলাম, সেই সুবিস্তৃত-যন্ত্রণার কথা তোমাদিগের জ্ঞান-গোচরে আনয়ন করিবার ইচ্ছা না থাকিলেও, "নাহন্তু সখ্যো! ভজতোহপি জন্তূন্", ইত্যাদি-নিজ-বাক্যকথনাবসরে নিজেরই যন্ত্রণাপত্তি-প্রযুক্ত পরম-বৈয়গ্র্যবশে

সর্ব্বাদৌ নঞের প্রয়োগ-ফলে তাহা যে প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে তাহা কি তোমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থা হইয়াছ ?

কিন্তু, হে সখ্যঃ! তোমরা এরূপও মনে করিও না যে, সখী-শব্দ-সাহায্যে সম্বোধন করিয়া, সহজ-সখ্যোল্লেখ-পূর্ব্বক আমি আমার নিজের সম্বন্ধে তোমাদিগের স্বরূপ-বিষয়ে তাদৃশ আত্ম-ভজন-শঙ্কা-পরিহরণাভিপ্রায়মাত্রই প্রকটিত করিয়াছি। কারণ, তোমাদিগের মানসে উক্তরূপা-ধারণা বলববতী হইবার উপযুক্তরূপানুপেক্ষণীয়-নিদান-সত্তা তোমার, বা আমার উপলব্ধিগম্যা হইলেও, বিশেষতঃ তোমা-দিগের পক্ষে এরূপও উপলব্ধি-গম্য হওয়া উচিত যে, "হে সখ্যঃ!" এই সম্বোধন-পদটীর প্রয়োগ-সাহায্যে প্রতিবোধিত, বা আপাদিত, তথা রমণোপকরণরূপে স্বীকৃত-যুষ্মদীয়-সঙ্গবশতঃ আমি আমার আত্মা-রামত্বাদি-রাহিত্য-মাত্রেরই সাধন করিয়াছি। তথা হে দেব্যঃ! "জন্তু-নিত্যবিশেষাৎ" সর্ব্বত্রই যে আমি ঈদৃশ ব্যবহারের প্রবর্ত্তন করিয়া থাকি এবং বিশিষ্ট কোনরূপ বিদ্বেষ-বশতঃ অত্মমাত্রই যে তোমা-দিগের প্রতি এরূপ ব্যবহারের প্রবর্ত্তন করি নাই, তাহা ও তোমাদের পক্ষে সম্প্রতি সবিশেষ অবগতা হওয়া, অবশ্য কর্ত্তব্য হইতেছে। অত-এব আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে, হে দেব্যঃ! তোমরা নিজ-নিজ-স্বরূপে মৎ-কর্তৃক-প্রদর্শিত-মদীয় ঔদাসীন্য-শঙ্কা করিয়া, স্ব-স্ব-মানসমধ্যে কোনরূপ শোকদুঃখাদির বাস-স্থান-নির্ম্মাণ করিও না।

পুনশ্চ শ্রীশঙ্করদেব কহিলেন,—হে দেব্যঃ! তোমরা এক্ষণে অবশ্যই এইরূপ প্রশ্ন করিতে পার যে, আচ্ছা! আমরা না হয় বুঝি-লাম যে, "ভজতোঽপি জন্তূন্" তোমার ভজনকারি-জনগণ, বা জীব-মাত্রকেই তুমি ভজন কর না, অর্থাৎ তাহাদের অতি নিকটে থাকিয়াও, তুমি তাহাদিগকে আত্ম-দর্শন দান কর না এবং কেন তুমি তাহাদিগকে ভজন কর না? এইরূপ প্রশ্নের ত্বৎ-প্রদত্ত উত্তরার্থও এইরূপ বুঝিলাম যে, তুমি ভজনকারী এই সকল-জীবের ত্বদীয়-চরণ-কমল-যুগল-বিষয়ক-নিরন্তর-ভজন, কিম্বা নিরন্তর-ধ্যান-লক্ষণা অনুবৃত্তি-নিচয়ের যদ্দ্বারা বৃত্তি, জীবিকা, বা জীবনোপায় বিহিত হইতে

পারে, তাদৃশ-সন্তত-প্রেম-প্রকর্ষার্থই তাহাদিগকে স্বীয়-দর্শনানন্দ-দান-সাহায্যে ভজন কর না ; পরন্তু হে নাথ ! আমাদের সম্বন্ধে ত তোমার ঐরূপ ব্যবহার করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন পরিলক্ষিত হইতেছে না, হে জীবিত-বন্ধো ! যদি আমাদের তোমার শ্রীচরণ-কমল-যুগল-বিষয়ক-নিরন্তর-ভজন, বা ধ্যান-লক্ষণা এই সকল অনুবৃত্তি বৃত্তিমতী, জীবিকা-বতী, জীবনোপায়ভূত-প্রেম-প্রকর্ষবতী না হইত, তবে আমাদের জীবনোপায়-বিহীনা এই সকল অনুবৃত্তির বৃত্তি-বিধানার্থ অর্থাৎ প্রেম-প্রকর্ষ-সম্পাদনার্থ তোমার এইরূপ অভজন সুশোভন হইত, পক্ষান্তরে আমাদের যখন তোমার বিষয়ে বৃত্তিমতী, প্রেম-প্রকর্ষবতী অনুবৃত্তি সদাকাল বর্ত্তমানা রহিয়াছে, তখন আমাদের ত্বদ্বিষয়িণী অনুবৃত্তির বৃত্তি সর্ব্বদা বর্ত্তমানা থাকা সত্ত্বেও, আমাদিগের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়া, ত্বদ্দর্শন-জনিত আনন্দানুভবে আমাদিগকে বঞ্চিতা করিয়া, অকারণে আমাদিগকে এরূপ অসহনীয়, এরূপ গুরুতর, এত অধিক-ক্লেশ-দান করিলে কেন ?

উক্তরূপ-প্রশ্নের উত্তরে কিন্তু আমি বলিব যে, হে পার্ব্বত্যঃ ! তোমরা যে সকল-কথা বলিয়াছ, ঐ সকল-কথা যদিচ অতীব-সত্যপূতা, তথাপি তোমাদের তাদৃশ-প্রেম-প্রকর্ষের প্রকারান্তরে বৈশিষ্ট্য-সম্পাদনার্থ, অথবা পূর্ব্ব-বর্ণিত-দৃষ্টান্তানুসারে তোমাদের পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত-তাদৃশ-প্রেম-প্রকর্ষের স্থূণানিখনন-ন্যায়ে পুনরপি দৃঢ়ীকরণার্থই আমি তোমাদের নিকট হইতে কায়-রূপ-সংযম-সাহায্যে অন্তর্হিত হইয়া, তোমাদের অতিনিকটেই অন্তরীক্ষতলে অবস্থিতি করিতেছিলাম এবং যখন দেখিলাম যে, অধন-নির্ধন-ব্যক্তি দৈব-যোগে প্রচুরতর-ধন-রত্ন-লাভের অনন্তর দুর্ভাগ্য-ক্রমে সেই লব্ধ-ধন বিনষ্ট হইলে, বিনষ্ট-ধনের নিতরাং চিন্তা-নিভৃত-চিত্তে যেমন অন্য কোনরূপ বিষয়-রসের আস্বাদন করিবার অবসরই প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ তোমরাও যখন আমার বিরহে আমারই চিন্তায় নিমগ্ন-চিত্তে বৈয়গ্র্য-বিশেষ-বশে আমারই দর্শনার্থ লালসা, বা অতিস্পৃহান্বিত-হৃদয়ে উচ্চ অথচ সুস্বরে আমারই উদারচরিত-গাথা-গান, বা মদীয়-রূপ-গুণ-সৌকুমার্য্যাবলম্বনে চিত্রধা,

অনেকধা প্রলপন-পূর্ব্বক অন্য কোন কিছুরই বেদনে একান্ত অনবকাশ-বশতঃ মদ্-গত-মানসে কেবল-মাত্র-রোদন করিতেছিলে, তৎকালেই আমি তোমাদের তাদৃশী মন্ময়ী অবস্থা অবলোকন করিয়া, পুনশ্চ তোমাদের সমীপে সমাগত হইয়াছি।

হে দেব্যঃ! এইরূপে রূপ, গুণ ও সৌকুমার্য্যাদি-দ্বারা আমার সর্ব্ব-বশিত্ব যেমন সুপ্রসিদ্ধ রহিয়াছে, সর্ব্বার্থ-পূর্ণতা ও প্রেম-মাত্র-সাপেক্ষতা-প্রযুক্ত সেইরূপ আমার স্বকৃত যে কোন উপকারের ফল-স্বরূপে যে কোন ব্যক্তির নিকটে যে কোনরূপ প্রত্যুপকারের অনপেক্ষাও সুপ্রথিতা হওয়ায়, প্রত্যুপকারানপেক্ষত্ব-প্রযুক্ত করুণ-জন, বা মাতা ও পিতার সহিত আমার সাম্য থাকিলেও, আমি কিন্তু মদীয়-পূর্ব্বোক্তরূপ অভজন-দ্বারাই যে করুণ-জন, বা মাতৃ-পিতৃ-জনকেও অতিক্রম করিয়া, ভজনকারি-জনগণের সম্বন্ধে নিজ-হিতৈষিত্ব-প্রদর্শন করিয়া থাকি, তাহা কি অদ্যাপি তোমাদের দৃষ্টিপথে নিপতিত হয় নাই? তথা হে পার্ব্বত্যঃ! আপনা-কর্ত্তৃক যাহা সর্ব্বথা অদেয়, তাদৃশ-স্বস্ব-শীকার ও ভক্তি-শাস্ত্রানুমত সর্ব্ব-পুরুষার্থ-শিরোমণিভূত-স্বীয়-প্রেম, কিম্বা স্বাদেয়--স্ববশীকার-লক্ষণ-সর্ব্ব- পুরুষার্থ-শিরোমণি-স্বরূপ- স্বপ্রেম-দান-দ্বারা তোমাদিগের ন্যায় প্রিয়তমা-জনগণের সমীপে আত্ম-গত-প্রিয়-প্রেম-রসাস্বাদাধিক্য-প্রকটিত করিবার জন্য, অথবা সন্তুতকাল তাদৃশ-প্রিয়-প্রেম-রসাস্বাদনাধিক্য-বিবর্দ্ধন-কল্পে লালসান্বিত-হৃদয়ে তোমাদিগের ন্যায় মহীয়সী-গরীয়সী-শ্রেয়সী-প্রেয়সী-জনের বিরহ- দুঃখ- পর্য্যন্ত- সহন-পূর্ব্বক আমি যে তোমাদিগকে নিজ-হৃদয়ভাব-জ্ঞাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহা কি তোমরা মৎ-কর্ত্তৃক উক্তরূপে প্রতিবোধিতা, বিজ্ঞাপিতা হইয়াও, এখনও পর্য্যন্ত বিস্পষ্টরূপে অবগতা হইতে সমর্থা হও নাই?

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়

অনন্তর শ্রীশঙ্করদেব শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের "ননু জন্তূন্ স্ব-ভক্তান্ অজাত-প্রেম্নো জাত-প্রেম্নশ্চ যদেবং ভজসি, তৎ সম্যক্ করোষি ; কিন্তু অস্মাস্বপি তথৈব ত্বদ্-ব্যবহরণাৎ বয়মপি জন্তুমধ্য এব গণ্যা অভূম", অর্থাৎ হে নাথ! জাত-প্রেমাই হউক, আর অজাত-প্রেমাই হউক, তুমি যে তোমার ভক্ত-জন্তু-সকলকে উক্তরূপে ভজন করিতেছ এবং তুমি যে তোমার ভক্ত-জন্তু-সকলের এই ভজন-কার্য্যের অনুষ্ঠান সর্ব্ব-প্রকারে সুচারুরূপেই করিতেছ, তাহা সুনিশ্চিত বটে ; কিন্তু তুমি আমাদের প্রতিও অন্যান্য-ভক্ত-জন্তু-সাধারণের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছ বলিয়া, আমাদের মনে হইতেছে যে, আমরাও তোমার নিকটে জন্তুমধ্যেই পরিগণিতা হইয়াছি। অতএব সম্প্রতি প্রশ্ন হইতেছে যে, হে প্রেমিক-শিরোমণে! তুমি কি বাস্তবিকপক্ষে সত্য সত্যই আমাদিগকে জন্তু-সাধারণ-মধ্যেই পরিগণিতা করিয়াছ? এইরূপ প্রশ্ন-বাক্য আশঙ্কা করিয়া, তাঁহাদিগের মনোগত অনুশয়, বা অনুতাপ-ব্যঞ্জক-প্রশ্ন-বাক্যের যথোচিত উত্তর-প্রদানে তৎপর হইয়া কহিলেন,—ভো মৎপ্রাণ-পরার্দ্ধ্য-প্রিয়-পদ-পয়োজপাংশু-পরমাণবঃ সখ্যঃ পার্ব্বত্যঃ! তোমরা স্থির-চিত্তে ধীর-ভাবে বিশেষরূপ-বিবেচনা-পূর্ব্বক বল দেখি যে, আমার প্রাণ-পঞ্চক হইতেও, যদি তোমাদের পদ-পয়োজ-যুগলের পাংশু, পরাগ, বা পরমাণু-সকলও আমার পক্ষে পরার্দ্ধ্য, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, তথা অত্যন্ত-প্রিয়রূপে বিবেচিত হয়, তবে তোমরা আমা-কর্ত্তৃক ইতর-জন্তু-সাধারণ-মধ্যে পরিগণিতা হইতে পার কিরূপে?

কিঞ্চ, হে পার্ব্বত্যঃ! যদিচ তোমরা এতাবৎকাল আমার নিকটে অনন্য-সাধারণ-শ্রেয়সী-প্রেয়সী-জনের উপযুক্ত-ব্যবহার প্রাপ্তা হওয়ায়, সম্প্রতিতনকালেও আমার নিকটে পরমা-প্রিয়তমা-জনেরই উপযুক্ত-

পূর্ব্বানুরূপ-ব্যবহারের প্রত্যাশা করিতে পার সত্য ; তথাপি যে আমি অধুনা তোমাদের প্রতি অন্য-জন-সাধারণভাবে ব্যবহার করিয়াছি, তজ্জন্য আমি মনে মনে বিশেষরূপে দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়া, অপরাধিজনের ন্যায় তোমাদিগের নিকটে করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছি যে, "হে সখ্যঃ! যুষ্মাসু যদন্য-সাধারণ্যেন অদ্য ব্যবহৃতং, তদেতন্মে দৌরাত্ম্যং ক্ষমধ্ব-মিতি।" কিন্তু, হে দেব্যঃ! আমি যে তোমাদের নিকটে অন্য-জন-সাধারণভাবে অদ্যতনীন-স্বকৃত-ব্যবহারের জন্য কেবলমাত্র ক্ষমাই প্রার্থনা করিতেছি, তাহা নহে ; পরন্তু আমি তোমাদের নিকটে বিনীতবচনে ইহাও প্রার্থনা করিতেছি যে, তোমরা যেন আমার অদ্যতনীন এই অন্য-জন-সাধারণভাবে কৃত-ব্যবহার-লক্ষণ-দৌরাত্ম্য-স্মরণ করিয়া, আমার প্রতি অসূয়াচরণ, বা দোষারোপণ-পূর্ব্বক দুষ্টভাবে আমাকে অবলোকন করিবার উপযুক্ত-যথোচিত-যোগ্যতার্জ্জনে যত্নবতী হইও না।

হে পার্ব্বতীদেবীগণ! আমার একথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, যাহারা যাহার ভজন করে, তাহারা তন্ময়ত্ব-প্রাপ্ত হইবার জন্য সেই ভজনীয়-দেব-বিগ্রহের প্রতি প্রগাঢ়তর-কাম ক্রোধ-ভয়, অথবা স্নেহভাব, কিম্বা সম্বন্ধ-লক্ষণ-ঐক্য ও ভক্তি-লক্ষণ-সৌহৃদ-প্রভৃতি উপায়াবলম্বনে তন্ময়ত্ব-সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়া থাকে। যতক্ষণ-পর্য্যন্ত ভক্তের হৃদয়ে অন্যভাব বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ-পর্য্যন্ত প্রকৃত-তন্ময়ভাব-প্রাপ্তি সম্ভবপরাই হইতে পারে না। অতএব তন্ময়-ভাব প্রাপ্ত হইতে হইলে, ভক্ত, বা সাধক-জনকে অবশ্যই উক্ত-ষড়্‌বিধ উপায়ের মধ্যে যে কোন একটী উপায়াবলম্বন করিতেই হইবে। যে ভক্ত, বা সাধক নিত্য নিত্যই ভজনীয়-দেবতার উদ্দেশে কামাদি-ভাব-ষট্‌কের অনুশীলন করে, প্রতিদিনই অবিচ্ছিন্নরূপে কৃত-তাদৃশভাব-ষট্‌কানুশীলনের ফলে সেই ভক্ত, বা সাধক-জন ক্রমে তন্ময়ত্ব-লাভে অধিকারী হইয়া থাকে।

দৃষ্টান্ত-প্রণয়ন-কল্পে বলা যাইতে পারে যে, দ্বিবিধ-কামভাবের মধ্যে প্রথম-প্রেমময়-কামভাবাবলম্বনে গত-কল্পীয়-গোপীগণ, দ্বিতীয়-রিরংসাময়-কামভাবাবলম্বনে সৈরিন্ধ্র্যাদি, দ্বেষ-লক্ষণ-ক্রোধভাবাবলম্বনে চৈদ্যাদি, ভয়-ভাবাবলম্বনে কীটক-কংসাদি, স্নেহভাবাবলম্বনে বৃষ্ণি-পাণ্ডবাদি,

অথবা শ্রীমদ্ব্রজ-কৈলাস-হিমালয়ালয়বাসি-জনগণ, ঐক্যাবলম্বনে আত্মা-রামগণ এবং সৌহৃদ্যাবলম্বনে ক্রুথ-কৌশিক্যাদি, অত্যন্তাসক্তি, বা এক-নিষ্ঠাবশে তন্ময়-ভাব-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রদর্শিত এই ষড়্‌বিধ-দৃষ্টান্তের মধ্যে প্রথম-দৃষ্টান্ত-স্থলাভিষিক্ত-গোপীগণ প্রেমময়-কাম-ভাবাবলম্বনে তন্ময়-ভাব-প্রাপ্তি পক্ষে বাধা-বিঘ্নভূত মনে করিয়া, যুক্তা-যুক্ত-বিচারের অপ্রতীক্ষণ-দ্বারা লোক-সকলকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ধর্ম্মাধর্ম্মাপ্রতীক্ষণ-সাহায্যে বেদসকলকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, স্নেহ-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্ব স্ব আত্মীয়-জ্ঞাতি-বন্ধু-বান্ধব-ধন-রত্ন-পুত্র-পরিজন-পর্য্যন্ত পরিহার করিয়াছিলেন এবং অধিক কি বলিব ? উক্ত-গোপীগণ লোক, বেদ ও জ্ঞাতি-বর্গকে পরিত্যাগ-পুরঃসর মনো-মধ্য হইতে লোক-বেদাদি-বিষয়িণী-চিন্তাকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া, অধন-জনগণ যেমন লব্ধ-ধনের বিনাশ-বশে তচ্চিন্তা-নিভৃত-মানসে বিনষ্ট-ধন-বিষয়িণী-প্রগাঢ়-তর-চিন্তা-পরিব্যাপ্ত-হৃদয়ে অন্য কোনরূপ চিন্তা করিবার অবসরও প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ একমাত্র সেই প্রেমময়ের চিন্তা ভিন্ন অন্য-চিন্তা-দ্বারা অনাক্রান্ত-হৃদয়ে প্রিয়-বিরহ-বেদনা-ব্যথিত-মানসে শোক-সন্তপ্ত-চিত্তে যখন নিরন্তর-রোদন করিতে করিতে, অবিচ্ছিন্ন-ধারে বিনির্গত-লোচন-জল-ধারা-দ্বারা কুঙ্কুমাক্ত-চন্দন-চর্চ্চিত-কুচ-কলস-সকল ও বক্ষঃ-স্থল-সমূহ প্লাবিত করিতে লাগিলেন, তৎকালেই তাঁহাদের মনো-মল-সকল বিধৌত হওয়ায়, তাঁহারা তন্ময়ভাব-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এইরূপ হে পার্ব্বতীদেবীগণ! তোমরা সকলেও ত আমারই সন্তোষ-সাধনের জন্য "যথাধনো লব্ধ-ধনে বিনষ্টে, তচ্চিন্তয়ান্যন্নিভৃতো ন বেদ" এতাদৃশরূপ-পূর্ব্বোক্ত-প্রকারাবলম্বনে লোক-সকলকে পরি-ত্যাগ করিয়াছ, বেদ-সকলকে পরিত্যাগ করিয়াছ এবং আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব-ধন-রত্ন ও জ্ঞাতি-সকলকেও পরিত্যাগ করিয়াছ। হে পার্ব্বতী-দেবীগণ! যদিচ এই "লোক-বেদ-স্বানাং" পরিত্যাগের সহিত সাক্ষাৎ-ভাবে তোমাদের সকলেরই কোনরূপ সম্বন্ধ নাই সত্য, তথাপি তোমাদের সকলের মধ্যে এই একোন-নব লক্ষ-পার্ব্বতীদেবীর আবির্ভাব-য়িত্রী, সর্ব্ব-মুখ্যতমা, হিম-নগাধিরাজ-নন্দিনী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী যে

মদর্থে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বেচ্ছাবশে স্বয়ং লোক, বেদ ও আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব-ধন-পরিজন-প্রভৃতি-সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এই সর্ব্ব-মুখ্যতমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী-কর্ত্তৃক কোন্ সময়ে কি কারণে লোক, বেদ ও আত্মীয়-পরিজন-প্রভৃতি-উজ্‌ঝিত-পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তাহা সঙ্ক্ষেপে বলিতে হইলে, বলিতে পারা যায় যে, এই সর্ব্ব-প্রধানতমা-পার্ব্বতীদেবী মদন-দাহাবসানে পিতৃ-গেহে গমন-পূর্ব্বক মহামুনি-নারদের উপদেশে কঠিন-কায়-মুনি-মহর্ষিগণের পক্ষেও দুশ্চরণীয় তপশ্চরণে অভিলাষবতী হইয়া, সখী-দ্বারা, বা স্বয়ং মাতা-পিতৃ-পার্শ্বে স্বীয়-সুদুশ্চর-তপশ্চরণাভিলাষ-বার্ত্তা-বিজ্ঞাপনান্তে "শরীরং কোমলং বৎসে! তপস্তু কঠিনং মহৎ", হে বৎসে! পুত্রি! পার্ব্বতি! মনীষিত-দেবতা ও তীর্থ-সকল তোমার গৃহ-সমূহে অবস্থিতি করিতেছেন, কোথায় কর্কশ-কলেবর-মহামুনি-মহর্ষিগণের দুশ্চরতর-তপস্যা? আর কোথায় তোমার কুসুম-কোমল-সুকুমারতর এই স্বর্গ-সুখ-সম্ভোগোচিত এবং পরিজন-পরিচর্য্যার্হ শরীর? পেলব-শিরীষ-কুসুম ভ্রমরের পদ-ভার-সহন করিতে পারে সত্য; কিন্তু পতত্রীর পদ-ভার কদাপি সহ্য করিতে পারে না, অতএব হে তনয়ে! শিরীষ-কুসুম-সুকোমল তোমার এই শরীর অতিকঠিন দুশ্চরতর-তপশ্চরণের উপযুক্ত, অথবা অনুপযুক্ত, এতদ্বিষয়ে বিশেষরূপ-বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখা তোমার পক্ষে উচিত হইতেছে, বিশেষতঃ হে পার্ব্বতি! তুমি হিম-নগ-নন্দিনীরূপে জন্ম-গ্রহণ করিয়াও যে বনবাসিনী হইবে, ইহাও দেখিতে, শুনিতে সর্ব্ব-জন-সমাজে নিতান্ত-লজ্জা, ঘৃণা ও অসম্মান-জনক হইবে, সন্দেহ নাই, সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে, হে পার্ব্বতি! তুমি তপশ্চরণার্থ বনে গমন করিও না, এইরূপে "পুনঃ পুনঃ স্বমাত্রা চ, পিত্রা চ বিনিবারিতা", অথবা "উমেতি চপলে! পুত্রি! ন ক্ষমং তাবকং বপুঃ। সোঢ়ুং ক্লেশ-স্বরূপস্য, তপসঃ সৌম্য-দর্শনে! তস্মান্ন তপসা তেঽস্তি, বালে! কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম্।" ইত্যাদিরূপে বারম্বার প্রতিষিদ্ধা হইয়াও, যখন মদর্থে তপশ্চরণার্থ শিখণ্ডি-সহস্র-শোভিত-গৌরী-শিখরে গমন করিয়াছিলেন, তখন

মাতা ও পিতৃ-জন-প্রভৃতি-কর্ত্তৃক-প্রদত্ত উপদেশানুসারে নিজ-নবনীত-সুকোমল-শরীর-দ্বারা অচিরানুষ্ঠেয়-দুশ্চরতর-তপশ্চরণ-কার্য্যের যুক্ততা-যুক্ততা, বা ন্যায্যতান্যায্যতা-বিচার-বিষয়ে কোনরূপ প্রতীক্ষা করেন নাই; সুতরাং এই প্রধানতমা-পার্ব্বতীদেবী-কর্ত্তৃক যে তৎকালে "যুক্তা-যুক্তাপ্রতীক্ষণাৎ" মাতা, পিতা, ভ্রাতা, মাতামহ, বা মাতামহী-প্রভৃতি-গুরুজন-বর্গ, তথা হিম-নগ-নগর-নিবাসি-নাগরিক-লোক-সকল উজ্ঝিত, পরিত্যক্ত, বা উপেক্ষিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি আছে?

কিঞ্চ, বেদে ও বেদানুসারি-মন্বাদি-স্মৃতীতিহাসপুরাণাদি-গ্রন্থে যে পিতা স্বর্গ, ধর্ম্ম, বা পরম-তপঃ-স্বরূপে কীর্ত্তিত, বা বর্ণিত হইয়াছেন, যে পিতার প্রীতি-সম্পাদনে সমর্থ হইলে, সর্ব্ব-দেবতারও দেবতাভূত-ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহামহিম-মহেশ্বরদেবেরও প্রীতি-সম্পাদনে সমর্থ হওয়া যায়, যে মাতৃদেবী গর্ভে ধারণ ও পোষণ-কার্য্য-দ্বারা উৎপাদক-পিতার আসন অপেক্ষা উচ্চতর আসনে সমাসীনা রহিয়াছেন, তাদৃশী-মাতা ও পিতার পূর্ব্ব-কথিতরূপ-নিষেধ-সূচক আদেশ-বচন-লঙ্ঘন করিয়া, বনবাসিনী তপস্বিনী হওয়ায়, এই সর্ব্ব-প্রধানতমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী যে বেদাদি-সম্মত-মাতৃ-পিতৃ-বচন-পালন-জনিত-ধর্ম্ম ও অপালন-জন্য অধর্ম্ম, এইরূপ ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচার না করিয়া, ধর্ম্মাধর্ম্মাপ্রতীক্ষণ-প্রযুক্ত বেদ ও বেদানুসরণকারি-স্মৃতীতিহাস-পুরাণাদি-ধর্ম্মাধর্ম্ম-নির্ণায়ক-গ্রন্থ-সকলকে পরিত্যাগ-দ্বারা উপেক্ষা, অবজ্ঞান ও অনাদর-ভাজনতা প্রাপ্ত করাইয়াছেন, তাহাই বা অস্বীকার্য্য হইতে পারে কিরূপে?

এইরূপ শ্রীমতী-প্রধানতমা-পার্ব্বতীর মদর্থে তপোবন-বাসকালে দীর্ঘকালযাবৎ অদর্শন-নিবন্ধন নিতান্ত-ব্যাকুল-হৃদয়ে মেরু-মন্দর-মৈনাক-মেনকা-মলয়াদির সহিত মহারাজ-হিমালয় যখন এই প্রধানতমা-পার্ব্বতী-দেবীকে দেখিবার জন্য, বা এই সর্ব্ব-প্রধানা-পার্ব্বতীদেবীকে গৃহে আনয়ন করিবার জন্য অসংখ্য-পরিজন-পরিবেষ্টিত হইয়া, তপোবনে গমন পূর্ব্বক বিবিধ-বিশিষ্ট-মিষ্ট-বচনে পরিতুষ্টা করিয়া, গৃহে আনয়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তৎকালেও এই প্রধানতমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী তাঁহাদিগের প্রত্যেকেরই স্নেহ-প্রীত্যনুরোধ-পূর্ণ-তাদৃশ-পরমাত্মীয়-

জনোচিত-বচন-নিচয়ের অশ্রবণ, অগ্রহণ, বা অপ্রতিপালন-দ্বারা স্নেহ-ত্যাগ সুসম্পন্ন হওয়ায়, স্নেহেরও অপ্রতীক্ষণ-প্রযুক্তই যে তৎকালে স্বাশ্রমে সমাগত, বহু-পূজা-ভক্তি-সম্মান-গৌরব-ভাজন, বহু-সমাদরণীয়-জনক-জননী-সহোদর-মাতামহাদি- বিশিষ্টতর-বন্ধু-বান্ধব-জ্ঞাতি-ধন-জনৈশ্বর্য্য-প্রভৃতি-সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা সুনিশ্চিত।

অপিচ, হে পার্ব্বতীদেবীগণ! এইরূপে যদি এই প্রধানতমা-পার্ব্বতীদেবীর মদর্থে অধন-দৃষ্টান্ত-সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে লোক-বেদাত্মীয়-জ্ঞাতি-মাতৃ-পিতৃ-ভ্রাতৃ-পরিজন-ধনৈশ্বর্য্যাদির পরিত্যাগ সমর্থিত হয়, তবে অংশভূততা-প্রযুক্ত এই অগোত্রান্তরিতা-প্রধানতমা-শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীর লোক, বেদ ও পরিণয়-পূর্ব্ব-কালীনত্ব-নিবন্ধন পিতৃ-মাতৃ-ভ্রাতৃ-প্রভৃতি-জ্ঞাতি-বর্গের পরিত্যাগ-দ্বারা তোমাদেরও "লোক-বেদ-স্বানাং" পরিত্যাগ আপতিত-প্রাপ্ত হওয়ায়, তোমরা সকলেই যখন আমার জন্যই তত্তদ্-বন্ধু-বান্ধব-পরিত্যাগ অতীব-দুষ্কর হইলেও, অবলীলা-ক্রমে দুষ্পরিত্যজ্য-তাদৃশ-লোক-বেদ-জ্ঞাতি-প্রভৃতি-পরিত্যাগ করিয়াছ, তখন তোমাদের ন্যায় অনন্য-মানস, একনিষ্ঠ-ভক্ত-জনগণের আমারই প্রতি মদ্-ভজন-মদাসক্তিরূপানুবৃত্তির প্রকৃষ্টরূপ-বিবৃদ্ধি-সম্পাদনার্থ পরোক্ষভাবে অর্থাৎ যাহাতে তোমরা আমাকে দেখিতে না পাও, "অদর্শনং যথা ভবতি", তাদৃশরূপে অবস্থিতি-পূর্ব্বক প্রকারান্তরে ভজন করিতে করিতে, অর্থাৎ তোমাদেরই তথাকথিতরূপ-প্রেমালাপ-শ্রবণ করিতে করিতে, আমি তিরোহিত, বা অদর্শন-গোচরতাপন্ন হইয়াছিলাম বটে; কিন্তু হে অবলাঃ! পার্ব্বত্যঃ! আমার অন্যান্য একান্তানু-রক্ত-ভক্ত-জনগণের মদাসক্তি-লক্ষণা-মদনুরক্তি-বর্দ্ধনাভিপ্রায়ে আমি যেমন অপরাপর-সময়ে অন্তর্হিত হইয়া থাকি, সেইরূপ আমি তোমাদেরই মদাসক্ত্যভিবৃদ্ধ্যর্থ তোমাদের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়া কি অতীব অনুচিত-কার্য্য করিয়াছি? পক্ষান্তরে কথা হইতেছে যে, তোমরা যেমন আমার অকপট-পরম-ভক্ত, প্রাচীনার্ব্বাচীন-পশ্চিম-কালীন-মদীয়-ভক্তগণের মধ্যে আমার এরূপ অকপট-পরম-ভক্ত-জনের আবির্ভাব কদাপি সম্ভবপর হয় নাই এবং সম্ভবপর হইবে বলিয়াও, আশা

করা যাইতে পারে না ; সুতরাং তোমাদের এই অতুলনীয়াপরিসীম-হ্রাস-বৃদ্ধি-বিবর্জ্জিত-প্রেম-ভক্তি-বিবর্দ্ধন-কল্পে আমি তোমাদিগের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়া, নিতান্ত অনুচিত কার্য্যই করিয়াছি, সন্দেহ নাই। কারণ, এতাবতী-পরম-মহতী অনুবৃত্তির অপরবিধা-বৃদ্ধির অস্তিতা সম্ভব-পরা নহে। পারিমাণ্ডল্য-পরিমাণ-বিশিষ্ট-পরমাণুর হ্রাস, তথা পরম-মহৎ-পরিমাণ-বিশিষ্ট আকাশ, কাল, দিক্ ও দেহী আত্মার বৃদ্ধি কখনও কাহারও আশার বিষয়ীভূতা হইতে পারে না। অতএব হে দেব্যঃ! পার্ব্বত্যঃ! অন্যান্য-প্রেমিক-ভক্ত-জনগণের প্রতি যুষ্মৎ-প্রেম-বৈপ্রল-ম্ভিক-প্রতাপ-মহোৎকর্ষ-জিজ্ঞাপয়িষাময়ী আমার এই অসমীক্ষ্যকারিতা তোমরা নিজগুণে ক্ষমা কর। কিন্তু, হে পার্ব্বতীদেবীগণ! যেহেতু আমার এই অসমীক্ষ্যকারিতা তোমাদের নিকটে ক্ষমার বিষয়ীভূতা হইতেছে, তন্নিমিত্তই তোমরা আমার প্রতি অসূয়া করিতে, দোষারোপণ-পুরঃসর তুষ্ট-স্বরূপে আমাকে অবলোকন করিতে পার না। অত্রাপি কারণ এই যে, প্রিয়জনের দোষ-সকলকে প্রিয়তমা-জনগণ নিশ্চিতই কদাপি নিজ-নিজ-মানসে আনয়ন-পূর্ব্বক স্থান-দান করেন না, কিম্বা করিতেও পারেন না।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়

অপিচ, শ্রীশঙ্করদেব উক্তরূপে নিজানুনয়-চাতুর্য্য-প্রদর্শন-পূর্ব্বক পুনশ্চ শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগকে সম্বোধনান্তে এইকথা বলিলেন যে, হে দেব্যঃ! অধুনা এসকল-কথার অবসান হউক এবং সম্প্রতি মদীয়-মানসে পরমার্থরূপে যে তত্ত্ব-কথা সতত-কাল উদ্ভূতা, বা সমুল্লসিতা হইতেছে, তাহা আমি অকপটে তোমাদের নিকটে কীর্ত্তন করিতেছি, তোমরা অবহিত-চিত্তে তৎসমুদায় শ্রবণ কর। হে পার্ব্বতীদেবীগণ! তোমাদের সম্বন্ধে, বা তোমাদের প্রতি আমার এই মাত্র বক্তব্য হইতেছে যে, তোমরা আমার প্রতি এযাবৎকাল যে নিরবদ্য-সংযুক্, সংযোগ, বা সম্যঙ্-মদ্-বিষয়ক-চিত্তৈকাগ্রতার অভ্যাস-লক্ষণ অনুশীলন করিয়াছ, আপাততঃ কামময়তাশ্রয়রূপে প্রতীয়মান হইলেও, বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু তোমাদের সেই নিরুপাধি-সংযোগ নিতান্ত-নিরবদ্য-নির্ম্মল-প্রেম-বিশেষ-ময়তা-প্রযুক্ত, অথবা পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে কাম-কর্ম্ম-লোক-ধর্ম্ম-শাস্ত্রাপেক্ষা-রাহিত্য-নিবন্ধন অত্যন্ত-নির্দ্দোষ, বা অবদ্য-শূন্য হওয়ায়, আমি তোমাদিগের সাধুত্বাপাদক-বস্তু-সম্পর্ক বিনা তাদৃশ-স্বভাব-সিদ্ধ-সাধু-কৃত্যের প্রতিদান, বা প্রত্যুপকার-কল্পে বিবুধ-দেবগণের আয়ুঃ-কাল-সাহায অথবা গণনাভিজ্ঞ-বুধ-পণ্ডিতগণ গণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, পরিমা নিরূপণে অসামর্থ্য-বশতঃ যাদৃশ-আয়ুঃ-কালের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ-পূর্ব্বক বিগত হইয়া থাকেন, তাদৃশ অনন্ত আয়ুঃ-কা সাহায্যেও তোমাদিগের প্রতি স্ব-সাধু-কৃত্য, বা স্বীয়-প্রত্যুপকার-কৃত্ত সম্পাদন-দ্বারা সম্প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রদর্শন করিতে পারিতেছি না এ সুদূর-ভবিষ্যতেও যে আমি তোমাদিগের তাদৃশ-স্বীয়াসাধারণ-সা কৃত্য-সদৃশ-প্রত্যুপকারে সমর্থ হইব, হৃদয়ে এরূপ আশারও সঞ্চার হইতেছে না।

কিন্তু, হে পার্ব্বতীদেবীগণ! তোমাদের নিরবদ্য-সাধু-কৃত্য যদিচ বহুতর, তথাপি "স্ব-সাধু-কৃত্যং" এই একবচন-নির্দ্দেশ-সাহায্যে তোমাদের এই সাধু-কৃত্যকে ক্ষণিক, বা অত্যল্পরূপে মানিয়া লইলেও, তাদৃশ-ক্ষণিক, বা অত্যল্পমাত্র-সাধু-কৃত্যেরও প্রতিকারে, প্রতিদানে, কিম্বা প্রত্যুপকারে আমি কেন যে সমর্থ হইতেছি না, তাহার বিবরণ করিতে হইলে, নিশ্চিতই বলা যাইতে পারে যে, তোমরা আমার যেরূপ নিরবদ্য-ভজন করিয়াছ, এরূপ নিরবদ্য-ভজনকারি-ভক্ত অন্যত্র বিরল বটে; কিন্তু একান্ত-দুর্ল্লভ নহে। একথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, গত-কল্পীয়-দ্বাপর-যুগের শেষভাগে ব্রজ-গোপিকা-গণ যেমন বসুদেব-পুত্র-শ্রীকৃষ্ণকে উপপতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া, তদীয়-নিরবদ্য-ভজন-কল্পে কাম-কর্ম্ম-লোক-ধর্ম্ম-শাস্ত্র-মাতৃ-পিতৃ-ভ্রাতৃ-পতি-পুত্র-শ্বশুর-শ্বশ্রূ-প্রভৃতি-গৃহ-সম্বন্ধি-জনগণ এবং ঐহিক-পার-লৌকিক-সুখকরাশ্রম-মর্য্যাদারূপ-দুর্জ্জর গেহ-শৃঙ্খল-সকল কুলবধূ-জনের পক্ষে সর্ব্বথা ছেদনের অযোগ্য, বা অজর হইলেও, পিতৃ-ভ্রাত্রাদি-গত ঐ সকল-স্নেহ-বন্ধ-শৃঙ্খল নিঃশেষে ছিন্ন করিয়া, তদীয়-ভজনাভিপ্রায়ে পরমানুরাগভরে একমাত্র সেই শ্রীকৃষ্ণের কর-কমলে স্ব-স্ব আত্ম-নিবেদন করিয়াছিলেন, হে পার্ব্বতীদেবীগণ পতি-পুত্র-শ্বশ্রূ-শ্বশুর-ভিন্ন তোমরাও সেইরূপ অন্যান্য-সর্ব্ববিধ-দুর্জ্জর-গেহ-শৃঙ্খল-সকলকে একেবারে ছিন্ন করিয়া, তাদৃশ ঔপপত্য-দোষে অনাঘ্রাত, অতএব নির্ম্মল-প্রেম-বিশেষময়ী-নির্দ্দোষ-সংযুক্ সম্যক্-মদ্বিষয়িণী-চিত্তৈকাগ্রতা-সাহায্যে আমার যেরূপ নিরবদ্য-ভজন করিয়াছ, মদীয়-মানস কিন্তু দেব-দানব-মানবাদি-জাতীয়-বহুতর-ভক্ত-সজ্জন-সমাজের প্রতি, তথা তোমাদিগের ন্যায় প্রাণসমা-পরমা-প্রিয়তমাগণের প্রতি সমাসক্ত, স্নেহভাবাপন্ন, ও বহুভাগে বিভক্তাবস্থায় যুষ্মদীয়ানুবৃত্তি-বৃত্ত্যর্থে ভজন-পরায়ণ সুতরাং অন্যত্রান্যত্র প্রেমযুক্ত হওয়ায়, যৌষ্মাকীন-তাদৃশ-সুদৃঢ়, অন্যত্রান্যত্র অবিভক্ত, একনিষ্ঠ, অব্যভিচারী, ঐকান্তিক, অবিচ্ছিন্ন, অনন্য-সাধারণ-নির্ম্মল-প্রেমময়-ভজন-লক্ষণ-ভাবের অভাব-বশতঃ যুষ্মদীয়-সাধু-কৃত্য-তুল্য-স্ব-সাধু-কৃত্যেরও অভাব আপতিত হওয়ায়, আমি তোমাদিগের

তাদৃশ-স্ব-সাধু-কৃত্যের প্রতিদানকল্পে মৎকৃত-প্রত্যুপকারাভিপ্রায়ে কোন-রূপ স্ব-সাধু-কৃত্য-প্রদর্শন করিতে পারিতেছি না।

কিঞ্চ, আমি তোমাদিগের ন্যায় সতত-কাল সাধু-কৃত্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিবই বা কিরূপে ? কেন না, আমার চিত্তটী ত এখন বহু ভক্ত-জনের প্রতি, তথা তোমাদের সকলের প্রতি প্রেমযুক্ত হইয়াছে, বহু-জনে সমাসক্ত-প্রেম-যুক্ত-চিত্ত ত কখনই নিরবচ্ছ-সংযুক্, সংযোগ, বা সম্যক্ একাগ্রতা-সম্পন্ন, বা একনিষ্ঠ হইতে পারে না, একনিষ্ঠ না হইলে, পরমানুরাগ উপজাত হইবে কিরূপে ? এবং পরমানুরাগ সঞ্জাত না হইলেই বা সম্যক্ আত্ম-নিবেদন, বা আত্ম-সমর্পণ সম্ভবপর হইবে কিরূপে ? সেইজন্যই বলিতেছিলাম যে, হে পার্ব্বতীদেবীগণ! "মচ্চিত্তস্তু বহুষু প্রেমযুক্ততয়া নৈবমেকনিষ্ঠং, তস্মাৎ বো যুষ্মাকমেব সাধুনা কৃত্যেন তৎ যুষ্মৎ-সাধু-কৃত্যং প্রতিযাতু, প্রত্যুপকৃতং ভবতু, যুষ্মৎ-সৌশীল্যেনৈবমানৃণ্যং অনুভবতু।" অর্থাৎ মৎ-কৃত-প্রত্যুপকার-দ্বারা, বা অস্মৎ-সৌশীল্য-বশে যখন আমি তোমাদের নিকটে আনৃণ্য অনুভবে সমর্থ হইব না, তখন অবশ্যই আমাকে তোমাদেরই সাধু-কৃত্য, বা সৌশীল্য-বলেই তোমাদের তাদৃশ-সাধু-কৃত্য প্রত্যুপকৃত হউক, এইরূপ প্রার্থনা করিয়াই, যুষ্মদীয়-তথাবিধ-সাধু-কৃত্যের প্রতিদান-দ্বারা সম্প্রতি-তোমাদের নিকটে আনৃণ্য-সৌভাগ্য-সুখ অনুভব করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব হে পার্ব্বতীদেবীগণ! আমি সম্প্রতি নিজ-মানস অন্যত্রান্যত্র ভক্ত-সজ্জনে বহু-ভাগে বিভক্ত ও যুষ্মদীয়-লোচন-রোচন-রূপে সমাসক্ত, বা প্রেম-যুক্ত হওয়ায়, সর্ব্ববিধ-স্নেহ-বন্ধ-শৃঙ্খল নিঃশেষে ছেদন করিতে না পারিয়া, তোমাদের নিকটে একদিকে যেমন নিতান্ত-লজ্জিত হইতেছি, অপরদিকেও সেইরূপ তোমাদিগের সম্বন্ধে, তোমাদিগের প্রতি স্ব-সাধু-কৃত্য, স্বীয়-প্রত্যুপকার-কৃত্য-সম্পাদন-দ্বারা সর্ব্বান্তঃকরণে যথোচিত-কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ করিতে, তথা পরমানুরাগভরে আত্ম-নিবেদন করিতে না পারিয়া, এতাদৃশ-শোচনীয়-স্বীয় অসামর্থ্য-দর্শনে "যৎপরো-নাস্তি" দুঃখিতও হইতেছি।

কিঞ্চ, নিজ-মানসে এইরূপে দুঃখিত হইবার অপর কারণ এই যে,

হে পার্ব্বতীদেবীগণ! আমি নিজ-মুখে "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে, তাং-স্তথৈব ভজাম্যহম্।" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া এবং তোমাদিগের নিরবদ্য-নির্ম্মল-প্রেম-বিশেষময়ী দোষ-শূন্যা-সংযুক্, সংযোগ, সম্যক্-মদ্-বিষয়িণী-চিত্তৈকাগ্রতা সবিশেষ অবগত হইয়াও, তোমাদিগের নিরবদ্য-সাধু-কৃত্যের অনুরূপ সাধু-কৃত্যানুষ্ঠান করিতে না পারিয়া, স্ব-কৃত-তাদৃশ-প্রতিজ্ঞা-বচন হইতে বিচ্যুত হওয়ায়, প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ-জনিত আমার যে গুরুতর অপরাধ উৎপন্ন হইয়াছে, সমুৎপন্ন সেই অপ-রাধের প্রতিক্রিয়াও সম্প্রতি সম্ভবপরা বলিয়া, মনে করিতেছি না। "তত্তস্মাৎ হে পার্ব্বত্যঃ! বো যুষ্মাকমেব সাধুত্বেনৈব তৎ যুষ্মৎ-সাধু-কৃত্যং প্রতিযাতু, প্রতিকৃতং ভবতু, যুষ্মৎ-সৌশীল্যেনৈব মম আনৃণ্যং, বস্তুতস্তু ঋণ্যেব ভবামি যুষ্মাকম্, ইতি পুনশ্চ মে দীনতা প্রবর্ত্ততে ভবতীনাং সন্নিধৌ।"

অনন্তর শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ স্ব-কৃত-প্রশ্ন-ত্রয়ের শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীমুখ-পঙ্কজ-বিনির্গত এবম্বিধ উত্তর-বচন শ্রবণ করিয়া, নিজ-নিজ-মনো-মধ্যে এইরূপ বিচার করিতে লাগিলেন যে, শ্রীশঙ্করদেবের পরমেশ্বরতা যখন সর্ব্বথা বেদ-শাস্ত্রে সুসমর্থিতা হইয়াছে, তখন শ্রীশঙ্করদেবের সর্ব্ব-বাদি-সম্মত-পরমেশ্বরত্ব-প্রযুক্তই যে তাঁহার সর্ব্ব-গুণ-পরিপূর্ণতা স্বয়ং সমাগতা হইতেছে, তাহা অবশ্য-স্বীকার্য্য। এইরূপে শ্রীশঙ্করদেব যদি সর্ব্বৈশ্বর্য্য-লীলাবাস ও সর্ব্বগুণ-পরিপূর্ণ হন, তবে তিনি যে সর্ব্বথা সর্ব্ব-দোষ-গন্ধ-মাত্র-রহিত, তাহাই বা অনঙ্গীকরণীয় হইতে পারে কিরূপে? কিঞ্চ, সর্ব্বেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেব যদি সর্ব্ববিধ-গুণে পরিপূর্ণ ও সর্ব্ব-দোষ-গন্ধ-মাত্র-রহিত হন, তবে কি তিনি কখনও অস্মৎ-প্রেম-রসা-স্বাদনে অবিজ্ঞ থাকিতে পারেন? অতএব অবশ্য বলিতে হইতেছে যে, পরমেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবের অস্মৎ-প্রেম-রস-বিজ্ঞতা সর্ব্বথা অক্ষুণ্ণা হইলেও, তিনি কেবলমাত্র আমাদিগকে প্রেমবত্তা-সাহায্যে উৎকর্ষযুক্তা করিবার জন্য এবং আত্ম-গত অপকর্ষ-প্রদর্শনাভিপ্রায়েই পূর্ব্বোক্তরূপে আমা-দিগকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অন্যথা সর্ব্বব্যাপক, "পূর্ণাৎ" পূর্ণতর-শ্রীশঙ্করদেবের অস্মদ্-বিষয়ক এই পরিত্যাগ সম্ভবপর হইবে

কিরূপে ? অতএব স্বয়ং পরাবুভূষু এই শ্রীশঙ্করদেবকে বিজিগীষা-বুদ্ধি-বশে পরাজিত করিতে ইচ্ছা করিয়া এবং শ্রীশঙ্করদেবের সমান-প্রেম-রস-বিজ্ঞতা ও উদারতা-প্রদর্শন করিতে না পারিয়া, অধন্যাবস্থায় আমরাই যে ফলতঃ এই শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক প্রেম-প্রকর্ষ-বলে প্রকৃষ্টরূপে পরাজিতা হইয়াছি, তদ্বিষয়ে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়

এইরূপে ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব নিজানুনয়-বিনয়-চাতুর্য্য-প্রদর্শন-দ্বারা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগকে পরিসান্ত্বিতা করিয়া, পশ্চাৎ গোপী-মণ্ডলী অর্থাৎ ধরাধরেন্দ্র-নন্দিনী-পার্ব্বতী-মণ্ডলীর মধ্যগতাবস্থায় হ্লাদিনী শ্রীসতী-বিরহ-দাব-দহন-দগ্ধ-হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ বিষম-শর-কৃত-পুষ্পময়-শর-পঞ্চক-প্রহার-ফলে জর্জ্জরিত-প্রজ্বলিত-কলেবরে স্বকৃতাবগাহনাবসরে প্লুষ্ট-প্রদগ্ধ, অতএব নীল-নীরময়ী-যমুনার তীর-প্রদেশস্থ-বন-নিচয়ে কেলি-কলাপ-সাহায্যে এই সকল-প্রিয়তমা-পার্ব্বতীদেবীকে রাস-মণ্ডল-রচনা-পূর্ব্বক রমণ করাইতে ইচ্ছুক হইয়া, কিরূপে রমণ করাইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিবার অবসর উপস্থিত হওয়ায়, বলিতে হইতেছে যে, গোপী-ধরাধরেন্দ্র-নন্দিনী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ ভগবান্ শ্রীশঙ্কর-দেবের শ্রীমুখ-নির্গতা "ইত্থং" ঈদৃশী-সুপেশলা-পরম-মনোহরা-বাণী-সকল শ্রবণ করিয়া, তথা তদবস্থাগত-ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবের অঙ্গ অর্থাৎ কমনীয়-কলেবর, কিম্বা কর-চরণাদি অবয়ব-নিচয়, অথবা তৎকৃত আলি-ঙ্গন-কর-গ্রহণাদি-সাহায্যে মানস-মধ্যে উপচিতা সমৃদ্ধা বর্দ্ধিতা আশীঃ অর্থাৎ কাম-ভাব-নিবহে বিভাবিতা, বা সম্পন্ন-মনোরথা হইয়া, তৎকাল-মাত্রেই ভূত, বা ভবিষ্য-বিরহজাত-তাপ একেবারে পরিত্যাগ করিলেন।

কিঞ্চ, তন্মধ্যে ভূত বিরহ-জনিত-তাপ-পরিত্যাগের কারণ যে ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীমুখ হইতে নির্গত "মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি, তত্র তিষ্ঠামি", অর্থাৎ মদীয়-ভক্তজনগণ যেখানে আমার গুণ-গাথা-গান করে, আমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ না করিয়া, সেই স্থানে সততকাল অবস্থিতি-পূর্ব্বক তাহাদিগের ভজন করিয়া থাকি সত্য ; কিন্তু আমি তাহাদিগের অতি নিকটে থাকিয়াও, তাহাদিগেরই মদ্বিষয়িণী আসক্তি-লক্ষণা অনু-বৃত্তির বিবর্দ্ধন-কল্পে তাহাদিগকে স্বীয়-দর্শন-দান করি না, এইরূপ

বিরহাবস্থাকালীন অপরিত্যাগ-বাক্য-শ্রবণ এবং ভব্য-বিরহ-জাত-তাপ-পরিত্যাগের কারণ যে, "তৎ তস্মাৎ বঃ সাধুত্বেনৈব তৎ যুষ্মৎ-সাধু-কৃত্যং প্রতিযাতু, প্রতিকৃতং ভবতু, যুষ্মৎ-সৌশীল্যেনৈব মমানৃণ্যং, বস্তুতস্তু ঋণ্যেব ভবামি যুষ্মাকম্", এতাদৃশরূপে বিশেষভাবে শ্রীভগবদুক্তি-সাহায্যে তদীয় ঋণিত্ব প্রতিপাদিত হওয়ায়, দৈববশে পুনর্ব্বিচ্ছেদকালেও অত্যন্ত-পরিত্যাগ-শঙ্কার অপগম, তাহা বোধকরি, সবিশেষ না বলিলেও, কোনরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা নাই।

যদিচ পূর্ব্বগ্রন্থে "জহুর্ব্বিরহজং তাপং, প্রাজ্ঞং প্রাপ্য যথা জনাঃ।" এইকথা বলা হইয়াছে সত্য; তথাপি পূর্ব্বোক্ত-বাক্যের "জহুর্ব্বিরহজং তাপং, তদঙ্গোপচিতাশিষঃ।" এইরূপ পুনরুক্তি-দ্বারা অধুনা অবশ্য অবগত হইতে হইবে যে, এই বিরহ-জাত-তাপ-পরিত্যাগ উভয়ত্র বিবক্ষিত হইলেও, পূর্ব্বত্র কেবল-তাপ-পরিত্যাগ-বচন মাত্রই শ্রবণ-বিষয়ীভূত হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাপ পরিত্যক্ত হয় নাই এবং উত্তরত্র কেবলই যে বিরহ-জাত-তাপ-পরিত্যাগ-বচন-মাত্র শ্রুতি-বিষয়ীভূত হইয়াছে, তাহা নহে; পরন্তু "বিরহে অপি অপরিত্যাগ-শ্রবণাৎ, তথা বিশেষতো নিজ ঋণিত্বাদি-প্রতিপাদনেন চ দৈবাৎ পুনর্ব্বিচ্ছেদেঽপি অত্যন্ত-পরিত্যাগ-শঙ্কাপগমাচ্চ" সম্যক্‌রূপে বিরহজ-তাপও যে পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

সে যাহা হউক, শ্রীশঙ্করদেবের তাদৃশ-সুপেলব-বাক্য-সকল-শ্রবণ করিয়া, তথা শ্রীশঙ্করদেব-কৃত আলিঙ্গন ও কর-গ্রহণাদি-সাহায্যে সর্ব্ব-বিষয়ক-মনোরথে সুসম্পন্না হইয়া, শ্রীশঙ্করদেবেরই অঙ্গ-স্পর্শাদি-দ্বারা আশীলক্ষণ-কাম-ভাব-সকল হৃদয়ে উপচিত জাগরূক হওয়ায়, শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবী-সকল নিজ-নিজ-গাত্র-সংস্পর্শ-সম্পাদন-পূর্ব্বক শ্রীশঙ্কর-দেবের মানসে অঙ্গনালিঙ্গন-জনিত-সুখোৎপাদনান্তে প্রশ্নোত্তর-সমাপ্তি অবসরে মানশান্তি-নিবন্ধন পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন-চুম্বনাদি-বিলাস-স্রোতোজলে ভাসমান হইলে, "দেব-দানব-মানব-কার্য্য-সিদ্ধ্যর্থং, সর্ব্বেশ্বর-তয়া জগৎ-সাম্রাজ্যসংরক্ষণার্থং বা গাম্ পৃথিবী-লোকং, স্বর্গলোকং বা বিন্দতীতি গোবিন্দঃ সত্ত্ববাহনঃ" শ্রীশঙ্করদেব সেই যমুনা-পুলিন-প্রদেশে

বহু-নর্ত্তকী-যুক্ত-নৃত্য-বিশেষরূপ-রাস, অথবা নৃত্য-গীত-চুম্বনালিঙ্গনাদি-রস-সমূহরূপ-রাসময়ী যে ক্রীড়া, তাদৃশ-রাস-ক্রীড়া-বিশেষের প্রবর্ত্তনে ইচ্ছা করিয়া, অনুব্রত অর্থাৎ তদানীং পরস্পরৈকমত্য-প্রযুক্ত স্বানুকূল, বা নিজের প্রতি একান্তাসক্ত, তথা অন্যোহন্য ভুজ-যুগল-দ্বারা পরস্পরের সহিত ভুজ-যুগলে আবদ্ধ, বা সংগ্রথিত, সুতরাং নিতান্ত-প্রীতি-যুক্ত, বা মানসে প্রমোদমান এবং নানার্থ-বর্গানুসারে স্বজাতি-শ্রেষ্ঠেও রত্ন-শব্দের প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হওয়ায়, সর্ব্ব-স্ত্রী-বর্গ-শ্রেষ্ঠ-স্ত্রীরত্নভূত-গোপী-গোপ-বালা অর্থাৎ নগরাজনন্দিনী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী-গণের সহিত সমন্বিত হইয়া, পরমাভিলষিতা-বনিতাগণের লাভ-বশতঃ পূর্ব্ব হইতেই অনুষ্ঠান-যোগ্যারূপে চিত্ত-ক্ষেত্রে সমারূঢ়া ঈপ্সিততমা, মহামহোৎসবরূপা-তাদৃশী-রাস-ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন।

কিঞ্চ, এস্থলে মহামহোৎসবরূপা-রাস-ক্রীড়ার উপকরণভূতা-পরম-সামগ্রী অবশ্য অপেক্ষিতা হইতেছে সত্য ; কিন্তু এখানে এরূপও কথন করা যাইতে পারে যে, শ্রীসর্ব্ব-জগদীশ্বরতা-প্রযুক্ত-শ্রীশঙ্করদেবের নিজা-শেষৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-বিশেষ-প্রকটন-দ্বারা পরম-পুরুষোত্তমতা, তথা অশেষ-জগদীশ্বরত্ব-নিবন্ধন-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণের স্ত্রী-রত্নভূততা, অথবা সর্ব্ব-স্ত্রী-বর্গ-শ্রেষ্ঠতা অভিহিতা হওয়ায়, তৎ-সাহায্যেই যদি রাস-ক্রীড়োপ-যোগিনী-পরম-সামগ্রী উপদর্শিতা হইয়া থাকে, তবে আর এখানে অপরবিধ-কীদৃশোপকরণ-দ্রব্যের অপেক্ষা বলবতী হইতে পারে? অত-এব সর্ব্বৈশ্বর্য্যভূতাবাস-শ্রীশঙ্করদেব সর্ব্বৈশ্বর্য্য-লীলাবাসভূতা ঐসকল-লীলা-নর্ত্তকী-বেশধারিণী-পার্ব্বতীদেবীর সহিত পূর্ব্বোপবর্ণিতানুরূপ-সর্ব্বোপকরণ-সম্ভারে সম্পূর্ণ, যমুনা-পুলিনোপকণ্ঠস্থ-কুঞ্জ-কানন-মধ্যে রাস-লীলা-মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইয়া যে কোনরূপ উপকরণ-দ্রব্যের অভাব অনুভব করিবেন, এরূপ মনে করাও, নিতান্ত-বাতুলতা ভিন্ন, অপর কিছুই নহে।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়

অনন্তর শ্রীশঙ্করদেব নিঙ্গানুব্রতা, প্রেম-ভর-বিবশা, প্রীত-মানসা, অন্যোঽন্যাবদ্ধ-কর-কমলকলাপা, ঐসকল-পার্ব্বতীদেবীর সহিত সমন্বিত, বা মিলিত হইয়া, রাস-ক্রীড়ারম্ভার্থ অগ্রসর হওয়ায়, ক্রমে ক্রমে পরম-রস-কদম্বময়-রাসোৎসব সম্যক্‌রূপে প্রবৃত্ত হইল বটে; কিন্তু অভিনয়-সাহায্যে তৎ-সাহিত্য-প্রকার-প্রদর্শন করিতে হইলে, অবশ্য বলিতে হইবে যে, শ্রীশঙ্করদেবের দ্বারা গোপী-ভূধর-কুমারী, বা সর্ব্ব-স্বর্গ-পালক-দেবদেব-পত্নী-পার্ব্বতী-মণ্ডলে মণ্ডিত, ভক্তজনগণের মানস ও লোচন-চাতক-নিচয়ের পক্ষে অতীবানন্দামৃত-প্রদায়ক-রাস-লক্ষণ-মহোৎসব সম্প্রবৃত্ত হইলে, স্বয়ং শ্রীশঙ্করদেব গোপী-পার্ব্বতী-মণ্ডলী-মণ্ডিত-সম্প্রবৃত্ত সেই রাস-মহোৎসবে মণ্ডলাকারে অবস্থিতা ঐসকল-পার্ব্বতীদেবীর প্রতি দুই দুই জন পার্ব্বতীদেবীর মধ্য-প্রদেশে প্রবেশ করিলেন।

কিঞ্চ, এস্থলে এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, গোপী-পার্ব্বতী-মণ্ডলে মণ্ডিত, পরম-রস-কদম্বময়-রাসরূপ উৎসব, অর্থাৎ ক্রীড়া-বিশেষ-রূপ-সুখময়-পর্ব্ব "তাসাং মণ্ডলরূপেণাবস্থিতানাং গোপীনাং পার্ব্বতীনাং দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে" প্রবিষ্ট, পরমানন্দ-ঘন-মূর্ত্তি, নিমিত্তভূত, বা করণভূত-শ্রীশঙ্করদেবকে প্রাপ্ত হইয়া, স্বয়ং সম্প্রবৃত্ত হইল, এইকথা বলিয়া, রাসোৎ-সবকে স্বতন্ত্র-কর্ত্তৃত্ব-দান করা হইল কেন? এবং মণ্ডলরূপে অবস্থিতা ঐসকল-গোপী-পার্ব্বতীদেবীর প্রতি দুই দুই জনের মধ্যে প্রবিষ্ট-শ্রীশঙ্কর-দেবকে "গোপী-পার্ব্বতী-মণ্ডল-মণ্ডিতঃ রাসোৎসবঃ তাসাং দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে প্রবিষ্টেন শ্রীশঙ্করদেবেন সংপ্রবর্ত্তিতঃ" এইরূপ উক্তি-দ্বারা স্বতন্ত্র-কর্ত্তৃত্ব-দান না করিয়া, তাঁহাকে করণত্ব-মাত্র-দান করা হইল কেন?

উক্তরূপ প্রশ্নের উত্তর-বচনাবসরে এইকথা বলা যাইতে পারে যে, রাসোৎসবকে কর্ত্তৃত্ব, বা শ্রীশঙ্করদেবকে করণত্ব-দান করিবার অধিকার,

বা সামর্থ্য কাহারও নাই। পক্ষান্তরে এস্থলে "সংপ্রবর্ত্তিতঃ", এই-রূপ উক্তির অভাব-বশতঃ শ্রীশঙ্করদেব রাসোৎসবকে স্বতন্ত্র-কর্ত্তৃত্ব-দান করিয়া এবং স্বয়ং করণত্ব-মাত্র-ভজন করিয়া, "স্বস্মাৎ, সর্ব্ব-শক্তিভ্যশ্চ, সর্ব্ব-লীলাভ্যশ্চ রাসস্যৈব মহোৎকর্ষং স্ব-দত্তং ব্যঞ্জয়ামাস" সর্ব্ববিধ-লীলা, সর্ব্ববিধ-শক্তি এমন কি স্বীয়-স্বরূপ হইতেও রাসেরই স্ব-প্রদত্ত-মহোৎকর্ষ অভিব্যঞ্জিত করিয়াছেন। অতএব কি লক্ষ্মী কি শচী, কি সাবিত্রী কি সরস্বতী, কি গায়ত্রী আর কি অদিতি-শতরূপা-প্রভৃতি-সকলেই তাদৃশ-রাস-মহোৎসবের মহোৎকর্ষ-লাভ করিবার জন্য উৎকণ্ঠিতামাত্রই হইয়া থাকেন, কিন্তু লাভ করিতে সমর্থা হন না। অপিচ, এইরূপে শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক রাসোৎসবকে স্বতন্ত্র-কর্ত্তৃত্ব প্রদত্ত হওয়ায়, একদিকে যেমন রাসের মহোৎকর্ষ অভিব্যঞ্জিত হইয়াছে, অপরদিকেও সেইরূপ এই রাসোৎসব গোপী-মণ্ডল-মণ্ডিত-বিশেষণে বিশেষিত হওয়ায়, গোপী-মণ্ডলের পার্ব্বতী-মণ্ডলের অধিকতর-শোভা-হেতুত্বও যে প্রদর্শিত হইতেছে, তাহা সবিশেষ না বলিলেও, নিজ-স্বয়ং-প্রজ্ঞা-বলে বুঝিয়া লইতে হইবে।

অধুনা যদি এইরূপ প্রশ্ন হয় যে, শ্রীশঙ্করদেব পার্ব্বতী-মণ্ডল-মণ্ডিত-রাসোৎসব-স্থলে প্রতি দুই দুই জন পার্ব্বতীদেবীর মধ্যে প্রবেশ করি-লেন কেন? শ্রীশঙ্করদেব মণ্ডলাকারে অবস্থিতা প্রতি দুই দুই জন পার্ব্বতীদেবীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, তৎকালে কি করিলেন? তিনি কি তৎকালে প্রতি দুই দুই জন পার্ব্বতীদেবীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন? অথবা শ্রীশঙ্করদেব মণ্ডলরূপে অবস্থিতা প্রতি দুই দুই জন পার্ব্বতীদেবীর মধ্যস্থানাধিকার-পূর্ব্বক রাসক্রীড়োপযোগী কোনরূপ অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইলেন? এবং এসকল-তত্ত্ব কিরূপেই বা অবগত হওয়া যাইতে পারে? তবে যেরূপ উত্তর-প্রদত্ত হইলে, এই সকল-তত্ত্বের সবিশেষ অবগতি সম্ভবপরা হইতে পারে, তাদৃশ উত্তরপ্রদানাবসরে বলা যাইতে পারে যে, গত-গ্রন্থে-বর্ণিত-তাদৃশ-ত্রৈমাসিকবিহার-দ্বারা শ্রীশঙ্করদেব যেমন শ্রীমতীমুখ্যতমা-পার্ব্বতীদেবীর চিত্তটীকে শত-বার্ষিক-বিহারার্থ আকৃষ্ট করিয়াছেন, সেইরূপ

শত-বার্ষিক-বিহারাবসরে বিবিধ-বৈচিত্র্য-সম্পাদন-দ্বারা অগ্রিম-গ্রন্থে পশ্চাৎ বিবরণীয়-সহস্র-বার্ষিক-বিহারার্থ সর্ব্ব-প্রধানতমা-শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীর মানস-সমাকর্ষণার্থই শ্রীশঙ্করদেব উক্তরূপে প্রতি দুই দুই জন পার্ব্বতীদেবীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন; সুতরাং শ্রীশঙ্করদেব যে এরূপ অবসরে "তাসাং দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে" প্রবেশ করিয়া, নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থিতি করিবেন, তাহা কোনরূপেই সম্ভবপর নহে।

বিশেষতঃ সম্প্রতি সমগ্র-জগদ্-ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্ম-বর-দৃপ্ত-তারকের অত্যাচারে নিতান্ত উৎপীড়িত ও জর্জ্জরিতাবস্থায় আশু প্রতিকারের প্রতীক্ষা করিতেছে। তারকের উপদ্রবে বিশেষরূপে উপদ্রুত-বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে পুনশ্চ সুখ, শান্তি ও স্বচ্ছন্দতার প্রতিষ্ঠা, বা প্রত্যানয়ন-কল্পে ইন্দ্রোপেন্দ্র-প্রজাপতি-প্রভৃতি-কর্ত্তৃক প্রার্থিত, তথা তারক-হন্তা-দেব-সেনাপতি-কুমার-কার্ত্তিকেয়ের উৎপাদনে অনুরুদ্ধ হইয়া, তারক-হন্তা-তাদৃশ-পুত্রের উৎপাদনে প্রধানোপাদানভুত-নিজ-নিশ্চল-বীর্য্যের সহস্র-বার্ষিক-বিহারাবসরে সুপরিচালনাভিপ্রায়ে ত্রৈমাসিক-বিহারের অনন্তর শত-বার্ষিক-বিহারে প্রবৃত্ত হইয়া, শত-বার্ষিক-বিহারের সর্ব্বাঙ্গীণ-রমণীয়তা, বা চারুতা-সম্পাদন-দ্বারা স্ব-সম্পাদিত-পারিপাট্য-সাহায্যে সহস্র-বার্ষিক-বিহার-কল্পে শ্রীশঙ্করদেব যে সম্প্রতি আবির্ভাবিত-স্বরূপা একোন-নব-লক্ষ-পার্ব্বতীদেবীর সহিত সর্ব্ব-প্রধানতমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর মানস-রঞ্জন-বাসনা-বশবর্ত্তি-হৃদয়ে আগ্রহাতিশয়-সমাশ্রয়ণে "নটৈর্গৃহীত-কণ্ঠীনাং অন্যোহন্যাত্ত-করশ্রিয়াম্। নর্ত্তকীনাং ভবেদ্রাসো, মণ্ডলীভূয় নর্ত্তনম্।" ইত্যুক্ত-লক্ষণ-রাস-ক্রীড়া-নিয়মানুসরণে অধিকতর-কৌশল, বা লাঘব-প্রদর্শন-পূর্ব্বক নিজ-প্রাণাধিদেবীর চিত্তাকর্ষণ, বা পরিতোষ-সাধনে অগ্রসর হইবেন, তাহা নিতান্তই সম্ভবপর, বা স্বাভাবিক বলিতে হইবে, সন্দেহ নাই।

অতএব সম্প্রতিতন-কালে শ্রীশঙ্করদেবের অপরবিধ অবশ্য-কর্ত্তব্য কোনরূপ কার্য্য না থাকায়, তিনি যে প্রধানতমা-পার্ব্বতীদেবীর চিত্ত-বিনোদনার্থ তৎকাল-প্রাপ্ত-রাস-ক্রীড়োপযোগী অভিনয় করিতে ইচ্ছা করিয়া, মণ্ডলাকারে সমবস্থিতা সেই সমস্ত-পার্ব্বতীদেবীর প্রতি দুই দুই

জনের মধ্যে প্রবেশ-পুরঃসর এরূপভাবে তাঁহাদের কণ্ঠালিঙ্গন করিলেন যে, তাঁহারা সকলেই শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক কণ্ঠে গৃহীতা অর্থাৎ উভয়তঃ সমালিঙ্গিতা হইয়া, সুখ-রস-সাগর-নিমগ্ন-মানসে নিমীলিত-নয়নে মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমাদের পরম-প্রিয়তম-প্রাণাধিক এই শ্রীশঙ্করদেব একমাত্র আমারই নিকটে অবস্থিত হইয়া, অতীব-প্রেম-প্রণয়ানুরাগভরে গাঢ়তররূপে আমাকেই আলিঙ্গন করিতেছেন। কিঞ্চ, "যং সর্ব্বাঃ স্ত্রিয়ঃ স্ব-নিকটং মামেবাশ্লিষ্টবানিতি মন্যেরন্", সেই শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক কণ্ঠে গৃহীতা, উভয়তঃ সমালিঙ্গিতা হইয়া, রাস-মণ্ডলস্থা এই সকল-পার্ব্বতীদেবী যে কান্ত-কর-স্পর্শ-জনিত-তৎকালোচিত-স্বর্গীয়-সুখানুভববশতঃ সহসা নিজ-নিজ-নয়ন-যুগলে নিমীলিতা হইবেন, তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক।

অত্র প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক হইতেছে যে, "তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ," এইস্থলে দুইটী "দ্বয়োঃ" পদের প্রয়োগ না করিয়া, যদি একটীমাত্র "দ্বয়োঃ" পদের প্রয়োগ করা হইত, তবে রাস-মণ্ডলস্থ-নব-লক্ষ-পার্ব্বতীদেবীর মধ্যে যে কোন দুইজন পার্ব্বতীদেবীর মধ্যস্থলে একটীমাত্র-স্থানেই শ্রীশঙ্করদেবের অবস্থিতি অনুভব-বিষয়ীভূতা হইত। অতএব উক্তরূপে শ্রীশঙ্করদেবের "একত্রৈব" অবস্থিতি নিবারণার্থ "ক্রিয়া-গুণ-দ্রব্যৈর্যুগপৎ ব্যাপ্তুমিচ্ছাবীপ্সা"—সমাশ্রয়ণে "ভূতং ভূতমভি প্রভুঃ," ইত্যাদিবৎ "দ্বয়োঃ" পদটীর দ্বির্ভাব, বা পুনরভ্যাস করিয়া, প্রতি দুই দুই জন পার্ব্বতীদেবীর মধ্যে শ্রীশঙ্করদেবের অবস্থিতি-জ্ঞাপন করা হইয়াছে। তথা উক্তরূপে প্রতি দুই দুইজন পার্ব্বতীদেবীর মধ্যে শ্রীশঙ্করদেবের অবস্থিতি অভিপ্রেতা হওয়ায়, অত্রাগ্রিমশ্লোকে "মধ্যে মণীনাং হৈমানাং, মহামারকতো যথা।" এই স্থলে যেমন সামান্যাপেক্ষাবশে "মধ্যেষু" অর্থে "মধ্যে" এই এক-বচনের প্রয়োগ করা হইয়াছে, সেইরূপ "তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ", এই স্থানেও সামান্য-বিবক্ষা-বশে "মধ্যেষু" অর্থে "মধ্যে" এই একবচনের প্রয়োগ করা হইয়াছে, জানিতে হইবে। অন্যথা রাস-মণ্ডলস্থ-নব-লক্ষ-পার্ব্বতীদেবীর মধ্যে প্রতি দুই দুই জন পার্ব্বতীদেবীর অন্তরালে শ্রীশঙ্কর-

দেবের অবস্থিতি শত-লক্ষ-বর্ষকালেও সম্ভবপরা হইতে পারে না। অতএব "মধ্যেষু" অর্থাভিপ্রায়ে "মধ্যে" প্রয়োগ অঙ্গীকৃত হইলে, প্রতি দুই দুইজন পার্ব্বতীদেবীর মধ্যে প্রবিষ্ট ; সুতরাং উভয়তঃ অবস্থিত-শ্রীশঙ্কর-দেব-কর্ত্তৃক প্রসারিত-স্বীয়-ভুজ-যুগল-সাহায্যে বাম-দক্ষিণ-পার্শ্বস্থ-পার্ব্বতী-দেবী-দ্বয়ের-কণ্ঠালিঙ্গন, তথা সুরত-বর্দ্ধন-শ্রীশঙ্করদেব-কৃত-কণ্ঠালিঙ্গন-জনিত-সুষ্ঠুতর-সুখাবেশ-বশে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের নেত্র-নিমীলন যে সর্ব্বথা উপপন্নতর হইতেছে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহের অবসর নাই।

অপিচ, এই রাস-মণ্ডল-কল্পনাবসরে প্রকরণান্তরীয়-বচন-সমাশ্রয়ণে দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে যে, "অঙ্গনামঙ্গনামন্তরা মাধবো, মাধবং মাধবং চান্তরেণাঙ্গনা। ইত্থমাকল্পিতে মণ্ডলে মধ্যগঃ, সংজগৌ বেণুনা দেবকীনন্দনঃ" অর্থাৎ "মা" পরমা-পরা-প্রকৃতি, কিম্বা সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সৌন্দর্য্য-শোভা-সম্পত্তির একমাত্র-ধব, পতি, বা অধীশ্বরভূত-সর্ব্বৈশ্বর্য্য-লীলাবাস-শ্রীশঙ্করদেব যদি প্রতি দুই দুই জন পার্ব্বতীদেবীর মধ্যে প্রবিষ্ট হন, তবে গণনাবসরে অবশ্য পরিদৃষ্ট হইবে যে, মণ্ডলাকারে অবস্থিত ঐ সকল-নায়ক-নায়িকা, বা নাগর-রাজ-নাগরী-রাজ্ঞীর মধ্যে প্রথমা-নাগরী-রাজ্ঞী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী প্রথম-স্থানে এবং নাগর-রাজ-শ্রীশঙ্করদেব দ্বিতীয়-স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। এইরূপে দ্বিতীয়াদি-পার্ব্বতী তৃতীয়াদি-স্থানে ও শ্রীশঙ্করদেব চতুর্থাদি-স্থানে অবস্থিতি-পরায়ণ হইলে, এক একটী পার্ব্বতীদেবীর অন্তরে শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক নিজস্থান অধি-কৃত হওয়ায়, একদিকে যেমন "অঙ্গনামঙ্গনামন্তরা মাধবঃ", এই পদ্য-প্রথমাংশ সুসঙ্গত হইতেছে, অপরদিকেও সেইরূপ "মাধবং মাধবং চান্ত-রেণাঙ্গনা", এই পদ্য-দ্বিতীয়াংশও সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত হইতেছে।

কিঞ্চ, এইরূপে রাস-মণ্ডল আকল্পিত হইলেও, উত্তরগ্রন্থে প্রকারান্তরে আরচনীয়-রাস-মণ্ডলের বিবরণাবসরে অর্থতঃ ব্যক্তীকরণীয়, বা ব্যাখ্যাস্য-মান "মধ্যগঃ সংজগৌ বেণুনা দেবকীনন্দনঃ", এই অবশিষ্ট-পদ্যাংশের তাৎপর্য্য-সঙ্কলন-লোভ-পরিহার-পূর্ব্বক সম্প্রতি বলা যাইতে পারে যে, বেণু-বাদন-পরায়ণ-শ্রীশঙ্করদেব "প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং, কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ।" এই স্ত্রী-শব্দের বহু-বচনান্ত-প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হওয়ায়, পরম-

প্রেম-প্রবণ-চিত্তে নিরতিশয়-নির্ম্মলানুরাগ-সমন্বিত-হৃদয়ে যুগপৎ আত্ম-সঙ্গমাভিলাষবতী এই সকল-পার্ব্বতীর প্রতি অনুকম্পা-পরবশতা-প্রযুক্ত সুদৃশামুভয়োঃ পৃথগন্তরগঃ” হইয়া, বেণু-বাদন-দ্বারা তাঁহাদের মনোগত-বাঞ্ছার-পূর্ত্তি-সাধন-পুরঃসর “স্ত্রীষু পরমানুরাগেণ যুগপদাত্ম-সঙ্গমমীপ্সু যু-সৎ-পুরুষস্য তথৈব কৃত্যং ব্যক্তম্”, এইভাবটুকু বিস্পষ্টরূপে আমাদের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেছেন। অন্যথা অর্থাৎ শ্রীশঙ্করদেব যদি যুগপৎ আত্ম-সঙ্গমাভিলাষিণী পরম-প্রেমবতী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগকে এরূপে রাস-মণ্ডলে প্রাপ্ত হইয়াও, বেণু-বাদন, কণ্ঠালিঙ্গন ও স্ব-চর্ব্বিত-তাম্বূল-দানান্তে পরমানুরাগভরে ওষ্ঠে, অধরে, কপালে, কপোলে ও লোচন-যুগলে ঘন-ঘন-চুম্বনাদি-দ্বারা তাঁহাদিগের অভিলাষ পূর্ণ না করেন, তবে সৎ-পুরুষোচিত-কৃত্যের যথোচিতানুষ্ঠানের অভাবে বৈষম্যের আপতন-নিবন্ধন দোষাপত্তি, তথা সুখ-ভঙ্গ অনিবার্য্য হইতে পারে।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়

এই ত গেল একটী কথা, অধুনা অপরা এই একটী প্রশ্ন-লক্ষণা-কথা হইতেছে যে, নব-লক্ষ-সংখ্যকা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের মধ্যে প্রত্যেক-পার্ব্বতীদেবীই যাঁহাকে যে শ্রীশঙ্করদেবকে নিজ-নিকটে অবস্থিত ও কণ্ঠালিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ মনে করিতে লাগিলেন, সেই শ্রীশঙ্করদেব সম্প্রতি এক-মূর্ত্তি-বিশিষ্ট হইয়া, নব-লক্ষ-পার্ব্বতীদেবীর নিকটে অবস্থিত ও তাঁহাদের প্রত্যেকের কণ্ঠালিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ হইলেন কিরূপে? এই প্রশ্ন-লক্ষণা-বাণীর সমর্থন-কল্পে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, শ্রীশঙ্করদেব অন্তর্দ্ধানাবসরে আবির্ভাবিত-নিজ একোন-নব-লক্ষ-রূপকে সর্ব্ব-মূলাধারভূত-নিত্য-সিদ্ধ-স্বরূপে অবরুদ্ধভাবে অবস্থাপনান্তে অন্তর্হিত হইয়া, পুনশ্চ আবির্ভাবের অনন্তর যখন উপসংহৃত উক্ত একোন-নব-লক্ষ-রূপের বহিষ্করণে মনোযোগী হন নাই, তখন তিনি যে সম্প্রতি নিজ-নিত্য-সিদ্ধ একটীমাত্ররূপে রূপবান্ হইয়া, "অঙ্গনামঙ্গনামন্তরা" অবস্থিতি-পূর্ব্বক যুগপৎ এই নব-লক্ষ-পার্ব্বতীদেবীর কণ্ঠালিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ হইতে পারেন না, তাহা ধ্রুব-সত্য।

কিন্তু, উক্ত-প্রশ্ন-লক্ষণা-বাণীর পরিহার-কল্পেও ইহা অভিহিত হইতে পারে যে, "যং স্বনিকটমেবমন্যেরন্নমংসতেত্যত্র" ইহাই বিবেচনীয় হইতেছে যে, আমরা এই যে রাসলীলা-কথা-কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, প্রকৃতপক্ষে এই রাস-লীলা-মহোৎসবটী পরস্পরের সুখ-সম্পাদনার্থই শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক সমারব্ধ হইয়াছে। যদি এইরূপই হয়, তবে অবশ্যই এই রাস-মহোৎসবের সর্ব্ব-শোভা-সন্দর্শন যে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী-সকলেরই অত্যন্তাপেক্ষণীয় হইবে, তদ্বিষয়ে আর অপর-কীদৃশ-বক্তব্য অবতীর্ণ হইতে পারে? অতএব সর্ব্ববিধ-শোভা-সৌন্দর্য্য-সন্দর্শন যদি রাসমণ্ডল-স্থলস্থা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের অপেক্ষিত, অভিপ্রেত, বা

বাঞ্ছনীয় হয়, তবে সর্ব্ববিধ-শোভা-সৌন্দর্য্য-সন্দর্শনের মধ্যে যে বিপুল-বিস্ময়-কারক, অতীবাশ্চর্য্যজনক, মায়াবী, বা ঐন্দ্রজালিক-জনোচিত-চেতশ্চমৎকারকারী, অননুভূতপূর্ব্ব, অদৃষ্টচর, সূক্ষ্ম-সূত্র-মাত্র-সাহায্যে আকাশাধিরোহণাদিরূপ-বিবিধ-ক্রীড়া-কৌশল-সন্দর্শনও তাঁহাদিগের অভিপ্রেত হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে ?

এইরূপে চেতশ্চমৎকার-প্রদ-বিবিধ-বিচিত্র-ক্রীড়া-কৌশল-সন্দর্শনের অপেক্ষণীয়তা সমর্থিতা হইলে, "সূত্রেণ" আকাশাধিরোহণাদিরূপ-ক্রীড়া-কৌশল-সন্দর্শনের ন্যায় ত্রিলোক-রমণীয়, ত্রিভুবন-বন্দিত, ত্রিদশেশ্বর-পূজিত, সর্বৈশ্বর্য্য-লীলা-বিলাস-বিমণ্ডিত, নবীন-যৌবন-বিভা-বিভাসিত, অশেষ-জগদেক-সুন্দর, অপার-করুণা-রস-সাগর, অশেষবিধ-শুভলক্ষণ-লক্ষিত, কন্দর্প-দর্প-দলন, সকল-লোক-পাবন, অখিল-জন-তারণ, মুনি-মানস-মোহন একটীমাত্ররূপে রূপবান্ শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক ক্ষণে ক্ষণে, কিম্বা ক্ষণার্দ্ধার্দ্ধ-মাত্রকালমধ্যেই নব-লক্ষ-পার্ব্বতী-পরিশোভিত-রাস-মণ্ডলে "অঙ্গনামঙ্গনামন্তরা" অবস্থিতি-পূর্ব্বক নব-নব-রস-ভাব-মাধুর্য্য-মণ্ডিত-মহনীয়-শ্রীবিগ্রহ-সৌন্দর্য্য-কণা-বিকীরণ-সমকালেই প্রসারিত-কর-যুগল-সাহায্যে প্রত্যেক-পার্ব্বতীদেবীর রমণীয়তর-রত্ন-রাশি-সার-রচিত-হীরা-হার-সার-শোভিত-কম্বু-কমনীয়-কণ্ঠে আলিঙ্গন-দৃশ্যও যে সমধিক অপেক্ষিত, বা বাঞ্ছনীয় হইবে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি আছে ?

এই জন্যই অধুনা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে যে, সম্প্রতি একটীমাত্র রূপে রূপবান্ হইলেও, "অঙ্গনামঙ্গনামন্তরা" প্রবিষ্ট-শ্রীশঙ্করদেবের প্রত্যেক-পার্ব্বতীদেবীর কণ্ঠালিঙ্গন-কর্ত্তৃরূপে প্রতিভান সর্ব্ব-সৌন্দর্য্যসন্দর্শনাভিলাষবতী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীসকলের চেতশ্চমৎকার-প্রদ-সর্ব্ব-শোভা-সন্দর্শনে সাহায্যদান-পক্ষে সমধিক-যোগ্য, বা উপযুক্ততর হইয়াছে, সন্দেহ নাই। অতএব ইদানীং নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, শ্রীশঙ্করদেব অতীবাশ্চর্য্যজনিকা, নিরতিশয়-বিস্ময়াবহা যে কোনরূপ নাট্যবিদ্যা, কিম্বা স্বানুগৃহীতা-মহামায়ার সাহায্য-গ্রহণ করিয়াই স্বয়ং একমাত্র-তথা কথিতরূপ-রূপ-বিশিষ্ট হইয়াও, বহুত্র অর্থাৎ "অঙ্গনামঙ্গনামন্তরা, তাসাং দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে" প্রতিভাত হওয়ায়, "কথমেকস্থ বহুত্র তথা

প্রবেশঃ ? সর্ব্ব-সন্নিহিতে বা কুতঃ স্বৈক-নিকটস্থত্বাভিমানস্তাসাং ?" ইত্যাদিরূপ-প্রশ্ন প্রবৃত্তিমাত্রেই দূরে প্রক্ষিপ্ত হইতেছে।

কিন্তু, ঐসকল-পার্ব্বতীদেবীর মধ্যে প্রত্যেক-পার্ব্বতীদেবীই নিজ-নিজ-নিকটে প্রিয়তম-শ্রীশঙ্করদেবের অবস্থিতি-বিষয়ে মনন-পরায়ণা হইয়া, তাদৃশ-মনন-শক্তিবলে, তথা মহামায়াবী সেই শ্রীশঙ্করদেবের মায়া-শক্তি-প্রভাবে প্রভাবিত-মানসে নিজ-নিজ-পার্শ্ব-দ্বয়েই শ্রীশঙ্করদেবের বর্ত্তমানতা প্রত্যক্ষতঃ অনুভব করিয়া, অতুলানন্দ-গ্রস্ত-বুদ্ধিতা-প্রযুক্ত প্রকৃত-শ্রীশঙ্করদেব এক ? কি বহু ? তাহার বিবেকে সামর্থ্য না থাকায়, মনন-জাত-সংস্কার, বা বাসনা-বশে একমাত্র-মুলীভূত-শ্রীশঙ্কর-দেবকে নব-লক্ষ-ভাগে বিভক্ত ও স্ব-স্ব-কণ্ঠ-প্রদেশে আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। অতএব শ্রীশঙ্করদেব বাস্তবিকপক্ষে একটীমাত্র রূপে রূপবান্ হইয়াও যে এখানে নব-লক্ষ-পার্ব্বতীদেবীর সমক্ষে নব-লক্ষ-রূপে প্রতিভাত হইয়াছেন, তৎপ্রতি শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের আনন্দ-মোহকেই মুল-কারণ-স্বরূপে অবগত হইতে হইবে।

অথবা একমাত্র শ্রীশঙ্করদেবের নব-লক্ষ-পার্ব্বতীদেবীর মধ্যে প্রবেশ ও কণ্ঠালিঙ্গনাদি অসম্ভবপর-ব্যাপারে প্রকারান্তরে সমাধান-দান করিতে হইলে, এরূপও উত্তর-বচন-কথন করা যাইতে পারে যে, যোগ, যোগমায়া, বা অচিন্ত্যাত্যদ্ভুত-শক্তি-বিশেষের যিনি ঈশ্বর, সেই সর্ব্ব-যোগেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক প্রেরণা বিনা কেবল ইচ্ছা-মাত্রেই যখন একোন-নব-লক্ষ-শাঙ্কর-শ্রীরূপের আবির্ভাব, বা সমুদয় সাধিত হইতে পারে, তখন এই সামান্য-বিষয়টীকে লইয়া, অকারণ-বচনাবলী-রচনার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। অবলম্বিত-ব্যাখ্যা-প্রণালীর বিশ্রামা-বসরে অধুনা এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যাঁহার প্রেরণা বিনা কেবল ইচ্ছা-সঙ্কল্পমাত্রেই অনন্ত-কোটি-ব্রহ্মাণ্ড বিপরিবর্ত্তিত হইতেছে, সেই সত্যসঙ্কল্প, যোগেশ্বর-গুরোর্গুরু, সর্ব্ব-যোগেশ্বরেশ্বর, সর্বৈশ্বর্য্য-লীলাবাস, অনন্তাচিন্ত্যাদ্ভুত-স্বভাব-সিদ্ধ, মহতী-মহীয়সী-মায়া-শক্তি-সম্পন্ন-শ্রীশঙ্করদেবের সর্ব্ব-যোগেশ্বরেশ্বরাদি-বিশেষণ-সকলের সাহায্যে, কিম্বা স্বাভাবিক-তত্তৎ-শক্তিমত্তার কিঞ্চিৎমাত্র-বিকাশ-বশে

"পার্ব্বতীং পার্ব্বতীমন্তরা" তত্তৎ-স্বরূপোদয় অভিব্যঞ্জিত হওয়ায়, তদ্দ্বারা একইমাত্ররূপে রূপবান্ শ্রীশঙ্করদেব-কর্তৃক যুগপৎ প্রত্যেক-পার্ব্বতী-দেবীর কণ্ঠালিঙ্গন উপপন্নতর হইতেছে।

অথবা অত্র অগ্রিম-শ্লোকে "মধ্যে মণীনাং হৈমানাং, মহামারকতো যথা।" এই স্থানে এই সপ্তমীর এক-বচনান্ত-"মধ্যে-"পদ এবং মার-কতঃ" এই এক বচন-দ্বারা, তথা "রাসোৎসবঃ সম্প্রবৃত্তো, গোপী-মণ্ডল-মণ্ডিতঃ। যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন, তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ। প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং, কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ।" এই ব্যাখ্যেয়রূপে উপস্থিত-শ্লোকেও "বিষ্ণুর্গৃহপতিঃ কৃষ্ণঃ, উষ্ণো গৃহপতিঃ, কৃষ্ণঃ," ইত্যাদিরূপ-লিঙ্গ-পুরাণ-শিব-পুরাণান্তর্গত-শ্রীশিব-সহস্র-নামস্তোত্রান্তঃপতিত-বচন-প্রামাণ্যানুসারে "কৃষ্ণ-শব্দ-বাচ্যেন শ্রীশঙ্করেণ যোগেশ্বরেণ তাসাং দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে প্রবিষ্টেন" এই তৃতীয়ৈকবচনান্ত "প্রবিষ্টেন" পদের প্রয়োগ-বশতঃ গোপী-পার্ব্বতী-মণ্ডল-মধ্য-কার্ণিকাভূত একটীমাত্ররূপে রূপ-বান্ শ্রীশঙ্করদেব তাদৃশ গোপী-পার্ব্বতী-মণ্ডলের মধ্যস্থানেই কর্ণিকা-স্বরূপে অবস্থিত হইয়া, এরূপ গতি-লাঘব প্রকটিত করিয়াছিলেন যে, তদানীং সকলেরই মনে হইয়াছিল, যেন রাস-মণ্ডলস্থা-গোপী অর্থাৎ প্রতি দুই দুই জন পার্ব্বতীদেবীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, শ্রীশঙ্কর-দেব কখনও বা নৃত্য করিতেছেন, আবার কখনও বা নৃত্য-পরায়ণ-শ্রীশঙ্করদেব রাস-মণ্ডলের মধ্য-স্থানে কর্ণিকা-প্রদেশে উপস্থিত হইয়া, পুনশ্চ একটী পরমাণুমাত্র-কালের সাহায্যেই রাস-মণ্ডলের মধ্য-প্রদেশ হইতে সমাগত হইতেছেন এবং রাস-মণ্ডল-মধ্য-স্থান হইতে সমাগত হইয়া, পরমাণুমাত্রকালেনৈব" রাস-মণ্ডলস্থা সেই নব-লক্ষ-পার্ব্বতীদেবীকে নৃত্যের সহিত আলিঙ্গন করিয়া, পুনরপি নিজ-স্থানে রাস-মণ্ডলের কর্ণিকা-প্রদেশে মধ্য-ভাগে পরিগত হইতেছেন। ফলতঃ তৎকালে শ্রীশঙ্করদেবের গতি যে অলাত-চক্র অপেক্ষাও শত-গুণে অধিক-দ্রুততরা হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে অবগত হইতে হইবে।

কারণ, শ্রীশঙ্করদেবের অলাত-চক্র অপেক্ষাও যদি অধিকতর-গতি-লাঘব-স্বীকার করা না হয়, তবে তদানীং সর্ব্ব-জন-পরিদৃষ্ট তাঁহার

মণ্ডল-কর্ণিকা-গতত্ব এবং মণ্ডলস্থ-প্রত্যেক-পার্ব্বতী-মধ্য-গতত্ব কদাপি উপপন্ন হইতে পারে না। কিন্তু, "অঙ্গনামঙ্গনামন্তরা মাধবো, মাধবং মাধবং চান্তরেণাঙ্গনা। ইত্থমাকল্পিতে মণ্ডলে মধ্যগঃ, সংজগৌ বেণুনা দেবকী-নন্দনঃ।" এই শ্লোকটীও যে শ্রীশঙ্করদেবের "অলাত-চক্রাদপি" গতি-লাঘব-জ্ঞাপনাভিপ্রায়েই রচিত হইয়াছে, তাহাও সুনিশ্চিত জানিতে হইবে। অতএব এক্ষণে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, "দিব্যতীতি দেবঃ, দেব এব দেবকঃ, স চ দিবি দ্যোতনশীলঃ ক্রীড়নশীলশ্চ মহামুনিঃ কশ্যপঃ, দেবকশব্দাত্তত্তরং পত্ন্যর্থে-স্ত্রীবাচ্যে ঈপ্ দেবকী-কশ্যপ-পত্নী-দেব-মাতা অদিতিঃ, তস্যাঃ নন্দন ইব নন্দনঃ, স্বর্গ-সাম্রাজ্য-প্রত্যাহরণার্থং দেবরাজ-রাজ্য-হারক-তারক-দারক-সুর-সেনা-নায়ক-কার্ত্তিকেয়োৎপাদনে প্রবৃত্ততয়া পুত্রবদানন্দদায়কঃ" শ্রীশঙ্করদেব উক্তরূপে আকল্পিত-রাস-মণ্ডলে মধ্যগ, বা মণ্ডল-কর্ণিকা-গতাবস্থায় চন্দ্র-বদনে ঘন-ঘন-হাস্য করিতে করিতে, অরুণলোচন-যুগলের মধুর-ভঙ্গী-সাহায্যে রাস-মণ্ডলস্থ-পার্ব্বতীদেবীগণকে বক্রভাবে অবলোকন করিতে করিতে, হৃদয়-গত-কুসুম-হার-সকলকে মধুরভাবে দোলাইতে দোলাইতে, রাতুল-চরণের চম্পক-কলিকা-কল্প-কোমলাঙ্গুলী-দলে সুসংলগ্ন- মঞ্জুল-মঞ্জীর- নিচয়কে বাজাইতে বাজাইতে, মনের আনন্দে রাগ-রঞ্জিত-মধুরাধরে মধুরভাবে বিন্যস্ত, হীরক-তারক-কলিত, রমণীয়-রত্ন-খণ্ড-খচিত, মণি-খণ্ড-মণ্ডিত-বিবর-নিবহে বিলসিত-বেণুবরের উদর-রন্ধ্র মধুর-মুখ-মারুতে পূর্ণ করিয়া, ধ্যান-শ্রীরাগিণী-সাহায্যে গেয়-সঙ্গীতানুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন।

সঙ্গীত যথা—"কেশ কুটিল, চঞ্চল অতি লোচন, নাসা আতর-ভিন্,—রাগী অধর, দশন মলিনান্তর, কুচমণ্ডল হু কঠিন; সুন্দরি! তুয়া যৌবন-নব-রাজে—মঝুমন-ধনসব মদনালোরল, সমুচিত কোই না বাজে! ত্রিবলী মধ্যে সোই নীবি-বান্ধল, গভীর-নাভি রহু গোই! ভারী-জঘন রসনা রসে দুরমুখ, পরদুঃখে দুখী নাহি কোই।" অপিচ, এই সঙ্গীতটী যে ব্যাজ-স্তুত্যাত্মক, তাহা হয় ত অনেকের বোধ্যগম্য নাও হইতে পারে; সেই জন্য বলিতে হইতেছে যে, রসিকেন্দ্রনাগর-শিরোমণি-শ্রীশঙ্করদেব আপনিই রাস-লীলাবসরে আচার্য্য-স্বরূপে

রসোদ্দীপনের মন্ত্র-পাঠে প্রবৃত্ত হইয়া, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগকে কহিতে লাগিলেন যে, হে পার্ব্বতীদেবীগণ! আমাদের এইরূপ জানা আছে যে, সুন্দরী-শিরোমণি-তরুণী-বৃন্দের হৃদয় কদাচ কঠিন হয় না। হে সুন্দরী-শিরোমণিভূতা-নবীনা-পার্ব্বতীদেবীগণ! সুরাসুর-নর-নিকর-মধ্যে সকলেই অবগত আছেন যে, তোমাদের হৃদয় নিরন্তর প্রেম-রস-পরিপ্লুত এবং কারুণ্যামৃতে পরিপূর্ণ। হে সুন্দরীগণ! সর্ব্ব-জাতীয়-জন-সাধারণের যদি উক্তরূপা-ধারণা সত্যবতীই হয়, তবে আমার এই বিড়ম্বনা-ভোগ অদ্যাপি দূরীভূত হইতেছে না কেন? এই প্রশ্নের উপযুক্তরূপ উত্তর-প্রার্থনা কি আমি তোমাদের নিকটে করিতে পারি? অথবা অহো! আমি বুঝিয়াছি, আর তোমাদিগকে বলিতে হইবে না; কেন যে আমার বিড়ম্বনা-ভোগ দূরীভূত হইতেছে না, তাহার কারণ আমি স্বয়ং কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

যে স্থানে কুটিল-কঠিন-চঞ্চল-নির্লজ্জ-ক্রোধ-পরায়ণ-মলিনান্তর-দুর্জ্জনগণের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত, সে স্থানে অনিবার্য্য অত্যাচারে অত্যাচারিত-সাধুগণ অবশ্যই সঙ্কুচিত, লুক্কায়িত, বা অবরুদ্ধাবস্থায় অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। তোমরা সকলে অধুনা নবীন-যৌবন-রাজ্যের অধীশ্বরী-রূপে অবস্থিতি করিতেছ। তোমাদের নব-যৌবন-রাজ্যে কুটিল-কেশ-কলাপ, চঞ্চল-নয়ন, অন্তশ্ছিদ্র-যুক্ত-নাসিকা, রাগী অধর, মলিনান্তর-দন্ত এবং সুকঠিন-কুচ-মণ্ডল নিরন্তর নিবসতি করিতেছে। ইহাদের প্রত্যেকেই নিজ-নিজাধিপত্য-বিস্তারে প্রবৃত্ত হওয়ায়, সাধু অঙ্গগুলি নিতান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্তাবস্থায় অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু, সাধু অঙ্গগুলির দারুণ-দুঃখ-দুর্দ্দশা-দর্শনে মদীয়-হৃদয়ে কাতরতা উপস্থিতা হওয়ায়, আমাকে কাতর-ভাবাপন্ন দেখিয়া, তথা সুযোগ বুঝিয়া, দুর্জ্জন-শিরোমণি-মদন আমার মনঃ ও ধৈর্য্যাদি-সমস্ত-ধন আলোড়িত করিয়া, আমাকে অত্যন্ত-দুঃখ-দান করিতেছে।

পক্ষান্তরে কিন্তু অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, হে সুন্দরীগণ! দুষ্টতম-দুর্জ্জয়-মদন অতিশয়-নির্দ্দয়তার সহিত আমাকে এত অধিক-পরিমাণে দুঃখ-দান করিতেছে দেখিয়াও, তোমাদের নবীন-যৌবন-রাজ্যের

কুটিল-কেশ-সকল, অতি চঞ্চল-লোচন-নিচয়, "আতর-ভিন্" অন্তরে ভিন্ন-ছিদ্রযুক্ত নাসিকা-কদম্ব, রাগী রাগ-রক্ত অধরনিকর, কুন্দ-কুসুম-কলিকা-কল্প-মলিনান্তর দশন-সমূহ তথা কঠিনতর-কুচ-কুম্ভ-কুল-প্রভৃতি অধিবাসি-বৃন্দের মধ্যে কেহই কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা-সূচক-সমুচিত-বচন বলিতেছে না, কিম্বা নিজ-নিজ কর্ত্তব্য-প্রতিপালনও করিতেছে না। অপিচ, হে সুন্দরী-বৃন্দ! তোমাদের নবীন-যৌবন-রাজ্যে যে কয়েকজন সাধু-স্বভাব অধিবাসী নিবসতি করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই দুর্জ্জনগণের প্রভাবাতি-ক্রমে সামর্থ্য না থাকা প্রযুক্ত হীন-দশাগ্রস্ত হইয়া, কোনরূপে দিন-যামিনী-যাপন করিতেছে মাত্র।

উক্তরূপে বিবৃত-দুর্জ্জন-দলে অপ্রবিষ্ট অধিবাসি-বর্গ সাধু-স্বভাব-বিভূষণে বিভূষিত, সুতরাং মধ্যস্থ-ভাবাপন্ন বটে; কিন্তু মধ্যস্থ হইয়াই বা তাহারা করিবে কি? কারণ, প্রথম-মধ্যস্থ কামাধিরোহণে সোপান-সদৃশ-চারু-বলি-ত্রয় স্বয়ং নীবি-বন্ধনে আবদ্ধ রহিয়াছে, দ্বিতীয়-মধ্যস্থ সুগভীর অর্থাৎ গম্ভীর-প্রকৃতি-নাভি বসনাচ্ছাদনে আচ্ছাদিত লুক্কায়িত হইয়াছে, তৃতীয়-মধ্যস্থ ভারী অর্থাৎ ভারবান্ ঘন-জঘন, বা নিতম্ব-বিম্ব নিজের ভারেই মন্থর এবং অপর-রসনা-নামে প্রসিদ্ধা যে ব্যক্তি বাস করিতেছে, সেই রসনাও রস-পানের অভাবে সম্প্রতি অমৃতের আধারভূত অধরের প্রতি অপ্রিয়-ভাষণ-পরায়ণা হইয়া, অত্যন্ত-দুর্ম্মুখ-ভাবাপন্না হইয়াছে; সুতরাং আমি দেখিতেছি যে, এরাজ্যে পরদুঃখে সহানুভূতি করিবার কেহ নাই।

ব্যাজ-স্তুতি-পক্ষে এই সকল-কথা যে অতি-প্রেমের কথা, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। সেই জন্যই আমাদের রসিকেন্দ্র-শিরোমণি শ্রীশঙ্করদেব আজ কৌটিল্যরূপ-দোষ-চ্ছলে প্রিয়তমা-শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীগণের কেশের সৌন্দর্য্য-বর্ণন, চাঞ্চল্য-রূপ-দোষ-চ্ছলে নয়নের মনোহারিতা-বর্ণন, রাগী বলিয়া, দোষারোপ-ব্যপদেশে রঞ্জিতা-ধরের মাধুরী-বর্ণন, কঠিন বলিয়া, দোষারোপের ভঙ্গি-সাহায্যে কুচ-কুম্ভ-সকলের প্রশংসা এবং মলিনান্তর, অর্থাৎ অভ্যন্তরদিগের মালিন্য-রূপ-দোষোদ্ঘাটন-চ্ছলে কুন্দ-কুসুম-কলিকা-কুলের সহিত দশন-সমূহের তুলনা করিয়া, ব্যাজ-স্তুতি, শ্লেষ ও অপ্রস্তুত-প্রশংসালঙ্কার-

প্রণয়ন-সাহায্যে প্রাণেশ্বরীগণের প্রাণ-পুঞ্জে সারস্য-সম্পাদনে যত্ন করিতেছেন।

কিন্তু, গতগ্রন্থে উদ্ধৃত-সঙ্গীতটীর গূঢ়-ধন্যর্থ এই যে, হে সুন্দরীগণ! তোমরা শরীরের মধ্যভাগে অবস্থিত ত্রিবলীগুলিকে নীবি-বন্ধন হইতে মুক্ত কর, গম্ভীর-প্রকৃতি-সম্পন্ন-নাভি-সকলকে বসনাচ্ছাদন হইতে পরিব্যক্ত কর, ঘন-জঘন-নিচয়কে জাগাও, তথা পৃথুলতর-নিতম্ব-বিম্ব-নিকুরম্বের জড়তা বিদূরিতা কর, রসনা যে রসে পরিতৃপ্তা হয়, তাহাকে তাদৃশ-রস-পানে বিনিযুক্তা কর এবং হে সুন্দরীগণ! তোমরা তোমাদের কেশ, লোচন, নাসিকা ও অধরাদি-দুষ্ট-প্রকৃতির অধিবাসি-বর্গকে সাধু-ভাবাপন্ন-মধ্যস্থ, অর্থাৎ শ্লেষ-পক্ষে শরীরের মধ্যভাগে অবস্থিত-ত্রিবলী-প্রভৃতির অধীনতায় পরিচালিত কর। হে সুন্দরীগণ! তোমরা যদি আমার উপদেশমত কার্য্য কর, তবে তোমাদের এই নব যৌবন-রাজ্যটী অচিরাৎ সুখ-শান্তি-পূর্ণ ও উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে, আর তোমাদের শাসন-যশঃ-সম্ভারে দিগ্-দিগন্তর পরিপূর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়

অপিচ, "গোপী-পার্ব্বতী-মণ্ডল-মধ্য-কর্ণিকাভূত এব শ্রীশঙ্করঃ মধ্যে স্থিতঃ সন্নেব তথা গতি-লাঘবং প্রকটয়ামাস, যথা মণ্ডলস্থানাং গোপীনাং পার্ব্বতীনামপি দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে প্রবিষ্টো নৃত্যতি স্ম, ইতি এক-পরমাণু-মাত্র-কালেনৈব মধ্য-প্রদেশাদাগত্য, মণ্ডলস্থাঃ নব-লক্ষ-গোপীঃ পার্ব্বতীঃ সনৃত্যং পরিরভ্য, পুনর্মধ্য-প্রদেশগত এব বভূব, ইতি অলাত-চক্রাদপি তস্য গতি-লাঘবমভূৎ", একথা পূর্ব্বতন-গ্রন্থে বিস্পষ্টরূপে অভিহিতা হইয়াছে। এক্ষণে পার্ব্বতী-মণ্ডল-মধ্য-কর্ণিকা-ভূত-শ্রীশঙ্করদেবের একত্ব-পক্ষে তদানীং সর্ব্ব-জন-পরিদৃষ্ট-তদীয় মণ্ডল-কর্ণিকাগতত্ব এবং মণ্ডলস্থ-প্রত্যেক-পার্ব্বতী-মধ্য-গতত্ব-লক্ষণ অনুপপন্ন-তর-বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম-দ্বয়ের একত্র সমাবেশ-সমর্থন-কল্পে সত্যকাম-সত্য-সঙ্কল্প-ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবের হেতু-গর্ভ-যোগেশ্বর-বিশেষণটীর অপরবিধ এই-রূপ বিবরণ করা যাইতে পারে যে, ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব যখন সর্ব্ব-যোগেশ্বরেশ্বর, তখন তাঁহার সর্ব্ব-কলানিধিতা অবশ্যম্ভাবিনী; যিনি নিখিল-কলা-বিদ্যার একমাত্র-নিধি-স্বরূপে সমবস্থিত, সেই অখিল-কলাধার সর্ব্বোপায়-মহাবিজ্ঞ-শ্রীশঙ্করদেব যে তাদৃশ-নিজ-বিরুদ্ধ ধর্ম্ম-দ্বয়ের নির্ব্বিবাদে সমকালে একত্র বিনিবেশার্থ যথোচিত উপায়াবধারণে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহা পূর্ব্ব-গ্রন্থে "অলাত-চক্রাদপি" তদীয় অধিকতর গতি-লাঘব-প্রদর্শন-দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে।

অথবা "যোগঃ সন্নহনোপায়-ধ্যান-সঙ্গতি-যুক্তিষু", এই অমর-বচনানুসারি-ব্যাখ্যান-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রকারান্তরে এরূপও বলা যাইতে পারে যে, যোগা যোগমায়া দুর্ঘট-ঘটনা-পটীয়সী-মাহেশ্বরী-মহাশক্তির যিনি একমাত্র অধীশ্বর, তাঁহার পক্ষে এই অনন্ত-কোটি-ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে কোন কিছুই কদাপি অসম্ভবপর হইতে পারে না। অতএব অধুনা

উচ্চ-কণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, যাবৎ সর্ব্ব-শক্তীশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবের মানসে আমি যুগপৎ সর্ব্ব-গোপী-পার্ব্বতীদেবীর সহিত সমাশ্লিষ্ট হইব, এইরূপ সঙ্কল্পের সমুদয় হইল, তাবৎ তদীয়া-তাদৃশী-শাম্ভবী-মায়াশক্তি তাঁহার তথাভূত-সঙ্কল্প, বা ঔৎসুক্য পরিজ্ঞাতা হইয়া, শ্রীশঙ্করদেবের তাদৃশ-মানসৌৎসুক্য-নিবারণার্থ তৎক্ষণাৎ তাঁহার একোন-নব-লক্ষ-প্রকাশ প্রকটিত করিয়া, তদীয়-তথাবিধ-সঙ্কল্প, বা মানসৌৎসুক্যের সমাধান করিলেন।

অত্র-স্থলে ইহাও বক্তব্য হইতেছে যে, "দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে প্রবিষ্টেন", এই বীপ্সা-সাহায্যে একৈক-পার্ব্বতী-মধ্যে, অথবা দ্বি-দ্বি-পার্ব্বতী-মধ্যে শ্রীশঙ্করদেবের প্রবেশ সঙ্গত হইতে পারে। তন্মধ্যে একৈক-পার্ব্বতী-মধ্যে শ্রীশঙ্করদেবের প্রবেশ ব্যাখ্যায়মান হইলে, যোগমায়া-পক্ষে একটী পার্ব্বতীদেবীর উভয়-স্কন্ধে শ্রীশঙ্কর-প্রকাশ-দ্বয়ের ভুজ-স্পর্শানৌচিত্য আশঙ্কনীয় হইতে পারে না। কারণ, শ্রীশঙ্করদেবের তাদৃশ-মানসৌৎসুক্য অবগতা হইয়া, ভগবতী-যোগমায়াদেবীই সেই সেই পার্ব্বতীদেবীর প্রতি এক একটীমাত্র শ্রীশঙ্করদেবের প্রকাশ ও স্পর্শ-ভান সমর্পণ করিয়াছিলেন। এইরূপ দ্বি-দ্বি-পার্ব্বতীদেবী-মধ্যে শ্রীশঙ্করদেবের প্রবেশ ব্যাখ্যান-যোগ্য হইলেও, কোনরূপ অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইতেছে না। কারণ, "যং শ্রীশঙ্করদেবং স্ত্রিয়ঃ শ্রীমত্যঃ পার্ব্বত্যঃ স্ব-নিকটং মন্যেরন্" অর্থাৎ পরম-রস-কদম্বময়-রাস-মণ্ডলোৎসবে শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীগণ যে শ্রীশঙ্করদেবকে নিজ-নিজ-নিকটে কণ্ঠালিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ মনে করিতে লাগিলেন, দ্বি-দ্বি-পার্ব্বতী-মধ্যে প্রবিষ্ট সেই শ্রীশঙ্করদেব যদি বাস্তবিকপক্ষেই শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণের "অসৌ ময়া আশ্লিষ্যন্নেবাত্রাস্তি", এইরূপ বোধের বিষয়ীভূত হন, তবে প্রত্যেক-পার্ব্বতীদেবীর উক্তরূপ-বোধের বিষয়তা-প্রাপ্ত-শ্রীশঙ্করদেব যে সর্ব্বত্র অর্থাৎ প্রত্যেক-পার্ব্বতীদেবীরই নিকটে পরিদৃষ্ট হইবেন, তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক, জানিতে হইবে।

এক্ষণে যদি এইরূপ আশঙ্কা হয় যে, এক-পার্ব্বত্যন্তরিতা বাম-দক্ষিণ-পার্শ্ববর্ত্তিনী-পার্ব্বতীদেবীর শ্রীশঙ্করদেব-বিষয়ক-স্বৈক-নিকটত্বাভিমানের

পক্ষে ব্যাঘাতাপাতও নিতান্তই নৈসর্গিক, জানিতে হইবে, তবে প্রতি সমাধান-কল্পে বলা যাইতে পারে যে, না, ব্যাঘাতাপাত স্বাভাবিক নহে; শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণের শ্রীশঙ্করদেব-বিষয়ক-স্বৈকনিকটত্বাভি-মান উক্তরূপে ব্যাহত, কিম্বা বিঘ্ন-বিহত হইতে পারে না। কারণ, সর্ব্ব-মণ্ডন-মণ্ডিত, নব-নাগর-নটবর-বেশে সুসজ্জিত, বেণু-বাদন-বিনোদ-শীল-শ্রীশঙ্করদেব যে কোন পার্ব্বতীদেবীরই নিতান্ত-নিকটে কণ্ঠপ্রদেশে আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ হউন না কেন; শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ কিন্তু শ্রীশঙ্করদেবকে নিজ-নিজ-নিকটে কণ্ঠালিঙ্গন-পাশে আবদ্ধাবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া, তথা স্বৈকনিকটত্বাভিমান-সমান-কালেই শ্রীশঙ্করদেবকে অন্যান্য-পার্ব্বতীদেবীর হীরা-হার-সার রমণীয়-কম্বু-কমনীয়-কণ্ঠদেশে সম্পরিষক্তা-বস্থায় অবস্থিত অবলোকন করিয়া, তৎকালে এইরূপ মনে করিতে লাগিলেন যে, বাস্তবিক-পক্ষে যদি চ শ্রীশঙ্করদেব আমারই কণ্ঠতলে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছেন, তথাপিও যে তিনি এতাদৃশ অন্যান্য-পার্ব্বতী-দেবীর কণ্ঠ-হার-সার-শোভিত-কণ্ঠতলে আশ্লিষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইতে-ছেন, ইহা কেবল তাঁহার আশ্চর্য্যরূপ কোন-প্রকার নাট্য-বিদ্যার অলৌকিক-কৌশল-প্রদর্শন-লক্ষণা-ক্রীড়ামাত্র, সন্দেহ নাই।

অথবা প্রকৃতপক্ষে বলিতে কি? শ্রীশঙ্করদেব যখন সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প, বা ইচ্ছাময় বলিয়া, শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণেতিহাসাদি গ্রন্থে অসকৃৎ পরিগীত হইয়াছেন, তখন তাঁহার পক্ষে অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্ব-কালীন আবির্ভাবিত সেই একোন-নব-লক্ষ-নিজ-স্বরূপের ন্যায় বর্ত্তমানা-বসরেও যে তাবৎ-সংখ্যক-নিজ-রূপের আবির্ভাব-সাধন অসম্ভবপর-ব্যাপারমধ্যে পরিগণিত হইবে, তাহা নহে, তবে কথা হইতেছে যে, এবারে শ্রীশঙ্করদেব প্রকারান্তরে ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিয়া, স্বরূপাবির্ভাব-সাধনের পরিবর্ত্তে অনেক-দর্পণাদিত্য-দীপ্তির ন্যায় নাট্য-বিদ্যা-সাহায্যে নৈজ-বহুতর-প্রকাশাবির্ভাবসাধন-পুরঃসর তদ্দ্বারা আবি-র্ভাবিত-স্বরূপা অন্যান্য-পার্ব্বতীদেবীর কণ্ঠালিঙ্গনান্তে স্বয়ং নিজ-নিত্য-সিদ্ধ-স্বরূপে নিত্য-সিদ্ধ-স্বরূপা সর্ব্ব-যূথেশ্বরী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সহিত রাস-মণ্ডল-মধ্য-কর্ণিকাভূত হইয়া, অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

সর্ব্ব-যোগেশ্বরেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেব-কর্তৃক এইরূপে পার্ব্বতী-মণ্ডল-মণ্ডিত-রাসোৎসব সংপ্রবর্ত্তিত হইলে, ভক্তগণের মানসে আনন্দোল্লাসের আবির্ভাব নিতান্ত অস্বাভাবিক না হওয়ায়, ভক্তগণ অবশ্যই এতাদৃশ-শুভতম-ক্ষণে বাহ্য-নয়ন-যুগল-নিমীলিত করিয়া, অন্তরে উন্মীলিত-মানস-নয়নে একবার রাস-মণ্ডল-মধ্য-গত-শ্রীশিব-পার্ব্বতীদেবীর তাদৃশ-সর্ব্ব-জন-মনো-মোহন-শ্রীরূপ-বিলোকন-পূর্ব্বক প্রাণের আনন্দে অশেষ-জগতের একমাত্র অধীশ্বর-প্রভু-পরমেশ্বর প্রেম-সুধা-রসের অক্ষয়-মহাসমুদ্র-স্থানীয়-শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের জয়-গানে প্রবৃত্ত হইয়া, পরম-সম্পদের সহিত প্রেম-ভাব-বিকীরণকারী শ্রীশঙ্করদেবের মহনীয়তম-মহিমসন্দর্শন-জনিতানন্দ-মুগ্ধ-চিত্তে আনন্দোচ্ছ্বসিত-হৃদয়ে বলিতে পারেন যে, যমুনোত্তরী-বন-বিহারী শ্রীগোপিকানন্দন-শঙ্করদেবের জয়, তদীয়-জগন্মঙ্গল-নৃত্য-বিলাসের জয়! তৎপ্রবর্ত্তিত-রাস-লীলা-মহোৎসবের জয়।

আহা! দেখ দেখি, সখে! আমাদের যমুনোত্তরী-তীর-বিহারী শ্রীগৌরী-শঙ্করদেবের ভুবন-মোহন কি অপরূপ-রূপ! আসুন, ভক্তগণ! আমরা নির্নিমেষ-নয়নে শ্রীগৌরী-শঙ্করদেবের অশেষ-জগদুল্লাসনশীল এই অতুলনীয়রূপ-রাশি অবিরতভাবে নিয়ত নিরন্তর নিরীক্ষণ করিয়া, মনের আনন্দে প্রাণ ভরিয়া, তাঁহার উদারতর-গরিষ্ঠতর-গুণ-গণ-গাথা গান করি, বিশ্ব-বিমোহন-শ্রীশঙ্করদেবের উদার-চরিত-গাথা-গানে সমাকৃষ্ট-চিত্তে এই মঙ্গলময়-পরম-রস-কদম্বময়-রাস-মহোৎসবে "দ্রাং দ্রাং দ্রিমিকি দ্রিমিকি দ্রিমি", এই সুললিত-তালে ভক্তগণ আপনারা মৃদঙ্গ, তথা সুরসাল-মন্দিরা-শঙ্খ-করতাল ও ঘণ্টা-নিচয় বাজাইতে থাকুন, বীণা, বেণু ও মুরজাদি ঐ সকল-বাদ্য-যন্ত্রের মানস-শ্রবণানন্দ-প্রদ ঐকতান-বাদ্য-ধ্বনি-দ্বারা দিগ্-দিগন্তর মুখরিত, সুনিনাদিত হউক, আর আমার রসের নাটুয়া বিদ্যুদ্-বর্ণ-বিভূষিত-সুবর্ণ-গৌর-সুন্দরতর-কলেবরে পার্ব্বতী-মণ্ডল-মণ্ডিত-রাস মণ্ডলের মধ্য-স্থলে অঙ্গ-ভঙ্গ-সাহায্যে মধুর-নৃত্য করিয়া, প্রেম-তরঙ্গে নানা-রঙ্গে জগতী-তল-নিবাসী ভক্ত-জীব-সকলকে নাচাইতে থাকুন, কারণ, কি গায়ক, কি বাদক, সকলেই সেই প্রেম-তরঙ্গে রস-রঙ্গে চিত্তে চঞ্চল হইয়াছেন।

আসুন, সজ্জনগণ! আমরা প্রাণের আনন্দে সেই প্রভু-পরমেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবের বদন-মাধুরী ও নৃত্য-মাধুরী হেরিয়া হেরিয়া, পরমানন্দে নাচিতে থাকি। নাচিতে নাচিতে, আসুন, ভক্ত-সজ্জন-মহোদয়-গণ! আমরা "সহচরী-ভাবে" অর্থাৎ রাস-রস-রঙ্গিণী সেই সকল-পার্ব্বতীদেবীর ভাবে বিভোর হইয়া, কেহ বা রাস-মহোৎসববিহারী, প্রতপ্ত-জাম্বূনদ-রমণীয়-গৌর-কলেবর-শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীঅঙ্গে সুগন্ধি-চন্দন বিলিপ্ত করিয়া দিই, কেহ বা মালতী-মাধবী-মল্লিকা-মন্দারাদি-কুসুম-রচিত-মাল্য-দাম-দ্বারা তদীয়-শ্রীঅঙ্গ বিভূষিত করিয়া দিই। ভক্ত-সজ্জনগণের মধ্যে যদি কেহ বলেন যে, আমরা শ্রীরঘুনাথের উপাসক; সুতরাং আমরা শ্রীজানকী-বল্লভরূপের প্রতি সমধিক-শ্রদ্ধাবান্, এইরূপ যদি কেহ বলেন যে, আমরা শ্রীরাধা-রমণের উপাসক; সুতরাং আমরা শ্রীব্রজ-বিহারীর রূপেই সমধিক-মুগ্ধ, এইরূপ শাক্ত, সৌর ও গাণপত্যগণও যদি তত্তৎ-শ্রীরূপের প্রতি অধিকতরাগ্রহ-প্রদর্শনে তৎপর হন, তবে আমরা বলিব, হে ভক্ত-সজ্জনগণ! যিনি রূপে রূপে প্রতিরূপ-ধারণ করিয়া, অনন্ত-রূপ-রত্নের আকরভাব-প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই অনন্ত-রূপ-রত্নাকর-শ্রীশঙ্করদেবের বররূপে আপনারা যে রূপ দেখিতে ইচ্ছা করিবেন, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই তিনটীর একত্র মিলন-লক্ষণ-সংযম-ফলে অবিলম্বে সেই রূপই দেখিতে পাইবেন, সন্দেহ নাই।

অপিচ, হে ভক্ত-সজ্জন-মহোদয়গণ! আপনাদের নির্ম্মল-হৃদয়-পুণ্ডরীকটী যদি বাস্তবিক-পক্ষেই বিকসিত হইয়া থাকে, মানসটী যদি সেই রূপের ভাবে সদাকালের জন্য ভাবিত হইয়া থাকে, তবে সংযম-মাত্রেই আপনারা নিশ্চিতই দেখিতে পাইবেন যে, আপনাদের হৃদয়ের ধন সেই সেই অপরূপ-শ্রীরূপটী আমার প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের হৃদয়, অন্তরের ধন, মানস-রতন-শ্রীশঙ্করদেবের অনন্ত-শ্রীরূপ-সাগরে বারম্বার উঠিতেছে, ভাসিতেছে, নাচিতেছে, হাসিতেছে, কাঁদিতেছে ও স্বীয় দর্শনানন্দ-দান করিতেছে। আবারও দেখিতে পাইবেন যে, ক্ষণকালমধ্যে ক্রীড়াচ্ছলে শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীরূপ-সাগর-গর্ভে লুকায়িত হইয়া, পুনশ্চ পর-ক্ষণেই

আবার সমুত্থিতাবস্থায় আপনাদের হৃদয়-রতন সেই সর্ব্ব-বিঘ্ন-বিনাশন-শ্রীগণনায়কদেব শাঙ্কর-শ্রীরূপের অঙ্কতলে কুমাররূপে উপবিষ্ট হইতেছেন, দিবসনাথ-শ্রীদিবাকরদেব দক্ষিণ-লোচন-গোলকে প্রবিষ্ট হইতেছেন, শ্রীবিষ্ণুদেব বাণাগ্রে, অথবা সম্মুখে বর-বাহন-বৃষভেশ্বররূপে উপবিষ্ট হইতেছেন এবং সুদর্শন-চক্র-লাভার্থ নিজ-নেত্র-কমল উৎপাটিত করিয়া, কখনও বা শাঙ্কর-শ্রীরূপের অগ্রে উপহাররূপে অর্পণ করিতেছেন, তথা পূর্ণা-পরাৎপরতরা-পরমা-প্রকৃতিরূপিণী-শ্রীমতীমাহেশ্বরী-যোগমায়াভিধানা শক্তিদেবী কখনও বা পরম-প্রিয়তমা-পত্নী-শ্রীমতীসতীরূপে, আবার কখনও বা ভাবি-গৌরীত্বাভিপ্রায়ে "অধর-সুরঙ্গিণী, রসিক-তরঙ্গিণী, রমণী-মুকুটমণি-বর-তরুণী, ফুল-ধনুর্ধারিণী, পীন-কুচ-ভারিণী, কাঁচলি-পর নীল-মণি-হারিণী, কনক-সুদীপ্ত-মণি, বরণ-বিজুরী-জিনি, জলধর-বাসিনী-রূপ-মোহিনী, কেশরি-ডমরু-জিনি, অতিশয় মাঝা খিনি, রসনা-কিঙ্কিণী-মণি-মধুর-ধ্বনি, গুরুয়া নিতম্বিনী, বিলোলিত-বর-বেণী, উরু-যুগ-সুবলনী, ছবি-লাবণী, মরাল-গমনী-ধনী, হিম-নগ-নৃপতনী, কৈলাসবাস-পহু-মনো-মোহিনী" প্রাণসমা-প্রিয়তমা-পার্ব্বতীরূপে শ্রীশঙ্করদেবের বিশাল-বক্ষঃস্থলে বিলসিতা হইতেছেন। অথবা কখনও এই পূর্ণা-পরা-সর্ব্বশক্তীশ্বরী-প্রকৃতিদেবী পার্ব্বতীরূপে মহাপ্রলয়কালে বিষ্ণুদেব-পর্য্যন্ত সমগ্র-বিশ্ব-সংহারাবসানে জগৎ-শ্মশানস্থ-শ্রীশঙ্করদেব-কৃত-তাণ্ডবামৃত-পান-পরিতৃপ্ত-মানসে তদীয়-শ্রীবিগ্রহ-বরে প্রবিষ্টা হইতেছেন।

ভক্ত-সাধক! আপনি যদি শ্রীরঘুনাথের উপাসক হন, তবে ঐ দেখুন, শ্রীশঙ্করদেবের অনন্ত-রূপ-রত্নাকর হইতে লীলারঙ্গ-সঙ্গ-সঞ্জাত-তরঙ্গ-ভঙ্গ-বশে আবির্ভূত একটী রূপ-রত্ন শ্রীরঘুনাথ-রামচন্দ্ররূপে জানকী-বিরহ-বেদনা-ব্যথিত-হৃদয়ে দুর্দ্দান্ত-রাবণের দমনার্থ কুম্ভ-সম্ভব-সাগর-শোষক-মহামুনি-শ্রীমান্ অগস্ত্যের উপদেশানুসারে পাশুপত-ব্রত-নিয়ম-ধারণ-পূর্ব্বক "উপোষিতঃ শুচিঃ স্নাতঃ, শুক্লাম্বরধরঃ স্বয়ম্। শুক্ল-যজ্ঞোপবীতশ্চ, শুক্ল-মাল্যানুলেপনঃ সন্" বিরজামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, শ্রীশিব-প্রত্যক্ষ-কারক-বেদসারাভিধ-শ্রীশিব-সহস্র-নাম-জপ-সাহায্যে মহা-পাশুপতাস্ত্র-লাভের জন্য বিপুলতর-যত্ন করিতেছেন। তথা হে

ভক্ত-সাধক! আপনি যদি ব্রজোপাসক, বা ব্রজ-বিহারী শ্রীকৃষ্ণের উপাসক হন, তবে ঐ দেখুন, স্বয়ং ব্রজ-বিহারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তৃতীয়-ব্যূহ-স্থানীয়-শ্রীপ্রদ্যুম্নকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইবার জন্য শ্রীশঙ্করদেবের আরাধনায় আত্ম-নিয়োগ-পূর্ব্বক অতিঘোরতর-দুশ্চরতর-তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছেন।

অতএব আসুন, ভক্ত-সাধক-সজ্জনগণ! আমরা যে রূপ-সাগরে অনন্তকোটিরূপ-রত্নের সমাবেশ হইয়াছে, সর্ব্বরূপের একমাত্র আকর, সর্ব্ব-রূপ-সার সেই শ্রীশঙ্করদেবের, অখণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলের অপ্রাকৃত-কন্দর্প-কল্প সেই শ্রীউমাকান্তদেবের পার্ব্বতী-মণ্ডল-মণ্ডিত-রাস-মণ্ডলের মধ্য-কর্ণিকাভূত, নটবরবেশে সজ্জিত, পার্ব্বতী-পরিশোভিত, অপরূপ-শ্রীরূপ-সৌন্দর্য্য একবার লোচন-যুগল-ভরিয়া দর্শন করি। অহো! এমন প্রাণ-জুড়ান, মন-ভুলান, হৃদয়ানন্দ-দায়ক অপরূপ-রস-কেলি-প্রকটন ত অন্যত্র কুত্রাপি কদাপি সম্ভবপর হইবে না। সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে, আসুন, আসুন, ভক্ত-সজ্জন-মহোদয়গণ! আমরা নয়নের আনন্দ, প্রাণের শান্তি, মনের সন্তোষ, হৃদয়-গত-প্রেমের গাঢ়তা, জীবনের ধন্যতা ও জন্মের সার্থকতা-সম্পাদনার্থ রাস-মণ্ডল-মধ্য-গত-শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীরূপের মাধুর্য্য-রস-তরঙ্গ-রঙ্গে তরঙ্গায়িত-সৌন্দর্য্য-সুধা-সেবনে, কিম্বা লাবণ্য-লহরী-লীলা-দর্শনে সাগ্রহে অগ্রসর হই।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

সপ্ততিতম অধ্যায়

অধুনা প্রকারান্তরে শ্রীশিব-পার্ব্বতীদেবীর সরস-রাস-লীলা-বর্ণন-বিষয়ক-অভিলাষ উপস্থিত হওয়ায়, স্থানে স্থানে আবশ্যক মত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন, পরিহার, অথবা আবাপোদ্বাপ-রীতির অনুসরণে বৈষ্ণব-কবিদিগের ভাষায় বলা যাইতে পারে যে, "জয় রে জয় রে ভোলা, মেনকা-নন্দন, মঙ্গল-নটন-সুঠাম, কীর্ত্তন আনন্দে, মহেশ-প্রেমানন্দে, গিরীশ-গৌরী-গুণ-গান। দ্রাং দ্রাং দ্রিমিকি দ্রিমিকি দ্রিমি, মাদল বাজত, মধুর-মন্দীর রসাল। শঙ্খ-করতাল, ঘণ্টারব ভেল, মিলল পদতল-তাল। কোই দেই ভোলা-অঙ্গে, সুগন্ধি-চন্দন, কোই দেই মালতী-মাল। পীরিতি-ফুলশরে, মরম ভেদল, ভাবে সহচরী ভাল। কোই কহত ভোলা, পার্ব্বতী-বল্লভ, গৌরীর প্রিয়-পাঁচবাণ। প্রকৃত-ভক্তের মনে, আন্ নাহিক জানে, ভোলা মোর সবাকার প্রাণ। শ্রীরাস অঙ্গনে, বিনোদ-বন্ধনে, নাচে রাসানন্দরায়। মনুজ-দৈবত, পুরুষ যোষিত, সবাই দেখিতে ধায়। ভকত-মণ্ডল, গাওত মঙ্গল, বাজে খোল করতাল। মাঝে উনমত, শঙ্কর নাচত, গিরিজা-ভাবে মাতোয়াল। হেম-স্তম্ভ-জিনি, বাহু সুবলনি, সিংহ-জিনি কটি-দেশ। চন্দ্র-বদন, কমল-নয়ন, মদন-মোহন-বেশ। গরজে পুন পুন, লম্ফ ঘন ঘন, মল্লবেশ ধরি নাচই। অরুণ-লোচনে, প্রেম-বরিখনে, যুবতী-মণ্ডল সিঞ্চই। ধরণী-মণ্ডলে, প্রেমের বাদর, করল গিরিজেশ চান্দ। না জানে নর-নারী, ভুবন-দশ-চারি, রূপ-হেরি হেরি কান্দ। শান্ত-সুরনাথ, গরজে অবিরত, দেখিয়া প্রেমের প্রকার। ধরিয়া শ্রীচরণ, করয়ে রোদন, পার্ব্বতী শ্রীরাস উদার। অপরা কুতূহলী, কান্দয়ে ফুলি ফুলি, ধরিয়া হিমাদ্রিজা-কোল। নয়নে বহে প্রেম, গঠন অভিরাম, সঘনে বম্-বম্-বোল। না জানে দিবা-নিশি, প্রেম-রসে ভাসি,

সকল-সহচরী-বৃন্দে। শঙ্কর-দাস-দাস, করত প্রতি আশ, শ্রীশিব-চরণারবিন্দে।

অভিনব-হেম-জলদতনু ঢল ঢল, পিঞ্ছ-মুকুট শিরে সাজনীরে। কাঞ্চন-বসন, রতনময় আভরণ, নূপুর রুণুঝুনু বাজনীরে। জয়, জয়, জগজন-লোচন-ফাঁদ, গৌরী-রমণ-হিমালয়-চাঁদ। ধ্রু। ইন্দ্রীবর-যুগ-সুভগ-বিলোচন অঞ্চল চঞ্চল কুসুম-শরে। অবিচল-কুল-রমণী-বর-মানস জর জর অন্তর-মদন-ভরে। বনি বনমাল, আজানু-বিলম্বিত, পরিমলে অলিকুল মাতি রহু। বিম্বাধর-পর, মোহন-মুরলী, গাওত শঙ্করদাস পহু। কোমল-শশি-কর-রম্য-বনান্তর নির্ম্মিত-গীত-বিলাস। তূর্ণ সমাগত, বল্লভ-যৌবত, বীক্ষণ-কৃত-পরিহাস। (জয় জয়) ভানু-সুতাতট,—রঙ্গ-মহানট, সুন্দর আত্ম-কুমার। মঙ্গুরঙ্গীকৃত, দিব্য-রসাবৃত, মঙ্গল-রাস-বিহার। পার্ব্বতী-চুম্বিত! রাগ-করম্বিত মান বিলোকন লীন! গুণ-বর্গোন্নত! গৌরী-সঙ্গত-সৌহৃদ-সম্পদধীন। তদ্-বচনামৃত-পান-মদাহৃত! বলয়ীকৃত-পরিবার! সুর-তরুণী-গণ-মতি-বিক্ষোভণ! খেলন-বল্‌গিতহার! অম্বু-বিগাহন, নন্দিত-নিজ-জন, মণ্ডিত-যমুনাতীর! সুখ-সম্বিদ্-ঘন! পূর্ণ-সনাতন! নির্ম্মল-গৌর-শরীর! স্ফুরদিন্দীবর-সুনীল-কন্ধর! গৌরী-কুচ-কুঙ্কুম-ভর-পিঞ্জর! সুন্দর-চন্দ্রক-চূড়-মনোহর! মেনা-সুতা-মানস-শুক-পঞ্জর! জয় জয় জয়, মুক্তা-বলি-মণ্ডিত! প্রণয়-বিশৃঙ্খল-গৌরী-মণ্ডল-বর-বিম্বাধর-খণ্ডন-পণ্ডিত! মৃগ-বনিতানন-তৃণ-বিস্রংসন-কর্ম্ম-ধুরন্ধর! মুরলী-কূজিত! স্বারসিক-স্মিত-সুষমোন্মাদিত, সিদ্ধ-সতী-নয়নাঞ্চল-পূজিত। তাম্বূলোল্লসদানন-সরসিজ! জাম্বূনদ-রুচি-বিস্ফুরদম্বর! হরি-কমলাসন, সনক-সনাতন,—ধৃতি-বিধ্বংসন-লীলাড়ম্বর।

কদম্ব-তরুর ডাল, ভূমে নামিয়াছে ভাল, ফুটিয়াছে ফুল সারি সারি। পরিমলে ভরল, হিম-গিরি-কানন, কেলি করে ভ্রমরা ভ্রমরী। শিব-শিবা বিলসই রঙ্গে। কিবা রূপ-লাবণি, বৈদগধি ধনি ধনি, মণিময় আভরণ অঙ্গে। দেবীর দক্ষিণ-কর, ধরি প্রিয় গিরিচর, মধুর মধুর চলি যায়। আগে পাছে সখীগণ, করে ফুল-বরষণ, কোন সখী চামর ঢলায়। পরাগে ধূসর-স্থল, চন্দ্র-করে সুশীতল, মণিময়-বেদীর উপরে।

শিবা-শিব কর জোরি, নৃত্য করে ঘুরি ফিরি, পরশে পুলকে তনু ভরে। মৃগমদ-চন্দন, করে করি সখীগণ, বরষয়ে ফুল-গন্ধরাজে। শ্রম-জল বিন্দু বিন্দু, শোভা করে মুখ ইন্দু, অধরে মুরলী নাহি বাজে। হাস-বিলাস-রস-কলা মধুর-ভাষ, ভক্তোত্তম-মনোরথ ভরু। দুহুঁকো বিচিত্র-বেশ, কুসুমে রচিত-কেশ, লোচনে মোহন-লীলা ধরু।"

অর্থাৎ আজ আমাদের বড় সৌভাগ্যের দিন উপস্থিত হইয়াছে। কারণ, কালী-লোকীয়, কিম্বা শিব-লোকীয় অতি অপ্রাকৃত অত্যন্ত অলৌকিক সেই নিত্য-নিত্য-নব-নব-ভাবে বিভাতা মধুরতাময়ী, রস-রঙ্গ-বিলাসময়ী-রাস-লীলা আজ ধরণী-ধামে যমুনোত্তরী-প্রদেশে সাক্ষাৎ ভাবে সমুদিতা হইয়াছে। রাস-বিলাস-বিহারী, স্বর্ণ-গৌর-কলেবর-শ্রীশঙ্করদেব রাস-রস-রঙ্গিণী-পার্ব্বতী-সকলের সহিত রাস-রঙ্গ-স্থলে অবতীর্ণ হইয়াছেন! জয়া-বিজয়াদি-পার্ব্বতী-সখী-সকলের মধ্যে কেহ বা শ্রীগৌরী-শঙ্করদেবের শ্রীঅঙ্গ সুগন্ধি-চন্দন দ্বারা বিলিপ্ত এবং কেহ বা বিবিধ-সুগন্ধি-কুসুম-রচিত-বিচিত্র-মাল্য-দাম-সাহায্যে বিমণ্ডিত করিতেছেন। দর্শকগণের মধ্যে যাঁহারা শ্রীরঘুনাথের উপাসক, তাঁহারা আমার প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের মণি-শ্রীশঙ্করদেবকে রঘুনাথ-জানকী-বল্লভ শ্রীরাম-চন্দ্ররূপে অবলোকন করিতেছেন, ব্রজোপাসকেরা শ্রীরাধাকান্ত-রূপে অবলোকন করিতেছেন। এইরূপ শ্রীসূর্য্য, গণপতি ও শক্তিদেবীর উপা-সকগণ আমার হৃদয়াধিনাথ-শ্রীশঙ্করদেবকে নিজ নিজ অভীষ্ট-দেবতা-স্বরূপে অবলোকন করিয়া, স্বর্গীয় আনন্দ-সাগরে ভাসমান হইতেছেন।

আর বলিতে কি? ঐসকল উপাসক-শ্রেষ্ঠের সঙ্গে সঙ্গে আমিও মানস-নয়নে আমার জীবনের জীবন, হিমালয়ের অপ্রাকৃত-কন্দর্প-শ্রীশঙ্করদেবকে অপরূপ-রাস-রস-কেলি-প্রকটন-পূর্ব্বক রাস-রস-রসিকে-শ্বরী-পার্ব্বতী-মণ্ডলী-মধ্যে পার্ব্বতী-পতিরূপে অবস্থিত অবলোকন করিয়া, নিজানন্দে ক্ষণে ক্ষণেই যেন আত্মহারা হইতেছি। গুরুই হউন, আর শিষ্যই হউন, যিনি যাহাই বলুন না কেন? সুবর্ণ-বর্ণ-গৌর-কলে-বর, দর্শনে নয়নানন্দ-দায়ক, আমার শ্রীশঙ্করদেব যে অশেষাপার-সংসার-মণ্ডলের প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের হৃদয়, জীবনের জীবন, নয়নের

নয়ন-স্বরূপে অবস্থিত হইয়া, অশেষ-জীবলোককে বিপুলতর আনন্দ-দান করিতেছেন, ইহা ভিন্ন অপর কোন ভাবই যেন আমার প্রাণে জাগিতেই চাহে না। সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে, পূর্ব্বত্র শ্রীশঙ্কর-দেবের নৃত্য-মাধুরী-বর্ণন-প্রসঙ্গে যদিচ শ্রীরাস-সংকীর্ত্তন-রসের মহা মাধুর্য্য বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি অধুনাতন অবসরেও একমাত্র শ্রীমান্ শঙ্করদেবের নৃত্য-কেলীকথা--কথন-ব্যপদেশে শ্রীরাস-সংকীর্ত্তন-রসের অদ্ভুত-মাধুর্য্য-বর্ণন-ভিন্ন অপর কোন বিষয়ে কোন কথাই আজ আমার মুখে আসিতেছে না।

আর এক কথা হইতেছে যে, শ্রদ্ধার সহিত নিরন্তর-কাল শ্রীমদ্-ভাগবত-বিষ্ণুপুরাণাদিগত-শ্রীরাস-লীলা-বিষয়ক-ললিততর আলাপ-বচন-শ্রবণ করিলে, যেমন চিত্ত-বিকার বিনাশ-প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ শ্রীশিব-পার্ব্বতীদেবীর এই অলৌকিক-রাস-লীলা-কথা-কীর্ত্তনেও যে, যুগপৎ চিত্ত-বিকার-সহস্রের বিনাশ ও প্রগাঢ়-প্রেম-লক্ষণা-ভক্তির সমুদয় হইবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কিন্তু, আমার প্রাণের প্রাণ, হৃদয়-মণি, সুবর্ণ-সদৃশ-গৌরকলেবর-সুন্দর-দর্শন-শ্রীশঙ্করদেবের রাস-লীলা-কথার অনুশীলনেও যে ভক্ত-জনগণের চিত্ত-দর্পণ সম্মার্জ্জিত এবং সঙ্গে সঙ্গেই হৃদয় প্রেম-রসার্দ্র হইবে, তাহা জগন্মঙ্গলাবতার-সুবর্ণ-গৌর-সুন্দর-কলেবর-শ্রীশঙ্করদেবের এই রাস-লীলা-কথা-সংকীর্ত্তন-রস-সাগরে যাঁহারা নিরন্তর নিমগ্ন রহিয়াছেন, উপদেশ-দ্বারা নিরুপায়-জীব-নিবহের অকৃত্রিম-বন্ধু-স্থানীয়-প্রেম-প্রমত্ত সেই সকল-ভক্ত-মহাজন অবশ্যই অন্তরের অন্তরতলে, প্রাণে প্রাণে, মনে মনে উপলব্ধির বিষয়ীভূত করিয়াছেন। অতএব বুঝিতে হইবে যে, জগন্মঙ্গল-মঙ্গলালয়-স্বর্ণ-গৌর-শ্রীশঙ্করদেবের সতী-বিরহ-তাপ-তপ্ত-হৃদয়-গত-সন্তাপ-দূরীকরণ-কল্পে বহু-দিব্য-সহস্র-সম্বৎসরান্তে অদ্য এই শুভদিন উপস্থিত হওয়ায়, অদ্যকার দিনটী যে শ্রীশঙ্করদেবের পক্ষে নিতান্ত আনন্দ-প্রদ অতীব-শুভদিন, তাহা শ্রীশঙ্করদেবের এই আনন্দ-ধারা-দর্শনে নিশ্চিতই অবগত হওয়া যাইতে পারে।

দেখুন, দেখুন ভক্ত-প্রেমিক-সাধক-সজ্জন-মহোদয়গণ! আজ যেন

আমার-সর্ব্বস্ব-ধন-শ্রীশঙ্করদেবের আনন্দ আর ধরিতেছে না। সেই জন্য তিনি আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া, আজ এই শ্রীরাস-লীলা-রসের রঙ্গ-ভূমি-যমুনোত্তরী-তীর-প্রদেশে পুষ্পিত পাদপ-রাজি-বিরাজিত, অত্যন্তা-নাবৃত-কাননাঙ্গনে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের মানস-সন্তোষ-সম্পাদন এবং নিজ--চিত্ত-বিনোদন-চ্ছলে নানা ভঙ্গী-সাহায্যে নৃত্য করিতেছেন। আহা! এই অপরূপ-নৃত্য-রঙ্গে যেন স্বর্গ ও মর্ত্ত্যলোক আনন্দ-চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তাই বুঝি, প্রেমে রাস-লীলা-রঙ্গ-রসে মাতোয়ারা স্বর্ণ-গৌর-শ্রীশঙ্করদেবের রাস-লীলা-রস-রঙ্গ-দর্শনের নিমিত্ত বিচিত্র-গ্রহ-নক্ষত্র-তারকাচিত-গগনাঙ্গন-গাত্রতলে, ধরাধামে, তথা ধরাধর-হিমালয়ালয়ে যথাক্রমে দেব-দেবীগণ, নর-নারীগণ ও মুনিমহর্ষি-দেবর্ষি-ব্রহ্মর্ষি-সকল অতিদ্রুত-বেগে মহামহোল্লাসে ধাবিত হইতেছেন? দেখুন দেখুন, ভক্ত-সখীগণ চারি-দিকে মণ্ডলী-বদ্ধ হইয়া, বীণা-বেণু-মৃদঙ্গ-মন্দিরা-শঙ্খ-করতাল-ঘণ্টা-ধ্বনি, তথা পদতল-তালের সহিত রাস-রসোদ্দীপক-মঙ্গল-গান গাহিতেছেন, আর শ্রীশঙ্করদেব তাঁহাদের মধ্য-স্থলে রাস-রস-রসিকেশ্বরী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের হস্ত-ধারণ-পূর্ব্বক রাস-রস-ভাবে মাতোয়ারা হইয়া, বিলাস-ভঙ্গী-সহকারে নাচিতেছেন।

কিঞ্চ, শ্রীশঙ্করদেবের ত্রিলোক-বিস্মাপক-নৃত্য-ভঙ্গী, হেম-স্তম্ভ-সমানা-কার, ঊর্দ্ধ-দেশে উত্তোলিত, তির্য্যগ্‌ভাবে বিক্ষিপ্ত, অথবা ইতস্ততঃ সঞ্চা-লিত-নিস্তল-বাহু-যুগলের স্খলন, বা গঠন-সৌন্দর্য্য, চাঁদ-বদনের মাধুরী, চঞ্চল-কমল-লোচন-যুগলের রমণীয়তা, তথা মদন-মনোহর-বেশের শোভা-দর্শনে দানব-দানবী, কিম্বা মানব-মানবীগণের কথা আর কি বলিব? নিরতি-শয় আনন্দভারে ত্রিদশালয়-নিবাসি-দেব-দেবীগণ-পর্য্যন্ত নিজ-নিজ-দেহটী-কেও স্থিরভাবে ধারণ করিতে পারিতেছেন না। পক্ষান্তরে দেখুন, দেখুন, ভক্ত-সজ্জন-মহোদয়গণ! শ্রীশঙ্করদেবের ত্রিলোক-বিস্মাপক-নৃত্য-ভঙ্গী-দর্শনে ত্রিভুবনোদর-বিবর-নিবাসি-সুরাসুর-নর-কিন্নরাদি-জাতীয়-জীবগণের আনন্দ-চঞ্চল-দেহ প্রতিক্ষণেই যেন আনন্দাতিশয্য-বশতঃ প্রেম-রসে ডগ-মগ-ভাব-ধারণ করিয়াছে। আহা! কি আশ্চর্য্য-জনক-মধুর-দৃশ্য? এই অপূর্ব্বতর-দৃশ্য-দর্শনে ত্রিলোকীতলে এমন ব্যক্তি কে

আছেন ? যাঁহার হৃদয়ে বিমল-বিপুলতরা আনন্দ-সুধা-রস-ধারা সঞ্চারিতা না হয়। আহা! দেখুন, দেখুন, সাধক-সুধীর-সজ্জন-মহোদয়গণ! রাস-রস-লীলা-রঙ্গে সমাসক্ত, মধুর-মধুর-নর্ত্তন-পরায়ণ, মহাপ্রেমিক-প্রবর-শ্রীশঙ্করদেবের এক্ষণে প্রেম-মহাম্বুধির-মহোর্ম্মি-মালা ক্রমে ক্রমে অন্তরীক্ষ-তল-পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবার উপক্রম করিতেছে। আর আমাদের এই সকল পীন-কুচ-ভারিণী-পার্ব্বতীদেবী নট-রাজ-রাজ-শ্রীশঙ্করদেবের সেই প্রেম-তরঙ্গের রস-রঙ্গে নিজ-নিজাঙ্গ-সঙ্গ-ক্রমে বেগভরে নাচিতে নাচিতেই যেন, প্রেমিক-সুজন-প্রিয়তম-শ্রীশঙ্করদেবের সেই প্রেম-তরঙ্গের রস-রঙ্গ বর্দ্ধিত করিতেছেন।

ওমা! এ আবার কি ? এ যে দেখিতেছি, আমাদের নাটুয়া-রস-রাজ, কোটি-কন্দর্পের দর্প-দলন-কর্ত্তা, কোটি-শশধরের সমগ্র-সৌন্দর্য্য-হর্ত্তা, নাগর-বর-শ্রীশঙ্করদেব অচিরকাল-মধ্যেই বুঝি, রাস-রস-রসিকেশ্বরী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী-সকলের সহিত সুরত-সমরে প্রবৃত্ত হইবার জন্য রতি-রণোচিত-মল্ল-বেশ-ধারণ করিতেছেন। কিন্তু, এত কেবল রতি-রণোচিত-মল্ল-বেশ-ধারণ নয় ; এ যে দেখিতেছি, ঘন-ঘন-লম্ফ-ঝম্প-কম্প ও পুনঃ পুনঃ রতি-রণ-মল্লোচিত-ঘোরতর-গভীর-বীর-গর্জ্জন-দ্বারা সমারব্ধ এই শত-বার্ষিক-বিহার ও ভাবী তাদৃশ-সহস্র-বার্ষিক-বিহারের প্রতি আশঙ্কিত-বাধা-বিঘ্ন-ভূত-প্রত্যূহ-ব্যূহ-রাশিকে বিদূরীকৃত করিয়াই যেন, শ্রীশঙ্করদেব ভক্তগণের হৃদয়-কন্দর হইতে সম্প্রদায়-পরম্পরা-প্রাপ্ত-কলি-কৃত-মূর্ত্তিমান্ কল্মষ-সকলের প্রাণ-পঞ্চককেও কাঁপাইয়া তুলিয়াছেন। অপিচ, অত্র প্রসঙ্গে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী ও ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবের অপর একটী বিশেষত্ব এই যে, সম্প্রবৃত্ত এই রাস-মহামহোৎসবের একমাত্র-নায়ক-শ্রীশঙ্করদেব সম্মিলিতা এই সকল-পার্ব্বতীদেবীর পূর্ব্ব-স্বরূপভূতা-শ্রীমতীসতীদেবীর বিয়োগ-জাত-সুতীব্র-দাব-দব-কল্প-দীর্ঘকাল-ব্যাপি-প্রচণ্ড-বিরহ-বহ্নি-জাত-সন্তাপ-সকলকে ইদানীং শান্তি-সলিল, বা প্রেমাশ্রুরূপে পরিণত করিয়া, স্বীয়ারুণ-লোচনাঞ্চল-যুগল-দ্বারা সেই প্রেমাশ্রু-পাত-সাহায্যে শোকাশ্রু-পাত-পরিতপ্তা-পৃথ্বীদেবীকে পরিষিঞ্চিতা করিতে লাগিলেন দেখিয়া, সতী-স্বরূপিণী-সর্ব্ব-প্রধানতমা-পার্ব্বতীদেবীও উক্তরূপে

স্ব-হৃদয়-গত-পতি-বিরহানল-জন্মা উষ্ম-সকলকে নিঃসারিত করিতে লাগিলেন।

কিন্তু, তদ্দর্শনে অপরাপরা আবির্ভাবিত-স্বরূপা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী-সকলও শ্রীশঙ্করদেবকৃত-প্রগাঢ়তর-প্রেমালিঙ্গন-মুখ-চুম্বন-বশে-প্রহর্ষ-পুলকোদ্‌গম-চারু-কলেবরে শারদ-শত-শত-শতদল-দল-শোভা-মোচন-লোচনাঞ্চল-নিচয়-সাহায্যে অবিরলধারে প্রেমাশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। আহা! সত্য-সত্যই আজ আমাদের শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বর-দেবের পরস্পরের বিরহানল-সম্ভূতাতিতীব্রতম-কাম-সন্তাপ দূরীভূত হইল, সর্ব্বাবধূত-কুল-শেখর-মণি, কিম্বা মহারাজাধিরাজ-চক্রবর্ত্তি-কুল-ধুরন্ধর-চক্র-চূড়ামণি, শত-কোটি-শশধর-সম-কমনীয়-কান্তি-কলাপ-পরিমণ্ডিত-কলেবর, অশেষ-দয়ার সাগর, সপরিবার শ্রীশঙ্করদেবের প্রেমাশ্রু-বর্ষণে ধরণী-মণ্ডলের কথা দূরে থাকুক, আজ সমগ্র-জগন্মণ্ডলটীকে পরিব্যাপ্ত করিয়াই যেন প্রেমের মহাবাদর উপস্থিত হইল।

"মনুজ-দৈবত, পুরুষ-যোষিত"-প্রভৃতি-চতুর্দ্দশ-ভুবন-নিবাসি-জীব-জাতের মধ্যে যে কেহ সেই মহারসময়-রসিক-শেখরেশ্বরের মহারাস-লীলা দেখিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সেই প্রেমের মহাবাদরে পরি-ষিঞ্চিত হইয়াই যেন, শোক-তাপ-জ্বালা-যন্ত্রণা-দুঃখ-ক্লেশ-দৈন্য-মালিন্য-বৈগুণ্যাদি-পরিহার-পূর্ব্বক স্বর্গীয়-পীযূষ-ধারা-প্রায় পরমানন্দ-দায়িনী-শান্তি-ধারার স্বচ্ছ-জলে স্নান-জন্য-পরম-সুখানুভব করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দশ-ভুবনের সুখ-সম্পদ্, বা দুঃখ-বিপদের কোন কথাই আজ আর কাহারও মানসে স্থান-প্রাপ্তা হইল না। নর-নারীগণ সে সকল-কথা আজ সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়া, অশেষ-জগদেক-সুন্দর আমার মস্তক-মণি-শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের ভুবন-ভরা-রূপ-মাধুরী-দর্শন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু, শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের তাদৃশ-ভুবন-ভরা রূপ-মাধুর্য্য ও গাল-ভরা হাস্য দর্শন করিয়া করিয়া, বিশ্ববাসি-নর-নারীগণ কখনও বা প্রেমানন্দে কাঁদিতে লাগিলেন, আবার কখনও বা হাসিতে লাগিলেন। তথা উদার-হৃদয় এই সমস্ত দেব-দেবী-দানব-দানবী, অথবা মানব-মানবী

শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের আজিকার এই মহাপ্রেম-প্রকার ও মহাদ্ভুত-মহিমা দেখিয়া, উল্লাসোন্মত্ত-মানসে একদিকে যেমন পুণ্য-সম্ভারোপনীত-স্বর্গ-সুধা-মহাহ্রদে নিমজ্জিতা হইলেন, অপর-দিকেও সেইরূপ তাঁহারা স্বর্গ-সুধা-মহাহ্রদাবগাহনান্তে সমুত্থিতাবস্থায় অশেষ-জগদেক-পূর্ণ-চন্দ্রের উদ্বেলিতানন্দ-সুধা-ধারার খরতর-ধার-দর্শনে উচ্ছলিত-প্রেমের প্রাচুর্য্য, বা গাঢ়তা-বশে কণ্ঠ-নিচয় রুদ্ধ হওয়ায়, বাক্য-স্ফূর্ত্তির অভাব-বশতঃ কেবলমাত্র মনে মনে বিবিধ-বিবুধ-বর-বন্দিত-দেবদেবের শ্রীচরণ-সরসিজ-যুগলে নীরবে নিমীলিত-নয়ন-নিচয়ে জগতীতল-গত-দুঃখ-দারিদ্র্য-দুর্দ্দশা-গ্রস্ত-জীব-জাতের হৃদয়-বেদনা-দূরীকরণার্থ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে সপ্ততিতম অধ্যায়

অষ্টাবিংশ-পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

একসপ্ততিতম অধ্যায়

অপিচ, আমাদের প্রেমের ঠাকুর-শ্রীশঙ্করদেবের রাস-ক্রীড়োপযোগিনী এই ত্রিংশত্তম-ক্ষণদাটী অর্থাৎ চৈত্রী-পূর্ণিমা-রজনীটী অখণ্ড-চন্দ্র-মণ্ডল-নির্গত-জ্যোৎস্না-রাশি-সাহায্যে সুস্নাতা হইয়া, অতিপবিত্র-হৃদয়েই যেন, নব-নটবর-রাজের সেবায় নিযুক্তা হইয়াছে। এই শুভ্র-বসনা-পূর্ণ-যৌবনা-পৌর্ণমাসী-রজনী-দেবীর অতিযত্ন-সহকৃত-সেবা-দ্বারা সুসেবিত হইয়া, নব-নাগর-রাজ-শ্রীশঙ্করদেব এই রজনী-যোগে প্রকার-বিশেষে শ্রীরাস-লীলার পরিপূর্ণরূপ যে সকল অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীশঙ্কর-দেবের স্বীয়-শ্রীরূপানুষ্ঠানটী প্রথমতঃ আমার হৃদয়ে বর্ণনীয়রূপে সমুদিত হওয়ায়, পক্ক-বিম্ব-বিনিন্দিত-মধুর-মধুরতরাধরতলে অর্পিত-বিনোদ-মুরলীর কল-নাদ-সাহায্যে যুবতী-পার্ব্বতী-জন-সমূহের চিত্তাকর্ষণ-ব্যাপারে নিতান্ত-নিরত-রাস-রস-রসিকেন্দ্র-শেখর-শ্রীশঙ্করদেবের তৎ-কালোচিতা-পূর্ব্ব-রূপ-মাধুরী-মাধুর্য্যে ও মধুরাধর-বিজড়িত-বেণুবরের কুল-কামিনী-কুল-কর্ণ-মনো-রসায়ন-কল-নাদে বিমোহিতা, শ্রীশঙ্করদেবের আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধা, মধুরাধরামৃত-পানাভিলাষিণী ঊর্দ্ধমুখী-মদন-মঞ্জরীপ্রায়া কোন পার্ব্বতীদেবীর মনোভাবানুসরণে আমাকে বলিতে হইতেছে যে, আহা! একে ত শ্রীশঙ্করদেবের প্রতপ্ত জাম্বূনদ-রম্য-বর্ণ-বিভূষিত-স্বর্ণ-গিরিনিভা-ভিনব-মেঘের ন্যায় ঢলঢল নিতান্ত-রমণীয়-সুন্দর-দর্শন এই মনো-নয়নাভিরাম-হেমময়-তনুবরের লোক-ত্রয়াতীতাপরূপ-রূপ-মাধুরী, তদু-পরি আবার কৃষ্ণ-কুঞ্চিত-চাঁচর-চিকুর-শোভিত-শিরো-মণ্ডলস্থ-নানা-বর্ণ-বিভাসিত-রাম-ধনু-ধিক্কারকারি-পিচ্ছ-মুকুটের মধুরতর-মনোহর-সমাবেশ-জাতাভূত-পূর্ব্বা-নয়ন-মনো-বিমোহিনী-মাধুরী, এই দুইটী মাধুরী, কিম্বা উক্তা উভয়বিধ-মাধুরীর একাধারে এবম্বিধ-সংমিশ্রণ-সৌন্দর্য্য ত্রিজগতী-তলে নিতান্তই অতুলনীয়, সন্দেহ নাই।

কিন্তু, কেবলই কি উক্ত উভয়বিধ-মাধুরীর একত্র সমাবেশ? তাহা নহে; পরন্তু একদিকে যেমন রক্ত-রাগ-রঞ্জিত-নবোদিত-জলধরের ন্যায় সুবর্ণ-বর্ণ-শোভিত-কলেবরের কষিত-কাঞ্চন-কমনীয়-কান্তি-কলাপ এবং পিচ্ছ-মুকুটের নানাবর্ণোদ্ভাসিতা-মাধুরী, অপরদিকেও সেইরূপ তাহার উপরে আবার প্রান্ত-দেশে বিচিত্রতর-চিত্ররাজি-বিরাজিত-কাঞ্চন-কান্তি-কমনীয়-বসন-যুগলের ও রত্নালঙ্কার-রাজির বিদ্যুদ্-বিভা-বিড়ম্বিনী-দ্যুতি-লহরী-লীলা; সুতরাং স্বর্ণ-গৌর-কলেবরের রূপ-লাবণ্য-সৌন্দর্য্য, পিচ্ছ-মুকুটের মনোহারিণী-মাধুরী, স্বর্ণগৌরপীত-বসনবরের কনক-কান্তি এবং মহার্হ-মণি-মুক্তা-জাল-জড়িত-রত্নাভরণ-নিকরের চাক্‌চিক্যময়ী, ঔজ্জ্বল্যময়ী-শোভা, এই শোভা-ধারা-চতুষ্টয়ের একত্র সম্মিলন-বশতঃ আহা! আমাদের মনো-নয়ন-লোভন-শ্রীশঙ্করদেব ত্রিজগতীতল-নিবাসি-ভক্ত-সাধক-দর্শক-সজ্জন-মহোদয়-মণ্ডলীর কি যে অপূর্ব্বতর-নয়নোৎসব-সম্পাদন করিতেছেন? তাহা কি আর বচনাবলী-সাহায্যে বর্ণনীয় হইতে পারে? ঐ শুনুন, ভক্ত-জনের হৃদয়ের ধন-শ্রীশঙ্করদেবের রাতুল-চরণ-যুগলে রত্ন-নির্ম্মিত-মণিময়-নূপুর-নিচয় আপনি আপনি রুণু-ঝুনু-রুণু-রবে নিরন্তর বাজিতে বাজিতেই যেন, প্রেমিক-সুজনগণকে শ্রী শ্রীশাঙ্করী-রূপ-মাধুরী দেখিবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছে। সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে, শ্রীশঙ্করদেবের এ শোভার, এ বর্ণনাতীত-রূপ-মাধুরীর বর্ণন-প্রয়াস নিতান্ত-বৃথা!

অতএব এরূপ অবস্থায় আমার কেবলই এই কথাটী পুনঃ পুনঃ বলিতে ইচ্ছা হইতেছে যে, জগ-জনের নয়ন-বিহঙ্গম বাঁধিবার ফাঁদ এবং হিমালয়-কৈলাসাকাশের তারা-হার-বেষ্টিত চাঁদ আমাদের শ্রীগৌরী-রমণের জয় হউক, জয় হউক। এই যে শ্রীশঙ্করদেবের ইন্দীবর-সুভগ-সুন্দর-লোচন-যুগলের চঞ্চল-কটাক্ষ, এই লোচনাঞ্চলের চঞ্চল-কটাক্ষ-নিচয়ই যেন, কুল-কামিনী-কুলের পক্ষে অব্যর্থ-কন্দর্প-বাণ-স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছে। কিন্তু, নিজ-লোচনাঞ্চলের চঞ্চল-কটাক্ষরূপ এই বিষম-কুসুম-শর-সজ্ঞ-সাহায্যে আমাদের নব-নাগর-নটবর-রাজ-শ্রীশঙ্করদেব জগদ্-বিজয়ী কন্দর্পের বিক্রমকেও অতিক্রম করিতে ইচ্ছা করিয়া,

অবিচল-মতি-কুল-কামিনীগণেরও হৃদয়, মনঃ, প্রাণ ও বাসনা-সকলকে প্রতিক্ষণেই মদন-জর্জ্জরিত করিয়া তুলিতেছেন।

অপিচ, আমাদের রমণী-মণি-মনোহারী, আজানুবিলম্বিত-বন-মালা-বিশোভিত ঐ যে শ্রীশঙ্করদেব মৃদু-মন্দ-মলয়-মারুত-পরিচালিতা, নিজ-বিশালোরঃ-স্থল-স্থিতা-বন-মালার প্রাণ-মনো-বিমোহন-সুগন্ধ-প্রসারণ-সাহায্যে পরিমল-লোভী অলি-কুলকে আমন্ত্রণ-পূর্ব্বক আকর্ষণান্তে পরিমল-পরিবেশন-পুরঃসর তাহাদিগকে মাতাইয়া তুলিতেছেন, সেই এই নয়ন-মনোহভিরাম-শ্রীশঙ্করদেবের স্বর্গীয়-শোভা-সমূহ-সৌন্দর্য্য-দর্পাপ-হারিণী-এতাদৃশী সর্ব্ব-শোভাতিশায়িনী-বিশ্ব-বিমোহিনী-রূপ-মাধুরী একবার মাত্র হেরিলে, বল দেখি, কোন্ কুলকামিনীমণি নিজ অপরিতৃপ্ত-লোচন-চকোর-যুগলকে তাদৃশ-রূপ-মাধুরী-সুধা-পান-কার্য্য হইতে প্রত্যা-বর্ত্তিত করিতে, ফিরাইতে পারে? তথা আমাদের প্রাণের, মনের, বা হৃদয়ের প্রভু অধীশ্বর-শ্রীশঙ্করদেব এইরূপ মধুর-মধুর-মাধুরীমণ্ডিত হইয়া, আজ বিম্বাধরে মোহন-মুরলী লইয়া, কল-গীত গাহিতেছেন সত্য; কিন্তু বল দেখি, শ্রীশঙ্করদেবের প্রাণ-মনঃ-সমাকর্ষণ-কুশল এই কল-গীতের মধুর-ধ্বনি-শ্রবণে ত্রিজগতীতলে কোন্ রমণী-মণি মানসে উন্মাদিতা না হইয়া, থাকিতে পারেন?

অপিচ, যিনি মহাযোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর, আপ্ত-কাম, পূর্ণানন্দ-কন্দ এবং রস-স্বরূপ, তাঁহারও যদি বাসনা-কল্পনা করিতে হয়, তবে তাঁহার সকল-বাসনার সার, দেব-লীলার সার-সম্পৎ-শ্রীরাস-লীলার যথা-যথ-বর্ণনা মানবীয়-ভাষায়, অথবা মানবের পরিমিত-পরমায়ুঃ কালের মধ্যে কদাপি সুসম্পন্না, বা সম্ভবপরা হইতে পারে না। অথচ নির্ব্যলীক-ভক্তজনগণের মনে মনে সাধ, বা অভিলাষ যে, তাঁহারা নিরন্তর পরম-রসময়-শ্রীশঙ্করদেবের সর্ব্ব-রস-সারময়ী-শ্রীরাস-লীলার যথামতি-বৈভব বর্ণনা করিয়া, সতত-প্রলুব্ধ-প্রাণের পরিতৃপ্তি-সাধন করেন। সেই জন্যই শ্রীশঙ্করদেবের এই মহারাস-লীলার স্মরণাবেশ-বশে আনন্দোন্মত্ত হইয়া, সুমহান্ উল্লাস-সম্পন্ন-হৃদয়ে পরমাভিবন্দনীয়-রাস-বিহারী শ্রীশঙ্করদেবের জয়োচ্চারণ করিতে করিতে, তদীয়-শ্রীলীলা-রসে

অবগাহন-পূর্ব্বক ভগবদ্-ব্যাস-পরাশর-নারদাদি-পূজ্যপাদ-পূর্ব্বতন-প্রবীণ-ভক্তজনগণ যখন অধস্তন, বা ইদানীন্তন-ভক্ত-জনগণের তাদৃশ-লীলা-রসাস্বাদনার্থ লীলামৃতের কণিকা-পরিবেশন-দ্বারা তাঁহাদিগকে কৃতার্থ ও জগদ্-ব্রহ্মাণ্ডের উপযুক্ত-ভক্ত অধিবাসি-বৃন্দের তদ্বিষয়ে ক্ষুধা, পিপাসা, আকাঙ্ক্ষা, উৎকণ্ঠা, আশা, বা অনুরাগ-লক্ষণ-প্রেম, বিশ্বাস, বা লোভোৎপাদন করিয়াছেন, তখন অন্যান্য-জনগণ তদ্বি-ষয়িণী-ক্ষুধা-পিপাসাদির তাড়নায় লীলামৃত-রসাস্বাদে প্রবৃত্ত হইয়া, অন্যান্য-জনগণের জন্য লীলামৃত-কণিকা-পরিবেশনে বিমুখ, বা বিরত হইবেন কেন ?

অতএব সুকোমল-শশি-কিরণে প্রোদ্ভাসিত-পরম-রমণীয়-যমুনোত্তরী-তীর-প্রদেশে কুসুমিত-পাদপ-রাজি-বিরাজিত বনান্তরভাগে সুমধুর-সঙ্গীত-নৃত্য-বিলাসারম্ভে কুশলী, আমাদের পরমাদরণীয়, হৃদয়ের রতন-মণি-শ্রীশঙ্করদেবের পুনঃ পুনঃ জয়-গান-পূর্ব্বক বলা যাইতে পারে যে, যাবৎ শ্রীশঙ্করদেব কোমল-শশি-কর-রম্য-বনান্তর-প্রদেশে মহানট-রাজ-জনোচিত-সাজ-সজ্জায়, বা রত্নালঙ্কার-নিচয়ে সজ্জিত ও বিভূষিত হইয়া, সুমধুর-সঙ্গীত, বাদ্য এবং নৃত্য-বিলাস আরম্ভ করিলেন, তাবৎ নব-লক্ষ-পার্ব্বতী-দেবীর মধ্যে যাঁহারা বহু-বিস্তৃত-ভানু-সুতা-তটরূপ-রঙ্গালয়ের মধ্যেই কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহারা নটরাজ-রাজের তাদৃশ-তৌর্য্যত্রিক-বিলাস-দর্শনে ব্যাধ-কৃত-বংশী-রব-বিমুগ্ধ-কুরঙ্গী-নিচয়ের ন্যায় তূর্ণতা, বা শীঘ্রতার সহিত শ্রীশঙ্করদেবের অতি নিকটে সমাগতা হওয়ায়, "বল্লভ-যৌবত" লজ্জা-ধৈর্য্য-ভয়-বিল্ল-দেহ-গেহ-প্রভৃতি-বিষয়িণী-ভাবনা-চিন্তা-বিহীনা, যুবতী, যৌবন-বিলাসবতী, প্রাণ-সমা-প্রিয়তমা-পার্ব্বতীদেবীসকলকে নিজান্তিনিকটে সমাগত অবলোকন করিয়া, "বল্লভ-যৌবত" প্রিয়তমা-যুবতী-পার্ব্বতী-সমূহের মনোভাব-বীক্ষণার্থ শ্রীশঙ্করদেব তাঁহাদিগকে লইয়া, বিবিধরূপ-নর্ম্ম, বা হাস্য-পরিহাস করিতে লাগিলেন।

কিন্তু, বল্লভ-যৌবত-বীক্ষণ-কৃত-পরিহাস-শ্রীশঙ্করদেব কিছুকাল-মধ্যেই প্রিয়তমা-পার্ব্বতীদেবীগণের মনোভাব অবগত হইয়া, ভানু-সুতা-তট-রঙ্গ-মঞ্চে কোমল-শশিকর-রম্য-বনান্তরে মহানট-জনোচিত-কার্য্যে

প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর ভানু-সুতা-তট-রঙ্গ-মঞ্চের মহানট, কাঞ্চন-বর্ণ-বিভূষিত-গৌর-কলেবর-সুন্দর-দর্শন-নন্দকুমার, অর্থাৎ "আত্মপুত্রায় তে রুদ্র! আত্ম-দ্রৌহিত্রকায় তে।" এইরূপ স্কান্দীয়-প্রমাণ-বচনানু-মত-সকল-জগদানন্দকর-পরমাত্ম-পুত্রভূত-শ্রীশঙ্করদেব বারম্বার অঙ্গীকৃত, বা অঙ্গতা-প্রাপিত, দিব্য-দিব্যতর, অপ্রাকৃত-রস-লক্ষণ অনুরাগ-সাহায্যে সমাবৃত, মঙ্গলময়-রাস-বিহার আরম্ভ করিয়া, গোপী-গোপ-কুমারী-পর্ব্বত-রাজ-পুত্রী-পার্ব্বতীদেবীগণ-কর্ত্তৃক ঘন-ঘন-চুম্বিত হইতে লাগিলেন।

অপিচ, গোপী-ধরাধরেন্দ্র-নন্দিনীগণ-কর্ত্তৃক উক্তরূপে চুম্বিত হইয়া, যিনি রাগালাপ-দ্বারা তাঁহাদিগের প্রেমানুরাগ-বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, যিনি কান্তা-জনগণের মান-লক্ষণ-গর্ব্ব-বিলোকন-পূর্ব্বক অন্তর্দ্ধান-বিস্তার সহায়তা-সমাশ্রয়ে অন্তরীক্ষতলে লীন হইয়াছিলেন, যিনি গোপী-পার্ব্বতী-মণ্ডলীর "জয়তি তেঽধিকং", ইত্যাদি-বচনামৃত-নিচয়-পান-প্রযুক্ত সমুৎ-পন্ন-পার্ব্বতীদেবী-বিষয়ক-মদ, বা প্রেম-মত্ততা-সাহায্যে তাঁহাদিগের সভা-স্থলে আহূত আনীত হইয়াছিলেন, যিনি সর্ব্ববিধ-সদ্-গুণ-বর্গে সমুন্নতা-গৌরী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সহিত সংগত হওয়ায়, তৎ-সঙ্গতা-সৌহৃদ-সম্পাদের অধীন হইয়াছেন, যিনি গুণবর্গোন্নত-গৌরী-সঙ্গত-সৌহৃদ-সম্পদধীনতা-প্রযুক্তই স্ব-প্রিয়া-পরিকরভূত-নিজ-পরিবারবর্গকে বলয়ী-ভাব-মণ্ডলীভাব প্রাপ্ত করাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যিনি স্বীয়-গান-মাধুর্য্য-সাহায্যে সুর-তরুণীগণ-সকলের মতি-বিক্ষোভণে সমধিক-পটুতা অর্জ্জন করিয়াছেন, খেলন, বা নৃত্য-ক্রীড়াবসরে যাঁহার বিপুল-বিশাল-বক্ষঃ-স্থলে বিলম্বিত-মুক্তাহার ও মণি-সার-রচিত-হীরা-হার-সার নিরন্তর বল্গিত, অত্যন্ত-চঞ্চল হইয়া থাকে, অম্বু-বিগাহন অর্থাৎ জল-বিহার-দ্বারা যিনি নিজ-প্রিয়তমা-জনগণকে আনন্দিত করিয়াছেন, যিনি অম্বু-বিগাহনান্তে স্নানাবসানে সমুত্থিত হইয়া, বিবিধ-বিচিত্র-মণি-খণ্ড-খচিত, মুক্তা-জাল-জড়িত, রত্ন-রাজি-বিরাজিত, রুচিরোজ্জ্বল-বর-রত্ন-নিকর-রচিত-বিভূষণ ও স্বর্ণ-সূত্র-গ্রথিত-কাঞ্চনাঞ্চলে শোভিত-দিব্যতর-বর-বসনে ভূষিত-সজ্জিত-নিজ-প্রিয়তমা-জনগণ-দ্বারা নীল-নির্ম্মল-নীরময়ী-জববতী-যমুনার তীরপ্রদেশকে বিমণ্ডিত করিয়াছেন, সেই সমস্ত-সুরাসুর-

সেবিত, পার্ব্বতী-মণ্ডল-মণ্ডিত, শ্রীনিকেতন-শ্রীশঙ্করদেবের জয়-গানে অধুনা আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি।

অতএব জয়গানাবসরে অধুনা অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, হে যুগপৎ প্রার্থনোপেক্ষাভঙ্গীময়-বচন-বিলাসিন্! তোমার জয় হউক, হে পরিহাস-রস-নটেন্দ্র-নন্দ-কুমার! তোমার জয় হউক, হে যমুনা-পুলিন-রঙ্গভূমির মহানট! তোমার জয় হউক, হে মাধবী-যামিনী-সমূহে অপ্রাকৃত-দিব্য-রসময়-সুমঙ্গল-রাস-বিহারাঙ্গীকারকারিন্! তোমার জয় হউক, হে পার্ব্বতীদেবীগণের চুম্বনাস্পদ! তোমার জয় হউক, হে রাগালাপে রাগ-বর্দ্ধনকারিন্! তোমার জয় হউক, হে বিলোকন-মাত্রে মানিনীর-মান-গর্ব্ববিদূরক! তোমার জয় হউক, হে নিখিল-গুণ-গ্রাম-গরীয়সী-বরীয়সী-গৌরী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর প্রেমাধীন-রমণ! তোমার জয় হউক; হে বল্লভতমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী-সকলের দুঃখ, আবেগ, ক্রোধ ও প্রেম-পূর্ণ, গোপী-পার্ব্বতী-গীত নামে সুপ্রসিদ্ধ-বচনামৃত-পান-মদোল্লাসিন্! তোমার জয় হউক, হে গোপী-পার্ব্বতী-মণ্ডল-বেষ্টিত-বলয়িত! তোমার জয় হউক, হে নৃত্য-মাধুরী-মণ্ডিত! তোমার জয় হউক, হে নৃত্য-রঙ্গে বক্ষো-বিলম্বিত-তরলিত-মণিসরনামক-মহাগজ-কুম্ভ-সম্ভব-স্থূলতর-শ্বেত-সমুজ্জ্বল-মুক্তা-ফল-হার-সৌভাগ্যে গগনাঙ্গন-গাত্র-গত-দেবাঙ্গনাগণেরও মতি-বিক্ষোভ-কারিন্! তোমার জয় হউক, হে রাস-রস-নটেন্দ্র! তোমার জয় হউক, হে জল-কেলী-রঙ্গে নিজ-জনের আনন্দ-বর্দ্ধন-কারিন্! তোমার জয় হউক, হে যমুনা-তট-ভূমি-মণ্ডন! তোমার জয় হউক, হে সুখ-সম্বিদ্-ঘন-সান্দ্রা-নন্দ-বিজ্ঞান-স্বরূপ! তোমার জয় হউক, হে পূর্ণ! হে সনাতন! তোমার জয় হউক, হে নির্ম্মল! মায়া-গন্ধাস্পৃষ্ট! তোমার জয় হউক, হে সুবর্ণ-গৌর-সুন্দর-কলেবর! তোমার জয় হউক, হে মায়াতীত! হে ত্রিগুণেশ! হে স্বর্ণ-গৌর-শরীর! তোমার জয় হউক, হে সুন্দর-রূপ-ধারিন্! তুমি নিরন্তর সর্ব্বথা জয়-যুক্ত হও এবং নিত্যকাল এই রাস-লীলা-রসে বিলসিত হইতে থাক।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে একসপ্ততিতম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়

অধুনা শ্রীশঙ্করদেবের এই শ্রীরাস-লীলা-বিলাস-বর্ণন-প্রসঙ্গে প্রতি বচন-বিন্যাসেই বিশিষ্ট-বিহার-রসের উদ্দীপন-করী কতক-গুলি-কথা বলিবার অবসর উপস্থিত হওয়ায়, বলিতে হইতেছে যে, মেনা-মানস-সন্তোষণার্থ নব-নটবর-জনোচিত-রূপে রূপবান্, উপযুক্ততর-বসন-ভূষণ-সমূহে সজ্জিত-বিভূষিত, নীলকণ্ঠ-শ্রীশঙ্করদেব কলেবরে স্বর্ণ-গৌর-কান্তি-বিশিষ্ট হইয়াও, কিন্তু সম্প্রতি স্ফুরদিন্দীবর-বিনিন্দিত-সুনীল-কন্ধরে, গ্রীবা-দেশে, কম্বু-কমনীয়-কণ্ঠে নিতান্তই শোভা-প্রাপ্ত হইতেছেন। কিঞ্চ, শ্রীশঙ্করদেব রেখা-ত্রয়াঙ্কিত-স্বর্ণ-পট্ট-নিবদ্ধ-মহামারকত-মণির ন্যায় কেবলই যে কণ্ঠপ্রদেশে শোভা-প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহা নহে, পরন্তু স্ফুরদিন্দীবর-সুনীল-কন্ধর-শ্রীশঙ্করদেব কলেবরে প্রতপ্ত-জাম্বূনদ-রম্য-বর্ণ-বিভূষিত হইয়াও, তদুপরি আবার মণিসর-বিলসিত-বক্ষো-দেশে কর-কমল-দ্বয়ে, কিম্বা প্রণত-পাপ-কর্ষণ-শ্রীচরণ-পঙ্কজ-যুগলে গৌরী-শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীর উচ্ছ্রিত-শ্যামাস্য-শোভিত-পৃথুল-বর্ত্তুল-নিস্তল-চিবুক-স্পর্শি-মহানীল-মণিময়-কলস-কল্প-কুচ-যুগলোপরি প্রলিপ্ত-কুঙ্কুমের সংস্পর্শাধিক্য-প্রযুক্ত পীত-কুঙ্কুম-রেণু-রূষিত হইয়া, পরম-শোভার আধার-ভাব-ধারণ করিয়াছেন। তথা গৌরী-কুচ-কুঙ্কুম-ভর-পিঞ্জর-শ্রীশঙ্করদেব ফুল্লেন্দীবর-নিন্দিত-শ্যাম-কন্ধরে যেমন মহেন্দ্রনীল-মণির শোভা ধারণ করিয়াছেন, সেইরূপ সুন্দরতর-চন্দ্রক-সংযুক্ত-চূড়া-কেশপাশী ধারণ করিয়াও, রমণি-মণি-মনোহর-সৌন্দর্য্যের একমাত্র আস্পদে পরিণত হইয়া, মেনা-সুতা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর মানসরূপ-শুক-পক্ষীর পঞ্জর-স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন।

অতএব হে ফুল্লেন্দীবর-বিনিন্দিত-নীলকণ্ঠ! হে শ্রীগৌরীদেবীর কুচ-কুম্ভ-গাত্র-গত-কুঙ্কুম-সংস্পর্শাধিক্য-বশতঃ স্বতঃ স্বর্ণ-কান্তি-বিশিষ্ট হইয়াও,

তদুপরি গাঢ়তা-সম্পাদন-কল্লেই যেন, পুনশ্চ কুচ-কুঙ্কুম--রেণু-রূষিতা-বস্থায় অপূর্ব্ব-পীত-কান্তি-ধারিন্! হে মনোহর-বর্হাপীড়! হে মেনা-সুতা-মানস-শুক-পঞ্জর! তোমার জয়, জয়, জয় হউক। হে নটরাজ! হে স্বর্ণ-গৌর-সুন্দর-কলেবর! তুমি তোমার নৃত্য-সঙ্গী, প্রণয়-বিশৃঙ্খল, স্নেহ-বিবশ, অথবা প্রেম-বিহ্বল-গোপী-পার্ব্বতী-মণ্ডলের বর-বিম্বাধর-খণ্ডনে সুপণ্ডিত এবং গুঞ্জাবলী-মণ্ডনে মণ্ডিত হইয়া, পরম-যশঃ-সৌভাগ্য ও শোভা-ভাজন হইয়াছ বলিয়াই, আমরা এরূপে তোমার জয়-কীর্ত্তন করিতেছি। হে নটরাজ-রাজ! তুমি এইরূপে অনন্ত-কাল পার্ব্বতী-মণ্ডল-মণ্ডিতাবস্থায় সর্ব্বথা জয়-যুক্ত হও। অপিচ, হে গুঞ্জাবলী-মণ্ডিত! হে পার্ব্বতী-বর-বিম্বাধর-খণ্ডন-পণ্ডিত! তুমি মধুর-নধর-নিজাধর-প্রদেশে বিনোদ-মুরলীকে সুসংস্থাপিতা করিয়া, মধুরতর-মুখ-মারুত-পূর-পূরণ-সাহায্যে তদীয় উদর-বিবরের পূর্ণতা-সম্পাদন-পূর্ব্বক সুমধুর-বংশী-গীত, অর্থাৎ মুরলী-কল কূজিত-দ্বারা মৃগ-বনিতা-হরিণীগণের মনোহরণ-পুরঃসর তাহাদিগের গৃহীত-কবল আনন হইতে তাদৃশ-তৃণ-গ্রাসের বিস্রংসন-কার্য্যে ভূ-পাতন-ব্যাপারে ধুরন্ধর অতি সমর্থ।

অতএব হে দেহ-ধর্ম্ম-বিস্মারক-মুরলী-কূজন-পটো! তুমি যে কেবল-মধুর-মনোহর-কর্ণ-রসায়ন-মুরলী-কল-কূজন-দ্বারা মৃগ-বনিতানন-তৃণ-বিস্রংসন-কার্য্যেই পটুতা অর্জ্জন করিয়াছ, তাহা নহে; পরন্তু তুমি তোমারই স্বীয়-স্বারসিক-স্বাভাবিক-স্বর্গীয়-স্মিত-সুষমা, বা মৃদু-মন্দ-মধুর-হাস্য-মাধুরী-দ্বারা মানসে উন্মাদিতা-বিমোহিতা-সিদ্ধ-সতী, অর্থাৎ সিদ্ধ-সাধ্য-সুরাসুর-যক্ষ-রক্ষো-নাগনর-কিন্নরাদি-জাতীয়-স্ত্রীসকলের অতিচঞ্চল-লোচনাঞ্চল-সাহায্যেও পরিপূজিত হইয়াছ। অতএব হে সিদ্ধ-সতী-লোচনোৎপলার্চ্চিত-শ্রীচরণ! হে অপার-প্রেম-রসময়! নিরন্তর তোমার জয় হউক। তথা হে পার্ব্বতী-মনো-রঞ্জন! তুমি নৃত্যকালে অপূর্ব্ব-কলা-চাতুর্য্য-প্রদর্শন-সহকারে নিজ-চর্ব্বিত-তাম্বূল-রাগ-সমুল্লসিত-সরসিজানন-সাহায্যে কান্ততরা-কান্তা-পার্ব্বতীদেবী-সকলকে স্ব-চর্ব্বিত-তাম্বূল-দানে নিরতিশয়-দক্ষতা-প্রদর্শন করিয়াছ এবং তোমার প্রতপ্ত-জাম্বূনদ-রুচি-রুচির-কলেবরটীকে অতসী-কুসুম-সঙ্কাশ-পীত-বসনে সুসজ্জিত করিয়া,

প্রতপ্ত-পীত-তপনীয়-নিভ-নিজানিন্দনীয়-দিব্য-দিব্য-দেহের সৌন্দর্য্য অধিক-তর-রূপে বর্দ্ধিত করিয়াছ। অতএব হে তাম্বূল-রঞ্জিতোল্লসিতানন! হে জাম্বূনদ-হেম-রুচি-পীতবাসঃ! তথা প্রাণ-মনোনয়নানন্দকরী-লীলা-বিস্তার-দ্বারা সনক-সনাতনাদি-পরম-সিদ্ধগণের ও হরি-ব্রহ্মাদি-সিদ্ধেশ্বরগণের ধৃতি-বিধ্বংসক! হে পার্ব্বতীজনবল্লভ! নিরন্তর তুমি জয়-যুক্ত হও।

অপিচ, হে হরি-কমলাসন-সনক-সনাতন-ধৃতি-বিধ্বংসন-লীলাড়ম্বর! কেবল আমরাই যে বহু-সদ্-গুণ-শালিনী-ভবদীয়-বিচিত্র-রাস-রস-লীলার বাহুল্য-বশতঃ ভবদীয়-জয়-গানে, বা মাহাত্ম্য-ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা নহে; কিন্তু তুমি যে অতি অপ্রাকৃত বস্তু, তুমি যে "প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ", "অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ", ইত্যাদি-প্রমাণ-সিদ্ধাচিন্ত্য-লক্ষণা-ক্রান্ত, প্রকৃতির অতীত-পরম-পুরুষ, তাহা বোধকরি, যমুনোত্তরী-তীর-প্রদেশ-গত-হিম-গিরি-কাননস্থান্তঃসংজ্ঞা-সম্পন্ন-তরু-গুল্ম-লতাদি-সকলেই সবিশেষ অবগত হইয়া, তোমারই লীলা-কার্য্যে সাহায্য-দান-ব্যপদেশে তোমার ও তোমার এই সমস্ত-লীলা-রস-রঙ্গিণী-সঙ্গিনীগণের শ্রীচরণ-রজঃ-প্রাপ্তি-প্রত্যাশায় এবং যদি তোমরা কখনও পরস্পরকে বিভূষিত করিবার জন্য লীলা-চ্ছলে শ্রীহস্তে তাহাদের পুষ্প-ফলাদির অবচয়নে প্রবৃত্ত হও, তবে তোমাদিগের তাদৃশ-চতুর্ব্বর্গ-ফল-প্রদ-শ্রীহস্ত-দ্বারা নিজ-নিজ-পত্র-পুষ্প-ফলের অবচয়ন-সৌভাগ্য-লাভার্থ স্ব-স্ব-পত্র-পুষ্প-ফল-সকলকে তোমাদের সুখ-লভ্য করিতে ইচ্ছা করিয়াই যেন, আনন্দ-ভরে তোমারই জয়-গানাবসরে বাহু-বিক্ষেপণ-ব্যাজে পত্র-পুষ্প-ফলভারাক্রান্ত-পরম-রমণীয়-নিজ-নিজ-শাখা-প্রশাখাদিরূপ-ভুজ-বনকে নিরন্তর নিম্নাবনত করিয়া রাখিয়াছে।

হে রাস-রস-রসিকেশ্বর! পার্ব্বতী-বদন-পঙ্কজ-সৌন্দর্য্য-সুধা-পানা-সক্ত-পঙ্কজ-গর্ভ-গত-মধু-পান-মত্ত-ভ্রমরকল্প তোমার লোচন-যুগলকে প্রত্যাবর্ত্তিত করিয়া, উন্মীলিত-নয়ন-দ্বয়ে একবার দেখি দেখি, তোমারই জয়-গান-সমাসক্ত-মানসে এই উজান-বহা-যমুনা-নদীর পুলিন-পথে উভয়-পার্শ্বে এই কদম্ব-তরু-সকল কেমন শ্রেণী-বদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এবং তোমাদেরই পাদ-পঙ্কজ-রজঃ-প্রাপ্তি-প্রত্যাশায় এই কদম্ব-

তরু-রাজি নব-নব-পল্লবাঙ্গুলি-বিলসিত-শাখা-প্রশাখাদিরূপ-কচি-কচি-কর-গুলিকে ভাল-মতে ভূমিতলে নামাইয়া দিয়া, পবন-প্রবাহ-পরিচালিতা-বস্থায় কেমন ধীরে ধীরে প্রসারিত করিতেছে! হে তাম্বূলোল্লসদানন-সরোজ! একবার দেখ দেখি, কদম্ব-তরু-নিকরের ভূমিতলে সংলগ্ন-প্রায় প্রসারিত-শাখা-প্রশাখা-সমূহে কেমন সারি সারি ফুল্ল-ফুল-কুল ফুটিয়া রহিয়াছে।

হে সিদ্ধ-সতী-নয়নাঞ্চল-পূজিত! তোমার শুভাগমন-নিবন্ধন আজ সুনীল-নীরময়ী-যমুনার তীর-কাননবর্ত্তি-কুসুমিত-কদম্বতরু-রাজীর এইরূপ অভিনব-ভাবটী অতিমধুরতররূপে প্রকাশ-প্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া, আমাদেরও বলিতে ইচ্ছা হইতেছে যে, আহা! অবনীতলে অবনতাগ্র হইয়া, এই কুসুমিত-কদম্ব-তরুগুলি কি চমৎকার-ভাবের বিস্তার করি-তেছে! প্রতি শাখা-প্রশাখাবয়বে প্রস্ফুটিত-কদম্ব-ফুল-কুলের দিব্য-পরিমলে সমগ্র-হিম-গিরি-কাননটী যেন একেবারে ভরিয়া গিয়াছে। দূর-তর-প্রদেশে প্রসরণশীল-পরিমলের লোভে সমাগত-প্রমত্ত-ভ্রমর-ভ্রমরীগণ যেন ব্যাকুল-হৃদয়ে ফুলে ফুলে ভ্রমণ করিতেছে! আবার কখনও কখনও বা উল্লসিত-মানসে বিকসিত-কদম্ব-কুসুম-সমূহে উপবিষ্ট হইয়া, সুখে ক্রীড়া করিতেছে! আহা! ত্রিভুবনচন্দ্র আজ ত্রিভুবনেশ্বরীর সহিত রাসোৎসবে মাতিয়া, ক্রীড়াস্থলী অভিমুখে চলিয়াছেন দেখিয়াই বুঝি, এই কুসুমিত-কদম্ব-তরু-নিকর কর-পল্লবে কুসুমাঞ্জলি-ধারণ করিয়া, অবনত-মস্তকে নটরাজ-রাজের শুভাগমনের অপেক্ষা এবং ভ্রমর-গুঞ্জন-চ্ছলে স্তোত্র-পাঠ করিতেছে।

আহা! দেখ, ভাই-ভক্ত-সজ্জনগণ! আজ আমাদের শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবী ও পরমেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেব কত-রঙ্গে বিলসিত হইতেছেন! শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের শ্রীঅঙ্গে কি অপরূপ-রূপ-লাবণ্য বিকসিত হইয়াছে! আচরিতে "ধনি ধনি" ধন্যাতিধন্য কত "বৈদগধি" কেলি-বৈদগ্ধ্য প্রকটিত হইয়াছে! তাঁহাদের শ্রীঅঙ্গ দুইটী প্রকৃতপক্ষে এক এবং ভূষণ-সকলের ভূষণ-স্বরূপ হইলেও, আজ বিশ্ব-বিমোহন দুইটী বর-বপুঃ পৃথক্ পৃথগ্‌রূপে মণিময়-বিবিধ-বিভূষণে বিভূষিত হইয়া, কি

সুন্দর-স্বর্গীয়-শোভার পরমাস্পদতা-প্রাপ্ত হইয়াছে! দেখ দেখ, মম প্রিয়তম-মুগ্ধ-মানস! আজ আমার প্রাণের প্রাণ, হৃদয়-মণি, মণিসর-শোভিত-গিরিচর-শ্রীশঙ্করদেব আপনার বাম-করে প্রিয়তমা-সর্ব্ব-মুখ্যতমা-গৌরী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর দক্ষিণ-কর-কমল-ধারণ করিয়া, কি অপরূপ-মন্দ-মন্দ-মধুর-মধুর-মন্থর-গমনে চলিতেছেন। সখী-সমূহ অগ্রে ও পশ্চাতে থাকিয়া, উভয়ের উপরে ও গমন-পথে পুষ্প-বৃষ্টি করিতেছেন! কেহ কেহ বা তাঁহাদের দুইজনের দুই-পার্শ্বে বাম ও দক্ষিণ-ভাগে অবস্থিতি-পূর্ব্বক স্বর্ণ-বৃন্ত-শোভিত-চামর-সাহায্যে ব্যজন করিতেছেন।

অপিচ, ক্ষণকাল পরে কোন সখী কোন সখীকে কহিতেছেন, দেখ ভগ্নি! প্রেয়োচে! এক্ষণে আমাদের শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেব পুষ্প-পরাগে ধূসরিত, চন্দ্র-কর-নিকরে সমুজ্জ্বল; সুতরাং সুস্নিগ্ধ-মণি-বেদিকার উপরিভাগে উপনীত হইয়া, উভয়ে উভয়ের হস্ত-ধারণ-পূর্ব্বক প্রতিক্ষণে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, ফিরিয়া ফিরিয়া, পরস্পরের বিমল-বদন-বিধু-বিলোকন-পুরঃসর কি চমৎকার-নৃত্য-কলার বিস্তার-সাধন করিতেছেন! অলৌকিক-প্রেম-তরঙ্গে নৃত্য-রঙ্গে উভয়েরই বর-তনু-দ্বয় পরস্পরের সংস্পর্শে স্বর্গীয়াপূর্ব্ব-দাম্পত্য-প্রেমানন্দে পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে! সখীগণের মধ্যে কেহ বিমল-শীতল-কর্পূর-খণ্ডোজ্জ্বল-জল, কেহ তাম্বুল, কেহ মালতী-মাধবী মল্লিকা-মন্দারাদি-কুসুম-মাল্য, কেহ সুচারু-চন্দনরস, কেহ কুঙ্কুম-পঙ্ক ও কস্তুরী-প্রভৃতি করে ধারণ করিয়া, সেবার জন্য উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষা করিতেছেন! কেহ কেহ আনন্দে উন্মত্তা হইয়া, মহাসুগন্ধি-পঙ্করাজ-কুসুম-বর্ষণ করিতেছেন! আর চাঁদের উপরে মুক্তা-বলীর ন্যায় দুইখানি মুখ-চন্দ্রের উপরিষ্ঠ-স্বচ্ছোজ্জ্বল-স্থূল-স্বেদ-বিন্দু-সকল শ্রীমুখ-চন্দ্র দুইখানির অলঙ্কারের কার্য্য করিতেছে!

আহা! কি মনোহর দৃশ্য? কি মধুর আনন্দ? কি প্রাণ-মনঃ-সন্তোষ-জননী-মধুময়ী-দ্বয়ী-মূর্ত্তি? দেখ, প্রেয়োচে! মুরলী-মনোহর-গৌর-নটবর-শ্রীশঙ্করদেবের মধুর-মুখে কই এক্ষণে ত আর ওই প্রাণোন্মাদিনী মধুর-মুরলী বাজিতেছে না! আজ তাঁহাদের অধুনাতনাবসরোচিত-হাস-বিলাস-নৃত্যানুবন্ধ, চুম্বনাদিরূপ-রসকলা এবং মধুর-বাদ্য-বিলাসে

সকলের মনোরথ পূর্ণ হইতেছে! হে প্রম্লোচে! এক্ষণে দেবের অন্তরঙ্গ-ভক্ত-জনগণ অবশ্যই বলিতে পারেন যে, শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের এই মধুময়ী-মূর্ত্তি-দুইটী, তাঁহাদের দু-জনের এই বিচিত্র-কেশ-বেশটী, কুসুমে সুরচিত এই বিচিত্র-কেশ ও বেশের শোভাটী এবং এই মোহিনী-লীলার সুন্দর-ছবি-খানি যেন চিরদিন আমাদের নয়নে লাগিয়া থাকে।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়

কুঞ্জ-ভবন-নিচয়ে বিকসিত-কুন্দ-মন্দারাদি-কুসুমাবলীর সৌরভ-বহন-পূর্ব্বক মৃদু-মন্দ-মধুর-মলয়-মারুত প্রবাহিত হইতেছে! দিঙ্মণ্ডল কুন্দ-মন্দারাদি-কুসুম-গন্ধের মাধুরামোদে পরিপূর্ণ হইয়াছে! মদন-মহারাজের নবীন অমাত্য ভ্রমর-ভ্রমরীগণ কত-রঙ্গ, কত-চাতুরীর বিস্তার করিতেছে! সকলেই আজ রাস-রস-রঙ্গীয়ার-গৌর-সুন্দর-শ্রীশঙ্করদেবের ও রাস-রস-রঙ্গিণী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণের উত্তেজনা এবং আনন্দ-বর্দ্ধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে! শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবও গীত ও নৃত্য-রঙ্গের রস-তরঙ্গে মাতোয়ারা হইয়াছেন! সুতরাং এমন-রঙ্গ-প্রসঙ্গ দেখিয়াও, অপর-তরুণীগণ, অর্থাৎ আভির্ভাবিত-স্বরূপা-পার্ব্বতী ও তদীয়-সখীগণ স্থির থাকিতে পারিবেন কিরূপে? কাজে কাজেই সকল-যুবতীই নানাবিধ-বাদ্য-যন্ত্রের সাহায্যে ঐকতান-বাদন করিতেছেন! তথা মালিকা-রাগে সুমধুর-সঙ্গীত ধরিয়াছেন।

এদিকে সর্ব্ব-নটরাজ-চূড়ামণি, অনন্ত-কোটি-ব্রহ্মাণ্ডে একমেবা-দ্বিতীয়-সঙ্গীতজ্ঞ, সঙ্গীতাচার্য্য-গুরোর্গুরু, নটন-শূর-শ্রীশঙ্করদেব তরল-তর-তাল-তরঙ্গে মনো-মোহন-গমন-ভঙ্গী-সাহায্যে রাস-রস-রসিকেশ্বরী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সহিত কত-কত-শত-শত-তরঙ্গ-ভঙ্গ-নৃত্য-চাতুর্য্য-প্রদর্শন-পুরঃসর নৃত্য করিতেছেন! রঙ্গিণী-সঙ্গিনী-গৌরীর কর-ধারণ-পূর্ব্বক প্রাণ-কান্ত-শ্রীশঙ্করদেব নবীন-চ্ছন্দে নানা-নাট্য-কলা-প্রদর্শনে তৎপর হওয়ায়, প্রবর্দ্ধিত-প্রেমানন্দে আমাদের শিব-সোহাগিনী-হর-মনো-মোহিনী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী একেবারে পূর্ণা হইয়া গিয়াছেন! এবং অঙ্গে অঙ্গ-স্পর্শ করিতে করিতে, দুই-জনেই প্রেম-রসে বিভোর হইয়া, একে অপরের ক্রোড়ে হেলিয়া পড়িতেছেন! আহা! শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর ভাবি-বিদ্যুদ্-বর্ণাভিপ্রায়ে মনে হইতেছে যেন,

সুচঞ্চলা-বিজুরী আজ অচঞ্চলা হইয়া, সুবর্ণ-বর্ণপীতোজ্জ্বল-জলদ-গাত্রে জোর লাগিয়া রহিয়াছে !

আবার যখন পুর-বিজয়ী শ্রীশঙ্করদেব মণ্ডলী-বদ্ধভাবে যুবতী-পার্ব্বতীদেবীগণের হল্লীষক-নামক-রাস-নৃত্যে যোগদান করিতেছেন, তৎকালে রসের উৎস সেই রাস-স্থলীতে কোন সখীকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কোন সখী কহিতেছেন, দেখ শুকি ! প্রেম-সিন্ধুর উদ্বেলিত-তরঙ্গ-রঙ্গে নিজ-অঙ্গ-সঙ্গ-দান-পূর্ব্বক হল্লীষক-মণ্ডলের ভূষণ-স্বরূপা, কম্পিতোন্নত-স্তন-মণ্ডলা, নিস্তল-গণ্ড-স্থলোজ্জ্বলা, স্থূল-মুক্তাফল-বিলসিত-লোল-কুন্তলা, মুখ্যতমা-গৌরী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে প্রেম-তরঙ্গে নানা-রঙ্গে নাচাইতে নাচাইতে, নিখিল-কলা-সম্পদে সুপণ্ডিত, পুর-বিজয়ী, নটবর-চক্র-চূড়ামণি-শ্রীশঙ্করদেব আজ কি মধুর, কি মোহন-চ্ছন্দে নৃত্য করিতেছেন ! হে প্রিয়সখি ! মহাবীরবরের মধুর-নৃত্য-কলা দেখিয়া, আজ তোমরা নয়ন ও জীবন সফল ও ধন্য কর ; কিন্তু, হে সখি ! আজ একবার রত্ন-বলয়ের এই মুহুর্ম্মুহুঃ আন্দোলনের মাধুরী অবলোকন কর ! কর-কিশলয়ের তালে তালে সবিলাস-সঞ্চালনা-কলা হেরিয়া প্রাণ জুড়াও ! দেখ সখি ! আমাদের নটবররাজের মঞ্জুল-মঞ্জীর-রাজিত-শ্রীচরণ-যুগলের ভুবন-মোহন-সঞ্চালন-মাধুরী ও অপূর্ব্ব-গাত্র-ভঙ্গী দর্শন করিয়া আকাশের শশী যেন বিস্ময়ে অবশ হইয়া গিয়াছেন ! নিশ্চল হইয়া, যেন অনিমিষ-লোচনে অনুরাগ-ভরে চাহিয়া রহিয়াছেন ! অধিক কি বলিব ? আমাদের লীলাময় ও লীলাময়ীর মধুরতর-লীলা-দর্শনে অনন্তাদি-জিতেন্দ্রিয়-বর্য্য-যোগীশ্বরগণ, কপিলাদি-সিদ্ধেশ্বরগণ, সনক-সনাতনাদি-যতীন্দ্র-শ্রেষ্ঠ-জ্ঞানিগণ, দিক্‌পালগণ, সাধ্যগণ, বসুগণ এবং ব্রহ্মা ও বিষ্ণু-প্রভৃতি-দেব-শ্রেষ্ঠগণও স্থগিত, অর্থাৎ গতিরোধ-পূর্ব্বক স্থৈর্য্য-সম্পন্ন হইয়া, এই অত্যদ্‌ভুততরা-লীলা-রস-মাধুরী আস্বাদন করিতেছেন।

অপরা কোন সখীকে অপরা কোন সখী কহিলেন,—দেখ দেখ, সখি ! সুলোচনে ! এই যমুনোত্তরী-তীর-প্রদেশে ইন্দ্র ও সর্ব্ব-লোক-পিতামহ-ব্রহ্মার আদেশে মন্মথদেব অত্যন্ত-সতর্কতার সহিত মন্ত্রী,

সেনাপতি, সেনা ও ভার্য্যা-প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া, আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীশঙ্করদেবের লীলা-কার্য্যে সাহায্য-দান, অথবা অনুক্ষণ তদীয়-মানস-মোহনার্থ মনোজদেব এস্থলে সমাগত হওয়ায়, এই যমুনোত্তরী-প্রদেশস্থ-বঞ্জুলাদি-মঞ্জুল-কুসুমিত-নিকুঞ্জ-তরুবর-নিকরে সুরঞ্জিত-কেলি-কুঞ্জ-সমূহে সর্ব্বদাই বসন্ত ঋতুর প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইতেছে। সরস-বসন্তের উদ্দীপনাময়ী-মাধুরী-ধারা-দ্বারা কুঞ্জ-কানন-সকল ভর-পুর হইয়াছে! আকাশে সুনির্ম্মল-সুধাকরদেব সমুদিত হইয়াছেন! বকুলের ও রসাল-মুকুলের পরিমলে দিগ্-দিগন্তর পূর্ণ হইয়াছে! আজ অতি উপযুক্ত এরূপ অনুকূলাবসরে কলাবতী-পার্ব্বতীগণ রসের পসরা প্রসারিতা করিয়াছেন! মনের মত গ্রাহক প্রাপ্ত হইলে, মণিকারেরা যেমন সাগ্রহে ও সাহ্লাদে আপন আপন বিপণির সমুদয়-পণ্য-দ্রব্য-প্রদর্শনেই সাগ্রহে তৎপর হইয়া থাকে, সেইরূপ চিরাকাঙ্ক্ষিত-মদন-মোহন-শ্রীশঙ্করদেবকে গ্রাহক পাইয়া, আজ আর রস-রত্ন-প্রদর্শনীর অধিনেত্রী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণের দেহে মানসে আনন্দ ধরিতেছে না।

এদিকে যমুনোত্তরী-তীর-বিপিনবর্ত্তা, কেলি-সমুৎসুক-কলানিধি-শ্রীশঙ্করদেবের প্রেমোৎফুল্ল রূপ এবং রীতিটী মধুর হইতেও মধুরতরা হইয়া উঠিয়াছে! তাঁহার এই প্রাণ-মনোহর-হাস-বিলাস, সবিলাস-গতি, ও প্রেম-ঢল-ঢল-দৃষ্টি দেখিলে, বোধ হয়, মদনেরও মূর্চ্ছা উপস্থিতা হইবে! দেখ দেখ, সখি! মদ-মত্ত-কুঞ্জরবর-গমন-গঞ্জন-শ্রীশঙ্করদেব হাসিতে হাসিতে, যথার্থই পসারিণীর বিপণিতে উপস্থিত হইয়া, ক্রেতার ন্যায় নব-যৌবনা-তরুণি-রমণী-মণিগণের অঙ্গ-বিশেষ স্পর্শ করিয়া, তাহার মূল্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন! আর তরলতর-তারাকুলিত-লোল-লোচন-যুগল পরিচালিত করিয়া, খঞ্জন-গঞ্জন-নয়ন-শোভনা-কুন্দ-দশনা-পার্ব্বতী-দেবীগণ হাস্য-শোভিত-বদনে কুটিল-কটাক্ষ-ভঙ্গী-প্রকটন-পূর্ব্বক আপন আপন হস্ত-দ্বারা রসিকেন্দ্র-শেখরের হাত ঠেলিয়া, ঠেলিয়া, ফেলিয়া দিতেছেন! এবং তৎফলে রসিকেন্দ্র-নাগর ও নাগরীগণ অপার-রসানন্দ-পারাবারে নিমগ্ন ও ভোর হইয়া যাইতেছেন! কেহই এই অতলস্পর্শ রসসাগরের ওর প্রাপ্ত হইতেছেন না!

পুনশ্চ দেখ দেখ, সখি! সঙ্গে সঙ্গে সুযোগ বুঝিয়া, অবসর মত মদন-দালালও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে! এবং এখানে উপস্থিত হইয়া, এই মদন-দালাল সমুদয়-রস চাখিয়া দেখিতেছে! এদিকে মৃদু-মন্দ-মলয়-মারুতান্দোলিত-তরুগণ যেন মাথা নাড়িয়া, বলিতেছে ভাল! ভাল!! রস-কৌতুক বুঝি, পরম-চরম-পরিণতি-প্রাপ্ত হইতে চলিল! দেখ দেখ, সখি! মাধবি! এক্ষণে স্বাধীন-কান্তা-শিরোমণি-শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীর সহিত নানারঙ্গে বন-বিহার করিতে করিতে, "মা" পরমা-পূর্ণা-পরা-প্রকৃতিরূপিণী-সতী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর ধবভূত-শ্রীশঙ্করদেব রাস-বিহারার্থ মধুর-যমুনা-তীর-বিপিনে বিনোদ-মন্থর-গমনে চলিয়াছেন! দেখ, নানা-চ্ছন্দে নানা-ব্যপদেশে উভয়ে উভয়ের গুণ-গান করিতে করিতে, কি মধুর-নৃত্য-ভঙ্গী-প্রদর্শন-পুরঃসর চলিতেছেন! এবং আরক্ত-সুন্দর-সুকোমল-নব-নব-কিশলয়-সকলকে তরু ও লতাসকল হইতে স্বহস্তে ছিন্ন করিয়া, কত আদরের সহিত কত অনুরাগভরে একে অপরের কর্ণে পরাইয়া দিতেছেন।

অনন্তর লীলা-রস-বিলাস-দর্শনে অপরা কোন সখী অপরা কোন সখীকে সম্বোধন-পূর্ব্বক ভাবাবিষ্ট-চিত্তে কহিলেন,—দেখ, সখি! সুশ্রুতে! এক্ষণে নাগরেন্দ্রের বাম-বাহু প্রিয়তমা-পার্ব্বতীদেবীর বাম-স্কন্ধ-দেশে এবং নাগরী-রাজ্ঞীর দক্ষিণ-কর কান্ত-শ্রীশঙ্করদেবের দক্ষিণ-স্কন্ধোপরি বিন্যস্ত রহিয়াছে! আর শারদ-পূর্ণ-শশধর-সুন্দর-বদন বাঁকাইয়া, উভয়েই উভয়ের গণ্ডে ও বদনে গাঢ়তর অনুরাগভরে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে করিতে চলিয়াছেন! পরম-প্রেম-বশে দুই জনেরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সমূহ প্রফুল্লভাব-ধারণ করিয়াছে! এবং এই নাগর-রাজ ও নাগরী-রাজ্ঞীর প্রফুল্ল-দিব্য-দিব্য-দেহের স্বর্গীয়-পরিমলে উন্মাদিত হইয়া, মধুর-গুঞ্জনোন্মত্ত-মুখর-মধুকর-নিকর পুষ্প-রসরূপ-মকরন্দ-পরি-ত্যাগ-পূর্ব্বক ধাইয়া আসিয়া, উভয়ের চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া ঘিরিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে! অনন্ত-কোটী-কন্দর্প-দর্প-দলন, বদনে মধুরিম-সদন, প্রিয়তমা-সমালিঙ্গিত-নাগরেন্দ্র-শিরোমণির সমাগম-দর্শনে উন্মত্ত-হৃদয়ে কলকণ্ঠ-পুংস্কোকিল-কুল কল-নাদে পঞ্চম-তানে প্রাণ-মাতান,

মন-ভুলান-মধুর-মঙ্গল-গান গাহিতেছে! নীলকণ্ঠ-নীলকণ্ঠ-কুল শ্রীনীলকণ্ঠদেবের শুভাগমন-দর্শনে আনন্দে উৎফুল্ল ও প্রমত্ত হইয়া, প্রিয়তমা-গণ-সহ শত-শত চিত্র-চন্দ্রক-চিহ্ন-চিহ্নিত-বিচিত্র-শোভাশালি-সমুজ্জ্বল-স্ব-স্ব-স্বচ্ছ-পুচ্ছ-সকলের বিস্তার-সাধন-পুরঃসর নয়ন-মনো-মোহন-নৃত্য করিতেছে!

অপিচ, এদিকে অন্যান্য-পার্ব্বতীদেবী ও তদীয়-সখীগণ আনন্দে ভোর হইয়া, উভয়ের শ্রীঅঙ্গে ও গমন-পথে পুষ্প-বর্ষণ করিতেছেন। চল, সখি! আমরাও শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের শ্রীঅঙ্গে ও শ্রীচরণ-সঞ্চালন-মার্গে নিরন্তর-পুষ্প-বৃষ্টি করিয়া, নিজ-নিজ-জীবনের ধন্যতা ও সফলতা-সম্পাদন করি! সখীগণের উক্তরূপ-রস-ভাবময়-বার্ত্তালাপের আলোচনা করিতে করিতে, অত্যন্ত-দৈন্যের সহিত গিরিচর-শ্রীশঙ্করদেবের দাস-দাস-সকলের দাসানুদাস, তস্য দাসরূপে আমরাও বলি, হায়! কতদিনে আমরা প্রতপ্ত-জাম্বূনদ-রমণীয়-কনক-চম্পক-কুসুম-কমনীয়-হেম-গৌর-কলেবর, বামভাগে গিরিরাজ-সুতান্বিত-শ্রীশঙ্করদেবের রাস-রঙ্গ-রসময়ী-মধুরতাময়া-শ্রীমূর্ত্তির দর্শন-লাভ-পুরঃসর শরীর-ধারণের সার্থকতা-সম্পাদন, বা স্বীয়-জন্ম ও জীবনের ধন্যতা এবং সফলতা-সম্পাদনে সমর্থ হইব?

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়

"কালিন্দীতীর, সুধীর-সমীরণ, কুন্দ-কুমুদ-অরবিন্দ-বিকাশ। নাচত মোর, ভোর মত মধুকর, সারী শুক-পিক-পঞ্চম-ভাষ। নিধুবনে নাচত মুগধ-পুরারি। মুগধ-গোপ-বধূ অধিক-লাখ-সঙ্গে, রঙ্গে বিহরে গিরি-রাজ-কুমারী। নাচে রমণী,—গাওত নট-শেখর, গাওত নটিনী, নাচে নট-রাজ। শ্যামরী গোরা, গোরা সঞে শ্যামরী, নব-জলধরে যনু বিজুরী বিরাজ। হেরি হেরি রাস-কলা-রস অপরূপ, মনমথে লাগল মনমথ-ধন্ধ। ভুলল গগনে, সগণে রজনীকর, চৌদিকে ফিরত দীপ ধরি চন্দ। তারাগণ সঞে, তারাপতি হেরিয়ে, লাজে লুকাওল দিনমণি-কাঁতি। শঙ্কর-দাস পহু জগ-মন-মোহন, বিহরিতে ভেল কলপ-সম রাতি।" এই গীতে শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের কালিন্দী-পুলিনের মধুরোদার-রাস-বিহার সখীর মুখে বর্ণিত হইয়াছে।

অতএব সাক্ষাৎ-দর্শন-কর্ত্রী কোন-সখীকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কোন সখী কহিতেছেন,—দেখ, সখি! বিজয়ে! যমুনার তরলতর-তরঙ্গ-করে সম্মার্জ্জিত-মনোহর-পুলিনে মৃদু-মন্দ-মলয়-সমীরণ বহিতেছে! কুন্দ-কুমুদ-কমল-প্রভৃতি-কুসুমাবলী জলে ও স্থলে প্রস্ফুটিতা হইয়া রহিয়াছে! কুসুমামোদ, অর্থাৎ দূর-গমনশীল-সৌগন্ধ্যে মধুকর-নিকর ভোর হইয়া, স্বজাতীয়-কলরব করিতে করিতে, ইতস্ততঃ ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে! ময়ূরগণ ময়ূরীগণ-সঙ্গে আনন্দে নৃত্য করিতেছে! সারী, শুক ও কোকিল পঞ্চম-ধ্বনি-সাহায্যে দিগ্-দিগন্তর নিনাদিত করিতেছে, জ্যোৎস্না-মণ্ডিত-পুলিন-ভূমির এইরূপ উদ্দীপনা-পূর্ণ-শোভায় ও প্রাণেশ্বরীর প্রফুল্ল-বদনের বিমল-মাধুরীতে মুগ্ধ-চিত্তে উচ্ছলিতানন্দ-চঞ্চল-হৃদয়ে প্রমোদমান-মানসে পুরারি, অর্থাৎ আমাদের নটেন্দ্ররাজ-শ্রীশঙ্কর-দেব আজ নিধুবনে, অর্থাৎ কেলি-কৌতুকাবসরে বিশ্ব-বিমোহন-নর্ত্তনারম্ভ

করিয়াছেন! এবং মধ্যে মধ্যে অধিক-লাখ-মুগ্ধ-গোপ-বধূ, অর্থাৎ পৃথিবী ও স্বর্গ-সাম্রাজের পরিপালন, ধারণ, কিম্বা পরিরক্ষণ-কর্ত্তা; সুতরাং গোপভূত-শ্রীশঙ্করদেব নব-পরিণীতা-নিজ-বধূ-গিরিরাজ-কুমারী-গৌরী-পার্ব্বতী ও তৎকর্ত্তৃক আবির্ভাবিত-স্বরূপা, তদীয়াংশভূতা একোন-নব-লক্ষ-পার্ব্বতীদেবীকে সঙ্গে লইয়া, রঙ্গ-স্থলে নানা-রঙ্গে বিহার করিতে করিতে, সেই নব-লক্ষ-গোপ-সুন্দরী-রমণী-মণি-মালার মণ্ডন-স্বরূপে অবস্থিত হইয়া, তাঁহাদের সহিত মধুরতর-সঙ্গীতালাপও করিতেছেন!

আর এদিকে আমাদের গিরিরাজ-নন্দিনী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী স্বাংশ-ভূতা একোন-নব-লক্ষ-পার্ব্বতীদেবীরূপা-সুন্দরী-রমণী-মণি-মালার মধ্য-মণিরূপে বিরাজিতা হইয়া, মহোল্লাসের সহিত কখনও বা শ্রীশঙ্করদেবের নৃত্য-কৌশল-দর্শন করিতেছেন, আবার কখনও বা তাঁহাদের সহিত যোগদান-পূর্ব্বক স্বয়ং নৃত্য ও গীত-কৌশল-প্রদর্শন করিতেছেন। সাক্ষাৎ দর্শনকর্ত্রী কোন সখী নিজ-ভাবে আবিষ্ট-চিত্তে এই বৃত্তান্তটী অন্য কোন সখীর প্রতি কথন করিতে ইচ্ছা করিয়া, তাঁহাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিতেছেন,—দেখ, সখি! চিত্রাঙ্গি! এক্ষণে আমাদের নট-বর-শেখর অতি সুললিত-গান ধরিয়াছেন, আর আমাদের নটী-রাজ্ঞী, রমণী-মণি-মালার মধ্য-মণিভূতা-নগরাজ-কুমারী বিনোদ-নৃত্যে মনোহরের মনোহরণ করিতেছেন! আবার কখনও বা এই হর-মনো-মোহিনী মৃদু-মন্দ-মলয়-মারুতের তরলতর-তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে কোকিল-কল-কণ্ঠ-সাহায্যে স্বর-লহরী ছড়াইয়া, গান ধরিতেছেন এবং আমাদের এই নট-রাজেন্দ্র মধুরতর-মোহন-নৃত্য-তরঙ্গে রমণী-মণি-মালার মধ্য-মণির মন-টীকে নাচাইতেছেন! আহা! মনে হইতেছে, যেন দুইজনেরই এই নব-নব-সঙ্গীত ও নব-নব-তাণ্ডব-কলা ত্রিজগতীতলে অতি অপরূপা এবং নিতান্তই অতুলনীয়া।

পুনরায় সোল্লাসে সখীর প্রতি সখী বলিতেছেন, আহা! দেখ, দেখ, সখি! অধুনা আমাদের এই নট-রাজ-রাজ ও গিরিরাজ-নন্দিনী-নটী-মণির স্বর্গীয় অপরূপ-রূপ-মাধুরীর অবধিটা একবার নয়ন ভরিয়া

দেখিয়া লও! যদিচ অধুনা আমাদের হিম-গিরি-কুমারী শ্যামল-শরীরে এবং রজত-গিরি-নিভ, কিম্বা শুদ্ধ-স্ফটিক-সঙ্কাশ-শ্রীশঙ্করদেব প্রতপ্ত-জাম্বূনদ-রমণীয়-বর্ণ-বিভূষিত-কলেবরে অবস্থিতি করিতেছেন সত্য; তথাপি আমাদের শ্যামরী-শ্যামলাঙ্গী-গিরিরাজ-কুমারীর বিগত-কল্পীয়-সুবর্ণ-গৌরীত্ব, অথবা বর্ত্তমান-কল্পীয় অচিরভাবী হেম-রুচি-রুচির-বিদ্যুদ্-গৌরীত্ব বিবক্ষিত হইলে, সুবর্ণ-বর্ণ-গৌর-কলেবর-শ্রীশঙ্করদেবের সঙ্গে লীলা-বিহারাবসরে তদীয়-সুনীল-নীরদ-কল্প-বিশাল-নীলেন্দীবর-নিভ-মহা-মরকত-মণি-শিলা-সদৃশ-সুচিক্কণ-কণ্ঠে কনক-কমনীয়াঙ্গী-বিদ্যুদ্-গৌরী-শ্রীমতীগিরিকুমারী-পার্ব্বতীদেবীকে আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধা অবলোকন করিয়া, এইরূপ মনে হইতেছে যে, যেন নীর-গর্ভ-নব-নীল-জলধর-গাত্রে স্বভাব-সিদ্ধ-চাপল্য-পরিহার-পূর্ব্বক অচঞ্চল-স্থিরভাবে বিজুরী বিরাজ করিতেছে! সত্য সত্যই যেন নব-নীল-জলধরের সহিত স্থির-সৌদামিনী খেলা করিতেছে!

কিন্তু, সুবর্ণ-গৌর-শ্রীশঙ্কর-সুধাকরের নর্ত্তনের সহিত আমাদের গিরিরাজ-কুমারী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী এবং নৃত্য-চঞ্চলা-গৌরীদেবীর সহিত আমাদের নটরাজ-স্বর্ণ-গৌর-সুন্দর-দর্শন-শ্রীশঙ্করদেব সানন্দে যোগদান করিয়া, অবিকলভাবে পরস্পরের নৃত্য-বৈদগ্ধ্য-বিস্তার-দ্বারা আবির্ভাবিত-স্বরূপা-রমণী-মণিভূতা-পার্ব্বতীমণ্ডলীকে মানসে বিমোহিতা করিতেছেন! অপিচ, অপর একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রীশিব-পার্ব্বতীদেবীর পরস্পরের তরলতর নৃত্য-তরঙ্গে ঘন-ঘন পরস্পরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সংস্পর্শন-ফলে আজ নব-নাগর-রাজ ও নব-নাগরী-রাজ্ঞী কন্দর্পা-বেশ-বশে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে শিথিলা, বা অবসন্না হইতেছেন না! ইহার কারণ এই যে, এই শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর অপরূপ-রাস-রসের কলা-বৈচিত্র্য-দর্শন করিয়া করিয়া, মন্মথের মানসে আহা! এ কি দেখিতেছি? এমন অতুলনীয়াদ্ভুততর-রাস-রস-কলা-নৈপুণ্য কি ত্রিজগতীতলে এই শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেব-ভিন্ন অন্যত্র সম্ভবপর হইতে পারে? ইত্যাদি-রূপ-নানা-ভাবনা-বশতঃ ধন্ধ ধাঁধা লাগিয়া গিয়াছে! তথা এই মন্মথ-দেবের নিজ-মানসই মথিত হইয়া যাইতেছে! সুতরাং দর্পক-দর্প-দলন-

শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের প্রতি ক্ষুদ্র-কাম-হতকের আত্ম-প্রভাব-বিস্তারের উপযুক্ত অবসর কোথায় ?

তথা দেখ, সখি ! শ্রীশিব-পার্ব্বতীদেবীর অপরূপাত্যদ্ভুততর-রাস-রস-কলা-দর্শনে মন্মথের মানসে যেমন "মনমথ-ধন্ধ" লাগিয়া গিয়াছে, সেই-রূপ গগনের চন্দ্রও সগণে অর্থাৎ নক্ষত্র-বর্গের সহিত অস্ত-গমন ভুলিয়া গিয়াছেন এবং মানসে ও লোচন-যুগলে "মনমথ-ধন্ধ" লাগিয়া যাওয়ায়, দিশা-হারা, পথ-হারা পথিকের প্রায় মার্গ-নিরূপণ-মানসে গগনাঙ্গন-গাত্র-গত-সগণ-রজনীকরদেব নিজ-দীপ্তিরূপ উজ্জ্বল-দীপ ধারণ করিয়া, কেবলই চারিদিকে ঘুরিয়া, ফিরিয়া বেড়াইতেছেন ! এদিকে অরুণ-দেবের কোমল-কিরণ-চ্ছটা পৃথিবীতলে স্বয়ং প্রকটিতা হইবার নিমিত্ত পূর্ব্বাকাশ-প্রান্ততলে উপনীতা হইয়া, যেমন দেখিল যে, মধ্য-গগনাঙ্গন-গাত্রে নক্ষত্র-মণ্ডল-পরিমণ্ডিত-তারাপতি তারাগণ-সঙ্গে বর্ত্তমান রহিয়া-ছেন, অমনি যেন আপন "অবিমৃষ্য" সত্বরতার জন্য লজ্জিতা হইয়া, লুক্কায়িতা হইয়া গিয়াছে ! আহা ! বল দেখি, ভাই ! ভক্ত ! সজ্জনগণ ! আজ কি মধুরতর আনন্দ উপভোগের সময় উপস্থিত হইয়াছে ? আহা ! অনন্ত-লীলাময়ের এই অসীম-লীলা-শক্তির এই সকল অচিন্ত্যনীয়-প্রভাববশে আজিকার এই চৈত্রী-পূর্ণিমা-রজনীটী যেন একটী কল্পের ন্যায় সুদীর্ঘতরা হইয়া উঠিয়াছে ! আহা ! বল দেখি, ভাই ! ভক্তগণ ! রজনীদেবীর এই দীর্ঘভাব কি অনন্ত-প্রভাব-বিমণ্ডিত আমার জগন্মনো-মোহন-প্রভু-শ্রীশঙ্করদেবের মধুর-রাস-বিহারের জন্যই নহে ?

আহা ! দেখ, দেখ, ভাই ! ভক্তগণ ! এক্ষণে আবির্ভাবিত-স্বরূপা-এই সকল-যুবতী-পার্ব্বতীদেবী উচ্ছলিত আনন্দ-ভরে নানাপ্রকার-যন্ত্র-বাদনে তৎপরা হইয়াছেন ! আর আমাদের শ্রীশিব-পার্ব্বতীদেবী যন্ত্র-বাদনের তালে তালে পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া, নানা-চ্ছন্দে একত্র কেমন মধুর-নৃত্য ও গান করিতেছেন ! বিষ্ণু, দেখ, দেখ, আমাদের শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেব উক্তরূপে নাচিতে নাচিতে, গাহিতে গাহিতে, ক্রমে ক্রমে মৃদু-মন্দ-সুগন্ধ-মলয়-মারুত-সঞ্চালিত-চারু-চম্পক-বকুল-কুন্দ-কদম্ব-দাড়িম্বাদি-কুসুম-কাননে পরিশোভিত-পুলিন-প্রদেশে

নিকুঞ্জ-কাননস্থ-মন্দির-মধ্য-ভাগে বনদেবী-বিরচিতানল্প-কুসুম-তল্প-তল-সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন! আর দেখ, আমাদের রাসেশ্বরী-গিরিকুমারী শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী নৃত্য-গীত-জাত-পরিশ্রমে শ্রান্ত-শরীরে শ্লথাঙ্গে রাস-বিহারী, নটেন্দ্র-শেখর-শ্রীশঙ্করদেবের সহিত বিশ্রাম-বিলাসাভিলাষে সেই অনল্প-কুসুম-তল্পতলে সুখে উপবিষ্টা হইলেন! কিন্তু সতত-সরস-রাস-রসের আস্বাদন-বশে উত্তেজিতা-নৃত্য-প্রমত্তা-আবির্ভাবিত-স্বরূপা এই সকল-যুবতী-পার্ব্বতীদেবীর আর শ্রান্তি-বোধ নাই; সুতরাং শ্রীভগবদর্থে লোক-বেদ-প্রভৃতিরও পরিত্যাগকর্ত্রী ঐ সকল-পার্ব্বতীদেবী স্ত্রীজন-সুলভ-লজ্জা-সম্পদ্-বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবকে চারিদিকে ঘিরিয়া, পরমানন্দে মঙ্গল-গীতি, জয়গীতি-গান করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে শ্রীপার্ব্বতী-শঙ্করদেবকে উক্তরূপে কুসুম-তল্প-তলে পরস্পর-কর্ত্তৃক সমালিঙ্গিতাবস্থায় সুখে সমুপবিষ্ট দেখিয়া, দর্শনানন্দে নিমগ্না কোন সখী অপরা কোন সখীকে সম্বোধন-পূর্ব্বক শ্রীশিব-পার্ব্বতী-দেবীর প্রতি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশান্তে কহিলেন,—দেখ, দেখ, সখি! শুকি! সুখময়-বসন্ত-কালীন-চৈত্রীয়-পূর্ণ-চন্দ্রমার চকোরার্চ্চিত-চন্দ্রিকার বিমল-প্রোজ্জ্বলালোক-কলাপে আমাদের ললিত-কুল-ললনা-কুল-ললামায়মানা, লোল-লবঙ্গ-লতিকা-কল্পা, রমণী-মণি-মণিভূতা, গিরি-কুমারী-গৌরী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী প্রাণনাথের প্রতি সতৃষ্ণ-বঙ্কিম-নয়নে চাহিতে চাহিতে, মদন-ভুজঙ্গমের তীব্র-দংশনে আকুলিতা-মূর্চ্ছিতা হইয়াই যেন, নাগর-রাজের গাত্রে হেলিয়া, ঢলিয়া পড়িতেছেন! আহা! সমুদ্র-মন্থনোদ্ভূত-কালকূট-পানকারী আমাদের কনক-কমনীয়-গৌর-কলেবর-শ্রীশঙ্করদেব ভুজঙ্গ-ভূষণতা-প্রযুক্ত সর্ব্ব-প্রকার-ভুজঙ্গ-বিষ-প্রতিকারেই যেন সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি; দেখ, সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি-কল্প-শ্রীশঙ্করদেব প্রিয়তমা-মণিকে অমনি যত্নের সহিত নিজ-স্নেহ-মধুর-ক্রোড়ে ধারণ করিয়া, চুম্বনরূপ-চোষণ-মহৌষধি-দ্বারা অবহেলাভরেই যেন তাঁহার আরোগ্য-সম্পাদন-কল্পে ধীরে ধীরে তাঁহাকে বিষম-বিষম-শর-ভুজঙ্গম-দংশন-জাত-তীব্রতর-বিষ-প্রভাব হইতে পরিমুক্তা করিয়া তুলিতেছেন!

এই যে! আমাদের নবীন-নীল-নীরদ-দূর্ব্বাদল-মহামরকত-মণি-কান্তি-কমনীয়-কলেবরা, হর-মনোহরা, শ্যামা-চন্দ্র-বদনা, শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীর নীলেন্দীবর-শ্যামল-তনু স্পন্দিতা, বা ক্রিয়া-বিশিষ্টা হইয়া উঠিতেছে! দেখ, দেখ, প্রিয়-সখি! এক্ষণে আমাদের চাঁদ-বদনী-গিরি-কুমারী স্বীয়-প্রিয়তমের সহিত একমনঃ-প্রাণা হইয়া, কাম-কলা-ক্রীড়া-রস-ভরে প্রিয়তমের আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধা হইয়াছেন! তথা তদ্দর্শনে আনন্দোল্লাসে তত্রত্য-কাঞ্চন-পিঞ্জরস্থ "সারী শুক পিক; মঙ্গল গাওত, অতি সে সুললিত তান।" সারী-শুক-পিকাদি-পক্ষিগণ সুললিত-তানে শ্রীশিব-পার্ব্বতীদেবীর জয়-মঙ্গল-গীতি গাহিতেছে। সখি! শুকি! বল দেখি, আজ কি আনন্দ-রজনী উপস্থিতা হইয়াছে? আজ এই মধুরতর-হিম-গিরি-কানন ভরিয়া, যেন রসের বাদর বর্ষিত হইতেছে! এই যে, এই রস-গীতি গাহিবার জন্য দেখিতেছি,—আমারও রসনা নাচিয়া উঠিতেছে!

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়

শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের রাস-বিহার-বিষয়িণী-রস-গীতি গাহিবার জন্য রস-সার-রাস-রসিকা-রসনা যখন নাচিয়া উঠিয়াছে, তখন তাঁহাদের রাস-রস-কলা-বর্ণনাবসরে বলিতে হইতেছে যে, নিরুপম-কাঞ্চন-রুচির-কলেবর-শ্রীশঙ্করদেব মঞ্জুতর-কুঞ্জতল-কেলী-সদনে প্রবিষ্ট হইয়াছেন! এই মঞ্জুল-কেলি-ভবনে নব-ভবদশোক-দল-পল্লব-সমূহে সুরচিত-শয়ন-সার অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতর-রতি-তল্প শোভা-প্রাপ্ত হইতেছে! কিন্তু, এই কেলি-সদন বসন্ত-কালীন-বিকসিত-বিবিধ-কুসুম-চয়ে রচিত, শুচি অর্থাৎ শৃঙ্গারোপযোগি-বাস-গৃহ-সমূহে সমুজ্জ্বল-ভাব-ধারণ করিয়াছে। কুসুমচয়-রচিত-শুচি-বাস-গেহ-সমূহে চল-মলয়-বন-পবন-প্রবাহ-পাত-বশতঃ সৌরভ্য ও শৈত্য স্পষ্টতঃ উপলব্ধ হইতেছে! চল-মলয়-বন-পবন-সুরভি-শীতল-কেলি-সদন বিতত-বহু-বল্লী-নিবহের নব-নব-পল্লব-প্রকরে ঘন-নিবিড়ভাব-প্রাপ্ত হওয়ায়, নিতান্তই রতি-যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে! বিতত-বহু-বল্লী-নব-পল্লব-নিবিড়-কেলি-সদনে মধু-মদ-মুদিত-মধুপ-কুল-কলিত-বিহিত-কল-রাব পরিশ্রুত হইতেছে! মধু-মুদিত-মধুপ-কুল-কলিত-কল-রাব-বশতঃ মৃদু-মন্দ-মধুর-ভাষণ-পরায়ণ-প্রায়রূপে প্রতীত-কেলি-সদন পুনশ্চ যেন মধু-তরল-পিক-নিকর-কৃত-পঞ্চম-নাদে নিরন্তর মুখর-ভাব-ধারণ করিতেছে!

এবম্বিধ-মঞ্জুলতম-কেলি-সদনে কুসুম-চয়-রচিত-শুচি-বাস-গেহে কমল-কুসুম-কোমলানল্প-রতি-তল্পে উপবিষ্ট-ভুবন-মোহন-রতি-শূর-শ্রীশঙ্কর-দেব যদিচ বিবিধ-বিচিত্র-বিভূষণে বিভূষিত হইয়াছেন সত্য; তথাপি মনে হইতেছে যেন, তাঁহার এই ভূষণ-পরিধান কেবল ভার-বহন-মাত্রে পরিণত হইয়াছে। কারণ, এই ভুষণ-পরিধানে শ্রীশঙ্করদেবের সৌন্দর্য্য তিল-মাত্রও বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয় নাই; বরং তদীয়-শ্রীঅঙ্গ

আচ্ছাদিতই হইয়াছে! একথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, আজ শ্রীশঙ্করদেবের নিরুপম-কাঞ্চন-রুচি-রুচির-কলেবরে যে অলৌকিক-লাবণ্য বিকাশ-প্রাপ্ত হইতেছে, পার্থিব কোনও উপমা-সাহায্যে কোনরূপেই তাহার বর্ণনা করা যায় না। তাঁহার হাস্য-কৌমুদী প্রোদ্ভাসিতা হইতেছে! তদীয়-নির্ম্মল-বদন-মাধুরী অবলোকনে অসীম-সৌন্দর্য্যাভিমানী অদ্যকার এই সম্পূর্ণ-মণ্ডল-সুধাকর বিপুলতর-বিষাদ-বশে ক্রমে ক্রমে মলিন, দীন ও ক্ষীণভাবাপন্ন হইয়া, আগামিনী-কৃষ্ণা-প্রতিপদাদি অমাবস্যান্ত-তিথি-যোগে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কালের জন্য গগনাঙ্গন-গাত্রে নিজ-মলিন-বিষণ্ণ-বদন লুকাইতে, লুকাইতে, ক্রমে পঞ্চদশ দিবসে একেবারে আকাশতলে মুখ লুকাইয়া, কাঁদিবার জন্যই যেন, এখন হইতেই প্রস্তুত হইতেছেন।

হে নব-নাগর-নটবর-রাজ! আমি মনে মনে তোমার মঞ্জুতর-কুঞ্জতল-কেলি-সদনে প্রবিষ্ট হইয়া, ধ্যান-যোগে স্ব-নয়নে তোমার জগদেকসুন্দর অপরূপ অপার-রূপ-রাশি অবলোকন-পূর্ব্বক মুগ্ধ-মানসে ত্বদীয়-শিঙ্গারিণী-বেশ-কারিণীগণ তোমার সঙ্গে থাকিলেও, তাঁহাদের সমক্ষেই বলিতেছি যে, আজ তুমি যথার্থই নব-রঙ্গ-রাজ-রাজরূপে সুসজ্জিত হইয়াছ! বিশেষতঃ হে নটরাজ! তোমার স্বর্ণ-শিলা-বিশাল-ললাট-ফলক ও কর্ণ-কুণ্ডলোজ্জ্বল-কপোলতলে অবস্থিত কৃষ্ণ কুঞ্চিত-চাচর-চিকুর, অর্থাৎ চঞ্চল-নীল-কুন্তল-রাজি-রঞ্জিত-বিচিত্র-তিলকাবলী এবং কেশ-বীথির সম্মুখভাগে আবদ্ধ ঊর্দ্ধদেশে চন্দ্রক-চিহ্নিত, বামে ঈষদ্ বক্রভাবাপন্ন, বিচিত্র-মণি-খণ্ড-খচিত-কাঞ্চন-কমল-কোরক-কল্প, অত্যন্ত-সমুজ্জ্বল-কমনীয়-দর্শন-কিরীট, এই দুইটীই তোমার শৃঙ্গার-বেশের সার-সম্পৎ-স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছে!

আর তোমার স্থূল-মুক্তাফলোজ্জ্বল-কুণ্ডল-বিলসিত-কর্ণ-প্রদেশে অবস্থিত-ভূষণভূত-কুবলয়ের প্রাণ-স্পর্শি-পরিমলে বিভোরা-ভবদীয়-লোচন-মধুকরীর ভবাদৃশ-সুবর্ণ-সুন্দরেরও চিত্ত-চৌর-পার্ব্বতী-কুচ-কমল-কোরক-যুগলের স্বীয়াবরণভূত-পীত-কঞ্চুলিকার কোলে নিবাস-ভঙ্গী-দর্শনার্থ এই মধুরতরা-চাঞ্চল্যময়ী-চেষ্টা ত্বদীয়-স্বর্গীয়-সৌন্দর্য্যের অপরবিধা একটী

সার-সম্পৎ হইলেও, শ্যাম-বর্ণ-শোভনা-সুন্দরী-রমণী-মণি-শিরোমণি-শ্রীমতীগিরিকুমারী-পার্ব্বতীদেবীর সহিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সংশ্লেষ পূর্ব্বক-সম্প্রয়োগ-কালে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর অলক্তক-রাগ-রক্ত-শ্রীচরণ-যুগল-সহ ভবদীয়-শ্রীপাদ-পঙ্কজ-যুগলের সম্বন্ধ উপস্থিত হওয়ায়, তন্নিবন্ধন প্রাপ্তালক্তক-রস-রাগ-রক্ত-তাবক-চরণ-রক্তোৎপল-যুগলের মধুরতরা-মাধুরীই সম্প্রতি সকল-প্রকার-মধুরিমার নিরুপম-চরম-সীমা-স্বরূপে পরিণতা হইয়াছে! সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে, হে নাগরেন্দ্র-শেখর! তোমার ন্যায় সর্ব্ব-সুন্দর-ভুবন-মোহনের ভূষণ-পরিধান ভার-বহনমাত্র এবং তদ্দ্বারা তোমার অণুমাত্র-পরিমাণেও সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি হয় না, বরং ত্বদীয়-শ্রীঅঙ্গের সৌন্দর্য্য আচ্ছাদিতই হইয়া থাকে।

হে ভুবন মোহন! একে ত তোমার নিজেরই এই অপার অপরূপ-রূপ-রাশি! তদুপরি আবার অনিন্দ্য-সুন্দরী-গৌরী-গিরি-কুমারী-নব-কিশোরী-রসিকেশ্বরী, ঔৎসুক্যাকুলিত-হৃদয়া-সদয়া-সহৃদয়া-মহাপ্রেমবতী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী মঞ্জুতর-কুঞ্জতল-কেলি-সদনে কুসুম-চয়-রচিত-শুচি-বাস-গেহে নব-ভবদশোক-দল-কল্পিত-শয়ন-সারে তোমার বিগ্রহবর-বাম-ভাগে উপবিষ্টা হইয়া, স্বকীয়াঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-কান্তি-চ্ছটা-ঘটা-সাহায্যে এবং তৎ-প্রতিফলন-সমুজ্জ্বলিত-হার-নূপুর-কেয়ূর-কনক-কুণ্ডলাদি-সদাব্যবহার্য্য-কাঞ্চন-ভূষণ-গাত্রস্থামলোজ্জ্বল-মণিগণের প্রচুরতর-পুণ্য-প্রভা-পুঞ্জ-সাহায্যে কেবল মঞ্জুল-কুঞ্জ-কাননের দ্বার-দেশ-পর্য্যন্ত কেন? অশেষ-সংসার-সাম্রাজ্যের সর্ব্বদেশ সমুদ্ভাসিত করিয়াই যেন, অবস্থিতি করিতেছেন! রতি-রভস-বশে হসিত-বদনা-পার্ব্বতীদেবীর আনন্দ রস-সমুচ্ছলিত-মানস নিতান্ত-সমুৎসুকতা-প্রযুক্ত তদীয়-মধুরতর-হাস্য-চ্ছলে বহির্দ্দেশে বিনির্গত হইয়াই যেন, তাবকীন-প্রিয়তমা-মিলন-জনিত-সৌভাগ্যানন্দ স্বীয়-সুখ-সঙ্কল্পময়ী-বৃত্তি-সাহায্যে সর্ব্ব-জগজ্জন-সমক্ষে নীরবে জ্ঞাপন করিতেছে!

তথা ত্রিজগদতীত-সর্ব্বথাতুলনীয়-ভবদীয়-স্বাভাবিক-শারীর-সৌন্দর্য্য-দর্শনে মানসে মন্মথভাব সমুদিত হওয়ায়, প্রবলতর-কাম-কৃত-কম্পন-বশে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর মরকত-কলস-কল্প-কঠোর-কুচযুগলের উৎকম্পন-প্রযুক্ত পৃথুলতর-স্তন-দ্বয়ের গভীরান্তরাল-প্রদেশে প্রবেশে

অসমর্থ; সুতরাং উপরি উপরি লম্বিতভাবে ভাসমান-প্রায়-হীরা-সার-রচিত-হার-সার অত্যন্ত-তরলভাব-প্রাপ্ত হইয়া, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর অন্তর্ব্বৃত্তি পরিব্যক্তা করিতেছে! কিঞ্চ, সর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-সারাশ্রয়-স্বরূপা, রতি-রভস-হসিত-বদনা, কুচকলসোৎকম্পন-তরল-হারা-শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীর কুচোৎকম্পন-ফলে তদীয়াভিপ্রায়-বিশেষাকলন-দ্বারাই যে কেবল স্মরভাব-প্রবর্ত্তক-ভবদীয়াশেষ-লোকাতীত-স্বাভাবিক-সৌন্দর্য্যের নিরুপম-রমণীয়তা সমর্থিতা হইতেছে, তাহা নহে; পরন্তু হে নৈসর্গিকানন্ত-সৌন্দর্য্য-সুধাকর! কুসুম-সুকুমার! অশেষজগদেক-সুন্দরী-দেবী-পার্ব্বতী সুকোমল-কুসুম-সমূহ হইতেও স্বয়ং সুকুমার-দেহাবয়বা হইয়াও, যখন তোমার সৌন্দর্য্যের প্রতি স্পৃহাবতী হইয়াছেন, তখন তোমার অপারোদার-রূপ-রাশি কতই যে লোচন-লোভনীয়, কত যে সুন্দর, তাহা বর্ণনার বিষয়ীভূত হইবে কিরূপে?

হে নটেন্দ্রবর! একে ত তোমার এই অতুলনীয় অপার-রূপ-রাশি, তদুপরি আবার সম্প্রতি গিরি-কুমারী-গৌরীদেবী যে রতি-বলিত, রতি-রসোদ্দীপক-ললিততর-সঙ্গীতের আলাপ করিতেছেন, তৎ-শ্রবণেও তোমার মানসে রতি-ভাবের উদয় হওয়ায়, ত্বদীয়া অনন্তাঙ্গকান্তি ক্ষণে ক্ষণে অনন্ত-গুণে বর্দ্ধিতা হইতেছে! চন্দ্রের উদয়ে স্ফীততা-প্রাপ্ত-সমুদ্র যেমন বর্দ্ধিত হয়, রতি-বলিত-রতি-যোগ্য-ললিত-গীত-শ্রবণ-বশতঃ, তথা অলস-ঘন-পীন-জঘনা-গৌরী-পার্ব্বতীদেবীর পৃথুল-বর্ত্তুল-নিতম্ব-বিম্ব-সান্নিধ্য-বশতঃ তোমার হৃদয়াকাশে রত্যাখ্য-ভাব-চন্দ্রের সমুদয়ে মাধুর্য্য-সৌন্দর্য্য-সৌকুমার্য্যৌদার্য্য-গাম্ভীর্য্য-গ্রন্থিত, তথা শোভা-কান্তি-দ্যুতি-প্রভৃতি-গুণ-গণ-গুম্ফিত-মণ্ডিত, জগজ্জন-মনো-মোহন-ত্বদীয়-বর্দ্ধিতাকার অনন্ত-রূপ-সাগরে অগণিত-লাবণ্য-লীলা-তরঙ্গ সমুত্থিত হওয়ায়, তদ্দর্শনে সর্ব্ব-সৌন্দর্য্যাধিষ্ঠাত্রীভূতা-পার্ব্বতীদেবীও মানসে মদন-রস-সরস-ভাবা হইয়া, ভবদীয়-শারদেন্দু-সুন্দর-বদনে ঘন-ঘন-চুম্বনাভিলাষে উন্নমিতাননে মৃদু-মন্দ-মধুর-হাস্য করিতেছেন এবং হাস্য পরায়ণা-পার্ব্বতীদেবীর দাড়িম্ব-বীজ-সদৃশ-রুচির-রুচি-সম্পন্ন-সুন্দর-দশন-শিখর-কান্তি-কলাপে তোমার কিরীট-কুণ্ডলোজ্জ্বল-বদন-কমল সমধিক প্রদীপ্তভাব-ধারণ করিয়াছে।

অতএব এক্ষণে নিঃসন্দেহে একথা বলা যাইতে পারে যে, মেঘের কোলে সৌদামিনী সমধিক-দীপ্তি-শালিনী হইয়া থাকে সত্য; কিন্তু সৌদামিনী-সহযোগেও যেমন নব-জলধরের সৌন্দর্য্যও শত-গুণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, সেইরূপ গিরিকুমারী-গৌরীদেবীর সহযোগেও আমাদের নাগর-শেখর-রাস-রস-রসিকেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবের সৌন্দর্য্য শত-গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত-প্রদর্শন-পূর্ব্বক একথার সম্পূর্ণ-সমর্থন করিতে হইলে, বলা যাইতে পারে যে, দেখ, দেখ, ঐ দেখ, ভক্ত-সাধক-সজ্জনগণ। গিরি-কুমারী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর বদন-সুধাকর-বিলোকন করিতে করিতে, আমাদের রস-নিধি-শ্রীশঙ্করদেবের কলেবরে বিধু-মণ্ডল-দর্শনে জলনিধি-জলে যেমন তরলতর-তুঙ্গতর-তরঙ্গের আবির্ভাব হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রেম-তরঙ্গের রস-রঙ্গে বিবিধ-বিকার-বিভঙ্গ বিকসিত হইতেছে! সমীপবর্ত্তিনী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর শারদ-শশধর-সদৃশ-সুন্দর-বদন-বিম্ব-দর্শন-জাত-হর্ষাতিশয়-বশে "একস্মিন্নেব আলম্বনে শ্রীপার্ব্বতী-রূপে রসো যস্য", তাদৃশ এক-রস, অর্থাৎ গৌরী-গত-জীবন-শ্রীশঙ্করদেবের হৃদয়ে চিরাভিলষিত-বিলাস-বাসনা সমুদিতা হওয়ায়, তদীয়-শ্রীবদনখানি অনঙ্গাবেশ-বশে অধিকতর বিকসিত হইয়া উঠিতেছে!

কিঞ্চ, উক্তরূপ বিলাস-চাঞ্চল্য বশতঃ পার্ব্বতী-পরিরম্ভণেচ্ছু-ধীর-ললিত-নাগরবরের স্বর্ণ-শিলা-বিশাল-বক্ষঃস্থলে বিলম্বিত-বিশদ-বিমলতর-স্ফুটতর-স্থূলোজ্জ্বলতর-গজরাজ-জাত-সুন্দরতর-মুক্তাফল-নিকর-রচিত-হার-সার হীরা-হার-সার-সহযোগে স্ফুটতর-ফেন-পুঞ্জ-খচিত-প্রাবৃট্-কালীন-জাহ্নবী-জল-প্রবাহের ন্যায় অসীম-শোভার বিস্তার-সাধন করিতেছে! অপিচ, এবিষয়ে আর অধিকতর-বক্তব্যের অবতারণা না করিয়া, কেবল এই পর্য্যন্ত বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে যে, ত্রিলোক-পাবনী-ভগবতী-ভাগীরথী-গঙ্গাদেবীর সমাগমে পূত-সলিল-রাশি-দ্বারা পূর্ণতা-প্রাপ্ত-সাগরের ন্যায়, অনসূয়া-সন্নিধানে অত্রির ন্যায়, লোপামুদ্রা-সহযোগে অগস্ত্যের ন্যায়, অহল্যা-সংযোগে গৌতমের ন্যায়, তারা-সংসর্গে বৃহস্পতির ন্যায়, অরুন্ধতী-সামীপ্যে বশিষ্ঠের ন্যায়, শচী-সম্পর্কে দেবরাজের ন্যায়, শত-রূপা-সান্নিধ্যে মনুর ন্যায়, সাবিত্রী-সরস্বতী-গায়ত্রী-সকাশে ব্রহ্মা, বা হিরণ্য-

গর্ভের ন্যায় এবং লক্ষ্মী-নৈকট্যে বিষ্ণুর ন্যায় বাম-বিগ্রহ-সম্বদ্ধা-পার্ব্বতী-দেবীর সহিত একত্র নিবাস-নিবন্ধন শ্রীশঙ্করদেবও নিরতিশয়-শোভা-প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন।

অথবা পূর্ব্বকালে সীতা-সমালিঙ্গিত-শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীরামচন্দ্র-সমালিঙ্গিতা সীতাদেবী যেমন অপূর্ব্ব-শোভা-সম্পন্না হইয়াছিলেন, কিম্বা পূর্ব্বা-সন্ধ্যা-সহ মিলিত, রক্ত-রাগ-রঞ্জিত, উদয়নোন্মুখানূরু-সারথি-শ্রীনব-দিবাকর, নব-দিবাকর-সহ সম্মিলিতা-পূর্ব্বা-সন্ধ্যাসতী, পশ্চিমা-সন্ধ্যার সহিত সঙ্গত-গভস্তি-হস্তাস্ত-গমনোন্মুখ-জবা-কুসুম-শঙ্কাশ-মহামহিম-শ্রীমার্ত্তণ্ডদেব, অস্তাচল-চূড়াবলম্বী, সুতরাং অরুণ-কিরণ-মণ্ডিতাদিত্য-দেবসহ সংগতা-পশ্চিমা-সন্ধ্যা, রজনী-যুক্ত-রজনী-নাথ, নিশাপতি-পরিষক্তা-নিশা, চন্দ্রালিঙ্গিতা-রোহিণী এবং রোহিণী-ক্রোড়-গত-শশাঙ্ক-প্রভৃতি যেমন পরস্পরের সহযোগে সমধিক-শোভান্বিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ আমাদের নব-নাগর-রাজ-শ্রীশঙ্করদেব ও নব-নাগরী-রাজ্ঞী-গিরি-কুমারী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী পরস্পরের সহিত সম্মিলন-বশতঃ অশ্রুত-পূর্ব্ব, অননুভূতপূর্ব্ব, অদৃষ্টচর-পরম-রমণীয়-সর্ব্বলোকাতীত-শোভা-প্রাপ্তা হইতে লাগিলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়

কম্বু-কমনীয়-কণ্ঠ-প্রদেশে শ্যামল, তথা কলেবর-মণ্ডলে মৃদুল-শ্রীশঙ্করদেব মঞ্জুলতর-কুঞ্জতল-কেলি-সদনের অভ্যন্তর-ভাগে কুসুম-চয়-রচিত-শুচি-বাস-গেহে নব-ভবদশোক-দল-রচিত-শয়নসারে উপবিষ্ট হইয়া, মধু-মুদিত-মধুপ-কুলাকুল-ব্যালোল-গণ্ড-স্থলে মণি-কুণ্ডল-মণ্ডলো-জ্জ্বলা-পার্শ্বোপবিষ্টা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর শ্রীমুখ-কমল-বিলোকন করিতে-ছেন! সকল-নাগর-গুরু, রাস-রস-কল্পতরু-শ্রীশঙ্করদেব শ্রীমতীর শ্রীবদন-খানি বিলোকন করিতে করিতে, ক্রমে দেখিলেন যে, সেই কেলি-কুঞ্জ-কাননে "কিয়ে হিমকর-কর, কিয়ে নির্ঝর-ঝর, কিয়ে কুসুমিত-পরিযঙ্ক। কিয়ে কিশলয়, কিয়ে মলয়-সমীরণ", অথবা কি চন্দন-কুঙ্কম-পঙ্ক-নিষ্কলঙ্ক-কনক-চম্পক-কুসুম-মাল্য-সকর্পূর-তাম্বুল-মার্জ্জিত-মণিময়-মুকুর-চামর-ব্যজনাদি, এসকলের কিছুরই অভাব নাই সত্য; কিন্তু কেন জানিনা, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী যেন, ক্রমেই তাঁহার "পরশকো রঙ্কের" ন্যায় অপরূপ-মদন আতঙ্ক-বশে তদীয় অঙ্কে ঢলিয়া পড়িতেছেন! মদন-ভুজঙ্গম-দংশন-জাত-বিষাচ্ছন্ন-শরীরে শ্রীমতীপার্ব্বতীকে নিজাঙ্কে ঢলিয়া পড়িতে দেখিয়া, শ্রীশঙ্করদেব অতি যত্নের সহিত তাঁহাকে নব-ভবদ-শোক-পল্লব-রচিত-শয্যাতলে শয়ন করাইয়া, নিজ-বামোরু-দেশে তদীয়-মস্তক-স্থাপন-পূর্ব্বক সেই ধনী-মণির স্বভাবতঃ অনিন্দ্য-সুন্দর-তনুখানি নির্নিমেষ-নয়নে দেখিতে লাগিলেন।

একে ত শ্রীমতীর শরীর নিসর্গ-সুন্দর; তদুপরি আবার আজ কত-কত-শত-শত-সাজে সাজিয়া, অনন্ত-শোভার অক্ষয়-ভাণ্ডাররূপে নিজ-শরীরের অপূর্ব্ব-রমণীয়তর-পরিণাম-সাধন-পুরঃসর আমাদের এই ধনী-মণি চৈত্রী-পূর্ণিমা-রজনীর ন্যায় নির্ম্মল-রজনী-যোগে রাস-লীলা-ক্ষেত্রে প্রাণ-কান্তের সহিত মধু-মিলনে মিলিতা হইয়াছেন! তাঁহার পরিধেয়-বসনখানি

অতিশয়-শুভ্র, তনু-যষ্টি মলয়জ-ঘন-চন্দনে চর্চ্চিতা, অরুণ অধর শ্বেত-স্বচ্ছ-কর্পূর-বিরাজিত, কৃষ্ণ-কুঞ্চিত-কেশ-কলাপ-রচিত-কৃষ্ণ-ফণি-কল্প-বেণী-নির্ম্মিত-কবরী কুন্দ-কুসুম-মালা-দ্বারা বেষ্টিতা, কণ্ঠে তরলতর-মোতিমহার, বা মুক্তামালা বিলম্বিতা, কর-ধৃত-শ্বেত-শতদল সাহায্যে দক্ষিণ-হস্ত বিশোভিত, কমল-কুসুম-কমনীয়-বদনখানি স্বর্গীয়-সুধা-সরোবরজাত-স্বতঃ-প্রফুল্ল-কমলের ন্যায় মনো-নয়ন-স্নিগ্ধকর, কোমল, সুন্দর ও প্রিয়-দর্শন, শ্রীঅঙ্গ-কান্তি মহামরকত-মণির ন্যায় সুনীলা, সুনির্ম্মলা ও প্রোজ্জ্বলতরা, দশন-নিচয় মুক্তাবলীর ন্যায় শুভ্র, সমুজ্জ্বল ও লাবণ্য-মণ্ডিত, নাসিকাটী-তিল-ফুল-তুল্যা, কিম্বা শুক-নাসা-সৌন্দর্য্য-মণ্ডিতা, মৃদুলা ও মনোহরা, নয়নের প্রান্ত-দ্বয় উজ্জ্বল-কজ্জলে সুরঞ্জিত, অরুণাধরে অপূর্ব্ব-সুষমাময়-হাস্য-সুধাকর সমুদিত, চারু-চিবুকে মৃগমদ-রচিত-শ্যামল-বিন্দুটী মধুর-মাধুরী-সমূহে সুমণ্ডিত, ঘন-পীনোন্নত-কুচ-যুগল ইন্দ্র-নীল-মণিময়-গিরির ন্যায় সুন্দর-দর্শন, বা স্বর্গীয়-শোভা-সমূহে বিকসিত, বক্ষো-বিলম্বিত-হারের মাণিক্য-গুলি অত্যুজ্জ্বল-শ্রীসম্পন্ন।

এইরূপ আমাদের কেলি-কলাবতী-মণি, ভুবন-মোহিনী-শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীর লোচন-রোচন, মানস-বিস্মাপক, কল্প-পাদপ-প্রসূত-পবন-সঞ্চালিত-শ্বেত-বসন জ্যোৎস্নার লতিকা, বা বিদ্যুতের বল্লী-কল্প-সমুজ্জল-বিচিত্র-চিত্রে চিত্রিত, কণ্ঠে বিধৃত-পরিহিত-প্রবাল-শ্রেণীর সাময়িকী-শোভা, অর্থাৎ মাণিক্য-মাল্যের সহিত সম্মিলন-মাধুরী তটিনী, অর্থাৎ গৈরিকাদি-ধাতু-রাগ-রঞ্জিত-জল-পূর্ণ-প্রাবৃট্-কালীন-গঙ্গাদি-মহানদীর সলিল-তরঙ্গে অবগাহনশীল, বা নিমজ্জন-কুশল-দিবাকর-নিকরের অত্যুজ্জ্বল-সৌন্দর্য্যের অনুকরণে পটীয়সী, ভুজগী-সদৃশী-তনু-লোম-লতাবলী গঙ্গাবর্ত্ত-সনাভি-নাভি-হ্রদবরে প্রয়াণোন্মুখী, কেশরী-সদৃশ-দেহ-মধ্যভাগ, অর্থাৎ কটিদেশ যেন ক্ষীণতা-সঞ্জাত-সৌন্দর্য্যের খনি, ত্রিবলী-গুলি যেন যৌবন-তরঙ্গিণীর ঢেউ, মনোহর-নিতম্ব-বিম্বখানি যেন মদনের বিমান, উরুর আরম্ভ-স্থান যেন বিপর্য্যস্ত-রাম-রম্ভা-তরুর কাণ্ড, নীবি-বন্ধনের রেশম-রজ্জুর সহিত সংলগ্ন-বেলন-জাদ অর্থাৎ বোঁটাদার থোপা যেন অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত অধোমুখ-কমলের অনুরূপ, গতি-বেগ-কালে, অথবা রতি-রণাবসরে পর্য্যায়-ক্রমে

নিনাদিত-কটি-কিঙ্কিণী ও চরণ-সরোরুহের মণিরত্ন-রচিত-নূপুর নিজ-নিজ-মধুর-ধ্বনি-সাহায্যে সৌভাগ্য ও গৌরব-প্রদর্শন-পূর্ব্বকই যেন আনন্দ-কল-কলহ-কোলাহলে উন্মত্ত, এ বিবাদে যাহার জয় হয় হউক, ভক্ত-জনগণের সংসার-সন্তাপ-শমনার্থ যাবক-রঞ্জিত ওই চরণ-কমল-যুগল কিন্তু শীতল-ছায়া-প্রদানে সর্ব্বদা তৎপর।

শ্রীশঙ্করদেব স্বীয়-বামোরুতলে বিন্যস্ত-মস্তকা, গুরু-নিতম্বিনী, সর্ব্ব-সুন্দরীগণ-শিরোমণি, চিত্ত-বিনোদিনী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর বদন-বিলোকনাবসরে স্বর্গীয়-সৌন্দর্য্য-বর্ণন-প্রসঙ্গে পুনশ্চ মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন যে, আহা মরি! মরি! আমার প্রাণ-তোষিণী-পার্ব্বতীদেবীর কুন্দ-কুসুম-মাল্য-দাম-রমণীয়-কবরীর কি অপূর্ব্ব-নয়ন-মনোহারিণী-শোভা! বোধ হইতেছে যেন, সুন্দরী-শিরোমণির কবরী-সৌন্দর্য্যের সহিত, কিম্বা কবরীর প্রধানোপাদানভূত-কৃষ্ণ কুঞ্চিত-চারু-চাঁচর-চিকুর-কলাপের সৌন্দর্য্যের সহিত প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হইয়া, চির-সম্মানিত-চমরীগণ মানের ভয়ে গিরি-কন্দরে গমন করিয়াছে! আর শুভাননার সদাপূর্ণ-কল অকলঙ্ক-শ্রীমুখ-চন্দ্রের লোকাতীত আলোকে বিকল ও ভীত হইয়াই যেন, শারদ-পার্ব্বণ-শশধর আকাশ-তলে পলায়ন করিয়াছেন। তথা হরিণী-সকল, কল-রাবি-কোকিল-কুল এবং গজেন্দ্রগণ যথাক্রমে আমার এই প্রাণ-প্রতিমার নয়নের, স্বরের এবং ধীর-মন্থর গমনের ভয়ে মনোদুঃখে বনবাসী হইয়াছে।

কিন্তু, হে দেবি! হে প্রিয়তমে! তুমি এমন মহামহিমান্বিতা-সুন্দরী-রমণীমণিভূতা হইয়াও, কেন কিসের জন্য, কিসের ভয়ে আমার সহিত প্রেমসম্ভাষণ করিতেছ না? দেখ, দেবি! তোমার ভয়ে কে কোথায় না পলায়ন করিয়াছে? জলে, অনলে, বনে, আকাশে যে যেখানে পারিয়াছে, সে সেই খানেই আত্ম-গোপন-পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছে! এমন ভুবন-বিজয়িনী-সুন্দরী-রমণী-শিরোমণি হইয়াও, তুমি কেন অকারণে ভয়-সঙ্কুচিতা, বা শঙ্কিতা হইতেছ? দেখ, প্রিয়তমে! তোমার ওই কুচ-কুট্মলের ভয়ে পদ্ম-কোরক জলে নিমজ্জিত হইয়াছে! ঘট অনল-কুণ্ডে দগ্ধ হইতেছে! এইরূপ দাড়িম্ব ও শ্রীফল পৃথিবী

ছাড়িয়া, গগনতলে, তত্তৎ-বৃক্ষ-শাখার-অন্তরালে, ঘন-পল্লব-মধ্যে আশ্রয়-গ্রহণ করিয়াছে! আর অধিক কি বলিব? আমার সর্ব্ব-পূজিত-বাণলিঙ্গ-মূর্ত্তি ও বিষ্ণুর স্থূলতরোজ্জ্বল-বর্ত্তুলোন্নত-নীলমণি-খণ্ড-কল্প-শালগ্রাম-শিলা তোমারই ঘন-পীন-স্তন-যুগলের সৌন্দর্য্যে পরাভূত হইয়াই যেন, মনো-দুঃখে যথাক্রমে গরল-পান-পূর্ব্বক নর্ম্মদাজলে ও গিরি-কন্দরে নিবাসকালে বজ্রদংষ্ট্রা-বিভূষিত-কৃমি-জাতীয়-বজ্র-কীট-দ্বারা দষ্টাবস্থায় গাত্র-জ্বালা-দূরীকরণার্থ গণ্ডকীজলে নিমজ্জিত হইয়াছে। তোমার ভুজ-যুগলের মাধুরী-পরাভূত-মৃণাল পঙ্কে পড়িয়া কোন রকমে কাল কাটাইতেছে! তোমার আরক্ত-কোমল-করতলের সৌকুমার্য্যের নিকটে নিজ-পরাজয়-স্বীকার-পূর্ব্বক কিশলয়-কুল বৃক্ষ-শাখাশ্রয়ে কম্পমান অবস্থায় সদাকাল অবস্থিতি করিতেছে! তোমার সৌন্দর্য্য-বৈভব যে এইরূপে ত্রিভুবন-বিজয়িরূপে ত্রিজগতীতলে আত্ম-প্রভাবের বিস্তারসাধন করিয়াছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

কিন্তু, হে প্রিয়তমে! তুলনায় তোমার সৌন্দর্য্যের নিকটে আমার অঙ্গ-সৌন্দর্য্য যে কিছুই নহে, ত্বদীয় কোন অঙ্গ-সৌন্দর্য্যেরই অনুরূপ নহে; তাহা তুমি ইচ্ছা করিলে, সহজেই আমার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নিজ-প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মিলাইয়া, অনায়াসে পরীক্ষা করিতে পার। হে মুগ্ধে! তবে তুমি এরূপ অবস্থায় আমার সহিত প্রণয়-সম্ভাষণ করিতে ভয়-শঙ্কিতা হইতেছ কেন? তোমার মদন-প্রতাপের পরিচয় ত পদে পদে বিদ্যমান, বাক্যে তাহার কথা আর কত বলিব? তবে তুমি আমার সহিত এখনও অবসরোচিত-প্রেমালাপ করিতেছ না কি জন্য? অপিচ, হে রসিকেশ্বরি! আমি যদি তোমা অপেক্ষা সৌন্দর্য্য-সম্পদে কোন অংশে অধিকতর হইতাম, তবে সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যৈশ্বর্য্য-বিষয়ে আমা অপেক্ষা অল্পতা-প্রযুক্ত আমার সহিত প্রেমালাপে তোমার কথঞ্চিৎ সঙ্কোচের কারণ সম্ভবপর হইত! অথচ আমিই যখন তোমা অপেক্ষা সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যে অধিকতর হীন, তখন আমার সহিত রসালাপে ত দেখিতেছি, তোমার সঙ্কোচের কোনই কারণ নাই।

আমরা বলি, রসিকেশ্বরী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী কান্তের সহিত কিরূপ

ব্যবহার ও কিরূপ প্রতিব্যবহার করিবেন, কখন কি ভঙ্গীতে কি কি কথা বলিবেন ও কি কি কার্য্য করিবেন, কি কি অবস্থায় কি কি প্রকারে বাম্য ও দাক্ষিণ্য-প্রদর্শন করিবেন, কি উপায়ে কিরূপ কলা-প্রদর্শনে প্রাণনাথের অঙ্গ-সৌন্দর্য্যাদি আস্বাদন করিবেন,—ইত্যাদি নানা-বাসনা-বাসিতা এবং অনঙ্গরঙ্গ-তরঙ্গে তরঙ্গায়িতা হইয়া, বনে আসিয়াছেন, আসিয়া, মঞ্জুলতর-কুঞ্জতল-কেলি-সদনে প্রবিষ্টা হইয়া, কুসুম-চয়-রচিত-শুচি-বাস-গেহে নবভবদশোক-দল-কল্পিত-শয়ন-সারে প্রাণকান্তের সহিত একত্র উপবিষ্টা হইয়াছেন, সতী-শরীর-ত্যাগের পর বিশেষতঃ মদন-দাহের পরবর্ত্তীকাল হইতে যাঁহার জন্য এত উৎকণ্ঠা, এত আকুলতা ও এত অনুরাগ-সহকারে দুশ্চরতর-তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সেই প্রাণের দেবতার পরিতোষ-সাধন-কল্পে প্রকার-চিন্তাবসরে মানসে ধ্যান-স্তিমিতা হইয়াই, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী বাগ্-ব্যাপারে বিরতা রহিয়াছেন।

অথবা সর্ব্বার্ত্তিহারী, প্রিয়তম-শ্রীশঙ্করদেবকে এরূপে প্রাপ্তা হইয়া, দক্ষিণ-মনোহরা-বিনোদিনী-বালা-পার্ব্বতীদেবী যাবৎ মানসে অনঙ্গ-রসাস্বাদনে অভিলাষিণী হইলেন, তাবৎ মদন-মহাভুজঙ্গম-কর্ত্তৃক মর্ম্ম-স্থানে দষ্টা হইয়া, বিষ-জর্জ্জরিত-কলেবরে মূর্চ্ছিতাবস্থায় শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীঅঙ্গে ঢলিয়া পড়িলেন! অতএব এরূপে বিষ-মূর্চ্ছিতাবস্থায় শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবী শ্রীশঙ্করদেবের সহিত প্রেমালাপে নিতান্ত-সামর্থ্য-হীনতা-প্রযুক্তই তাদৃশ-রহস্যালাপে বিরতা রহিয়াছেন, পক্ষান্তরে লজ্জা, বা সঙ্কোচের জন্য নহে। আর যদি এখানে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর বামতারই কল্পনা করা যায়, তবে সুতনুর তনু-দেশে লজ্জা-রাজ্ঞীর আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, সঙ্কোচ-সচিব যে সহজেই তথায় প্রবেশ করিবেন, তাহাতে আর বিস্ময়ের কারণ কি আছে? অতএব অধুনা সান্ত্বনার বিষয় এই যে, পঞ্চশরের পুষ্পশরের প্রবলতর-প্রহার-প্রতাপে অচিরাৎ রাজ্ঞী ও মন্ত্রি-প্রভৃতি-সকলেই পলায়ন করিতে বাধ্য হইবেন, সন্দেহ নাই।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে ষট্সপ্ততিতম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়

সে যাহা হউক, শ্রীশঙ্করদেব অধুনা নিশ্চিতরূপেই অবগত হইয়াছেন যে, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী মদন-মহাভুজঙ্গম-কর্ত্তৃক পরিদষ্টা হইয়াছেন, মদন-ভুজঙ্গমের গরলে তাঁহার শরীর সম্পূর্ণরূপে পূর্ণতা-প্রাপ্ত হওয়ায়, তদীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সকল অবশ হইয়া গিয়াছে এবং এই জন্যই শিথিল-শরীরে শ্রীমতী আমার কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। এক্ষণে শ্রীমতীর শরীর হইতে এই মদন-ভুজঙ্গমের গরলকে দূরীভূত করিতে হইলে, কি কি উপায় অবলম্বন করা উচিত, তাহাই বিবেচনার বিষয়ীভূত হইয়াছে। কাম-শাস্ত্রীয়-নিয়মানুসারে অবগত হওয়া যায় যে, কাম-ভুজঙ্গম-দষ্ট-মুগ্ধজনকে জীবন-দান করিতে হইলে, প্রথমতঃ মন্মথ-রঙ্গ-তরঙ্গায়িত-লোচন-যুগলকে প্রসারিত করিয়া, নেত্র-প্রান্ত-বিলোকন দ্বারা বিষমশর-শর-বিষ-মূর্চ্ছিত-মুগ্ধ-জনকে ঝাড়িতে হইবে, তৎ-পশ্চাৎ করে কর-মর্দ্দনাবসরে কাম-ভুজঙ্গম-দষ্টা-ধনী-মণি ঘোর-বিষ-বিকার-বশে দণ্ডায়মান হইলে, শারীর-শৈথিল্য-প্রযুক্ত পতনাশঙ্কা-নিবারণ-কল্পে তদীয়-শরীর-ভার-ধারণ করিতে হইবে।

কিন্তু, তৎ-পশ্চাৎ ঘন-ঘন আলিঙ্গন ও মুখ-চুম্বন-সাহায্যে তদীয়াঙ্গ-প্রত্যঙ্গে শ্রম-জলের ধারা বহাইতে হইবে, তৎ-পশ্চাৎ তদীয়-কুচ-যুগ-কলসে "পাণিসার" করিতে হইবে, তৎ-পশ্চাৎ পাণিসার-কালে প্রিয়-তমার কঠোর-কুচ-কলস-যুগলে খরতর-নখর-নিকরাঘাত-দ্বারা তদীয়-চিত্ত-রঞ্জন করিতে হইবে, তৎ-পশ্চাৎ পুনর্ভব-নিবহাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত-বক্ষোজ-যুগল হইতে ক্ষরিত-ক্ষতজ-রঞ্জিত-খরতর-নখর-নিকর-দ্বারা প্রিয়-তমার বক্ষোজ-যুগলের কিঞ্চিৎ উপরিভাগে উরঃ-প্রদেশে আঘাত করিয়া, পুনশ্চ নির্ব্বিষীকরণাভিপ্রায়ে প্রিয়তমাকে নিজ-ভুজ-যুগল-সাহায্যে হৃদয়োপরি গাঢ়তরালিঙ্গন-পাশে সম্যক্‌রূপে বন্ধন-পূর্ব্বক অতিযতনে,

গোপনে প্রিয়তমার অধরে নিজাধর-রস-দান করিতে করিতে, তদীয়াধর-দংশনান্তে সীৎকার-সহকারে বিনোদিনীর অধর-বিষ-গ্রহণ-পুরঃসর সমস্ত-যামিনী-যাপন করিতে হইবে এবং তাহাকে সাবধানে আগুলিয়া রাখিতে হইবে।

এইরূপ প্রক্রিয়ার অনুসরণ-ফলে ক্রমে মদন-ভুজঙ্গম-দষ্টা-প্রিয়তমার চৈতন্য সম্পাদিত হইলে, তথা তদীয়-কলেবর বিপুল-পুলক-কুলে আকুল হইলে, অন্তর প্রেমভরে গর-গর হইলে, অধর লঘু-লঘু-হাস্য-সৌন্দর্য্যে বিকসিত হইলে, রসনাগ্রে গদ্-গদ-ভাষ আগত হইলে, নয়ন-যুগলে প্রেম-মন্দাকিনীর বিমল-ধারা প্রবাহিতা হইলে, তথা নিজ-প্রেম-রসের তরঙ্গ-রঙ্গে তরলতর-তারাকুলিতা-নীলেন্দীবর-দল-দীর্ঘতরা-দৃষ্টি নর্ত্তনশীলা হইলে, সর্ব্ব-গুণে গুণবান্ বর-নাগরের বিকসিত-বিমল-বদনারবিন্দে নৃত্য-চঞ্চলা-দৃষ্টি প্রসারিতা হইলে, সুতনুর বিষমশর-শর-বিষ-জ্বালা বিগতা হইলে, তদীয়-বদন-শশধরের বিমল-জ্যোতিঃ পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হইলে, তপ্ত-শ্বাসের পরিবর্ত্তে সৌরভ-মণ্ডিত-সুশীতল-শ্বাস-পবন প্রবাহিত হইলে, কাম-মহাসর্প-বিষ-মূর্চ্ছিতাবস্থায় তপ্ত-শ্বাস-প্রবাহ-বশে পাণ্ডুতা-প্রাপ্তা-তদীয়া-বনমালা নিশ্চিতই নিজ-পূর্ব্ব-সৌন্দর্য্য পুনঃ প্রাপ্তা হইবে।

অনন্তর প্রিয়তমার হৃদয়ে "অনুপম-প্রেমকো দামা" সাহায্যে গিরিচর-মহাবল-নব-নাগর-বরকে স্বীয়-হৃদয়-দেশে আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিবার বাসনা বলবতী হইলে, কত-কত-সহচরী-কৃত শত-শতধা-যত্ন-সত্ত্বেও, যে শশিমুখীর চৈতন্য-সম্পাদন সম্ভবপর নহে, "কুসুম-তলপ-তলে" অতি-ক্ষীণ-দেহে অধিশয়ানা সেই কুল-রামার অন্তরে হৃদয়-মধ্যে প্রিয়তমের অঙ্গ-পরিমল প্রবিষ্ট হইবামাত্র সুখ-সুপ্তির অবসানে সুপ্রসন্ন-শরীরে জাগরিতা হইয়া, এবং শয্যাতলে সমুত্থান-পূর্ব্বক উপবিষ্টা হইয়া, যখন ধনীমণি নিজ-ভুজ-যুগল প্রসারিত করিয়া, হৃদয়-নাথকে হৃদয়ে ধারণান্তে তদীয়-মুখ-কমলে নিজ-শ্রীমুখ সংলগ্ন করিয়া, অবস্থিতি করিবেন, তৎকালে ধনীমণির তনু প্রফুল্লিতা ও মানস অতুলিতানন্দে আনন্দিত হওয়ায়, আনন্দ-ধারার নিরতিশয়-বেগ-বশে, অথবা নব-সঙ্গম-বেগ-বশে সুরত-

সমর-রস-সাগরে নিমগ্নাবস্থায় যদি তিনি পুনরপি মূর্চ্ছিতা হন, তবে তাঁহার বর-তনু ও আনন গাঢ়তরালিঙ্গন ও ঘন-চুম্বন-সাহায্যে প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সংস্পর্শন-দ্বারা সংস্পৃষ্ট হইলে, নব-ঘন-কল্প-কান্ত-কৃতাধরামৃত-বর্ষণ-সমকালেই অবশ্যই দুই-জনেরই প্রেম-পূর্ণ, অথচ আনন্দ-বিকসিত-নয়ন-নির্গত-প্রণয়-সলিল-সিঞ্চন-ফলে উভয়েরই কৃষ্ট-কেদার-কল্প-প্রেম-জল-প্লাবিত-কমনীয়-কলেবরে অতীব-হর্ষভরে বহুতর-পুলক-শস্য উৎপন্ন হইবে।

শ্রীশঙ্করদেব এইরূপে কাম-শাস্ত্রীয়-মদন-ভুজঙ্গম-বিষাপনয়নাধিকারে নির্দ্দিষ্ট-নিয়ম-সকলের যথোক্তরূপ আলোচনার অবসানে স্বয়ং তথাকথিত-নিয়ম-নিচয়-প্রতিপালন-পূর্ব্বক শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে মদন-মহাভুজঙ্গ-মের বিষ-প্রভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মুক্তা করিয়া, পুনশ্চ তৎ-সহ কাম-কলা-ক্রীড়ারসানুভবে প্রবৃত্ত হইয়া, যাবৎ তাঁহার কর-কমল-ধারণ করি-লেন, তাবৎ প্রেমময়ী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী সন্নিধানে উপনীত-প্রাণে-শ্বর-শ্রীশঙ্করদেবের চন্দ্র-বদনের প্রতি নিজ-লোচন-দৃষ্টি সঞ্চালিতা করি-লেন এবং "দুহুঁ দুহুঁ নয়নে নয়নে যব লাগল, জাগল মনমথ-রাজ।" অর্থাৎ পরস্পরের নয়নে নয়নে সম্মিলন হওয়া মাত্রই তাঁহাদের মানসে পুনশ্চ মহাপ্রতাপবান্ মহারাজ-মন্মথদেব জাগিয়া উঠিলেন সত্য; কিন্তু হায়! সখীগণকে দেখিয়া, যেন নাগরী-রমণিমণি-পার্ব্বতীদেবী "অভিভয়-লাজে" তৎকালে নিজ-বদন ফিরাইয়া, বসনাঞ্চল-সাহায্যে সমাবৃত করিয়া, অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এই দৃশ্যটী দর্শন করিবামাত্র জয়া, বিজয়াদি-সখীগণ সময় বুঝিয়া, কুঞ্জের বহির্ভাগে গমন করিলেন। এদিকে বিতত-বহুতর-বল্লী ও কুসুমিত-পাদপ-রাজির নব-সমুদ্গত-পল্লব-সমাবেশ-বশে ঘনান্ধকারময়-কুঞ্জ-মধ্যে রসরাজ-শ্রীশঙ্করদেবের রস-রাজ্ঞী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সহিত কাম-কলা-রস-রঙ্গ-আরব্ধ হইল। "আজু" যমুনোত্তরী-কাননে নব-নাগর-নাগরীর কাম-কলা-রস-রঙ্গারম্ভ হইল বটে; কিন্তু রাস-রস-রঙ্গিণী ত ইতঃ-পূর্ব্বেই "বদন ফিরাওলি, অঞ্চলে ঢাকলি", বদন ফিরাইয়া, অঞ্চলে ঢাকিয়া-ছেন। অতএব নব-নাগর-রাজ নাগরী-রাজ্ঞীর অনাবৃত-বদনাদি-শ্রীঅঙ্গ-সকলের উন্মুক্ত-লোক-ত্রয়াতীতাপূর্ব্ব-সৌন্দর্য্য অবলোকন করিবার জন্য

কত-কত-রস-বর্ষণ-পুরঃসর চাটুকারিতা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন সত্য; কিন্তু রসময়ী-নাগরী কিছুতেই অনাবৃতাঙ্গ-মাধুরী-প্রকাশ করিতেছেন না! রসিক-শিরো-মুকুট-মণি আপন কর-পল্লব-সাহায্যে স্বীয়াভিলাষের সাফল্য-সম্পাদনের জন্য আয়াসাঙ্গীকারে প্রবৃত্ত হইলে, বিনোদিনী-শ্রীমতী আরও অধিকতর-দৃঢ়তার সহিত বস্ত্রাঞ্চল গুঁজিতে গুঁজিতে, নিজ-কর-কমল-দ্বারা নাগর-বরের করের অগ্রগতি-নিবারণ করিতে লাগিলেন।

এই করে কর-বারণের ফলে শ্রীমতীর করস্থ-কঙ্কণ-সকলের ঘন-ঘন-নিক্কণ সমুত্থিত হইয়া, লালসান্বিত-নাগরেন্দ্রের আরও উন্মাদনা বাড়াইতে লাগিল। পরিশেষে নাগরেন্দ্র যখন নিজ-মানসেঙ্গিত প্রাপ্ত হইয়া, ভামিনীর বামতা-বিদূরীকরণের চরমোপায়াচরণ, অর্থাৎ চন্দ্রাননীর চরণ-ধারণ করিতে উদ্যত হইলেন, তৎকালেই সফল-মনোরথ হইয়া, মনে মনে অনুষ্ঠেয়রূপে বিচারিত উপায়ের ভূয়সী-প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সে যাহা হউক, উক্তরূপে প্রিয়তমার প্রফুল্লতা-বিধানের পর "ঘোঙ্গট খোলি, বদন-বিধু অলকনি, কুণ্ডল-ঝলকনি দেখি," অর্থাৎ তাঁহার ঘোম্‌টা খুলিয়া এবং ঘোম্‌টা হইতে তাঁহার বদন-সুধাকরকে অলগ্ অর্থাৎ পৃথক্ কৃত করিয়া, অনন্তর প্রিয়তমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর অপূর্ব্ব-বদন-মাধুরী ও বদন-বিধুর উচ্ছলিত-সৌন্দর্য্য-প্রতিবিম্বিত-কুণ্ডল-যুগলের ঝলমলি অবলোকনে হৃদয়-বল্লভের লোচন ও মনঃ সমস্ত-জগৎ ভুলিয়া, সেখানেই বাঁধা পড়িল; সুতরাং শ্রীশঙ্করদেব সুচিত্রিত-ছবির ন্যায় যেন নির্নিমেষ-লোচনে ও নিশ্চল-চিত্তে সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুক্ষণ অবস্থিতির পরে শ্রীশঙ্করদেব ক্রোড়স্থা-প্রিয়তমার সহিত কেলি-বিলাসে প্রবৃত্ত হইলে, জাল-রন্ধ্র-পথে নব-কিশোর-কিশোরীর লীলা-দর্শন-কারিণী কোন সখী অপরা কোন সখীকে কহিলেন,—দেখ, সখি! বিজয়ে! আমাদের পরম-রঙ্গিণী-ধনিমণি এতক্ষণ বৃথা বামতাময়-রস-কলা-নৈপুণ্য-প্রদর্শন-দ্বারা কেলি-তৃষ্ণাকুল-নাগর-রাজেন্দ্রের আগ্রহ ও অনুরাগের চরম-পরিণতি-সম্পাদন করিয়া, অধুনা দাক্ষিণ্যের অবধি-প্রদর্শন করিতেছেন! স্বয়ং কেলি-বিলাসের কর্ত্রী হইয়া, নাগরের কোলের উপর বিরাজিতা হইয়াছেন! হায়! এ আনন্দের

আর ইয়ত্তা নাই। দেখ, দেখ, সখি! আমাদের রঙ্গিণী-পার্ব্বতীদেবী আজ কত রসে ডুবিয়া, বিহার-রীতি অনুসরণ-পূর্ব্বক শ্রীশঙ্করদেবের সহিত বিলাস-সংসাধন করিতেছেন! যৎ-কর্ত্তৃক প্রতিপদে আমাদের এই প্রতপ্ত-জাম্বূনদ-রম্য-বর্ণ-শ্রীশঙ্করদেবের পরাজয় ঘটে, আমাদের সেই এই শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী আজ পুনশ্চ পূর্ব্বের ন্যায় তেমনি করিয়া, কাম-কলা-বিলাসে প্রবৃত্তা হইয়া, পূর্ণ-মাত্রায় নিজ-হৃদয়াধিদেবের মনের সাধ চির-চিন্তিত-মনোরথ পূর্ণ করিতেছেন!

আর নবনাগর-রাজ-শ্রীশঙ্করদেব নাগরী-রাজ্ঞী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর তাদৃশ-দাক্ষিণ্য-পরিচায়ক-প্রীতি-প্রদ-কাম-কলা-বিলাস-ব্যবহারে নিতান্ত-কৃতার্থ হইয়া, সুন্দরী-রাজ্ঞীর সুবদনে নিজ-চর্ব্বিত-তাম্বূল-প্রদান করিতে করিতে, কত-সুখ-ভরে ঘন-ঘন-চুম্বন-দান করিতেছেন! আরও দেখ, স্বর্ণের কান্তি স্বভাবতঃই অতিসুন্দর এবং চিরকাল অবিকৃত থাকে বলিয়া, স্বর্ণের সহিত সম্যক্ উপমার বস্তু অতি বিরল বটে, কিন্তু বিশুদ্ধি, অথবা শ্যামিকা-পরীক্ষার্থ-বারম্বার অগ্নি-সংযোগে দ্রবীভূত-হেমের মলাদি দগ্ধ হইলে, সুবর্ণের সুন্দর-বর্ণ আরও উজ্জ্বল হইয়া থাকে। এইরূপে বহুবার-দগ্ধীকৃত-সুবর্ণের, কিম্বা জাম্বুনদ-জাত স্বতো-বিশুদ্ধ-বিমল-হেমেরও গর্ব্ব-খর্ব্বকারি-শ্রীশঙ্করদেব-স্বীকৃতানুপম-কলে-বরে নানাবিধ-ফুল্ল-ফুল-দাম কেমন সুন্দর শোভা পাইতেছে! একেত বিমল-হেমের বর্ণ হইতেও শ্রীশঙ্করদেবের মনো-নয়নাভিরাম-হেম-কান্তি-কলাপ আরও সুন্দর, আরও সমুজ্জ্বল এবং আরও চিত্তাকর্ষক, তদুপরি আবার বিবিধ-বিচিত্র-বিকসিত-মালতী-মাধবী-মল্লিকা-মন্দারাদি-কুসুম-সমূহে সুরচিত-বন-মাল্য-দাম-সাহায্যে তদীয়-সুভূষিত-চারুতর-কলেবরে কদম্ব-কেশর-সৌন্দর্য্যাপহারী যে এক একটী পুলক উদ্গত হইয়াছে, ঐ সকল-পুলকের মধ্যে মধ্যে রতি-রণ-শ্রম-বশে সঞ্জাত-বিন্দু-বিন্দু-ঘর্ম্ম-জল শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীঅঙ্গে আরও অধিকতর-শোভা সম্পাদন করিতেছে।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়

অপরা কোন সখী অপরা কোন সখীকে লতা-বাতায়ন-পথে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক কণ্ঠে শ্যামল-শ্রীশঙ্করদেবকে দেখাইতে, দেখাইতে কহিলেন,—দেখ, দেখ, সখি ! আমাদের স্বর্ণ-গৌর, নব-নব-বসনাভরণ-ভূষিত, সুন্দর-দর্শন-শ্রীশঙ্করদেবের কোমল-কমল-কুসুম-মৃদুল-কলেবর-মণ্ডল গৌর-দুকূল, অর্থাৎ তপ্ত-তপনীয়-পিণ্ডবৎ পীত-বর্ণ-বিশিষ্টাম্বর-যুগলে বেষ্টিত-পরিমণ্ডিত হইয়া, পীত-পরাগ-পুঞ্জ-রূপ-পরিচ্ছদ-পটলে পরিবৃত-বলয়িত অলৌকিক-কনক-নলিনের ন্যায় কি অপূর্ব্ব-শোভা-প্রাপ্ত হইতেছে ! আরও দেখ, নাগর-বরাধিগত-কনক-কমল যেমন বর-নাগরীর মানসে প্রতিক্ষণেই মদনোন্মাদনা বর্দ্ধিতা করিয়া থাকে, সেইরূপ আমাদের শঙ্করদেবের পরিহিত-পীতাম্বর-বেষ্টিত-স্বর্ণ-কমল-কল্প কলেবর-খানি পীত-পরাগ-পটল-ভরচ্ছুরিত-বলয়িত হইয়া, আমাদের শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীরও মানসে মদনোন্মাদনা বাড়াইয়া দিতেছে ! তথা প্রাবৃট-কালীন-পার্ব্বত্য-সরোবরের নির্ম্মল-তরল-তপনীয়-তুল্য-জলে প্রস্ফুটিত-কমলের অভ্যন্তরে খেলা-চঞ্চল-খঞ্জন-যুগলের-ক্রীড়ার ন্যায় পার্ব্বতী-মনোহর-শ্রীশঙ্করদেবের তরল-দৃগঞ্চল-বলন, বা চঞ্চল-লোচনান্ত-বিক্রীড়ন-ফলে রসময়ী-শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীর ললিত-লোল-কুণ্ডল-মণি-মণ্ডিত-মুখ-মণ্ডল ক্রমে ক্রমে কেমন রতি-রাগে সুরঞ্জিত হইয়া উঠিতেছে !

কিঞ্চ, আরও দেখ, সখি ! স্ফুট-কমলোদর-খেলিত-খঞ্জন-যুগ-বিলসিত-বর্ষা-কালীন-তড়াগ-স্থানীয়-শ্রীশঙ্করদেব বিকসিত-কমলোদরে খেলিত-খঞ্জন-যুগল-স্থানীয়-তরল-দৃগঞ্চল-বলন-বশে মনোহর-শ্রীবদনার-বিন্দ-সাহায্যে একদিকে যেমন শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সরসিজাননে রতি-রাগ উৎপাদিত করিতেছেন, অপরদিকেও সেইরূপ-স্বীয়-বদনরূপ-কাঞ্চন-কমলের প্রকাশন-লক্ষণ-পরিশীলনার্থ বিধৃত-মিলিত-মিহির-সম-সমুজ্জ্বল-

ললিত-লোল-কুণ্ডল-যুগল-দ্বারা নিস্তল-গণ্ড-স্থলে কেমন সুন্দর শোভিত হইতেছেন! আরও দেখ, শ্রীশঙ্করদেবের স্মিত-রুচি-রুচির, অর্থাৎ ঈষৎ-হাস্য-কান্তি-মধুরিম-মণ্ডিত-সমুল্লসিতাধর-পল্লবে শোভমান, আনন্দ-প্রফুল্ল আনন-খানি কেবলই হৃদয়-বল্লভ-জনোচিত-কৃত-রতি-লোভের বিস্তার-সাধন করিতেছে! তথা শ্রীশঙ্করদেবের হিমকর-কিরণ-নিকর-দ্বারা উদর-বিবরে বিচ্ছুরিত-ব্যাপ্ত-নির্ম্মল-নীর-গর্ভ-নীল-জলধরের ন্যায় সুন্দর-দর্শন-কুসুম-দাম-সুশোভিত-কেশ-কলাপ কি অপূর্ব্ব-শোভার বিস্তার করিতেছে!

তথা প্রাবৃট্-কালীন-গগনাঙ্গন-গাত্র-গত-গাঢ়-কৃষ্ণবর্ণ; সুতরাং তিমির-গর্ভ-সজল-জলধর-মধ্য হইতে উদিত-নির্ম্মুক্তোজ্জ্বল-জ্যোতির্ম্ময়া-খণ্ড-বিধু-মণ্ডলবৎ নির্ম্মল, মলয়জ-চন্দন-রচিত-তিলক শ্রীশঙ্করদেবের গাঢ়-কৃষ্ণ-কুঞ্চিত-চাঁচর-চিকুর-কলাপ-সঙ্কুল-মৌলি-মণ্ডলের সম্মুখ-ভাগে ললিত-তর-লাবণ্য-লহরী-লীলা-মণ্ডিত-স্বর্ণ-শিলা-বিশাল-ললাট-ফলকে সন্নিবেশিত হইয়া, কি অদৃষ্ট-পূর্ব্ব-শোভা-সৌন্দর্য্যের বিকাশ-সাধন করিতেছে! তথা হে সখি! দেখ, দেখ, শ্রীশঙ্করদেবের নীলকান্ত-চন্দ্রকান্তায়স্কান্ত-পদ্মরাগাদি-বিবিধ-বিচিত্র- মহনীয়-মহার্ঘ্য-মণিগণের- কির্ম্মীর-কিরণ-কলাপে সমুজ্জ্বল-যথাস্থান-নিবদ্ধ-কিরীট- হার-কেয়ূর-কুণ্ডল- মঞ্জীরাদি-রুচির-রুচি-রত্ন-খণ্ড-খচিত-ভূষণ-সমূহে সুভগ-সুন্দর-সর্ব্বোত্তম-সৌভাগ্য-সন্দীপ্ত-প্রিয়-দর্শন-সুগঠিত-শরীরটী কি সুন্দর-স্বর্গীয়াপূর্ব্ব-শোভার আধারভাব-প্রাপ্ত হইয়াছে! আহা! শ্রীশঙ্করদেবের বিপুল-পুলক-ভর-দন্তুরিত, অর্থাৎ বিপুল-পুলক-সকলের আতিশয্য-বশে বিষমীকৃত, ক্বচিদুন্নত, ক্বচিদবনত এই অপ্রাকৃত-সুন্দর-কলেবরে প্রহর্ষ-জাত-পুলকাতিশয্য-দর্শনে মনে হইতেছে যে, আমাদের শ্রীশঙ্করদেব পূর্ব্ব-বর্ণিতা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর লোক-ত্রয়াতীত-নিরুপম-রূপ-সৌন্দর্য্য-সুধা-সার-রসাস্বাদনে প্রলুব্ধ-মানসে প্রিয়তমা-সহ হৃদয়ে সমুদ্গত-সর্ব্ববিধ-রতি-কেলি-কলা-বিলাসার্থ নিতান্তই অধীর হইয়াছেন।

দেখ, সখি! যে পঞ্চবাণ সদেবাসুর-স্থির-চরাত্মক অশেষ-জগৎ-সংসারকে শৃঙ্গার-রস-সরোবরে নিরন্তর-নিমজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে, আজ আমাদের রাস-রস-রঙ্গিণী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী ও রাস-রস-রঙ্গিয়ার-

শ্রীশঙ্করদেবের পরস্পরের সহিত পরিণয়ান্তে প্রথম-সমাগমে ত্রৈমাসিক-বিহারের অনন্তর দ্বিতীয়-সমাগমে সমারব্ধ-শত-বার্ষিক-বিহারাবসরে তরল-তর-তরঙ্গ-রঙ্গ-রমণীয়-রতি-রস-সাগরে সেই সর্ব্ব-জগদ্-বিজয়ী, জয়-দর্প-দর্পিত, দর্পকাপরনামা কন্দর্প নিজেই ডুবিয়া গিয়াছে! দেখ, সখি! আমাদের প্রেমিক-যুগল অনল্প-কুসুম-সুকোমল-কেলি-তল্পে কেমন সুন্দর-ভাবে পরস্পর-কর্ত্তৃক আলিঙ্গিতাবস্থায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন! ঐ দেখ, সখি! প্রথমতঃ এই প্রেমিক-যুগলের পরস্পরের প্রেমোল্লসিত-বদন-সন্দর্শনানন্দে উভয়ের নয়ন কেমন ধীরে ধীরে আনন্দ-নীরে আচ্ছাদিত হইতেছে!

পুনশ্চ তৎপরে দেখ, সখি! গিরিবর-চর হইয়াও, সম্প্রতি বিনোদ-বেশে সুসজ্জিত-নব-নাগর-নটবর-রাজ-শ্রীশঙ্করদেব প্রেমার্ত্ত-হৃদয়ে বিনোদিনী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর কঠিনোন্নত-কুচরূপ-নীল-গিরিবরে হস্তার্পণ-পূর্ব্বক কুচ-নীলাচল-স্পর্শ-জনিত-সুখ-সৌভাগ্য-ভোগার্থ উদ্যত হইয়া, যাবৎ নিজ-বাম-করে তদীয়-বাম-স্কন্ধে আকর্ষণ-পুরঃসর তাঁহাকে স্বীয়-হৃদয়ে সম্বদ্ধা করিয়া, দক্ষিণ-কর-সাহায্যে তাঁহার বাম-ভাগস্থ-কুচ-নীলাচলটীকে আমূলাগ্রতঃ নির্দ্দয়ে নিপীড়িত করিলেন, তাবন্মাত্রকাল হইতেই আমাদের শ্রীশঙ্করদেবের কর-কমল কম্পিত হইতেছে! আচ্ছা, বল দেখি, সখি! ইহা কি নিরতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, ক্ষৌণীরূপ-রথে আরোহণ-পূর্ব্বক শতধৃতিকে যন্তৃ-পদে এবং চন্দ্র ও সূর্য্যকে চক্র-রক্ষক-পদে নিযুক্ত করিয়া, অগেন্দ্র-মন্দরাচল-চাপবরে রথ-চরণ-পাণি-শ্রীবিষ্ণুকে শররূপে সংযোজন-পুরঃসর শ্রীশঙ্করদেব অবলীলাক্রমে অকম্পিত যে কর-দ্বারা সেই শরবরকে পুর-ত্রয়ের প্রতি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, আজ তাঁহার সেই কর শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর কুচ-নীলাচল-নিপীড়ন-মাত্রেই কম্পিত হইতেছে।

সপ্ত-দিবা-রাত্রির কথা আর কি বলিব? যাদৃশ অনলের নির্ব্বাপণ দিব্য-সপ্ত-সম্বৎসরেও সম্ভবপর হইয়াছিল? কিনা? সন্দেহ হইতেছে, তাদৃশ-ত্রিপুরানলোৎপাদক-শর-বিক্ষেপণে, কিম্বা অমন্দ-মন্দরাচলরূপ-মণ্ডলী-কৃতাখণ্ড-কোদণ্ড-ধারণে শ্রীশঙ্করদেবের যে কর ক্ষণার্দ্ধ-কালের জন্যও

তিলার্দ্ধ-মাত্রাবয়ব-প্রত্যবয়বে কম্পিত হয় নাই, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর কুচ-নীলাচল-স্পর্শ-মাত্রেই সেই করের কম্পন আশ্চর্য্যের বিষয় হইলেও যে তাদৃশ-কর-কম্পোৎপাদন-দ্বারা পার্ব্বতী-কুচ-নীলাচলের অপূর্ব্ব-মহিমা প্রকটিত হইতেছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। তার পর দেখ, সখি! আমাদের নব-নাগর-নাগরী দুর্ব্বার-রতি-রস-লালসা-বশবর্ত্তিতা-প্রযুক্ত উভয়ে উভয়কে কুঙ্কুমাক্ত-চন্দন-চর্চ্চিত-বক্ষো-দেশে ধারণ-পূর্ব্বক আনন্দভরে কেমন আলিঙ্গন-পাশে-আবদ্ধ হইতেছেন এবং একে অপরের অঙ্গে অঙ্গ-ভারার্পণ-পুরঃসর কেমন মনো-মোহিনী-ভঙ্গী-সহ হেলিতেছেন ও দুলিতেছেন।

এইরূপে হেলিতে হেলিতে, দুলিতে দুলিতে, তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে যথোচিতাবসরে প্রেম-গদ্‌গদ-বচনে মৃদু-মৃদু-মধুর-মধুর-রসালাপ চলিতে লাগিল। পরস্পর-কৃত-ঘন-ঘন-প্রগাঢ়-চুম্বনে উভয়েরই তরল-তর-তারাকুলিত-নীলেন্দীবর-দাম-দীর্ঘতর-লোচন-যুগল ক্রমে বিকসিত-কোকনদ-দীর্ঘ-দলরূপ-ধারণ পূর্ব্বক ঢল ঢল করিতে লাগিল। তৎপরে উভয়ে উভয়কে অবলম্বন-পূর্ব্বক রতি-রস-সাগরের তুঙ্গতর-তরঙ্গ-রঙ্গে অঙ্গ-সঙ্গ-সমর্পণান্তে মধুরতর-সন্তরণ করিতে লাগিলেন। এই দৃশ্যটী দর্শন করিয়া, বল্লরী-বাতায়ন-পথে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক একজন সখী অপরাকে কহিলেন,—দেখ, সখি! নাগর-রাজ ও নাগরী-রাজ্ঞী শ্রীশিব-পার্ব্বতী-দেবীর প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই রতি-রস-সাগরে সন্তরণাবসরে প্রেম-তরঙ্গে কেমন তরঙ্গায়িত হইতেছে! "তুহু-মুখ-দরশনে, তুহুকো বিলোকনে, আনন্দ-নীর নিঝাপইরে। আরতিয়ে পরশিতে, কুচ-নীলকাচল, গিরি-বর-চর-কর কাঁপইরে! দোহু-পরিরম্ভণে, দোহু-তনু-পুলকিত, অঙ্গ হি অঙ্গ হিলাওইরে। গদ্‌গদ-ভাকে, আলাপই লহু লহু, চুম্বনে নয়ন ঢুলাওইরে! দোহু রসে ভাসি, দোহু অবলম্বই, রঙ্গ-তরঙ্গিত অঙ্গ দোহু। নব-নাগরী-সঞে (নব) নাগর-শেখর ভূলল শঙ্করদাস-পহু।

উক্তরূপ-বাক্য-সকল যথাসম্ভব বিবৃত হইয়াছে সত্য; কিন্তু "গদ্‌গদ-বচনে লহু লহু আলাপ" যে কিরূপ, তাহা কথিত না হওয়ায়, অথচ বর্ত্তমান-প্রসঙ্গ-ক্রমে তাদৃশ-গদ্‌গদ-ভাষে লঘু-লঘু-আলাপ-রসের আস্বাদন

আবশ্যক বিবেচিত হওয়ায়, শৃঙ্গার ও মাধুর্য্য-রস-প্রিয়-ভক্তগণের মানসাভিলাষের চরিতার্থতা-সম্পাদন-কল্পে আমি যথাক্রমে শ্রীশিব-পার্ব্বতীদেবীর গদ্‌গদ-ভাষে লঘু-লঘু আলাপ-বচন-নিচয়াত্মক দুই তিনটী পদ উদ্ধৃত করিতেছি। তন্মধ্যে শ্রীশঙ্করদেবের লঘু-লঘু আলাপ-বচন যথা—"মঝু পদ দংশল মদন-ভুজঙ্গ। গরল হি ভরল অবশ ভেল অঙ্গ। তুহু যদি সুন্দরি! করসি উপায়। মৃগধল-জন তব জীবন পায়। পদি-লহি ঝারবি দিঠে পসারি। করে কর-পঞ্জনে ভার-সম্ভারি। শ্রম-জল অঙ্গ হি করবি বিথার। কুচ-যুগ-কলসে করবি পাণিসার। খর-নখ-রঞ্জনী তুয়া নখ মানি। ঝারবি নিরবিষ উর-পর হানি। যতনে অধরে অধর-রস দেবি। দংশনে অধর অধর-বিষ লেবি। রজনী উজাগরি রঙ্গিণ আগোরি। শঙ্করদাস গুণ গাওবি তোরি"

শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর গদ্‌গদ আধ-পদে, অর্থাৎ আধ আধ-বচনে লঘু-লঘু আলাপ যথা—"ত্রৈপুর-মরদন তুহু বনমালী। শিরীষ-কুসুম হাম কমলিনী-নারী। ধাতা বড় দারুণ সাধল বাদ। করী করে সোঁপল মালতী-মাদ। নয়নক অঞ্জন নিরঞ্জন ভেল। মৃগ-মদ-চন্দন ঘামে ভিগি গেল। বিদগধ শঙ্কর! তোহে পরণাম। অবলারে বলি দিয়া না পূজ কাম। এহর! এহর! কর অবধান। আন দিবস লাগি রাখহ পরাণ।" "রতি-বিশারদ-তুহু রাখ মান। বাঢ়িলে যৌবন তোহে দিব দান। এবে সে অলপ-রসে না পূরব আশ। থোরি-সলিলে তুয়া না যাবে পিয়াস। অলপে অলপে যদি চাহ নিতি নিতি। প্রতিপদ-চান্দ-কলা-সম রীতি। থোরি পয়োধরে না পূরব পাণি। না দিহ নখ-রেখ হর! রস জানি। শশিমুখী রহি রহি লহু লহু বোলে। প্রিয়তম-শ্রবণে অমৃত-রস ঘোলে।"

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

একোনাশীতিত অধ্যায়

শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী নিজ-বয়ঃক্রমের অল্পতা-প্রযুক্ত যৌবন ও পয়োধরের অল্পতা-প্রদর্শন-পূর্ব্বক "প্রতিপদ-চান্দ-কলা-সম রীতি" অনুসরণে শ্রীশঙ্করদেবকে বিনয়-নম্র-কাতর-বচনে অল্পে অল্পে, নিত্য-নিত্য-রতি-সুখোপভোগার্থ অনুরোধ করিলেন বটে; কিন্তু শ্রীশঙ্করদেব বহু-সহস্র-বৎসর-যাবৎ প্রিয়তমা-বিরহ-জাত অনল-সন্তাপে সন্তপ্ত এবং সুরত-তৃষ্ণাতুর হইয়াছিলেন বলিয়া, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর উক্তরূপ-ভীতি গর্ভ-কাতর-বচন-নিচয়ে কর্ণপাত করিবার অবসর প্রাপ্ত হইলেন না। পক্ষান্তরে কেলি-কুঞ্জ-কাননে কুসুমাবলী-রচিতানল্প-রতি-তল্প, মণিসর-কল্প অমল-মাল্য, কেলি-পরিচ্ছদ-পুঞ্জ, কনক-মুকুর, মণি-সম্পুটে সুরক্ষিত-তাম্বূল, পীতাদি-বহুবিধ-বর্ণে রঞ্জিত-দুকূল, কর্পূর-বাসিত-বারি, মণিময় উজ্জ্বল-দীপ, চারু-বিতান, মৃগমদ-চন্দন-কুঙ্কুম-পঙ্ক-পূর্ণ-কনক-কটোরা, রত্ন-রাজি-বিরাজিত-বৃন্ত-বিভূষিত-ব্যজন-প্রভৃতি-সুরতোপকরণ-সম্ভারে সুসজ্জিত-সম্ভোগ-ভবনে নব-পরিণীতা, নাতি-সুরত-রস-বিজ্ঞা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে প্রাপ্ত হইয়া, সুরত-তৃষ্ণাতুর-নাগরেন্দ্র-শ্রীশঙ্কর-দেব মহাতৃষিত-জন যেমন সুধা-সুমধুর-শীতল-সলিল-পূর্ণ-ঘট প্রাপ্ত হইয়া, সাগ্রহে গ্রহণ করে, সেইরূপ আগ্রহভরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।

"সুরত-তিয়াসে" কাতর আমাদের প্রভু-শ্রীশঙ্করদেব যখন শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীর কমল-কুসুম-কোমল-কর-ধারণ করিলেন, তৎকালে আমাদের রাস-রস-রঙ্গিণী-তরল-নয়নী-শ্রীমতী নিজ-কর-কমলে নাগর-বরের পাণি-পঙ্কজ ছাড়াইতে শতশঃ চেষ্টা করিতে লাগিলেন সত্য; কিন্তু হায়! আমাদের নাগররাজ নাগরী-রাজ্ঞীকে উক্তরূপে আপন করাপসারণে তৎপরা দেখিয়া, বল-প্রয়োগ-পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন। কিন্তু, রসিক-শিরোমণির বলাৎকারালিঙ্গনে অভিনব-মদন-তরঙ্গিণী বিনোদিনীর

কল্পলতিকা-কল্প-তনুলতা সহসা পরবশ-গতা হইলে, তিনি রস-ভ… "নহি, নহি," বলিতে বলিতে, নিজ-মস্তক ধূনাইতে লাগিলেন বটে; কিন্তু রসিক-শেখর তাঁহার তাদৃশ-নিষেধাজ্ঞা-প্রতিপালন না করিয়া রতি-রণ-রঙ্গ-রস-সাগরে অবগাহন-পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ হঠ-পরিরম্ভণ করিতে করিতে, তদীয়-রতি-রাগ-রঞ্জিত-রমণীয়-বদনে, মণি-কুণ্ডলোজ্জ্বল-গণ্ডে, তথা তরলতর-তারাকুল-ললিত-লোল-লোচনে ঘন-ঘন-চুম্বন করিতে লাগিলেন। নাগর-গুরু-কৃত-চুম্বনে আমাদের ধনী-মণির লোচন-তারা সঙ্কুচিতা হইল, অধর-মধু-পানে তিনি সীৎকার-রচনা করিতে লাগিলেন, নখর-পরশে ধনী-মণি চমকাইয়া উঠিতে লাগিলেন, দশন-দংশনে ত্রাস-ভরে বিনোদিনী অঙ্গ-মোড়া দিয়া, উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তথা পরিশেষে সকল-চেষ্টা নিষ্ফলা হওয়ায়, আমাদের নব-কিশোরী বহুবিধ-কাকুতি-মিনতি-সাহায্যে রসিকেন্দ্র-চূড়ামণিকে হঠ-পরিরম্ভণ ও সুরত-সমর হইতে নিবৃত্ত করিতে অভিলাষিণী হইলেন।

কিন্তু হায়! কাকুতি-মিনতিরও কোন ফল হইল না! ধনী-মণি যত-যত-কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিলেন, বিদগ্ধ-শিরোমণি মন্দা-ক্রান্তা ইক্ষু-যষ্টির কথা স্মরণ করিয়া, নির্দ্দয়-নিপীড়নাভিপ্রায়ে ততই আবেগ-ভরে প্রগাঢ়তররূপে হঠ-পরিরম্ভণে প্রবৃত্ত হইলেন! এদিকে আমাদের রসবতী-নাগরী-রাজ্ঞীও সুখাতিশয্য-বশে সঘনে সীৎকার করিতে লাগিলেন। এইরূপ পরিরম্ভণ-ফলে পরিশেষে তাঁহার কুচ-কঞ্চুক ছিন্ন হইল, মণি-হার ভিন্ন হইল, স্তন-তটের কুঙ্কুমপঙ্ক, লোচনের অঞ্জন, গণ্ড-যুগলের চিত্র-পত্রাবলী, ললাটের তিলক-চিত্র, হৃদয়ের মৃগমদ-চন্দন এবং অধর ও পাদ-পঙ্কজ-যুগলের যাবক-রস-রাগ বিলুপ্ত হইল। করের কঙ্কণ, কটির কিঙ্কিণী ও চরণের রত্ন-রঞ্জিত-নূপুর-সকল ঝন্-ঝন্-ঝুনু-ঝুনু-রুণু-রুণু-রবে বাজিয়া উঠিল, শ্রম-জলে দুই জনেরই শরীর ভরিয়া গেল এবং নব-প্রেমে মত্ত-নাগরেন্দ্র-বর-কৃত-বিম্বাধর-দংশন-সমকালেই সকল-কলা-গুরু-রসিকেন্দ্র-শেখরের লীলা-বিলাস-কলার অনুশীলন-ফলে নিরতিশয় আনন্দ অনুভূত হওয়ায়, ধনী-মণি আপন মনে মন্মথ-রসের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

রসবতী-নাগরী এইরূপে কাম-রসের মর্য্যাদা অনুভব করিয়া, গদ্‌গদ আধ আধ-বচনে, কিম্বা যখন মনে মনে কাম-কলা-রসের প্রশংসা করিতেছিলেন, তৎকালে শ্রীপার্ব্বতী-পতি হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—প্রিয়তমে! আমি তোমার মনের সকল সাধ পূর্ণ করিব। অপিচ, আমি তোমার মনের সকল-সাধ পূর্ণ করিব, এই কথা বলিয়া, রসময়-শ্রীশঙ্করদেব পুনশ্চ সবলে আকর্ষণ-দ্বারা প্রিয়তমাকে হৃদয়-সন্নিহিতা করিয়া, যাবৎ তদীয়-কুচোপরি হস্তার্পণ করিলেন, তাবৎ মনে হইতে লাগিল যেন, একটী প্রস্ফুটিত-কমল অপর একটী কমল-কলিকে গ্রাস করিতেছে, নাগরেন্দ্র যখন শ্রীমতীর বদনে বদন রাখিয়া, চুম্বন করিতে লাগিলেন, তৎকালে মনে হইতে লাগিল যেন, একটী কমল অপর-একটী কমলে মকরন্দ-পান করিতেছে। এইরূপ অদ্‌ভুত, বা বিপরীত-ব্যাপার অবলোকন করিয়াই যেন, শ্রীমতীর কটি-দেশে পরিহিতা নব-কিঙ্কিণী কিনি-কিনি-রবে চীৎকার করিতে লাগিল বটে; কিন্তু মদন-রাজার সকল-রীতিই অদ্ভুততরা; সুতরাং রাজা ইহার কোন-রূপ বিচার করিলেন না।

এইরূপ উপযুক্ত অবসরে রসরাজ-শ্রীশঙ্করদেবও প্রিয়তমার হৃদয়ে রস-সঞ্চার অবলোকন করিয়া, বহুতর-রঙ্গ-রস-প্রসঙ্গে "পীরিতি-বচন কছু কহল বিশেষ।" শ্রীমতী-রস-রাজ্ঞীর সহিত "একহু জীবন, একহু পরাণ", রতি-রসে চঞ্চল-নাগর-শিরোমণি-শ্রীশঙ্করদেব প্রার্থনীয়-নিধিভূতা, লীলা-বিলাসিনী-ধনী-পদ্মিনী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে মঞ্জুতর-কুঞ্জতল-কেলি-সদনে নিজ-নিকটে প্রাপ্ত হইয়া, রস-তৃষ্ণাকুল-প্রাণে মদন-কৌতুকাভিলাষে প্রিয়তমাকে নিজ-হৃদয়-সন্নিহিতা করিয়া, পরমাগ্রহে তদীয়-হস্ত-ধারণ-পূর্ব্বক মদন-কৌতুকি-রসময়-নাগর-জনোচিত-ব্যবহারানুসরণে রাগ-বৈদগ্ধ্য-দ্বারা অঙ্ক-গতা-কান্তা-শিরোমণির সারস্য-বিধানার্থ প্রবৃত্ত হইলেন এবং কহিলেন,—হে প্রিয়তমে! তুমি ত্রিজগতীতলে রসবতী ও গুণবতী বলিয়া, বিখ্যাতি-লাভ করিয়াছ। জিজ্ঞাসা করি, রস-তৃষ্ণাকুল-রস-রাজ-নাগর-শেখরের চির-সঞ্চিত-হৃদয়-বাসনার পূর্ণতা-সম্পাদন না করাই কি "রস-বতী"র লক্ষণ? অথবা "রসবতী-নামের সার্থকতা? তথা গুণি-গণাদৃত-

গুণ-গণ-দ্বারা প্রিয়তমের হৃদয়ে অপার-সুখ-সঞ্চারের পরিবর্ত্তে দুষ্পার দুঃখের সঞ্চার করিলেই বুঝি গুণবতী-সুখ্যাতির সাফল্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়?

হে প্রিয়ে! তুমি বলিয়াছ,-"বাঢ়িলে যৌবন তোহে দিব দান", তবে হে হৃদয়-বাসিনি! তোমার অধুনাতন এই অল্প-যৌবন বুঝি আমাকে তুমি দান করিবে না? তবে কি প্রিয়ে! তুমি ইদানীং আমাকে বিদায়াবসর-দান-চ্ছলে ত্যাগ করিতে চাও? হে প্রিয়তমে! সতী-শরীরে অবস্থিতি-কালে তোমার প্রাণের সহিত একপ্রাণ হইয়া, আমি কত-মধু-যামিনী, কত-শারদী-যামিনী জাগিয়াছি, জাগিয়া জাগিয়া, তোমার সহিত কত দিন কত রসের সাগরে সাঁতার দিয়াছি বলিয়াই বুঝি, এক্ষণে তুমি এই অল্প-রসে তোমার আশা পূরিবে না, থোরি-সলিলে তোমার পিয়াস মিটিবে না, যৌবন-বাঢ়িলে, পশ্চাৎ তোমাকে দান করিব, এই সকল-কথা বলিয়া, ফলতঃ তুমি এখন এখানে থাকিয়া কি করিবে? এখানে থাকিলে, সম্প্রতি তোমার পিয়াসাও মিটিবে না, আশাও পূর্ণা হইবে না; সুতরাং ইদানীং তুমি স্থানান্তরে প্রতিগমন কর, এইরূপ অভিপ্রায়-জ্ঞাপন-সাহায্যে আমাকে পূর্ব্বানুভূতা সেই একপ্রাণতার উপযুক্ত-পুরস্কার দান করিতেছ?

হে প্রিয়তমে! তোমাকে সতীরূপে প্রাপ্ত হইয়া, পূর্ব্বকালে আমি যখন তোমার সহিত মিলিত হইয়াছিলাম, তৎকালে আমাদের সেই প্রথম-মিলন-সময়ে ত তুমি উক্তরূপ-বাক্য-সকল একটী দিনের জন্যও মুখে উচ্চারণ কর নাই! তখন ত তুমি এত কঠিনা ছিলে না! হায়! সে সময়ে তোমার হৃদয়-খানি কতই রসার্দ্র ছিল! অহো! অধুনা তোমার হৃদয়ে এই বিপরীত-ভাব-সংঘটনের কারণ বোধ হয় আর কিছুই নহে; ইহা কেবল তোমার এই নব-জাত-কঠিনতর-মরকত-কমল-কোরক-কল্প-কুচ-কুট্মল-যুগলের সংসর্গ-সঞ্জাত কুফল মাত্র! কারণ, সঙ্গ-দোষ কিছুতেই যায় না!

যাউক সে কথা, এক্ষণে অপরা এই কথা হইতেছে যে, মনো-মোহিনী-সতীর শরীর-ত্যাগের অনন্তর তদীয়-প্রাণ-শূন্য-শব-দেহ স্কন্ধে ধারণ করিয়া, আমি নিজ-নয়ন-যুগল হইতে শ্রাবণের ঘন-পয়োধর

নির্ম্মুক্ত-বারি-ধারার ন্যায় অবিরল-ধারে অশ্রু-বর্ষণ করিতে করিতে, অসহ্য অরুন্তুদ-মর্ম্মান্তিক-যাতনা-বশে মূর্চ্ছিতপ্রায় হৃদয়ে দিবা-নিশি দিশি-দিশি ভ্রমণ-পূর্ব্বক পৃথিবী-পর্য্যটন করিয়াছি এবং কত-ভাবে, কত-স্থানে, কত-প্রকারে যে কত-কত-শত-শত-বাধা-বিঘ্ন-জ্বালা-যন্ত্রণা-ব্যথা-ক্লেশ-ভোগ করিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। যাহার জন্য আমি এত করিয়াছি, যাহার বিরহানলে আমার অন্তর একেবারে দগ্ধপ্রায় হইয়া গিয়াছিল, সেই সতীদেবী অধুনা পার্ব্বতীরূপে জন্ম-গ্রহণ করিয়া, আমার সহিত পরিণয়-সূত্রে পুনশ্চ আবদ্ধা হইয়া, এখনও যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ-প্রকাশ না করেন, তবে তদীয় অকারুণ্য-মুষলাঘাত-শতে জর্জ্জরিত, বা চূর্ণ-বিচূর্ণভাবাপন্ন এই অন্তর্হৃদয়ে দগ্ধ-প্রাণ-পঞ্জক, বা বৃথা জীবন-ধারণের-প্রয়োজন কি আছে ?

গদ্‌গদ-কণ্ঠে এই সকল-কথা বলিতে বলিতে, সুধামুখীর বিধু-বদনের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া, রসিকেন্দ্র-শেখর পুনশ্চ কহিলেন, হে প্রাণেশ্বরি ! তপো-মূল্যে চিরদিনের জন্য ক্রীত অধীনস্থ অনুগত এই নিজ-দাস-জনের উদ্দেশে এখনও যদি তোমার অন্তরে করুণার উদ্রেক না হয়, তবে আমার এই দুর্ব্বহ-দেহভার ও জীবন-ভার-ধারণ নিতান্তই নিরর্থক হইবে, সন্দেহ নাই সত্য ; কিন্তু হায় ! প্রাণের ভিতরে, হৃদয়ের অন্তরতম-গুহাকাশে নিরন্তর-কাল তোমার এই মৃদু-বচনামৃতের নিধি-খানি, অর্থাৎ বচন, কিম্বা মধুর-হাস্য-সুধার আকরভূত তব বদন-চন্দ্রমার অপূর্ব্ব-দীপ্তি-সমুজ্জ্বল-সম্পূর্ণ-মণ্ডল-খানি প্রবল আগ্রহের সহিত ক্রীড়া-বিচঞ্চলাবস্থায় বিরাজিত থাকিয়া, আমাকে মরিতেও দিতেছে না।

সেই জন্যই এই সম্পূর্ণ-ভাবটীকে কবির ভাষায় সংক্ষিপ্ত করিয়া, পুনশ্চ বলিতে সাধ হইতেছে যে, "রসবতী হোই, রসিক-জন-লালস, যদি নাহি পূরবি রামা। গুণ-গণ-ত্যজি, দুখ যব সঞ্চরু, তব কৈছে গুণবতী নামা ? মানিনি ! মোহে তেজসি কথি লাগি ? এক্কু হৃদয় তুয়া, রস-সিন্ধু-নিমজ্জনু, কত কত যামিনী জাগি। পহিল-মিলনে তুয়া, সরস-হৃদয় ছিল,

এবে ভেল অতি কঠিনাই। কঠিন-পয়োধর-সঙ্গে কঠিন ভেল, সঙ্গ-দোষ নাহি যাই! যার লাগি নয়ন, শাওন-ঘন-বরিখয়ে, নিশি-দিশি অন্তরে বাধা। তাকর মনে যব, করুণা না উপজব, তব জীবনে কিয়ে সাধা? ও মৃদু-বচন, মধুর অমিয়া নিধি, অন্তরে খেলই জোর। ভণই পুরারি, প্রাণ-মতি-সঙ্গিনী তুহু তনু-জীবন মোর।”

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে একোনাশীতিতম অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

অশীতিতম অধ্যায়

পুনশ্চ শ্রীশঙ্করদেব কহিলেন যে, হে বালি! হে বিলাসিনী-প্রবরে! তুমিই যে আমার শরীরেন্দ্রিয়-মতি-বুদ্ধি-প্রভৃতির সার-সর্ব্বস্ব-স্বরূপিণী, তাহা আমি আমার প্রাণের সতীর শরীর-ত্যাগের উত্তর-কালে, অথবা ত্বৎ-কৃত-পরিচর্য্যাবসরে মদন-দাহের অনন্তরবর্ত্তী কাল হইতে যাবৎ তোমার সহিত পরিণয়-সূত্রে পুনশ্চ আবদ্ধ হইবার সৌভাগ্য উপস্থিত হয় নাই, তাবৎ-পর্য্যন্ত-কালের মধ্যে বিশেষরূপে অবগত হইয়াছি। হে পার্ব্বতি! আমার সম্বন্ধে যত প্রকার-পরীক্ষা সম্ভবপর, তৎ-সমস্তই তুমি ইতঃপূর্ব্বে করিয়া লইয়াছ এবং আমিও নানা-প্রকারে তোমার প্রতি পরীক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে বিরত হই নাই; সুতরাং সম্প্রতি আমাদের পরস্পরের মধ্যে যে নূতন করিয়া, পরীক্ষা-প্রবর্ত্তনের আবশ্যক নাই, তাহা সুনিশ্চিত।

অপিচ, হে প্রিয়তমে! আমার আরও কথা হইতেছে যে, "তুয়া আরাধন মোর, বিদিত সংসার। যজ্ঞ, দান, তপঃ, জপ, সব তুমি মোর। মোহন মুরলী আর, বয়ানকো বোল। বিনোদিনি! হাসিয়া বোলাও। ফুল-শরে জর জর, জনেরে জিয়াও। কুটিল-কুন্তল বেঢ়ি, কুসুমকো ফাঁদ! নয়ন-কটাক্ষ তোমার বড় পরমাদ। সাঁথের সিন্দূর দেখি, দিনমণি ঝুরে। এত রূপ গুণ যার, সে কেন নিঠুরে? বিনোদিনি! চাহ মুখ তুলি; (তোমার) নয়ন-নাচনে নাচে, পরাণ-পুতলি! পীত পিন্ধন মোর, তুয়া অভিলাষে। পরাণ চমকে যদি, ছাড়হ নিশ্বাসে! হিয়ার মাঝারে উঠে, রসের হিল্লোলি। পরশিতে করি সাধ, পায়ের অঙ্গুলি!"

অর্থাৎ বিদগ্ধরাজ-শ্রীশঙ্করদেব ভঙ্গীময়-বচন-সাহায্যে রাস-ক্রীড়া-ক্লান্তা, কিঞ্চিৎ নিমীলিত-নয়নে কিঞ্চিদবনতাননা, শ্রেয়সী-প্রেয়সী-শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীর সহিত পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত-মিশ্রিত-বিদগ্ধ-রাজ-জনোচিত-বাক্য-

রসালাপে প্রবৃত্ত হইয়া, তদীয়-মানস-সারস্ত-সঞ্চার-চেষ্টার অনন্তর পুনশ্চ কারুণ্য উদ্দীপনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন,—হে হৃদয়-বিলাসিনি! তোমার আমার মধ্যে যে আর পরীক্ষার প্রয়োজন নাই, তাহা পূর্ব্বেই নিশ্চিত হইয়া গিয়াছে। একথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, দেখ, প্রাণাধিকে! একমাত্র তুমিই যে আমার আদরের, আরাধনার, প্রাণের, হৃদয়ের সাগর-ছেঁচা অমূল্য-ধন, একথা জগৎ-সংসারে সুবিদিত; মিথ্যা-কথা কখনও ত্রিজগতীতলে এরূপে পরিব্যাপ্তি, আত্ম-বিস্তৃতি-লাভ করিতে পারে না। বস্তুতঃই হে প্রিয়ে! এজগতে আমার যজ্ঞ, দান, জপ, যোগ ও তপস্যাদি-যত কিছু সৎক্রিয়া, তৎ-সমস্তই তুমি! তোমাকেই আরাধনার ধনরূপে, আরাধ্য-দেবতারূপে, প্রাণ-পঙ্কের ঈশ্বরীরূপে, হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী-দেবীরূপে, সংসারাকাশের ধ্রুব-নক্ষত্ররূপে, জীবন-সাগরের সারাৎসার-রত্নরূপে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, ঔষধী-প্রস্থ-নগরাভ্যাশে, শিপ্র-সরস্তটে, কামরূপে ও অন্যান্য-পুণ্যময়-কত-কত-তপোবনে তোমার দুর্গা, উমা, সতী-প্রভৃতি-নাম-জপ ও তোমার বিকার-রহিতা, শুদ্ধা, অপ্রমেয়া, প্রভাবতী, প্রমাণ-মান-মেয়াখ্যা, সুখাত্মিকা, বিদ্যাবিদ্যা-স্বরূপিণী, জগন্ময়ী-মূর্ত্তির ধ্যান করিতে করিতে, কত-কত-সহস্র-বৎসর-যাপন করিয়াছি, তাহা ত তোমারও অবিদিত নহে।

আরও দেখ, হে প্রাণপ্রিয়ে! সুমহৎ-তপো-যোগ-বলে তোমাকে হৃদয়েশ্বরীরূপে প্রাপ্ত হইয়া, তোমারই চিত্ত-বিনোদনার্থ ভুবন-মোহন-নটবর-রস-রাজোচিত-বেশে রাসারম্ভে এই যে আমি অধর-দেশে মোহন-মুরলী-ধারণ করিয়াছি; এই মোহন-মুরলীও ত সম্প্রতি দুর্গা, উমা, সতী-প্রভৃতি-নাম-ব্যতীত অপর কোন নামে বাজিতেছে না! আরও দেখ, আমার বদনেও তোমার রূপ, গুণ ও নামের সম্পর্ক-শূন্য কোন বোল উচ্চারিত হইতেছে না! হে প্রাণ-বল্লভে! এই সকল অকাট্য অভ্রান্ত সাক্ষী সম্প্রতি বিদ্যমান; যদি তোমার মানসে মদীয়-প্রেম-সম্বন্ধে কোন-রূপ সন্দেহ থাকে, তবে এই সময়ে তৎ-সমূহের নিরসন করিয়া লইতে পার; কিন্তু প্রার্থনা এই যে, তুমি যেন আবার কোন ছলে অভিমান-ভরে আমাকে অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যে ফেলিয়া, পলায়ন করিও না;

হে প্রিয়ে ! তুমি ত কখনও আমার প্রতি কঠিনা হও নাই এবং হইতেও পার না, এইরূপ ধারণাই এতদিন-পর্য্যন্ত আমার মানসে বলবতী ছিল ; কিন্তু হায় ! তুমি যখন একবার আমাকে ফেলিয়া, পলায়ন করিতে পারিয়াছ, তখন আবারও যে আমাকে ফেলিয়া, পলায়ন করিবে না, তৎ-প্রতি বিশিষ্টতর প্রমাণ কি আছে ?

অতএব হে প্রিয়তমে ! তুমি যে ভবিষ্যতে আর কখনও আমাকে পরিত্যাগ করিবে না, অন্ততঃ বর্ত্তমান-সৃষ্টির স্থিতিকাল-মধ্যে তোমার সহিত আমার বিচ্ছেদ ঘটিবে না, এতদ্বিষয়ে তুমি যদি আমাকে অবিচলিত-প্রতিশ্রুতি-দান কর এবং নিদর্শন-প্রদর্শন-পূর্ব্বক এই প্রতিশ্রুতিদানের সমর্থন-কল্পে আমি যেমন তোমাকে আদরে অনুরাগভরে হৃদয়ে হৃদয়ে আলিঙ্গন-পাশে দৃঢ়তররূপে আবদ্ধা করিয়া, ঘন-ঘন-চুম্বন-পূর্ব্বক পূর্ণ-রতি-রসে পরিতৃপ্তা করিয়াছি, তুমিও যদি সেইরূপ আমাকে অনুরাগভরে আদরের সহিত স্বেচ্ছাবশে আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিয়া, মদীয়-হৃদয়ে ঘন-ঘন-কঠোর-কুচ-গিরি-প্রহার-পুরঃসর গাঢ়তর-চুম্বন-সহকারে বিপরীত-রতি-রসে আমাকে পরিতৃপ্ত করিতে পার, তবেই আমি মানসে সমাশ্বস্ত হইতে পারি। সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে, হে হৃদয়-রঞ্জিনি ! তুমি আর কখনও কঠিনা হইয়া, আমাকে পরিত্যাগ করিও না এবং সর্ব্বাবস্থাতেই তুমি আমার চিত্ত-বিনোদিনীরূপে অবস্থিতি-পূর্ব্বক এই তপঃ-ক্রীত অনুগত-দাস-জনকে নিজ-চিত্ত-বিনোদন-কল্পে ভৃত্য-পদে নিযুক্ত রাখিও।

অতএব হে বিনোদিনি ! তুমি সম্প্রতি সুরত-সমর-শ্রম-জনিত-রতি-রণালস্য-পরিত্যাগান্তে একটীবারমাত্র মুখ তুলিয়া, সেইরূপ বিনোদ-ভঙ্গী-সাহায্যে মৃদু-মন্দ-মধুর-হাস্য-বিকসিত আননে প্রেম-সম্ভাষণার্থে আমাকে আহ্বান কর। ফুল-শরে আমার কলেবর জর-জর হইয়াছে, সুতরাং অনুগত-জনকে জীবন-দান করিবার জন্য দাসের প্রতি দৃক্‌পাত কর। হে মধুর-ভাষিণি ! একে ত তোমার বিকসিত-নীল-শতদল-সদৃশ-সুন্দর-বদন-বিম্বের অতুলনীয়ালৌকিকী-শোভা ; তদুপরি আবার নীল-কুটিল-কুন্তল-কলাপে সমাকুল হইয়া, এই শ্রীবদনখানি শৈবাল-বেষ্টিত-ফুল্লেন্দী-

রর-সৌন্দর্য্যের অনুকরণ করিতেছে। কিন্তু, কেবল কি কুটিলালকাকুল আননের অপূর্ব্ব-সৌন্দর্য্য? না, না, তাহা ত নহে, এ যে দেখিতেছি, কুটিল-কুন্তল-সকলকে বেড়িয়া, উপরিভাগে বেষ্টন করিয়া, অবস্থিত-কুসুম-স্তবক-সকল যেমন একদিকে লোক-ত্রয়াতীত-সুষমার সৃষ্টি করিতেছে, অপরদিকে আবার সেইরূপ কুটিল-কুন্তল বেড়ি কুসুমকোজাদের সৌন্দর্য্যে বহু-গুণীকৃত-শ্রীসম্পন্ন-মুখ-মণ্ডলের অসীম-শোভাকারি-তরলতর-তারাকুলিত-বিকচ-নীল-শতদল-দল-দীর্ঘ-লোচন-যুগল পঞ্চশরের ফুল-শর-সদৃশ-খরতর-কুটিল-কটাক্ষ-নিক্ষেপ-পূর্ব্বক বড়ই প্রমাদ ঘটাইতেছে।

অতএব হে কঞ্জ-লোচনে! তুমি তোমার কুটিল-কটাক্ষ-শরে জরজর এই সেবক-জনকে নিজ-গুণে জীবন-দান কর। হে প্রিয়তমে! তোমার সীঁথের সিন্দুর-রেখার নিম্নে ললাটতলস্থ-বর্ত্তুলাকার-সিন্দূর-তিলকের ললিততর-লাবণ্য অবলোকনে দিবাবসান-কালীন-দিবাকরদেব রক্ত-রাগ-রঞ্জিত-নিজ-মণ্ডলের শোভা বিমলিনা হইতেছে, মনে করিয়া, নয়ন ঝুরিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে, সম্মুখাগতা-নীল-বসনা-রজনীদেবীর অন্ধকারময়-গর্ভে নিমজ্জন-পূর্ব্বক কথঞ্চিৎ আত্ম-মর্য্যাদা-রক্ষা করিয়া থাকেন। হে সুন্দরি! তুমি যখন এত রূপ ও গুণের অধিকারিণী হইয়াছ, তখন বল দেখি, তুমি কেমন করিয়া, অত্যন্ত-নিষ্ঠুরার ন্যায় আমাকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিলে? সে কথা যাউক, হে বিনোদিনি! তুমি সম্প্রতি রতি অবসাদ-পরিহার করিয়া, আমার দিকে মুখ তুলিয়া, একবার চাহিয়া দেখ। হে প্রিয়তমে! তোমার নয়নের নৃত্য আমার প্রাণের প্রাণ-স্বরূপ এবং তোমার নয়নের নাচনেই আমার প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠে ও সচেতন থাকে, অন্যথা আমার প্রাণ পুত্তলিকার ন্যায় নিতান্তই অসাড় হইয়া পড়ে!

অপিচ, হে প্রিয়তমে! তুমি ত জান, তোমার মনোহর-মহামরকতমণির ন্যায় নীল-কান্তি-বিশিষ্ট-কমনীয়-কলেবরের দীপ্তিকে অধিকতরোদ্দীপিতা করে বলিয়া, আমি ইচ্ছা-পূর্ব্বক এই রাস-লীলাবসরে পীত-বসন পরিধান করিয়াছি। তথা আমি আর তোমাকে অধিক কি বলিব?

তোমাকে কোন কারণে একটীমাত্র দীর্ঘ-নিশ্বাস-পরিত্যাগ করিতে দেখিলেই, আমার প্রাণ চমকিত হইয়া উঠে! হে প্রিয়ে! এই সকল-প্রত্যক্ষ-প্রমাণ থাকিতেও, তুমি আবার যেন আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য পলায়ন করিও না। অপিচ, হে গুণাধিকে! তুমি একবার আমার প্রতি উপেক্ষা-প্রদর্শন-পূর্ব্বক আমাকে পরিত্যাগ করিয়া, পলায়ন করিয়াছিলে সত্য; কিন্তু কেবলই আমার মনে এইরূপ জাগিতেছে যে, যাহার এত রূপ, এত গুণ, সে কখনও নিঠুরা হইতে পারে না! হে হৃদয়-হারিণি! এইরূপ ভাবিয়া, ভাবিয়া, তোমা-কর্ত্তৃক একবার উপেক্ষিত হইলেও, আমার হৃদয়ে রসের তরঙ্গ ছুটিতেছে! আর সাধ হইতেছে যে, একবার যেমন আমি ত্বদ্-বিচ্ছেদ-সমুত্তপ্ত-হৃদয়কে সুশীতল করিবার জন্য পরম-যোগাবলম্বনে সংযত-মানসে ত্বদীয়-পদাম্ভোজ-যুগল নিজ-হৃদয়াম্বুজে ধারণ করিয়া, শয়িতাবস্থায় ধ্যানানন্দ-নিমগ্ন-নিস্পন্দ-চিত্তে ব্যাঘূর্ণমান-নয়ন-ত্রয়ে শবরূপে অবস্থিত হইয়া, তাপোপশান্তি-লাভ করিয়াছিলাম, অধুনা একবার সেইরূপ হাস-বিলাস-পরিহাস-নর্ম্মাবসরোচিত-রূপে তোমার একটী চরণাঙ্গুলি-স্পর্শ করিয়া, আত্ম-তৃপ্তি লাভ করি। হে বিনোদিনি! প্রিয়তমে! আমার এই সাধটী পূর্ণ করিবার জন্য তুমি না হয়, একটীবার আমাকে অনুমতি প্রদান কর।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে অশীতিতম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

একাশীতিতম অধ্যায়

নাগরেন্দ্র-শিরোমণি-শ্রীশঙ্করদেব নাগরী-মণি-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে নিজ-বিপুল-বক্ষঃ-স্থলে ধারণ-পূর্ব্বক এতক্ষণ পর্য্যন্ত এত কথা বলিলেন সত্য ; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী শ্রীশঙ্করদেব-কথিত উক্তরূপ-বাক্য-সকলের উত্তরে একটীমাত্রও কথা কহিলেন না। নব-নাগররাজ-শ্রীশঙ্করদেব নাগরী-রাজ্ঞী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর এতাদৃশ-সারস্য-মৌনভাব-দর্শনে তদীয়-পূর্ব্ব-জন্ম-কথাবলম্বনে আরও দুই চারিটী কথা বলিবার জন্য সাহসে নির্ভর করিয়া, বক্ষঃ-স্থল-স্থিতা-কেলি-বিলাসিনী-প্রিয়তমাকে অতি আদর-যত্নের সহিত কোলে বসাইলেন এবং বাম-ক্রোড়স্থা-বামা-রামার দেহ-ভার বাম হস্তে ধারণ করিয়া, দক্ষিণ-করে তদীয়-রাগিজন-মনোহর-চিবুক-ধারণ-পূর্ব্বক কহিলেন,—"কাহে দুঃখ দেওসি ? কি ফল পাওসি ? বোলই নওল কিশোরি !" অর্থাৎ হে নব-কিশোরি ! পিতার সর্ব্বস্ব-দক্ষিণ-যজ্ঞ-মহোৎসবে আমন্ত্রণ-পত্র প্রাপ্ত না হওয়ায়, অভিমান ও অপমান-ভরে পিতৃ-কৃতাপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য আমাকে দুস্পার-দুঃখ-সাগরে ভাসাইয়া দিয়া, দক্ষালয়ে গমনান্তে মহারাজ-দক্ষের মুখে মদীয়-নিন্দা-বার্ত্তা-শ্রবণে ক্রোধ-ভরে স্বীয়-শরীর-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তুমি আমাকে তাদৃশ-দুঃসহনীয়-দুঃখ-দান করিলে কেন ?

হে প্রিয়তমে! তুমি একবার সুধামুখে অমিয়-বচনে বল দেখি শুনি,—আমাকে তাদৃশ অকথনীয়-দুঃখ-দান করিয়া, তুমি কীদৃশ-ফল-লাভ করিয়াছ ? আমি এই পর্য্যন্ত জানিতাম যে, তুমি আমার কেলি-বিলাসিনী-হৃদয়-বিহারিণী-প্রিয়তমা-পত্নী ; কে কোথায় মহোৎসবাদি উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিল, কি না করিল, সে দিকে তোমার দৃক্-পাত করিবার আবশ্যক কি ছিল ? হে নওল-কিশোরী-মণিভূতে ! সজনি ! কেলি-বিলাসিনি ! পার্ব্বতি ! এখন আর সে কথায় কায নাই ;

তবে এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে, তুমি সত্য করিয়া বল দেখি, পিতৃ-কৃতা-নিমন্ত্রণ জনিতাভিমান-রাহু এখনও পর্য্যন্ত তোমার অন্তরে বাস করিতেছে ? কিনা ? হে প্রিয়ে ! মৎ-কৃত এই প্রশ্নটীর প্রতিবচন-দানাবসরে তোমার মুখে তাদৃশাভিমান-রাহুর অপগম-বিষয়িণী অবিতথ-বাণী-শ্রবণের অনন্তর ইচ্ছা আছে, আমি তোমার মান-বিধুন্তুদ-কবল-বিমুক্ত-বদন-শশীকে প্রাণ-মনোনয়ন ভরিয়া দেখিয়া, সুখ-সিন্ধু-সলিলে মুক্তি-স্নান করিব। এই কথা বলিয়া, নব-কিশোর-নাগর-শ্রীশঙ্করদেব রসময়ী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর কোটি-বিধু-বিনিন্দিত-বদনে ঘন-ঘন-চুম্বন করিতে লাগিলেন।

রসময়-নব-নাগররাজ-কৃত উক্তরূপ-ঘন-ঘন-চুম্বনের ফলে ধনী-মণি-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী রস-ভরে নিজ-পদ্ম-বিরাজিত-বদন কিঞ্চিৎ বাঁকাইলেন দেখিয়া, উৎপ্রেক্ষা-পূর্ব্বকই যেন, নব-নাগররাজ-শ্রীশঙ্করদেব কহিলেন,—হে বিনোদিনি ! এজগতে বিভিন্ন-জাতীয় যত পুরুষ আছে, তাহাদের মধ্যে প্রায়শঃ সকলেই ভ্রমরের স্থায় ব্যবহার-পরায়ণ হইয়া থাকে বটে ; কিন্তু সাধারণ-ভ্রমরগণ অবিরত-কুসুমিত-কাননস্থ-কত-কত-লতা-বধূর বিকসিত-কুসুম-বদনে মধু-পানে প্রবৃত্ত হইলেও, ভ্রমররাজ যেমন কুসুমিত-মালতী-লতা-বধূকে ছাড়িয়া, অন্য কোন কুসুমিত-লতা-বধূর-বিকচ-কুসুম-বদনে মধু-রসের আস্বাদন করিতে যায় না, চায় না, বা ইচ্ছা করে না, হে বাল-কুরঙ্গ-লোচনে ! আমিও সেইরূপ তোমারই অন্যান্যতর অনেকানেক-মধুর-রূপ অন্যত্রান্যত্র বিতত থাকিলেও, ত্বদীয় অন্যান্য-সমস্ত রূপাপেক্ষা তোমার পূর্ব্বতন-সতী-রূপের ন্যায় ইদানীন্তন এই শ্রীরূপেই সমধিক আগ্রহান্বিত-মানসে মুখ-কমল-মধু-পান করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

কিন্তু, হে প্রাণ-বল্লভে ! মধুকর যেমন সুগন্ধময়-কুসুম-বিকাশের সংবাদ বায়ুর দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ মহাসতী অরুন্ধতীদেবীর সুখময়-বচনরূপ-মলয়-মারুত আমার ন্যায় শঙ্কর-মধুকরকে যাবৎ এইরূপ সংবাদ-প্রদান করিল যে, "সুখময়-কাননে, ফুটল মালতী, পরিমলে ভরল দিগন্ত।" অর্থাৎ সুখময়-হিমগিরি-বিপিনে মালতী বিকসিতা

হইয়াছে এবং তদীয়-পরিমলে দিগ্‌-দিগন্তর ভরিয়া গিয়াছে, তাদৃশ মধুসূদন-ভ্রমরের ন্যায় আমিও রস-রঙ্গ-ভরে চলিতে চলিতে, হিম-গিরি-কানন-কুঞ্জ-মঞ্জুল ওষধী-প্রস্থ-নগর-গহ্বরে আসিয়া, মালতীর অর্থাৎ তোমার ন্যায় অত্যন্ত-স্বাধীন-কান্তার সঙ্গ-প্রাপ্ত হইয়াছি। দেখ, প্রাণাধিকে! রস-কলা-প্রদর্শন করিতে করিতে, মালতী-মাধবী-প্রভৃতি-কুসুমিত-লতা যদি মানবী, বা দেবীর ন্যায় চঞ্চল-পল্লব-রূপ-হস্ত-দ্বারা সমাগত-মত্ত-মধুকরকে মধু-পান করিতে, বারম্বার বারণ করে এবং মৃদু-মন্দ-মলয়-মারুত-সঞ্চালিত অগ্রভাগরূপ-মস্তক ঢুলাইয়া, মধু-পান-নিষেধার্থ পুনঃ পুনঃ "নহি, নহি", এইরূপ বচন-রচনা-বিষয়ক-নিজ উদ্যম বুঝাইয়া দেয়, তবে মধুকর যেমন কুসুমিত-মালতী-মাধবীর উক্ত-রূপ-নিষেধ-বচন-শ্রবণ না করিয়া, বহুতর-মধুর-মঞ্জুল-গুঞ্জন-ধ্বনি-দ্বারা "বিনতি নতি করি করি," মাধবী-মালতী-প্রভৃতি-পুষ্পিত-লতা-বধূ-সকলকে মানাইয়া, সম্মত করিয়া, তাহাদের বদন-কুসুমে মধু-পান করে, আমিও সেইরূপ প্রেম-কাকুতি-মিনতি ও রসময়ী-স্তুতি-দ্বারা তোমার ন্যায় রসময়ীকে রসার্দ্রা করিয়া, আমার হৃদয়ে সুখদায়ি-মধু পান অর্থাৎ লীলা-বিলাস-দ্বারা নিজ-মনোরথ পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

হে সজনি! তোমার আমার মধ্যে সর্ব্ববিধ-পরীক্ষার ব্যাপার শেষ হইয়া গিয়াছে। তথা আমরা পরস্পরের সহিত পুনশ্চ যখন সম্মিলিত হইয়াছি, তখন নিশ্চিতই বুঝা গিয়াছে যে, আমাদের দুই জনের এই স্বাভাবিক-সম্মিলন পুনরপি কখনও ছিন্ন হইবার নহে, ছুটিবার নহে। অপিচ, তোমার ন্যায় মরকত-মণিময়ী-পার্ব্বতী-লতার সহিত আমার ন্যায় সুবর্ণ-পর্ব্বত-প্রদেশস্থ-হিরণ্ময়-বিশাল-শাল-তরুর এই মধুরতর-সম্মিলন-লক্ষণ-বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য যদি কোন মূঢ়-ব্যক্তি চেষ্টা করে, তবে আমি নিশ্চিতই বলিতে পারি যে, প্রস্তর-গাত্রে প্রক্ষিপ্ত-ক্ষুর-তৈক্ষ্ণ্যের ন্যায় অবশ্যই সেই মূঢ়-জনের চেষ্টা ব্যর্থা হইবে। হে প্রেমময়ি! তুমি প্রেম-রসে পরিপূর্ণ-মহামরকত-মণিময়ী-প্রেমময়ী-নবীনা-নাগরী-পার্ব্বতী-লতিকারূপে আমার ন্যায় নবীন-নাগর-

বিশাল-হিরণ্ময়-শালতরুর স্কন্ধদেশে সংলগ্না হইয়া, জগতে যাহা কখনও কেহ দেখে নাই, বা শুনে নাই, তাদৃশাতীবাশ্চর্য্য-জনক, অথচ অশেষ-সংসার-মণ্ডলে মণ্ডনায়মান-রমণীয়-সর্ব্ব-রমণীমণি-শিরোমণিরূপে বিকসিতা হইয়াছ !

হে প্রাণসমে! তোমার আমার এই যে বিকাশ, এই যে মিলন-বন্ধন, এই মিলন-বন্ধন কদাপি বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। কারণ, মূঢ়-জনের যত্নে বল্লী লতা বরং ছিন্না হইয়া যাইবে, তথাপি বন্ধন খুলিবে না। হে সুন্দর-দর্শনে! ঘোর-ঘন-ঘটার সহিত পিপাসা-ক্ষামক্ষীণ-শুষ্ক-কণ্ঠ-চাতকের স্ফটিক-জল-সম্বন্ধ যেমন কদাপি বিচ্ছিন্ন হইবার নহে, জলের সহিত মীনের সম্পর্ক যেমন চিরদিনই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, সেইরূপ তোমার আমার মধ্যে এই নবীন-সম্মিলন চিরদিনই অক্ষীণাবস্থায় বর্ত্তমান থাকিবে। হে মনোহরে! নব-মেঘোজ্ঝিতা-জল-ধারা-বিনা চাতক যেমন জীবিত-ধারণ করিতে পারে না, চকোর যেমন চন্দ্রের জ্যোৎস্নামৃত-ভিন্ন অপর কিছুই পান করে না, সেইরূপ তোমার অভাবে আমারও জীবন-ধারণের সম্ভাবনা নাই।

হে চারু-হাসিনি! বর্ত্তমান-পরিদৃশ্যমান এই বিশ্ব-প্রপঞ্চের যিনি বিধাতা, তাঁহাকে অবশ্যই বিদগ্ধ-সুরসজ্ঞ-পুরুষ বলিতে হইবে। কারণ, এই বিশ্ব-মাঝে, যেখানে যা সাজে, তাই দিয়ে তিনি এই বিশ্ব-মণ্ডলটীকে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। দেখ, সেই বিশ্ব-স্রষ্টা-বিদগ্ধ-চূড়ামণি-বিধাতা পত্র-পুষ্প-ফল-সম্ভারে লতা ও বৃক্ষাবলীকে সাজাইয়া রাখিয়াছেন! সাগরাম্বর, সপ্ত-দ্বীপ, কানন-কুন্তল ও উন্নত-পর্ব্বত-স্তন-মণ্ডল-দ্বারা পৃথিবীকে সাজা-ইয়া রাখিয়াছেন। গ্রহগণ, তারাগণ ও নক্ষত্রগণের দ্বারা বিষ্ণু-পদটীকে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। মেরু-পৃষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া, ধ্রুবলোক-পর্য্যন্ত গ্রহ-নক্ষত্র-তারা-বিচিত্র অন্তরীক্ষ-লোকের পরবর্ত্তী অপরবিধ-পঞ্চধা-বিভক্ত-স্বর্গ-লোকের মধ্যে তৃতীয়-মাহেন্দ্রাদি-লোক-সকলকে অমরাবতী-পুরী, উচ্চৈঃশ্রবাঃ অশ্ব, ঐরাবত-বারণ, ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণী-প্রভৃতি-দ্বারা সাজাইয়া রাখিয়াছেন। পুনশ্চ দেখ, সপ্তদ্বীপ-শোভনা-বসুমতীর মধ্যস্থলে অবস্থিত-কাঞ্চনময়-পর্ব্বতরাজ-সুমেরুকে রাজত-বৈদূর্য্য-স্ফটিক-হেম-মণি-

ময়-শৃঙ্গ-চতুষ্টয়ে শোভিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে বৈদূর্য্যময়-শৃঙ্গের প্রভানুরাগ-দ্বারা আকাশের দক্ষিণ-ভাগকে নীলোৎপল-পত্র-শ্যাম-বর্ণে, রজতময়-শৃঙ্গের প্রভানুরাগ-দ্বারা আকাশের পূর্ব্ব-ভাগকে রজতবর্ণবৎ শ্বেত-বর্ণে, স্ফটিকময়-শৃঙ্গের প্রভানুরাগ-দ্বারা আকাশের পশ্চিম-ভাগকে স্ফটিকবৎ প্রতিবিম্বোদ্‌গ্রাহি-স্বচ্ছ-শ্বেত-বর্ণে, তথা হেমমণিময়-শৃঙ্গের প্রভানুরাগ-দ্বারা আকাশের উত্তর-ভাগকে কুরণ্ডকাভ, অর্থাৎ কুরণ্ডকনামা-স্বর্ণ-বর্ণ-পুষ্প-বিশেষের বর্ণে বিভূষিত করিয়া, সাজাইয়া রাখিয়াছেন।

এইরূপ সুবিজ্ঞ-সুবিবেচক-বিধি ত্রিদশগণের উদ্যানভূমি-পর্ব্বতরাজ-সুবর্ণময়-সুমেরুকে মিশ্রবণ, নন্দন-বন, চৈত্ররথবন ও সুমানস-বন, তথা সুধর্ম্মা-নাম্নী-দেব-সভা, সুদর্শন-নামে সুপ্রসিদ্ধ-পুরবর এবং বৈজয়ন্ত-নামে বিখ্যাত-প্রাসাদ-প্রভৃতি-দ্বারা বিভূষিত করিয়া, সাজাইয়া রাখিয়াছেন। দ্বিজ-ব্রাহ্মণগণকে সন্তোষ-দ্বারা, মহীপালগণকে অসন্তোষ-দ্বারা, বারবিলাসিনীগণকে লজ্জাহীনতা-দ্বারা, কুলাঙ্গনাগণকে লজ্জা-শীলতা-দ্বারা সাজাইয়া রাখিয়াছেন। কোকিলগণকে পঞ্চম-স্বর-লক্ষণ-রূপ-দ্বারা, সতী-নারীগণকে পাতিব্রত্য-লক্ষণ-রূপ-দ্বারা, কুরূপগণকে বিদ্যা-লক্ষণ-রূপ-দ্বারা এবং তপস্বী, বা সাধু-সজ্জনগণকে ক্ষমা-লক্ষণ-রূপ-দ্বারা সাজাইয়া রাখিয়াছেন। এইরূপ হে মধুর-ভাষিণি! দেখ, যে বিদগ্ধ-বিধি উক্তরূপে এই বিশ্বমণ্ডলীটীকে সাজাইবার জন্য সাজ-সজ্জা-স্থানীয়-লতা-বৃক্ষাদি-যাবতীয়-জাগতিক-পদার্থ-সকলকেও যথোপযুক্ত-রূপ-গুণাদি-দ্বারা সজ্জিত করিয়াছেন, যে বিজ্ঞ-বিধি শরৎ-কালীন-গঙ্গা-প্রবাহ, অথবা সরোবর-সকলকে হংস-মালার বসতি-স্থানরূপে পরিণত করিয়াছেন, যে বিধি নবীন-নীরদ-মালাকে চঞ্চলার লীলা-বিলাস-ক্ষেত্রে বিপরিণত করিয়াছেন, হে মৃগ-শাবক-লোচনে! সেই বিদগ্ধরাজ-বিধিই তোমাকে সাজাইবার জন্য আমাকে এবং আমাকে সাজাইবার জন্য তোমাকে এই মধুময়-পরিণয়-সম্মিলন-সূত্রে আবদ্ধা করিয়াছেন। সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে, হে মনোহারিণি! আমাদের এই মধুরতর-শুভতর-সম্মিলন-বন্ধন বর্ত্তমান-কল্প-কাল-মধ্যে কদাচই কোন প্রকারেই ছুটিবার নহে।

অতএব পরিশেষে এই বিষয়টীর সমর্থন-কল্পে হে ঘন-পীন-পয়োধরে! একবার প্রাণের সহিত অকপট-হৃদয়ে বল দেখি, "সৌরভ বিন্দু কিয়ে মৃগমদ ভাওয়ে ?" সৌরভ ব্যতিরেকে মৃগমদ কি কখনও লোকসমাজে ভাত, বিভাত, প্রকাশিত, সুগন্ধ-যশো-গৌরবে বিখ্যাত, বা সমাদৃত হইতে পারে ? হে নিবিড়-নিতম্বিনি! "মালতী ছোড়ি, ভ্রমরা কাঁহা যাওব ?" মালতীকে পরিত্যাগ করিয়া, ভ্রমর কোথায় যাইবে ? এইরূপ প্রশ্ন করিতে করিতে, নব-নাগরেন্দ্র শ্রীশঙ্করদেব ললিত-ললনা-কুল-মণির লক্ষ-লক্ষ-কুটিল-কটাক্ষ-শরে অন্তরে জর জর হইয়া, "করত অধর-মধু-পান", উন্মত্তের ন্যায় তদীয় অধর-মধু-পান করিতে লাগিলেন। এদিকে "মনসিজ-তরজনে, কিঙ্কিণী-গরজনে, হার-সঙ্গে টুটল মান," কন্দর্পের তর্জ্জনও কিঙ্কিণীর গর্জ্জনের ফলে কথঞ্চিৎ পূর্ব্বোপজাত-মান শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর ঘনোন্নত-স্তন-তটোপরি বিরাজিত-হীরা-হার-সারের সহিত তৎক্ষণাৎ ছিন্ন হইয়া গেল। এইরূপে শ্রীশঙ্করদেবের সহিত সুরত-সমরে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর পরাজয় সংঘটিত হইলে, নায়ক-নায়িকা-প্রবর-দ্বয় অবিরত-সমুদ্‌গত-প্রেম-তরঙ্গ-রঙ্গ-রঙ্গিণী-পরস্পরানুরাগ-তরঙ্গিণীর শীতল-সুধা-সলিলে স্নান করিয়া, পূত-মানসে পরস্পরকে দৃঢ়-পরিরম্ভণ, বা আলিঙ্গন ও তত্তৎ-নির্দ্দিষ্ট-স্থানে চুম্বন-রূপ-মণি-সমূহ উপঢৌকন-প্রদান-দ্বারা সন্ধির শিষ্টাচার-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে একাশীতিতম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়

নব-নাগর-নটবর-রাজ-শ্রীশঙ্করদেব "সৌরভ বিনু কিয়ে মৃগমদ ভাওয়ে?" "মালতী ছোড়ি, ভ্রমরা কাঁহা যাওব?" এই কথা বলিয়া, "করত অধর-মধু-পান," অতি আনন্দের সহিত শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর অধর-সুধা, অথবা মুখ-কমল-মধু-পান করিতে লাগিলেন, এই পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে; কিন্তু এই অধর-সুধা-পানের প্রকারটী যে কি? তাহা আবশ্যকমত বর্ণিত হয় নাই; সুতরাং মুখ-কমল-মধু-পানের প্রকার-বর্ণনারসরে প্রথমতঃ বলিতে হইতেছে যে, "চিরদিনে সো বিধি, ভেল অনুকূল রে! দুহু-মুখ হেরইতে, দুহুসে আকুল রে! বাহু পসারিয়া, দোহে দোহা ধরু রে! দোহু অধরামৃতে, দোহু-মুখ ভরু রে! দোহু-তনু কাঁপই, মদন উছল রে! কি-কি-কি-কি-কি-কি বলি, কিঙ্কিণী রুঠল রে! জাত হি স্মিত, নব-বদনে মিটল রে! দোহু-পুলকাবলীতে, লহু লহু রে! রসে মাতল দুহু, বসন-খসল রে! উমা-হর-রস-সিন্ধু, উছলল রে! মদন-মদালসে, শম্ভু বিভোর। শশিমুখী হাসি হাসি, করু কোর। নয়ন ঢুলাঢুলি, লহু লহু হাস। অঙ্গ-হেলাহেলি, গদ্‌গদভাষ। নিরসি অধর-মধু, পিবি অগেয়ান। মদন-মহোদধি ডুবাওল প্রাণ। ঘন-ঘন-চুম্বই, নাহ-বয়ান, সরসিজ-চান্দ, মিলন ভেল ভান। নিবিড় আলিঙ্গনে, পুলকিত অঙ্গ। অপরূপ-রতি-কেলি, মনসিজ-ভঙ্গ। দূরে গেও, ময়ূর-শিখণ্ড-পীতবাস। দোহু-রূপ নিছনি, শঙ্করদাস। হর-গলে লাগল, চম্পক-মালা। পুলকিত-বাহু, বিহসি রহু বালা। শম্ভু রহল, মুখ-কমল লাগাই। তাহি কমলমুখী, মুখে লপটাই। হসি হর নখ দেই, গেড়ুয়া বিদার। ধনী কুচ চাপি, রচই সীতকার। দৃঢ়-পরিরম্ভণ, করু কতবার! বিগলিত-কুন্তল, টুটল হার। ঝন্‌ঝন্‌-কিঙ্কিণী-নূপুর-স্বান। আনন্দে পূরল, সহচরী কান। উছলল সৌরভ, মধুকর-গান। শ্রম-জলে দুহু তনু, করল সিনান। কহে শিব-বল্লভ, এ সুখ-রাতি। মনমথ-সাগরে, ডুবল মাতি।"

অর্থাৎ যদি দৈব কোন কারণ-বশতঃ প্রণয়ি-যুগলের পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে, তবে তাঁহাদের নিকটে পরস্পরের অদর্শন-কালাবয়ব-ভূত-প্রত্যেক-সূক্ষ্ম-মুহূর্ত্তটীও লক্ষ-লক্ষ-যুগের ন্যায় সুদীর্ঘ অনুভূত হইয়া থাকে। আজ আমাদের রসিক-নাগর, রসের সাগর-শ্রীশঙ্করদেব ও রসিকা-নাগরী, রসের সাগরী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী পরস্পরের বিরহ-জনিত-সুবিপুল-দুঃখ-যন্ত্রণা-ভোগ করিয়া, পরস্পরের সহিত হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিতা হইয়াছেন; সুতরাং অবশ্য বলিতে হইবে যে, চিরদিনের পরে বহু-দিব্য-সহস্র-সম্বৎসরান্তে এইরূপ মধুর-মিলন উপস্থিত হওয়ায়, এই নব-দম্পতীর প্রতি সেই চির-দুঃখ-দাতা বিধাতা সম্প্রতি অনুকূল হইয়াছেন। কিঞ্চ, এতাদৃশ অবসরে বিধাতার অনুকূলতা, বা প্রসন্নতার ফলে আজ আমাদের নব-নাগর ও নাগরী, দুই জনেই উভয়ের শারদেন্দু-সুন্দর-মুখ অবলোকন করিবার জন্য ব্যাকুল-হৃদয়ে সমান-চেষ্টা ও আগ্রহ-প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

কিঞ্চ, দুই জনেই নিজ-নিজ-বাহু-যুগল প্রসারিত করিয়া, দুই জনকে ধারণ করিলেন। তথা প্রসারিত-বাহু-যুগল-সাহায্যে পরস্পরের আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ হইয়া, দুই জনেই চুম্বন-পূর্ব্বক দুই জনের অধরামৃত-পানাবসরে উভয়ের মুখ-কমল-সুধা-দ্বারা নিজ-নিজ-বদনারবিন্দ-বিবর পূর্ণ করিলেন।

এই সময়ে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর প্রতি মদন-মহারাজের প্রবলতর আক্রমণ দেখিয়া, তাঁহার কটি-দেশস্থ-কিঙ্কিণীগুলি যেন অত্যন্ত-রোষভরে কি কি ? কি কি ? কি কি ? করিয়া, শব্দ করিতে লাগিল। এদিকে মদন-রাজার প্রবল-প্রতাপ-বশে আমাদের নব-নাগর-নাগরী-যুগলের বর-তনু ঘন-ঘন-কম্পিতা হইতে লাগিল, উচ্ছলিত-মদন-ভাবে বিকসিত-বদন-যুগলে নব-নব-ভাব-ব্যঞ্জক-মৃদু-মন্দ-মধুর-স্মিত-লক্ষণ-হাস্য সমুপজাত হইয়া, পর-ক্ষণেই আবার দুজনের বদনে বিলীন হইয়া, মিটিয়া, মিলাইয়া যাইতে লাগিল, মুখ-কমল-মধু-পানানন্দ-ভরে সমুদ্গত-লঘু-লঘু-পুলকাবলী-দ্বারা তাঁহাদের দুই জনেরই সুগঠিত-শরীর-দ্বয় রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল; সুতরাং তৎকালে তাঁহাদের দুই জনের রতি-রস-সিন্ধু উচ্ছলিত হওয়ায়,

তদীয়-বেগ-বশে শ্রীউমা-শঙ্করদেবের কটি-দেশস্থ-দিব্য-দিব্য-বসন খসিয়া গেল এবং আমাদের নব-নাগর-নাগরী-যুগলও সুরত-সমর-রসে মাতিয়া উঠিলেন।

অনন্তর সুবর্ণ-গৌর-সুন্দর-কলেবর-শ্রীশঙ্করদেবকে মদন-মদালসে বিভোর দেখিয়া, বিপরীত-রতি-কেলি-বিলাসাভিপ্রায়ে শশি-বদনী-শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবী হাসিতে হাসিতে, সুরত-কল্পতরু-সকল-নাগর-গুরু-শ্রীশঙ্কর-দেবকে কোলে ধারণ করিলেন। পরস্পরের নয়ন-ঢুলাঢুলিতে দুই জনেরই শ্রীবদনে স্মিত-লক্ষণ-মধুর-হাস্য পুনশ্চ ফুটিয়া উঠিল এবং একে অপরের অঙ্গে অঙ্গ-হেলাহেলি করিতে করিতে, রসাধিক্য-বশে দুজনেরই বচন গদ্গদ হইয়া উঠিল! শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বর-দেবের এই সকল-লীলা লতা-বাতায়নতল হইতে দেখাইয়া, কোন সখী অপরা কোন সখীকে কহিলেন,—দেখ, দেখ, সখি! এক্ষণে আমাদের কেলি-কলাবতী-বিনোদিনী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী হৃদয়াধিনাথের অধর-সুধা নিঃশেষে পান করিয়া, জ্ঞানহারা হইয়া পড়িয়াছেন! এবং প্রাণকান্তকেও মদন-মহাসাগরে ডুবাইয়া দিয়াছেন! বোধ হইতেছে—যাহা কেহ কখনও দেখে নাই, বা শুনে নাই, আজ যেন সেই অপূর্ব্ব-ঘটনা অর্থাৎ চন্দ্রের ও পদ্মের অভূত-পূর্ব্ব-সম্মিলন সংঘটিত হইয়াছে! দেখ, সখি! আমাদের কেলি-বিলাসিনী-রসিকা-নাগরী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী শ্রীশঙ্করদেবের সম্পূর্ণ-মণ্ডল-শারদ-শশাঙ্ক-সদৃশ-সুন্দর-বদনে নিজ-পদ্ম-তুল্য আনন লাগাইয়া, অতিশয়-সুখের সহিত কেমন সুন্দরভাবে ঘন-ঘন-চুম্বন করিতেছেন!

আরও দেখ, সখি! প্রগাঢ় আলিঙ্গনের ফলে দুজনের অঙ্গই উত্তরোত্তর যেন অধিকতর পুলকিত হইতেছে! তথা ক্রম-সম্বর্দ্ধিত, অদ্ভুততর, অবিরাম-রতি-কেলি-দর্শনে পরাভব মানিয়া, লজ্জায় যেন স্বয়ং কন্দর্পদেব পলায়ন করিয়াছেন এবং রসরাজ-শ্রীশঙ্করদেবের মৌলি-মণ্ডন-মুকুটের ময়ূর-পিচ্ছ ও পরিধানের পীতাম্বর যেন প্রাণ লইয়া, কোন গতিকে দূরে সরিয়া পড়িয়াছে! আহা! মনে হইতেছে যেন, ত্রিভুবনতলে আমাদের এই নব-কিশোর-কিশোরীর উন্মুক্ত-শ্রীরূপ-মাধুরীর নিছনি নাই! আহা! সখি! দেখ, দেখ, আমাদের

বিনোদিনীর পুলকাঞ্চিত-বাহু-যুগল যেন, মহামরকত-মণি-কল্পিত-নীল-বর্ণ-বিশিষ্ট-চম্পক-মালার ন্যায় শ্রীশঙ্করদেবের গলে লাগিয়া রহিয়াছে! আহা! আমাদের নব-কিশোর-শ্রীশঙ্করদেবের মৃদু-মন্দ-মধুর-হাস্য-বিকসিত-শ্রীবদনখানি কেমন সুন্দর শোভা-প্রাপ্ত হইতেছে! কমল-বদন-শ্রীশঙ্করদেব কমল-মুখী-বিনোদিনীর মুখ-কমলে স্বকীয়-মুখকমল লাগাইয়া, কেমন সুন্দরভাবে অবস্থিতি করিতেছেন! হে সখি! কমলে কমল মিলিয়া, কি যে অপূর্ব্ব-শোভার বিস্তার করিতেছে; তাহা একবার নয়ন-ভরিয়া, প্রাণ ভরিরা, দেখিয়া লও!

আহা! দেখ, দেখ, সখি! আমাদের রসিকেন্দ্ররাজ-শ্রীশঙ্করদেব হাসিতে হাসিতে, স্বকীয়-নখর-নিকর-দ্বারা ধনীমণির যৌবন-ধনের গেড়ুয়া বিদীর্ণ করিতেছেন, আর আমাদের রস-কলাবতী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী নিজ-কর-কমলে কুচ-কমল-কুট্মল সীৎকার-সহকারে চাপিয়া ধরিয়া, প্রেম-কলার বিনোদনা-বিস্তার করিতেছেন! অপিচ, দেখ, সখি! আমাদের রসের নাগর-নাগরীর রস-কলার মধুর-স্রোতঃ ক্রমেই যেন বর্দ্ধিত হইয়া, উন্মাদনার দুর্ব্বার-তরঙ্গে পরিণত হইয়া উঠিল। আহা! দেখ, সখি! আমাদের প্রাণ-সর্ব্বস্বরূপ এই লীলা-বিলাসের বর্ণন-চ্ছলে অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে, বিবিধরূপে রতি-কেলি করিয়াও, যেন কিছুতেই ইঁহাদের রতি-বিলাস-বাসনা চরিতার্থা হইতেছে না, দুজনের সাধ যেন আর মিটিতেছে না!

দেখ, পুনঃ পুনঃ দৃঢ়-পরিরম্ভণ-ফলে বিনোদিনীর সুদৃঢ়বদ্ধ-কেশ-কলাপও বিলোলিত হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে হার ছিন্ন হইল, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী ও নূপুরের কর্ণ-রসায়ন ঝন্ ঝন্-শব্দে কুঞ্জ-কাননতল যেন মুখরিত হইয়া উঠিল। আরও দেখ, সখি! রণন্মণিময়ী-কিঙ্কিণী ও নূপুর-কঙ্কণের শ্রবণ-রসায়ন-শব্দ আমাদেরও কর্ণ-কূপ-কুহরে প্রবিষ্ট হইয়া, আমাদিগের শ্রবণ-যুগলকে যেন আনন্দ-রসে পূর্ণ করিয়া দিতেছে! তথা শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের উচ্ছলিত-শ্রীঅঙ্গ-সৌরভে লুব্ধ হইয়া, মধুকর-মালা মনোহর-সঙ্গীতালাপে প্রবৃত্তা হইয়াছে! আহা! দেখ, দেখ, সখি! আমাদের নব-কিশোর-কিশোরীর শ্রীঅঙ্গ-দ্বয় সুরত-সমর-শ্রম-জলে

স্নান-কার্য্য সম্পন্ন করিল! আহা! আজিকার এই বাসন্তী-চৈত্রী নিশিটী কি সুখময়-রূপ ধারণ করিয়াছে? যেহেতু আমাদের উত্তেজিত-নব-কিশোর-কিশোরী-যুগল প্রেম-মুগ্ধ-মানসে কাম-মদ-মত্ত হইয়া, সারাটী নিশি জাগিয়া, মন্মথ-সাগরে ডুবিয়া রহিয়াছেন।

অতএব কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হইতেছে যে, "দোহে দোহা নিরখই, নয়নের কোণে। দোহ হিয়া জর জর, মনমথ-বাণে। দোহু-তনু পুলকিত, ঘন-ঘন-কম্প। মদন-সাগরে দোহু, কত দেই ঝম্প। দোহু দোহু আরতি, পীরিতি নাহি টুটে। দরশনে পরশে, কতেক সুখ উঠে। রতি-রসে অতিশয়, মাতল নাহ। অমিয়া-সরোবরে, করু অবগাহ। সহজে নিরঙ্কুশ, নাগর-নাগ। তাহে মনমথ নৃপ, কৌতুক লাগ। কর গহি রাখত, যুগল-চকেবা। দংশই সরসিজ, বারব কেবা? কতই হিলোর, উঠাওই রঙ্গে। ডুবহি কবহু, আনন্দ-তরঙ্গে।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়

এতদিনের পরে সতী-বিরহ-বিষ-মূর্চ্ছিত-নাগররাজ-শ্রীশঙ্করদেব সম্প্রতি প্রিয়তমার দর্শন-সুধার মধুর-মাহাত্ম্য-বশে অঙ্গ-সৌগন্ধ্যের অমৃতময়-প্রভাব-বশে এবং স্পর্শামৃতের অচিন্তনীয়-প্রতাপ-বশে পুনঃ প্রকৃতিস্থ ও প্রেম-প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন! অধুনা তাঁহার প্রিয়তমা-বিরহ-বিষ-দাহ প্রশমিত হইয়াছে! সময়োপযোগি-ভাব-কদম্ব-বিকসিত-ত্বদীয়-প্রফুল্ল-বদন-দর্শনে নাগরী-রাজ্ঞী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীরও সমস্ত উদ্‌-বেগ, আকুলতা ও তপঃ-ক্লান্তি চিরতরে চলিয়া গিয়াছে! বিকচ-কমলাদি-কোমল-কুসুম-কলাপ-কল্পিত-কমনীয়-কেলি-শয্যাতলে উভয়েই উপবিষ্ট রহিয়াছেন! এবং একে অপরের প্রতি উন্মাদনাময়ী অপাঙ্গ-দৃষ্টি-দ্বারা সহস্র-বার্ষিক-প্রেম-কেলির মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া, উভয়েই ফুল-শর-শর-প্রহারে হৃদয়ে জর্জ্জরিত হইয়াছেন! উভয়েই প্রবলতর-প্রেম-প্রভাবে কুসুম-কোমল-কলেবরে কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছেন! তথা দুজনেই বর-তনু-যুগলে ঘন-ঘন-কম্পিত হইতেছেন! দেখ, উভয়েই যেন, মদন-মহাসাগরে কতবার ঝাঁপ দিতেছেন ও উঠিতেছেন!

কিন্তু, এই জন্যই বুঝি, উভয়ের সর্ব্বাঙ্গ কন্দর্পরসে পরিপ্লুত হইয়া উঠিয়াছে এবং সন্তরণ-ক্রীড়া-নিরত-জনগণের ন্যায় রূপ-সুধা-রসের পুঞ্জ-ভূত আমাদের নাগরেন্দ্ররাজ ও নাগরেন্দ্র-রাজ্ঞীর হস্ত-পদাদি অবয়বে স্বতঃ চাঞ্চল্য প্রকটিত হইতেছে! হায়! হায়! দেখ, সখি! আমা-দের রসরাজ ও রসরাজ্ঞীর মধ্যে কাহারও প্রেম-পিপাসার পরাজয়, বা বিরতি নাই! পক্ষান্তরে কেবলই যেন, উভয়ের মধ্যে "আরতি-পীরিতি" বর্দ্ধিতা হইতেছে! আহা রাস-লীলার শুভারম্ভেই আজ আমাদের শ্রীশিব-পার্ব্বতীদেবীর পরস্পার-দর্শন-স্পর্শনে উভয়ের মধ্যে কত যে সুখোৎপত্তি হইতেছে, তাহার বর্ণনা, অথবা অনুভব, দুই-ই অসম্ভব বোধ

হইতেছে! দেখ, দেখ, সখি! আমাদের নাগর-মাতঙ্গ-শ্রীশঙ্করদেব রতি-রসে প্রমত্ত হইয়া, কামামৃত-সরোবরে কেমন আনন্দের সহিত অবগাহন করিতেছেন! অপিচ, হে সখি! আমাদের এই নাগর-করীন্দ্র নিতান্তই স্বেচ্ছাময়; কারণ, ইনি কোন হস্তিপক-কর্ত্তৃক অঙ্কুশ-দ্বারা পরিচালিত নহেন; সুতরাং এই নিরঙ্কুশ, স্বতঃ স্বেচ্ছাময়, স্বাধীন-নাগর-নাগ যে অমিয়-সরোবরে ইচ্ছামত অবগাহন করিবেন, কিম্বা ক্রীড়া-চ্ছলে সরসিজ-দংশন-পূর্ব্বক নলিনী-সমীপবর্ত্তী "যুগল-চকেবা", অর্থাৎ চক্রবাক-যুগলকে করে গ্রহণ ও ধারণ করিয়া রাখিবেন, তদ্বিষয়ে আর বৈচিত্র্য কি আছে?

একে ত সহজেই নাগর-নাগ নিরঙ্কুশ; তদুপরি আবার মদন নৃপতি কেলি-কৌতুকের জন্য নিরঙ্কুশ-নাগর-নাগের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইয়াছেন! এ অবস্থায় নিরঙ্কুশ-নাগর-নাগ যদি স্বীয় ইচ্ছায় "কুচ-যুগ-ভারা, গজ-মতি-হারা" আমাদের কিশোরী-মণির প্রেমময়-তনুরূপ অমৃত-সরোবরে অব-তীর্ণ হইয়া, তদীয়-সুকুমারতর-শরীর-সরোবরে বিকসিত-শ্রীবদন-কমলে দন্তাঘাত করেন, কিম্বা চঞ্চুর অগ্রভাগ বহির্দ্দেশে রাখিয়া এবং গ্রীবা ও মস্তক-মণ্ডলকে হ্রস্বীকরণ-প্রক্রিয়া-দ্বারা অভ্যন্তরবর্ত্তী করিয়া, লাটিমের ন্যায় বর্ত্তুলাকারে উপবিষ্ট-চক্রবাক-যুগলরূপ-তদীয়-স্তন-যুগল কর-দ্বারা গ্রহণ ও ধারণ করেন, তবে "বারব কেবা?" কে তাঁহাকে বারণ করিবে? লজ্জা-ভয়-সঙ্কোচ-প্রভৃতির মধ্যে কেহই ত তাঁহাকে বাধা দিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইতে পারিবে না! অথবা হে সখি! আমাদের এসকল-নিরর্থক-ভাবনা ভাবিবার আবশ্যক কি আছে? মদ-মত্ত-মাতঙ্গ যখন অবগাহন, জল-পান, মৃণাল-ভোজন ও "গেড়ুয়া-বিদার" বাসনায় সরো-বরে অবতীর্ণ হইয়াছে, তখন কি আর এই বারণবর তোমার আমার বারণ-বশে স্বীয়াভিপ্রেত-কার্য্য-সম্পাদন না করিয়াই, তীর-প্রদেশে সমাগত হইবে? কখনই নহে।

কুঞ্জ-ভবন-বহির্ভাগে বল্লরী-বাতায়ন-পার্শ্বে দণ্ডায়মানাবস্থায় শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীর সখীগণ যখন উক্তরূপে কথোপকথন করিতেছিলেন, তাদৃশ অবসরে দন্তাবলবরের দশন-শিখরে লগ্না-নলিনীর-ন্যায় শ্রীশঙ্কর-

দেব-কর্ত্তৃক দশনাগ্র-দ্বারা গণ্ড-স্থলে দষ্টা, সুষ্ঠু-কান্তা-স্বরূপা, ধৃত-ষোড়শ-শৃঙ্গারা, দ্বাদশাভরণাশ্রিতা, প্রবর-গুণ-গণান্বিতা-শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবী ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের সহিত স্বীয়-মৃদু-মন্দ-হাস্য-সুশোভিত-বিমল-বদনকে শ্রীশঙ্করদেবের শারদারবিন্দ-সদৃশ-সুন্দর-শ্রীবদন হইতে বিযুক্ত করিয়া, গদ্‌গদ-ভাষে লঘু লঘু আলাপ-বচনে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন যে, হে প্রাণপতে! মদনকে ভস্মাবশেষে পরিণত করিয়া, হিম-গিরি-কাননে আমাকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তুমি যখন স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছিলে, তৎকালে তোমার বিরহরূপ-মাধব-মাসীয়-প্রচণ্ড-তপনদেবের খরতর-কিরণ-কলাপের নিরতিশয় উত্তাপে যদি আমার হৃদয়-ক্ষেত্র-খণ্ডে সমুদ্‌গত-প্রেমাঙ্কুর-কলা সমূলে দগ্ধা হইয়া যাইত, তবে হে নাথ! বল দেখি, তোমার এই বর্ত্তমান-কাল কৃত-প্রণয়-পয়োধি-জলাভিষেক-দ্বারা তুমি দুঃস্থ-দগ্ধাবস্থ-প্রেমাঙ্কুর-কলার কীদৃশ উপকার-সাধন করিতে সমর্থ হইতে?

পুনশ্চ হে মধুরভাষিন্! তুমি বল দেখি, ত্বদীয়-বিরহ-দুঃখ-ভরে আমার প্রাণ-পঞ্চক যদি তৎকালে অস্মদীয়দেহ-পিঞ্জর হইতে বিনির্গত হইয়া যাইত, তবে তুমি ঔষধ-বিশেষের প্রয়োগ করিয়া, বর্ত্তমানে কীদৃশ ফল-লাভ করিতে? হে বিদগ্ধরাজ! আমি কিন্তু নিশ্চিত-রূপেই বলিতে পারি যে, তোমার হৃদয় যে অপূর্ব্ব-স্বর্গীয়-প্রেম-সুধা-রসে পরিপূর্ণ; এবিশ্বাস আমার হৃদয় হইতে কিছুতেই কদাপি দূরী-ভূত হইবে না সত্য; কিন্তু ইহাও নিশ্চিত যে, প্রখর-রৌদ্র-তাপে বৃক্ষাঙ্কুর দগ্ধ ও ভস্মীভূত হইয়া গেলে, পরিশেষে জল-সেচন যেমন নিতান্ত নিষ্ফল, দুঃসহ-দুঃখের ভরে দেহ-পিঞ্জর হইতে আমার প্রাণ-পক্ষী যদি তৎকালেই বিনির্গত হইয়া যাইত, তবে তোমার বর্ত্তমান-কালীন-প্রেমময়-ব্যবহাররূপ ঔষধ-বিশেষের প্রয়োগও কি সেই-রূপ নিতান্তই নিষ্ফল হইত না? অতএব হে প্রাণাধিক! তুমি সত্য করিয়া বল দেখি, আমি এইরূপ প্রশ্ন করিতে পারি কি না যে, "তপন-কিরণে যদি, অঙ্কুর দগধল, কি করব জল অভিষেকে? দুঃখ-ভরে প্রাণ, বাহিরে যদি নিকসব, কি করব ঔষধ-বিশেষে?

হে হৃদয়েশ ! মদীয়-শরীরের বিশুদ্ধতা-সম্পাদনাভিপ্রায়ে জগতের ভাবী মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, নির্দ্দয়-জনোচিত-ব্যবহারানুসরণে তৎকালে তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া, প্রস্থিত হইয়াছিলে বলিয়া, আমি যথেষ্টরূপ অভিমান আহরণ করিতে পারিতাম সত্য ; কিন্তু আমি তাহা না করিয়া, তোমারই মানসাভিপ্রায়ানুসারে নিজ-শরীরের শুদ্ধতা-সম্পাদন-পুরঃসর তপঃ-প্রভাবে তোমাকে হৃদয়েশ্বররূপে লাভ করিয়াছি। অতএব হে হৃদয়ৈক-বল্লভ ! মানিনী-প্রণয়িনী-জনের মানাপনয়নার্থ প্রণয়ি-জন যেমন "মানিনি ! অতএ, সমাপহু মান, মৃদু-মৃদু-ভাষে, সম্ভাষহ বর-তনু ! একবের দেহ জীউ দান। সুন্দর-বদনে, বিহসি বরভামিনি ! রচহ মনোহর-বাণী। কুচ-নীলয়া-গিরি, মধি গহি রাখহ, নিজ-ভুজে আপনা জানি। অধর-সুধা-রস-পান দেহ সখি ! হৃদয় জুড়াওহ মোর। তুয়া মুখ ইন্দু, উদয় হেরি বিলসও, তিরখিত-নয়ন-চকোর। নিজ-গুণ হেরি, পরকো দোখ পরিহরি, তেজহ হৃদয়কো রোখ। আমি ত তোমারি, প্রাণ-মন-সঙ্গিনি ! পুরুষ-বধ বহু-দুখ।" ইত্যাদিরূপ-বিনীত-দীন-স্নিগ্ধ-বচনে প্রিয়তমা-জনের প্রণয় ও প্রসাদ-প্রার্থনা করিয়া থাকে, তোমাকে সেরূপ করিতে হইবে না।

পক্ষান্তরে সতী-শরীরে অবস্থিতি-কালে তোমার ন্যায় প্রিয়তম-পতি-দেবতার শ্রীমুখ-পঙ্কজ হইতে অসকৃৎ-নির্গত-নিষেধ-বচন-শ্রবণ না করিয়া, দক্ষালয়ে গমনান্তে স্বীয়-শরীর-ত্যাগ-পূর্ব্বক আমি তোমাকে যে অতীব-দুঃসহ-সুবিপুল-দুঃখ-যন্ত্রণা-দান করিয়াছি, তজ্জন্য আমি নিজেই তোমার চরণে নিরতিশয় অপরাধিনী হইয়া রহিয়াছি বলিয়া, অদ্য সেই পূর্ব্বকৃত অপরাধের মার্জ্জনা-প্রার্থনা-পুরঃসর অশান্ত, অপরিতৃপ্ত, ব্যথিত-হৃদয়ে কাতর-কণ্ঠে বিনয়-বিনম্র-দীন-বচনে তোমার প্রসাদ-ভিক্ষা করিতেছি। হে হৃদয়-রঞ্জন ! আমি তৎকালে তোমার কথার অবাধ্যভূতা হইয়াছিলাম বলিয়া, অবশ্যই তুমি আমার প্রতি ক্রোধ, বা অভিমান করিয়া থাকিবে ! অতএব আমি কর-যুগলে অঞ্জলি-বন্ধন-পূর্ব্বক বিনীত-দীন-বচনে বলিতে বাধ্যতরা হইতেছি যে, হে অভিমানিন্ ! এই আমি তোমার পূর্ব্ব-প্রিয়তমা-সতী সম্প্রতি-গিরি-কুমারী-পার্ব্বতীরূপে

পুনশ্চ তোমার অঙ্কশায়িনী হইয়াছি; হে প্রাণেশ্বর! অধুনা তুমি হৃদয়ের অভিমান দূরীভূত কর; হে বরতনো! পূর্ব্ব-প্রিয়তমা ভাবিয়া, একবার পূর্ব্বের ন্যায় আমার সহিত তোমার সেই স্বভাব-সিদ্ধ-মধু-মাখা-বচনে মৃদু-মৃদু-ভাষে সম্ভাষণ করিয়া, আমার অশান্ত, বা অপরিতৃপ্ত-হৃদয়ে শান্তি ও পরিতৃপ্তি-বিধান-পূর্ব্বক আমাকে প্রাণ-দান কর।

হে স্বামিন্! মিনতিময়-রসার্দ্র-বচনে অভিলাষ-প্রকাশ-সাহায্যে তোমার হৃদয়ে কিঞ্চিৎ সারস্যের সঞ্চার-সাধন ব্যতীত অপরবিধ-কীদৃশ উপায়াবলম্বনে আমি তোমার হৃদয়ে সন্তোষ-সাধন করিতে পারি? সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে, হে বর-ভামিন্! তুমি একবার তোমার এই সুন্দর-বদনে মধুর-হাসি হাসিয়া, মনোহর-বাণী-রচনা কর, হে নাথ! আমি আর কখনও তোমার কথার অবাধ্যভূতা হইয়া, তোমাকে ছাড়িয়া, তোমার নয়নের অন্তরালে গমন করিব না এবং তোমার হৃদয়ে দৃঢ়-বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য এবার মনে করিতেছি যে, যদি তুমি এই অনুগত-নিজ-জনের প্রতি কৃপাদৃষ্টি প্রসারিতা কর, তবে আমি তোমাকে আপনা জানিয়া, নিজ-ভুজ-পাশে আবদ্ধ করিয়া, নীলমণি-কল্প মদীয় এই কুচ-মরকতাচল-যুগলের মধ্যে চিরকালের জন্য অবরুদ্ধ করিয়া রাখিব।

হায়! প্রিয়তম! তুমি কি সত্য সত্যই আমার প্রতি ক্রুদ্ধ ও অভিমানযুক্ত হইয়াছ? অথবা ইহা কেবল আমার মনের ভ্রান্তি, বা দুর্ব্বলতা-মাত্র? যাহাই হউক, হে প্রিয়! তুমি যখন আমার প্রাণেশ্বর, তখন আমি তোমার কাছে অকপটে বলিতেছি যে, তুমি আমার উপর রাগ ও অভিমান কর, আর নাই কর, আমি কিন্তু নিজ-মানসের ভ্রান্তি, বা দুর্ব্বলতা-বশে তোমার হৃদয়ে যে ক্রোধ ও অভিমান-কল্পনা করিয়া লইয়াছি, স্বকীয় আশ্রয়-পদার্থকে দগ্ধ করা অনলের স্বাভাবিক-ধর্ম্ম হইলেও, এস্থলে কিন্তু তদ্বৈপরীত্যে আশ্চর্য্যের সহিত আমি দেখিতেছি যে, মন্মনঃ-কল্পিত-ত্বদীয়-হৃদয়-গত-মদ্বিষয়ক সেই ক্রোধ, বা অভিমানের আগুনে আমার হৃদয় জ্বলিয়া যাইতেছে। হে মনোহর! তোমার রোষ, বা অভিমানের আগুনে আমার হৃদয় যখন জ্বলিয়া

যাইতেছে, তখন তুমি নিশ্চিতই জানিবে যে, তোমার অধর-সুধা-রসই আমার এ অগ্নি-দাহের একমাত্র মহামহৌষধিস্বরূপ।

কিন্তু, হে কমনীয়-কলেবর! তোমার অধর-সুধা-রস পান-দ্বারা যখন মদীয়-হৃদয়ের জ্বালা-যন্ত্রণা বিদূরিতা হইবে, তখন এতদ্দ্বারা নিশ্চিতই অবগত হওয়া যাইতেছে যে, এই মদীয় অবাধ্যতা-মূলক-ক্রোধ এবং প্রণয়ানুরাগ-মূলক অভিমানের আগুন তোমার হৃদয়ে উপজাত হইলেও, তুমি তজ্জন্য কোনরূপ দুঃখ, বা জ্বালা-যন্ত্রণা অনুভব কর নাই। যদি চ এই ক্রোধাভিমানের আগুনে তোমার হৃদয়ে দুঃখ, বা জ্বালা-যন্ত্রণার অনুভব না হওয়া, আমার পক্ষে পরম-সৌভাগ্যের বিষয়, তথাপি হে সখে! স্বীয়-দিব্য-সহস্র-বর্ষ-ব্যাপি-সিদ্ধৌষধি-স্বরূপাধর-সুধা-রস-পান-দান-দ্বারা মদীয়-হৃদয়ের বহুতর-দিব্য-সহস্র-বর্ষব্যাপিনী এই জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়াইয়া দেওয়া, তোমার পক্ষে নিতান্তই সমুচিত হইতেছে! হে হৃদয়ারবিন্দবাসিন্! আমি বহুতর-দিব্য-সহস্র-সম্বৎসর-পর্য্যন্ত তোমার অকলঙ্ক-মুখ-চন্দ্রের উদয় অবলোকন করি নাই। হে প্রসন্ন-মুখ! সম্প্রতি আমার, এই আজ্ঞাধীনার নয়নরূপ-তৃষিত-চকোর-দ্বয় তোমার বদনেন্দুর উদয় হেরিয়া, নিরতিশয় আনন্দে বিলসিত হইতেছে! এখন তোমার স্বভাব-সিদ্ধ-প্রেম, করুণা, সরলতা, চারুতা ও আনন্দ-দানাদি-নিজ-গুণ-সমূহের যথাবৎ বিস্তার-সাধন করিয়া, পরের দোষ, অর্থাৎ আমার পূর্ব্বকৃত অপরাধ-মার্জ্জনা কর এবং নিজ-হৃদয়ের রোষভাব-পরিহার কর।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ-পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

চতুরশীতিতম অধ্যায়

আমাদের নাগরী-রাজ্ঞী-রসময়ী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী নব-নাগর-রাজ-রসময়-শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীমুখ-চন্দ্র-বিলোকন করিতে করিতে, আনন্দ-প্রদ, অথচ উপযুক্তাবসরে নিজ-পূর্ব্ব-জন্ম-কৃত-তাদৃশাপরাধের ক্ষমা-প্রার্থনাভিপ্রায়ে ধীরে ধীরে উক্তরূপ-বচন-সকল কথন করিতে লাগিলেন বটে; কিন্তু নব-নাগর-রসরাজ-শ্রীশঙ্করদেব পঞ্চশর-প্রেরিত-বিষম-বিশিখ-সম-নিশিত-তীক্ষ্ণতর-লক্ষ-লক্ষ-কুটিল-কটাক্ষ-মাত্রই রচনা করিতে লাগিলেন। কথা কহিবার ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে উপজাতা হইয়াছিল সত্য; তথাপি তিনি কোন কথা বলিলেন না। পক্ষান্তরে তিনি কেবল "শুনি শুনি পিয়া-মুখ-মধুরিম-বোল। সঘন হুঁ হুঁ করি, শিরহি দোল।" প্রিয়তমার মুখ-কমল-নির্গতা-মধুময়ী-কর্ণামৃত-বর্ষিণী-বাণী শুনিতে শুনিতে, বারম্বার প্রতি কথায় হুঁ হুঁ করিয়া, মস্তক দোলাইতে লাগিলেন।

এই প্রকার-বিপরীত-রীতির আচরণ ও হুঁ হুঁ উচ্চারণ-ভঙ্গী-দ্বারা কান্তা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর প্রতিকথায় প্রেম-কৌটিল্যময়ী অবজ্ঞা ও সহস্র-বর্ষ-ব্যাপি-বিহারারম্ভে, কিম্বা সহস্র-বর্ষ-ব্যাপি-মুখ-কমল-মধু-পান-দান-বিষয়ে বাহ্যিকী অসম্মতি দেখাইতে গিয়া, মনো-মোহিনীর প্রেম-দৃষ্টি এবং "মধুরিম-বোলের" প্রভাবে আমাদের প্রেমময়-বিদগ্ধ-নাগরেন্দ্র-শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীঅঙ্গ-সমূহ পুলকে পরিপূর্ণ, তথা—নয়ন-যুগল প্রেমাশ্রু-ধারায় পরিপ্লুত হইয়া উঠিল; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তথাপি শ্রীশঙ্করদেব সহস্র-বার্ষিক-বিহারে, কিম্বা তাবৎ-কাল-ব্যাপি-স্বীয়াধর-মধু-পান-দানে অনুমতি-প্রদান করিলেন না দেখিয়া, সুরকার্য্যার্থিনী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী পুনশ্চ শ্রীশঙ্করদেবের মানস-সারস্য-সম্পাদন-কল্পে কহিলেন,—হে নাথ! লজ্জাশীল! অনুদ্ধত-স্বভাব! আমি নিশ্চিতরূপেই অবগতা আছি যে, তুমি কখনই মিষ্ঠ-রস-বঞ্চক নহ, অর্থাৎ তুমি কদাচই মিষ্ট-মধুর-

রস-পূর্ণ আপাত-মনোরম-বাক্যাবলী-বিন্যাস-মাত্র-সাহায্যে কাহাকেও বঞ্চিত করিতে ইচ্ছা কর না। তথা "মিঠ-রস-বঞ্চক"—জনের ন্যায় চাতুরী-মাত্রই তোমার পরম-সম্বল নহে; সুতরাং "চাতুরী রহু তুয়া ঠামে", অর্থাৎ তোমার পরম-সম্বল-চাতুরী-ধন আর অধিক-পরিমাণে ব্যয় করিয়া কায নাই, এই উৎকৃষ্টতর-মহামূল্য-ধনটী তোমার নিকটেই সঞ্চিত থাকুক এবং তুমি তোমার নিজাভীষ্ট-ধনটীকে সঙ্গে লইয়া, দয়া করিয়া, অবিলম্বে এস্থান হইতে প্রস্থান কর, এই কথা বলিয়া যে তোমাকে বিদায়দান করিতে হইল না, বা নিজ-জিহ্বাকে কলঙ্কিতা করিতে হইল না, ইহাই সম্প্রতি আমার পক্ষে পরম-সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া, মনে হইতেছে।

তথা হে নাথ! আমার পক্ষে অপরবিধ-পরম-সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, কৈতব-বচন-রচনা-বিষয়ে কদাপি তোমার চাতুর্য্য পরিলক্ষিত না হওয়ায়, "কৈবত-বচন, রচনে যব ভুলনু, বুঝনু তুয়া পরিণামে।" অর্থাৎ তোমার কৈবত-বচন-রচনা-চাতুর্য্যে আমি একদিন ভুলিয়াছিলাম বটে; কিন্তু এখন আর সেদিন নাই! পরিশেষে আমি তোমাকে সুন্দররূপেই বুঝিতে পারিয়াছি, এই কথা বলিয়া, আমাকে আক্ষেপ করিতে হয় নাই। কিঞ্চ, আরও আমার একটী আনন্দের বিষয় এই যে, যাহারা কপট-প্রেমিক, তাহাদের প্রণয়িনীগণকে যেমন সময়ে সময়ে "মঞ্জুল-হাস, ভাষ মৃদু বোলনি, দোলনি নয়ন-সন্ধান। প্রেম-প্রণালী, ভুঞ্জ ভালে জানসি, যৈছন অমিয়া সিনান!" অর্থাৎ বুঝিয়াছি,—মনোহর-হাস্য, মৃদু-মধুর-বাক্-চাতুরী ও চঞ্চল-কটাক্ষ-শর-সন্ধান-দ্বারা আমার মত অবলাকে অমৃতের সহস্র-ধারায় স্নান করাইতে তুমি অদ্বিতীয়; তথা এই সকলের বাহ্যাভিনয়ই তোমার কপট-প্রেমের উপযুক্ততরা-প্রণালী ও সার্থকতা, এই কথা বলিয়া, আমাকে পরিতাপ করিতে হইবে না।

কিঞ্চ, আমাকে এরূপেও পরিতাপ করিতে হইবে না যে, হায় হায়! আমি কি অবোধিনী! নিপতিত-বর্ষোপল-শিলা-সমূহের দিনকর-কর-নিকর-সমুজ্জ্বল-দিব্য-কান্তি-কলাপ-দর্শনে মাণিক্য মনে করিয়া, হৃদয়ে আশায় উৎফুল্লা হইয়া, আনন্দ-ভরে ধাবিতা হইয়াছিলাম বটে; কিন্তু

হায়! পাণি-স্পর্শ-মাত্রেই আমার সকল আশায় ছাই পড়িয়া গেল! অর্থাৎ জলময়-রূপ-পরিত্যাগ করিয়া, বর্ষোপল-শিলারূপ-মাণিক সহসা মিলাইয়া গেল! আর লাভের মধ্যে আমি দর্শক-বৃন্দের নিকটে উপহাসাস্পদ হইলাম। হে সুন্দর-দর্শন! কেন যে আমাকে উক্তরূপে পরিণামে পরিতাপ করিতে হইবে না, তাহার কারণ-কথন করিতে হইলে, বলা যাইতে পারে যে, ভাগ্য-বৈগুণ্য-বশে বিধাতা যে সকল-প্রণয়িনী-জনের প্রতি নিদারুণ-ব্যবহার করিতে তৎপর হন, সেই সকল-প্রণয়িনী-জনকে কপট-প্রেম-রহস্য ও অকপট-প্রেম-তত্ত্ব সবিশেষ বুঝিতে না দিয়া, প্রথম হইতেই তাহাদিগকে "বিষকো কটোর, থোর দধি উপর" দিয়া, অল্পতর-তরল-দধি-সমাচ্ছাদনে উপরিভাগে সমাচ্ছন্ন-বিষ-প্রধান-পাত্র-প্রদান করিয়া থাকেন সত্য; কিন্তু হে প্রাণাধিক! তুমি যখন এরূপ শত শত-বিধাতার, সৃষ্টি-কর্ত্তৃ-পদে অবস্থিতি করিতেছ এবং স্বয়ং ব্রহ্মা যখন তপঃ-পরায়ণ হইয়া, মন্দরাভ্যাসে দিব্য-শত-সম্বৎসর-কাল-পর্য্যন্ত স্তুতি-সাহায্যে আরাধনা করিয়া, মাহেশ্বরী-পরমা-পূর্ণা-যোগমায়া-প্রকৃতি-পদ হইতে আমাকে সতী-পদে ও পশ্চাৎ-সতী-পদ হইতে দেব-কার্য্য-সাধনার্থ এই পার্ব্বতী-পদে অবতারিতা করিয়াছেন, তখন আমার পক্ষে অন্যরূপা-শুভতরা-ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্টা হইবে, সন্দেহ নাই।

কিঞ্চ, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী পুনশ্চ কহিলেন,—হে রমণ! তুমি লঘু-লঘু আলাপ-বচনাবসরে আমার প্রতি যে গাঢ়তর অনুরাগের পরিচয়-প্রদান করিয়াছ, আমি তোমার তাদৃশ-গাঢ়তর অনুরাগের পরিচয়-প্রাপ্তা হইয়া, একদিকে যেমন নিজ-নারী-জন্মের সার্থকতা অনুভব-পুরঃসর ললামায়মান-ললিত-কুল-ললনা-কুলে আপনাকে নিরতিশয়-গৌরব-ভাজন-ভূতা ও ধন্যাতিধন্যা মনে করিয়া, মানসে আনন্দ-রসে আপ্লুতা হইতেছি, অপর দিকেও সেইরূপ তোমার এই চেতশ্চমৎকার-জনক-ব্যাপার অবলোকন করিয়া, অন্তর্হৃদয়ে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিতা হইতেছি। আশ্চর্য্যান্বিতা হইতেছি, একথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, এতদিন-পর্য্যন্ত আমার ও ব্রহ্মাণ্ড-গোলকস্থ-লোকের এইরূপ ধারণা ছিল যে, নবীন-নীর-পূর্ণ-নব-নীরদ-খণ্ডের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া, চাতক তৃষ্ণাতুর হইয়া থাকে, চন্দ্রিকা-পায়ী চকোর চারুতর-চন্দ্র-মণ্ডলের প্রতি নিমেষ ও

উন্মেষ-শূন্য-নয়নে এক-দৃষ্টি-সাহায্যে চাহিয়া থাকে এবং তরুবরকে অবলম্বন করিবার জন্য লতাকুল ব্যাকুলিত হইয়া থাকে।

পক্ষান্তরে হে প্রেষ্ঠ! ত্বদীয়-লঘু লঘু আলাপ-বচন-শ্রবণে আমি তোমার মদ্বিষয়ক যে প্রগাঢ়তর-প্রেমানুরাগের পরিচয়-প্রাপ্তা হইয়াছি, তৎফলে আমার মনে হইতেছে যে, চাতকের পানে চাহিতে চাহিতে, নব-জলধর তৃষ্ণাতুর হইয়াছে, চকোরের পানে চাঁদের অনিমেষ-দৃষ্টি নিপতিতা হইয়াছে এবং লতা-কৃত আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ হইবার জন্য তরুবর ব্যাকু-লিত হইয়াছে। অতএব হে মহাভুজ! তুমি নিশ্চয়-পূর্ব্বক বল দেখি, এই অলৌকিক ও অপ্রসিদ্ধ-ঘটনা-সকল কি অতীব আশ্চর্য্য-জনক-ব্যাপার, যা ঘটনার মধ্যে পরিগণিত হইবার উপযুক্ত নহে? অথচ এতদপেক্ষা অধিকতর-আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, হে নাথ! তুমি নিজ-মুখেই লঘু লঘু আলাপ-বচনাবসরে বলিয়াছ যে, আমি তোমার মনের সকল-বাসনা চরি-তার্থ করিব, সকল-সাধ পূর্ণ করিব; কিন্তু হে নাথ! দেব-কার্য্য-সাধনার্থে তোমার নিকটে আমি যে সহস্র-বার্ষিক-বিহারের প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছি, তদ্বিষয়ে তুমি এখনও সম্মতিদান করিতেছ না কেন?

অতএব হে প্রিয়তম! পুনশ্চ এইরূপ প্রশ্ন হইতেছে যে, তুমি বল দেখি, স্রোতোবহা-নদীর সুদীর্ঘ-সঙ্গমাভিলাষে সাগরাভিমুখে গমন বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট-নিয়মানুসারে অত্যন্ত-স্বাভাবিক? কি না? এবং সাগর-সঙ্গমাভিলাষিণী-গঙ্গা-গোদাবরী-প্রভৃতি-সরিৎ-সকলের সমুদ্র-গমন যদি নৈসর্গিক-নিয়মানুসারে বিরুদ্ধ না হয়, তবে বহুতর-দিব্য-সহস্র-সম্বৎ-সরের অনন্তর ত্বদীয়-বিরহ-বিধুর-হৃদয়ে তোমার সহিত সহস্র-বার্ষিক-বিহারাবসরে আমার এই ভবদীয়-মুখ-কমল-মধু-পান-প্রার্থনা অবিরুদ্ধা, বা সমীচীনা বিবেচিতা হইবে না কেন? হে কমনীয়-কলেবর! এই অখণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে একমাত্র তুমিই সর্ব্ব-ধনের সারভূত-সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-প্রার্থনীয়-ধনরূপে আমার নিকটে বিবেচিত হইয়াছ বলিয়াই, আমি তোমার ভাবে বিভোরা হইয়া, উক্তরূপ অভিলাষের বশবর্ত্তিনী হইয়াছি।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে চতুরশীতিতম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়

অনন্তর রূপানুরাগিণী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী সুবর্ণ-সুন্দর-শ্রীশঙ্করদেবের অপরূপ-রূপ-বর্ণন-ব্যপদেশে তদীয় অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্য আস্বাদনাভিপ্রায়ে প্রবৃত্তা হইয়া কহিলেন,—হে নাথ! তুমি সহজেই রসিকরাজ; সুতরাং তোমার কার্য্য-কলাপ সতত অলক্ষিত হওয়া অসম্ভব নহে; পরন্তু অলক্ষিত-কার্য্য অনুভব-সাহায্যে সকল-সময়ে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারা যায় না। হে ভুবন-ভূষণ! কোন ছলাবলম্বনে কোন কথা বলিলে, অনুমানে তাহা সহজে বুঝা যায় না বলিয়া এবং খুলিয়া, সরল-মনে মনের কথা না কহিলে, ছল-কথায় ফল হয় না বলিয়া, আমি অকপট-হৃদয়ে সরল-প্রাণে বলিতেছি যে, তোমার এই অপরূপ-রূপ-মাধুরী আমার অন্তরে এরূপ বদ্ধ-মূলা হইয়াছে যে, এখন আর আমার অপর কিছুই ভাল লাগেনা!

হে প্রাণেশ্বর! "অনিমিখ-লাখ-নয়নে, যব যুগ-শত হেরই, না পাবই ওর", অর্থাৎ যদি অপলক-লক্ষ-লোচন-দ্বারা শত-যুগ ধরিয়া, তোমার এই অভিনব অপার-সৌন্দর্য্য নিরন্তর-নিরীক্ষণ করা যায়, তাহা হইলেও, আমার বোধ হয়, আমি তোমার এই অনন্ত-লোকত্রয়াতীত অসীম-সৌন্দর্য্যের ওর, বা অবধি পাইতে পারিব না; কারণ, তোমার এই সৌন্দর্য্য প্রতিক্ষণেই নব-নব-মাধুরী-মণ্ডিত হইয়া, নূতন-নূতন-ভাব-ধারণ করিতেছে। হে মাধুর্য্যময়! তোমার জগন্মনো-মোহন-শ্রীবদনের নিরতিশয়-সমুজ্জ্বল-প্রভায় চাক্‌চিক্যশালী অন্যান্য প্রভাবান্ পদার্থের প্রভা-মালিন্যের কথা আর কি বলিব? বিপুল-পৃথুল-বর্ত্তুল-পদ্ম-রাগ-মণি-নির্ম্মিত-মার্জ্জিত-নির্ম্মল-সমুজ্জ্বল-মনোহর-মহার্হ-মুকুরের কমনীয়-কান্তিও পরাজিতা ও ধিক্‌কৃতাবস্থায় বিমলিন-ভাবে অবস্থিতি করিতে বাধ্যতরা হইয়াছে!

তথা তোমার শতদল-দল-দীর্ঘ-তরলতর-তারাকুলিত-ললিত-লোল-লোচন-যুগলের প্রভা এমনই স্নিগ্ধা, মধুরতরা ও মনো-মোহিনী যে, দেখিলেই মনে হয় যেন, কোন দেববর ভক্তি-ভরে সমাগত হইয়া, ভবদীয়-মুখ-মণ্ডলরূপ-শারদ-সুনির্ম্মল-সুধাকরকে অম্লানাচিরোদ্ধৃতামল-কমল-দল-সাহায্যে এইমাত্র পূজা করিয়া গিয়াছেন! আর তোমার বন্ধুকবৎ অর্থাৎ বাঁধুলী-কুসুমের ন্যায় রক্ত-রাগ-রঞ্জিত এই পক্ব-বিম্বাধরটী আমার নিকটে অতিমনোহররূপেই প্রতিভাত হইতেছে। অথবা অকপট-হৃদয়ে বিস্পষ্ট-ভাষায় মন খুলিয়া, মনের কথা বলিতে কি? হে মনোহররূপ! তোমার বন্ধুকবৎ অতি-মনোহর এই সুরঞ্জিত অধরে অধর-সুধা-রস-পানে আসক্ত-বিল-সিত-রসময়ী-বংশীটীর অসীম-মহত্তর-সৌভাগ্য-সন্দর্শনে ঈর্ষ্যান্বিত-হৃদয়ে আমারও ইচ্ছা হইতেছে যে, আহা! আমিও রসময়ী-বংশীর ন্যায় ত্বদীয়-সুরঞ্জিতাধরে অধর-সুধা-রস-পানাসক্ত-মানসে নিরন্তর-বিলসিতা হইয়া, নিজ-জন্ম-ধারণ সফল, বা সার্থক করি।

অপিচ, হে কান্ত! তোমার কম্বু-কমনীয়-পরম-রমণীয়-বঙ্কিম-ভঙ্গিম-ময়-কণ্ঠ, বা গ্রীবার গুরুভারভরে অতিমন্থর, অর্থাৎ অতিমৃদুগতি-সম্পন্ন অবতংস, বা মহানীল-মণি-নির্ম্মিত-রুচির-রত্ন-খণ্ড-খচিত-কর্ণ-ভূষণ দুইটী কেমন সুন্দরভাবে বৃষ-স্কন্ধ-কল্প অংস-দ্বয়ের কিঞ্চিৎ উপরিভাগে গ্রীবা-পার্শ্ব-দ্বয়ে বিরাজিত হইয়া, মৃদু-মৃদু দুলিতেছে? হে নাথ! এই নীলমণিময়-মার্জ্জিত-মুকুরে তুমিই একবার দেখ দেখি! দেখিলে, আমি নিশ্চিতই বলিতে পারি যে, হে সুন্দর! আমার ন্যায় তুমিও মুগ্ধ-চিত্তে স্বীয় অংসে বিরাজিত অবতংস-যুগলের ভূয়সী-প্রশংসা না করিয়া, থাকিতে পারিবে না! কিন্তু, কেবলই কি তোমার এই কর্ণ-ভূষণ-যুগলের ঔজ্জ্বল্য-সৌন্দর্য্যময়ী-শোভা? তদুপরি আবার কনক-শিলা-বিশাল-ভাল-তল-লগ্ন-চন্দন-চান্দের বিশ্বাতিশায়িনী-শোভা আছে; বলিতে কি? সকলেই ত ললাট-ফলকে চন্দনের তিলক-ধারণ করিয়া থাকেন; কিন্তু কাহারও ললাট-তল-লগ্ন-তিলকের এরূপ অপরূপ-শোভা কেহ কখনও দেখিয়াছে কি? আমার মনে হইতেছে যে,

এই ভুবন-মোহন-নারী-মনোহর-চন্দন-তিলক-চাঁদটী রমণী-মণি-মোহনের ফাঁদ-স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছে।

কিন্তু, অতুলনীয় এই তিলক-চন্দ্রে লোচন-চকোর চাহিবামাত্রই যে বাঁধা পড়িবে, তদ্বিষয়েই বা সন্দেহ কি আছে? একে ত সুবর্ণ-ফলক-কল্প-ললাট-তল-লগ্ন-চন্দন-তিলক-চন্দ্রের সর্ব্বাতিশায়িনী-মনো-মোহিনীশোভা; তদুপরি আবার উষ্ণীষ-বসন, কিম্বা কিরীটের মূলাগ্র-ভাগে সংলগ্ন-স্থূলোজ্জ্বল-মুক্তার ঝারা-গুলি তিলকের উপরিভাগে নিপতিত হইয়া, তিলক-শোভার উপর পুনশ্চ শত-গুণে শোভা বাড়াইয়া দিতেছে! অপিচ, হে প্রিয়! কিরীট, বা উষ্ণীষ-বসনের নিম্নাগ্র-লগ্ন-মুক্তার ঝারা-গুলিকে দেখিলে, বোধ হয় যেন, তোমার মৌলি-মণ্ডলস্থ-ঘন-সন্নিবিষ্ট- কৃষ্ণ-কুঞ্চিত- কোমল- কেশ-কলাপরূপ- নবনীর-পূর্ণ-নীরদ-মণ্ডল ললাট-লগ্ন-চন্দন-তিলক-চন্দ্রের উপরিভাগে ঘন-ঘন রস-ধারা, জল-ধারা-বর্ষণ করিতেছে! কবির ভাষায় সংক্ষিপ্ত করিয়া, সখী-সমীপে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর শ্রীমুখ-সাহায্যে এই শাঙ্কর-শ্রীরূপটীর বর্ণনা করিতে হইলে, এইরূপ বর্ণনা করা যাইতে পারে যে, "সজনি! মঝু মনে লাগল, আত্ম-কিশোর। অনিমিখ-লাখ-নয়নে, যব যুগ-শত হেরই, না পাবই ওর-! পদ্ম-রাগমণি-মুকুর-কান্তি-জিনি, জগ-মন-মোহন-বয়না। শারদ ইন্দু, অমল-নব-পঙ্কজ, পূজল যসু দুই নয়না! বন্ধুক-বন্ধু, অধর অতিমনোহর, বিলসই রসময়-বংশে। ভঙ্গিম-গীম-ভর অতি-মন্থর, অবতংস বিরাজিত অংসে। ভালে চন্দন-চান্দ, রমণি-মোহন-ফান্দ, তদুপরি মুকুতার ঝারা। কালিকা কহিছে, ঘন-চান্দের উপরে, যেন সঘনে বরিষে রসধারা!"

কালোচিত-কুসুম যেমন স্বতঃসুন্দররূপে বিকসিত হয়, সেইরূপ নিরন্তর নানাবিধ-ভাব-কুসুমের স্বতঃ প্রস্ফুটনে নিত্য-শোভিতা, সদা-সৌরভান্বিতা, আমাদের প্রেম-কল্প-লতিকা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী আজ এই যমুনোত্তরীতীর-বন-বিহারী দেববর-হরের কুঞ্জ-ভবনান্তর্গত-রত্ন-মন্দির-মধ্যে আগমন-সময়ের রূপ-মাধুরী-দর্শনে নিজ-হৃদয়-কুঞ্জ-কাননে যে সকল-ভাব-কুসুম বিকসিত হইয়াছে, সেই সকল-কালোচিত-সুমনঃ-সৌরভে

উন্মাদিত-প্রায়-প্রাণে ধনী-মণি-জনোচিত-বচনে মণি-মন্দির-মধ্যে নব-ভবদশোক-দল-রচিত-শয়ন-সার-তলে বিপুল-পুলক-কুলাকুল-কলেবর-কান্ত-শ্রীশঙ্করদেবের সমীপে সুখোপবিষ্টাবস্থায় পুনশ্চ কহিলেন,—হে হৃদয়ৈক-বন্ধো! আজ আমি তোমার দেবেন্দ্র-কুল-সুধাম্বুধি-সম্ভূত-শশধরোচিত যে রূপ-মাধুরী দেখিয়াছি, এমন দর্শন বুঝি, আর কখনও আমার ভাগ্যে ঘটে নাই! হে পরিণেতঃ! আমার প্রাণ তোমার এই রূপ-সাগরে একেবারে চিরতরে ডুবিয়া গিয়াছে! আহা, এহেন রস-নিধির নির্ম্মাতা বিধাতা পরমধন্য বটে; কিন্তু পরম-পরিতাপের বিষয় এই যে, এতাদৃশী অশেষ-ভুবন-দুর্ল্লভ রূপ-মাধুরী মনের সাধে আস্বাদন করিবার জন্য আমার প্রত্যেক অঙ্গে তিনি লক্ষ-লক্ষটী করিয়া, নয়ন-দান করেন নাই!

আহা, এই চাকৃচিক্যময়ী-হেমমণিময়ী-বরতনুখানিতে রুচিরতর-রত্ন-খণ্ড-খচিত-মহামূল্য-মাণিক্য-রাজি-বিরাজিত-গজরাজ-জাত-মুক্তা-ফল-জাল-জড়িত-কাঞ্চন-ভূষণ-সমূহের ঔজ্জ্বল্য প্রতিফলিত হইয়া, রূপের কিরণে একেবারে যেন ত্রিভুবনকে ঝল্‌সাইয়া দিতেছে! হে রতগুরো! তোমার মার্জ্জিত-মসৃণিত-কনক-মুকুর-কল্প-কমনীয়-কলেবরে প্রতিফলিত-মণি-রত্ন-খচিত-কনকময় আভরণ-নিকরের প্রতিস্রোতঃ-প্রবর্ত্তিত-প্রখর-প্রভা-প্রাচুর্য্যে যদিচ মদীয়-নয়ন-প্রভা প্রতিহতা হয় নাই সত্য, তথাপি তোমার এই অশেষ-জগদুদ্ভাসী, বিকাশী শ্রীরূপরাশির সন্দর্শন-সঞ্জাত-সুখাবেশ-জনিত আনন্দাশ্রু-সমূহে আমার লোচন-যুগল যেন সমাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে! হে পাণিগ্রহীতঃ! এই নিধুবন-বিনোদ-সুখ-মহোৎ-সবাবসরে যমুনোত্তরী-তীর-কাননে তুমি শত শতমখ-পুরী, বা সহস্র-বৈকুণ্ঠ-পুরীর সৌন্দর্য্য আহরণ করিয়াছ সত্য; কিন্তু একমাত্র তোমার এই শ্রীরূপ-সুধা-সৌন্দর্য্যই আমার লোচন-যুগলের আনন্দ-মহোৎসব সম্পাদন করিতেছে!

আহা! আমার নয়নানন্দের নয়নাঞ্চল দুইটী ঠিক যেন বিকসিত-শোণ-সরসিজ-দল-দ্বয়ের প্রান্ত-ভাগের ন্যায় শোভা-প্রাপ্ত হইতেছে! অর্থাৎ অরুণ-নলিনী-দল যেমন সুন্দর, স্নিগ্ধ ও সমুজ্জ্বল, আমার

নয়নানন্দের নয়নাঞ্চল-যুগল কেবলই যে তেমনি সুন্দর, তেমনি স্নিগ্ধ, তেমনি সমুজ্জ্বল, তাহা নহে ; পরন্তু হে জীবিতেশ ! আমি আরও দেখিতেছি যে, তোমার এই মোহন-লোচনাঞ্চলে কোটি কোটি-কন্দর্প যেন সজ্জিত-ক্রীড়াবস্থ হইয়া, পরম-শোভা-প্রাপ্ত হইতেছে ! কিঞ্চ, হে সুরতেশ ! তোমার সহজেই কত-কত-ফুল-শর-সাজে সজ্জিত এই অরুণ-কঞ্জ-দল-কল্প-লোল-দৃগঞ্চল-যুগলের সহিত যখন যখন আমার দৃষ্টি সম্মিলিতা হইতেছে, তত্তৎ-কালমাত্রেই তোমার ন্যায় রসময়-সুরতেশ্বরের সুধাধরে অপূর্ব্বতর কেমন এক একটী সুন্দর-মধুর-মধুরতর-হাসি ফুটিয়া উঠিতেছে ! কিন্তু কি আশ্চর্য্য ? সুধা-মাখা-হাসিটী তোমার মধুরাধরে ফুটিয়া উঠিয়া, অলক্ষিতভাবে মদীয়-হৃদয়-মধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক বিষম-শর-শরাকারে মর্ম্মস্থানটীকে বিদ্ধ করিয়া, যেন আমার সংজ্ঞার বিলোপ-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে !

অথচ বহির্দৃশ্যে প্রতীত হইতেছে, যেন তোমার মধুর অধরের প্রত্যেক হাস্য-সুধা-লহরীটী দশন-কিরণ-কলাপের সহিত মিশ্রিতা হওয়ায়, হাস্যসমুজ্জ্বল-দশনকান্তিগুলি প্রতিক্ষণে "কতহু মণিমোতিম" অর্থাৎ কত-কত-শত-শত-মণি-মুক্তার আকারে অবিরলধারে খসিয়া, ঝরিয়া পড়িতেছে ! হে প্রাণপতে ! শুন, শুন, একবার স্থির-চিত্তে শ্রবণ কর, মনে করিও না যে, আমি লজ্জার খাতিরে তোমার নিকটে অকপটে মনের কথা খুলিয়া বলিতে বিরতা হইব। ফলতঃ কথা কহিতে গেলে যে পরিশেষে লজ্জা থাকে না, তাহা বোধ করি, তোমার ন্যায় রসময়ের সবিশেষ জানা আছে ! হে রমণ ! আমি তোমার স্মেরানন-সরোরুহ-সন্দর্শনে "ভরমভরে" সসম্ভ্রমে বসনাঞ্চল উত্তোলন-পূর্ব্বক তদ্দ্বারা নিজ-দেহ আবৃত না করিয়া, সম্প্রতি মনে করিতেছি যে, তুমি যখন আমাকে সুন্দরী-বর-নারীরূপে গ্রহণ করিয়াছ, তখন আমি তোমার নব-যৌবন-মদ মত্ত-মানস-মাতঙ্গটীকে নিজ-কুচ-গিরি-যুগলের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিব !

কিঞ্চ, হে প্রাণকান্ত ! তোমার লক্ষ-লক্ষ-কুটিল-কটাক্ষ-শরের গুরুতর আঘাতে আমার শরীর একেবারে জর জর হইয়াছে ! তথা আমি আর নিজ-জীবনে স্থিরতা-বন্ধন করিতে পারিতেছি না ! কিছুতেই

আমার প্রাণ স্থির হইতেছে না! হে রসময়-নাগরেন্দ্র-শিরোমণে! এভাদৃশী অবস্থা-প্রাপ্তি-সত্ত্বেও পুনশ্চ তোমার "সরস-কপোল, লোল-মণি-কুণ্ডল, ঝাঁপল দিনকর-ভাস।" রস-মাধুর্য্যময়-নিস্তলোন্নত-কপোলতল-যুগলে বিলোলিত-যুগল-মণি-কুণ্ডল সুবর্ণ-বর্ণ-গণ্ড-কান্তির প্রতিবিম্ব-লাভ-প্রভাবে উদয়নোন্মুখ, বা অস্তাচল-চূড়ারোহণোন্মুখ-বাসরমণি প্রভাকেও পরাভূতা, আচ্ছাদিতা করিয়া, আমারও লোচন-যুগলে ধাঁধা জন্মাইতে চেষ্টা করিয়াছিল বটে ; কিন্তু ভাগ্য-গৌরব-বশতঃ আমার নয়ন-মণি-প্রভা তাহার তাদৃশ আক্রমণের ব্যর্থতা-সম্পাদনে কুশলিনী হওয়ায়, সম্ভাবিত-বিড়ম্বনা-ভোগের দায় হইতে অব্যাহতি-লাভান্তে আমি প্রাণ ভরিয়া, নয়ন ভরিয়া, হৃদয় ভরিয়া, ভাল করিয়া, তোমার এই অপরূপ-নিরুপম-রূপ-লাবণ্য-দর্শন করিতে করিতে, মাধুর্য্য-সৌকুমার্য্য-সৌন্দর্য্য-সুধা লোচন-চষক পূর্ণ করিয়া, পান করিতে করিতে, মানসে এতই উন্মাদিতা হইয়াছি যে, হে জীবনাধিক! আমি আর কিছুতেই ধৈর্য্য-ধারণ করিতে পারিতেছি না।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

ষড়শীতিতম অধ্যায়

এই সকল-কথা বলিয়া, পুনশ্চ শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী কহিলেন,—হে সখে! স্বামিন্! এতাবৎকাল আমি জানিতাম, কন্দর্পের প্রহরণ কেবলমাত্র পাঁচটী বাণ এবং দূর হইতে উক্ত-পুষ্পময়-শর-পঞ্চক-দ্বারা অবলা-বালাদিগকে বিদ্ধা করিয়া, মারিয়া ফেলাই তাহার বীরত্ব; কিন্তু হায়! এখন দেখিতেছি, তাহা ত নয়! এ যে তোমার ন্যায় সুবর্ণবর্ণ-বিভূষিত-সু-নাগরের শ্রবণ-যুগলে মকর-কুণ্ডল-যুগলের সহিত মিলিত হইয়া, এই যে কনক-কেতকীর অবতংস দুইটী দোলিত হইতেছে, এই কনক-কেতকীর অবতংস-দুইটী প্রকৃত-পক্ষে কিয়ার ফুল-মাত্র নহে; কিন্তু এই কনক-কেতকীর অবতংস-দুইটী কামদেবের কর-পত্র-নামা অপরবিধ-প্রহরণ-স্বরূপ জানিতে হইবে। কারণ, অবলা-জনের পক্ষে মহাবলবান্ বীরবর-কন্দর্পদেব এই করাত-প্রহরণ-সাহায্যে নৃশংস-ঘাতকের ন্যায় রমণী-মণিগণের ক্ষুর-ধারাভ-হৃদয়কেও যখন দ্বিখণ্ডিত করিতে সমর্থ, তখন তিনি যে এই কনক-কেতকী-কুসুমাবতংস-রূপকর-পত্র-দ্বারা অবলা-জনগণের শিরীষ-কুসুম-কোমল-হৃদয়কে সহসা দ্বিখণ্ডিত করিবেন, তাহা নিশ্চিতরূপেই বলা যাইতে পারে।

কিঞ্চ, শ্রীশঙ্করদেবের এই নব-নাগর-নটবর-রসরাজ-জনোচিত-শ্রীরূপটীর প্রতি সহজানুরাগসম্বরণে নিতান্ত অসমর্থা নায়িকামণি-রসরাজ্ঞী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী আবার বলিলেন,—আহা! আমার প্রাণ-বল্লভের হেম-মণি-লাবণ্য-মণ্ডিত-শ্রীঅঙ্গের উপরিভাগে সযত্নে আরোপিত-হেম-মণিময়ালঙ্কার-নিচয়ের কমনীয়-কান্তি-কলাপের মধ্যে বিদ্যুৎ-পুঞ্জ-সমপ্রভ-শ্রীঅঙ্গ হইতে বিদ্যুৎ-প্রভা প্রাদুর্ভূতা হইয়া এবং তদুপরি পরিহিত-পীত-কৌষেয়-দিব্য-বসনের বিমলোজ্জ্বল-জ্যোতিঃ সহ সংমিলিতা হইয়া, রুচিরতর-তনু-রুচির উপরি যে কি সুন্দর, কি মধুর, কি মনোহর,

কি চেতশ্চমৎকার-কারক-বিপুল-বিমল-তেজঃ-পুঞ্জের, প্রতপ্ত-জাম্বূনদ-রমণীয়-বর্ণ-বিভাসিত-সুধাকর-কর-সুশীতল-প্রভাবতী-শোভা-সম্ভারের সমাবেশ সাধন করিয়াছে ? তাহা আমি আর একমুখে কি বলিব ?

আরও এই একটী আশ্চর্য্যাবহ-ব্যাপার অবলোকন করিতেছি যে, হে নটবর-শেখরেশ্বর ! তোমার মৌলি-মুকুটরূপে শিরো-মণ্ডলে অবস্থিতা, ময়ুর-পিচ্ছ-পুঞ্জ-রচিতা বামে বঙ্কিম-মোহন-চূড়াটীর মূলদেশ-পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক নিজ-প্রচুরতর-পরিমল-সাহায্যে দিগ্‌দিগন্তরের পূর্ণতা-সম্পাদন করিয়া, এই যে মালতী-মালাটী স্বয়ং প্রভাবতী হইয়া, অপূর্ব্ব-শোভার বিস্তার-সাধন করিতেছে, এই মালতী-মালাটীরই প্রকট-প্রচুর-প্রকৃষ্ট-পরিমলে প্রমত্ত-সমাকৃষ্ট-মধুর-মঞ্জুল-গুঞ্জনকারি-রোলম্ব-নিকুরম্বের কোন স্থানে উপবেশন না করিয়া, কেবল ইতস্ততঃ ঘুরিয়া ঘুরিয়া, ফিরিয়া ফিরিয়া, ভ্রমণের প্রতি কারণানুসন্ধান-কল্পে আমার মনে হইতেছে যে, এই প্রমত্ত-ভ্রমরাবলী, "মালতী-মালকো" পরিমলে সমাকৃষ্ট এই রোলম্ব-নিকুরম্ব এখানে আসিয়া, মহাবিপদে পতিত হইয়াছে।

কারণ, মালতী-মাল্য-পরিমল-লোভে এই যে অলিকুল এখানে আসিয়া জুটিয়াছে, ইহারা এখানে আসিয়া, হে নাথ ! তোমার দুইটী দীর্ঘ-দল-লোচনোৎপল এবং একটী শ্রীমুখ-শতদল-দর্শন করিয়া, কেবলই ভাবিতেছে ; কিন্তু মালতী-মাল্য-কুসুমে, লোচনোৎপল-যুগলে, কিম্বা তোমার শ্রীমুখ-কমলে কোথায় যে বসিবে, তাহা নিশ্চয় করিতে পারিতেছে না। অথচ হে প্রিয়তম ! আমার ভয় হইতেছে যে, এই প্রমত্তাকুলালিকুল কি জানি ভ্রান্ত হইয়া, যদি তোমার নয়ন-কমলে নিপতিত হয় ! আর একটী ভয়ের কথা হইতেছে যে, একদিকে যেমন তোমার মনোহর-মালতী-মাল্যের মনোরম-পরিমল, অপরদিকেও সেইরূপ তোমার শ্রীমুখ-কমলের ও অন্যান্য শ্রীঅঙ্গ-সমূহের স্বর্গীয়-সুমধুর-সৌরভ এবং পরিমলাকুল অলিকুলের মঞ্জুল-গুঞ্জন, এই ত্রিবিধ-কারণের একত্র সমবায়-বশতঃ অন্যান্য-মত্ত-মধুকর-নিকর মাল্য-পরিমলে সমাকৃষ্ট এবং সজাতীয়গণের মঞ্জুল গুঞ্জনে সমাহূত হইয়া, শ্রীঅঙ্গ-সমূহের সৌরভে সৌরভ্য-সম্পন্ন, বা আমোদিত-দিঙ্মণ্ডল হইতে মদন-মহারাজের

লক্ষ-লক্ষ-ধানুষ্ক-সৈনিক-স্বরূপে ধাবিত হইয়া, এইদিকে আগমন করিতেছে!

এই কথা বলিয়া, আমাদের রস-রাজ্ঞী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী সর্ব্বাঙ্গাবয়বে ভয়-ভাবের অভিনয় করিতে করিতে, রসরাজ-শ্রীশঙ্করদেবের কুন্দে, ভ্রমি-যন্ত্রে আরোপিত-কুন্দিত প্রায়-সুমসৃণালৌকিক-রূপ-লাবণ্য-ললিত এবং হেম-সম-সুবর্ণ-শোভিত-শ্রীঅঙ্গতলে তদীয়-সুবর্ণ-কেয়ূরালঙ্কৃত-কর-দ্বারা বেষ্টিত-কলেবরে স্বীয়-প্রিয়তম-ভর্ত্তার যে স্থানে তারকানুকার-হীরক-হার-সার সুবর্ণ-হার ও মুক্তাহার-সারের সহিত সম্মিলিত হইয়া, সম্যক্ ঔজ্জ্বল্য-বশতঃ ঝক্-মক্ ঝক্-মক্ করিতেছিল, সেই নিজ-নিকেতনে, প্রিয়-জন-বক্ষঃস্থলে বিধু-বিনিন্দিত-নিজ-বদন-বিম্ব লুক্কায়িত করিলেন। এদিকে রসিক-শেখরেন্দ্র-মৌলি-মুকুট-মণি-শ্রীশঙ্করদেবও স্বীয়-প্রিয়তমাকে ভীতি-ব্যঞ্জক উক্তরূপ অভিনয় করিতে দেখিয়া, উৎসাহ-পূর্ণ-বিবিধ-পরিহাস-বাক্যে সময়ানুরূপ-সান্ত্বনা-দান-পূর্ব্বক দয়িতা-শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীকে নিজ-সুবিশাল-ক্রোড়ে শয়ন করাইয়া, বামোরু-সংলগ্ন-নিজ-বাম-হস্তোপরি তদীয়-মস্তক-ভার-ধারণ ও স্বীয়-দক্ষিণ-কর-কমল-সাহায্যে তদীয়-চিবুক-সংস্পর্শন-পুরঃসর কপালে, কপোল-যুগলে, লোচন-যুগলে ও বিম্ব-ফল-বিনিন্দিত ওষ্ঠাধরে পরমানুরাগভরে প্রগাঢ়ভাবে ঘন-ঘন-চুম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীও প্রাণাধিক-প্রিয়তম-কৃত-চুম্বনালিঙ্গনাদি-জাত-সুখ-রস-সাগরে নিমগ্নপ্রায়-হৃদয়ে নয়ন-যুগলে নিমীলিতা হইয়া, ধ্যান-পরায়ণ-মানসে সহসা মদন-দাহের অনন্তর শ্রীশঙ্করদেবের আশ্রমান্তরে প্রস্থানের পরবর্ত্তি-ক্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া, নারদোপদেশে দুশ্চরতর-তপশ্চরণার্থ বনে গমন না করা পর্য্যন্ত-সময়ের মধ্যে এই প্রিয়তমের অভাবে যে অসহনীয়-প্রচণ্ড-পাবক-কল্প-বিরহ-সন্তাপ-সহন করিয়াছিলেন, মধু-মাধব-মাসীয়-শত-শত-দিনকরের খরতর-কর-নিকর অপেক্ষাও সহস্র-গুণে অধিকতরোত্তাপ-প্রদ-তাদৃশ-বিরহ-দাব-দহনের অসহনীয় উত্তাপ-সহনের কথা সমুদিতা হওয়ায়, দুঃসহ-দুঃখ-দায়ক সেই বিগত-কালের সহিত এই বর্ত্তমান-কালের এবং বিগত-কালাধিকরণক-পরিজনোপনীত-

বিবিধ-বিলাসোপকরণ-সকলের সহিত এই বর্ত্তমান-কালাধিকরণক-পরিজন-সখীজন-সর্ব্ব-সুরাসুর-নর-কিন্নর-জনোপনীত, অথবা বনদেবী-বিরচিত-রুচির-রাস-রস-বিলাসের, কিম্বা সুরত-সমর-রস-সমাস্বাদনের উপযোগী উপকরণ-সম্ভারের তুলনা করিয়া, একমাত্র-প্রিয়তমের ভাবে ও অভাবে সম-জাতীয়-বিলাস-সামগ্রীর অনুভূত-সুখ-দুঃখ-প্রদত্ব-কীর্ত্তনাভিপ্রায়ে সাগ্রহে অগ্রেসরা হইলেন।

অপিচ, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী তৎকালে এই কথা বলিলেন যে, হে প্রিয়তম! প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তন, বা পরিণামশীল-পরিদৃশ্যমান এই বহু-বিচিত্র-বিশ্ব-প্রপঞ্চে কাহারও পক্ষে চিরদিন যে কখনও সমানভাবে যায় না, তাহা অন্যান্য অনেকেই যেমন অনুভব করিয়াছেন, আমিও সেইরূপ অদ্য বিস্পষ্টরূপে অনুভব করিতেছি! কিঞ্চ, একজাতীয় উপকরণ-সত্ত্বেও, সময়ের গতি-বশে যে কিরূপ-ভিন্ন-ফল অনুভূত হইতে পারে, তাহা অদ্য আমা-দ্বারা যেমন সুন্দররূপে প্রমাণিত হইতেছে, এরূপ সুন্দর ভাবে বোধ করি, আর কাহারও দ্বারা সুপ্রমাণিত হয় নাই। নিদর্শন-প্রদর্শন-দ্বারা এই বিষয়টীর সমর্থন করিতে হইলে, বলা যাইতে পারে যে, হে বনমালিন্! তুমি সম্প্রতি বনদেবীর কমল-কোমল-কর-কল্পিত-বনমালাবলম্বনে পরম-শোভা-প্রাপ্ত হইতেছ বটে; কিন্তু পরমোৎকৃষ্টতম-সুমহত্তম-সৌভাগ্যের সমুদয়-বশতঃ অধুনা আমি তোমার সুধা-সাগর-সম-সুশীতল-সুখময়-ক্রোড়ে শয়নাবস্থায় তোমা-কর্ত্তৃক পরম-পবিত্র-প্রেম-পীযূষ-পূর্ণ-স্নিগ্ধ-দৃষ্টি সাহায্যে সুনয়নে সুনিরীক্ষিতা, পক্ক-বিম্বাধরোষ্ঠ-সাহায্যে পুনঃ পুনঃ সুষ্ঠু-চুম্বিতা ও ভবদীয়-ভব্য-ভুজ-যুগল-পাশে পরি-বেষ্টিতা হইয়া, তোমারই মধুরিম-সদন-বিমল-বদন-বিধুবিম্ব-বিলোকন করিতে করিতে, যে সময়ের কথা বলিব, মনে করিয়াছি, তৎকালে তুমি কিন্তু যোগিজন-ধ্যেয় অন্যবিধ-বেশ-বিভূষণে সজ্জিত ও বিভূষিত ছিলে।

কিঞ্চ, হে নাথ! তৎকালে তোমার মৌলি-মণ্ডলে তিন্তিড়ী-সহ-যোগে ইষ্টকা-চূর্ণাদি-দ্বারা মার্জ্জিত-তাম্র, বা প্রতপ্ত-জাম্বূনদ-রম্য-বর্ণ-বিভূষিতোর্দ্ধ-শিখ-জটা-ঘটা-কটাহ, বা সুবর্ণ-বর্ণ-জটাজূট-মধ্যে স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত-সুরধুনী-ধারা, ললাট-লোচনোর্দ্ধে ভস্ম-ত্রিপুণ্ড্র ও অর্দ্ধ-চন্দ্র, আনন-

পঞ্চকে দীর্ঘ-গুম্ফ ও শ্মশ্রু, কর্ণে কালিয়-কর্কোটকাদি-সর্পময়-কুণ্ডল, কম্বু-কমনীয়-গলদেশে গরলাভরণ, বা কালকূট-পান-জনিত-কালিমা, অংস-দ্বয়ে ভুজ-যুগলের মূল-দেশ-বেষ্টন-পূর্ব্বক কর্কোটক-কুলোৎপন্ন-বিপুল-ফণ-মণ্ডল-মণ্ডিত-প্রসারিতোন্নত-শীর্ষ-সর্পরাজ-যুগল, কর-কমল-বনের ঊর্দ্ধ-ভাগে মাণিক্য-মণ্ডিত-সর্প-ফণময়-কেয়ূর, তদূর্দ্ধে বিবিধ-কারু-কার্য্য-শোভিত-বিচিত্র-চিত্র-বিচিত্রিত-সুবর্ণ-সুন্দর-বর্ণ-বিভূষিত-স্থূলোদর-সর্পময়-বিপুল-বলয়-যুগল, মণিবন্ধে বহু-চিত্র-চিত্রিত-পদ্মরাগ-বর্ণ-বিশোভিত-সূক্ষ্ম-সর্পময়-কঙ্কণ, বা কর-ভূষণ, কর-কমল-শাখাদলে মণি-মাণিক্য-খচিত-সূক্ষ্ম-সর্প-মস্তকময় অঙ্গুরীয়ক, তথা শৃঙ্গ ও ডমরু, বক্ষোদেশে দক্ষ-সুতা-সতীর, অথবা কন্দর্প-কেশবাদির অস্থিময়ী-মালা, বিপুলোদরবরে বিলম্বিতা-রুদ্রাক্ষমালা, কটি-দেশে পরিহিত-বসন-স্থানীয়-ব্যাঘ্র-চর্ম্ম, কটি-দেশের ঊর্দ্ধ-ভাগে উত্তরীয়-স্থানীয়-গজ-কৃত্তি এবং মঞ্জুল-মঞ্জিষ্ঠা-রস-রঞ্জিত-মুনি-মানস-রঞ্জন-কঞ্জ-চরণাঙ্গুলী-দলে মণি-মাণিক্য-মণ্ডিত-মঞ্জু-ঘোষ-মুখ-রিত-সর্পময়-মঞ্জীর-নিচয় স্থান-প্রাপ্ত হইয়াছিল। আর আমি তৎকালে তোমার অভাবে বিরহ-বেদন-ব্যথিত-হৃদয়ে শত-শত-সখা-জনে পরিবেষ্টিতা হইয়া, নগাধিরাজ-নন্দিনী-জনোচিত-বেশ-ভূষা-পারিপাট্যের সহিত গিরি-রাজান্তঃপুরোপবনে অতিকষ্টে কাল-যাপন করিতেছিলাম।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে ষড়শীতিতম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়

যাউক সে কথা, এক্ষণে আমি যে কথা বলিব বলিয়া, মনে করিয়াছি, সেই কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে বনমালিন্! এই যে মৃদু-মন্দ-মধুর-মলয়জ-মারুত মদনকে সন্নিহিত করিয়া, কানন-প্রদেশে প্রবাহিত হইতেছে, এই যমুনা-তীর-সঞ্চারি-মদনোদ্দীপক-ধীর-সমীর-সেবনে, তথা এই যে মালতী-মাধবী-মল্লিকা-মন্দার-জাতি-যূথিকা-বকুলাদি-কুসুম-সমূহ প্রস্ফুটিত হইয়াছে, কুঞ্জ-কাননান্তর্ব্বর্ত্তী এই সকল-বিকসিত-কুসুমের সৌরভাঘ্রাণে আমি সম্প্রতি তোমার সুখময়-ক্রোড়ে অধিশয়ানাবস্থায় স্বর্গীয়-পরমানন্দ অনুভব করিতেছি বটে; কিন্তু তৎকালে সঞ্চরণশীল এই ধীর-মলয়-সমীর ও প্রস্ফুটনশীল-কুসুম-নিকরের সেবন, বা সৌরভাঘ্রাণে তোমার অভাবে, তোমার বিরহে নিতান্ত-ব্যথিত-বিরহি-জনোচিত-মদীয়-হৃদয় বিদলিত, মর্ম্মে নিপীড়িত এবং মানস অত্যন্ত-খেদান্বিত হইয়াছিল। আর এক্ষণে মলয়-মারুত-সেবন, পিক-পঞ্চম-নাদ-মত্ত-মধুকর-গুঞ্জন শ্রবণ করিয়া, বা মৃগমদামোদাঙ্কিতচন্দন-পুষ্পমাল্যাদির উপভোগ করিয়াও, যেমন আমি একমাত্র তোমার সান্নিধ্য-বশতঃ কোনরূপ দুঃখ-কষ্টানুভব করিতেছি না, সেইরূপ শীতরশ্মি-সুধাকরদেবের সুধাকণাবাহি-ময়ূখ-মালা-সাহায্যে সুস্নাতা হইয়াও, তোমার স্নেহ-সুখময়াঙ্কে অধিশয়ানা রহিয়াছি বলিয়া, সম্প্রতি আমি কোনরূপ ক্লেশ-বোধ করিতেছি না।

পক্ষান্তরে কিন্তু হে নাথ! আমি সত্য বলিতেছি যে, তৎ-কালে একমাত্র তোমার অভাবে কিঞ্চিন্মাত্র-শিশির-ময়ূখ, অর্থাৎ তাপাপহারক-স্নিগ্ধ-চন্দ্র-কিরণ-সম্পর্কে হৃদয়ে ত্বদীয়-বিরহ-দাব-দহন-জ্বালা সমুপস্থিতা হওয়ায়, আমার মরণের অনুকরণ করিতে ইচ্ছা

হইয়াছিল। অন্ততঃ আমি নিশ্চেষ্ট, বা মূর্চ্ছিতাবস্থায় থাকিতে বাধ্যভূতা হইয়াছিলাম, তাদৃশ-সুযোগাবসরে বিরহি-হৃদয়-দলনার্থ মদন-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত-কুসুমময়খরতর-শর-নিকর মদীয়-মানসাভিমুখে আপতিত হইতে থাকিলে, তোমার অভাব-বশতঃ অতিবিকল-তরান্তঃকরণে একমাত্র রোদন-ভিন্ন আমার আর অপর কোনরূপ অবলম্বনীয় উপায় ছিল না। অর্থাৎ প্রতিকুসুম-পতনে হৃদয়-বেধকারি-কামবাণের পতনাশঙ্কা-বশতঃ অতি বিহ্বল-মানসে আমি কেবলমাত্র বিলপন, বা আক্রোশন-পরায়ণা হইয়াছিলাম। "ধ্বনতি মধুপ-নিকরে," অর্থাৎ ভ্রমর-নিচয় নিজ-নিজ-মধুর-গুঞ্জন-সাহায্যে শব্দায়মান হইলে, একমাত্র তোমার অভাবে কর্ণ-পীড়া-জনক-বোধে তৎকালে আমাকে বাধ্যতাবশতঃ কর-দ্বয়-সাহায্যে কর্ণ-যুগলকে আচ্ছাদিত করিতে হইয়াছিল। যদিচ তোমা-কর্ত্তৃক তৎকালে মদীয় দক্ষিণ-পানি পরিগৃহীত হয় নাই সত্য; তথাপি তুমিই যখন আমার পূর্ব্ব-স্বীকৃত-কল্প-পরম্পরাগত-সুব্যবস্থিত-পতি, তখন তোমার সহিত সম্মিলন-কালে আমার পক্ষে যাহা যাহা আনন্দ-বর্দ্ধক, তোমার বিরহ-ব্যাকুলিতাবস্থায় তৎসমস্তই যে আমার পক্ষে নিতান্ত-কষ্ট-প্রদ হইয়াছিল, হে হৃদয়েশ্বর! তাহা কি তুমি বিশ্বাস করিতে পারিতেছ?

সম্মিলনের সুসময়ে নিশাযোগে তোমকে না পাইয়া, অত্যুদ্রিক্ত-বিরহ-ভাব-ভাবিত-হৃদয়ে নিশির প্রতিক্ষণে আমি যে মর্ম্ম-পীড়া-ধিক্য-বোধ করিয়াছিলাম, হে নাথ! তুমি কি তৎকালে তাহা জানিতে পারিয়াছিলে? কিন্তু, তোমার আশীর্ব্বাদে আমি দেব-দানব-মানব-বন্দিতা ও পরমাদরণীয়া-রাজ-নন্দিনী হইয়াও, একমাত্র তোমার প্রত্যাশায় আপন পরম-রমণীয়-বাস-ভবন-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তোমার নিকটে পরিচর্য্যা-চ্ছলে বিপিন-বিতানে বাস করিতেছিলাম; কিন্তু তুমি এমনই করুণাময়-সাগর যে, মদনকে দগ্ধ করিয়া, তুমি অনায়াসে আমাকে সেই গিরি-কাননে বিপিন-বিতানে পরি-ত্যাগ করিয়া, অনির্দ্দিষ্ট-স্থানে অনির্দ্দিষ্ট-কালের জন্য প্রস্থান

করিয়াছিলে, আর তোমা-ব্যতিরেকে আমি কেবল তৎকালে অনবরত ভূ-শয্যায় বিলুণ্ঠিতা হইয়া, মুখে অন্য-কথাটী-পর্য্যন্ত না কহিয়া, বারম্বার তোমার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে, বিলাপ-মাত্র করিয়াছিলাম।

হে প্রিয়-সখে! তোমার অভাবে বড়ই বিষম-বিরহাকুল-হৃদয়ে আমি যখন ধরণী-শয়নে লুণ্ঠিতা হইতেছিলাম, তৎকাল-মাত্রেই যদিচ আমার পিতা গিরিরাজ-হিমালয় আমাকে কন্যকান্তঃপুরে লইয়া গিয়া, সখীগণ-দ্বারা যথাবিধি আমার শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তথাপি সখীগণ-কৃত-সেবাবসরে সর্ব্ববিধ-সেবোপকরণই আমার পক্ষে নিতান্ত অপ্রীতিকর হইয়াছিল। হায়! আমারই দুর্দ্দৈব-বশতঃ স্বভাব-শীতল-চন্দন ও তাপাপহারক-চন্দ্র-কিরণও দাহকরূপে পরিণত হওয়ায়, আমি তাদৃশ মলয়জ-চন্দন ও চন্দ্র-কিরণের নিন্দা করিতে করিতে, অধীর-হৃদয়ে অবিরত-খেদ, বা আক্ষেপ করিতে বাধ্যভূতা হইয়াছিলাম। আরও আমার মানসে এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল যে, চন্দন-তরু-সকল মহাসর্প-সমূহের আবাসস্থান, সুতরাং ব্যাল-নিলয়নভূত-চন্দন-তরু-সকলের সহিত সম্মিলন-প্রভাবেই বোধ হয়, মলয়-সমীরও আজ আমার পক্ষে গরলের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। অর্থাৎ হে নাথ! সর্প-ভুক্তোজ্ঝিত-সমীরণ বিষ-সম্পর্ক-বশতঃ আমার শরীরে বিষবৎ তাপ-প্রদ হইয়াছিল।

হে প্রাণপতে! আমাকে সকলেই আনন্দরূপিণী বলিয়া জানে; কিন্তু তোমার বিরহে মলিনা, দীনা ও আভরণ-হীনাবস্থায় দুঃখ-সিন্ধু-নিমগ্না হইয়া, মনসিজ-বিশিখ-ভয়ে তোমারই স্বরূপ-ভাবনা-বশে তৎকালে যোগিনীর ন্যায় ত্বদীয়-শ্রীচরণে আমাকে ধ্যান-বিলীনা হইতে হইয়াছিল! তথা হে জীবিতেশ্বর! অবিরত-নিপতিত-মদন-শরাঘাতে আকুলা হইয়া, আমি তৎকালে মনে করিয়াছিলাম যে, হায়! আমার হৃদয়স্থ-জীবিত-বল্লভকে মদনের এই বিষম-কুসুম-শরাঘাত হইতে আমি কিরূপে রক্ষা করিব? হে প্রিয়! উক্তরূপা-ভাবনার অনন্তর তুমি আমার প্রতি নিতান্ত-নিষ্ঠরাচরণ-পরায়ণ হইলেও, ত্বৎ-প্রতি মদীয়-হৃদয়ের

অত্যন্ত-স্নিগ্ধতা-প্রযুক্ত আমি কিন্তু তৎকালে "অবিরত-নিপতিত-মদন-শরাদিব ভবদবনায় বিশালং সজল-নলিনী-দল-জালং" স্ব-হৃদয়-মর্ম্ম-স্থানে বর্ম্ম, বা কবচ-স্বরূপে আবদ্ধ করিয়াছিলাম! কেন না? হে হৃদয়েশ! তুমি ত সর্ব্বকালের জন্যই আমার হৃদয়ে নিবাস করিতেছ।

অথচ স্থান বুঝিয়া, সময় বুঝিয়া, দুষ্ট-মদন-হতক আমার হৃদয়-মর্ম্ম-স্থানকেই নিরন্তর কৌসুম-শর-নিকর-দ্বারা বিদ্ধ করিতেছে। এইরূপে হৃদয়ে, মর্ম্মস্থানে বিদ্ধ হইলে, তাদৃশ-বেধন-বশে তোমারও বেধ অবশ্য-ম্ভাবী! অতএব নিরন্তর-নিপতিত-মদন-শর-ভয়-বশতঃ তোমার রক্ষণার্থই যে তৎকালে আমাকে সন্নদ্ধা সন্নাহ-বিশিষ্টা হইতে হইয়াছিল, হে রমণ! তাহা কি তুমি বিশ্বাস করিতে পারিতেছ? হে প্রিয়তম! আরও কিছু বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি তৎকালে তোমার রক্ষা-কার্য্যে প্রবৃত্তা হইয়া, জল-সিক্ত-শতদল-দল-রাজী-দ্বারা বিশাল-বিপুল-পৃথুল-বর্ম্ম-নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক বক্ষো-দেশে হৃদয়ের মর্ম্ম-স্থানে ধারণ করিয়া, তোমার বিশ্রামার্থ তব অবনোপায়-কল্পে আমি একটী অনল্প-বিলাস-কলা-কলাপ-কলিত-কমনীয়-কাঙ্ক্ষণীয়-কুসুম-শয়নীয়-রচনা করিয়াছিলাম; কিন্তু হায়! তোমার বিরহে আমার সেই অনল্প-বিলাসকলা-কমনীয়-কুসুম-শয়নীয়টী অবিলম্বে কুসুম-বিশিখময়-শর-তল্পে পরিণত হইয়াছিল!

কিঞ্চ, হে কান্ত! তোমার পরিরম্ভ-সুখার্থ ব্রতের ন্যায় যথানিয়মে কল্পিত-বহু-বিলাস-কলা-ললিত-মানসাভিলষিত-কমনীয়-কুসুময়ী-রতি-সুখ-করী-শয্যাটী কেবলই যে কন্দর্প-শর-রচিতা-শয্যার ন্যায় আমার পক্ষে আতঙ্ক-জনিকা হইয়াছিল, তাহা নহে; পরন্তু আমি তোমার চিত্ত-বিনোদিনী-স্থলাভিষিক্তা হইয়াও, তোমার অভাবে বিরহ-কাতর-হৃদয়ে অবিরতভাবে ধারাকারে লোচনাঞ্চল-নির্গত অশ্রু-রাশি-দ্বারা পরিপ্লাবিত-বিমলিন-বদনে সেই শয্যাটীর উপরিভাগে তোমার পাদাধার-প্রদেশে নিলীনভাবে অব-স্থিতা হইয়া যে, কত-কত-যামিনী-যাপন করিয়াছি, হে প্রাণকান্ত! তাহা যদি তুমি একটীবারের জন্যও নিজ-লোচনে অবলোকন করিতে, তবে আমি নিশ্চয়-পূর্ব্বক বলিতে পারি যে, অবশ্যই তোমারও তৎকালে প্রাণ ফাটিয়া যাইত, হৃদয় বিদীর্ণ হইত, লোচন ফাটিয়া অশ্রুধারা নির্গতা হইত

এবং তুমি অশ্রুসিক্ত-নয়নে মদীয় অশ্রু-ধারা-ঝরা-বদন-বিলোকন করিয়া, ভব্য-ভাবুক-জনের-ভাষায় অবশ্যই বলিতে বাধ্য হইতে যে, হায়! যেন করাল-রাহুর দন্ত-দলনে বিদলিত-সুধাকর হইতে অমৃতধারা বিগলিতা হইতেছে।

অপিচ, হে নাথ! আমি তৎকালে কেবলই বিকট-বিধুন্তুদ-দন্ত-দলন-গলিতামৃতধার-বিধুর ন্যায় বলিতাবিরত-বিগলিত-বিলোচন-জল-ধারাধরোদারানন-কমল-ভার-বিধারণ করিয়াই বিরতা হই নাই; কিন্তু সখীগণের অগোচরে নির্জ্জনে অতিগোপনে তোমার কন্দর্পোপমা-প্রতি-মূর্ত্তি কুরঙ্গ-মদ, মৃগ-মদ-চন্দন, অর্থাৎ কুঙ্কুম-পঙ্কাঙ্কিত-কস্তূরী-পঙ্ক-রস-দ্বারা অঙ্কিতা করিয়া এবং তোমার অসম-শরভূত-কন্দর্পোপম-প্রতিমূর্ত্তির পাদ-পঙ্কজ-তলে কামাংশ-সাদৃশ্য-প্রদর্শন-কল্পে মকর-চিহ্ন লিখিয়া ও দক্ষিণ-কর-কমলতলে শররূপে নব-চূত-মঞ্জরী বিনিহিতা করিয়া, কাম-রূপে ত্বদাবেশ-বশে তোমারই আরাধনাবসরে হে নাথ! একমাত্র তোমা-ব্যতীত এই জগতীতলে কন্দর্প আবার কে আছে? হে গৃহী-তাম্র-মুকুল! তুমি নব-চূতাঙ্কুর-শর-গ্রহণ করিয়াছ বলিয়াই কি এইরূপে অকারণে আমাকে শর-প্রহার-দ্বারা জর্জ্জরিতা করা তোমার পক্ষে উচিত হইতেছে? হে হৃদয়-বন্ধো! তুমি এখনও এই মন্দভাগিনীর প্রতি প্রসন্ন হও, এইরূপ প্রণাম-মন্ত্র-পাঠ করিয়া, কত-কতবার যে, তোমার পাদ-পঙ্কজ-তলে কত-কত-ভাবে প্রণিপাত করিয়াছি, তাহার সংখ্যা-বিধান কে করিবে?

কিন্তু, হে মনোমোহন! আমি যে তোমার চরণ সরসিজ-যুগলে কেবল প্রণিপাত করিয়াই, নিশ্চিন্তা হইতাম, তাহা নহে; পরন্তু প্রতি মুহূর্ত্তেই তোমার উদ্দেশে প্রার্থনা-বচনে আমি এইকথা বলিতাম যে, হে শঙ্কর! হে প্রণত-জন-পাপ-কর্ষণ! আমি যে তোমার অভীষ্ট-দোহ-চরণ-ভিন্ন আর কিছুই জানি না; হে আর্ত্তিহন্! তোমার চরণে নিপতিতা এই অভাগিনীর প্রতি তুমি নির্দ্দয় হইও না, হে নাথ! তুমি যদি আমার প্রতি বিরূপ, বা বিমুখ হও, তবে শিশির-ময়ূখ-শশধরদেব সুধার আকর হইয়াও, সপদি নিজ-শীতল-কর-নিকর-দ্বারা

মদীয়-দেহে দাব-দহন-দাহ-জ্বালার বিস্তার-সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন, সন্দেহ নাই! তারপর হে হৃদয়-রঞ্জন! তুমি তৎকালে এমনইভাবে নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছিলে যে, সখী-প্রেষণাদি-দ্বারা তোমার প্রাপ্তি সুদুর্ল্লভ ভাবোধে পাগলীপ্রায়া হইয়া, ধ্যান-লয়-যোগ-সাহায্যে তোমাকে পুনঃ-পরিকল্পিত করিয়া, অর্থাৎ সম্মুখে অবস্থিতপ্রায় অবলোকন করিয়া, তুমি অতীব-দুরাপ হইয়াও, উক্তরূপে মৎকর্ত্তৃক-প্রাপ্ত হওয়ায়, তাদৃশ-ত্বৎ-প্রাপ্তি-জনিত আনন্দ-সন্দোহ-সমুচ্ছলিত-হৃদয়ে আমি কখনও হাসিতাম, আবার কখনও বা তোমার মনোময়ী-প্রতিমার অন্তর্দ্ধান-স্ফুরণে বিষাদে বিকলা হইয়া, আপন-দুঃখ-নিবেদন করিতে করিতে, কত বিলাপ, কত রোদন করিতাম। পুনরায় তন্মুহূর্ত্তেই তোমার পুনঃ সাক্ষাৎকার স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হওয়ায়, তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য কখনও ধাবিতা হইতাম এবং কখনও বা অনুধাবন-পূর্ব্বক সবলে তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া, শরীর-গত-মদনানল-সন্তাপ-পরিত্যাগ করিতাম।

হে প্রাণাধিক! আমি তোমার কল্প-পরম্পরানুগতা-প্রাণসমা-প্রিয়তমা-পত্নী ; সুতরাং আমাকে বিরহাকুলা করিয়া, এরূপে এত অধিক-পরিমাণে দুঃসহনীয়-দুঃখ-দান করা কি তোমার পক্ষে সমুচিত হইয়াছে? অতএব হে ত্রিজগদতুল-গুণ-গণ-গরিম-গভীর! "ইহ নব-বঞ্জুল-কুঞ্জে, কুরুবক-কুসুম-সুষমনব-গুঞ্জে", অর্থাৎ এই যমুনোত্তরী-প্রদেশস্থ-যমুনা-তীরবর্ত্তি- ঝিণ্টি-পুষ্প-সকলের পরমা-শোভা-সম্পৎ-সমন্বিত-নব-গুঞ্জা-পুঞ্জে মঞ্জুল-নবীনা-শোক-কুঞ্জ-কাননে মৎ-প্রস্তাবিত-সহস্র-বার্ষিক-মুখ-কমল-মধু-পান-দান-লক্ষণ-গুরুকার্য্য-ভার অঙ্গীকার করিয়া এবং তোমার পক্ষে যাহা ইদানীং কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে যথোচিত-বিবেচনা করিয়া, তথা আমি যখন একমাত্র তোমাকেই পরমা-গতিরূপে অবলম্বন করিয়াছি, তখন তুমি আর কাল-বিলম্ব না করিয়া, অবিলম্বে আমার প্রতি করুণা-কটাক্ষ-পাত-পূর্ব্বক মদন-মহোদধির, কাম-মহাসাগরের পরপার-বিরচনা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। অন্যথা মদন-মহোদধি-নিমগ্নাবস্থায় আমার প্রাণহানি অবশ্যম্ভাবিনী।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়

"কুচ-যুগ-বল্লিত-মৌক্তিক-মালা, স্মিত-সান্দ্রীকৃত-শশি-কর-জালা, কর্ণ-করম্বিত-কৈরব-হাসা, কলিত-সনাতন-সঙ্গ-বিলাসা, বপুরর্পিত-ঘন-চন্দন-নিচয়া, তরুণ-তমাল-সম-তনু-রুচি-রুচিরা" শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী শ্রীশঙ্কর-দেবের কমলবর-মাধুরী-মণ্ডিত-নির্ম্মল-বদন-বিম্ব হেরিয়া হেরিয়া, বিভোরা হইয়া, বঙ্কিম-বদন-ভঙ্গীর সহিত মৃদু-মন্দ-মধুরভাবে হাসিতে হাসিতে, প্রিয়তমের বঙ্কিম-নয়নের সহিত নিজ-বিলোচনাঞ্চল-দৃষ্টিকে সম্মিলিতা করিয়া, পুনশ্চ কহিলেন,—হে মনোহর-মুখ! "কিয়ে অনুরাগিণী, কিয়ে বিরাগিণী?" এই তত্ত্বটী বুঝিতে গিয়া, যদি তোমার মানসে আমার সম্বন্ধে কোনরূপ সংশয় হইয়া থাকে, তবে তোমার সংশয়-নিরসন-কল্পে "মরমকো বেদন, মরমহি জানত, সদয় হৃদয় তহি চাই।" অর্থাৎ হে সখে! আমি সর্পদষ্ট-ব্যক্তির ন্যায় বিষ-মূর্চ্ছিতাবস্থায় অন্তরে অন্তরে যে যাতনা ভোগ করিতেছি, হৃদয়ে যে দুঃসহ-মর্ম্ম-বেদনা অনুভব করিতেছি, তাহা অপরের বুঝিবার নহে। অতএব আমি এসময়ে তোমার সদয়-হৃদয়ের সহানুভূতি-মাত্র-প্রার্থনা করিতেছি।

এই কথা বলিয়া, পুনরপি আমি বলিতে ইচ্ছা করিতেছি যে, হে মনোহর-রূপ! "তপত-কাঞ্চন-কাঁতি-কলেবর, উন্নত ভাঙর-ভঙ্গী, করি-বর-কর-জিনি, বাহুর সুবলনি, বিহি গঢ়ল বহু-রঙ্গী", অর্থাৎ তোমার অগ্নি-সন্তপ্ত-দ্রবীভূত-জাম্বুনদ-কাঞ্চনের ন্যায় সুন্দর-সমুজ্জ্বল-যৌবন-বিলাসোল্লসিত-কমনীয়-কলেবরের কান্তি, কাম-চাপ-চারু-সমুন্নত-ভ্রূ-যুগলের প্রাণ-মনোহরা-ভঙ্গী এবং গজরাজ-কুল-জলধি-জাত-করিবরের আনমৎ-কর-দণ্ড-কল্প-ভুজ-দণ্ড-যুগলের সুবলনি, অর্থাৎ সৌন্দর্য্য-লাবণ্য-ললিত-সুরুচির-গঠন-ভঙ্গী, এই তিনটীকে একাধারে একত্র সম্মিলিত করিয়া, যে বিধাতা আমার এই মনোহরের জগন্মনো-মোহিনী-মধুরতাময়ী-মূর্ত্তিটী,

শ্রীরূপ-বিশিষ্ট-শ্রীবিগ্রহটীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই এই পরিদৃশ্যমান-বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা নহেন; কিন্তু তিনি বহু-রঙ্গী, বহু-বিদগ্ধ, সর্ব্বত্র-স্বতন্ত্র, বিধাতৃ-বিধাতা, পরম-বিধাতার পুণ্যতম-স্থলাভিষিক্ত-পরম-পুরুষ হইবেন, সন্দেহ নাই।

আহা! আমার প্রাণের প্রাণ-হৃদয়-মাণিক্যের সুবর্ণ-সুন্দর-গৌর-বর্ণ-বিশোভিত-শ্রীরূপ-মাধুরীটী কেবলই যে আমার নিকটে মনোহারিণী, তাহা নহে; কিন্তু হে জীবনাধিক! তোমার এই জগজ্জন-মনোমোহিনী-শ্রীরূপ-মাধুরীটী যদিচ জগতের যাবতীয়-জীবেরই মনোহারিণী সত্য; তথাপি বলিতে কি? হে নাথ! তোমার এই অলৌকিক-মাধুর্য্যময়ী-শ্রীমূর্ত্তিটীর অশেষবিধ-সৌন্দর্য্য-সম্পাদন-দ্বারা বিদগ্ধতম-বিধাতা কুলবতী-কামিনী-কুলের মনো-বধের নিমিত্তই বিশেষভাবে বিদগ্ধতা-প্রকাশ করিয়াছেন। হে সর্ব্ব-দেব-শিরোমণে! তোমার আপাদ-মস্তক-সমগ্র-শ্রীবিগ্রহটী সম্প্রতি প্রহর্ষ-প্রকর্ষোৎকর্ষ-জাত-পুলকাবলী-দ্বারা পরিপূর্ণা ও কোকনদ-দল-দীর্ঘ-তরলতর-তারাকুল-ললিত-লোল-লোভনীয়-লোচন-যুগল প্রেমাশ্রু-পরিপ্লুত হওয়ায়, দেখিতে যে কি সুন্দর-বোধ হইতেছে, তাহা আমি ভাষা-সাহায্যে তোমার নিকটে বর্ণনা-দ্বারা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না বটে; কিন্তু ইহা আমি সবিশেষ অনুভব করিতেছি যে, আমার মানসরূপ-মহামূল্য-রত্নটী তোমার শ্রীরূপ-সাগরের সুগভীর অতল-জলে একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে, আর হে নাথ! আমার লোচন-ভ্রমর দুইটী তোমার শ্রীরূপ-মাধুর্য্য-সৌন্দর্য্য-সুধার-দিগ্-দিগন্তর-সঞ্চারি-সৌরভে এতই সমাকৃষ্ট হইয়াছে যে, তাহারা ক্রমে ক্রমে নিশ্চল হইবার উপক্রম করিতেছে!

কিঞ্চ, আর একটী আমি তোমার স্বর্গীয়-শ্রীরূপের অপূর্ব্বতা এইরূপ দেখিয়া থাকি যে, তুমি ত সর্ব্ব-সংযমি-প্রবরেশ্বরেশ্বরোচিত-তন্ময়-ভাবে সর্ব্বদা বিভোর হইয়া থাকিতেই ভালবাস সত্য; তথাপি সৃষ্টির উপকারাভিপ্রায়ে শত-শত-প্রযত্নানুষ্ঠান-সাহায্যে সৃষ্টি-কর্ত্তা ব্রহ্মা তোমাকে বর্ত্তমান-ভাবে আনয়ন করিবার জন্য এবং সমানীত তোমার এই বর্ত্তমান-ভাবের সংরক্ষণ-কল্পে নিজ-পুত্র-সসৈনিক-সামাত্য-সমিত্র-

বান্ধব-সদয়িত-মদনদেবকে প্রতি-ষষ্টি-দণ্ডাত্মক-কালের মধ্যে প্রতি পঞ্চ-চত্বারিংশদ্দণ্ডাত্মক-কাল নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াও, স্বয়ং নিজ-মানসে নিশ্চিন্ত হইতে না পারিয়া, তোমার মানসে মদন-ভাব-বর্দ্ধনাভিলাষে আমার প্রতি অনুরোধ-পূর্ব্বক নিজ-পত্নী-ব্রহ্মাণী, তথা সস্ত্রীক-সবাহন-চন্দ্রেন্দ্রোপেন্দ্রাদি-দেববরবৃন্দের সহিত তোমার নিকটে উপস্থিত হইয়া, যখন যখন সতী-পরিণয়, সতী-সহ-সম্ভোগ, সতীর দক্ষ-ভবনে গমন ও দেহত্যাগ, সতীর শব-শরীর স্কন্ধে ধারণ, পৃথিবী-পর্য্যটন, কামরূপে তপশ্চরণ, গঙ্গা-বিবাহ, মদীয়-পরিচর্য্যা, তপশ্চর্য্যা, পরিণয় ও ত্রৈমাসিক-বিহারাদি-বিবিধ-কল্প-কল্পান্তরীয়-বিষয়াবলম্বনে তোমার চরিত-গাথা-গান করিয়াছেন, তত্তৎ-কালেই তুমি নিজাশেষ-ভুবন-মোহিনী-ললিত-লীলা, বা প্রেম-গুণ-চরিত-গাথা-গান শ্রবণ করিয়া, বিশ্ববাসি-ভক্ত-বৃন্দকে শিক্ষা-দান-চ্ছলে কখনও রোদন করিয়াছ! আবার কখনও বা আপন-ভুবন-মোহিনী-কিশোর-কালীনা-কৈশোরী-লীলার এই নটবর-রাজ-রাজেশ্বরো-চিত-বন-বিহার-লীলার স্বরূপ বৃত্তান্তাদি-শ্রবণ করিয়া, আমার ন্যায় ভাবময়ীর ভাবে প্রেমাশ্রু-বর্ষণ করিয়াছ!

হে হৃদয়-রঞ্জন! সতী-শরীর-ত্যাগের অনন্তর সতী-শব-স্কন্ধে ধারণ করিয়া, তুমি যখন ক্রন্দন করিয়াছিলে, তৎকালে তোমার সতী-বিয়োগ-জনিত-দুঃখে দুঃখিত হইয়া, একদিন বনের পশু-পক্ষীটী পর্য্যন্ত ক্রন্দন করিয়াছিল সত্য; কিন্তু আবার তুমি যখন আমার জন্মাদি, বা সহস্র-বার্ষিক-বিহারাদি-হিমালয়-নিবাসান্ত-লীলাবৃত্তান্ত-শ্রবণ-পূর্ব্বক আমার ন্যায় ভাবময়ীর ভাবে প্রেমাশ্রু-বিসর্জ্জন করিয়াছিলে, তখনও তোমাকে প্রেমাশ্রু-বর্ষণ করিতে দেখিয়া, বন্য-পশু-পক্ষীটী পর্য্যন্ত প্রেমার্দ্র-হৃদয়ে অশ্রু-বর্ষণ করিয়াছিল। আরও দেখ, তুমি আমার প্রেমামৃত-মহাম্বুধির পূর্ণ-শশধর; তোমার ন্যায় হৃদয়-চাঁদের তাদৃশ-ছলছল-ঢল-ঢল-নয়ন ও প্রেমাশ্রু-বর্ষণ-দর্শনে যে তৎকালে বনের পশুপক্ষীটী পর্য্যন্ত প্রেমাশ্রু-বর্ষণ করিয়াছিল, এই প্রেমাশ্রু-বর্ষণ-ব্যাপারটী আমার নিকটে তদানীং বড়ই আশ্চর্য্য-জনক ও প্রীতি-প্রদ হইয়াছিল! তথা হে প্রিয়তম! আমাদের এই বর্ত্তমান-প্রসঙ্গানুসরণেও বলা যাইতে পারে যে, বর্ণ ও

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির বৈশিষ্ট্য অনুসারে রূপ-সম্বন্ধে ভিন্ন-ভিন্ন-লোকের রুচি ও মত ভিন্ন ভিন্ন। আবার সুন্দরী-রমণীর রূপ পুরুষের পক্ষে নৈসর্গিকী-রীতি অনুসারে যেমন মনোহারী, পুরুষ-রত্নের সুন্দরতর-রূপও সেইরূপ রমণী-মণিগণের পক্ষে স্বভাবতঃ নয়ন-মানসাকর্ষক বটে; কিন্তু পুরুষের রূপে যে পুরুষ আত্মহারা হয়, অথবা পুরুষ-প্রবরের রূপে, কিম্বা প্রেমে যে বনের পশু-পক্ষীও বিমুগ্ধ হয়, একথা কেহ কি কখন শুনিয়াছে? অধিক কি বলিব? হে নাথ! তুমি নাকি আমার প্রেম-সুধাম্বুধির পূর্ণ-সুধাকর; তাই তোমার ন্যায় সুবর্ণ-সুন্দর-সুধাকরের রূপে তাহাও আজ সংঘটিত হইতেছে!

অতএব প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হইতেছে যে, তড়িৎ-প্রবাহের ন্যায় এই রূপে প্রেম-সঞ্চারের অপূর্ব্ব-প্রক্রিয়া শাস্ত্রে, বেদে, লোক-প্রবাদে, কি কবি-কল্পনায় কোথাও কি কেহ কখনও দেখিয়াছে? বা শুনিয়াছে? সাধারণ-রীতি অনুসারে এই তত্ত্ব-কথাটী লইয়া, বিবেচনা-বিচার করিলেও, বেশ সুন্দররূপেই বুঝা যাইবে যে, একমাত্র তুমিই সর্ব্বজীবের হৃদয়-সিংহাসনে পরম-প্রেমময়-ভগবৎস্বরূপে প্রাণের প্রাণ, বা পরম-প্রিয়তম-পরমেশ্বররূপে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছ বলিয়াই, আজ বিশ্ববাসি-জীব-বৃন্দ তোমার এই অপার-প্রেম-রস-মাধুর্য্য-সৌন্দর্য্যময়ী-লীলা-সন্দর্শনে মানসে বিমুগ্ধ হইয়া, প্রেমাশ্রু-বর্ষণ করিতেছে! আহা! প্রাণের প্রাণ, পরম-প্রিয়তম, পরমাদরের ধন, পবিত্রতম-বস্তু না হইলে কি, এই বিশ্ব-বাসি-জীব-নিবহ তোমার তৎকালীন-সতী-পত্নী-বিয়োগ-জনিত-শোক-দুঃখে শোক-দুঃখান্বিত হইয়া, শোকাশ্রু-বর্ষণ এবং বর্ত্তমান-কালীন এই অপার-প্রেম-রস-মাধুর্য্যময়ী-লীলাবলোকনে আনন্দাশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে পারে?

আর আমার নিজের কথা বলিতে হইলে, মুক্ত-কণ্ঠে বলিতে পারি যে, হে হৃদয়-বান্ধব! আমি জগন্ময়ী-পূর্ণা-পরা-প্রকৃতিরূপে সর্ব্বত্র সমবস্থিতা হইয়া, তোমার তাদৃশ-শোকাশ্রু-বিসর্জ্জন-দর্শনে তৎকালে যেমন শোকাশ্রু-বিসর্জ্জন করিয়াছিলাম, সেইরূপ সম্প্রতিও এই মধু-মাসীয়-রাস-রস-রঙ্গালয়-যমুনোত্তরী-তীর-প্রদেশে কুঞ্জ-ভবনান্তর্গত-রত্ন-মন্দির-মধ্যে তোমার ন্যায় অশেষ-জগদীশ্বর-দেবের, প্রিয়তম-হৃদয়-রঞ্জনের,

প্রাণাধিক-জীবনাধিক-সর্ব্বস্বাধিক-পতি-দেবতার সর্ব্বৈশ্বর্য্য-লীলাবাসভূত-পরম-রমণীয়-পরম-পবিত্র-পরম-বিচিত্র- পরম- সুখ- শান্তি-তৃপ্তি-প্রদ- পরমানন্দ-দায়ক-বিকসিত-কমল-কুসুম-কোমল-কমনীয়-ক্রোড়-পর্য্যঙ্কে অধিশয়ানাবস্থায় তোমার শারদ-শত-শত-শশধর-সুন্দর, অথবা ফুল্ল-শত-শত-শতদল-সদৃশ-সুমনোহর-মধুরিম-সদন-বদন-বিম্ব-বিলোকন করিতে করিতে, ভবদীয়-নিম্নোর্দ্ধতন-দশন-চ্ছদ-যুগলে "চাঁদ-চন্দ্রিকা-কুমুদ-মল্লিকা-জিনিয়া মৃদুমন্দ হাসি, মধুর-বচনে, অমিয়া-সিঞ্চনে, নিছনি তোমারি দাসী" হইয়াই থাকিতে ইচ্ছা করে।

অথবা অহো! এই চন্দ্রের সুধা-ধবল-মরীচি-চয়, তথা প্রস্ফুটিত-কুমুদ ও মল্লিকার শোভা-মধুরিম-বিড়ম্বন-পটু-মৃদু-মন্দ-মধুর-হাসি-রাশি-দর্শন করিতে করিতে এবং তোমার শরৎ-কালীন-রাজীব-রাজীর শোভা-মোচন-লোচন-যুগলে সুশোভন-শ্রীবদনারবিন্দ-বিম্ব-বিবর-বিনির্গত-শ্রবণ-মনো-রসায়ন-মধুর-মধুর-বচন-শ্রবণ করিতে করিতে, আমি সর্ব্ব-ক্ষণের জন্যই যেন, মানসে আনন্দ-বিহ্বলা, বা আত্মহারা হইয়া থাকি! আর বিশেষ করিয়া কি বলিব? হে জীবন-সর্ব্বস্ব! তোমার মধুরিম-সদন-বদন, মধুরিম-সদন-বদনের মৃদু-মন্দ-মধুস্মিত, শতদল-দল-বিশাল-ললিত-লোল-লোচন-যুগলের ললিত-কুল-ললনা-কুল-লোচন-যুগল-লোভনীয়া-চটুলতরা-চাহনী এবং তোমার মধুর-বাক্-কলসোজ্ঝিতা-শ্রুতি-সুখকরী-বাক্যামৃত-লহরীর তরলতর-তুঙ্গ-তরঙ্গ-সঙ্গ-ভঙ্গ-রঙ্গ-চপলা-ললিতা-লীলা, এই চারিটীর প্রভাবেই যদিচ আমি সকল-সময়েই আত্মহারা হইয়া থাকি, তথাপি কেবল এই চারিটীর নিছনি লইয়াই, অনেক-সময়েই তোমার দাসীভূতা হইয়া, আমার মরিতেও ইচ্ছা করে।

কিন্তু, হে সুরত-সমর-পণ্ডিত! অদ্যকার তোমার এই সাজ্-সজ্জাটী, বেশ-ভূষাটী সত্য-সত্যই বড়-সুন্দর বড়ই মধুর হইয়াছে। তথা তুমি আজ এই মধু-মাসীয়-মদন-মহামহোৎসব উপলক্ষে কাম-কলা-ক্রীড়া-রস-রঙ্গালয়ের উপযুক্ত-নব-নাগর-নটবর-রসিক-জনশেখরেশ্বরোচিত-বর-বসন-ভূষণ-মালতী-মাল্য-চন্দন-কুঙ্কুম- মৃগমদ-পঙ্ক- লীলা-কমলাদি-সাহায্যে দিব্যভাবে সাজিয়াছ বলিয়াই, তোমার সুবর্ণ-সুন্দর-বর্ণ-বিভূষিত-শ্রীঅঙ্গের

সহিত সুদৃঢ়ভাবে সম্মিলনানন্দ-রসাস্বাদন-কল্পে আমার-মানসে বড়ই সাধ হইতেছে! আজ এই মধুরতর-শ্রীযমুনোত্তরী-তীর-প্রদেশে শত-কোটি-কন্দর্প-দর্প-বিজয়ী তোমার এই বিনোদ-বেশের সহিত সর্ব্বথা ঔচিত্য ও আনুরূপ্য-সংরক্ষণ-পূর্ব্বক মদীয়-সখী-সকলের সহিত মিলিতভাবে বন-দেবীগণ আমাকে তোমার চিত্ত-বিনোদিনী জানিয়া, সবিশেষ-পূজা-সম্মান-প্রদর্শন-পুরঃসর কমলাসন-কেশব-বাসবোপনীত ঐশ্বর্য্য-সম্ভার-দ্বারা এই যে সর্ব্ব-রমণী-মণি-শিরোমণিরূপে সাজাইয়া দিয়াছেন, বনদেবীগণ-কৃতা এই মদীয়-সজ্জাটী কি তোমার রুচি-সঙ্গতা হইয়াছে?

হে প্রাণনাথ! তোমার ন্যায় সংযমি-প্রবরের পক্ষে মদীয় এই সজ্জাটী মনো-মোহ-জনিকা নাও হইতে পারে সত্য; কিন্তু তোমার ন্যায় সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ-পুরুষ-রত্নের কুঞ্চিত-কেশের এই যে মনোহর অপূর্ব্ব-বেশ, এই অপূর্ব্ব-কেশ-বেশটী, তথা সুবর্ণ-বর্ণ-শোভন-সুরঞ্জিত-ভালতলে মৃগ-মদ-কুঙ্কুম-চন্দন-পঙ্কাঙ্কিত এই বিচিত্র-তিলক-চিত্রটী এবং তোমার লীলা-কমল-তুল্য-সুন্দর আননটীর সৌরভে সমাগত-ভ্রমর-নিকরের এই আপতনোৎপতন-ব্যাপারটী আমার নিকটে বড়ই সুন্দর, বড়ই মধুর লাগিতেছে! অপিচ, হে নাথ! তোমার সুবিকসিতা অঙ্গ-মাধুরী দেখিয়া, আমার বোধ হইতেছে যেন, লক্ষ-লক্ষ-মন্মথ মনের সাধে ধাইয়া আসিয়া, তোমার অঙ্গে অঙ্গে উদিত হইতেছে এবং তোমার অঙ্গ-সৌন্দর্য্যে প্রচুরতর-শোভা-প্রাপ্ত হইয়া, আর যেন তাহারা তোমার অঙ্গ-সঙ্গ ছাড়িয়া, যাইতে চাহিতেছে না বটে; কিন্তু হে প্রিয়! আমার মনে হইতেছে যে, তোমার চঞ্চল-লোচন-যুগলের সমুজ্জ্বল-কান্তি-মাএই যেন, এই লক্ষ-লক্ষ-মন্মথের সমস্ত-মহিমা মর্দ্দিত করিতেছে!

এদিকে চন্দ্রালোকে আমোদিত-চকোর-নিকর একদিক্ হইতে অন্য-দিকে, অন্য-দিক্ হইতে অপরদিকে যাতায়াত করিতেছে! দূর হইতে নিনা-দিত-বিনোদ-মুরলীর মধুর-পঞ্চম-তানের অনুকরণে কল-কণ্ঠ-কোকিল-কুল সুললিত-সুমধুর-সঙ্গীতালাপ করিতেছে! এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, প্রেমানুরাগাতিশয্য-জনিত-সাধে, আহ্লাদে ও আদরে মানসে উচ্ছলিত-প্রায়া-প্রেমময়ী-গিরিরাজ-নন্দিনী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী মদনাবেশ-বশে সত্বরে

শ্রীশঙ্করদেবের সুখময়-ক্রোড়দেশ হইতে সহসা সমুত্থিতা হইয়া, রতি-সুখ-করী-সুসজ্জিত-কুসুম-শয্যাটীকে নিজ-রুচি-সঙ্গত করিয়া, পুনরপি ভাল করিয়া সাজাইলেন! প্রোজ্জ্বল-রত্নময়-প্রদীপটীকে স্বহস্তে অধিকতর প্রজ্বালিত করিলেন! তথা সুগন্ধময়-তাম্বূল-বীটিকাগুলিকে কর্পূরাদি-বিবিধ-সুগন্ধ-দ্রব্যোপাদান-দ্বারা অধিকতররূপে সুবাসিত করিয়া, শ্রীশঙ্কর-দেবের কর-কমলতলে সমর্পণ-পূর্ব্বক তন্মধ্য হইতে মদনভাবোদ্দীপক দুইটী তাম্বূল-বীটিকা গ্রহণ করিয়া, তদীয়-শ্রীমুখে তুলিয়া দিয়া, হাসিতে হাসিতে স্বয়ং কুসুম-শয়নীয়তলে তাঁহার বামপার্শ্বে উপবিষ্টা হইলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

একোনবতিতম অধ্যায়

সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্ব-হৃদয়েশ্বর, সর্বৈবশ্বর্য্য-লীলাবাস, সর্ব্ব-ভূতাধিবাস, বিবুধ-বর-বৃন্দারক-বৃন্দ-বন্দিত-বরেণ্যতম-ভগবান্ শ্রীশঙ্কর-দেব প্রিয়তমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া, সবিলাস-লীলা-রস-রঙ্গিণী-বক্ষো-বিলাসিনী-হৃদয়েশ্বরী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে বাম-হস্ত-সাহায্যে আকর্ষণ-পূর্ব্বক নিজ-বদন-কমল-সমীপে তদীয়-বদন-কমল আনয়ন করিয়া, সন্নিহিত-প্রিয়তমা-মুখ-কমলে স্ব-চর্ব্বিত-সুগন্ধ-পূর্ণ-সুরস-সম্পন্ন-তাম্বূল-দান করিলেন এবং দক্ষিণ-কর-কমল-দলাগ্রদল-দ্বারা বক্ষো-বিলাসিনীর মার্জ্জিত-মহামারকত-মণি-শিলা-ফলক-কল্প-চারুতর-চিবুক-ধারণ ও তাঁহার কপালে, কপোলে, তথা ওষ্ঠাধর-দেশে গাঢ়ানুরাগভরে ঘন-ঘন-চুম্বন-পূর্ব্বক হৃদয়েশ্বরীকে হৃদয়ে উত্তরারণিরূপে আরোপিতা করিয়া, স্বয়ং অধরারণিরূপে সুকোমল-কুসুম-শয়নীয়তলে আশ্রয়-গ্রহণ করিলেন।

এদিকে পতি-প্রাণা-পতি-পরায়ণা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীও প্রাণেশ্বরের পূর্ব্বকৃত-বিপরীত-রতি-বিষয়িণী-প্রার্থনা-স্মরণ করিয়া, সর্ব্ব-প্রকারে প্রাণাধিক-পতি-দেবতার সন্তোষ-সাধনই যে পতিব্রতা-পত্নীর একমাত্র শাস্ত্রানুমত-ধর্ম্ম-সঙ্গত-কর্ত্তব্য-কার্য্য, তাহা স্থির-চিত্তে বিশেষভাবে অবগতা হইয়া, প্রিয়তমের অভিপ্রায়ের সহিত নিজাভিপ্রায়ের সম্মিলন, সর্ব্বথা একীভাব-সম্পাদন করিলেন। এইরূপে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী ও পরমেশ্বরদেবের বিপরীত-রতি-ক্রিয়া সমারব্ধা হইলে, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর জয়া-বিজয়াদি-সখীগণ কুঞ্জ-কাননান্তরালে আত্ম-গোপন-পূর্ব্বক বাতায়ন-পথ হইতে বিপরীত-রতি-রণ-নিরত-নাগররাজ ও নাগরী-রাজ্ঞীর সম্মিলিত-যুগলরূপ-দর্শন করিয়া, বর্ণনা-চ্ছলে একে অন্যের প্রতি কহিলেন,—আহা! দেখ, সখি! "কি বা সে দোঁহার রূপ! কিশোরা-কিশোরী, পসরা-পসারি, রভস-রসের কূপ। রবির কিরণে, মলিন ইন্দু, কুমুদ মুদিত

লাজে। চাঁদের ভরমে, চকোর মাতল, ইন্দীবর হাসে মাঝে। চাঁদের উপরে, এক-বিধুবর, ইন্দু উপরে শশী। চকোর উপরে, পিয়ে সুধাকর, খঞ্জন উপরে বসি। স্বর্ণদী-তরঙ্গে, অরুণ উদয়, তারার পসার তথা। অরুণ চাপিয়া, তিমির রহল, কি না অদভুত কথা! তড়িত উপরে, সুমেরু-শিখর, ঘনের জনম তায়। নীলার লতায়, মুকুতা ফলল, কেবা পরতীত যায়। গৌরী-শঙ্করের, আরতি এসব, কহিতে ভরসা কায়? রসের পাথারে, না জানি সাঁতারে, ডুবিল সেবক রায়।"

আহা! দেখ, দেখ, সখি! আমাদের রসের সাগর এই নাগর-নাগরী দুইজনের যুগল-রূপের কি অপূর্ব্ব-শোভা, কি অপূর্ব্ব-ভাব-ব্যঞ্জক অবয়ব-সন্নিবেশ বিকাশ-প্রাপ্ত হইতেছে! আজ আমাদের নব-কিশোর-কিশোরী যে রূপের পসরা বিসারিতা-বিস্তারিতা করিতেছেন, এই অপরূপ-রূপের পসরাটী একটী প্রহর্ষ-প্রমোদ-কৌতুক, বা আনন্দ-রসের সাগর-গর্ভ-গত-কূপ-স্বরূপে অভিহিতা হইলেও, বোধ করি, অত্যুক্তি হইবে না! দেখ, সখি! কত-ভাবে, কত-ভঙ্গীতে এই রসের কূপ হইতে আনন্দের উৎস উৎসারিত হইতেছে! দেখ, সখি! শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর নীলা-শিলা-ফলক-কল্প ললাটের মধ্য-ভাগস্থ-বিপুল-পৃথুল-বর্ত্তুলোজ্জ্বল-সিন্দূর-তিলক-রূপ-নবোদিত-সূর্য্যের চাক্‌চিক্য-ময়ী-দীপ্তির নিকটে নাগর-রাজের সুমেরু-শিলাতল-বিশাল-ভাল-তল-মধ্যস্থ-তাদৃশ-চন্দন-তিলকরূপ-চন্দ্রের বিমলোজ্জ্বল-প্রভাও মলিনা হইয়া গিয়াছে, এইরূপে চন্দন-তিলক-চন্দ্র নিষ্প্রভ হওয়ায়, নাগরী-রাজ্ঞী শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সদা সুবিকসিত-প্রফুল্ল-কুমুদিনীর ন্যায় সুশোভন-হাস্য-সৌন্দর্য্য বিমলিন হইল দেখিয়া, অপরা-সখী অপরাকে কহিলেন,—দেখ, সখি! রবির কিরণে চাঁদকে মলিন হইতে দেখিয়া, বুঝি নিজ-নাথের মালিন্য-দর্শনে লজ্জা ও দুঃখ-ভরে কুমুদিনীও মুদিতা হইয়া রহিয়াছে!

কিন্তু, দেখ, সখি! আমাদের রসের সাগর নব-নাগর-রাজের অনি-বৃত্তাকাঙ্ক্ষ ও অপরিতৃপ্ত-নয়ন-দ্বয় শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর বদন-সন্দর্শনা-নন্দে একেবারে যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং এইরূপ ঘটনা-দর্শনে

আমার মনে হইতেছে যে, চন্দ্র-ভ্রমে চকোর-মাতিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া, উভয়ের মধ্য-স্থানে সংস্থিত ইন্দীবর, অর্থাৎ শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর নীল-শতদল-দল-দীর্ঘতর-লোচন-যুগল তৎপ্রতি অর্থাৎ চন্দ্র-শেখর দেবের লোচন-চকোরের প্রতি অবিচলিতভাবে চাহিয়া চাহিয়া, কেবল হাসি-তেছে! তথা দেখ, সখি! লীলা-রস-তরঙ্গ-রঙ্গ-বশে শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীর চন্দ্রানন-খানি শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীমুখ-চন্দ্রের উপরিভাগে সুন্দর-ভাবে বিরাজিত হওয়ায়, কি মধুরতর-শোভার বিকাশ হইয়াছে! আহা মরি! মরি!! দেখ, সখি! এক্ষণে চাঁদের উপরিভাগে অপর একটী চাঁদ সংস্থিত হওয়ায়, যেন মধুরিমার চরম অবধি, বা একশেষ হইয়া উঠিয়াছে! আবার লীলা-তরঙ্গ-রঙ্গের আতিশয্য-বশে চাঁন্দের উপরে এক বিধুবরের সংস্থান-ভঙ্গীর কিঞ্চিৎমাত্র ব্যতিক্রম-দর্শনে আনন্দে উৎফুল্লা হইয়া, এক সখী অপরা-সখীকে কহিলেন,—ওমা! দেখ, দেখ, সখি! কতভাবে চাঁদের উপরে চাঁদের অবস্থান ঘটিতেছে!

পরক্ষণেই আবার শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের অন্যবিধ-লীলা-তরঙ্গে অর্থাৎ লোচন-যুগল-যুগ্মে দৃষ্টি-পাত-বশতঃ একজন সখী শ্রীশঙ্করদেবের চঞ্চল-লোচন-খঞ্জন দুইটীর উপরিভাগে সংস্থিত থাকিয়া, শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীর নয়ন-চকোর দুইটী যেন ভোর হইয়া, তদীয়-বদন-চন্দ্রের সুধা-পান করিতেছে দেখিয়া, আনন্দ-বেগে অপরাকে কহিলেন যে, চকোর চাঁদের নিম্নে অবস্থিতি-পূর্ব্বক ঊর্দ্ধ-মুখে সুধাকরের সুধা-পান করিয়া থাকে, এই রীতি জগতে চিরদিন যাবৎ চলিয়া আসিতেছে বটে; কিন্তু দেখ, সখি! কি আশ্চর্য্য? দুইটী প্রমত্ত-চকোর দুইটী খঞ্জনের উপরে বসিয়া, কেমন মনের সুখে অধো-মুখে চাঁদের সুধা-পান করিতেছে! শ্রীশঙ্করদেবের স্বর্ণ-শিলাতল-তুল্য-বিশাল-লোল-ললাট-ফলকে শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীর সিন্দূর-তিলক-সূর্য্য মুদ্রিত হইয়া যাওয়ায়, তদ্দর্শনে একজন-সখী অপরাকে কহিলেন,—হে সখি! আরও একটী অপূর্ব্ব-রঙ্গ-দর্শন কর—আকাশ ছাড়িয়া, আজ নীল-সলিলা-কালিন্দীর জ্যেষ্ঠা-ভগিনী-জাহ্নবীদেবীর প্রাবৃট্-কালীন-নানা-ধাতু-বিমিশ্রিত-স্বর্ণ-বর্ণ-সলিলময়-তরঙ্গে কেমন অরুণ-বর্ণ-বিভূষিত-দিবাকরের উদয় হইয়াছে।

একেত আকাশ ছাড়িয়া, রমণীয়-স্বর্ণদী-তরঙ্গে অরুণের উদয়-বার্ত্তা অদ্ভুত-কথার মধ্যে পরিগণিতা, তদুপরি আবার বিপরীত-রতি-রণ-নৈপুণ্য-প্রদর্শন-তৎপরতা-প্রযুক্ত প্রাণেশ্বরীর তারকানুকার-হীরক-তারক-হার-সার ও মণিসর, বা গজরাজ-জাত-স্থূলোজ্জ্বল-তরলতর-মুক্তা ফল-মালা বিচ্ছিন্না হওয়ায়, সংচ্ছিন্ন সেই হীরক-তারক-হার, কিম্বা মুক্তামালা হইতে বিগলিত-হীরক-তারক-সকল, অথবা স্থূলোজ্জ্বল-মুক্তা-ফল-সকল নাগরবরের বিশাল-বক্ষঃ-স্থলে বিকীর্ণ হওয়ায়, একই স্বর্ণদীতরঙ্গে সমকালে অরুণোদয়ের সহিত তারাগণের অপূর্ব্বাদ্ভুত সমাবেশ! কিন্তু, কেবলই কি স্বর্ণদী-তরঙ্গে অরুণোদয়-সমকালে তারা রাজির নিতান্তা-সম্ভবপর অভ্যুদয়? তদুপরি আবার "অরুণ চাপিয়া তিমির রহল," অর্থাৎ বিনোদিনীর সিন্দূর-বিন্দুর উপরে আলুলায়িত-কুন্তল-সকল নিপতিত হওয়ায়, অরুণকে আক্রমণ-পূর্ব্বক চাপিয়া ধরিয়া, তিমিরের অবস্থান নিতান্তই অদ্ভুত বলিয়া, মনে হইতেছে।

সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে, হে সখি! আকাশ ছাড়িয়া, স্বর্ণদীর সুবর্ণ-বর্ণ-বিভূষিত-সলিল-তরঙ্গে অরুণের উদয় ও তারাগণের উদয়, তথা অরুণ চাপিয়া তিমিরের অবস্থিতি, এই তিনটী অত্যদ্ভুত-দৃশ্য অত্যন্তাপূর্ব্ব-চেতশ্চমৎকার-জনক-রঙ্গ দর্শন কর, একবার এই রসিক-নাগর-জন-মনোহর অদ্ভুত-রঙ্গ-তরঙ্গ-দর্শন করিয়া, নয়নের, মানসের ও জীবনের সফলতা-সম্পাদন কর। অপিচ, হে সখি! অরুণের সহিত তারাগণের উদয় কখনও সম্ভবে না বটে; কিন্তু আজ একত্র সমস্ত অদ্ভুতের সমাবেশ! দেখ, গঙ্গাতরঙ্গে অরুণ সহ তারাগণও প্রসারিত রহিয়াছে! কিম্বা বিনোদিনীপার্ব্বতীদেবীর সুরতসমরাকুল আলুলায়িত অলককুল ললাট-মধ্যগত-সিন্দূর-বিন্দুর উপরিভাগে নিপতিত দেখিয়া, কি অদ্ভুত! ঐ দেখ, তিমির অরুণকে চাপিয়া রহিল।

এই কথামাত্র বলিয়া, অদ্ভুত-প্রদর্শন-ব্যাপার হইতে আমি পশ্চাৎপদা হইতেছি না; কিন্তু হে সখি! আমি পুনশ্চ তোমাকে অনুরোধ-পূর্ব্বক বলিতেছি যে, তুমি অপরাপর অদ্ভুত-দৃশ্য-দর্শন

কর! ঐ দেখ, তড়িল্লতার উপরিভাগে সুমেরু-শিখর কেমন সুন্দর শোভা প্রাপ্ত হইতেছে! আবার দেখ, তড়িল্লতার উপরিস্থ-সুমেরু-শিখর-ভাগে ঘনের জন্ম লাভ হওয়ায়, স্বভাব-সুন্দর-সর্ব্ব-জন-মনো-হর-কাঞ্চনময়-সুমেরু-শিখরের সেই শোভা-সৌন্দর্য্য আরও কত-শত-গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে! আমি আরও একটী অদ্‌ভুত-দৃশ্য-প্রদর্শন করাইতে পারি বটে; কিন্তু হে সখি! নীলা-লতায় স্থূলোজ্জ্বল কত-মুক্তা-ফল যে ফলিয়াছে, তাহা না দেখিলে কি তুমি বিশ্বাস করিতে পারিবে ?

হে সখি! এতগুলি অদ্‌ভুত-দৃশ্য-দর্শনে তুমি অবশ্যই মানসে বিস্মিতা হইয়াছ বটে; কিন্তু হে সখি! বিস্ময়-বিস্ফারিত-নয়ন দুইটাকে আরও একটু বিশদরূপে বিকাশিত করিয়া, একবার ভাল করিয়া দেখ দেখি, রসিক-নাগররাজ-শ্রীশঙ্করদেবের তড়িত্তুল্য-বর্ণ-বিমণ্ডিত-প্রতপ্ত-জাম্বূনদ-রমণীয়-কমনীয়-কলেবর-প্রদেশে ভিত্তি-স্থানীয়-সৌদামিনী-সদৃশ-পৃষ্ঠ-পার্শ্বাদি উপচিত-শরীরাবয়বাধারে সুপ্রতিষ্ঠিত-সুমেরুতুল্য-সমুন্নত-বিশাল-বক্ষো-দেশে সমবস্থিত-মাংসলোচ্ছ্রিত-হেম-সম-সুন্দর-বর্ণ-বিভাসিত-স্তন যুগলরূপ-কাঞ্চনময়-শিখর-দ্বয়ে নীল-মণি-নির্ম্মিত-প্রতিমা-সমানাকার-কালী-পার্ব্বতীরূপ কালিন্দী-নীর-নীল-নীরদ-খণ্ডের জন্ম অর্থাৎ কেমন সুন্দর উদয় হইয়াছে। হে সখি! সৌদামিনীর উপরে সুমেরুর অবস্থিতি এবং সুমেরু-শিখরে মেঘের সমুদয়রূপ-মধুরাদ্ভুত-দৃশ্যটী কি তুমি নয়ন ভরিয়া, দর্শন করিয়াছ ? যদি দেখিয়া থাক, তবে এই আর একটী অদ্ভুত-দৃশ্য-দর্শন কর! দেখ, দেখ, সখি! নীলা-লতা-মর-কত-মণি-বল্লরীশরীরে কত-কত-শত-শত-মুক্তা-ফল ফলিয়া রহিয়াছে!

হে সখি! সত্য করিয়া বল দেখি, আমাদের মহানীল-মণি-বর্ণবিমণ্ডিতা-লতারূপিণী-বিলাসিনী-সম্রাজ্ঞী-পার্ব্বতী সবলে আক্রমণ-পূর্ব্বক বিপরীত-রতি-কেলি শয্যাতলে শায়িতনাগরবর-শ্রীশঙ্করদেবের সুমেরু-শিখর-কল্প-বিশাল-বক্ষঃস্থলে বিলসিতাবস্থায় নিরন্তর-বিপরীত-রতি-রণ-শ্রান্তিবশে কণাকারে সমুদ্‌গত-সূক্ষ্ম-সূক্ষ্মতর-শ্রম-জল-বিন্দুগুলি ক্রমে ক্রমে স্থূল-ভাব-প্রাপ্ত হওয়ায়, তাদৃশ-স্থূলোজ্জ্বল-ললিতমুক্তা-ফল-সমাচিত-মারকতী-

লতার ন্যায় স্থূলোজ্জ্বলতম-মুক্তা-ফল-কল্প-স্বেদ-বিন্দু-বিভূষিত-নীল-মণি-নিভ-নিজ-তনু-লতা-সাহায্যে কেমন সুন্দর-শোভা-প্রাপ্তা হইতেছেন! হায় সখি! আমাদের রসের নাগরী-নাগর-শ্রীগৌরী-শঙ্করদেবের সমস্তাৎ সম্যক্ ক্রীড়ারূপা আরতির এসকল-পরিণতি-কথা কাহার কাছে বলিব? কে ইহা বিশ্বাস করিবে? তথা এসকল-কথা কহিতে ভরসাই বা কাহার আছে? তবে নিত্য-লীলা-দর্শনকারিণী-সখী ও ভক্তসেবকগণের ভরসা-মাত্র করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু ভক্ত-সেবকগণের ভরসা, বা মুখাপেক্ষা করিলে কি হইবে? ভক্ত-সেবক-জনও যে সাঁতার না জানিয়া, রসের পাথারে নামিয়া, সহসা ডুবিয়া যান।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে একোননবতিতম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

নবতিতম অধ্যায়

"প্রণয়-সুধা-রস-সার-গঠিত-তনু"-শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের বিপরীত-বিহার আরব্ধ হইয়াছে। শ্রীগৌরী-শঙ্করদেবের সমারব্ধ এই বিপরীত-রতি-রণ-বিহার কিরূপে অগ্রসর হইয়াছিল এবং কিরূপ সাফল্য-লাভ করিয়াছিল, অধুনা তদ্বিষয়ক-বিবরণের উপযুক্ত অবসর-বোধে লতা-রন্ধ্রে নয়ন-সমর্পণ-পুরঃসর মহাদেব ও মহাদেবীর লীলা-দর্শনকারিণী কোন সখীর প্রতি কোন সখীর উক্তি-সাহায্যে তদ্বিষয়ক-বিবরণে প্রবৃত্ত হইতেছি। একজন সখী অপর একজন-সখীকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন,—"সজনি! হেরি হেরি, তুহু দিঠি ঝাঁপ! মনমথ-সমরে, কুসুমশর কো কহু? সঙরি সঙরি জীউ কাঁপ! গৌরী-শঙ্কর, নিকুঞ্জে পৈঠল, রতি-রণ-রঙ্গকো শালা। রণ-বাজন-ঘন, কোকিল-কল-রব, ঝঙ্করু মধুকর-মালা। পহিলহি গৌরী, নয়ন-শরে জর-জর, আকুল কুঞ্জকো রাজ। ভুজ-যুগ-বারুন, পাশে ধনী বান্ধল, নিকরুণ-হৃদয়কো মাঝ। রোখলি গৌরী, তহি পুন হর-উরে, কুচনীলকগিরি হান! সো গিরিচর খর, নখরে বিদারল, বিচলিত মানিনী মান! শ্রমভরে তুহু, অধর মধু পিবই, তুহু গুণ তুহু পরশংস! তুহুকো গণ্ড, মুকুর হেরি ভরমই, নিজ-ছায় তুহু করু দংশ! সিন্দুর দহন, বাণ হেরি শঙ্কর, মৃগমদ জলদে নিঝাও! পিঞ্ছ মুকুট ভয়ে, বেণী ভুজঙ্গিনী, বিলোলিত মহী গড়ি যাও! মাতল মদন, রায় মদকুঞ্জর, অলক অঙ্কুশ নাহি মান। তোড়ল নীবি, নিগড় গীমবন্ধন, নিজ পর তুহু নাহি জান। রতিরণ তুমুল, পুলক-কুল-সঙ্কুল, ঘন মণিমঞ্জীর বোল! নিজ মদে মদন, পরাভব মানল, কুণ্ডল গণ্ডহি লোল! অনুখন কঙ্কণ, কিঙ্কিণী ঝঙ্করু, রতি-জয়-মঙ্গল-তূর! মনমথ কেতু, মকর গড়ি যাওত, শঙ্করদাস কহু ফুর!"

অর্থাৎ কুঞ্জ-বাতায়ন-পথে দত্ত-নয়না কোন সখী শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বর-দেবের নব-নব-লীলা-দর্শন করিতে করিতে, অপরা কোন সখীকে কহিলেন,—দেখ, দেখ, সখি! নয়নে নয়নে অচঞ্চল-লোচন-দৃষ্টি-সাহায্যে নিরন্তর-নিরীক্ষণের ফলে সুখ-রসাবেশ-বশে উভয়েরই লোচন-যুগল ক্রমেই যেন নিমীলিত হইয়া আসিতেছে! মন্মথ-সমরে কুসুম-শরের বিক্রমের বর্ণনা কে করিতে পারে? দেখ, সখি! মন্মথদেবকে মনে মনে বারম্বার স্মরণ করিয়াই, যেন আমাদের নায়ক-নায়িকা-যুগলের জীবন-হৃদয় কম্পিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে! আহা! আমাদের শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী ও শ্রীশঙ্করদেব রতি-রণের রঙ্গ-ভূমি নিকুঞ্জ-কাননে প্রবিষ্ট হইবামাত্র আজ কোকিল-কুলের কল-ধ্বনি ও মধুকর-নিকরের ঝঙ্কাররূপ-রণ-বাদ্য ঘন ঘন বাদিত হইতেছে।

সখি! সম্প্রতি কেলি-যুদ্ধ-দর্শন কর, দেখ আমাদের নাগরী-সম্রাজ্ঞী কুঞ্জরাজ-শ্রীশঙ্করদেবকে প্রথমতঃ নয়ন-শরাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া, অধুনা মল্লযুদ্ধারম্ভ করিয়াছেন! ঐ দেখ, সখি! সুরত-সমর-রসজ্ঞা নাগরী-রাজ্ঞী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী মৃণাল-সৌন্দর্য্য-সৌকুমার্য্যানুকার-করী-নিজ-বাহু-বল্লরীরূপ-বারুণ-পাশাস্ত্র-দ্বারা স্বীয়-হৃদয়েশ্বর-নাগর-রাজ-সুরত-সমর-বীর-শ্রীশঙ্করদেবকে অতিসুকৌশলে নির্দ্দয়রূপে হৃদয়দেশে বন্ধন করিয়া, গুরুতর-রোষভরে তদীয়-বিশাল-বক্ষঃ-স্থলে শ্যাম-চুচুক-চুম্বিত-চারু-চটুল-নিজ-কঠোরতর-কুচ-যুগলরূপ-মহামরকত-মণিময়-গিরি-দ্বারা রতি-রণোচিত-প্রহার-বেগাবলম্বন-পূর্ব্বক ঘন-ঘন আঘাত করিতেছেন! কিন্তু হায়! আমাদের নাগরী-রাজ্ঞী একটীবারের জন্যও বিবেচনা করিতেছেন না যে, স্ব-প্রদত্তাতুলনীয়-বর-বলে বলীয়ান্ রাক্ষস-কুল-ধুরন্ধর-বীরেন্দ্র-বর-রাবণ-কর্ত্তৃক নিজ-ভুজ-বন-সাহায্যে সবলে উৎপাটিত অচল-শ্রেষ্ঠ-কৈলাসকে বাম-পাদাঙ্গুষ্ঠাগ্র-ভাগের অলসভাবে সঞ্চালন-মাত্র-দ্বারা যিনি যথাস্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, গিরিচরবররাজ সেই শ্রীশঙ্করদেব তাঁহার কুচ-গিরি-মাত্র-প্রহার-দ্বারা দমিত হইবেন কেন?

কিন্তু, ঐ দেখ, সখি! দমিত হওয়া ত দূরের কথা, শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীর কুচ-গিরি-কৃত-শত-শত-প্রহারাঘাত হাস্য-সহকারে সহ্য করিয়া,

সুরত-সমর-কুশল-শ্রীশঙ্করদেব স্বীয়-সুতীক্ষ্ণ-নখাস্ত্র-দ্বারা হৃদয়-বিলাসিনীর কঠোরতর-কুচ-গিরি-যুগলকে বিদীর্ণ করিতে করিতে, সুরত-সমরাভিমান-গর্ব্বিতা-রতি-রণ-রঙ্গিণীর মান-গৌরবকে বিচলিত করিয়া দিতেছেন! দেখ, সখি! আমার মনে হইতেছে যে, এক্ষণে প্রাথমিক-সুরত-সমর-শ্রমে শ্রান্ত হইয়াই বুঝি, আমাদের অনিন্দ্য-সুন্দর-রসরাজ ও রস-রাজ্ঞী শক্তি এবং উত্তেজনা-বৃদ্ধির নিমিত্ত পরস্পরের মুখ-কমল-মধু, বা অধর-সুধা-রস-পান করিতেছেন ও একে অপরের রতি-রণ-চাতুর্য্যের প্রশংসাবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন! হে সখি! আরও একটী অদ্ভুত-ব্যাপার নিজ-নয়নে একবার ভাল করিয়া অবলোকন কর; দেখ, আমাদের রস-সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী পরস্পরের প্রতি-বিম্ব-গ্রাহি-স্বচ্ছ-সমুজ্জ্বল-গণ্ড-দর্পণে স্ব-স্ব-প্রতিবিম্ব-দর্শনে দুই জনেই যেন পরস্পরের মুখ-কমল-মধু-পান-জনিতোন্মাদ-প্রযুক্ত মানসে মত্ত হইয়া, সেই পরস্পরের গণ্ড-দর্পণে প্রতিবিম্বিত-স্ব-স্ব-মুখ-কমলে দংশন করিতেছেন!

তারপর দেখ, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সিন্দূর-রেখারূপ অগ্নি-বাণকে স্ফূর্ত্তিমান্ হইতে দেখিয়া, সুরত-শূর-শ্রীশঙ্করদেব আপন মৃগ-মদ-তিলকের মেঘ অর্থাৎ বারুণাস্ত্র-দ্বারা তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাপিত করিয়া দিলেন! এদিকে রস-সাগর-রসিক-নাগর-নব-নটবর-রাজ-চক্রবর্ত্তি-চক্র-চূড়ামণি-শ্রীশঙ্করদেবের মৌলি-মণ্ডন-পিচ্ছ-মুকুট-রূপ-মত্ত-ময়ূর-বরের বিক্রম-দর্শনেই বুঝি, পলায়নের নিমিত্ত নাগরী-রাজ্ঞী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর বিলোলিত-বেণী-ভুজঙ্গীটী ভীতি-ভরে ভূমিতলে, অর্থাৎ কুসুম-কল্পিত-কোমল-কমনীয়-শয়নীয়-তলে, কিম্বা নব-ভবদশোক-দল-কুল-কল্পিত-ভূতলস্থ-রতি-তল্পতলনারে লুণ্ঠিতা হইতেছে! দেখ, দেখ, সখি! বিপরীত-বিলাসের মহানন্দে মদন-মহারাজের মহামদ-মত্ত মহনীয়-মহামহিম-মণ্ডিত-মাতঙ্গরূপ উমা-ধব-শ্রীশঙ্করদেব একেবারে যেন মাতিয়া উঠিয়াছেন! তিনি ললাট-নিপতিতালকরূপ অঙ্কুশের বারণ আর মানিতেছেন না!

আরও দেখ, এই নব-নাগর-নাগরী দুই জনের মধ্যে কাহারও নিজ-পর-জ্ঞান নাই! বিশেষতঃ ঐ দেখ, রত-গুরু-শ্রীশঙ্করদেব স্বাধীন-সুরত-

সমর-ব্যবহারের বাধা-জনক-নিগড়-স্বরূপ নাগরায়িত-নাগরী-শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীর নীবি-বন্ধ এবং মাতঙ্গের গ্রীবা-বন্ধনী-স্বরূপ আপনার গলার বন-মালা ছিন্না করিয়া ফেলিলেন! লীলা-তরঙ্গের আতিশয্য-দর্শনে পুনশ্চ একজন-সখী অপরা-সখীর প্রতি কহিলেন,—হায়! হায়! দেখ, সখি! সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ অস্ত্রাহত-যোদ্ধ-পুরুষের অঙ্গ-ব্রণবৎ আমাদের নাগর-নাগরী দুই জনের সমস্ত অঙ্গই প্রহর্ষ-পুলকোদ্‌গম-প্রযুক্ত চারুতর-কলেবর-দেশে শাল্মলী-তরুর ন্যায় কণ্টকিতাবস্থায় কেমন পরম-শোভার বিস্তার-সাধন করিতেছে! ঐ শুন, সখি! মণি-নূপুররূপরণ-বাদ্য ঘন-ঘন বাজিতেছে! তুমুল-বিপরীত-রতি-রণ ক্রমে প্রগাঢ়তর-ভাব-ধারণ করি-তেছে! তুমুল রতি-রণের দিব্য-প্রভাব-বশে বোধ হইতেছে, যেন কন্দর্পের দর্প ক্রমে চূর্ণ-বিচূর্ণ-ভাব-প্রাপ্ত হইতেছে! এইরূপে মদন-মহারাজ নিজ-মদের পরাভব-স্বীকার করিয়া লওয়ায়, নাগরী-রমণী-মণির "গণ্ড হি লোল" কুণ্ডল-দ্বয় জয়-পতাকার ন্যায় আনন্দভরে পত-পত-শব্দে দুলিতেছে এবং মদন-বিজয়ের মঙ্গল-বাদ্য-স্বরূপে কঙ্কণ ও কিঙ্কিণী অনু-ক্ষণ সুমধুর-ঝঙ্কার করিতেছে!

কিন্তু, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সখীগণের মুখে এইরূপ বিপরীত-রতি-কেলি-বিবরণ শ্রবণ করিয়া, শ্রীশঙ্করদেবের কোন সেবক সখীভাবারূঢ় হইয়া, ফুৎকার-সহ হাস্য করিতে করিতে কহিতেছেন,—নিজ-মদে মদন পরাভব মানিয়া লওয়ায়, একদিকে যেমন নাগরী-রাজ্ঞীর নিস্তলোজ্জ্বল-গণ্ড-স্থলস্থ-লোল-কুণ্ডল-যুগল জয়-পতাকার ন্যায় আনন্দভরে দুলিতেছে, আর অপরদিকেও সেইরূপ মন্মথ-মহারাজের বিজয়-পতাকারূপ নাগর-বরের মকর-কুণ্ডল-যুগল মনো-দুঃখে ভূমিতলে, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত-কুসুম-পল্লব-রচিত-তাদৃশ-সুখ-শয্যাতলে পড়িয়া, গড়াগড়ি দিতেছে; সুতরাং আনন্দভরে হাস্য করিতে করিতে, বলা যাইতে পারে যে, ব্যাপারটী মন্দ নয় এবং দৃশ্যটীও দেখিতে ভালই বটে; দৃশ্যটী যে দেখিতে ভাল বলিতে হইতেছে কেন? তাহা অবশ্যই মাধুর্য্য, বা শৃঙ্গার-রসের উপাসক-ভক্ত-ভাবুক-কবি-কৃত-বর্ণনা-পাঠ না করিলে, বিস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর হইবে না।

অতএব তাদৃশ-কবি-জন-কৃত-বিপরীত-রতি-বিলাস-বিষয়িণী-বর্ণনা উদ্ধৃতা করিতে হইলে, এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, "আকুল-অলক, বেঢ়ল মুখ-শোভ। রাহু করল, শশি-মণ্ডল-লোভ। উভর-কুসুম, মালে করু-রঙ্গ। যনু যমুনা, মিলি গঙ্গ-তরঙ্গ। বড় অপরূপ, তুহু চেতন মেলি। বিপ-রীত-সুরত, কামিনী করু কেলি। পিয়-মুখ সুমুখী, চুম্বই ওজ। চাঁদ অধো-মুখে, পিবই সরোজ। বদন সোহাগল, শ্রম-জল-বিন্দু। মদন মোতি লই, পূজই ইন্দু। কুচ-যুগ-বিপরীত, লম্বিত-হারা। নীলার কলস পর, সুরধুনী-ধারা। কিঙ্কিণী রবয়ে, নিতম্বিনী-সাজ। মদন-বিজয়ে, যনু বাজন বাজ। ভণয়ে ভক্ত-জন, রসবতী-নারী। কাম-কলা জিনি, বচন চামারি।"

অর্থাৎ বর্ণনা-সাহায্যে এই শ্রীশিব-পার্ব্বতীদেবীর বিপরীত-বিহারের অপূর্ব্ব-দৃশ্যটী চিত্রিত করিতে হইলে, বলা যাইতে পারে যে, কপা-লের উপরিভাগে যে সরু-সরু-ছোট-ছোট-কেশ-গুলি নিপতিত থাকে, চূর্ণ-কুন্তল-শব্দে অভিহিত নাগর-বক্ষো-বিলাসিনী-বিনোদিনী-শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীর সেই আকুল অলক, বা অসম্বদ্ধ-কেশ-কলাপ-দ্বারা শ্রীশঙ্করদেবের আবৃত-মুখ-শোভা-সন্দর্শন করিয়া, বোধ হইতেছে যেন, শ্রীশঙ্করদেবের মুখ-মণ্ডল-রূপ-শশি-মণ্ডলটীর প্রতি লোভ উপস্থিত হওয়ায়, বিনোদিনীর অসংযত-চূর্ণ-কুন্তলরূপকরাল-রাহু তাহাকে গ্রাস কবিবার জন্য সবিশেষ-চেষ্টা করিতেছে! তথা কেলি-বিলাসিনীর উভর-কুসুম-মালা, অর্থাৎ কবরী-কুন্তল-সম্বদ্ধ-মালার অতিরিক্ত অংশ শ্রীশঙ্করদেবের কৃষ্ণ-কুঞ্চিত-কেশ-কলাপের সহিত মিলিত হইয়া, দুলিয়া দুলিয়া, যেন কি এক অপূর্ব্ব-রঙ্গ করিতেছে! হেম-সম-কলেবর-কান্তি-সম্পন্ন-রসিক-শেখরের হৃদয়-দেশে ইন্দ্র-নীল-মণিময়ী-প্রতিমা-প্রায়া-হৃদয়েশ্বরী বিলসিতা হওয়ায়, মনে হইতেছে, যেন সুবর্ণ-সলিলা-গঙ্গার তরঙ্গের সহিত সরিদ্বরা-যমুনা মিলিতা হইয়াছেন!

আর এই জগতের প্রাণের প্রাণ, সর্ব্ব-চেতনের চেতন-শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের এই চেতনোচিত-মিলনটী, বা লীলা-বিলাসটী আজ বড়ই অপরূপ, বা অপূর্ব্বতর বোধ হইতেছে; কারণ, বামা-শিরোমণি-কৃত-বিপরীত-সুরত-লীলা-বিলাসের মহানন্দেও আজিকার দিনে নায়ক-নায়িকা

দুই জনের মধ্যে কাহারও আনন্দ-মোহ সঞ্জাত হয় নাই! তথা দেখ, সখি! আমাদের সুমুখী-প্রিয়সখী কেমন কৌশলের সহিত সতেজে, সবলে, সঘনে প্রিয়-মুখে স্নেহাদরানুরাগভরে প্রগাঢ়ভাবে চুম্বন করিতে করিতে, অপূর্ব্ব-শোভার বিস্তার করিতেছেন! প্রিয়সখীর ওজঃ-সহকারে এই ঘন-ঘন-প্রিয়-মুখ-চুম্বন-ব্যাপার অবলোকন করিয়া, মনে হইতেছে, যেন চন্দ্রদেব ভূর্লোকে অবতীর্ণ হইয়া, অধো-মুখে সরোজের সুধা-পান করিতেছেন!

কিন্তু, উক্তরূপে প্রিয়-মুখে ঘন-ঘন-চুম্বনের ফলে যে আমাদের সুমুখীর শান্ত-ভাব-বিভূষিত-বদন-বিম্ব-খানি নিতান্তই স্নেহাদর, বা সোহাগের ভাব অভিব্যক্ত করিবে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি আছে? অতএব শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীর সঘনে প্রিয়-মুখ-চুম্বনাবসরে স্নেহ, আদর, বা সোহাগ-ভাব-ভরা-বদনে শ্রমাতিশয্য-বশতঃ যে সকল-স্বেদ-বিন্দু সমুদ্গত হইয়াছে, ঐসমস্ত-শ্রম-জল-বিন্দু-দ্বারা নব-নাগরী-মণির সোহাগ-ভাব-ভরা-শ্রীবদন-খানি সমাচিত হওয়ায়, মনে হইতেছে যেন, শ্রীমান্ মদন-দেব নিজ-গজ-রাজ-জাত-স্থূলতর-সুধা-ধবল-সমুজ্জ্বলাচির-প্রস্ফুটনোন্মুখ-বেলা-মল্লিকাদির কুট্মল-কল্প-মুক্তা-ফল-সকল পূজোপহার-স্বরূপে অর্পণ-পূর্ব্বক এই ইন্দু-বিম্ব-খানির পূজা করিয়া, এইমাত্র এখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন!

তথা দেখ, সখি! আমাদের এই ধনী-মণির চিবুক-সংস্পর্শনে সমুন্নত রাজীব-কুড্মলাকার-কুচ-যুগলের বিপরীত-দিকে স্বতঃ শুভ্র-সমু-জ্জ্বল-হীরক-তারক-হার-সার, অথবা স্থূলোজ্জ্বল-মুক্তা-ফল-হার-সারকে বিলম্বিত হইতে দেখিয়া, মনে হইতেছে, যেন ইন্দ্রনীল-মহামণি-কল্পিত-কলস-যুগলের উপরিভাগে উর্দ্ধতন-প্রদেশ হইতে সুরধুনীর ধারা নিপ-তিতা হইয়া, ক্রমে নাভি-সাগরে প্রবিষ্টা হইতেছে! কিম্বা তাদৃশ-নীল-মণিময়-বাণ-লিঙ্গাকার-কুচ-যুগলের উপরিভাগে কেহ যেন ভক্তিভরে ধারাকারে দুগ্ধ ঢালিতেছে! আহা দেখ সখি! রতি-রণের উপযুক্ত-রূপ-ঘন-ঘন-প্রহারাবসরে আমাদের নবীনা-নিতম্বিনীর মদন-বেদিকা-কল্প বিপুল-পৃথুল-কঠিনোন্নত-নিতম্ব-বিম্বের সাজ, বা বিভূষণ-স্বরূপ মণি-হেমময়ী-

কিঙ্কিণী মনোহর-মধুরভাবের উদ্দীপনা-পূর্ব্বক যে শ্রুতি-সুখকর-রব করিতেছে, এই শ্রবণ-মনো-রসায়ন-সুমধুর-কিনি-কিনি-কিনি-কিনি-কিনি-কি-কি-শব্দ-শ্রবণে বোধ হইতেছে, যেন শ্রীমতীর পক্ষ হইতে মদন-মহারাজের বিজয়-মহোৎসবে বাজনা বাজিতেছে। এখন বল দেখি, সখি! আমাদের কিশোর-কিশোরীর এই কাম-কলা-ক্রীড়া-রস-কেলি-ব্যাপারটী কি সমধিক-চিত্তাকর্ষক, বা প্রাণ-মনো-বিমোহন নহে? এই মনোহর মধুরতর-দৃশ্যটী কি অধিকতর-লোচন-লোভনীয় নহে?

আমার ত মনে হইতেছে যে, হে সখি! আমাদের রূপবতী-কলাবতী-রসবতী-যুবতী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর কাম-কলা-বৈদগ্ধীর নিকটে বচনের ঢামারি-ধামালী পরাজিতা হইয়াছে! তাৎপর্য্য এই যে, আমাদের কলাবতী-শিরোমণি-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর কাম-কলা বচন-ঢামারির অতীতা; কারণ, হে সখি! তোমার আমার ন্যায় নিত্য-লীলা-দর্শনকারি-ভক্তজনের পক্ষেও উচ্চৈঃস্বরে গেয়-গীত-বিশেষরূপ-বচন-ঢামারি-সাহায্যেও তদীয়-কাম-কলা-নৈপুণ্য-গান করা সম্ভবপর নহে! অর্থাৎ দুর্দ্দমনীয় আনন্দোচ্ছ্বাসভরেও কলাবতী-শিরোমণি-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর কাম-কলা-বৈদগ্ধী গাহিবার উপযুক্ত-ভাষা আমাদের ভাবময়ী-শ্রীমতী-বিদ্যাধিষ্ঠাত্রীদেবী-ভগবতী-ভারতীর-ভাণ্ডারে নাই বলিলেও, অত্যুক্তি হইবে না! সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে, হে সখি! আমাদের শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের বিপরীত-রতি-বিলাসরূপ এই ব্যাপারটী মন্দ নয় এবং বড়ই মধুর, বড়ই সুন্দর। অত্যন্ত আনন্দপ্রদ এই মনোহর-দৃশ্যটী দর্শন করিতে করিতে, যেন প্রাণ-মনো-নয়ন-প্রভৃতি-সমস্তই আপনা আপনি আত্ম-বিস্মৃতির পথে অগ্রসর হইয়া থাকে।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে নবতিতম অধ্যায়

অষ্টাবিংশ-পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

একনবতিতম অধ্যায়

লতা-রন্ধ্রে দত্ত-নয়না কোন সখী শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের প্রকারান্তরে পুনঃ প্রবৃত্ত-বিপরীত-রহঃ-কেলি-দর্শনে উৎফুল্ল-মানসে কোন সখীর প্রতি কহিলেন,—দেখ, সখি! এইবারে বুঝি, আমাদের রসবতী-পার্ব্বতী স্বীয়-প্রিয়তম-প্রাণনাথের আংশিকভাবেও সুচারু অবয়ব-নিবহের বিশ্লেষ সহ্য করিতে না পারিয়া, বিপরীত-রতি-বিলাস হইতে অনুপরতাবস্থায় সম-কায়-শিরো-গ্রীবভাবে উপবিষ্টা হইয়া, কিঞ্চিৎ বিশ্রামাবসরে, শ্রীশঙ্করদেবকৃত-বিপরীত-রতি-রণারম্ভ-কালীন-নীবি-বন্ধন-বিমোচন-সমকালেই নিজ-শ্রীঅঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সমূহ সম্পূর্ণরূপে বসন-বিমুক্ত হওয়ায়, তাদৃশ অনাবৃত-স্বীয়-শরীরাবয়ব হইতে হার-কেয়ূর-কিঙ্কিণী-কঙ্কণাদি-বিভূষণ-সকল অবরোপিত করিয়া, নিশ্চল-লোচনে কেবলমাত্র কান্তের কমনীয় মুখ-কমল অবলোকন করিতেছেন! কিন্তু, "দরশনে নয়ন, নয়ন-শরে হানল, ভুজে ভুজ-বন্ধন ঝাঁপি। আভরণ-হীন, তনুতনু-পরশিতে, বিপুল-পুলক-ভরে কাঁপি। দেখ সখি! গৌরী-শঙ্কর-রঙ্গ। রতি-রণলাগি, জাগি দুহু যামিনী, না হেরিয়ে জয়-ভঙ্গ! ঘন-ঘন-চুম্বন, দুহু ভেল অচেতন, অধর-সুধা-রসে মাতি। প্রেম-তরঙ্গে, তনুমন পূরল, ডুবল মনমথ-হাতী। বদন হি গদ্‌গদ, আধ আধ-পদ, মদন-মূরছন-বাণী। দুহু দুহু মরমে, মরমে ভাল সমুঝই, শঙ্করদাস কিয়ে জানি?"

অর্থাৎ নয়নে নয়নে দর্শন হইবামাত্র উভয়েই উভয়ের নয়ন-কটাক্ষ-রূপ-কন্দর্প-শরে হৃদয়ে সমাহত হইলেন! তথা তৎক্ষণাৎ শ্রীশঙ্কর-দেব ভুজে ভুজ-বন্ধনাভিলাষে নিজ-ভুজ-যুগলকে প্রসারিত করায়, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী তদীয়-ভুজ-যুগলের সহিত নিজ-ভুজ-যুগলের বন্ধন করিতে ইচ্ছা করিয়া, সহসা প্রিয়তম-হৃদয়নাথের হৃদয়ে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন দেখিয়া, পুনশ্চ তদবস্থা কোন সখা অপরাকে কহিলেন,—

দেখ, দেখ, সখি! আমাদের শ্রীগৌরী-শঙ্করদেবের রঙ্গ-খানা একবার দেখ; যেমনই আমাদের প্রিয়তমা-সখী নব-নাগরবরের হৃদয়ে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং তদীয়ভুজ-বন্ধনে স্বয়ং আবদ্ধা হইয়া, তাঁহাকেও নিজ-ভুজ-বন্ধনে আবদ্ধ করিলেন, অমনই বালা-মৃদু-তনু-তন্বী-প্রিয়তমার আভরণ-হীন-তনুতর-বর-তনুর সংস্পর্শন-নিবিড়ালিঙ্গন-জনিত-পূর্ণ-সুখে শরীর-দেশে বিপুল-পুলক-কুল-সঙ্কুল হইয়া, আমাদের কুঞ্জরাজ যেমন কাঁপিতেছেন, সেইরূপ আমাদের কুঞ্জ-রাজ্ঞীও নায়কবরের বিশাল-বক্ষো-দেশে বিলসিতা ও তদীয় আলিঙ্গন-পাশে ভুজ-যুগ-বন্ধনে আবদ্ধা হইয়া, বিপুল-পুলক-কুল-সঙ্কুল-কলেবরে কম্পান্বিতা হইতেছেন!

সেই জন্যই পুনশ্চ বলিতেছি যে, হে সখি! দেখ, একবার আমাদের শ্রীগৌরী-শঙ্করদেবের রঙ্গ-খানা ভাল করিয়া দেখ, রতি-রণোৎসাহে উভয়ের যামিনী-জাগরণ দেখ, রতি-রণ, বা সুরত-সমর-রস-সমাস্বাদন-পটুতায় উভয়েই তুল্য ও সুদক্ষ; সেই জন্যই বুঝি, সম্প্রতি কাহারও জয়, কিম্বা পরাজয় পরিলক্ষিত হইতেছে না! দেখ, দেখ, সখি! আমাদের রসিক-নাগর-নাগরী দুইজনের ঘন-ঘন-চুম্বনের ঘটাটা একবার দেখ; এই ঘন-ঘন-চুম্বনের বহুলতা-প্রযুক্ত ক্রম-সম্বর্দ্ধিত-সান্দ্রানন্দাবেশ-বশে, তথা অধর-সুধা-রসপান-মত্ততা-নিবন্ধন ক্রমেই যেন উভয়েই অচেতন হইয়া পড়িতেছেন! আহা! প্রণয়-সুধা-রস-সার-গঠিত-তনু আমাদের এই প্রেমিক-প্রেমিকা-যুগল প্রেমামৃত-জলধির তরলতর-তরঙ্গ-সঙ্গে কত রঙ্গ করিতেছেন, একবার যেন এই প্রণয়-পয়োধি-জলে তরঙ্গ-ভঙ্গ-সঙ্গে ডুবিতেছেন, আবার পরক্ষণেই যেন প্রেম-তরঙ্গে কত-রঙ্গ-ভঙ্গী-সহকারে ভাসিয়া উঠিতেছেন! ঐদেখ, সখি! আমাদের নটরাজ ও নটরাজ্ঞী এই দুইজনেরই তনু, তথা মন যেন প্রেমামৃত-বারিধির তরঙ্গ-বারি-নিবহে একেবারে ভরিয়া গেল! আরও দেখ, সখি! আমাদের রতি-রণ-বীর-ভূত-নব-নাগর-নাগরী-যুগলের মন্মথ-মাতঙ্গরূপ-রণ-বাহন দুইটীও এই প্রেম-তরঙ্গে ক্রমেই যেন ডুবিয়া যাইতেছে!

হে সখি! এক্ষণে বুঝি, এই সুরত-সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ-রতি-রণ-কুশল-বীর-দ্বয়ের মধ্যে সভ্যতানুমোদিতরীতি অনুসারে সন্ধির প্রস্তাব

চলিতেছে! ঐ শুন সখি! দুইজনের বদন-কমলোদর-বিবর হইতে কি সুন্দর, কি মধুর, কি প্রাণানন্দকর-গদ্‌-গদ, আধ আধ-বচনরূপ অমৃত নিস্যন্দিত হইতেছে! আহা! এরূপ মধু-মাখা-বাণী শ্রবণ করিলে, মদনেরও মূর্চ্ছা হইতে পারে; আমরা ত কোন্ ছার? হে সখি আমাদের প্রেমিক-প্রেমিকা-যুগলের মধ্যে কিরূপ বাঙ্ময়-সুধা-বর্ষণ চলিতেছে, কিছুই কি বুঝা যাইতেছে না? অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ দূরস্থা কোনও সখীর উক্তরূপ-প্রশ্নের উত্তরে সখীভাবাবিষ্ট-শ্রীশঙ্কর-সেবকজন অবশ্যই বলিতে পারেন যে, পূর্ণোচ্ছলিত-প্রেমের এ মধুর-ভাষা, এই অর্দ্ধোচ্চারিত-গদ্‌গদ-বচনে প্রেমের মন্ত্র-পাঠ মরমে মরমে চলিতেছে এবং প্রেমিক-যুগল ভালরূপেই মরমে মরমে বুঝিতেছেন, আমরা ইহার কি জানি? তবে সখীভাবাবেশ-বশে আমরা যাহা দেখিতেছি, বুঝিতেছি ও বুঝিয়াছি, তদনুসারে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যে অবস্থায় প্রেমিক-যুগলের মানস-সরোবরে "না সো রমণ, নহু হাম রমণী", এইরূপ বিলাস-বিবর্ত্তাবর্ত্ত আবির্ভূত হইতে পারে, অধুনা সেই মহালীলাবস্থা সমাগতা হইয়াছে।

কিন্তু, বিলাস-বিবর্ত্তানুগতা এই মহালীলার আরম্ভে নিত্য-লীলা-দর্শন-কারিণী কোন সখী শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-লীলা-চিত্রবৎ অপরবিধ একটী অপূর্ব্ব-লীলাচিত্র সম্প্রতি অঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করিয়া, অপরাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন,—"চুম্বনে লুবধ মুখ, অলখিত ভাষ। ধাওল চাঁদ, চকোর কো পাশ! প্রিয়-মুখ ঝাঁপল, কুন্তল ভার। চাঁদ আগোরল, ঘন আন্ধিয়ার! কি কহো রে সখি! রজনীকো কাজ। কামহু কামে, লজাওল লাজ! সহজই শঙ্কর নব-নব প্রেম। হাতীকো দন্ত, জড়াওল হেম! নিবিড় আলিঙ্গনে, বিগলিত স্বেদ। শ্যামরী-গৌর রেখ রহু ভেদ!" অর্থাৎ হে সখি; দেখ, দেখ, আমাদের নব-কিশোর-কিশোরী অপরূপ-রূপের পসরা প্রসারিতা করিয়া উভয়েই উভয়-কৃত-নিবিড় আলিঙ্গনে শরীরে ও মানসে এক হইয়া, কেমন সুন্দর-ভাবে কুসুম-শয়নীয়তলে অবস্থিতি করিতেছেন!

আহা! দেখ, সখি! আমাদের নাগরী-রাজ্ঞীর চুম্বন-লুব্ধ-শ্রীমুখের অলক্ষিত-বাগ্‌-বিলাস কি প্রাণ-মনো-মদ-বর্দ্ধন! সখি! দেখ, দেখ,

কি অদ্ভূত-দৃশ্য ! আমাদের বিনোদিনীর বদন-চন্দ্রমাঃ কেমন আগ্রহানু-রাগভরে শ্রীপঞ্চাননদেবের আনন-চকোরের প্রতি ধাবিত হইয়াছে ! দেখ, সখি ! আমাদের ধনীমণির প্রিয়-মুখ চুম্বন-লুব্ধ-শ্রীবদনখানিকে প্রিয়তমের শ্রীবদনখানির সহিত ঝাঁপিয়া নিপতিত তদীয়-কুন্তলভার, বা উন্মুক্ত-কেশ-কলাপের শোভা দেখিয়া, বোধ হইতেছে, যেন ঘনীভূত অন্ধকার চাঁদকে আগুলিয়া রহিয়াছে ! হে সখি ! এই অলৌকিক-রজনী-বিলাসের কি কখনও বর্ণনা হইতে পারে ? আহা ! দেখ, সখি, আজ আমাদের কলাবতীমণি স্বয়ং কামের কাম হইয়া, লজ্জাকেও যেন লজ্জিতা করিতেছেন ! সখি ! শ্রীশঙ্করদেবের সহজ-প্রেম-কেলিই নিত্য নিত্য-নূতন-নূতন-ভাব-ধারণ করিয়া থাকে সত্য ; কিন্তু আজ আমাদের রসবতী-সম্রাজ্ঞীর অলোক-সামান্য এই রস-রঙ্গ সেই কেলিরও উপরে রঙ্গ-পটুতা ও পরাক্রম-প্রকাশ করিয়া, হস্তীর দন্তে সুবর্ণের কারু-কার্য্যবৎ অপূর্ব্বত্বের পরাকাষ্ঠা-প্রদর্শন করিতেছে !

দেখ, দেখ, সখি ! আমাদের কেলি-বিলাসিনীর প্রবল আলিঙ্গনে উভয়ের তনু এক হইয়া গিয়াছে ! উভয়ের অঙ্গ-স্বেদ যেন একই শরীর হইতে বহির্গত বলিয়া, বোধ হইতেছে ! নিবিড়ালিঙ্গনে উভয়ের প্রদীপ্ত-শ্যাম ও সুবর্ণ-গৌর-কান্তির ভেদও বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে ! অতি-সামান্য রেখা-মাত্র-ভেদ রহিয়াছে সত্য ; কিন্তু সে ভেদ কখনও দৃষ্ট হইতেছে ! আবার কখনও বা দৃষ্টি-পথের বহির্ভূতও হইয়া যাইতেছে ! অতএব আমাদের গিরিরাজ-নন্দিনীর সর্ব্বথা জয়-গান বোধকরি, এসময়ে অসঙ্গত হইবে না। হে সখি ! এই প্রসঙ্গে সঙ্গত-বোধে শ্রীগৌরী-শঙ্কর-দেবের রজনী-বিলাস-প্রকারান্তরে কিঞ্চিন্মাত্র আলোচিত হইলেও, পুন-রাস্বাদনাভিপ্রায়ে সম্প্রতি পূর্ণ-মাত্রায় আমি বলিতে বাধ্যভূতা হইতেছি যে, "ধনী নাগর-কোর, ধনী নাগর-কোর। বিলসই গৌরী, সুখের নাহি ওর। ধনী রঙ্গিণী রাই, ধনী রঙ্গিণী রাই। হর বিলসই, কত রস অবগাই ! হর-মানস-সাধা, হর-মানস-সাধা ! বিলসই, গৌরবিজয়ে অবাধা ! হর সুন্দরী-মুখে, হর সুন্দরী-মুখে। তাম্বূল দেই, চুম্বই নিজ-সুখে। ধনী-রঙ্গিণী ভোর, ধনী-রঙ্গিণী ভোর। ভুলল গরবে, হরে করি কোর।"

তাৎপর্য্য এই যে, আমাদের পরম-রঙ্গিণী-ধনী-মণি এতক্ষণ-পর্য্যন্ত অর্থাৎ সতী-শরীর-ত্যাগের সূচনা হইতে আরম্ভ করিয়া, এই বিপরীত-বিহারারম্ভের পূর্ব্ব-ক্ষণ-পর্য্যন্ত এই বিপরীত-রতি-রণের প্রতি বামতা-চরণ করিয়া, বামতাময়-রস-কলা-নৈপুণ্য-প্রদর্শন-দ্বারা বিপরীত-কেলি-তৃষ্ণাকুল-নাগররাজ-শিরোমণির আগ্রহাতিশয্য ও অনুরাগাধিক্যের পরম-চরম-পরিণতি-প্রদানান্তে অধুনা দাক্ষিণ্যের অবধি-প্রদর্শনাভিপ্রায়ে স্বয়ং এই বিপরীত-কেলি-বিলাসের অভিনয়-কর্ত্রীস্বরূপা হইয়া, নাগরবরের কোলের উপরে বক্ষঃ-স্থলে বক্ষো-বিলাসিনীরূপে বিরাজিতা হইয়াছেন! হায়! এ আনন্দের এ মানস-মহোল্লাসের কি সীমা পরিসীমা আছে? আহা! দেখ, দেখ, সখি! স্নেহ, বা আদরাতিশয্য-ব্যঞ্জক-"রাই" শব্দ-সম্বোধ্যা-রাস-রস-তরঙ্গ-রঙ্গিণী-নগাধিরাজনন্দিনী-ধনীমণি-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী আজ কত-কত-কাম-কলা-রসে ডুবিয়া ডুবিয়া, ভাসিয়া ভাসিয়া, বিহার-বৈপরীত্য-রীতি অনুসরণে শ্রীশঙ্করদেবের সহিত নিজ-হৃদয়-গুহা-নিহিত-বিশাল-বিলাস-বাসনার বিবিধরূপে চরিতার্থতা-সংসাধন করিতেছেন!

যাঁহার কাম-কলা-ক্রীড়া-রস-সাগরে প্রতিপদে পরাজয়-স্বীকার-পূর্ব্বক আমাদের নব-নাগর-নটবর-রাজ, বা সুবর্ণ-সুন্দর-গৌর-বর্ণ-বিমণ্ডিত-শ্রীশঙ্করদেবকেও ডুবিয়া যাইতে হয়, সেই কেলি-বিলাসিনী-নাগরী-মণি আজ পূর্ব্বের ন্যায় তেমনি তেমনি তেমনি করিয়া, ললিত-বিলাস-কলার প্রগাঢ়তরানুশীলন-সাহায্যে নাগরমণিরও মনের সাধ পূর্ণ-মাত্রায় পূর্ণ করিতেছেন! আর আমাদের রসিক-কুল-শেখর-শ্রীশঙ্করদেবও ধনী-মণি-প্রদত্ত-বিপরীত-রতিসুখ-রস-সমাস্বাদনে হৃদয়ে হৃদয়ে কৃতার্থতানু-ভব-পুরঃসর সুন্দরী-রমণী-মণির বিকসিত-নীল-শতদল-সুন্দর-বদনে নিজ-চর্ব্বিত-তাম্বূল-প্রদান করিতে করিতে, কত-সুখে, কত আনন্দে, কত-প্রেমানুরাগ-ভরে, কত-রস-ভরে, কত-কত-শত-শত-চুম্বন যে দান করিতেছেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই!

দেখ, দেখ, সখি! এই মহালীলার আরও একটী মধুরতর-সুন্দর-দৃশ্য অবলোকন কর! দেখ, সখি! আমাদের রঙ্গিণী-মণি নায়িকায়িত-

নাগর-বরকে কোলে করিয়া, অর্থাৎ নিজ-বক্ষোজ-যুগল-ললিত-বক্ষঃ ও বর্ত্তুলাকার উদরতলে কুসুম-কোমল-কমনীয়ানল্প-রতি-তল্প-তলস্থ-হৃদয়েশ্বরকে নিজ-ভুজ-যুগল-লতা-পাশ-সাহায্যে দৃঢ়তররূপে আলিঙ্গন করিয়া, গুরুতর-গৌরব-ভরে কেমন বিভোরভাবে অবস্থিতি করিতেছেন! আবার দেখ, সখি! এই নাগর-নাগরীমণি কখনও প্রশংসার সহিত পরস্পরের গুণগান করিতেছেন, কখনও একই মুরলী-রন্ধ্রে মুখ লাগাইয়া, দুজনেই বাজাইতেছেন, কখনও নাগর-নাগরী পরস্পরের অবশ-শরীরে শিথিল-বসনে মৃদু-মৃদু-ভাষণ করিতেছেন, এবং কখনও বা রাস-রসে মজিয়া, পরস্পর পরস্পরের কর-কমল হইতে মোহন-বেণুটীকে কাড়িয়া লইতেছেন! আহা! কি নয়ন মনোহর-দৃশ্য?

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে একনবতিতম অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

দ্বিনবতিতম অধ্যায়

তারপর আরও দেখ, সখি! "সঘনে আলিঙ্গন, করু কত ছন্দ। যনু মেরু-কালিকা, লাগল দ্বন্দ্ব। বদনে বদন ধরু, মনমথ-ফন্দ। কিয়ে একু ঠামে, বান্ধল যুগ-চন্দ। মদন-মহোদধি, উছল হিলোর। যনু নিধি-যুগল করত ঝক্‌ঝোর। শ্রম-জলে পূরিত, দুহু ভেল এক। যনু রতি-মঙ্গল-জয়-অভিযেক। ঘেরি রহল, কচ-তিমির-বিথার। যনু রণ জীতল, জয়-পরচার। রাগী অধর, উরজ অতি চণ্ড। না গণয়ে রদ-নখ-খণ্ডন-দণ্ড। কুচ-পর বিদগধ-পাণি বিরাজে। নীল-কলসে যনু, কিশলয় সাজে। সব-কানন ভরি, পরিমল-ভাণ। শ্রীশিব-বল্লভ, অলি-কুল-গান।" অর্থাৎ হে সখি! একবার ভাল করিয়া, দেখ দেখি, আমাদের রাজনন্দিনী-পার্ব্বতীদেবী শ্রীশঙ্করদেবের বক্ষো-দেশে কেমন সুন্দরভাবে বিলসিতা হইতেছেন!

কিন্তু, হে সখি! স্থির-মেঘের মধ্য হইতে মুহুর্ম্মুহুঃ বিদ্যুদ্-বিকাশের সৌন্দর্য্য দেখিতে বড়ই মধুর, বড়ই চমৎকার বটে; কিন্তু মেঘের উপরে আরোহণ করিয়া, বিদ্যুতের মেঘকে আলিঙ্গন যেমন আরও মধুর, আরও চমৎকার, সেইরূপ সর্ব্বতঃ কাঞ্চনময়-সুমেরু-পর্ব্বতের জানু-দেশে কালিকার বিকাশ, বা মেঘ-মালার অবস্থিতি-জনিত-সৌন্দর্য্য বড়ই মধুর, অত্যন্ত-চেতোহারী বটে; কিন্তু জানু-মেখলা, এমন কি নিতম্ব-প্রদেশ-পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়া, কাঞ্চনময়-সুমেরুর বক্ষো-দেশে আরোহণ করিয়া, কাদম্বিনীর সুমেরুকে আলিঙ্গন-রূপ-দৃশ্যটীও আরও মহামনোহর, অত্যন্ত-পরমাদ্ভুত বলিতে হইবে, সন্দেহ নাই। সখি! দেখ, দেখ, আমাদের রসবতী-নাগরীমণি আজ সেইরূপ অতি অদ্‌ভুত-শোভা-সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণরূপে অবস্থিতি-পূর্ব্বক পরমাদ্ভুত স্বর্গীয়-সুষমা-প্রদর্শন করাইতে করাইতে, নানাবিধ-বিনোদ-ছন্দে

রসের বঁধুয়াকে কত-প্রকারে প্রগাঢ় আলিঙ্গন ও প্রণয়-সুধা-রসাস্বাদন-জনিত আনন্দ-দান করিতেছেন!

তথা দেখ, সখি! আমাদের নাগর-বরের শ্রীবদন-খানিতে শ্রীনাগরী-মণির বদন-সম্মিলনের অপূর্ব্ব-শোভা দেখিয়া, বোধ হইতেছে যে, মন্মথের ফাঁদ আজ দুইটী পূর্ণ-মণ্ডল-শারদ-শশধরকে একত্র বাঁধিয়া রাখিয়াছে! একই চন্দ্রের সমুজ্জ্বল-জ্যোৎস্না-জালে সমস্ত-জগতের অশেষ অন্ধকার-রাশি বিধ্বস্ত, বা বিদূরিত হয় সত্য; কিন্তু কি আশ্চর্য্য? আজ আমাদের সুকেশিনী শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর গাঢ়-কৃষ্ণ-কেশ-কলাপরূপ-ঘন-তিমিরাবলী একু ঠামে, একস্থানে যুগপৎ দুইটী পূর্ণ-শশধরকে ঘিরিয়া, কেমন সুন্দরভাবে অবস্থিতি করিতেছে! মনে হইতেছে যেন, চির-পরাজয়ের চরম-পরম-প্রতিশোধ লইতেছে, আর মনের সাধে প্রাণ ভরিয়া, আনন্দ-ভরে জয়-বার্ত্তার প্রচার-কল্পে হেলিতে হেলিতে, দুলিতে দুলিতে নাচিতেছে! আহা! দেখ, সখি! এসময়ে কি অপূর্ব্ব-প্রাণ-মনো-লোভা-শোভার বিস্তার ঘটিয়াছে!

কিন্তু, হে সখি! ক্রোধান্ধ-জনকে যেমন রাগী বলা যায়, তেমনি যে রঞ্জিত হয়, তাহাকেও রাগী বলা হইয়া থাকে! আর যাহার স্বভাব উগ্রতর, যে কখনও কাহারও নিকটেই বিনম্র হয় না, তাহাকে যেমন চণ্ড বলে, তেমনি যাহার অঙ্গ কঠিনতর এবং প্রকৃতি সদাকাল অন-বনতা, সেও চণ্ড-শব্দের বাচ্য। একথা যদি সত্য-পূতা হয়, তবে প্রথ-মার্থের লক্ষ্যীভূত-রাগী ও চণ্ড-জনগণ যেমন প্রহারাদি কোন দণ্ডই গ্রাহ্য করে না, তেমনি আজ দ্বিতীয়ার্থের লক্ষ্যীভূত আমাদের কেলি-কলাবতী-পার্ব্বতীদেবীর তাম্বূল-রস রাগ-রঞ্জিত-রাগী অধর এবং উন্নত-শীর্ষা, কঠিন-কায়, চিবুক-স্পর্শনোদ্যত-পীনতর-পয়োধর-যুগল শ্রীশঙ্করদেব-কৃত-দশন এবং নখর-নিকরের গুরুতর আঘাতের প্রতি ভ্রূক্ষেপও না করিয়া, নাগররাজের শ্রীমুখ-কমলে ও বক্ষঃস্থলে অনবরত আঘাত করিতেছে! আহা! আজ যেন উচ্ছলিত-মদনের মহাসমুদ্রে হেম-সম-গৌর ও মর-কত-সম-নীল দুইটী মহামণি একত্র একতরঙ্গে রঙ্গভরে দুলিতেছে ও ঝক্‌মক্‌ করিতেছে!

সখি! দেখ, দেখ, শ্রম-জলাপ্লুত-প্রণয়ি-যুগলের শ্রীঅঙ্গ-দুখানি যেন এক হইয়া গিয়াছে, শ্রম-জলে রতি-রণ-জয়ের মঙ্গলাভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্না হইতেছে! আর ধনীমণির মারকত-কলস-কল্প-কুচ-কুম্ভের উপরে বিদগ্ধ-নাগর-রাজের কর-কিশলয় যেন শুভ উৎসব-স্থলীয় অন্যান্য-স্বর্ণাদি-কুম্ভ-সকলের উপরিস্থ নবীন আম্র-পল্লবের ন্যায় অপূর্ব্ব-শোভার বিস্তার-সাধন করিতেছে! সমস্ত-কানন ব্যাপিয়া, পরিমল-ভ্রান্ত অলি-কুল গুঞ্জন-ছলে আমাদের শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের অনন্ত-কেলি-গুণ-গাথা-গান করিতেছে! এইরূপে শ্রীশিব-পার্ব্বতীদেবীর বিপরীত-কেলি-বিলাসের তরঙ্গ-সকল যখন প্রবল-বেগে সমুত্থিত হইয়া, বিপরীত-রতি-রস-সাগরটীকে ক্রমে ক্রমে বীচি-মালা-মণ্ডিত করিতেছিল, তৎ-কালে লতা-বিতানের ছিদ্র-দ্বার-পথ-সাহায্যে তাঁহাদের লীলা-দর্শন-কারিণী কোন সখী অপরা কোন সখীকে পুনশ্চ কহিলেন, দেখ সখি! আমা-দের রসিক-যুগলের রস-রঙ্গটা একবার দর্শন কর! কি চমৎকার! কি মধুর! কি অপূর্ব্ব! কি অদ্ভুত! কি নয়নানন্দকর! কি চিত্ত-রঞ্জন-সম্মিলটী ঘটিয়াছে, একবার নিজ-নয়নে প্রত্যক্ষ কর!

হে সখি! আকাশাশ্রয় ব্যতীত তুমি কি কখনও মেঘ ও বিদ্যুন্মালার অন্যত্র অবস্থান প্রত্যক্ষ করিয়াছ? কিন্তু কি আশ্চর্য্য? দেখ, আজ মেঘ ও দামিনী পরস্পর-সঙ্গ-বদ্ধা হইয়া, পতনাবসরে বিপরীত-রীতি-ক্রমে অর্থাৎ মেঘ-মালার উপরে বিদ্যুতের পরিবর্ত্তে বিদ্যুৎ-পুঞ্জ-ময়-পীত-তপনীয়-পিণ্ডাভ-ভূমিতলস্থ-নাগর-বরের শ্রীবিগ্রহোপরি নবীন-নীল-নীরদ-মালা-সমানাকারা-নাগরামণি কেমন সুন্দর-ভঙ্গীর সহিত বিরা-জিত রহিয়াছেন! অদ্ভুতের উপর অপর একটী আশ্চর্য্য-জনক-দৃশ্য এই যে, শ্রীশঙ্কর-মধুকর শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর বদন-কমলের মধুর-মধু আপনার মুখ-চষক, বা আনন-পান-পাত্র ভরিয়া, পূরিয়া পান করিতে-ছেন দেখিয়া, নিশ্চয়, বা বোধ হইতেছে যে, যেন সরোবর বিনাও কমল-কুসুম অন্যত্র বিকসিত হইতে পারে! কিন্তু, হে সখি! কেবলই কি সরোবর অর্থাৎ জলাশয় বিনা অন্যত্র কমল-কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়াছে? তাহা ত নহে; পরন্তু অন্যত্র বিকসিত সেই কমল-কুসুম আবার

সুধাকর-চন্দ্রের সুধা-রসে অভিষিক্ত আর্দ্রভাবাপন্ন হইয়া, অদৃষ্ট-পূর্ব্ব-শোভার বিস্তার করিতেছে !

সখি ! আর একটী অদৃষ্ট-পূর্ব্ব অদ্‌ভুত-দৃশ্য-দর্শন কর ! দেখ, আমাদের পুষ্প-পর্য্যঙ্কস্থ-নাগররাজের বিশাল-বক্ষঃ-স্থলের উপরিভাগে কি অদ্‌ভুত-রীতি অনুসরণে আমাদের নাগরীরাজ্ঞীর উত্তুঙ্গ উরোজ-কুম্ভ সংস্থিত রহিয়াছে ? দেখিয়া মনে হইতেছে যেন, মহীতল-স্পর্শ না করিয়াই, কনকাচল অবস্থিতি করিতেছে এবং ক্রমেই যেন নিবিড়-নীল-জলদ-জাল ভর-ভারে ভীত ও অবনমিত হইয়া, কাঞ্চনময় অচলটী গা লুকাইতে চাহিতেছে ! সখি ! আমাদের সুবর্ণ-সুন্দরের কুন্দ-সুন্দর-দশন-গুলি কি মদনের শাণিত-শর-স্বরূপে পরিণত হইয়াছে ? নহিলে, তদ্দ্বারা এমন মনোহররূপে বিনোদিনীর বিম্বাধর বিদ্ধ হইতেছে কেন ? অথবা একি ? এ যে দেখিতেছি, দাড়িম্ব-বিহীন-দাড়িম্ব-বীজ-গুলি দাড়িম্ব-কুসুমকে ভিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে ? হায় ! হায় ! সখি ! দৃশ্যটী ত আমাদের লোচন-নিচয়ের সম্মুখেই যদিচ অবস্থিত রহিয়াছে ; কিন্তু কই ? তথাপি ধাঁধা ত ঘুচিতেছে না !

অপরা-সখী কহিলেন,—সখি ! ধাঁধা ঘুচিতেছে না বলিয়াই ত আমাদেরও প্রশ্ন হইতেছে যে, "অম্বর বিনহি, কিয়ে ঘন-দামিনী, রহত পরস্পর-সঙ্গ ?" "বিনহি সরোবর, কমল-ফুল কিয়ে, চন্দর-রসে রহু ভিজ ?" "বিনহি ধরা কিয়ে, কনক-ধরাধর, নমিত জলদ-ভরে ভীত ?" "কুন্দ-রদন কিয়ে, মদন-নিশিত-শর, বিম্ব অধর-পর লাগে ?" কিম্বা "দাড়িম বিনহি বীজ, দাড়িম-ফুল ভেদত (মম)" লোচন আগে ?" অপরা সখী কহিলেন,—দেখ, সখি ! আমাদের বিনোদিনী-ধনী সুরত-রণ-পণ্ডিত-নাগরবরের সহিত হাসিতে হাসিতে, কেমন মদন-মদে মাতিয়াছেন ! ধীর-রতিরণ-বীরের নয়নে নয়নে নিজ-নয়ন-যুগল যখন লাগিতেছে, তৎকালেই আমাদের বিনোদিনী-বালা কেমন নয়ন-কুসুম-শর-মালা-বর্ষণ করিতেছেন ! এইরূপে নয়নে নয়নে নয়ন বাণ হানিয়া, ভুজে ভুজ-বন্ধন-পূর্ব্বক সুরত-রণ-সাজে সজ্জিতা-বীর-বালা অঙ্গে অঙ্গে কেমন মল্ল-যুদ্ধ করিতেছেন ! তথা দেখ, সখি ! কুঞ্জরবর-গমন-দমনীর

মদন-মনো-মোহন-ক্ষীণ-মধ্যস্থলে মণিকিঙ্কিণী রতি-রণ-বাদ্য-স্বরূপে কেমন মধুর-রণ-রণি-ধ্বনি করিতেছে !

কিঞ্চ, মাধুর্য্যময়-হাস্যামৃত-সাহায্যে স্বর্গীয়-সুধারও পরাজয়-কারিণী-ধনীমণির যাবক-রঞ্জন-কঞ্জ-চরণ-যুগলের অঙ্গুলি-দলে লগ্ন-রত্ন-রঞ্জিত-মঞ্জীর-সকল সুযোগ বুঝিয়া, খঞ্জন-গঞ্জন-রবে কেমন মধুর-নিনাদ করিতেছে ! জগজ্জয়কারি-রূপ-লাবণ্য-সাহায্যে ও মনো-মোহন-বেশ-দ্বারা আমাদের নব-যৌবনী-ধনীমণি-বিদগ্ধ-রমণী যমুনোত্তরী-প্রদেশের নবীন-মন্মথ-মন্মথ বলিয়া, চিত্তে বিন্দু-মাত্রও ভয় না করিয়া, প্রভূত-পরাক্রম-সম্পন্ন-সম্রাটের প্রবলতর-প্রতিদ্বন্দ্বীর ন্যায় কুঞ্জরাজের প্রতি-কূলে কেমন বিপরীত-রতি-রণ-রঙ্গে মাতিয়া উঠিয়াছেন ! তথা দেখ, সখি ! আমাদের প্রাণেশ্বর-প্রাণেশ্বরীর ইচ্ছানুসারে অখণ্ড-দণ্ডায়মান-বলবত্তর-কাল তাঁহাদের সর্ব্বথা অঘটন-সংঘটনী-লীলা-শক্তির অধীন হইয়া, সার্ব্বকালিক-পুষ্পাদি উপহার-সমর্পণ-পুরঃসর কেমন সুন্দর-ভাবে লীলাময় ও লীলাময়ীর লীলা-কার্য্য-সম্পাদনে সহায়তা-দান করিতেছেন ।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে দ্বিনবতিতম অধ্যায় ।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

ত্রিনবতিতম অধ্যায়

"বিগলিত-চিকুর, মিলিত-মুখ-মণ্ডল, চান্দে বেঢ়ল ঘন-মালা। চঞ্চল কুণ্ডল, চপলে গোঙাওল, ঘামে তিলক বহি গেলা। সুন্দরি! তুয়া মুখ-মঙ্গল-দাতা, রতি-রণে রমণী-পরাভব পাওব, কি করব হরি-কৃষ্ণ-ধাতা। কিঙ্কিণী-কিণি-কিণি, কঙ্কণ-ঝন-ঝন, ঘন-ঘন নূপুর বাজে। রতি-বিপরীত ভেল, মদন-সমাপল, জয় জয় ডুন্দুভি বাজে। তিলে এক জঘন, সঘন-রব করইতে, হোয়ল সৈনকো ভঙ্গ। বিদ্যাপতি অতি, ওরস-গাহক, গঙ্গ-তরঙ্গে যামুনের রঙ্গ।" অর্থাৎ আমাদের নাগরী-রাজ্ঞী বহু-সময়-ব্যাপিনী-লীলার বিবিধ-তরঙ্গে রঙ্গ-ভরে অঙ্গ-সঙ্গ করিতে প্রবৃত্তা হইয়াছেন, একথা না বলিলেও, এখানে কোনরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা নাই সত্য; কিন্তু দেখ, আমাদের এই কেলি-বিলাসের কর্ত্রী নাগরী-সম্রাজ্ঞী অনেক-ক্ষণ-পর্য্যন্ত বিপরীত-রতি-রণ-রঙ্গে রঙ্গিণীরূপে সংলিপ্তা হওয়ায়, প্রথমতঃ কবরী-বন্ধন হইতে বিমুক্তা, পৃষ্ঠাদি-দেশে বিলম্বিতা, বিলুণ্ঠিতা, সুতরাং পশ্চাৎ ফণিনী-বিনিন্দিতা, দেববর-বৃন্দ-বৃন্দারক-বন্দিত-বরেণ্যতম-দেবদেব-মানস-বিমোহিনী-বেণীর বন্ধ-বিমুক্ত, সম্পূর্ণ-মণ্ডল শারদ-শশধর-সমাচ্ছাদনকারী, মহামেঘ-মালার ন্যায় গাঢ়-শ্যাম-বর্ণ-শোভিত, কুঞ্চিত, আলুলায়িত-কেশ-কলাপ মুখ-মণ্ডলে মিলিত হইয়া, তাঁহার শ্রীবদন-খানিকে সমাবৃত করিয়া, কেমন সুন্দর-শোভা-প্রাপ্ত হইতেছে।

কিঞ্চ, তথা ধনীমণির কর্ণ-ভূষণ-স্বরূপ-স্থূল-মুক্তা-ফল-মণি-খণ্ডোজ্জ্বল-চঞ্চল-কুণ্ডল-যুগল যেন চপলাকেও পরাজিতা করিয়া, কেমন সুন্দর ভাবে বিরাজিত রহিয়াছে! এদিকে বিপরীত-রতি-রণোচিত-সম্প্রয়োগ-প্রহার-জনিত-পরিশ্রম-বশে সমুদ্গত-বৃষ্টি-বিন্দু-সদৃশ-ঘর্ম্ম-সকল পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইয়া, একতা-স্থাপন-পূর্ব্বক একযোগে ধীরে ধীরে

বিনোদিনীর কপাল ও কপোল-তলস্থ-চিত্র-পত্র-তিলক-গুলিকে কেমন ভাসাইয়া দিতেছে! ঘন-মালা-পরিবেষ্টিত-চন্দ্র-মণ্ডলের ন্যায় বিগলিত-চিকুর-কলাপ-মিলিত-মুখ-মণ্ডল, তথা তত্রস্থ-চিত্র-পত্রতিলক-সকলকে ঘামে ভিজিয়া গলিয়া বহিয়া যাইতে দেখিয়া, মনে হইতেছে যে, আমাদের ধনীমণি এই বিপরীত-রতি-রণে নিতান্তই পরিশ্রান্তা হইয়াছেন! কিন্তু হায়! পরিশ্রান্তা হইলে হইবে কি? ঐ দেখ, আমাদের ধনীমণি নাগরায়িতা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী অগ্রে রতি-রণ-বীর-চূড়ামণি-নায়িকায়িত-নাগরেন্দ্রকে বিপরীত-সুরত-সমরের অন্তর্গত পরস্পর-কৃত-সঘন আলিঙ্গন ও আলিঙ্গনানন্তর পরস্পরের চুম্বন-লুব্ধ, অথচ অধর-সুধা-রস-প্রদ-মুখ-কমলে ঘন-ঘন-চুম্বন-দান-লক্ষণ-প্রাদেশিক-খণ্ডযুদ্ধে পরাজিত করিয়া, বিপরীত-সুরত-সমরাসক্ত-স্বর্গীয়-মরালরাজ-পত্নীর ন্যায় কিঞ্চিদ্ বঙ্কিমো-ন্নত-গ্রীবা-ভঙ্গীর সহিত কেমন মনো-নয়ন-মোহনরূপে নাগরবরের বিশাল-বক্ষঃস্থলে বিলসিতা হইতেছেন!

কিন্তু, হে সখি! আমাদের নায়িকায়িত-নাগররাজ নাগরায়িতা-নায়িকাকে উক্তরূপ-প্রাদেশিক-খণ্ড-যুদ্ধে নিজ-পরাজয়-সাধন-পূর্ব্বক সগর্ব্বে স্বীয়-বক্ষঃস্থলে মরাল-রাজ-রামার ন্যায় কিঞ্চিদ বঙ্কিমোন্নত গ্রীবাভঙ্গীর সহিত অবস্থিতি করিতে দেখিয়া, বাঙ্ময়-রস-বর্ষণ-চ্ছলে দীনতা-জড়িত-বিনয়াবলম্বনে ধীর-গম্ভীর-প্রগাঢ়-প্রেম-পরিব্যঞ্জক-ভাব ও ভাষা-সাহায্যে বলিতেছেন, তুমি অবধান-দান-পূর্ব্বক শ্রবণ কর। ঐ শুন সখি! আমাদের নাগররাজ-শ্রীশঙ্করদেব বলিতেছেন যে, হে সুন্দরি! আজ যে আমি তোমার নিকটে বিপরীত-সুরত-সমর-রঙ্গে এরূপে পরাজয়-প্রাপ্ত হইব, তাহা আমি অগ্রেই অবগত হইয়াছি। হে প্রিয়তমে! এই পরিদৃশ্যমান-বিশ্ব-প্রপঞ্চের মঙ্গল-কর্ত্তৃ-পদে অভি-ষিক্ত হইয়া, ইন্দ্রোপেন্দ্র-ব্রহ্ম-বরুণাদি-দেব-প্রবরগণ অশেষাখণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলের প্রভূততর উপকার সাধন করিতেছেন সত্য; কিন্তু হে সুন্দরি! আমার সম্বন্ধে মঙ্গল-বিধান করিতে হইলে, আমার সকল-মঙ্গলের বিধাতা একমাত্র তোমার ওই চন্দ্র-বদন ভিন্ন অপর কেহই মদীয়-শুভ-সম্পাদনে সমর্থ হইবে না। পক্ষান্তরে হে প্রিয়তমে! গভীর-

পরিতাপের বিষয় এই যে, আজ যখন তুমি এই বিপরীত-সুরত-সমর-সমারম্ভ-সমকালেই আমার পক্ষে সর্ব্ব-মঙ্গল-দাতা তোমার ওই চন্দ্র-বদন-খানিকে পূর্ব্বোক্তরূপে স্বীয়-কেশ-কলাপ-দ্বারা সমাচ্ছাদিত করিয়াছ, শারদ-শশধর-সদৃশ তোমার বদন-খানিকে ঘনমালা-স্থানীয়-কেশ-কলাপ-দ্বারা সমাবৃত হইতে দেখিয়া, আমি তখনই বিশেষরূপেই বুঝিতে পারিয়াছি যে, হরি-কৃষ্ণ-ধাতা প্রভৃতির মধ্যে কেহই আজ আমার এই পরাজয়ের প্রতিবিধানে অর্থাৎ মঙ্গল-বিধানে সমর্থ হইবেন না।

নাগর-বর-বৃন্দ-বৃন্দারক-বরিষ্ঠ-বরেণ্য-বন্দিত-দেবদেব-বর্ণিত উক্তরূপ-বাঙ্ময়-রস-মদিরা-সমাস্বাদন-পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ নাগরেন্দ্রের অধর-সুধা-রস-পানান্তে কঙ্কণ, কিঙ্কিণী ও রত্ন-রঞ্জিত-মঞ্জীর-নিচয়ের ঝন্-ঝন্-কিণি-কিণি-রুণু-ঝুনু-রুণু-প্রভৃতি-ঘন-ঘন-ধ্বনি-রূপ-রণ-বাজনের সহিত বিপরীত-বিহার-রণে আমাদের কেলি-কলাবতী-রাজ্ঞী মদনের সমাপনে অর্থাৎ রাস-বিহারী শ্রীশঙ্করদেবের বিপরীত-রতি-বিলাস-বাসনার চরিতার্থতা-সম্পাদনে অগ্রসরা হইলে, কেলি-কুঞ্জের বহির্দ্দেশে সখীগণের জয়-জয়-ধ্বনি-রূপ-দুন্দুভি বাজিতে লাগিল! এদিকে জঘনের অর্থাৎ সুরত-সহচরী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর ঘন-জঘন-মণ্ডলস্থ-মধ্য-মণি-মণ্ডিত-মেখলার মুহূর্ত্তমাত্র-কাল-ব্যাপি-ঘন-ঘন-ধ্বনির সহিত সমারব্ধ এই বিপরীত-রতি-রণ ক্রমেই অবসানের পথে ধাবিত হইতে থাকিল।

সেনাপতির সমর-সমাপ্তি-সূচক-সঙ্কেত-বাদ্যের তিল-ব্যাপি-ঘন-ধ্বনি-শ্রবণ-মাত্রেই যেমন সৈন্যগণ রণে ভঙ্গ-দান করে, সেইরূপ ঘন-জঘন-বিম্বস্থ-মেখলার সুরত-সমর-রঙ্গ-ভঙ্গ-সূচক-মধুরতর-রব-শ্রবণেই যেন আমাদের কেলি-বিলাসিনী-ধনীমণির বিলাস-সাধক অঙ্গ-সমূহ ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হইয়া যাওয়ায়, আমাদের মহামেঘ-প্রভা-শ্যামা, নব-যৌবন-লাবণ্য-বিলাসবতী, বিগলিত-বসনা, সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা, বিপুল-পুলক-কুলাকুল-কমনীয়-কলেবরা, ঘন-পীন-কঠিনোন্নত-পয়োধর-ভার-রম-ণীয়া, ক্ষীণ-মধ্যা, বিপুল-পৃথুল-নিতম্বা, আনমদ্বারণবর-কর-কল্প, কিম্বা বিপর্য্যস্ত-রাম-রম্ভাতরু-সমোরু-যুগ-শোভনা, যাবক-রঞ্জিত-কঞ্জ-চরণ-যুগ-চটুলা, অভ্যুন্নতাঙ্গুষ্ঠাদি অঙ্গুলি-দল-ললিতা, শ্রম-সলিলাপ্লুত-শরীরাবয়বা,

আলুলায়িত-কুন্তল-কলাপা, শারদ-শত-শত-শতদল-দল-শোভা-মোচন-লোচনা, রস-রাগবতী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী রস-সাগর-নাগরবরের বিশাল-বক্ষোদেশে উত্তান-বিপরীতভাবে তদীয়-বদনে নিজ-বদন-ধারণ-পূর্ব্বক অভিন্ন-হৃদয়ে অবস্থিতা হইয়া, রম্যতর-গঙ্গা-তরঙ্গে যামুন-তরঙ্গের সম্মিলন-জনিতাপূর্ব্ব-শোভার সৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর-ভগবতী-সতী-কর্ত্তৃক স্বশরীরতঃ সমাবির্ভাবিত-কালী-তারাদি-দশবিধ-মহাবিদ্যার পতি-প্রভু-ভর্ত্তা, বিলাস-রসের পরাবধি-প্রাপ্ত, এক-নিষ্ঠ, একমাত্র-গ্রাহক-রসরাজ-শ্রীশঙ্করদেব অত্যন্ত-গৌরব-ভরে উৎসাহ, অনুরাগ, আগ্রহ ও আদর-ভরে মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আহা! গঙ্গার সুবর্ণ-সুন্দর-সলিল-তরঙ্গোপরি নীল-জলা-যমুনার তরঙ্গ-ক্রীড়ার ন্যায় মনোহারিণী-রসময়ী এই লীলাটী আমার প্রেম-প্রবাহিণীর তরলতর-তরঙ্গ-রঙ্গ-ভর রমণীয়-সর্ব্ব-লোকাতিশায়ি-পরমা-পূর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-পূর্ণ-স্বভাব-সিদ্ধ- কাম-কলা -ক্রীড়া-রস -স্রোতোরঙ্গটী আজ অনেক দিনের পরে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে! আহা! অপূর্ব্ব-স্বর্গীয়-পবিত্র-বিচিত্র-দাম্পত্য-প্রণয়-সুধা-রসের কি অসীম-মহিমা! এই অকপট-চরিত্র-চিত্র-বিচিত্র-পবিত্র-দাম্পত্য-প্রণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াই না আজ এই অশেষ-ভুবনেশ্বরী, সর্ব্ব-জগজ্জননী, পূর্ণা-পরা-প্রকৃতি-রূপিণী, ব্রহ্ম-বন্দিতা, বিষ্ণু-সংস্তুতা, ত্রিলোকারাধ্যা, বিশ্ব-বিমোহিনী, মেনকা-কন্যকা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী এরূপে নিজ-পাদাদি-কেশান্ত-পর্য্যন্ত-শরীরা-বয়ব-দ্বারা মদীয়-পাদাদি-কেশান্ত-পর্য্যন্ত-সমস্ত-শরীরাবয়বকে পরিব্যাপ্ত করিয়া, স্বীয় প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সাহায্যে আমার প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সংশ্লেষ-পূর্ব্বক বক্ষো-বিলাসিনীরূপে অস্মদীয়-বক্ষঃস্থলে বিলসিতা হইতেছেন!

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

চতুর্নবতিতম অধ্যায়

অধুনা কেলি-বিলাসের কর্ত্রী-রসবতী-নাগরী-সম্রাজ্ঞী-শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীর সমারব্ধ এই বিপরীত-বিহারের উপসংহারাবসর উপস্থিত হইয়াছে! রস-সাগর-নাগররাজ ও রস-সাগরী-নাগরী-রাজ্ঞীর বিপরীত-বিহারোপসংহার-কালীন-দৃশ্যটী দেখিতে বড়ই সুন্দর, বড়ই মধুর! এই জন্যই বুঝি, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সখীগণ মধুর-সুন্দরতর-তাদৃশ-দৃশ্যটীর দর্শন-লোভ-সম্বরণ করিতে না পারিয়া, মঞ্জুতর-কেলি-কুঞ্জস্থ-লতা-বাতায়ন-ছিদ্র-পথে নয়ন-দান-পূর্ব্বক নব-সঙ্গম-মূর্চ্ছিতা-রাস-রস-রসিকেশ্বরী-মধুর-মৃদুলাঙ্গা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে প্রাণপ্রিয়-মনোহর-হর-শ্রীশঙ্করদেবের ভুজ যুগল-দ্বারা কলিত-মধুর-মৃদুলাঙ্গ-সমূহে গৃহীতালিঙ্গিতাবস্থায় রতি-শয়নস্থ-নাগরেন্দ্রের বক্ষো-দেশে বিলসিতা হইতে দেখিয়া এবং অধিরতি-শয়ন-তলস্থ-রসিক-রাজ-কৃত-ঘন-ঘন-চুম্বন-সাহায্যে নব-সঙ্গম-সুখাতিশয্য-জনিত-মূর্চ্ছাপগমে ক্রমশঃ সংজ্ঞা-লাভান্তে কান্তাঙ্ক-গতা-ললিত-বিলাসা-গৌরী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে শ্রীশঙ্করদেবের অমলমুখ-শশী, বা সুধাকর-চন্দ্র-মণ্ডলে চকোরস্থানীয়-সবিলাস অপাঙ্গ-বিক্ষেপ করিতে দেখিয়া, পার্শ্বস্থ অপরাপর-সখী-জনকে কহিলেন,—আহা! দেখ, দেখ, সখীগণ! আমাদের ললিত-বিলাসিনী-শ্রীমতীগৌরীপার্ব্বতীদেবী রতিশয়নতলে উত্তানভাবে কৃত-শয়ন-শ্রীশঙ্করদেবের সুপ্রশস্ত-হৃদয়-দেশে উত্তান-বিপরীতভাবে সুসংস্থিতা হইয়া, কেমন মনোহররূপে শ্রীশঙ্করদেবের মধুরিম-সদন-শ্রীবদন-বিম্ব-খানি অপাঙ্গ-সাহায্যে পুনঃ পুনঃ বিলোকন করিতেছেন!

তথা ঐ দেখ, সখি! হর-ভুজ-কলিত-মধুর-মৃদুলাঙ্গা-শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবী নিজ-নাগরবরের অঙ্কগতা হইয়া, তদীয় অকলঙ্ক-মুখ-চন্দ্রের মাধুরী অপাঙ্গ-দ্বারা পান করিতে করিতে, পুনশ্চ অপরিতৃপ্ত-হৃদয়ে কমনীয়-

কলেবর-কান্তবরের চারুতর-বিম্বাধরে নিজ-সুধা-রস-পূর্ণ অধরমণি-স্থাপন-পূর্ব্বক অধিকতর-মুখ-কমল-মধু-পান-বাসনা-বিচলিত-মানসে বিপরীত-বিহারার্থ কেমন বিলাস-চঞ্চলা হইয়া উঠিয়াছেন। কিঞ্চ, শ্রীমতী-নাগরী-রাজ্ঞীর উক্তরূপ-বিলাস-চঞ্চলভাব-দর্শনে লতাবাতায়ন-জালান্তরে দত্ত-নয়না কোন সখী মহানন্দভরে অপরা কোন সখীকে কহিতেছেন—দেখ, সখি! কান্তামল-মুখশশি-বিলসদপাঙ্গা আমাদের ললিত-বিলাস-বতী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী আজ অনল্পকেলি-তল্পস্থ-ললিত-কলেবর-নাগর-বর-শ্রীশঙ্করদেবের বিনোদিনীরূপে তদীয়-রমণীয়-মণিসরোজ্জ্বল-বিশাল-বক্ষঃস্থলে বিলসিতা হইয়া, কেমন মৃদু-মন্দ-মধুর-হাস্যরসে উন্নত-কপোল-তল-মণ্ডিত-মুখ-মণ্ডলে বিকসিতা হইতেছেন!

অপরা কোন সখী অন্য কোন সখীকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন,—দেখ, সখি! আমাদের কেলি-বিলাসিনী-রাজ্ঞী স্ত্রীজাতির স্বভাব-সিদ্ধ, অথচ কাল-ভেদে দূষণ, বা ভূষণ-স্বরূপ-বামতা-পরিহার-পূর্ব্বক বাম-রঙ্গিণী-সমুচিত-ব্যবহারের বৈপরীত্যে যখন মৃদু-মন্দ-মধুর-সুন্দর-হাস্যামৃত-রসে বিলসিতা হইতেছেন, তখন নিশ্চিতই মনে হইতেছে যে, তাঁহার এই মৃদু-মন্দ-মধুর-হাস্যটী লীলা-বৈপরীত্যেরই উপসংহার-কালীন-মধুর-সমাপ্তি-সূচক-পূর্ব্ব-লক্ষণ! অথবা ঠিক্, ঠিক্, তাই ত বটে; ঐ দেখ, সখি! আমাদের ঘন-জঘনবতী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী অসকৃৎ, অর্থাৎ বারম্বার ঘন-নিবিড়-পরিরম্ভ-লক্ষণালিঙ্গন-কার্য্যটীকে সবিশেষ উদঞ্চিত-প্রকটীকৃত করিয়া, বারম্বার নাগরবর-শ্রীশঙ্করদেবকে গাঢ়তর আলিঙ্গন-দ্বারা নিজ-হৃদয়-মধ্যে প্রবেশিত করিতে ইচ্ছা করিয়াই যেন, নিজ-ভুজ-যুগলে বিশিষ্ট-রূপ-বলাধান-পূর্ব্বক মণি-হেমময়ী-ক্ষুদ্র-ঘণ্টিকা-ঘটিত-জড়িত-বেষ্টিত, সুতরাং কিঙ্কিণীর কিণি-কিণি-কি-কি, কিণি-কিণি-কি-কি-রবে মুখরিত, মদন-বিমান-কল্প, বিশাল-বিপুল-পৃথুল-নিতম্ব-বিম্বটীকে সম্প্রয়োগোচিত-ঘন-ঘন-প্রহার-বেগ-বিশিষ্ট করিতেছেন!

নাগরাবলম্বা-বিপুল-নিতম্বা-প্রণয়-সুধা-রস-সার-নিকুরম্বভূতা-মৃদুল-মঞ্জুল-হাসা-লীলানন্দময়ী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী বিপরীত-বিহার হইতে বিরতি অভিপ্রায়ে উক্তরূপে পুনশ্চ বিপরীত-রত্যর্থ যত্নবতী হওয়ায়,

অপরা কোন সখী অন্য কোন সখীকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন,—দেখ, সখি! আমি মনে মনে যাহা ভাবিয়াছিলাম, এক্ষণে দেখিতেছি, আমার লোচন-যুগলের সমক্ষেই সেই ভাবনা-ভাবিত-বিষয়টী সমুদিত হইয়া, সমুল্লসিত হইতেছে! দেখ, সখি! বিপরীত-রতি-লীলা-সমুল্লসিতা-নাগরায়িতা-নাগরীমণি কান্তায়িত-প্রাণকান্তকে কঠোরোন্নততর-কুচাচল-যুগল-ভারাক্রান্ত করিয়া, ঘন-ঘন-প্রগাঢ়ালিঙ্গন-পাশে বন্ধন-পূর্ব্বক অবিরতভাবে হীরক-তারক-শোভিত-চারু-চন্দ্রহার-রঞ্জিত-গুরুতর-ভার-সমন্বিত-স্থূল-নিতম্ব-বিম্ব-প্রহার-দ্বারা জর্জ্জরিত করিতেছেন বটে; কিন্তু স্বয়ং যে অক্ষত-শরীরে থাকিতে সমর্থা হইয়াছেন, তাহা নহে; পরন্তু নাগরায়িতা-কান্তা-কৃত ঘন-ঘন-কুচ-কুম্ভাঘাতে পরমোত্তেজিত হইয়া, বক্ষোদেশে কুচ-কুম্ভ-প্রহারানুভব-পুরঃসর রোষভরে বিদগ্ধরাজ-শ্রীশঙ্কর-দেবও প্রখরতর-নখরাঙ্কুশ-সাহায্যে কুম্ভ-খণ্ডনে অতুলনীয়-দক্ষতা-প্রকাশ করিতেছেন।

পক্ষান্তরে আমাদের নাগরী-মণিকেও এই সমারব্ধ-বিপরীত-বিহার উপলক্ষে শত-শত-ধন্যবাদ দেওয়া যাইতে পারে। কারণ, আমাদের কেলি-কুশলিনী-রতি-রস-বিজ্ঞা-গৌরী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী কাম-কলা-কেলি-কুশল-সুরত-রস-রসিকেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক প্রখরতর-নখর-নিকর-দ্বারা যৌবন-রাজের গেড়ুয়া, বা ক্রীড়া-কন্দুক-কল্প-কুচ-যুগলে বিদারিতা, দশন-চ্ছদ-পুটে খণ্ডিতা, বিকসিত-কপোলতল-যুগলে দষ্টা-ক্ষত-বিক্ষ-তাঙ্গী হইয়াও, উৎসাহ-হীনতার পরিবর্ত্তে বিপুল উদ্যম আহরণ-পূর্ব্বক অবিরতভাবে খরতর-নয়ন-কুসুম-শরসমূহের নিক্ষেপণে প্রবৃত্তা হইয়া-ছেন! কিন্তু, দেখ, সখি! অসকৃদুদঞ্চিত-ঘন-পরিরম্ভা, খর-নখরাঙ্কুশ-দিত-কুচ-কুম্ভা” শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী স্ব-কৃত উক্তরূপ-খরতর-নয়ন-শর-বর্ষণের প্রতিদানে রসিক-শেখরেশ্বর-প্রেরিত-নয়ন-কটাক্ষরূপ-স্মর-শর-নিকরে যথেচ্ছ-ব্যবহারের অকরণ, বা অনুদ্যমরূপা-ধৃতি-ধৈর্য্য, আমার এতাদৃশী প্রগল্‌ভতা নিতান্তই অনুচিতা, ইত্যাদিরূপা-মতি, বা জ্ঞান, তথা জাল-রন্ধ্রে, নয়ন-দান-পূর্ব্বক সখীগণ আমাকে এরূপে ক্রীড়াসক্তা দেখিয়া, নিশ্চিতই পরিহাস করিবে, এইরূপ লজ্জা খণ্ডিতা হওয়ায়, অধীরা,

জ্ঞান-হীনা ও নির্লজ্জা হইয়া, শ্রীশঙ্করদেবের সহিত অভিলাষানুরূপ কেমন বিপরীত-বিহার করিতেছেন!

তথা দেখ, সখি! আমাদের "স্মর-শর-খণ্ডিত-ধৃতি-মতি-লজ্জা" শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী কেমন আদরানুরাগ ও উৎসাহভরে প্রেম-সুধা-জলধি-জলে সুখ-ভরে স্নান করিতেছেন। অপিচ, "প্রেম-সুধা-জলধি-কৃত-মজ্জা" শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী কেবলই কি প্রেম-সুধা-জলধি-জলে স্নানের ব্যবস্থা করিয়াছেন? তাহা নহে; পরন্তু দেখ, সখি! তিনি স্নানের অনন্তর পানের ব্যবস্থা করিয়া, এক্ষণে কেমন নিরতিশয় আনন্দ-ভরে রভস, বা কৌতুকের সহিত কান্তায়িত-প্রাণ-কান্তের সুধা-রস-পূর্ণ-রদ-চ্ছদ-লক্ষণ ওষ্ঠাধর-পান করিতেছেন। পুনশ্চ হে সখি! ওজঃক্ষয়ারম্ভ-সম্ভাবনা-বশে "সরভসবলিতরদচ্ছদপানা" নাগরী-রাজ্ঞী শ্রীশঙ্করদেবের অধর-সুধা-রস-পান করিতে করিতে, ওজঃ-ক্ষয়ারম্ভাবসর উপস্থিত হওয়ায়, সম্প্রয়োগ-বেগাধিক্য-নিবন্ধন শ্রম-সলিলাপ্লুত-শরীরে পিধান অর্থাৎ কল্প-পাদপ-প্রসূত-সূক্ষ্মতর-কৌষেয়-বসন-পর্য্যন্ত ধারণ করিতে সমর্থা হইতেছেন না।

আর আমার মনে হইতেছে যে, হে সখি! "শ্রম-সলিলাপ্লুত-বপুরপিধানা" আমাদের এই কেলি-বিলাসিনী-গিরিরাজ-নন্দিনী মন্দ-মন্দ-পবন-চালিত-ললিত-কুঞ্জ-ভবনের বহির্ভাগস্থ-মাদৃশ-সখীগণকে স্বীয়-সম্প্রয়োগ-বেগাধিক্য-বর্ণনোপযোগী এতাদৃশ সুযোগ, বা অবসর-প্রদানাভি-প্রায়েই বুঝি, নায়িকায়িত-কান্ত-নায়কের ব্যূঢ়োরঃ-স্থলে বিলসিতাবস্থায় এরূপে কঙ্কণ ও কিঙ্কিণীর ঝঙ্কৃতি-ঝঙ্কার-সাহায্যে মনোহরা হইয়াছেন! বাস্তবিকপক্ষে বলিতে কি যে, হে সখি! আমাদের রসিকেশ্বরী শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী নব-যৌবন-সুলভ-প্রগল্ভতা-বশতঃ কারণ-কল্পে প্রয়োগ-বেগাতিশয়-সম্পাদন-দ্বারা তৎ-কার্য্যভূতা বিপুল-নিতম্ব-বিম্ব ও কর-গত-কিঙ্কিণী-কঙ্কণ-ঝঙ্কৃতি-সাহায্যে কেবলই যে নিতান্ত-মনোহরা হইয়াছেন, তাহা নহে; কিন্তু স্মর-শরাঘাতে তাঁহার ধৈর্য্য-লজ্জা-সহজ-জ্ঞান-প্রভৃতি দূরীভূত হওয়ায়, আজ তিনি প্রেমামৃত-পয়োধি-জলে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিতা হইয়াই যেন, মনের সাধে সাঁতার দিতেছেন!

আহা! দেখ, সখি! কি তীব্র-তেজঃ-প্রভাব ও কি সুন্দর-কৌতুক-বিলাসের সহিত নাগরী-রাজ্ঞী নাগর-রাজেন্দ্রের দশন-চ্ছদ-সীধু-পান করিতেছেন! প্রণয়-পারাবার-সলিলে সন্তরণাবসরে প্রয়োগ-বেগাতিশয্য-নিবন্ধন আমাদের কেলি-বিলাসিনীর শরীর শ্রম-সলিলাপ্লুত এবং বসন শ্রীঅঙ্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও কিন্তু কঙ্কণ-কিঙ্কিণীর মনোহর-ঝঙ্কারে সমুল্লসিতা, সুবর্ণ-সুন্দর-কমনীয়-কলেবর-শ্রীশঙ্করদেবের মনো-মোহিনী-মনোহরা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী যেন আরও অধিকতর-মনোহরা হইয়া উঠিয়াছেন!

কিঞ্চ, এই বিপরীত-বিহারোপসংহারাবসরে শ্রীহর-হৃদয়-বিলাসিনীর শ্রীঅঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সমূহ ইক্ষু যষ্টিন্যায়ে শ্রীশঙ্কর-নাগর-রাজেন্দ্র-কর্ত্তৃক নিতান্ত-নির্দ্দয়ভাবে নিপীড়িত-সম্মর্দ্দিত হওয়ায়, তদুত্থ-পরিমল-সকল নায়িকায়িত-নাগরবরের নায়কায়িতা-কান্তা-কর্ত্তৃক নিতান্ত-নিপীড়িতশ্রীঅঙ্গ-সমূহ হইতে নির্গত-বিমর্দ্দোত্থ-পরিমলের সহিত মিলিত হইলে, শ্রীশঙ্করদেবের সম্মর্দ্দিত-শ্রীঅঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সমূহ হইতে সমুত্থিত-গন্ধ-সকলের শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীর বিমর্দ্দিত-শ্রীঅঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সকল হইতে সমুৎসন্ন-গন্ধ-নিচয়ের সহিত তাদৃশ-মিলন-প্রযুক্ত তাঁহাদের দুই-জনের শ্রীঅঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সম্মর্দ্দন-সম্ভূত-বিপুলীভাব-প্রাপ্ত-সৌগন্ধ্যরূপ-করণ-দ্বারা সমাহূত-মধুকর-ভ্রমর-নিকর সমাকৃষ্ট-চিত্তে এখানে সমাগত হইতেছে বটে; কিন্তু বলিতে কি যে, রসরাজ ও রসরাজ্ঞী, এই দুই জনেরই অঙ্গ-সম্মর্দ্দনোত্থ-পরিমল, বা সৌগন্ধ্য-সাহায্যে ভ্রমরাকর্ষণ-কার্য্য সম্পন্ন হইলেও, শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীরই অঙ্গ-পরিমলের মহিমাধিক্য অনুভব-পূর্ব্বক শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর অঙ্গ-পরিমলেরই আধিক্য-জ্ঞান-নিবন্ধন মধুব্রত-সমূহের অত্রাগমন সুসঙ্গত হওয়ায়, "কঙ্কণ-কিঙ্কিণী-ঝঙ্কৃতি-রুচিরা" শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর পক্ষেই "পরি-মল-মিলিত-মধুব্রত-নিকরা" এই বিশেষণটী সমীচীন, বা সমুচিত বিবেচিত হইতেছে! অতএব "হর-ভুজ-কলিত-মধুর-মৃদুলাঙ্গী" শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর অঙ্গ-সম্মর্দ্দন-সঞ্জাত-পরিমল-লোভেই যে সৌরভোন্মত্ত অলি-কুল দলে-দলে ঝাঁকে-ঝাঁকে এখানে আসিয়া জুটিতেছে, সম্মিলিত হইতেছে, হে সখি! তোমাদের মধ্যে কেহ কি এ কথা অস্বীকার করিতে পার?

সে যাহা হউক, পরিশেষে শ্রীগৌরী-শঙ্করদেবের এই বিপরীত-বিহার-লীলার উপসংহার-দর্শনে বিমোহিত-মানসে কোন-সখী কোন-সখীকে কহিলেন, আহা! দেখ, দেখ, সখি! এই বিপুল-বিপরীত-রতি-বিলাস-বশতঃ সম্পূর্ণরূপে ওজঃ-ক্ষয়-নিবন্ধন ক্লমাতিশয় সমাগত হওয়ায়, সম্প্রতি স্তিমিততাংগতা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর শত-শত-শারদ-শশধর-সুন্দর-শ্রীবদনখানি মৃগমদ-রসসার-সমূহে চর্চ্চিত-সংলিপ্ত-কৃষ্ণবর্ণীকৃত-নব-নলিনের আকৃতি-ধারণ-পূর্ব্বক চিকুর-নিকর, অর্থাৎ কৃষ্ণ-কুঞ্চিত-কেশ-কলাপ-দ্বারা সমাবৃত হইয়া, শৈবাল-মালা-পরিবেষ্টিত-প্রফুল্ল-নীল-শতদলের ন্যায় কেমন সুন্দর-শোভা-প্রাপ্ত হইতেছে! অথবা দেখ, সখি! বেণী-বন্ধ-বিনির্ম্মুক্ত-শ্লথভাবাপন্ন-চারু-চিকুর-রাজি-সমাবৃত-কস্তূরী-রস-সার-সমাপ্লুত আননে আমাদের বিধু-বদনী মৃগ-মদ-রস-চর্চ্চিত-নব-নলিনীর ন্যায় শোভিতা ও কেলি-শ্রমে অতিতরাং ক্লান্তা হইয়া, এক্ষণে স্তিমিতা-নিশ্চলাঙ্গীর ন্যায় নাগরেন্দ্র-শেখরের হৃদয়োপরি নিপতিতা, "তথা তদ্বদনার্পিত-বদনাসতী" কেমন সুন্দরভাবে বিরাজিতা হইতেছেন!

কিঞ্চ, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর ইদানন্তনী অবস্থা দেখিয়া, যেন মনে হইতেছে যে, হে সখি! বল্লভ-শেখর-রসিক-নাগর-শ্রীশঙ্করদেবের আনন্দ-লক্ষণ-কাম-কলা-ক্রীড়া-রসের সার-স্বরূপা-হর-মনো-মোহিনী-শঙ্কর-গেহিনী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী হৃদয়-বিলাসিনীরূপে নিজ-প্রাণাধিক-প্রিয়মতসহ বিপরীত-সম্প্রয়োগ-সুযোগে কাম-কলাক্রীড়া-বৈদগ্ধী প্রকাশিতা করিয়া, হৃদয়-বল্লভকে আনন্দ-সার-দান-পূর্ব্বক নিজ-মধুরিমা, বা মাধুর্য্য-সম্ভারের সফলতা-সম্পাদনান্তে "প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা", এই মহাকবি-জন-রচিত-বাক্যটীর অক্ষরে অক্ষরে অন্বিতার্থতা-প্রদর্শন-পুরঃসর মধুরিম-সদনকৃত-বদনে মৃদু-মৃদু-মধুর-মধুর-হাস্য করিতেছেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়

সর্ব্ব-মুখ্যতমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী এইরূপে বিপরীত-বিহার-দ্বারা প্রাণাধিক-প্রিয়তম-হৃদয়েশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবের বিপরীত-রতি-বাসনার চরিতার্থতা-সম্পাদনান্তে শ্রান্ত-ক্লান্ত-শ্রম জলাপ্লুত-শ্লথ-শরীরে তথাবিধ-কলেবর-কান্তবর-শ্রীশঙ্করদেবের বামাঙ্গে দেহভার-সমর্পণ-পূর্ব্বক গজবর-গমনে ধীর-মন্থর-পাদ-বিক্ষেপ-সহকারে অবগাহনাভিপ্রায়ে সুচারু-পঙ্কজ-শোভিতা-শীতল-স্বচ্ছ-সলিলা-যমুনার জল-সমীপে গমন করিলেন এবং প্রিয়তমের সহিত যমুনা-জলে যথা-রীতি স্নানাবসানে শীঘ্রগতি যমুনা-জল হইতে সমুত্থিতা হইয়া, তৎকাল-মাত্রেই যোগমায়া, কিম্বা বনদেবী-কর্ত্তৃক সসম্ভ্রমে সমানীত-কল্প-পাদপ-প্রসূত-দিব্যদিব্য-বিমল-বাসো-যুগল পরিধান করিয়া, সখী-জনোপনীত-রত্ন-নির্ম্মিত-মার্জ্জিত-মুকুরোদরে নিজ-নিজ-মুখ-পঙ্কজ-দর্শন করিতে লাগিলেন।

এখানে একথাও বলা আবশ্যক যে, আমাদের সর্ব্ব-মুখ্যতম-শ্রীশঙ্করদেব ও সর্ব্ব-মুখ্যতমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী নিজ-নিজ আবির্ভাবিত-স্বরূপাবলম্বনে "রাসোৎসবঃ সম্প্রবৃত্তো, গাপী-মণ্ডল-মণ্ডিতঃ। যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন, তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ।" এই ব্যাখ্যাত-পূর্ব্ব-শ্লোকটীর যথাসম্ভব-যথামতি-বিভব-ব্যাখ্যানাবসরে পূর্ব্বোক্তরূপে সম্প্রবৃত্ত-গোপী-মণ্ডল-মণ্ডিত-রাস-মহোৎসবে "প্রতিবধূ-দ্বয়-মধ্যতঃ" ও "প্রতিশঙ্কর-দ্বয়-মধ্যতঃ" প্রীত-চিত্তে অন্যোহন্যাবদ্ধ-ভুজ-বনাবস্থায় মণ্ডলীভূত হইয়া, নর্ত্তন-রূপ-রাসের অনন্তর আবশ্যকমত স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত-বৈষ্ণবীয়-পদাবলী-সাহায্যে বর্ণিত "রাসেরস", বা নট-গণ-কর্ত্তৃক কণ্ঠে গৃহীত অন্যোহন্যাত্ত-কর-শ্রীসম্পন্ন-নর্ত্তকীগণের "মণ্ডলীভূয়" নর্ত্তনরূপ-রাসের পশ্চাদ্বর্ত্তি-রস-শব্দ-বাচ্য-হাস্য-পরিহাস-রস-কৌতুক-লঘু-লঘু-প্রেমালাপ-বচন-রূপ-প্রশংসা-সাধারণ-বিপরীত-বিহারান্তে নির্ম্মল-যমুনা-জলে অবগাহন

ও বস্ত্র-পরিবর্ত্তন-পুরঃসর মার্জ্জিত-মুকুরোদরে নিজ-নিজ-মুখ-কমলাবলোকন করিতে করিতে, সভ্রূভঙ্গ-হাস-পরিহাসাদি-জনিত-পরমনির্ম্মল-বিপুল-সুমহত্তর-স্বর্গীয়-সৌভাগ্যানন্দও উপভোগ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মদন-রাজের নব-সমাজ-শরীরাবয়বভূত-মন্দ-মন্দপবন, কুসুম-গন্ধ-মাধুরী, ভ্রমর-ভ্রমরী-চাতুরী, পিক-কুল-কলরাব, নীলকণ্ঠ-কুলের নীল-কণ্ঠী-কুলসহ নর্ত্তন, বিবিধ-যন্ত্রাদির শ্রবণ-মনোহর-ধ্বনি-সহকৃত-যুবতি-বৃন্দ-মুখ-কমলোদর-বিবর-বিনির্গত-তরলতর-স্বর-লহরী-লীলা-ললিত-সুমধুর-সঙ্গীত, নর্ত্তনের রস-তরঙ্গে তরঙ্গায়িত, মানসে মাতোয়ারা রাস-রঙ্গীয়ার ও রঙ্গিণীগণের আনন্দ-বর্দ্ধনী, বিপুলতরোত্তেজনাময়ী, অপরাপরবিধ-মালিকাদি-রাগ-গেয়া-গীতিকা, তথা নটী-মণি ও নটন-শূরগণের মনো-মোহিনী-গতি-ভঙ্গী-প্রভৃতি-দ্বারা পরিপূর্ণ-মহামহোৎসব-সদনভূত-কুঞ্জ-বনান্তর্গত-বহুতর--মণি-কুট্টিম-মণ্ডিত, রত্ন-বেদিকা-বিভূষিত, তথা সর্ব্ববিধ-বিলাসোপকরণে সুসজ্জিত-রত্ন-মন্দির-মধ্যে সর্ব্বথা প্রীতি-রতি-সুখকরী-কুসুমময়ী-শয্যার আশ্রয়ে আমাদের সর্ব্ব-যোগেশ্বরেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেব স্বয়ং নিজ-নিত্য-সিদ্ধ-স্বরূপে নিত্য-সিদ্ধ-স্বরূপা-সর্ব্ব-যথেশ্বরী-শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীর সহিত যাদৃশ-লীলা-বিলাস, বা কাম-কলা-ক্রীড়া-রসোপভোগান্তে তরণি-দুহিতার তীর-সরণি অনুসরণে শীতল-স্বচ্ছ-স্বাদু-সলিলা-স্রোতোবহা-যমুনার বিকচ-সরসিজ-সমুজ্জ্বল-জল প্রাপ্ত হইয়া, পানাবগাহনান্তে মার্জ্জিত-মণি-মুকুরোদরে নিজ-নিজ-মুখ-কমল-দর্শন করিতেছেন, আবি-র্ভাবিত-স্বরূপে স্বরূপবান্ একোন-নব-লক্ষ-শ্রীশঙ্করদেব ও একোন-নব-লক্ষাবির্ভাবিত-স্বরূপে স্বরূপবতী-শ্রীপার্ব্বতীদেবীও পরস্পরের সহিত প্রতি-কুঞ্জ-ভবনস্থ-রত্ন-মন্দির-মধ্যে তদনুরূপ-ললিত-লীলা-বিলাস, বা কাম-কলা-ক্রীড়া--রসোপভোগান্তে ষট্‌পদ-শোভিত-সুচারু-পঙ্কজ-জাল-ললিত-নীল-সলিলময়ী-যমুনার শীতল-স্বাদু-স্বচ্ছ-সমুজ্জ্বল-জলে পানাবগাহনান্তে দিব্যতম-বাসো-যুগল-ধারণ-পূর্ব্বক মার্জ্জিত-মণিময়-মুকুর-মধ্যে নিজ-নিজ-মহামহিম-মুখ-মণ্ডলবিলোকন করিতে করিতে, সমধিক-সৌভাগ্যানন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

উক্তরূপ-দ্বিবিধ-দৃশ্য-দর্শনে কোন-সখী কোন-সখীর প্রতি

কহিলেন,—দেখ, সখি! আজ আমাদের নীল-নীরময়ী-যমুনার তীর-প্রদেশ নব-লক্ষ-শ্রীশিব-পার্ব্বতীদেবীর শুভ-সমাগমে কেমন অপূর্ব্ব-স্বর্গীয়-সৌন্দর্য্য ও অতীব-দিব্য-ভাব-ধারণ করিয়াছে। পুনশ্চ দেখ, সখি! উক্তরূপে অবগাহন ও বস্ত্র-ধারণ-কার্য্য সমাপ্ত করিয়া, নব-লক্ষ-ভাগে বিভক্তা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী দিব্য-দিব্যাম্বর-যুগলে শোভমান, তথা নব-লক্ষ-ভাগে বিভক্ত-শ্রীশঙ্করদেবের বক্ষঃ-স্থল, বাহু-যুগল ও অংসদ্বয় চন্দন ও কস্তূরী-পঙ্ক-সাহায্যে বিলিপ্ত করিয়া, প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ নব-মল্লিকা-মালতী-মাধবী-মন্দার-কনক-চম্পক-কুসুম-মালা-গ্রহণান্তে নিজ-নিজ-সম্মুখস্থ-শ্রীশঙ্করদেবের গরল-সুন্দর-গল-দেশে স্থাপন করিলেন। এইরূপ নব-লক্ষ-ভাগে বিভাগ-প্রাপ্ত-শ্রীশঙ্করদেবও চন্দনা-গুরুকস্তূরী-কুঙ্কুম-পঙ্ক-সাহায্যে দিব্য-বস্ত্রাবৃতা, তথা নব-লক্ষ-ভাগে বিভাগ-প্রাপ্তা-নিজ-নিজ-সম্মুখস্থা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর বক্ষঃস্থল, বক্ষোজ-যুগল, ভুজ-যুগল, অংসদ্বয় ও কপোলদ্বয়-বিলিপ্ত করিয়া, পরিশেষে বিবিধ-পুষ্প-মালা-দ্বারা তাঁহাকে বিভূষিতা করিলেন।

অনন্তর অত্যন্ত আনন্দের সহিত নিরতিশয়-শ্রী-সম্পন্ন-সকল-শঙ্কর-দেবই দিব্য-দিব্য-শ্রী-সম্পন্না-সমস্ত-পার্ব্বতীদেবীকে এবং সকল-পার্ব্বতী-দেবীই সকল-শঙ্করদেবকে-সকর্পূর-তাম্বূল-দান করিয়া, পরস্পরের সহিত পরম-কৌতুকভরে বিবিধ-সুগন্ধি-দ্রব্য-ধারণ-পূর্ব্বক-পরস্পর-প্রদত্ত-তাম্বূল-চর্ব্বণ করিতে করিতে, পুনঃ পুনঃ "দদৃশুর্মুখ-পদ্মানি, সদ্রত্ন-দর্পণে শুভে।" এইরূপে তরণি-তনয়ার স্বাদু-শীতল-মধুর-নির্ম্মল-বিকচ-পঙ্কজোজ্জ্বল-জলে স্নান, মৃণাল-ভোজন ও পশ্চাৎ তদীয়-মধুর-জল-পান-পুরঃসর বসন ও কুসুমময়-সর্ব্ববিধ-সাজ-সজ্জা এবং মণি-মাণিক্য-মুক্তা-জাল-জড়িত-হেমময়-বিবিধ-বিভূষণে সুসজ্জিত বিভূষিত হইয়া, প্রভূত-শ্রীসম্পন্ন-প্রত্যেক-শঙ্করদেব প্রভূত-শ্রীসম্পন্না-প্রত্যেক-পার্ব্বতীদেবীকে নিজ-নিজ-বাম-ভাগে ধারণ-পূর্ব্বক বাম-হস্ত-সাহায্যে কণ্ঠালিঙ্গন-ব্যপদেশে সমাকৃষ্ট-তদীয়-শ্রীমুখ-চন্দ্রে ঘন-ঘন-চুম্বনান্তে রাস-ক্রীড়া-লক্ষণানুসারে পুনরপি রাস-মণ্ডল-বন্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়া, যথোচিত-রাস-মণ্ডল-বন্ধন করিলেন বটে; কিন্তু শ্রীশঙ্করদেবের পার্শ্ব-দেশ, বা সমীপ-ভাগ-পরিত্যাগে নিতান্ত অনিচ্ছাবতী,

একস্থান-স্থিত্যর্থ অহমহমিকাবতী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণের নিশ্চল-চিত্ততা-সুলভ-শ্রীচরণ-চাঞ্চল্য-রাহিত্য-নিবন্ধন রাস-মণ্ডল-বন্ধ এক-স্থান-স্থিরাত্মতা-লাভে অগ্রসর হওয়ায়, প্রকৃত-সাফল্য-লাভে সমর্থ হইল না।

এদিকে শ্রীশঙ্করদেবও স্বীয়-চেষ্টার বৈফল্য-দর্শনে প্রকারান্তরে রাস-মণ্ডল-বন্ধাভিলাষে নিজ-কর-স্পর্শ-জনিত-সুখাতিশয্য-বশে নিমীলিত-লোচনা এক একটী পার্ব্বতীদেবীর হস্ত প্রকৃষ্টরূপে গ্রহণ-পূর্ব্বক অনুযাত-বসন্ত-কাব্য-গেয়-গীতি-রীত্যনুক্রমানুসারে চলদ্বলয়-নিস্বন-রাস পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিলেন। অর্থাৎ তৎকালে শ্রীশঙ্করদেব পুনরপি যেরূপে রাস-মণ্ডল-বন্ধ-রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বিদশরূপে কথন করিতে হইলে, এইরূপ বলিতে হইবে যে, রাস-রস-রসিকেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেব একটী গোপী-গোপ-কুমারী হিম-ধরাধর-নন্দিনী-পার্ব্বতীদেবীকে হস্তে গ্রহণ করিয়া, একত্র স্থাপিতা করিলেন এবং তিনি হৃদয়াধিনাথের তাদৃশ-কর স্পর্শ-জাত-সুখাতিশয্য-বশে তৎক্ষণাৎ লোল-লোচন-যুগলে নিমীলিতা হইলেন। এইরূপে সমবস্থাপিতা সেই পার্ব্বতীদেবীকে আবার স্ব-কর-স্পর্শ-সুখ-পরবশা অন্যা-পার্ব্বতীদেবীর হস্ত-গ্রহণ করাইলেন। তথা তাঁহাকে আবার স্ব-কর-স্পর্শ-সুখ-নিমীলিত-লোচনা অন্যা-পার্ব্বতীদেবীর হস্ত-গ্রহণ করাইলেন।

উক্ত-রূপ-নিয়মানুসারে ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব এক একটী পার্ব্বতী-দেবীকে হস্তে গ্রহণ করিয়া, রাস-মণ্ডল বন্ধ-রচনা-কার্য্য যাবৎ পরিসমাপ্ত করিলেন, তাবৎ সেই সমস্ত-পার্ব্বতীদেবী হর-শ্রীশঙ্করদেবের হস্ত-স্পর্শ-সুখ-পরবশা হইয়া, প্রত্যেকেই "হরেণৈব গৃহীতহস্তমাত্মানং মেনিরে।" ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব নিজ-কর-স্পর্শ-নিমীলিত-লোচনা এক একটী পার্ব্বতীদেবীকে করে গ্রহণ করিয়া, যাবৎ রাসমণ্ডলী-রচনা করিলেন, তাবৎ সেই শ্রীশিবহর-শঙ্কর-রচিত-রাস-মণ্ডলী চলনশীল-বলয়-কঙ্কণ-কিঙ্কিণী ও রত্ন-রঞ্জিত-মঞ্জুল-মঞ্জীর-রাজির প্রাণ-মনো-রঞ্জন-রসায়নভূত-নিস্বন, তথা বসন্ত-বর্ষা-শরদ্বর্ণনাদিরূপ যে সকল-বস্তু কাব্য-সমূহে গেয়রূপে নিহিত রহিয়াছে, সেই সকল-গেয়-ভাগের অংশভূত-বসন্ত-বর্ণনরূপ-গেয়-ভাগের যে গীতি, বা গান, সেই বসন্ত-বর্ণনা-বিষয়িণী গীতিকা

অনুযাতা অনুসৃতা হওয়ায়, অনুসৃত-তাদৃশ-সঙ্গীতের তারতরধ্বনি-নিচয়-সাহায্যে পরিপূর্ণা হইয়া, মুখরভাব-ধারণ-পূর্ব্বক অনুক্রমানুসারে অবিলম্বে সম্প্রবৃত্তা হইলে, কৈশোরক-বয়াঃ পুর-সূদন-শ্রীশঙ্করদেব ঋতুরাজ-বসন্তের মধু-মাসীয়-পূর্ণিমা-তিথি-সমুদিত-সম্পূর্ণ-মণ্ডল-শশধর, বাসন্তী-কৌমুদী ও কুমুদা-করাবলম্বনে অতিশ্রুতিসুখকর-কল-গীত গাহিতে আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু, গোপী-পার্ব্বতী-জন-সকলের মধ্যে একমাত্র সর্ব্বমুখ্যতমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী পুনঃ পুনঃ একমাত্র বেদ-চতুষ্টয়-সহিত-সর্ব্ব-শাস্ত্র-সাগর-মন্থন-জাত-সর্ব্বসারভূত "শিব-শিব" নাম-গান করিতে লাগিলেন। অপরা একা গোপী-পার্ব্বতী পরিবর্ত্ত-শ্রম-প্রযুক্ত পুর-নিঘাতী শ্রীশঙ্কর-দেবের স্কন্ধ-দেশে চলদ্বলয়-স্লাপিনী-মুখরভাবাপন্না-নিজবাহু-লতাটীকে বিন্যস্তা করিলেন। প্রবিলসদ্বাহু-যুগলে শোভমানা-গীত-স্তুতি-ব্যাজ-নিপুণা অপরা-কাচিৎ গোপী-পার্ব্বতী পুর-নিসূদন-শ্রীশঙ্করদেবকে পরিরম্ভণ-পূর্ব্বক তাঁহার তড়িদুজ্জ্বল-ভুজ-যুগল, অথবা কপোলতল-যুগলে চুম্বন-যুগল-দান করিলেন। এইরূপে গোপী-পার্ব্বতী-জন কৃত-চুম্বন-সমর্পণাবসরে ভুজ-যুগলে চুম্বন-দান-পক্ষে আমাদের রসিক-নাগরেন্দ্র-শেখর-শ্রীশঙ্করদেবের নিস্তল-ভুজ-যুগল গোপী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর কপোলতল-সংশ্লেষ-প্রাপ্ত হইয়া, তৎকালমাত্রেই পুলকোদ্‌গমরূপ শস্যাভি-বৃদ্ধি-সম্পাদনার্থ স্বেদরূপ অম্বু-সেচন-কল্পে ঘনতা, বা ঘন-ভাব-ধারণ করিল। অর্থাৎ আলিঙ্গন-পূর্ব্বক পার্ব্বতীজন-কৃত-শঙ্কর-ভুজ-যুগ-চুম্বনের ক্রিয়মাণাবস্থায় শ্রীশঙ্করদেবের ভুজ-যুগল ঘন-ভাব-প্রাপ্ত হইয়া, মূল দেশ-সমুদ্‌গত-স্বেদাম্বু-সকলের সেচন-সংমিশ্রণ-দ্বারা শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীর কপোলতল-যুগলে রোমোদ্‌গম বৰ্দ্ধিত করিয়া, অন্যোহন্যানু-রাগোক্তির সমর্থন করিতে লাগিল।

অনন্তর শ্রীশঙ্করদেব যাবৎ তারতর-ধ্বনি সম্ভবপর, তাবৎ-পর্য্যন্ত-দূরগামি-তারতর-ধ্বনি-সাহায্যে তরলতর-স্বর-তরঙ্গায়িত-ভাবে রাস-গেয়-গীতিকার পুনরনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলে, সেই সকল-পার্ব্বতীদেবীও শ্রীশঙ্করদেবের তারতর-গীতি-ধ্বনি অপেক্ষা দ্বিগুণ-তারতরধ্বনি-সাহায্যে

গীত-স্বরানুকরণে "সাধু শঙ্কর! সাধু শঙ্কর!" বলিয়া, অতি উচ্চকণ্ঠে বারম্বার তদীয়-ধন্যবাদ-গান করিতে লাগিলেন। কিঞ্চ, কর্ণিকা-প্রদেশস্থ-শ্রীশঙ্করদেব পরক্ষণেই নৃত্য-চঞ্চল-শ্রীচরণ-সরোজ-যুগলে গতিশীল হইলে, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণও অনুলোম-গতি অনুসরণ-পূর্ব্বক তাঁহার সহগামিনী হইলেন এবং শ্রীশঙ্করদেব যখন মণ্ডল-দলাগ্র-রেখাস্থ ঔৎসুক্য-বতী-পার্ব্বতীদেবীগণকে আলিঙ্গন ও চুম্বন-দানান্তে কর্ণিকা-প্রদেশে নর্ত্তন-বিচঞ্চল-কঞ্জ-চরণ-যুগলে বলন, আবৃত্তি, বা প্রত্যাবর্ত্তন-পরায়ণ হইলেন, তৎকালমাত্রেই নর্ত্তন-চঞ্চল-চরণ-যুগলে প্রতিলোম-গতির অনুসরণে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণও তাঁহার সম্মুখে সম্মুখে গমন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ যেমন অনুলোম-প্রতিলোমগতির অনুসরণ-পুরঃসর শ্রীশঙ্করদেবের ভজন করিতে লাগিলেন, শ্রীশঙ্কর-দেবও সেইরূপ তাঁহাদের সহিত এরূপভাবে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন যে, শ্রীশঙ্করদেবের অভাবে একটীমাত্রক্ষণও শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণের পক্ষে শত-কোটি-কল্পাব্দরূপে প্রতীত হইতে লাগিল। এদিকে অমেয়াত্মা শ্রীশঙ্করদেবও "কৈশোরকং কৌমারং বয়ো মানয়ন্ তদ্বয়ঃ-স্থোচিতং চাপলমনুকুর্ব্বন্ তাভিঃ সহ রেমে।" এইরূপে ক্ষপা-কাল-সুলভ-সর্ব্ববিধ অহিত-ক্ষপণকারী, সর্ব্ব-ভূতেশ্বর, রতি-প্রিয়-শ্রীশঙ্করদেব রতি-প্রিয়া-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণের সহিত পূর্ব্বোক্তরূপে ক্রীড়া করিতে করিতে, বিপরীত-বিহারার্থ নির্দ্দিষ্ট-কুঞ্জ-ভবন, কিম্বা শশাঙ্ক-রশ্মি-প্রবেশের অযোগ্য-তাদৃশ-যমুনোত্তরী-প্রদেশস্থ-নিবিড়-হিম-গিরি-বিপিন হইতে নিবৃত্ত হইয়া, প্রাক্তন-রাস-স্থানে শীঘ্রগতি প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে পঞ্চনবতিতম অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

ষড়্নবতিতম অধ্যায়

কিন্তু, সর্ব্ব-যোগেশ্বর ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব নব-লক্ষ-পার্ব্বতীদেবীর সহিত পুনরপি পূর্ব্ব-রাস-স্থানে শুভাগমন-পূর্ব্বক রাস, অর্থাৎ নটগণ-কর্ত্তৃক কণ্ঠে গৃহীত-বহু-নর্ত্তকী-যুক্ত-নৃত্য-বিশেষরূপ-ক্রীড়ার অনুশীলনার্থ পরস্পর ঐকমত্য-প্রযুক্ত স্বানুকূলা, স্ত্রী-রত্নভূতা, সুপ্রীত-মানসা, কর-কমল-সকলে অন্যোহন্যাবদ্ধা ঐ সকল-পার্ব্বতীদেবীর সহিত অন্বিত, অর্থাৎ মণ্ডলরূপে সমবস্থিতা দুই দুই জন পার্ব্বতীদেবীর মধ্যে প্রবিষ্ট এবং প্রসারিত-নিজ-ভুজযুগল-সাহায্যে উভয়-দিক্ হইতে তাঁহাদিগকে কণ্ঠ-প্রদেশে সমালিঙ্গন-পুরঃসর যাহাতে তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই মনে করিতে পারেন যে, এই মৎ-প্রিয়তম-শ্রীশঙ্করদেব একমাত্র আমাকে আলিঙ্গন করিয়া, আমারই নিকটে অবস্থিতি করিতেছেন, এরূপভাবে মিলিত হইয়া, নিজাশেষানন্তৈশ্বর্য্য-সৌন্দর্য্য-সৌকুমার্য্য-মাধুর্য্য-বিশেষ-প্রকটন-চ্ছলে, কিম্বা পরমানন্দ-ঘন-মূর্ত্তিতা ও পরম-পুরুষোত্ত-মতা-প্রদর্শন-ব্যাজে পরমাভিলষিত-পরম-রস-কদম্বময়-মহামহোৎসবরূপ-গোপী-পার্ব্বতী-মণ্ডল-মণ্ডিত-রাসোৎসব প্রবর্ত্তিত করিলেন!

এদিকে ঊর্দ্ধ-প্রদেশে প্রসারিত-দৃষ্টি-সাহায্যে ক্ষণকাল-মধ্যেই পরিদৃষ্ট হইল যে, শ্রীশঙ্করদেবের রহস্য-বিলাস-বিষয়ে না হইলেও, তদীয়-নৃত্য-দর্শনাংশে মানসে পরম ঔৎসুক্য, বা উৎকণ্ঠা-বিশিষ্ট, বিমানারোহণে গগনাঙ্গন-গাত্রে ভ্রমণপরায়ণ, "অতএব স্বভাবতঃ দ্যৌরাকাশ ওকো নিবাসস্থানং যেষাং, তে দিবৌকসঃ, তেষাং" তাদৃশ-ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেন্দ্র চন্দ্র-নারদ-বশিষ্ঠ-প্রভৃতি-সস্ত্রীক-নভশ্চরগণের সর্ব্ববিধোপকরণ-সম্ভারে পরিপূর্ণ, বহ্বাশ্চর্য্য-সমন্বিত, সদ্রত্ন-দর্পণ-সমূহে সুসজ্জিত, মুক্তা-জাল-জড়িত, বহুবিধ-রত্ন-খণ্ড-খচিত, মণি-মাণিক্য-মণ্ডিত, বহু-চিত্র-সমন্বিত, বিচিত্র-পতাকা-শতোপ-শোভিত, তৌর্য্যত্রিকানুষ্ঠান-রমণীয়, বিদ্যুদ্বদ্বিকাশশীল, বিশ্বতো-মুখ-

বিশালায়তন-বিমান-শত-সহস্রে বিমানাপর-পর্য্যায় নভস্তল সঙ্কুল, সঙ্কীর্ণ, বা পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল।

এইরূপে দেব-বিমানে বিমানতল-বিমণ্ডিত হইলে, ভগবতী-যোগমায়াদেবী গণনাতীত-তারকা-রাজি-বিরাজিত, পূর্ণ-শশধরের-শুভ্র-স্নিগ্ধতর-কর-নিকর-রঞ্জিত-গগনাঙ্গন-গাত্রে সহসা সুর-সভার আবির্ভাব হইতে দেখিয়া, তৎক্ষণ-মাত্রেই রাস-ক্রীড়া-দর্শনার্থ সমাগত-সংহত সেই সুরবর-গণের দাস-ভাব-প্রযুক্ত অযোগ্যতা-স্মরণ করিয়া এবং তাঁহাদিগের পত্নীগণের রাস-ক্রীড়া-স্থলীয়-রহস্য-বিলাসাংশ-সহিত-সর্ব্ব-দৃশ্য-দর্শন-বিষয়ে অনৌচিত্যাভাব-পর্য্যালোচনা করিয়া, রাস-ক্রীড়া-দর্শনার্থ অধুনৈবাগত সেই দেব-পুরুষগণের রাস-ক্রীড়া-স্থলীয়-রহস্য-বিলাসাংশ-গতা-দৃষ্টির প্রতি আবরণ আচ্ছাদন-বিধান করিলেন। অতএব পরিতাপের সহিত বলিতে হইতেছে যে, স্বর্গাদি-স্থলেও মহামঙ্গলময়-যাদৃশ-দৃশ্যের সদ্ভাব সম্ভবপর নহে, তাদৃশ-দৃশ্যের দর্শনার্থ সমাগত হইলেও, একই যাত্রায় দেববর-পত্নীগণের পক্ষে সর্ব্বত্র দৃশ্য-দর্শন, বা সর্ব্বথা দৃশ্য-দর্শন অপ্রতিহত রহিল; কিন্তু রাস-মহোৎসব-স্থলে দেব-পুরুষগণের ভাগ্যে একমাত্র শ্রীশঙ্করদেবের দর্শন-ভিন্ন রহস্য-লীলা-বিলাস, কিম্বা শ্রীপার্ব্বতীদেবীগণের শ্রীচরণাঙ্গুলি-দলাগ্র-দর্শনও ঘটিল না।

সে যাহা হউক, অনন্তর বিমান-শত-সঙ্কুল-নভ-স্তল হইতে দিব্যত্ব-প্রযুক্তই হউক, আর মহামঙ্গলোৎসব-স্বভাবতা-প্রযুক্তই হউক, স্বয়ং নিনদনশীল-দুন্দুভি-নিচয়ের ধ্বনি-সমূহ সমুত্থিত হইয়া, সমকালে সমগ্র-জগন্মণ্ডলকেই যেন নিনাদিত করিতে লাগিল। কিঞ্চ, বীণা-বেণু-মুরজাদি, কিম্বা ডমরু-মড্‌ডু-ডিণ্ডিম-ঝর্ঝর-মর্দ্দল-পণব-কাহল-গোমুখ-হুড়ুক্ক-প্রভৃতি-প্রভিন্ন-বাদ্য-যন্ত্র-সকলই যে কেবল বাদিত হইতে লাগিল, তাহা নহে; পরন্তু তন্তাদি-ঘনান্ত-চতুর্ব্বিধ-বাদ্য-যন্ত্রের মনঃ-শ্রবণ-রঞ্জন-সুমধুর-ধ্বনির সহিত সর্ব্বর্ত্তু-সম্ভব-ঘ্রাণ-মানস-মোহন-সুগন্ধ-সুরস-সমন্বিত-সর্ব্ব-প্রকার-প্রভূত-প্রসূন-প্রকর নিঃশব্দে নিম্নাভিমুখে বৃষ্টি-ধারাকারে মহামহোৎসবময়-রাস-মণ্ডলমধ্যে নিপতিত হইয়া, নিম্নোর্দ্ধতন-সমগ্র-রঙ্গ-স্থলীটাকে পরিষিক্তা ও কুসুমাস্তরণে সমাস্তৃতা করিল।

এইরূপে দেব-দুন্দুভি-প্রভৃতি-বাদ্য-যন্ত্রের সুমধুর-নিনদন ও বিবিধ-রত্ন-রচিত-হীরক-তারক-হারানুকারা-পুষ্প-বৃষ্টি-ধারা-নিচয়ের নিঃশব্দ-নিপতনে উৎসব-পূর্ণ-রঙ্গ-স্থলীটী অধিকতর-মহামহোৎসবময়ী হইয়া উঠিলে, বিমানচারি-ব্রহ্ম-বিষ্ণু-বাসব-বরুণ-বশিষ্ঠ-বসু-প্রভৃতি-ত্রিদশেশ্বরগণের বিমান-তলস্থ-সভা-মধ্যে সমুপস্থিত-স্ত্রীগণ, অপ্সরঃ-সমূহ, অথবা স্ব-স্ব-পত্নীগণের সহিত মিলিত-হাহা-হূহূ-চিত্ররথ-হংস-বিশ্বাবসু-গোমায়ু-তুম্বুরু-নন্দি-প্রভৃতি-দেব-যোনি-স্বর্গ গায়ক-শুভব্রত-দিব্য-গীতজ্ঞ-গন্ধর্ব্বপতিগণ শ্রীশঙ্করদেবের সর্ব্ব-মলাপহারক-সুধা-ধবল-যশো-গুণ-গান আরম্ভ করিলেন। অপিচাত্র "স্ত্রীভিরপ্সরোভিঃ স্ব-স্ব-পত্নীভিশ্চ সহিতাঃ", এই কথা-মাত্র-সাহায্যে তত্রস্থ-সস্ত্রীক-গন্ধর্ব্ব-পতিগণের, বিশেষতঃ গন্ধর্ব্ব-পতিগণের প্রবর্ত্তক-পূর্ব্বোক্ত-বিধি-বাসব-কেশবাদি-দেব-প্রবরগণের শ্রীমৎশঙ্কর-দেবৈকনিষ্ঠতা যেমন একদিকে অভিহিতা হইতেছে, অপরদিকেও সেইরূপ গন্ধর্ব্ব-পতিগণের গেয়-সঙ্গীতের বিষয়রূপে "তদ্‌যশোঽমলং ন তিষ্ঠতি মলো যস্মাদিত্যমলং যশঃ" এই অমল-যশঃ অভিহিত হওয়ায়, তথা বিষয়টীর সাধুতা-প্রযুক্ত সাধু-শোভন-বিষয়-সেবি-সৌভাগ্যশালি-জনগণের সাধুতা-শোভনতা-সমাগম অবশ্যম্ভাবী হওয়ায়, সাধু-শোভন-বিষয়-সেবন-ফলে তৎকালে যে গগনাঙ্গন-গাত্র-গত, স্থগিত-গতি, গম্ভীর-গুণ-গণ-গুম্ফিত, গুরু-গৌরব-গরীয়ান্, ভাস্বান্, বিমানবর-নিকরস্থ-স্ত্রী-পুরুষ-বালক-বৃদ্ধ-নির্ব্বিশেষে তত্রত্য-দিবিষৎ-সভাসদ্-সমূহের সর্ব্ববিধ-বিষয়-বিকার-বিকৃত-বাসনা-রাশি বিদূরিত নিরস্ত হইয়াছিল, তাহাও অবশ্য স্বীকরণীয়রূপে আপতিত হইতেছে।

এইরূপে বৈহায়স-দেবগণ-কৃতোৎসব-কথা-কথনান্তে রাস-যোগ্য-বাদ্য-গীতাদি-বিষয়িণী-বাণী বলিবার অবসর উপস্থিত হইলেও, প্রথমতঃ বাদ্য-বিষয়িণী-বাণীর বদনীয়তা সমীচীনা বিবেচিতা হওয়ায়, বাদ্য-সম্বন্ধে বিবরণীয়-বহু-বিষয়ের যুগপৎ উপস্থিতি-সত্ত্বেও, বাহুল্যভয়ে ঐসকল-বহি-র্বিষয়-পরিহার-পূর্ব্বক আবশ্যকানুরূপ-বাদ্য-বিবরণ-প্রসঙ্গে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, "বলয়ানাং নূপুরাণাং, কিঙ্কিণীনাঞ্চ যোষিতাম্। সপ্রিয়াণামভূচ্ছব্দস্তুমুলো রাস-মণ্ডলে।" অর্থাৎ আমাদের অষ্টাদশ-

লক্ষ-নওল-কিশোর ও নওল-কিশোরী-শ্রীশিব-পার্ব্বতীদেবীগণের মধ্যে প্রতি দুই দুই জন নাগর-নাগরী নয়নের কোণে পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে, দুই জনেই মন্মথ-বাণে জর-জর-হৃদয়ে পুলকিত-কলেবরে ঘন-ঘন-কম্পানুভব-পুরঃসর মদন-সাগরে যেন কত-কত-ঝম্প-প্রদান করিতে করিতে, দুই জনেই আরতি-পীরিতি-বন্ধন অটুট্ রাখিয়া, পরস্পরের দর্শন ও স্পর্শন-জনিত-কাম-কলা-ক্রীড়া-রস-সাগরে কত-কত-সুখ-তরঙ্গ যে উঠিতেছে, তাহার ইয়ত্তা না থাকিলেও, মদন-মহাসাগরে সমুত্থিত সেই কত-কত-শত-শত-তরঙ্গ-রঙ্গসহ অনুভব-সাহায্যে মানস-সঙ্গ করিতে লাগিলেন।

কিঞ্চ, দুই জনের দুই জনের সহিত মিলনে আনন্দ-বেগ-বৃদ্ধিসহ মনে মনে অনঙ্গ-রঙ্গ সমুদিত হওয়ায়, "দুহু-কর পরশিতে, সপুলক দোহু তনু", দুই জনেই সপুলক-শরীরে "দুহু দুহু আধ আধ-বোল", উচ্চারণ করিতে করিতে, কখনও বা শ্রীগৌরী-শঙ্করদেব পরস্পরের সহিত আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ হইয়া, নীলমণি ও কাঞ্চনের সংযোগ-সংঘনট-পূর্ব্বক অদৃষ্ট-পূর্ব্বা অপরূপ-রূপ-মাধুরী-প্রদর্শন-দ্বারা দর্শক-কুলের লোচন-সকলকে বিভোর করিতে করিতে এবং আবেশবশতঃ অবশশরীরেই যেন "ঘন-ঘন-চুম্বনে, দুহু মুখ-দরশনে, মন্দ-মধুর-মৃদুহাস", বা হাস্য করিতে করিতে, স্ব-স্ব-কণ্ঠোচ্চারিত-সুমধুর-গীতের তালে তালে নৃত্য-নৈপুণ্য-ব্যঞ্জক-পাদ-ন্যাস-পুরঃসর যখন মণ্ডলী-বন্ধমধ্যে রাস-ক্রীড়া করিতেছিলেন, তৎকালে "রাসেন যন্মণ্ডলং মণ্ডলীবন্ধস্তস্মিন্ রাস-মণ্ডলে" প্রিয়তমগণ-কর্ত্তৃক কণ্ঠ-প্রদেশে গৃহীতা; সুতরাং সপ্রিয়া-যোষিৎ-প্রবরা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী-গণের যোষিত্ব-প্রযুক্ত স্বভাবতঃই বলয়াদি-মণি-হেমময়-বিবিধ-বিভূষণের সদ্ভাব সূচিত হওয়ায়, মণ্ডলী-বন্ধ-মধ্য-ভাগে বাহু-বিক্ষেপণ-পূর্ব্বক চঞ্চল-চরণ-যুগলে নর্ত্তনাবসরে তাঁহাদের করাভরণ-বলয় ও কঙ্কণ, পাদালঙ্কার পাঁইজোর, তোড়া ও রত্নরঞ্জিত-রাজহংসানুকারি-মঞ্জীর এবং ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র-মণি-হেমময়-ঘন্টিকা-ঘটিত-ঘন-জঘন-বিভূষণ-কিঙ্কিণী-সকলের তুমুল-শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল।

কিঞ্চ, অত্রস্থলে যোষিদ্গণের বিশেষণ-স্বরূপে "সপ্রিয়াণাং", এই

পদটী প্রযুক্ত হওয়ায়, এরূপও অবগত হইতে হইবে যে, তাবৎ সংখ্যক-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণের প্রীত্যর্থে তাবৎ-সংখ্যক-প্রকাশবান্ ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবের তৎকাল-স্বীকরণীয়-নটরাজ-রাজ-চক্র-চূড়ামণি-জনোচিত-রাস-রস-রসিক-শেখরেশ্বর-সম্মত-বসন-বিভূষণ-সাজ-সজ্জা-পারিপাট্যের অপরিহরণীয় আবশ্যক অনুভূত হওয়ায়, তাবৎ-সংখ্যক "কিঙ্কিণী-নূপুর, বলয়-মণিভূষণ," তথা রাঙা পায়ে সোণার নূপুরের, কিম্বা মণিময়-মঞ্জীরাদি-মুখর-মণ্ডন-নিচয়ের নর্ত্তনাবসরোৎপন্ন অভিপ্রেত-শব্দ-সমূহ শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণের পাদ-নূপুর-গুঞ্জিত, কিম্বা কিঙ্কিণী-কঙ্কণাদি-ধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া, অত্যন্ত-প্রগাঢ়ভাব-ধারণ করিল।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে ষড়্নবতিতম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

সপ্তনবতিতম অধ্যায়

"তত্রাতি শুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ। মধ্যে মণীনাং হৈমানাং, মহামরকতো যথা।" ইত্যাদি-গ্রন্থ-সাহায্যে শ্রীশিব-পার্ব্বতীদেবীর এই পরম-রস-কদম্বময়-রাস-লীলা-বিহার-বর্ণন-প্রসঙ্গে স্বভাবতঃ সতত আকাশাঙ্গনে গমনাগমন, বা পরিভ্রমণশীল-ব্রহ্ম-বাসব-কেশব-প্রমুখ-দেব-পুঙ্গবগণ ব্যোমতলে বিমানাশ্রয়ণে বিচরণ করিতে করিতে, অকস্মাৎ শ্রীশিব-পার্ব্বতীদেবীর রাস-ক্রীড়া-দর্শন-নিবন্ধন বিমান-গতিকে স্থগিতা করিয়া, রাস-মণ্ডলোপরিতন-ব্যোম-মণ্ডলে সংহত-সমবেত-মিলিতভাবে সুর-সভার আহ্বান-পূর্ব্বক যে উৎসব করিয়াছিলেন, দেবকৃত-পুষ্প-বর্ষণাদি-রূপ সেই মহোৎসবের কথা বলা হইয়াছে এবং রাস-ক্রীড়া-বর্ণনাবসরে তৌর্য্যত্রিকী-বিদ্যার অনুশীলন অবশ্য অপেক্ষণীয় হওয়ায়, অত্র গ্রন্থ-কলেবরে অপ্রয়োজনীয়বোধে বাদ্যের বিস্তারিত-বিশেষ-বিবরণ সন্নিবিষ্ট না করিয়া, বৈয়াসিকী-রীতির-অনুসরণে কেবলমাত্র উপযোগিতানুরূপ-বলয়-কঙ্কণ-কিঙ্কিণী-নূপুরাদি-মণি-হেমময়-বিভূষণ-বাদ্য-ধ্বনির কথাও বলা হইয়াছে।

যে সময়ের কথা লিপিবদ্ধা হইতেছে, সেই সময়ে ব্রহ্ম-লব্ধ-বরোদীর্ণ-তারকাখ্য-মহাসুর-কর্ত্তৃক ইন্দ্রাসন অধিকৃত হওয়ায়, অপহৃত-সুর-রাজ্য-প্রত্যানয়ন-কুশল-দেবসেনাপতি-তারকহন্তা কুমার-কার্ত্তিকেয়ের উৎপাদনার্থ বিধি-বাসব-কেশবাদি-দেবগণের অনুরোধে শ্রীশঙ্করদেব মেনকা-কন্যকা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর পাণি-গ্রহণ-পূর্ব্বক তৎসহ ত্রৈমাসিক-বিহারের অনন্তর ঊর্দ্ধরেতস্ত্ব-প্রযুক্ত-বীর্য্য-বিনিপতনাভাবে পুনশ্চ তৎ-সহ শত-বার্ষিক-বিহারে প্রবৃত্ত হইয়া, বিশ্ববাসি-প্রাণি-মাত্রেরই যে আনন্দের কারণ হইয়াছিলেন, তাহা যেমন সুনিশ্চিত, সেইরূপ সর্ব্ব-সুরেশ্বর-শ্রীমান্ বাসবদেবের অসুরাপহৃত-দেব-রাজ্যের প্রত্যাহরণ-কর্ত্তা তারকহর্ত্তা দেব-সেনাপতির উৎপাদনে যত্নাবলম্বন-দ্বারা যে

"দীব্যতীতি দেবঃ [দিব্ × অন্ ঘে] দেব এব দেবকঃ দিবি দ্যোতনশীলঃ, স্ব-জায়য়া অদিত্যা সহ ক্রীড়নশীলশ্চ ভগবান্ মহামুনিঃ কশ্যপঃ, দেবক-শব্দাৎ স্ত্রী-বাচ্যে ঈপ্, দেবক × ঈপ্ দেবকী দিবি দীপ্তিমতী ভর্ত্রা-প্রিয়তমেন কশ্যপেন সহ ক্রীড়নশীলা চ বাসব-প্রসবিত্রী-দেবমাতা অদিতিঃ, তস্যাঃ সুত ইব সুতঃ পুত্রবদানন্দ-দায়কঃ ভগবান্ তত্র রাসমণ্ডলে তাভিঃ পার্ব্বতীভিঃ সমাশ্লিষ্টাভিরত্যন্তং শুশুভে" অত্যন্ত-শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা সুনিশ্চিত জানিতে হইবে।

সে যাহা হউক, উক্তরূপে দেবকী-সুত-ভাবাপন্ন-ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব যে সুর-রাজ্য-হারক-তারক-দারক-কুমার-কার্ত্তিকেয়ের উৎপাদনে প্রবৃত্ত হইয়া, তৎকালে সমগ্র-বিশ্ববাসীর আনন্দের কারণ, একমাত্র ভরসাস্থল, বা সমাশ্বাস-ভাজনরূপে সর্ব্বত্র জীব-সমাজে বিখ্যাতি-লাভ করিয়াছিলেন, একথা স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে সত্য; কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে যে, দেবকী-সুত-ভাবাপন্ন-শ্রীশঙ্করদেব যখন স্বয়ং ভগবান্, অর্থাৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্ব-শোভা-ভর-সম্পন্ন, তখন তিনি যে সেই রাস-মণ্ডলী মধ্যে সমাশ্লিষ্ট-শরীরাবয়বা সেই পার্ব্বতীদেবীগণের সহিত সম্মিলিত হইয়াই, অত্যন্ত-শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, একথা কি নিতান্তই হাস্য-কৌতুককরী, বা বিস্ময়াবহা নহে ?

কিন্তু, উক্তরূপ-প্রশ্নের পরিহার-বচনাবসরে বলা যাইতে পারে যে, ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব রাস-মণ্ডলী-মধ্যে-সমাশ্লিষ্ট-শরীরাবয়বা সেই পার্ব্বতীদেবীগণের সহিত সম্মিলিত হইয়াই যে, অত্যন্ত-শোভা-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অন্যথা শোভা-প্রাপ্ত হইতেন না, একথা বলা ঠিক্ নহে সত্য; পরন্তু সত্যের অনুরোধে এস্থলে একথাও অবশ্যই অভিহিতা হইতে পারে যে, যদি চ শ্রীশঙ্করদেব স্বয়ং ভগবান্ এবং ভগবত্ত্ব-নিবন্ধন স্বভাবতঃই সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্ব-শোভা-ভর-সম্পন্ন, তথাপি ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব তৎকালে পূর্ব্বোক্তরূপে দেবকী-সুতত্ব, কিম্বা "ন খলু গোপিকা-নন্দনো ভবান্" এই শ্লোকের বিবরণাবসরে ব্যাখ্যাত-পূর্ব্ব-গোপিকা-নন্দনত্ব-প্রাপ্ত হইয়া, স্বীয় অপ্রাকৃত-সর্ব্বৈশ্বর্য্য ও সর্ব্ববিধ-শোভা-ভর-সহ প্রাকৃত-সর্ব্বৈশ্বর্য্য ও সর্ব্ববিধ-শোভা-ভরের সংমিশ্রণ-ফলে সবিশেষ-শোভান্বিত

হইয়াছিলেন এবং তদুপরি আবার রাস-মণ্ডলী-বন্ধ-মধ্যে সর্ব্ব-শোভার-পরমাকরভূতা-সর্ব্বৈশ্বর্য্য-লীলাবাস-রূপিণী ঐ সকল-পার্ব্বতীদেবীর কণ্ঠা-লিঙ্গন-পাশে আলিঙ্গিতাবস্থায় অবস্থিত হওয়ায়, তাঁহার সেই পরম-পুরুষোচিত অপার-শোভা-সৌন্দর্য্য-রাশি যে পরমা-পূর্ণা-পরা-প্রকৃতি-দেবীর পরিপূর্ণতর-রূপ-রত্নাকরের অনন্তাপার-শোভা-সৌন্দর্য্য-সম্ভার-সহ-যোগে শত-গুণ অধিক-পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহাও সর্ব্বথা অপ্রত্যাখ্যেয়, বা অবশ্য অঙ্গীকরণীয়, সন্দেহ নাই।

কারণ, অপ্রাকৃত-সৌন্দর্য্য-সহ প্রাকৃত-সৌন্দর্য্যের সমাবেশ, পুরুষো-চিত-রমণীয়-শোভা-সম্ভার-সহ প্রকৃতি-রূপিণী-রমণীর অতুলনীয়-স্বর্গীয়-দিব্য-দিব্য-শোভা-সম্ভারের শুভ-সম্মিলন, তথা প্রকৃতি-সৌন্দর্য্যের সহিত বিকৃতি-সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধ সর্ব্বত্রই শোভা-বৃদ্ধির কারণ স্বরূপেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্যামিকা-শূন্য-বিশুদ্ধ-জাম্বূনদ-খণ্ড, বা গঠনোপযোগি-চামীকর-শিলাফলক স্ব-কর্ম্ম-নিপুণ-স্বর্ণকারের গঠন-কৌশল, বা নির্ম্মাণ-নৈপুণ্য-বিশিষ্ট হইয়া, কোমল-কুন্দ-কমল-চম্পক-কুসুম-কঙ্কণ-কেয়ূর-কুণ্ডল-কিরীট-কাঞ্চী- কঙ্কতিকা-কণ্ঠ-হারাদি-বিবিধ- বিচিত্র-চিত্র-পত্রাবলী-বিভূষিত-রূপ-ধারণ-পূর্ব্বক যে বিশিষ্টতর-শোভার আধারভাব-প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন?

পুরুষ-রূপের সহিত প্রকৃতি-রূপের সম্মিলন-সৌন্দর্য্য, বা যুগলরূপের অপূর্ব্ব-মাধুরী কি কখনও ভক্তজন ভুলিতে পারেন? ভুলিতে পারেন না বলিয়াই বুঝি, জ্ঞানি-জন-গুরোর্গুরু-ভক্ত-কুল-চক্র-চূড়ামণি-ভগবান্ বেদব্যাসদেবও তাদৃশ-সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্ব-শোভা-ভর-সম্পন্ন-শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণের সৌন্দর্য্য-সম্বন্ধ-বশতঃ শোভাতিশয় দৃষ্টান্ত-সাহায্যে সাধন করিতে ইচ্ছা করিয়া, বলিয়াছেন যে, "মধ্যে মণীনাং হৈমানাং, মহামরকতো যথা।" এই স্থানে "মধ্যে" এই একবচন সামান্য-বিবক্ষাবশে প্রযুক্ত হওয়ায়, "সর্ব্বেষু মধ্যেষু" এইরূপ অর্থ-প্রতীতি অভিপ্রেতা হইলে, শ্রীশঙ্করদেবের রাস-মণ্ডল-মধ্য-স্থল-গত অপর একটী কুশলোপদিষ্ট-শিষ্টেষ্ট-বিশিষ্টতর-প্রকাশের সম্ভাবও অবশ্য অবগত হইতে হইবে।

কিন্তু, শ্রীশঙ্করদেবের এই বিশিষ্টতর-মণ্ডল-মধ্য-স্থল-গত-প্রকাশটীই যে তৎকালে সর্ব্ব-মুখ্যতমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে স্বীয়-বামাঙ্গ-সঙ্গে স্থাপিতা করিয়া, বেণু-বাদন-পূর্ব্বক-ভ্রমণ করিতে করিতে, সমস্ত-রাস-মণ্ডলটীকে অত্যন্ত-পরিমণ্ডিত করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীশঙ্করদেবের রাস-মণ্ডল- মধ্যস্থল- প্রোথিত-মণি- নির্ম্মিত -শঙ্কু-কীলক- গতত্ব- কথনকারী "ইতরেতর-বদ্ধকর-প্রমদাগণ-কল্পিত-রাস-বিহার-বিধৌ। মণি-শঙ্কুগমপ্যমুনা-বপুষা, বহুধা-বিহিত-স্বক-দিব্য-তনুম্। সুদৃশামুভয়োঃ পৃথগন্তরগং, দয়িতা-গল-বদ্ধ-ভুজ-দ্বিতয়ম্।" এই প্রমাণ-বচনানুসারেই বিস্পষ্টরূপে অবগত হওয়া যাইতেছে। অপিচ, এই মণি-শঙ্কু-গতত্ব-বস্তুটীকে পুন-রপি সবিশেষ-বর্ণনার বিষয়ীভূত করিতে হইলে, সংক্ষেপতঃ এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, "মণি-নির্ম্মিত-মধ্যগ-শঙ্কু-লসদ্বিপুলা-রুণ-পঙ্কজ-মধ্যগতম্। তরুণী-কুচ-যুক্-পরিরম্ভ-মিলদ্-ঘুসৃণারুণ-বক্ষসমুখ্য-গাতামাত।"

অপিচ, এই বিষয়টী পূর্ব্ব-গ্রন্থে যথাসম্ভব বিবৃত হওয়ায়, অত্র-স্থলে বিশেষ-বিবরণের আবশ্যক না থাকা-প্রযুক্ত কেবলমাত্র প্রকার-প্রদর্শন-চ্ছলে পূর্ব্বোদ্ধৃত "অঙ্গনামঙ্গনামন্তরা মাধবো, মাধবং মাধবং চান্তরেণাঙ্গনা। ইত্থমাকল্পিতে মণ্ডলে মধ্যগঃ, সংজগৌ বেণুনা দেবকী-নন্দনঃ।" এই শ্লোকটীর পুনরুদ্ধার করিয়া, বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, "মাধবঃ", তথা "দেবকী-নন্দনঃ", এই প্রথমৈক-বচনান্ত-পদ-দ্বয়ের শ্রীশঙ্কর-পক্ষীয়-যথোচিতা-ব্যাখ্যা গত-গ্রন্থেই সন্নিবিষ্টা হইয়াছে। অধুনা ব্যাখ্যেয়রূপে পরিগৃহীত-শ্লোকটীর ব্যাখ্যানাংশে অবশিষ্ট হৈম-মণি-সকলের মধ্য-স্থল-সমূহে মহামরকত-মণির অবস্থান-জনিত-শোভাতি-শয়রূপ-নিদর্শন--ভাগাবলম্বনে বক্তব্য এই যে, আমাদের শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবী ত প্রথম হইতেই মহামেঘ-প্রভা-শ্যামা-কালীরূপে বর্ণিতা হইয়া-ছেন। তথা আমাদের শ্রীশঙ্করদেবও সম্প্রতি তড়িৎ-সমান-সমুজ্জ্বল ও প্রতপ্ত-জাম্বূনদ-রমণীয়-বর্ণ-বিভূষিত-শরীরাবয়বে রসিক-শেখরেশ্বর-নব-নাগর-নটবর-রাজরূপে অবস্থিতি করিতেছেন; সুতরাং এরূপ অবস্থায় অর্থাৎ আমাদের শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর শরীর-বর্ণ যদি মহামরকত-মণি,

যমুনার জল, তমাল, নবদূর্ব্বাদল, চন্দ্র-মণ্ডল-গত-শশ-রেখা, সুনির্ম্মল-শারদ-নীলাকাশ, বা নব-মেঘ-মালার সমানই হয় এবং শ্রীশঙ্করদেবের শরীর-বর্ণ যদি হেম-সম-গৌরই হয়, তবে ত দেখিতেছি, হৈম-মণি-নিচয়ের মধ্য-স্থল-সমূহে মহামরকত, বা ইন্দ্রনীলমণির অবস্থিতি-জনিত-শোভা-প্রাপ্তি-দৃষ্টান্তটী কোনরূপেই সুসঙ্গত হইতে পারে না।

অথবা হৈম-মণি-নিচয়ের মধ্য-স্থল-সমূহস্থ-মহামরকত-মণি-দৃষ্টান্তটী সুসঙ্গত না হইবে কেন? আর্ষাপ্রতিহত-জ্ঞান-সম্পন্ন-ত্রিকাল-দর্শি-মহামুণিগণের শ্রীমুখ-পঙ্কজ-বিনির্গতশাস্ত্র-বচন কি কখনও অসঙ্গত হইতে পারে? কখনই নহে। অতএব উক্ত "মধ্যে মণীনাং হৈমানাং, মহামরকতো যথা।" এই দৃষ্টান্তটীর দার্ষ্টান্তিক-ভাগের সহিত সামঞ্জস্য-সংরক্ষণ, বা সুসঙ্গততা-প্রতিপাদন-কল্পে এইরূপ কল্পনা করা যাইতে পারে যে, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী আমাদের নিকটে বর্ত্তমান অষ্টাবিংশ-পরিচ্ছেদের প্রথম হইতেই মহামেঘ-প্রভ-নব-দুর্ব্বা দল-নিভ-শ্যাম-বর্ণতা, বা তমাল-নীলতা-নিবন্ধন কালীনামে পরিচিতা হইয়াছেন সত্য; কিন্তু এই শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীই যখন আবার ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত-মহা-ভাগবতাদি-পুরাণ-গ্রন্থে তপ্ত-কাঞ্চন-বর্ণাভ-চারু-বক্ষঃস্থলোজ্জ্বলা, চারু-চম্পক-বর্ণাভ-স্তন-যুগ্ম-মনোহরা, শরন্নিশি নিশানাথ-জ্যোৎস্নার ন্যায় সুনির্ম্মলা, তড়িদুজ্জ্বলা, সুতরাং সুবর্ণবর্ণা-গৌরীনামে পরিচিতা হইয়াছেন, তখন ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত-মহাভাগবতাদি-পুরাণান্তরীয়-মতাবলম্বনে যদি অত্রস্থলে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগকে হৈম-মণি-নিচয়ের স্থলাভি-ষিক্তারূপে স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, যদি কল্পান্তরীয়-সুবর্ণ-গৌরীত্বাভিপ্রায়ে এখানে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগকে হিরণ্ময়-মণি-নিকর-স্বরূপে কল্পনা করা যায়, কিম্বা যদি আমাদের এই নব-রাস-রস-রঙ্গিণী-সর্ব্ব-মুখ্যতমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর ভাবি-বিদ্যুদ্-গৌরীত্বাভি প্রায়ে এই সকল-পার্ব্বতীদেবীকে "ভাবিনি ভূতবদুপচারঃ", রীতির অনুসরণে স্বর্ণবর্ণা-মধ্যে পরিগণিতা করিয়া, এই সকল-তড়িদুজ্জ্বল-বর্ণা-পার্ব্বতীদেবীকেই হৈম-মণি-স্থলাভিষিক্তা করা যায়, তবে এতাদৃশ-হিরণ্ময়-মণি-সকলের মধ্য-ভাগ-সমূহে সমবস্থিত, প্রতি পার্ব্বতীদেবীর

কণ্ঠালিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ, বামে ঈষদ্ বঙ্কিম-ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমভাবে বেণু-বাদন-পরায়ণ-নীলকণ্ঠ-শ্রীশঙ্করদেব স্বীয়-বিশাল-কণ্ঠতল-লগ্ন-স্বল্পায়তন-নীল-জীমূত-খণ্ড, কিম্বা ইন্দ্রনীল-প্রস্তর-খণ্ড-সঙ্কাশ-নীলিম-সাহায্যে অবশ্যই মহামরকত-মণির শোভাপ্রাপ্ত হইতে পারেন।

অতএব উক্তরূপ-ব্যাখ্যান-প্রণালী অবলম্বনে অধুনা নিঃসঙ্কোচে উচ্চ-কণ্ঠে বলিতে পারা যায় যে, "ভগবান্ দেবকীসুতঃ শ্রীশঙ্করদেবঃ ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণোঽপি তত্রৈব রাস-মণ্ডলে হৈমানাং হেম-বিকারাণাং মণীনাং মণিবৎ নির্ম্মিতানাং মধ্যে মধ্যে সুসন্নিবিষ্টঃ মহামরকত ইন্দ্রনীলমণির্যথা অত্যন্তং শুশুভে, তথা তাভিঃ স্বর্ণ-বর্ণাভিঃ হৈম-মণি-স্থানীয়াভিঃ পার্ব্বতীভিঃ সমাশ্লিষ্টাভিঃ স্ব-কণ্ঠ-নৈল্য-সামান্যেন মহামরকত-স্থানীয়তাং ভজন্ অতিশুশুভে শোভাতিশয়ং প্রাপৎ।" অর্থাৎ মহৎ-শব্দ-পূর্ব্ব-মরকত-শব্দ-বাচ্য ইন্দ্রনীলমণির হেম-মণি-মধ্য-বর্ত্তিতা-নিবন্ধন যেমন অধিকতরা-শোভা হইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীশঙ্করদেবেরও প্রিয়াজনাশ্লেষ-বশতঃ অধিকতরা-শোভা হইয়াছিল। যদ্বা, তাসাং সুহেমগৌরীণাং কান্তি-চ্ছটা-সম্পর্কাৎ গৌর-কান্তিমিশ্রণাৎ অনতিশ্যামল-মরকত-মণি-বর্ণতা-প্রাপ্ত্যা শোভা-বৈলক্ষণ্যমালক্ষ্য মহচ্ছব্দঃ প্রযুক্ত ইত্যেকে।" "মহামরকত ইত্যতিসামান্যতয়া একবচনং, উত্তরত্র মেঘচক্র ইতি বক্ষ্যমাণাৎ।"

ইতি অষ্টাবিংশ-পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে সপ্তনবতিতম অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

অষ্টনবতিতম অধ্যায়

উদ্ধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতীয়-শ্লোকটী যথা মতি-বিভব ব্যাখ্যাত হইয়াছে সত্য ; কিন্তু রসাস্বাদনের পরিপূর্ণতা না হওয়ায়, আরও একটু প্রযত্ন অবলম্বন-পূর্ব্বক ধীর-গভীরভাবে রসাস্বাদনাভিপ্রায়ে "তত্রাতি শুশুভে তাভিঃ," ইত্যাদি-শ্লোকটীরই তাৎপর্য্যার্থ-সমাশ্রয়ণে প্রকারান্তরে কিঞ্চিৎ অনুশীলন করিতে ইচ্ছা করিয়া এবং ভক্ত-সেবকজন-রচিত এক আধটী পদের আশ্রয়-গ্রহণ অনুচিত হইবে না ভাবিয়া, কাঞ্চনমণি-রাস-লীলাবর্ণন-প্রসঙ্গে একটী পদ উদ্ধৃত করিতেছি। পদটী এই যথা—"কাঞ্চন-মণিগণ, যনু নিরমাওল, রমণী-মণ্ডল-সাজ। মাঝহি মাঝ, মহামরকত-মণি, শ্যামরু-নটবর-রাজ। ধনি ধনি অপরূপ-রাস-বিহার। থির-বিজুরী-সঞে, চঞ্চল-জলধর, রস-বরিখয়ে অনিবার। কত কত চাঁদ, তিমির পর বিলসই, তিমিরহু কত কত চান্দ। কনক-লতায়ে, তমালহু কত কত, দুহু দুহু তনু-তনু-বান্ধ। কত কত পদুমিনী, পঞ্চম গাওত, মধুকর ধরু শ্রুতিভাষ। মধুকর মিলি কত, পদুমিনী গাওত, মৃগধল শঙ্কর-দাস।"

অর্থাৎ কামোদ-রাগ-গেয় এই গীতটীতে ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবের ও ভগবতী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর কাঞ্চন-মণি-রাস-লীলা-বর্ণনা-প্রসঙ্গে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, বিস্ময় ও অদ্ভুতালঙ্কার-সাহায্যে বিচিত্রাদ্‌ভুতাপূর্ব্বতর-রাস-নৃত্যের মধুরিমা বিবৃত হইয়াছে। নিত্য-লীলা-দর্শন-কারিণী-সখীর ভাবে আবিষ্ট-চিত্তে মুগ্ধ-মানসে মহানুভব-শঙ্কর-সেবক-জন কহিতেছেন, আহা দেখ, দেখ, ভাই! ভক্ত-জন! ভাবি-বিদ্যুদ্‌-গৌরীত্বাভিপ্রায়ে কাঞ্চন-মণিময়ী-প্রতিমারূপিণী এই সকল-পার্ব্বতীদেবী এক্ষণে মণ্ডলী-রচনা করিয়া, একত্র মহানৃত্যে প্রবৃত্তা হইয়াছেন এবং প্রেম-বিমুগ্ধ-নটবর-রাজ-রাজেশ্বর, নবীন-নীল-নীরদ-প্রভ-কণ্ঠ-লগ্ন-কালকূট-কলন-জনিত-নীলিম-সাহায্যে শ্যাম-সুন্দর-শ্রীশঙ্করদেব নিজ-লীলা-শক্তির প্রকৃষ্টতর-প্রভাবে

শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের সমান-সংখ্যক-মূর্ত্তি-স্বীকার-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রত্যেকের মাঝে মাঝে, তথা সর্ব্ব-মুখ্যতমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সহিত মণ্ডলীর মধ্য-ভাগে মণি-শঙ্কু-মূলে বিরাজিত হইয়া, পূর্ব্বোক্ত-রীতির অনুসরণে কণ্ঠ-নৈল্য-সাদৃশ্যে মহামরকত-মণির ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল-প্রভা ও শোভার বিস্তার-সাধন করিতেছেন!

আহা! কি বলিয়া, আজিকার এই অপূর্ব্বরাস-বিহারের প্রশংসা করিব? পক্ষান্তরে একমাত্র-ধন্য-শব্দই আমাদের প্রশংসাবাদের সর্ব্বোচ্চতা-পরিজ্ঞাপক বটে; কিন্তু এ শোভা, এ মাধুরী, এ অপূর্ব্ব-রসানন্দ যে ধন্য-ধন্যাতিধন্যতাকেও অতিক্রম করিয়াছে! তৎপরে দেখ, দেখ, ভাই! ভক্তজন! আমাদের নব-নাগর-নটবর-রাজের যুগপৎ অনঙ্গ-রাগ-পেশল-বিশাল-লোচনা-প্রেম-বিহ্বলাঙ্গী-প্রিয়তমাগণকে চুম্বন, চর্ব্বিত-তাম্বুল-দান ও ঘন-ঘন-আলিঙ্গনাদি-রস-চাঞ্চল্য-দর্শনে আমি আর নীরব থাকিতে না পারিয়া, বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, স্থির-মেঘে ঘন-ঘন-বিজুরীর সঞ্চার ও অন্তর্দ্ধানরূপ-মনোহর-রঙ্গ তোমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছ বটে; কিন্তু বোধ করি, তোমরা তাহার প্রতিক্রিয়া কখনও দর্শন কর নাই! ঐ দেখ, আজ তাহার প্রতিক্রিয়ার অবসর উপস্থিত হইয়াছে! দেখ, ভাই! ভক্তগণ! স্বভাব-চঞ্চলা-সৌদামিনীকে কদাপি অচঞ্চলাবস্থায় প্রাপ্ত না হওয়ায়, নীর-পূর্ণ-নবীন-নীল-নীরদ-মণ্ডল এতদিন-পর্য্যন্ত সেই মনোহর-রঙ্গের প্রতিদান করিতে পারে নাই।

সেইজন্যই বুঝি, আজ থির-বিজুরীর অচঞ্চলা-প্রতিমা-মালাকে, বামতা-বিশূন্যা-বাম-লোচনা, অচিরভাবি-বিদ্যুদুজ্জ্বল-গৌর-বর্ণে-বিমণ্ডিতা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগকে একত্র প্রাপ্ত হইয়া, চঞ্চল-জলধর অর্থাৎ নিজ-কণ্ঠ-গত-নীলিম-দ্বারা নবীন-নীল-নীরদ-সাদৃশ্য-সম্পন্ন, সুতরাং শ্যাম-সুন্দর, প্রেম-চাঞ্চল্য-বশতঃ অন্তর্হৃদয়ে অধীর-শ্রীশঙ্করদেব চির-পুষ্ট-চিরাভিলষিত-মানস-সাধ মিটাইয়া, অবিরতভাবে, অবিচ্ছিন্ন-ধারে প্রেমামৃত-রস-বর্ষণ করিতেছেন! আহা! আজিকার এই মহামহোৎসবে অনিবার-প্রেমামৃত-রস-বর্ষণ দেখিয়া, মনে হইতেছে যে, একদিকে যেমন আমাদের নীলকণ্ঠ-জলধরের চির-পুষ্ট-মানস-সাধ পূর্ণতর-পূর্ণতম

হইতেছে, অপরদিকেও সেইরূপ সমুদয় অসম্ভব সম্ভবে পরিণত হইতেছে! জাগতিকী-স্বভাব-বিরুদ্ধতা-পর্য্যন্ত বিদূরিতা করিয়া, পবিত্র-দাম্পত্য-প্রেমের আকাশ-তলাবগাহিনী-জয়-ধ্বজা পত-পত-শব্দ করিতে করিতে, হেলিয়া দুলিয়া, তরঙ্গায়িত-মধুর-ভাবে উড়িতেছে!

এই দেখ, আমাদের নয়নের নিকটে আজ কত-কত-শত-শত-চাঁদ, অর্থাৎ উত্তর-কাল-ভাবি-বিদ্যুদ্-গৌরীত্ব-বিবক্ষা-বশতঃ তড়িদুজ্জ্বলা-বধূ-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণের সম্পূর্ণ-মণ্ডল-সুন্দর-দর্শন-শারদ-বদন-শশধর তিমিরের, অর্থাৎ কণ্ঠ-তল-লগ্ন-নীলিম-সাদৃশ্য-বশতঃ শ্যাম-সুন্দর-ভাবাপন্ন শ্রীশঙ্করদেবের কণ্ঠ-নৈল্যের উপরিভাগে এবং কত-কত-শত-শত-তিমির, অর্থাৎ গাঢ়তরান্ধকার-ভাবাপন্নাঞ্জনাচল-শিলা-প্রখ্য-নীলকণ্ঠ-কণ্ঠতল-লগ্ন-নীলিমা নিজ-নিম্নতলস্থ উক্তরূপ-চাঁদ-সকলের উপরি-ভাগে অঙ্গ হেলাইয়া রাস-বিলাস-রসের তরলতর-তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইতেছে। তৎপরে আরও দেখ, রসিক-শেখর-নবীন-নাগর-রতি-রস-সাগর-নব-নটবর-রাজের প্রত্যেক-প্রকাশমূর্ত্তি ও রসিক-শেখরেশ্বরী-রতি-রস-সাগরী-নবীনা-নাগরী-নব-নটবর-রাজ-রাজেশ্বরী-রাস-রস-রঙ্গিণী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণের পরস্পরের স্কন্ধে ভুজ-বেষ্টন-দৃশ্যটী দেখিতে কেমন মধুর হইয়াছে!

আর একটী কথা এই যে, এ জগতে তমাল-তরু সর্ব্বদা ব্রততী-নিচয়-কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিতই হইয়া থাকে; কিন্তু স্বয়ং কখনও বল্লী-কুলকে, কিম্বা স্বর্ণ-লতাবলীকে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধা করিয়া, জড়াইয়া ধরিয়া, নিজ-সাধ পূর্ণ করিতে পারে নাই সত্য; কিন্তু চাহিয়া দেখ, ভাবি-গৌরীত্ব-স্বীকার-পক্ষে আজ কত-কত-শত-শত-কনকলতা ও কত-কত-শত-শত-নীলকণ্ঠ-কণ্ঠ-নীল-তমাল-তরু পরস্পরকে তুল্যরূপে বেষ্টন-পূর্ব্বক কেমন সুন্দর-নয়ন-মনো-লোভা-শোভা-প্রাপ্ত হইতেছে! তারপর আরও একটী আশ্চর্য্যের কথা এই যে, পদ্মিনীগণ চিরদিনই মকরন্দ-পানোন্মত্ত-মধুকর-নিকরের শ্রবণ-মনো-রসায়ন-গুঞ্জন-গীতিকা-শ্রবণ করিয়াই, প্রাণ-মন জুড়াইয়া আসিতেছে বটে; কিন্তু কদাপি নিজ নিজ-ভ্রমর-বঁধুয়াকে কলকণ্ঠী-কুলের কল-নাদানুকরণে পঞ্চম-স্বর-লহরী-ললিত-গান-শ্রবণ করাইয়া, কৃতার্থতা অনুভব করিবার অবসর প্রাপ্ত হয়

নাই, সেই জন্যই বুঝি, আজ আমাদের এই সুবর্ণ-নলিনীগণ প্রাণের ভ্রমর-বঁধুয়াকে সঙ্গীত শ্রবণ করাইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া, আনন্দে এত অধিক উৎফুল্ল হইয়াছে !

আহা ! দেখ, দেখ, আজ যেন এই সকল-পদ্মিনীর অপার আনন্দ আর ধরিতেছে না ! আজ ইহাদের আনন্দ-প্রবাহের মধুরতর-লহরী-লীলা-রঙ্গ দেখেই বা কে ? আহা ! কত-কত-শত-শত-পদ্মিনীই যে আজ পঞ্চমে গান করিতেছে, আর কত-কত-শত-শত-মধুকর-নিকরই যে তাহাদের সুরের সহিত সুর দিতেছে, তাহা সহজে নিশ্চয় করিবার সাধ্য কাহার আছে ? আবার দেখ, মধুকর-নিকরের গীতের সহিত কণ্ঠ-স্বর মিলাইয়া, পদ্মিনীগণও প্রেম-ভরে স্বর-লহরী ছড়াইতেছে ! হায় ! হায় !! এ মহানন্দের বর্ণনা কি মানবের সাধ্যের সমতীতা নহে ? আমার মনে হয়, এই লীলা-দর্শনে শ্রীশঙ্করদেবের সেবক-জন-মাত্রেরই লোচনেন্দ্রিয়-যুগল কৃতী এবং মানস মুগ্ধ ও আনন্দপ্রবাহে নিমজ্জিত হইয়া, বিলুপ্তপ্রায় অবস্থায় উপনীত হইয়াছে ।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

নবনবতিতম অধ্যায়

"পাদন্যাসৈর্ভুজ-বিধুতিভিঃ সস্মিতৈর্ভ্রূ-বিলাসৈঃ, ভজ্যন্মধ্যৈশ্চল-কুচ-পটৈঃ কুণ্ডলৈর্গণ্ডলোলৈঃ। স্বিদ্যন্মুখ্যঃ কবর-রসনা-গ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণ-বধ্বো, গায়ন্ত্যস্তং তড়িত ইব তা মেঘ-চক্রে বিরেজুঃ ॥" অর্থাৎ কেবলই যে শোভাতিশয়-সম্পন্না ঐ সকল-পার্ব্বতীদেবীর সহিত রাস-মণ্ডলে একত্রাবস্থিতি-নিবন্ধন শ্রীশঙ্করদেব অধিকতর-শোভা-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা নহে; কিন্তু সর্ব্বাতিশায়ি-সমুজ্জ্বল-শোভা-সম্ভার-সমন্বিত-রাস-মণ্ডলস্থ-শ্রীশঙ্করদেবের সহিত শুভ-সম্মিলন-বশতঃ শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণও যে সমধিক-শোভা-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

এক্ষণে শ্রীশঙ্করদেবের সাহচর্য্য-লাভ-ফলে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ কিরূপ শোভা-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বলিতে হইলে, এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, পাদ-ন্যাস, অর্থাৎ নৃত্য-গতি-ক্রমে নৃত্য-চঞ্চল-চরণ-নিচয়-দ্বারা ভূতলাক্রমণ-ভঙ্গী-সমূহ, কিম্বা পাদ-সকলের ন্যাস, বা গীত-রস-তালানুসারিণী পুনঃ পুনঃ ব্যক্তীকৃত-বিচিত্র-নৃত্য-গীত-সংহতি, তথা ভুজ-বিধুতি,-অর্থাৎ ভুজ-হস্ত-সকলের বিশেষরূপে ধুতি হস্তক-ভেদে চালন, অথবা অন্যোহন্যাবদ্ধ হইলেও, তাদৃশ-ভুজ-সকলের বিচিত্র-কম্পন, কিম্বা ভুজ-সকল অন্যোহন্যাবদ্ধ হইলেও, কিঞ্চিৎ কালের জন্য অন্যোহন্যাবদ্ধ-ভুজতা-পরিহার-পূর্ব্বক কদাচিৎ অতিলাঘবতঃ হস্তক-ভেদে কর-চালন-নিচয়, তথা সস্মিত-ভ্রূ-বিলাস, অর্থাৎ স্মিত-সহিত-ভ্রূ-সকলের বিলাস, বা তত্তদ্-রসাভিব্যঞ্জক-নর্ত্তন-চাতুর্য্য-সমূহ, অথবা রসাভিনয় ও স্ব-স্ব-কৌশলাবধাপনার্থ গীতপদার্থাভিনয়পর-স্মিত-সহিতাদিরূপ-ভ্রূ-বিলাস, বা ভ্রূ-নিচয়ের বিবিধভেদ-ভঙ্গী, তথা ভজ্যন্মধ্য, অর্থাৎ কার্শ্য-বশতঃ স্বভাবতঃ ভজ্যমান এবং নৃত্য-সুলভ-পরিবর্ত্তনাদি-দ্বারা বিশেষতঃ

ভঙ্গ-প্রাপ্তের ন্যায় প্রতীত-মধ্য-ভাগ-সমূহ, "কিম্বা ভজ্যমানতা ভঙ্গং কৌটিল্যমিতিযাবৎ, কুটিলীভবন্মধ্যভাগৈরিত্যর্থঃ, সর্ব্বত্র মুহুরিত্যব-গন্তব্যম্।" তথা চল-কুচ-পট, অর্থাৎ শ্রীশঙ্করদেবকৃত প্রতি আলিঙ্গ-নান্তে শ্রীভগবদুত্থানের অনন্তর অপসৃত-স্থান-চ্যুত ; সুতরাং পুনঃ পুনঃ পরিগৃহীত, স্ব-স্থানে স্থাপনার্থ প্রতিসংগৃহীত-কুচ-কঞ্চুকোপরিতন-বস্ত্র, কিম্বা চলন-শীল-নিজ-নিজ উত্তরীয়-বসন-সকল, তথা গণ্ড-স্থল-সমূহে লোল-চঞ্চল-কুণ্ডল-লক্ষণ-স্থূল-মণি-মুক্তা-ফলোজ্জ্বল-কর্ণাভরণ-সমুদায় এবং মণিময়-বলয়-কঙ্কণ-কনকময়-কেয়ূর-কিরীট-কণ্ঠহার-প্রভৃতির ভার-ধারণ-দ্বারা ক্লান্ত-শ্রান্ত-শরীরাবয়বা, অতএব স্বিদ্যন্মুখী, স্বেদোদ্‌গিরণ-কুশল-শ্রম-বিন্দু-বিভূষিত-কমনীয়-মুখ-কমলা, হীরক-তারক-খচিত-কনক-কুসুম-কুসুমিতা-কবরী ও কাঞ্চী-গুণ-স্থানে দৃঢ়তর-গ্রন্থি-সম্পন্না, অথবা কবরী ও রসনা-সমূহে শিথিল-গ্রন্থি-বন্ধনা, নিজ-নিজ আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ সেই হৃদয়েশ্বরেরই অগণিত-গুণ-গণ-গানে নিতান্ত-নৈপুণ্য-প্রদর্শন-পরায়ণা-তথাভূতা-কৃষ্ণবধূগণ, অর্থাৎ "বিষ্ণুগ্র্হপতিঃ কৃষ্ণঃ", "উষ্ণো গৃহপতিঃ কৃষ্ণঃ", এই লিঙ্গপুরাণ ও শ্রীশিবপুরাণীয়-শ্রীশিবসহস্র-নামা-ন্তর্গত-প্রমাণ-বচনানুসারে কৃষ্ণ-শব্দ-বাচ্য-শ্রীশঙ্করদেবের বধূ-পরিণীতা-পত্নী সেই শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ মেঘ-চক্রে নবীন-নীল-নীরদ-খণ্ড-সমূহে তড়িৎ-সৌদামিনী-সমুদায়ের ন্যায় প্রকর্ষোজ্জ্বলা, বা অদূর-ভবিষ্যতে ভবন-শীল-সুবর্ণ-বর্ণ-বিভূষণ-প্রদীপ্ত-কোমল-কমনীয়-কলেবরা প্রতিবধূর অন্তরা অন্তরা, মধ্যে মধ্যে মণ্ডলাকারে সমবস্থিত-নীল-জীমূত-খণ্ড-সন্নিভ-কম্বু-কণ্ঠ-নৈল্য-সাহায্যে নব-নীলাম্বুদ-চক্র-স্থানীয়-শ্রীশঙ্কর-প্রকাশ-চক্রে "নিতরাং বিরেজুঃ" পরমা-প্রদীপ্তি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। এখানে নানা-মূর্ত্তিধর-শ্রীশঙ্করদেবকে মেঘ-চক্র-স্বরূপে, বহুবিধা ঐসকল-পার্ব্বতীদেবীকে বিদ্যুল্লতা-জাল-স্বরূপে, স্বেদ-বিন্দুসকলকে আসার-স্বরূপে এবং গীত-সকলকে গর্জ্জিত-নিচয়-স্বরূপে যথাসম্ভব উহ্য করিয়া লইতে হইবে।

উপরিতন-গ্রন্থে ব্যাখ্যাত-শ্লোকটীর প্রকারান্তরে কিঞ্চিৎ বিবরণ করিতে হইলে, সম্প্রতি কবির ভাষায় এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, "বাজত ডম্ফ, ররাব পাখোয়াজ, কর-তলে তাল-তরল এক মেলি।

চলত চিত্র-গতি, সকল-কলাবতী, করে কর, নয়নে নয়ন করু খেলি। নাচত শ্যাম-সঙ্গে বরনারী—জলদ-পুঞ্জ-যনু, তড়িত-লতাবলী, অঙ্গ-ভঙ্গ-কত-রঙ্গ-বিথারি। নটন-হিলোলে, লোল-মণি-কুণ্ডল, শ্রম-জলে ঢল-ঢল-বদন-সুচন্দ। রস-ভরে খলিত, ললিত-কুচ-কঞ্চুক, খসত নীবি অরু কবরীকে বন্ধ। দুহু দুহু সরস, পরশ-রস-লালস, রহই দুহু দুহু তনু তনু লাই। শঙ্কর-দাস-পহু, মুরতি-মনোহর, কত যুবতী মতি আরতি বাঢ়াই।”

এই বেলোয়ার-গীতটীতে রাস-রঙ্গিণী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণের রস-চেষ্টিতের ও প্রেম-চরিতের একটী বাঙ্ময়ী-ছবি অঙ্কিতা হইয়াছে। ছবিটীর অঙ্কন-প্রকার এইরূপ যথা—ডম্ফপাখোয়াজ-প্রভৃতি-নানাবিধ-বাদ্য-যন্ত্র বাদিত হইতেছে! বাদন-ক্রিয়ান্বিত-বাদিত্র-সমূহের শ্রোত্র-মনোহর-মধুর-নিনাদ এবং ঐকতান-তরলতর-কর-তল-ধ্বনির তালে তালে অচিরভাবি-বিদ্যুদ্-গৌর-বর্ণবতী-কলাবতী-সকল বিচিত্র-ভঙ্গীর সহিত কঞ্জ-চরণ-নিচয় সঞ্চালিত করিতেছেন। আর প্রত্যেকে হাত-ধরাধরি করিয়া, নট-রাজ-রাজের নূতন-জলধর-রুচি-রুচির-নীলকণ্ঠ-শোভিনী প্রত্যেক-প্রকাশ-মূর্ত্তির সহিত প্রেমময়ী-দৃষ্টি-দ্বারা রস-বিলাসময়-ভাব-প্রকাশ করিতে করিতে, জলদজালসহ বিদ্যুল্লতাবলীর বিলাসের ন্যায় যেন রঙ্গ-চাপল্য-প্রদর্শন করিতেছেন। এই রস-বিলাস-রঙ্গ-চাপল্য-দর্শনে মনে হইতেছে যেন, আজ আমাদের রসরাজ ও রসরাজ্ঞীগণের পরমানন্দের অপার-পারাবার উছলিয়া উঠিয়াছে!

কিঞ্চ, এইসকল-কলাবতী পার্ব্বতীদেবী কত-শত-প্রকার-মধুরতরাঙ্গ-ভঙ্গী, ক্ষীণ-কটির ও কর-চরণাদির বিনোদ-পরিচালনা, মধুর-সুন্দর-স্মিত-জ্যোৎস্না-বিকীরণ, রুচিরতর-ভ্রূ-বিলাস, ভুজ-লতা-দ্বারা শ্রীশঙ্করদেবের স্কন্ধ-বেষ্টন, বাহু-চুম্বন, গণ্ডে গণ্ড-সংযোজন এবং মধুর-মধুর-বদন-বিম্ব-দ্বারা চর্ব্বিত-তাম্বূল-সংযুক্তাধরামৃত-গ্রহণাদি কত কত উদ্দাম-রস-রঙ্গের যে বিস্তার-সাধন করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা করে কাহার সাধ্য? নৃত্য-রঙ্গ-প্রসঙ্গে সকল-পার্ব্বতীদেবীরই গণ্ড-স্থল-সমূহে মণিময়-কুণ্ডল-নিচয় নিরন্তর বিলোলিত হইতেছে! তথা নাগরী-রমণী-মণি-নিকরের সুন্দর-সুন্দর-বদন-চন্দ্র-গুলি, কিম্বা সুশোভন-বদনারবিন্দ-গুলি শ্রম-সলিলাপ্লুত

হইয়া, কেমন সুন্দর-নয়ন-মনো-মোহন-ভাবভরে ঢলঢল করিতেছে! শ্রীমতীরাস-রস-রঙ্গিণী-পর্ব্বত-নন্দিনী-পার্ব্বতীদেবীগণের উৎকম্পান্বিত-ললিত-কুচ-মণ্ডল-নিচয়ের আবরণ-বস্ত্রভূত-কঞ্চুক-কলাপের উপরিতন-সূক্ষ্ম উত্তরীয়-বস্ত্র-সকল যেন রস-ভরে স্খলিত হইয়া যাইতেছে! নীবি ও কবরীর বন্ধন খুলিয়া যাইতেছে! অথচ তৎপ্রতি কাহারও লক্ষ্য নাই! আরও দেখ, প্রত্যেক-যুব-যুগলই পরস্পরের স্পর্শ-রস-লাভের লালসায় অঙ্গে অঙ্গে অঙ্গ-সমূহ লাগাইয়া, পরম-রসানন্দে মত্ত রহিয়াছেন!

অতএব অধুনা শ্রীশিব-পার্ব্বতীদেবীর নিত্য-লীলা-দর্শনকারিণী সখীর ভাবে আবিষ্ট হইয়া, গীতকর্ত্তা গোবিন্দাখ্য-শ্রীশঙ্কর-সেবকজন অবশ্য বলিতে পারেন যে, আহা! দেখ, আমার প্রভু, প্রাণ, মনঃ ও দেহের একমাত্র অধীশ্বর-শ্রীশঙ্করদেব আজ রস-কৌতুক-সাহায্যে যুবতীগণের কত-মত-ভাবে আনন্দ-বৃদ্ধি করিতেছেন! সুখ-স্পর্শ-দানে আজ রক্ত-কণ্ঠী-রতি-প্রিয়া-প্রেয়সীগণকে কেবলই প্রমোদিত করিতেছেন! আর তাঁহারা রাসোল্লাসে প্রমত্তা হইয়া, উচ্চ-কণ্ঠে প্রেম-গীতি এবং তৎসহ বলয়, নূপুর ও কিঙ্কিণী-ধ্বনি-দ্বারা শ্রীশঙ্করদেবের আনন্দ-বিধান করিতেছেন! তথা প্রত্যেক-যুব-যুগলই অপার আনন্দের পাথারে অবিরত-সাঁতার দিতেছেন! আহা! দেখ, ভাই! ভক্তজন! আমার প্রাণের প্রাণ হৃদয়ের হৃদয়-স্বরূপ শ্রীগৌরী-শঙ্করদেবের এই নব-যুগল-কিশোর-রূপটী তোমরাও একবার নয়ন-মন ভরিয়া, দর্শন কর! ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু আমার দয়ার ঠাকুর শ্রীগৌরী-শঙ্করদেবের এই মধুরতর-যুগল-কিশোর-রূপটী জীবের, ভক্ত-জনের অকপটাকাঙ্ক্ষার পূর্ত্তি-সাধনে নিরন্তর-তৎপর থাকিয়া, মুক্ত-হস্তে কত কি বাঞ্ছিত-ফল-দান করিতে উদ্যত রহিয়াছেন; কিন্তু হায়! কি দুঃখ! আমরা নাকি নিতান্তই কু-বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্তের কৃমি-কীটাধম; সেই জন্যই বুঝি, আমরা মনে প্রাণে এক হইয়া, দৃঢ়তর-বিশ্বাসের সহিত সর্ব্ববিধ-কপটতা-পরিহার-পূর্ব্বক নির্ব্যলীক-মানসে একাগ্র-চিত্তে কাতর-কণ্ঠে অশ্রুপূর্ণ-লোচনে দীন-ভাবে সেই প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন-শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীচরণে অবিচলিতোৎকণ্ঠা-যুক্ত-ভাষায় নিজ-নিজ-মনোঽভিলাষ-

পরিজ্ঞাপনেও পরাঙ্মুখ হইয়া থাকি ? হায় ! আমাদের এই দুর্দ্দমনীয়-দুঃখ-দারিদ্র্য-দুর্ভাগ্য-দুর্দ্দশা-দৌর্ম্মনস্য-দর্শনে দুঃখিত-ব্যথিত-হৃদয়ে যুগে যুগে প্রভু-জনগণেরও প্রভু-পরমেশ্বর-শ্রীবিশ্বনাথদেব নিজাদেশ-পালনে সর্ব্বদা তৎপর, দুশ্চরিত-চয় হইতে কালানবচ্ছেদে, বা সর্ব্ব-কালের জন্য বিরত, সার্ব্বভৌম-মহাব্রতধারী, বেদ-মার্গানুসারী, ভক্ত ও জ্ঞানি-প্রবর-ধ্রুব-প্রহ্লাদ-নারদ-শুক-শ্বেতকেতু-মারুতি-ব্যাস- বশিষ্ঠ-বাল্মীকি- প্রভৃতি-ভগবদ্ভক্ত-কত-কত-কৃপাময়-মহাজনগণকে আমাদিগের প্রবোধার্থ অতীব উচ্চতর আদর্শ-প্রদর্শন-কল্পে এই ধরণীধামে প্রেরণ করিয়াছেন ! কিন্তু হায় ! তথাপি আমরা ঘোরতর-মহামোহ-নিদ্রায় অদ্যাপি অভিভূত রহিয়াছি !

বাহ্য-দশার স্ফূর্ত্তি-সময়ে বিরহাকুল-হৃদয়ে স্বাভীষ্ট-দেবের শ্রীচরণে লালসা ও উৎকণ্ঠা-পূর্ণ-প্রার্থনা-পরিজ্ঞাপন মহানুভব-জন-মাত্রেরই মজ্জাগতা রীতি। অতএব এস, ভাই ! ভক্ত ! সজ্জনগণ ! সাধকভাবাবেশে উৎকটতরাকাঙ্ক্ষাময়ী উৎকণ্ঠার সহিত নিজ-নিজ-প্রার্থনা-পরিজ্ঞাপনান্তে সিদ্ধ-ভাবাবেশে মানসী-সেবা-লাভার্থ আমরা অগ্রসর হই এবং আমাদের জীবনে ও মরণে একমাত্রগতি শ্রীগৌরী-শঙ্করদেবকে এই পবিত্র-যমুনোত্তরী-তীর-প্রদেশে, কেলি-কদম্ব-কাননে রত্ন-নির্ম্মিত-বেদীর উপরিভাগে, রত্ন-রাজি-বিরাজিত-মণি-হেম-বিভূষিত-পরমাসনে উপবেশন করাইয়া, তাঁহাদের দুইজনের হিম-জল-দ্বারা স্নান, দিব্যাম্বর-পরিধাপন, নানা-রত্ন-বিভূষণ-দান, শ্রীঅঙ্গ-দ্বয়ে মৃগমদা-মোদাঙ্কিত-চুয়া-চন্দন-বিলেপন, জাতী-চম্পক-মালতী-মাধবী-বেলা-মল্লিকা যূথিকাদি-পুষ্পের মালা গাঁথিয়া উরো-দেশে অর্পণ, তথা বিবিধোপচার-সাহায্যে তাঁহাদের পূজন ও ভোজন-কার্য্য মনে মনে পরিসমাপন-পূর্ব্বক আদর-ভরে তাঁহাদের দুইজনের মহামহিম-মণ্ডিত-শ্রীমুখে কর্পূর-সুবাসিত-তাম্বূল তুলিয়া দিয়া, মনো-নয়ন ভরিয়া, তাঁহাদের দুইজনের শ্রীমুখ-চন্দ্র-দুখানি দেখিতে দেখিতে, শ্বেত-চামর ঢুলাইয়া, তাঁহাদের দুইজনের শ্রম-সলিলাপনয়নে যত্নবান্ হই ।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে নবনবতিতম অধ্যায় ।

অষ্টাবিংশ-পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

শততম অধ্যায়

সে যাহা হউক, আমরা কথায় কথায় এক্ষণে অন্য কথার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি সত্য ; কিন্তু প্রকৃত-কথা হইতেছে যে, প্রহর্ষোদ্রেক-বশতঃ রাস-রঙ্গ-স্থলীয়া শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণের পাদ-ন্যাস, ভুজ-বিধুতি ও সস্মিত-ভ্রূ-বিলাস-প্রভৃতি-দ্বারা সমলঙ্কৃত-নর্ত্তন-নৈপুণ্য-চাতুর্য্য-পরিমণ্ডিত-নৃত্যের প্রাধান্য বর্ণিত হইয়াছে। বাদ্য ও নৃত্যের প্রাধান্য-বর্ণনার অনন্তর সম্প্রতি গীতেরও প্রাধান্য-বর্ণনার অবসর উপস্থিত হওয়ায়, অত্যাতি-বিস্তৃতি-ভয়ে যেমন বাদ্য ও নৃত্যের শাস্ত্রীয়-বিবরণ-বাহুল্য-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্লোক-ব্যাখ্যানোপযোগী তাদৃশ অংশবিশেষ মাত্র বর্ণিত হইয়াছে, "উচ্চৈর্জগুর্নৃত্যমানা রক্ত-কণ্ঠ্যো রতি-প্রিয়াঃ। কৃষ্ণাভি-মর্ষ-মুদিতা, যদ্‌গীতেনেদমাবৃতং।" এই গীত-বর্ণন-পর-শ্লোকটীর ব্যাখ্যানাবসরেও সেইরূপ বর্ণয়িতব্য হইলেও, গীত-বিষয়িণী-বিশিষ্ট-বিশিষ্ট-বর্ণনার নিকট হইতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও, অবসর-গ্রহণ-পুরঃসর কেবল-মাত্র উক্ত-শ্লোকটীর ব্যাখ্যানাংশে উপযোগিতানুসারে স্বল্প-বিবরণে প্রবৃত্ত হইয়াও, অবশ্যই আমাদিগকে পরিমিত বাক্য বলিতে হইবে।

নৃত্যমানা উক্তরূপে নৃত্য-নৈপুণ্য-প্রদর্শন-পরায়ণা, অথবা নর্ত্তন-সমকালে তাদৃশ-শ্রবণ-মনো-মোহন-গানানুশীলন-সহযোগে নৃত্য-কৌশল-বিশেষ-প্রদর্শন-ফলে শ্রীশঙ্করদেবের নিকট হইতে লব্ধ-মানা-লব্ধাদরা, "নৃত্যেন মানঃ শ্রীশঙ্করকর্ত্তৃক আদরো যাসাং তাঃ," রক্ত-কণ্ঠী, নানা-রাগ-দ্বারা কণ্ঠ-প্রদেশে অনুরঞ্জিতা, রতি-প্রিয়া, রতি অর্থাৎ শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃকা, গানাদি-প্রয়োজনভূতা-প্রীতি-মাত্রের মধুর রসের আস্বাদনে প্রিয়-বোধে সতত-সমুদ্যতা, "রতিঃ শ্রীশঙ্কর-কর্ত্তৃকা-প্রীতিঃ, সৈব প্রিয়া যাসাং, তাঃ", কৃষ্ণাভিমর্ষ-মুদিতা, অর্থাৎ সমুচ্চস্বরে গান ও পাদ-ন্যাস-ভুজ-বিধুতি-প্রভৃতি-পূর্ব্বক শ্রম-সাধ্য-নৃত্য-কার্য্যে তৎপরতা-প্রযুক্ত শ্রীমতীদিগের

শ্রম শঙ্কনীয় হওয়ায়, তাদৃশ-শঙ্কিত-শ্রমের অভাবাভিলপন-কল্পে অভিহিত উক্ত-বিশেষণ-পদটীর প্রথমাবয়বভূত-কৃষ্ণশব্দের পূর্ব্ব-কথিত-প্রমাণ-বচনানুসারে বাচ্যার্থভূত-শ্রীশঙ্করদেবের অভিমর্ষ, অর্থাৎ সংস্পর্শাদি-সাহায্যে মুদিতা, বা প্রাপ্ত-প্রমোদা ঐ সকল-পার্ব্বতীদেবী তৎকালে এরূপ অতি-উচ্চকণ্ঠে গান করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের নব-লক্ষ-কণ্ঠে-অত্যন্ত-সমুচ্চ-স্বরে গীত সেই সুললিত-তাল-মান-লয়-সমন্বিত-সঙ্গীতের অতিতার-তর-মধুরতর-ধ্বনি-নিকর-দ্বারা তদানীং এই অখণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলের উদর-বিবর আবৃত-ব্যাপ্ত, বা সম্পূর্ণরূপে পূর্ণতা-প্রাপ্ত হইয়াছিল।

অথবা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের গীতের উচ্চৈস্তরত্ব-প্রদর্শন-কল্পে "যদ্-গীতেনেদমাবৃতং," এই শ্লোকান্তিমাংশের এইরূপও অর্থ করা যাইতে পারে যে, "যাসাং গীতেন স্বয়মুৎপ্রেক্ষিত-রাগ-সমূহেন ইদং জগৎ আবৃতং, তদনুসারি-গান-পরং জাতমিতি।" অর্থাৎ যে শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীগণের মধ্যে ষোড়শ-সহস্র-সংখ্যক-পার্ব্বতীদেবী-কর্ত্তৃক স্বয়ং-স্বীয়-স্বীয়-বুদ্ধি-প্রতিভা, বা তৎ-তৎকাল-মাত্রে প্রত্যুৎপন্ন-মতি-বিভব-বলে উৎ-প্রেক্ষিত-কল্পিত-রাগ-সমূহ-দ্বারা এই সমগ্র-ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলটী আবৃত, বা তত্তদ্-রাগানুসারি-গান-পর হইয়াছে, এইরূপ অর্থ-কল্পনার প্রতি কারণ যে, সঙ্গীত-শাস্ত্রীয় "তাভিঃ কৃতাঃ ষোড়শ-সহস্র-রাগা এব জগতি বিভক্তাঃ," এইরূপ প্রসিদ্ধি, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। "যথোক্তং সঙ্গীতসারে, তাবন্ত এব রাগাঃ স্যুর্যাবত্যো-জীব-জাতয়ঃ। তেষু ষোড়শ-সাহস্রী, পুরা গোপীকৃতা বরেতি।"

এখানে গোপী-শব্দ-সাহায্যে ধরাদেবীর ধারণ-দ্বারা সংরক্ষণ ও পার্ব্বত্য-সাম্রাজ্য-সংরক্ষণ-পরিপালন-বশতঃ গো-শব্দ-পূর্ব্ব পা-ধাতুর উত্তর ড-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন-গোপ-শব্দ-বাচ্য-ধরাধরেন্দ্র-হিমালয়ের নন্দিনী "গোপ-শব্দাদীপ্" গোপী, অথবা তারকাসুর-হন্তা, দেবসেনাপতি, কুমার-কার্ত্তিকেয়ের উৎপাদন-দ্বারা গো-শব্দ-বাচ্য-পৃথিবী-রাজ্য, বা স্বর্গ-রাজ্য-পরিপালন-নিবন্ধন পূর্ব্ববৎ গোপ-শব্দ-বাচ্যসর্ব্ব-দেব-বৃন্দ-বৃন্দারক-বন্দিত-বরেণ্যতম-দেব-দেব-মহাদেব-শ্রীশঙ্করদেবের পরিণীতা-ধর্ম্ম-পত্নী, "গোপ-শব্দাদীপ্" গোপী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকেই বুঝিতে হইবে।

কিন্তু, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ-কর্ত্তৃক উচ্চ-গানের প্রেম-স্নিগ্ধ-পরম-মধুরত্ব-প্রতিপাদনাভিপ্রায়ে যেমন "রক্তকণ্ঠ্যঃ", এই বিশেষণ-পদটীর প্রয়োগ হইয়াছে, সেইরূপ গানের উচ্চৈস্তরত্বের প্রতি কারণ-বচন-কীর্ত্তন-কল্পে "রতি-প্রিয়াঃ" ও "কৃষ্ণাভিমর্ষ-মুদিতাঃ", এই দুইটী বিশেষণ-পদেরও প্রয়োগ হইয়াছে, জানিতে হইবে।

অথবা "উচ্চৈর্জ্জগুঃ", এই শ্লোকাদিমাংশের এরূপও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে যে, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ তৎকালে সেই রাস-মহা-মহোৎসবে শ্রীশঙ্করদেব-কৃত-গান হইতেও অত্যন্ত উচ্চতর-স্বরে গান করিয়াছিলেন। কারণ, শ্রীবিষ্ণু-পুরাণে ভগবান্ শ্রীপরাশরদেবও বলিয়াছেন যে, "রাস-গেয়ং জগৌ কৃষ্ণো, যাবত্তারতর-ধ্বনিঃ। সাধু কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি, তাবত্তা দ্বিগুণং জগুরিতি।" এখানেও যে শ্রীশঙ্কর-দেবকে অভিপ্রায়-বিষয়ীভূত করিয়া, শ্রীশঙ্করদেবার্থে কৃষ্ণ শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্ব-পূর্ব্ববৎ অবগত হওয়া, নিতান্ত আবশ্যক। শ্রীশঙ্করদেব-কৃত গান অপেক্ষা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ-কর্ত্তৃক দ্বিগুণ উচ্চৈঃস্বরে কৃত-গানের তারতরত্বের প্রতি এখানেও হেতু-বচন-কথন করিতে হইলে, রক্তেত্যাদি-বিশেষণ-ত্রয়েরই পুনরুল্লেখ করিতে হইবে এবং উক্ত-বিশেষণ-ত্রয়ের পরস্পরের প্রতি যথেষ্ট-হেতু-হেতু-মদ্ভাবও অবগত হইতে হইবে। এইরূপে "তত্রাতি শুশুভে তাভিঃ", এইস্থলে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের শোভা-সৌন্দর্য্য-সৌকুমার্য্য-মাধুর্য্যাদির ন্যায় অত্রাপি গান-গুণেরও যে পরমোৎকর্ষ সূচিত হইতেছে, তাহা কীর্ত্তন না করিলেও, বোধকরি, কোন প্রতিভাবান্ বিজ্ঞ-জনের বুদ্ধি-বিভবের অবিষয়ীভূত হইবে না।

অধুনা পূর্ব্ববৎ নব-লক্ষ-পার্ব্বতীদেবীর মধ্যে কল্পিত-মুখ্যাদি-ভেদ-ভিন্না কয়েকটী পার্ব্বতীদেবীর প্রেম-চেষ্টিত পৃথক্ পৃথগ্রূপে কথন করিতে হইলে, প্রথমতঃ বলা যাইতে পারে যে, "মুকুর্ম্মুক্তৌ মহেশে মুঃ, কুঃ পৃথিব্যামশোভনে।" এইরূপ হড্‌ডচন্দ্রীয়বচনাভিপ্রায়ানুসারে মুকু-শব্দের অর্থ মুক্তি, তারক-ব্রহ্ম-নামোপদেশ-পূর্ব্বক কাশী-ক্ষেত্রে মৃত-জীবকে যিনি মুক্তি দান করেন, সেই মুক্তি-প্রদ-মুকুন্দাখ্য-

শ্রীশঙ্করদেবের নিত্যানুগতা কাচিৎ পার্ব্বতীদেবী নিজানুগত-মুকুন্দাখ্য-শ্রীশঙ্করদেবের সহিত সঙ্গীতালাপ-কালে সংহত-মিলিতভাবে সঙ্গীতালাপে প্রবৃত্তা হইয়াও, শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক উন্নীত-কল্পিত-স্বর-জাতি-সকল হইতে নিজোন্নীত-স্বর-জাতি-সকল যাহাতে পৃথক্ পৃথগ্‌রূপে অবগত হওয়া যাইতে পারে, এরূপ বৈলক্ষণ্য-সমাশ্রয়ণে অবিমিশ্রিত-পৃথগবগম-যোগ্য, বা শ্রীশঙ্করদেবোন্নীত-স্বর-জাতির সহিত অসংকীর্ণ-স্বর-জাতি-সকলকে উন্নীত করিতে লাগিলেন এবং স্বর-জাতি, বা ষড়্‌জাদি-স্বরালাপ-গতি-নিচয়ের তাদৃশ উন্নয়ন-নৈপুণ্য-দর্শন-নিবন্ধন হৃদয়ে অত্যন্ত-প্রীয়মাণ সেই শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক "সাধু-সাধ্বিতি" অসকৃৎ উচ্চারিত-সাধুবাদ ও স্বীয়-পীতোত্তরীয়াদি-দান-সাহায্যে পূজিতা-সম্মানিতা হইতে লাগিলেন।

স্বর-জাতি-সম্বন্ধে শাস্ত্রে এইরূপ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, "স্বরাঃ খলু, ষড়্‌জর্ষভৌ চ গান্ধারো, মধ্যমঃ পঞ্চমস্তথা। ধৈবতশ্চ নিষাদশ্চ, সর্ব্বে স্যুঃ শ্রুতি-সম্ভবাঃ। ময়ূর-চাতক-চ্ছাগ-ক্রৌঞ্চ-কোকিল-দর্দ্দুরাঃ। মাতঙ্গশ্চ ক্রমেণাহ, স্বরানেতান্ সুদুর্গমান্। তেষাং জাতি-রষ্টাদশ, যদুক্তং, রাগস্তু জায়তে যস্যাঃ, সা জাতিরভিধীয়তে। শুদ্ধা চ বিকৃতা চেতি, সা দ্বিধা পরিকীর্ত্তিতা। শুদ্ধাঃ স্যুর্জাতয়ঃ সপ্ত, তাঃ ষড়্‌জাদি-স্বরাভিধাঃ। তা এব বিকৃতাঃ সত্যো, জাতা বিকৃত-সংজ্ঞয়া। ষাড়্‌জ্যার্ষভী চ গান্ধারী, মধ্যমা পঞ্চমী তথা। ধৈবতী চাথ নৈষাদী, শুদ্ধা এতাস্তু জাতয়ঃ। ইতি। অথবা, শুদ্ধা সপ্তবিধা জ্ঞেয়া, তজ্‌জ্ঞৈঃ ষাড়্‌জ্যাদি-ভেদতঃ। ষড়্‌জ-কৌশিক্যাদি-ভেদাদেকাদশবিধা পরা! মত্ত-ময়ূরাদিবদ্ধনয়ঃ শ্রোতৃচিত্ত-রঞ্জকাস্তন্ত্রী-সমুত্থাঃ, কণ্ঠ-সমুত্থাশ্চ এতে সপ্ত-স্বরাঃ। যদাহ-নারদঃ, "নিষাদং কুঞ্জরো রৌতি, রৌতি গৌঋর্ষভং কিল। অজো রৌতি চ গান্ধারং, ষড়্‌জং রৌতি ময়ূরকঃ। মধ্যমং রৌতি ক্রৌঞ্চো-হসৌ, ধৈবতং রৌতি চাশ্বকঃ। পুষ্প-সাধারণে কালে, কোকিলো রৌতি পঞ্চমম্।"

"এতে চ সমদাঃ পঞ্চমং গায়ন্তি। তথাচ—"অশ্বস্তু ধৈবতং রৌতি, মত্তঃ পঞ্চম-সঙ্গতম্। নিষাদস্তু গজো গর্জ্জত্যুন্মাদোহসৌ তু পঞ্চমম্। সংক্ষেপস্তু,—মাতঙ্গ-গোহজাবি-ক্রৌঞ্চ-বাজি-কোকিল-কূজিতম্।

নিষাদাদি-স্বরা জ্ঞেয়া, যথাক্রমমিতিস্থিতম্। নিষীদন্তি স্বরা অস্মিন্, নিষাদস্তেন হেতুনা। অশেষ-সন্ধি-বিষয়ং, স তু ব্যাপ্যাবতিষ্ঠতে। বায়ুঃ সমুদ্‌গতো নাভেঃ, কণ্ঠ-শীর্ষ-সমাহতঃ। নদত্যৃষভবদ্ যস্মাৎ, তেনৈব ঋষভঃ স্মৃতঃ। বায়ুঃ সমুদ্‌গতো নাভেঃ, কণ্ঠে শীর্ষে সমাহতঃ। নানা-গন্ধবহঃ পুণ্যো, গান্ধারস্তেন হেতুনা। নাসাং কণ্ঠমুর-স্তালু, জিহ্বাং দন্তাংশ্চ সংশ্রিতঃ। ষড়্‌ভ্যঃ সংজায়তে যস্মাৎ, তস্মাৎ ষড়্‌জঃ স উচ্যতে। মধ্যে লয়-বিশেষে ভবো, মধ্যাম্মঃ মধ্যমঃ, তদ্বদেবোত্থিতো বায়ুরুরঃ-কণ্ঠ-সমাহতঃ। নাভি-প্রাপ্তো মহানাদো, মধ্যমস্তেন স স্মৃতঃ। অভি-সন্ধয়তে যস্মাৎ, স্বরাংস্তেনৈব ধৈবতঃ। স তু তার-প্রধানত্বাৎ, ললাটে ব্যবতিষ্ঠতে। পঞ্চানাং স্বরাণাং পূরণঃ পঞ্চমঃ, বায়ুঃ-সমুদ্‌গতো নাভে-রুরো-হৃৎ-কণ্ঠ-নাভিষু। বিচরন্ পঞ্চম-স্থানং, প্রাপ্তঃ পঞ্চম উচ্যতে। ইতি সংক্ষিপ্ত-স্বর-বিবরণম্।"

অনন্তর অপরা কোন পার্ব্বতীদেবী গত-গ্রন্থে বিবৃত-ষড়্‌জাদির উন্নয়ন, অর্থাৎ তত্তৎ জাত্যুন্নয়নকেই ধ্রুবাখ্য-তাল-বিশেষে পরিণত করিয়া, উন্নীত করিলেন। অথবা, পূর্ব্ব-পার্ব্বতীদেবী-কর্ত্তৃক পরিগীত-তালানিবদ্ধ-কেবল-রাগময়, কিম্বা প্রাথমিকত্বরূপে প্রাপ্তত্ব-প্রযুক্ত আদি-তালময় সেই গীতটীকে অপরা কোন পার্ব্বতী তৎক্ষণ-মাত্রেই ধ্রুব, অর্থাৎ যতি-নিঃসার-সংজ্ঞ-তালদ্বয়ৈকতরাত্মক-ধ্রুবাভোগাখ্যাবয়বদ্বয়-মাত্রা-ত্মক-গীত-বিশেষরূপে রচনা করিয়া, গান করিতে লাগিলেন এবং ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবও পূর্ব্ব-পার্ব্বতীদেবী অপেক্ষা অধিক-সাদ্‌গুণ্যাবিষ্কারবতী-পরবর্ত্তিনী-পার্ব্বতীদেবীকে বহুতর-মান-সম্মান, বা আদর, তথা বহুতর-রত্ন-মালা-পদকোর্ম্মিকাদ্যলঙ্কার-সকল প্রেমের সহিত দান করিলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে শততম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

একাধিকশততম অধ্যায়

এইরূপে নৃত্য-গীতাদি-নৈপুণ্য-প্রদর্শন-লক্ষণ-নিমিত্তোপলম্ভ বশতঃ ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব-কর্তৃক যথোচিতরূপে সম্মানিতা ঐ সকল-পার্ব্বতী-দেবীর অতিপ্রীতি-বিলসিত-বৃত্ত-কীর্ত্তন করিতে হইলে, কোন কোন পার্ব্বতীদেবীর গুণোৎকর্ষ-প্রাধান্য, তত্রাপি তারতম্যানুসারে গানাদ্যনু-ভাবক-প্রেম-বর্ণনার অনন্তর কোন কোন পার্ব্বতীদেবীর সম্ভোগ-প্রাধান্যাবলম্বনে প্রেম-বর্ণন-প্রসঙ্গে তত্রাপি বিশিষ্টতমা কোন পার্ব্বতীর সৌভাগ্য-প্রাধান্য-সমাশ্রয়ণে হর্ষ-ভরে বলা যাইতে পারে যে, আবির্ভাবিত-স্বরূপা একোন-নব-লক্ষ-পার্ব্বতীদেবীর আবির্ভাব-কালের পূর্ব্ব-পশ্চাদ্বর্ত্তিতা-প্রযুক্ত প্রাধান্যাপ্রাধান্য-বিবক্ষা-ফলে-অমিশ্রিত-স্বর-জাতি-সমুন্নয়নান্তে পীত উত্তরীয়-বসন ও অসকৃৎ সাধুবাদ-দ্বারা সম্মানিতা, এই আবির্ভাবিত-স্বরূপা-দ্বিতীয়া-পার্ব্বতীদেবীর পূর্ব্ববর্ত্তিনী, তথাকথিত-স্বরূপা-প্রথমা-পার্ব্বতীদেবী, অর্থাৎ অগ্রবর্ত্তিনী-গীত-কর্ত্রী হইতে পূর্ব্বোক্ত-রূপে আবির্ভাবিত-স্বরূপা-দ্বিতীয়া-পার্ব্বতীদেবী অধিকতর-সাদ্গুণ্যাবিষ্কার-দ্বারা যথোচিত-মানাখ্য আদর, বহুতর-রত্ন-রচিত-মণি-মুক্তাময়ী-মালা ও পদকাদি অনন্য-সুলভ অলঙ্কার-নিচয়-লাভ করিয়াছিলেন।

পক্ষান্তরে কিন্তু এই আবির্ভাবিত-স্বরূপা-প্রথমা-পার্ব্বতীদেবী অপেক্ষা আবির্ভাবিত-স্বরূপাদ্বিতীয়া-পার্ব্বতীদেবীর উক্তরূপ-বিশিষ্টতর-সম্মান-লাভ-দর্শনান্তে যথোত্তর উৎকৃষ্টতর-তাদৃশ-গান-বিষয়ে আবির্ভাবিত-স্বরূপা-তৃতীয়া-চতুর্থী-পঞ্চমী-প্রভৃতি-পার্ব্বতীদেবীগণের অপ্রবৃত্তি অব-লোকন-পুরঃসর আবির্ভাবিত-স্বরূপা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণের আধার-ভূতা, সর্ব্ব-মুখ্যতমা, শ্লথদ্বলয়-মল্লিকা, অশেষ-সাদ্গুণ্যবতী-পার্শ্বস্থা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী স্বয়ং গীত-কাল-ক্রিয়া-মানরূপ-তাল, যেখানে তালের বিরাম হয়, তালগৃহরূপ-তাদৃশ-মান, তথা তৌর্য্যত্রিক-সাম্যরূপ-

লয়-সহকারে সুস্বরে সঙ্গীতালাপে প্রবৃত্তা হইয়া এবং সর্ব্ব-সাদ্গুণ্য-সমুৎকর্ষ-পরিজ্ঞাপনে তৎপরা হইয়া, রাসে রাস-মণ্ডলে রাসোচিত-নৃত্য-গীতাদির অনুষ্ঠান-জনিত-বিপুল-শ্রমবশতঃ নিতান্ত-ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত-কলেবরে কর-কমল-যুগলস্থ-বলয়-কঙ্কণাদির ও কবরস্থ-মল্লিকা-মালতী-প্রভৃতি-মালা-সমূহের শিথিল-ভাব-দর্শনে পাদ-যুগলে স্খলন-সম্ভাবনা-প্রযুক্তই যেন, শীঘ্র-সুখ-গ্রহণাভিলাষে পার্শ্ব-প্রদেশে অত্যন্ত-সমীপবর্ত্তি-স্থানে অবস্থিতি-নিবন্ধন রাস-মণ্ডলস্থ-নট-রাজ-রাজ-চক্রচূড়ামণি-গদাভৃৎ, অর্থাৎ "গদাং নটরাজরাজচক্রচূড়ামণিজনোচিতাং গদাকৃতিং যষ্টিং বিভর্ত্তীতি", অথবা, "গদতি বর্ণাত্মকং শব্দং নিগদতীতি গদা বংশী, তাং তদুচিতত্বেনাপি বিভর্ত্তীতি", কিম্বা, "গদনং গদা, গদা অর্থাৎ গীতবত্যোঃ পূর্ব্ব-প্রতিপাদিতয়োঃ আবির্ভাবিত-স্বরূপয়োঃ দ্বিতীয়-প্রথম-স্থলাভিষিক্তয়োঃ পার্ব্বত্যোর্গুণ-তারতম্য-জ্ঞান-কথা, তাং বিভর্ত্তি, ধত্তে, পুষ্যতীতি বা গদাভৃৎ, তস্য গদাভৃতঃ" তাদৃশ-শ্রীশঙ্করদেবের, রাস-মণ্ডলে অবতীর্ণ আমাদের এই নব-নাগর-রাজের স্কন্ধ-প্রদেশ নিজ-দক্ষিণ-বাহু-সাহায্যে সহসা গ্রহণ, বা ধারণ করিলেন; সুতরাং রাস-রসাবেশ-বশে স্খলিত-পদে আর তিনি ভূতলতলে পতিতা হইলেন না।

অতএব এতাবান্ গ্রন্থ-ভাগ-সাহায্যে ইহাও সুপ্রতীত হইতেছে যে, আমাদের এই গদাভৃদ্-গদাধরটী অপর কেহই নহেন। পক্ষান্তরে ইনি আমাদের সেই রাস-মণ্ডলী-বন্ধের মধ্য-প্রদেশে প্রোথিত-মণি-শঙ্কুতল-গত-নট-বৃন্দাধিপতি-স্থানীয়-পরম-প্রকাশ-স্বরূপ-শ্রীশঙ্করদেব; আর এই মণি-শঙ্কু-গত-গদাধর-শ্রীশঙ্করদেবের বাম-পার্শ্বস্থা-রাস-পরিশ্রান্তা, "শ্লথন্তঃ পরস্পরং বিচ্ছিদ্য সংঘট্টং কুর্ব্বন্তঃ বলয়াঃ, তথা শ্লথন্ত্যো গলন্ত্যো মল্লিকাশ্চ কবরস্থা যস্যাঃ, সা" শ্লথদ্বলয়-মল্লিকা কাচিৎ পার্ব্বতী-দেবীও অপরা কেহই নহেন; কিন্তু ইনি যে আমাদের আবির্ভাবিত-স্বরূপা-পার্ব্বতীদেবীদিগের মূলাধারভূতা-সর্ব্ব-প্রধানতমা-গিরিরাজ-নন্দিনী সেই শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী, তাহা অগ্রেই অভিহিত হইয়াছে। এই শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী যে রাস-মণ্ডলে তৌর্য্যত্রিকানুশীলন-নৈপুণ্য-প্রদর্শন-ফলে নিতান্ত-পরিশ্রান্তা হইয়াছিলেন, তাহা বিস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম

করাইবার জন্যই বোধ করি, এখানে পরিশ্রান্তি-লক্ষণ-স্বরূপে এই শ্লথদ্বলয়-মল্লিকা-বিশেষণপদটী প্রযুক্ত হইয়াছে।

বাস্তবিকপক্ষে বলিতে কি যে, নব-মল্লিকার মালা কিঞ্চিৎ মাত্র তপন-তাপ, বা করতল-তাপ-প্রাপ্তা হইলেই, যেমন মলিনা ও অবয়ব-সমূহে বিলুলিতা হইয়া থাকে, সেইরূপ নব-মল্লিকা-মালার ন্যায় কোমলাঙ্গী আমাদের এই প্রধানতমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীও রাসোচিত-নৃত্য-গীতাদি-জনিত-পরিশ্রমাগ্নি-সন্তাপ-বশে সন্তপ্তা ও অঙ্গ-সমুদায়ে বিলুলিতাপ্রায়া হইয়া, স্খলিত-পদে পতনোন্মুখী অবস্থায় দক্ষিণ-কর-কমল-সাহায্যে নিকটবর্ত্তী, বা দক্ষিণ-পার্শ্বস্থ-শ্রীশঙ্করদেবের স্কন্ধ-ধারণ-পূর্ব্বক স্বয়ং পতনবেগ হইতে আত্ম-রক্ষা করিলেন সত্য; কিন্তু এই মুখ্যতমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী নব-মল্লিকা-মালিকাবদ্ বিলুলিতাবয়বা হওয়ায়, পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন; সুতরাং শিথিলতা-নিবন্ধন সঙ্ঘট্টন পরস্পর-ঘর্ষণকারি-বলয়-নিচয় ও শ্লথ-ভাবাপন্ন, অতএব গলনশীল-কবরস্থ-মল্লিকা-নিচয় ক্রমিকভাবে ভূতলতলে নিপতিত হইতে লাগিল। তথা শ্রীপরাশরদেবও বলিয়াছেন যে, "পরিবর্ত্ত-শ্রমেণৈকা, চলদ্বলয়-লাপিনীম্। দদৌ বাহু-লতাং স্কন্ধে, গোপী মধু-নিঘাতিনঃ ইতি।"

এখানে গোপী-শব্দের অর্থ পূর্ব্ববৎ অবগত হওয়া যাইতে পারে সত্য; কিন্তু "মধু-নিঘাতিনঃ", এই ষষ্ঠ্যন্ত-পদটীর গতি কি হইবে? এই পদটী ত দেখিতেছি, এখানে বড়ই বিষম আকার-ধারণ করিয়াছে! অথবা এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, "মধু-নিঘাতিনঃ", এই ষষ্ঠ্যন্ত-পদটী বড়ই বিষম আকার-ধারণ করিয়াছে, একথা বলিবার তাৎপর্য্য কি? "মধু-নিঘাতিনঃ" এই ষষ্ঠ্যন্ত-পদটী কোনরূপেই শ্রীশঙ্করদেবের পক্ষে সুসঙ্গত হইতে পারে না, ইহাই যদি উক্তবাক্যের তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূত অর্থ হয়, তবে শ্রীশঙ্করদেবের পক্ষ-সমর্থন-কল্পে অবশ্য এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, গগনাঙ্গন-গাত্র-গত-গভস্তিমান্ ভগবান্ আদিত্য-দেব স্বয়ং মধু-স্বরূপ না হইয়াও, "অসৌ বা আদিত্যো দেব-মধু", অর্থাৎ "দেবানাং মোদনাৎ মধু ইব মধু অসৌ আদিত্যঃ", এই স্থলে সর্ব্ব-যজ্ঞ-ফল-রূপতা-প্রযুক্ত বস্বাদি-দেবগণের মোদন-হেতু-ভাব-প্রাপ্ত হওয়ায়,

যেমন দেব-মধু-নামে, বা দেব-মধু-স্বরূপে পরিচিত হইয়াছেন, সেইরূপ অসুররাজ-তারক দেব-রাজ্য-হরণ-পূর্ব্বক দেবেশ্বর-যোগ্য-সর্ব্ববিধ উপভোগ্য-পদার্থ-সমাহরণ ও সম্প্রাপণ-দ্বারা অসুর-কুলের মোদন-হেতু-ভাব-প্রাপ্ত হইয়া, তাদৃশ-মোদন গুণ-যোগ-বশতঃ প্রকৃতিতঃ মধু না হইলেও, মধু-ভাব-প্রাপ্ত হওয়ায়, তাদৃশ-মধু-ভাবাপন্ন-তারকাসুরের নিঘাতনে উদ্যমশীলতা-প্রযুক্ত তারক-নিঘাতক-কুমার-কার্ত্তিকেয়ের উৎপাদনে প্রযতমান-শ্রীশঙ্করদেব "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ", "আত্মা বৈ পুত্র-নামাসি", এইরূপ শ্রুতি-প্রমাণ-বচন-বলে প্রমিত-স্বাত্মভূত-পুত্রের উৎপাদন ও উৎপাদিত-তাদৃশ-পুত্র-দ্বারা মধুভূত-তারকাসুরের নিঘাতন-সাধন-পূর্ব্বক "ভাবিনি ভূতবদুপচারঃ" রীতির সাহায্যে অধুনা মধু-নিঘাতী না হইবেন কেন?

অতএব পূর্ব্বিতন-গ্রন্থে উদ্ধৃত মহর্ষি-পরাশর-রচিত-শ্লোকটীর "পরিবর্ত্ত-শ্রম-প্রযুক্ত একা-মুখ্যতমা-গোপী-প্রধানতমা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী চলদ্বলয়-লাপিনী-নিজ-দক্ষিণ-বাহু-লতাটীকে মধু-নিঘাতী, বা মধুসূদন-শ্রীশঙ্কর-দেবের স্কন্ধে আলম্বন, অবলম্বনরূপে গ্রহণাভিপ্রায়ে সমর্পণ করিলেন", এইরূপ অর্থ করিলে, কোনরূপ অসঙ্গতি, বা অরুচির কারণ পরিদৃষ্ট না হওয়ায়, "মধু-নিঘাতী" যে শ্রীশঙ্করদেব, তাহা নিঃসঙ্কোচে উচ্চ-কণ্ঠে অভিহিত হইতে পারে, সন্দেহ নাই। "অত্র মহামুনি-পরাশর-কথিত-শ্লোকে ভাগবতীয়য়া-রীত্যা মল্লিকানাং শিথিলতা চ জ্ঞেয়া, অযত্নজ-শোভাদি-সপ্তকানাং মধ্যে সোঽয়ং মাধুর্য্য-নামানুভাবো জ্ঞেয়ঃ, যথোক্তং, মাধুর্য্যং নাম চেষ্টানাং, সর্ব্বাবস্থাসু চারুতা ইতি। এবমস্যাঃ স্বাধীন-ভর্তৃকাত্বং মধ্যস্থিতত্বঞ্চ দর্শিতম্। তস্মাৎ সর্ব্ব-মুখ্যতমা-গিরিরাজ-নন্দিনী-শ্রীমতীপার্ব্বতী দেবীয়ং।"

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে একাধিকশততমঅধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়

এইরূপ একা অপরা কোন গোপী-পার্ব্বতীদেবী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত-প্রমাণ-বচনানুসারে কৃষ্ণ-শব্দ-বাচ্য-ভূত-ভাবন-ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবের স্বভাবতঃ উৎফুল্ল উৎপল-সৌরভের ন্যায় স্বর্গীয়-সৌরভ-সমন্বিত, অথবা সুরবর-সরোবরে সুবিকসিত-সুবর্ণ-সরসিজ-সৌরভ-সমান-জাতীয় হইলেও, তদপেক্ষা শত-সহস্র-গুণ অধিক-সমুৎকর্ষশালি-সৌরভে পরিপূর্ণ, তথা বিশেষতঃ আ সম্যক্‌রূপে ভক্তি-চ্ছেদাদি-সাধু-প্রকারে স্পষ্টতঃ পরিলিপ্ত-নিজ-স্কন্ধ-গত-বাম-বাহুটীকে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত করিয়া, তদীয়-সৌরভাঘ্রাণে ভরপূর হইয়া, বিপুল-পুলক-কুল-সঙ্কুল-কলেবরে বিপুল-পুলকাকুলতাবলোকনে স্বীয়-হৃষ্ট-রোমতা অনুভবান্তে প্রেম-বৈবশ্য-প্রযুক্ত পরমাদরানুরাগ-ভরে সেই নিজাংস-স্থিত-নিস্তল-পৃথুল-বিপুল-বাহুতলে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন! অত্রস্থলে শ্লেষাভিপ্রায়ে একথাও বলা যাইতে পারে যে, প্রেমময়-রসিক-রাজ-প্রণয়-সুধারস-সাগর-শ্রীশঙ্করদেবের কস্তূরী-কুঙ্কুমামোদাঙ্কিত-চন্দনে চর্চ্চিত-স্বাভাবিক-সরসিজ-সুগন্ধি-গাত্রের স্বর্গীয়-সংস্পর্শে ও সৌরভাঘ্রাণে যখন শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর রোম-সকলও হৃষ্ট হইয়া থাকে, তখন তাঁহার মানসে যে সমধিক-হর্ষ-স্রোতঃ প্রবাহিত হইবে, তদ্বিষয়ে আর অধিকতর-বক্তব্য কি আছে ? "অয়ং প্রাগল্‌ভ্যাখ্যোঽনুভাবঃ, যথোক্তং, নিঃশঙ্কত্বং প্রয়োগেষু, বুধৈরুক্তা প্রগল্‌ভতা ইতি।"

তথা অপরা কোন পার্ব্বতীদেবী রাস-মণ্ডলী-বন্ধ-মধ্যে রাস-রস-ভরে নৃত্য করিতে করিতে, নাট্য-নৃত্য-বশতঃ বিক্ষিপ্ত-চঞ্চল-ভাবাপন্ন-স্থূল-মণি-মুক্তা-ফলোজ্জ্বল-কর্ণ-কুণ্ডল-যুগলের ত্বিট্, অর্থাৎ দ্যুতি-ততি-সাহায্যে পরিমণ্ডিত-নিজ-গণ্ডদেশ যাবৎ শ্রীশঙ্করদেবের তথাবিধ-গণ্ড-প্রদেশে শ্রম-ব্যাজে সংযোজিত করিলেন, তাবৎ রসিকরাজ-শ্রীশঙ্করদেব সেই

প্রিয়তমা-পার্ব্বতীদেবীর হাস্য-প্রফুল্ল-শ্রীমুখ-কমল স্বীয়-স্মের-বিকসিত-সুন্দরতর-শ্রীমুখ-সরোজের সম্মুখীন করিয়া, তাঁহার শ্রীবদনারবিন্দে সুচারু-চর্ব্বিত-রুচি-কর-কর্পূর-সুবাসিত তাম্বুল-প্রদান করিলেন। কিম্বা অপরা কোন পার্ব্বতীদেবী নাট্য-নৃত্য-বেগ-বশতঃ বিক্ষিপ্ত-চঞ্চল-কুণ্ডল-যুগলের কান্তি-কলাপ-পরিমণ্ডিত-প্রিয়তম-শ্রীশঙ্করদেবের গণ্ড-স্থল পরম-প্রেম-ভরে যাবৎ স্বীয়-তথাভূত-গণ্ডে সংযোজিত করিলেন, তাবৎ চতুর-চক্র-চূড়ামণি-শ্রীশঙ্করদেব সুযোগ-বুঝিয়া, সম্প্রীতির সহিত সেই প্রাণ-প্রতিমা-প্রাণেশ্বরী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর শ্রীমুখ-কমলোদর-বিবরে সুচারুপে চর্ব্বিত-রুচিকর-তাম্বূল-প্রদান করিলেন।

কিঞ্চ, "নৃত্যন্তী গায়ন্তী" নৃত্য ও গীত-পরায়ণা; সুতরাং নর্ত্তন ও গান করিতে করিতে, গানানুরূপ-তালানুসারে কূজন্নূপুর-মেখলা অপরা কোন পার্ব্বতীদেবী রাস-পরিশ্রান্তা হইয়া, পার্শ্ব প্রদেশে অবস্থিত, ত্রৈকালিকী-চ্যুতি-দ্বারা বিরহিত, অতএব অচ্যুতাত্মা-শ্রীশঙ্করদেবের শিব-কর-শ্রীকর-কমল নিজ-স্তন-যুগলের উপরিভাগে স্তন-তাপোপশমাভিপ্রায়ে স্থাপন করিলেন। "পার্শ্বস্থস্য অচ্যুতস্যাচ্যুতাত্মনঃ ভগবতঃ শ্রীশঙ্করদেবস্য সংস্থিতি-নিশ্চয়-ত্বেন তৎ-পার্শ্ব এব স্থিতস্য ভগবতো হস্ত এবাব্জং স্বতঃ সুখরূপং তাপ-হারিত্বাদিনা সমভিলষণীয়ং রাস-পরিশ্রান্তা-সতী শ্রম-নিবৃত্ত্যর্থমিব স্তনয়োরধাৎ, ধত্তে স্ম ইত্যর্থঃ।" অপিচ, "গোপ্যো লব্ধ্বাচ্যুতং কান্তং, শ্রিয়একান্ত-বল্লভম্। গৃহীত-কণ্ঠ্যস্তদ্দোর্ভ্যাং, গায়ন্ত্যস্তং বিজহ্রিরে।"

অর্থাৎ পূর্ব্ব-কৃত-ব্যাখ্যানানুসারে গোপী-গোপ-কুমারী-গোপ-পত্নী-নগরাজ-নন্দিনী-শ্রীশিব-গেহিনী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ অচ্যুত, অর্থাৎ সার্ব্বকালিকী-স্ব-সত্তা, অথবা কোন প্রকার রূপ-গুণাদি-মাহাত্ম্য হইতে চ্যুতি-রহিত, শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বরী-কমলালয়া-লক্ষ্মীদেবীরও অত্যন্ত-দুর্লভ, সুতরাং বৈকুণ্ঠনাথ, বা গোলোক-গোকুল-নাথ-বিষ্ণু-কৃষ্ণ অপেক্ষাও নিতান্ত-লোভনীয়-স্পৃহণীয়-কনক-কমনীয়-লোক-ত্রয়াতীত-সৌন্দর্য্য-সম্ভার-রমণীয়-রতি-রণ-কুশলৈকান্ত-বল্লভ-নিতান্ত- প্রিয়তম-কান্ত- শ্রীশঙ্করদেবকে লাভ করিয়া, কিম্বা কেবল লাভ করিয়া কেন? বৈকুণ্ঠ-লক্ষ্মী-রূপিণী-শ্রীদেবীরও কান্ত-মানস-কামনাস্পদীভূত হইয়াও, অত্যন্ত-দুষ্প্রাপ্য,

একান্ত-বল্লভ, স্বৈক-নিষ্ঠ-প্রিয়তম-শ্রীশঙ্করদেবকে কান্ত-রমণরূপে লাভ করিয়া, রাসোল্লাস-ভরে প্রেম-বিষয়ীভূত করিয়াও, পুনশ্চ সেই কনক-কমনীয়-কলেবর-কান্ত-রমণবর-কর্ত্তৃক প্রণয়-সুধা-রস সারভূত-প্রগাঢ়তর-প্রেমের চরম-ঘন-পরিণতি-ফলে "হারো নারোপিতঃ" ন্যায়ে স্বল্পতরমাত্রও বিশ্লেষ-সহনে সামর্থ্য-শূন্যতা-প্রযুক্ত নিজ-ললিত-কর-কমল-যুগল-দ্বারা কণ্ঠ-প্রদেশে কম্বু-কমনীয়-গ্রীবাভাগে গৃহীতা-কণ্ঠালিঙ্গন-পাশে আবদ্ধা হইয়া, কণ্ঠালিঙ্গন-পাশে বন্ধন-নিবন্ধন অতিশয়াতীত-নিরতিশয়-প্রেমানন্দ-ভরে একমাত্র বক্ষোদেশে বিলসিত-কমনীয়-কান্ত-শ্রীশঙ্করদেবের উদারতর-চরিত-গুণ-গাথা-গান করিতে করিতে, তাঁহার সহিত বিবিধ-বিশিষ্টরূপে বিহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু, সৌগন্ধিক-পদ্ম-সৌরভ-সম্পন্না, শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক নিজ-ভুজ-দণ্ড-সাহায্যে রাস-মহোৎসবে আলিঙ্গন-পাশে কণ্ঠ-প্রদেশে গৃহীতা, কর্ণোৎপল-ললিত-কপোল-তলা-শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীদিগের শ্রীমন্নারায়ণ-বক্ষো-গৃহীত-গাত্রী-শ্রীদেবী অপেক্ষাও যে অধিকতর-সৌভাগ্য এবং অতিমাহাত্ম্য উদ্ধৃত-শ্লোকটীর উক্তরূপ-বিবরণ-ভাগ-সাহায্যে বিস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইতেছে, তাহা কদাপি অস্বীকার্য্য হইতে পারে না।

"কর্ণোৎপলালকবিটঙ্ককপোলঘর্ম্মবক্ত্রশ্রিয়ো বলয়নূপুরঘোষ-বাদ্যৈঃ। গোপ্যঃ সমং ভগবতা ননৃতুঃ স্বকেশস্রস্তস্রজো ভ্রমর-গায়ক-রাস-গোষ্ঠ্যাং।" অর্থাৎ শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের পৃথক্ পৃথক্ গান ও নৃত্যাদি-সাদ্গুণ্য-শোভা-সঙ্কীর্ত্তনের অনন্তর অধুনা তাঁহাদিগের সমুদিত-নৃত্য-জনিত-বক্ত্রাদি-শোভা-বিবরণাবসরে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, "তাবৎ তৎক্ষণমেব অত্যোৎসুক্যমনসাং দেবানাং সস্ত্রীকাণাং বিমান-শতৈঃ সঙ্কীর্ণং নভো বভূব", একথা আমি পূর্ব্বতন-গ্রন্থে বলিয়া আসিয়াছি। অতএব গগনাঙ্গন-গাত্রে তৎকালে যে ত্রিদশালয়নিবাসি-ত্রিদশগণের দ্বারা একটী সুরসভা সমাহূতা হইয়াছিল এবং উক্তদেব-পরিষৎ-ক্ষেত্রে যে তৎকালে বহুতর-বাদক ও গায়কগণের সমাবেশ হইয়াছিল, তাহা সুনিশ্চিত; সুতরাং উক্তসুর-পরিষন্মধ্যে সস্ত্রীক-গন্ধর্ব্ব-কিন্নরাদি-বাদক ও গায়কগণ যমুনোত্তরী-তীর-বিপিনস্থ-শ্রীশিব-পার্ব্বতীদেবীগণের নৃত্য ও

গীতের অনুকূলে দুন্দুভি-প্রভৃতি-বিবিধ-বাদিত্র নিনাদিত করিয়া, রসাবেশ-বশে নৃত্য করিতে করিতে, মোহ-প্রাপ্ত হইতে থাকিলেও, তথা উক্তরূপে নৃত্য-গীতের সুসমাবেশ-নিবন্ধন অন্য কোন প্রকারে নৃত্য-গীতাদির অপেক্ষা না থাকিলেও, রাস-রস-নিমগ্না, যমুনোত্তরী-তীর-বিপিন-বিহার-পরায়ণা, স্ব-স্ব-ভাবানুসারিণী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ নিজ-নিজানন্দ-ভর-মাত্র-বশতঃই স্ব-স্ব-মাহাত্ম্য-প্রকটন-চ্ছলে বাদ্যাদি-সম্পত্তি-প্রদর্শন-দ্বারা রাস-সম্ভ্রম-সম্পাদনাভিপ্রায়ে মণ্ডলী-বন্ধ-মধ্যে নর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

কিন্তু, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের রাস-নৃত্য-নিবন্ধন অল্প-কাল-মধ্যেই যদি চ তাঁহারা নিতান্ত-পরিশ্রান্তা হইয়া পড়িলেন সত্য ; তথাপি তাদৃশ-শ্রমাবসরেও কর্ণোৎপল, কিম্বা কর্ণ-বিধৃতোৎপলোপলক্ষিত-চক্রিকা, কুণ্ডল, অলক-বিটঙ্ক, অলকালঙ্কৃত-কপোল ও নিস্তলোন্নত-কপোলতল-যুগল-সমুদ্গত-ঘর্ম্ম-বিন্দু-নিচয়-দ্বারা বদন-সরোজ-সমূহে নিতরাং শ্রী-শোভা-সমন্বিতা, "কর্ণ-ধৃতোৎপলোপলক্ষিত-চক্রিকা-কুণ্ডলেষু অলকানাম-তিলৌল্যাৎ বিবিধাঃ টঙ্কা বেষ্টনানি চ, কপোলেষু ঘর্ম্ম-বিন্দবশ্চ, তৈর্বক্ত্রেষু শ্রীঃ শোভা যাসাং, তাঃ, টকি বন্ধে", তথা বলয়-নূপুর-কিঙ্কিণী-প্রভৃতি অলঙ্কার-নিচয়ের ঘোষ তুল্য-স্বরত্ব-প্রযুক্ত নাদরূপে যে সকল-বাদ্য-যন্ত্র-মধ্যে অবস্থিতি করিয়া থাকে, তাদৃশ আনদ্ধ-শুষিরাদি-বাদ্য-বাদিত্র-সকল তত্তদধিষ্ঠাত্রী-দেবতা-কর্ত্তৃক নিজ-নিজ-জন্ম ও তত্তদধিষ্ঠাতৃত্ব-সফলীকরণাভিপ্রায়ে স্ব-স্ব অভিরুচি অনুসারে সমাগমন-পূর্ব্বক বাদিত হওয়ায় এবং ঐসকল-বলয়, নূপুর ও ঘোষরূপ-কিঙ্কিণী-প্রভৃতি অলঙ্কার-লক্ষণ-বাদ্য-যন্ত্র, কিম্বা আনদ্ধ-শুষির-প্রভৃতি-বাদিত্র-সকলের তাল-গতি-বশে রাস-রস-রঙ্গিণীগণের কম্পিত-মস্তকস্থ-কেশ-কলাপ হইতে মালতী-মাধবী-মল্লিকা-গিরি-মল্লিকা-প্রভৃতি-কুসুমমালা-সমূহ স্রস্তাবস্থায় পতিত হওয়ায়, উৎপ্রেক্ষা-কুশল উৎপ্রেক্ষকগণের প্রতি "তাল-গতি-সন্তুষ্টাঃ কেশাঃ সশিরঃ-কম্পং পাদেষু পুষ্পবৃষ্টিমিব অকুর্ব্বন্", এইরূপ উৎপ্রেক্ষার্থ দত্তাবকাশা, "স্ব-কেশেভ্যঃ স্রস্তাঃ পাদেষু পতিতাঃ পুষ্প-স্রজো যাসাং, তাঃ স্ব-কেশ-স্রস্ত-স্রজঃ" গোপী

পূর্ব্ববৎ গোপী-শব্দ-বাচ্যা ঐসকল-পার্ব্বতীদেবী "স্ব-স্বাসাধারণত্ব-ব্যঞ্জকাঃ ভ্রমরা এব, ভ্রমরা অপি বা তত্তদুচিত-গান-সমর্থত্বাদ্ গায়কা যস্যাং, রাসগোষ্ঠ্যাং রাস-সভায়াং", তাদৃশ-রঙ্গ-রস-পূর্ণ-রাস-সভা-স্থলে "সমং ভগবতা ননৃতুঃ।"

অর্থাৎ শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ যে শ্রীশঙ্করদেবৈকপ্রেম-পরবশ, তাহা জগতীতলে ভক্ত-জন-সমাজে সুপ্রসিদ্ধ; সুতরাং নিজাশেষ-মাধুর্য্য-সৌন্দর্য্য-সৌকুমার্য্য-সার-সর্ব্বস্ব-প্রকটনকারী, ভূত-ভাবন, ভুবন-ভূষণ-ভূত-ভর্ত্তা ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবের সাহিত্য তদীয়াঙ্গ-সঙ্গ-রসায়ন শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীদিগের মানসে সমধিক-প্রীতি-প্রদ ও পরমোল্লাস-জনক হওয়ায়, অতুলনীয়রূপ ও শৌর্য্য-বীর্য্যৌদার্য্য-ধৈর্য্য-গাম্ভীর্য্যাদি অগণিত-গুণ-গণ-গরিম-গরিষ্ঠ-বিদগ্ধ-শিরোমণি-রস-রাজ-শ্রীশঙ্করদেবের সহিত তৎ-সদৃশ-বৈদগ্ধ্যাদি-প্রকটন-পূর্ব্বক তৎপরিধাপিত-কর্ণোৎপল-ললিতা-লাবণ্য-লহরী-লীলাবাসভূতা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ যে নৃত্য করিবেন, তাহা ত কখনও আশ্চর্য্য-জনক, বা বিস্ময়-প্রদ হইতে পারে না।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়

অপিচ, গোপ্যঃ পার্ব্বত্যঃ শ্রীমত্যঃ সমং ভগবতা ননৃতুঃ", এই কথা বলায়, একদিকে যেমন অশেষ-মাধুর্য্য-সৌন্দর্য্য-সার-সর্ব্বস্ব-স্বরূপ-ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবের সহিত শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণের নৃত্য-রূপ অর্থ প্রতীত হইতেছে, অপরদিকেও সেইরূপ শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণের ন্যায় ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবেরও কর্ণোৎপলেত্যাদিক-সমস্তই বোধ-বিষয়ীভূত হইতেছে। অতএব শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ যেমন নানাবিধ-বিভ্রম-সহকারে ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবের সহিত বিহার করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবও যে স্বীয়-বিবিধ-বিলাস-সাহায্যে শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীগণের সহিত ক্রীড়াবিহার করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চিতরূপেই অব-গতির বিষয়ীভূত হইতে পারে। কিঞ্চ, যদি উক্তরূপ-সিদ্ধান্ত অসমীচীন বিবেচিত না হয়, তবে রাস-নৃত্যাঙ্গ-নিচয়ের সহিত ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবের সম্ভোগাঙ্গ-সকলও যে নির্ব্বৃত্ত হইয়াছে, তাহা নিশ্চিতরূপেই বলা যাইতে পারে। সেই জন্যই বুঝি, ভগবান্ কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন-ব্যাসদেবও বলিয়াছেন যে, "এবং পরিষ্বঙ্গকরাভিমর্ষস্নিগ্ধেক্ষণোদ্দামবিলাসহাসৈঃ। রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভির্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ।"

অর্থাৎ একৈকা-পার্ব্বতীদেবীর সহিত যুগ্ম-নৃত্যাবসরে আলিঙ্গনরূপ-পরিষ্বঙ্গ, নৃত্য-গতি-সমাপ্তি অবসরে নিজ-দক্ষিণ-কর-কমল-সাহায্যে স্বীয়-বামাঙ্গ-সংস্থিতা-প্রিয়তমার বাম-বক্ষোজে তাল-ন্যাস-চ্ছলে স্পর্শ-লক্ষণ-করাভিমর্ষ, রহস্যভূত-স্তনাদি অঙ্গ-সমূহে আসক্তি-সমন্বিত-দৃষ্টি-পাত-পূর্ব্বক নিশ্চল-লোচনে সপ্রেমাবলোকনরূপ স্নিগ্ধেক্ষণ, পারিতোষিক-প্রদান-ব্যাজে স্তন-বদনাদি-প্রদেশে চুম্বনাদিরূপ উদ্দাম-বিলাস, তথা তৎ-তৎ-পারিতোষিক-প্রাপ্তির অনন্তর পরিহাস, কিম্বা মুখোল্লাসরূপ-হাস-প্রভৃতি-সম্ভোগাঙ্গ-নিচয়ানুষ্ঠান-সহকারে রমা-লক্ষ্মী-পূর্ণ-পরা-প্রকৃতি,

অথবা সর্ব্ববিধ-শোভা-সৌন্দর্য্যৈশ্বর্য্য-সম্পত্তির একমাত্র-নিরঙ্কুশ ঈশ্বর-প্রভু-শ্রীশঙ্করদেব "ব্রজং ব্রজনং গমনং, ব্রজ গতৌ ইত্যস্মাৎ ধাতোর্ঘ-প্রত্যয়েন নিষ্পন্নং, তেন ব্রজেন ব্রজনেন রাস-মহামহোৎবোচিত-মহামূল্য-বিধিব-জাতীয়-বসন-বিভূষণ-মৃগমদামোদাঙ্কিত- চন্দন-মালতী-মাধবী-মল্লিকা-মন্দারাদি-কুসুম-মাল্য-দাম-প্রভৃতিভিঃ সুষ্ঠুতর-সজ্জা-দ্রব্য-সম্ভারৈর্লোক-ত্রয়াতীত-নিরতিশয়-শোভা-সৌন্দর্য্য-সম্পাদন-সমনন্তরং হাব-ভাব-লীলা-বিলাস-পূর্ব্বকং রাস-নর্ত্তনোচিত-গমনেন সুন্দর্য্যঃ রূপ-লাবণ্যময়্যঃ, পাদ-ন্যাসৈর্ভুজ-বিধুতিভিঃ সস্মিতৈর্ভ্রূ-বিলাসৈর্ভজ্যন্মধ্যৈশ্চল-কুচ-পটৈঃ কুণ্ডলৈর্গণ্ডলোলৈঃ স্বিন্নমুখ্যঃ, কবর-রসনা-গ্রন্থয়ঃ, কৃষ্ণবধ্বঃ, শ্রীশঙ্কর-গেহিন্যঃ সুন্দরী--রমণী-মণি-শিরো-মণিভূতাঃ শ্রীমত্যঃ নগাধিরাজ-নন্দিন্যঃ সুন্দর-দর্শনাঃ পার্ব্বত্যঃ, তাভির্ব্রজসুন্দরীভিঃ, পার্ব্বতীভিঃ সুন্দরী সুন্দর × ঈপ্, সুষ্ঠু উনত্তি আর্দ্রয়তি মনঃ, ইতি সুন্দরী, উন্দ ধী ক্লেদে, সুপূর্ব্বঃ নাম্নীতি অরঃ, নিপাতনান্নুল্লোপঃ, নদাদিত্বাদীপ্", রূপ-লাবণ্য-সম্পন্না-নারী-সুন্দরী-রাজ্ঞী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণের সহিত স্বকীয়-প্রতিবিম্ব-প্রতিস্বরূপরূপ-বিভ্রম-বিলাসে বিলসিত-বালকাপর-নামা অর্ভকের ন্যায় ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

"যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ", এই দৃষ্টান্তাংশের তাৎপর্য্যোদ্‌ঘাটন-কল্পে এইরূপ বিবরণ করা যাইতে পারে যে, মার্জ্জিত-মণি-হেমময়-মুকুরের সম্মুখভাগে উপবিষ্ট, কিম্বা দণ্ডায়মান অর্ভক যেমন স্বীয়-প্রতি-বিম্ব-দ্বার-মাত্র-সাহায্যে নিজ-সরসিজ-সুন্দর-মুখ মাধুর্য্যাদি অনুভব করিয়া থাকে; কিন্তু স্বভাবতঃ তাদৃশ-মুখ-মাধুর্য্যাদি অনুভব করে না, তথা ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবও তাদৃশ-নিজ-প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী-জ্যায়সী-মহীয়সী-শ্রেয়সী-প্রেয়সী দ্বার-মাত্র-সাহায্যেই যে তাদৃশ-রাস-মহামহোৎ-সবোচিত-ক্রীড়া-বিহার-সুখ অনুভব করিয়া থাকেন, তাহা উক্ত-দৃষ্টান্ত-বলেই বিস্পষ্টরূপে বোধ-বিষয়ীভূত হইতেছে। কিঞ্চ, "শ্রীভগবান্ রমেশঃ শঙ্করদেবোঽপি তাদৃশ-নিজ-প্রেয়সী-দ্বারত এব তাদৃশ-রাস-মহামহোৎসবোচিতং ক্রীড়া-বিহার-সুখমনুভবতি", এবিষয়ে কারণো-পন্যাস-কল্পে বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্ব-প্রতিপাদিত-ব্যাখ্যান-বলে

রমা-ব্রজ-সুন্দরীভূতা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণের উক্তরূপ-প্রেমময়-সমুদয়-ব্যতীত আত্ম-রতি, আত্ম-ক্রীড়, আত্মারাম শ্রীশঙ্করদেব তাদৃশ-রাস-মহামহোৎসবোচিত-ক্রীড়া-বিহার-সুখানুভবে সমর্থ হইতেন না, কিম্বা শ্রীশঙ্করদেবের পক্ষে তাদৃশ-সুখানুভবের উদয় সম্ভবপর হইত না।

অপিচ, শ্রীশঙ্করদেব যেমন শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের শরীরালিঙ্গনরূপ-সমাশ্লেষ, বা পরিষঙ্গ, তাঁহাদিগের করালভনরূপ-করাভিমর্ষ, তাঁহাদিগের মুখাদি অবয়ব-সমূহের সরসাবলোকনরূপ-স্নিগ্ধেক্ষণ, স্তন-স্পর্শাদি-রূপ উদ্দাম-বিলাস, তথা শুভ-প্রেমভাবোদ্রেক-বিলসিত-সিত-স্মিতরূপ-হাস-প্রভৃতি দ্বারা তাঁহাদের সহিত রাস-ক্রীড়া করিয়াছিলেন, শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীগণও সেইরূপ শ্রীশঙ্করদেবের প্রতি তৎ-কৃত-ব্যবহারানুকরণ-পূর্ব্বক অনুরূপ-ব্যবহার প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন; সুতরাং পরস্পরের প্রতি অনুকৃতানুরূপ-ব্যবহার-প্রবর্ত্তন-দ্বারা শ্রীশঙ্করদেব ও শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীদিগের মধ্যে সর্ব্বোপরিচর গুণতা-প্রযুক্ত পরস্পরের প্রতি যে সাম্য ও আসক্তির সঞ্চার হইয়াছিল, সেই সাম্য ও পূর্ব্বোপার্জ্জিত-পুণ্য-পুঞ্জ-গমকভূতা আসক্তিকে দৃষ্টান্ত-সাহায্যে অভিব্যঞ্জিতা করিবার জন্যই যে "যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ব-বিভ্রমঃ", এইরূপ উদাহরণটী উপদর্শিত হইয়াছে, তাহাও নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

অতএব প্রদর্শিত-নিদর্শনটীর এরূপও বিবৃতি করা যাইতে পারে, যে, কোন অর্ভকভাবাপন্ন-বালক বয়ঃ-স্বভাব-বশতঃ নিজ-সমান-বয়ঃ-স্বভাব-সম্পন্ন স্ব-প্রতিবিম্বভূত অপর কোন বালকের সহিত অত্যন্ত-ক্রীড়া-সক্তাবস্থায় স্ব-প্রতিবিম্বে বিভ্রম, বা বিলাস-বিশিষ্ট হইয়া থাকে এবং নিজ-প্রতিবিম্ব-মাত্রে তাদৃশ-বিভ্রম-বিলাস-বিশিষ্ট হইয়া, যেমন স্ব-তুল্য সেই সকল-স্বীয়-প্রতিমূর্ত্তির সহিত রমণাপর-পর্য্যায়-ক্রীড়া করিয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীশঙ্করদেবও এতাদৃশ-স্বীয়-প্রেমময়-স্বভাবতাপ্রযুক্ত প্রেমময়-রূপে ক্রীড়াসক্ত হইয়া, স্বরূপ-শক্তিত্ব-নিবন্ধন স্ব-প্রতিমূর্ত্তিতা এবং স্ব-প্রতিমূর্ত্তিত্ব-নিবন্ধন স্ব-প্রতিবিম্ব-স্থানীয়া ঐসকল-পার্ব্বতীদেবীর সহিত লীলা-বিলাস-বিলসিত-ক্রীড়া-বিহার করিয়াছেন। অতএব শ্রীশঙ্করদেবের সদৃশত্বাভিপ্রায়বশতঃই যে পূর্ব্ববর্ত্তি-পাদ-ন্যাসাদি-শ্লোকে "শ্রীশঙ্কর-

গেহিন্যঃ” অর্থাভিপ্রায়ে “কৃষ্ণ-বধ্বঃ”, এই বিশেষ্য-পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

এই কারণেই বোধকরি, ব্রহ্ম-সংহিতা-গ্রন্থেও “আনন্দ-চিন্ময়-রস-প্রতিভাবিতাভিস্তাভির্য এব নিজ-রূপতয়া কলাভিঃ। গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো, গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি।” এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। অত্রাপি স্থলে যে গোলোক-শব্দে স্বর্গলোকান্তর্গত-রুদ্র-লোক, কালী-লোক- কিম্বা শিবলোক, অথবা গোলোক-শব্দে পৃথিবীলোক, বা তদন্তঃ-পতিত-কৈলাসালয় ও হিমালয়ালয় বুঝিতে হইবে, তথা গোবিন্দ-শব্দের অর্থ-স্বরূপে “গাং পৃথিবীং, স্বর্গং বা বিন্দতি নিবাসার্থং ইতি গোবিন্দঃ শ্রীশঙ্করঃ,” এইরূপ ব্যুৎপত্তি, তথা “অপরাজিতঃ সর্ব্বসত্বঃ, গোবিন্দঃ সত্ত্ব-বাহনঃ!” এইরূপ শিব-পুরাণীয়-শ্রীশিব-সহস্র-নামান্তর্গত-বচন-প্রমাণ-বলে শ্রীশঙ্করদেবই যে উপস্থিত হইতেছেন, তাহা পৃথক্ করিয়া না বলিলেও, বোধ করি, কোনরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা নাই।

অত্রচ স্থলে“যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ব-বিভ্রমঃ,” এই দৃষ্টান্তাংশাবলম্বনে পুনশ্চ এইরূপ বক্তব্য উপস্থিত হইতেছে যে, বাল-স্বভাব-সম্পন্ন অর্ভক যেমন মার্জ্জিত-মণি-মুকুর-সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া, দর্পণোদরে প্রতিবিম্বিত-স্বীয়-প্রতিমূর্ত্তি-দর্শনে তদ্দ্বারতঃ নিজ-মুখ-মাধুর্য্যাদি অনুভব-পূর্ব্বক আনন্দোল্লসিত-হৃদয়ে মুখ-চালনাদি করিয়া থাকে এবং বালক যেমনভাবে যাদৃশ-মুখ-চালনাদি করিয়া থাকে, দর্পণোদরে প্রতিবিম্বিত-তৎ-প্রতিমূর্ত্তি-সকলও ঠিক্ তেমনি ভাবে তাদৃশ-মুখ-চালনাদি অঙ্গ-ভঙ্গি-সহকারে বিম্বভূত-বালকের সমান-আচরণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, তথা দর্পণোদরে প্রতিবিম্বিত-বালক-প্রতিমূর্ত্তি-সকল যেমন যেমন যেমনভাবে যাদৃশ-হস্ত-পাদাদি অবয়ব-সকল-পরিচালিত করিয়া থাকে, ক্রীড়া-কৌতুকিত্ব-প্রযুক্ত সেই বিম্বভূত-বালকও তেমনি তেমনি তেমনিভাবে তাদৃশ-প্রকারে নিজ-মুখ-কমল ও কিশলয়-কোমল-কর-চরণাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সকল পরিচালিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; এইরূপ শ্রীশঙ্করদেব ও শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীগণ পরস্পরের প্রতি পরমাসক্ততা-নিবন্ধন পরমানুরাগভরে

পরস্পরের ব্যবহারের অনুকরণে আগ্রহান্বিত হইয়া থাকেন। এই অনতিবিস্তৃত দৃষ্টান্ত-বিবরণটী দেব-বাণী-সাহায্যে অতিসঙ্ক্ষিপ্ত করিতে হইলে, এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, "অত্রচ যথার্ভকো যাদৃশং মুখচালনাদিকং কুরুতে, তাদৃশং তৎ-প্রতিবিম্ব-মূর্ত্তয়োঽপি, যাদৃশং তাঃ, তাদৃশমেব ক্রীড়া-কৌতুকিত্বাৎ সোঽপি, এবং শ্রীশঙ্করশ্চ, শ্রীমত্যঃ পার্ব্বত্যশ্চ পরস্পরমাসক্তত্বাৎ অনুচক্রুরিতি জ্ঞেয়ম্।" এইরূপ দৃষ্টান্ত-প্রণয়ন-দ্বারা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণের ন্যায় শ্রীশঙ্করদেবেরও যে অত্র পার্ব্বতীপ্রেম, বা রাসলীলা-বিষয়ে স্নিগ্ধ-শব্দব্যঞ্জিত-স্নেহ-বিকার প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সুনিশ্চিত জানিতে হইবে।

অথবা "রেমে রমেশো ব্রজ-সুন্দরীভির্যথার্ভকঃ স্ব-প্রতিবিম্ব-বিভ্রমঃ।" ইত্যস্য অপরা-ব্যাখ্যা যথা—রমা-লক্ষ্মীঃ সর্ব্ব-শোভা-সৌন্দর্য্যৈশ্বর্য্য-সম্পদধিষ্ঠাত্রী-দেবী, তস্যাঃ ঈশঃ প্রভুঃ পরমেশ্বরঃ শ্রীশঙ্করদেবঃ তস্যাং রমায়াং লক্ষ্ম্যাং ঐশ্বর্য্যং প্রকটয়ন্ ব্রজ-সুন্দরীভিঃ প্রকৃতিরূপাভিঃ পার্ব্বতীভিঃ সহ রেমে, নতু রময়া, যথা অর্ভকো মুগ্ধস্তথৈব তাসু প্রেমাধীনত্বাৎ মৌগ্ধ্যমেব দধন্, নতু রমায়ামিব ঐশ্বর্য্যং দধন্নিত্যর্থঃ। নন্বু পরঃ সহস্রাভিস্তাভিঃ কথমেকঃ স রেমে? তত্রাহ স্বস্য প্রতিবিম্বম্ প্রতি-স্বরূপমেব বিভ্রমো বিলাসো যস্য, সঃ। প্রদর্শ্যাতপ্ত-তপসাং, অবিতৃপ্ত-দৃশাং নৃণাম্। আদায়ান্তরধাদ্ যস্তু স্ব-বিম্বং, ইত্যত্র বিম্ব-শব্দেন যথা-স্বরূপমুচ্যতে, তথৈবাত্রাপি একৈকয়া প্রিয়য়া প্রিয়তময়া পার্ব্বত্যা সহ একৈক-স্বরূপো রেমে ইত্যর্থঃ। তাসাং হ্লাদিনী-শক্তিত্বেন স্বরূপ-ভূতত্বাৎ স্বপ্রতিচ্ছবিত্বানৌচিত্যাৎ ব্যাখ্যানান্তরং নেষ্টং ইতি কশ্চিৎ। যদ্বা সর্ব্বেশ্বরত্বেন রমায়া ঈশঃ প্রভুরপি ব্রজ-সুন্দরীভিরেব রেমে, নতু রময়া তয়েতি ততোঽপি তাসাং প্রেম-গুণ-সৌন্দর্য্যমধিকমভিপ্রেতম্ যদ্বা রামায়া ঈশঃ প্রভুরেব, নতু রমণঃ, রমণস্তু পার্ব্বতীভির্ব্রজ-সুন্দরীভিরেব, তথাপি ততোঽপি তাসাং প্রেম-গুণ-সৌন্দর্য্যং তথৈবাধিকমভিপ্রেতম্। তদপি রমণং অসাধারণমেবেতি অপরঃ।"

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে ত্র্যধিকশততম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

চতুরধিকশততম অধ্যায়

"যথা গোপ্যঃ শ্রীমত্যঃ পার্ব্বত্যঃ নানা-বিভ্রমৈঃ ভগবতা সহ রিজহ্রুঃ এবং ভগবানপি স্ব-বিলাসৈঃ তাভিঃ সহ রেমে," একথা বলা হইয়াছে। তথা উক্তরূপে বিহার-বিলাসকালে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের ন্যায় শ্রীশঙ্করদেবেরও শ্রীমতীদিগের প্রতি স্নিগ্ধ-শব্দ-ব্যঞ্জিত-স্নেহ-বিকার-বাণীর উল্লেখ করা হইয়াছে। অধুনা এই স্নেহ-বিকার, বা স্নিগ্ধ-ব্যবহার-নিবহের ফল-কথন-কল্পে বলা যাইতে পারে যে, বিকশনশীল-মুখ-পঙ্কজে শোভমান, ত্রৈলোক্য-গোপ্তা, অক্লিষ্ট-কর্ম্মা, উদার-চরিত-চেষ্টিত-মণ্ডিত-শ্রীশঙ্করদেব অতিহর্ষিতা, প্রসন্ন-চিত্তা, পরিবর্ত্ত-শ্রম-বশতঃ অলস-গামিনী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণের মধ্যে যখন কেহ বা প্রিয়তমের কমল-কোমল-কর-কিশলয়-স্পর্শ-জনিত-সুখাতিশয্য-বশে শরৎ-কালীন-রাজীব-রাজীর শোভা-মোচন-লোচন-যুগলে নিমীলিতা হইতেছিলেন, কেহ বা ললাট-ফলক ভ্রূ-ভঙ্গুর করিয়া, নেত্র-ভৃঙ্গ-সাহায্যে প্রাণপতির মুখ-পঙ্কজ-পান করিতেছিলেন, কেহ বা পুষ্পালঙ্কারালঙ্কৃত-কমনীয়-কলেবরে হৃদয়াধিনাথের অশেষ-ভুবনৈকসুন্দর অপরূপরূপ-রাশি বিলোকন করিয়া, বিলোকন করিয়া, হৃদয়-ভাণ্ডারটীকে অপার-রূপ-রাশি-দ্বারা ভরপুর করিয়া, আনন্দ-বেগ-বাহুল্য-বশে নিমীলিত-বিলোচনে অপূর্ব্বতর-রূপ-রত্নের নির্ম্মল-কিরণ-কলাপ-প্রোদ্ভাসিত-হৃৎ-পুণ্ডরীকান্তরে জীবিতেশ্বরের মনো-মোহন-শ্রীরূপ-ধ্যান করিতে করিতে, যোগারূঢ়ার ন্যায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, কেহ কেহ বা যখন প্রিয়ালাপ-সহকারে ভ্রূ-ভঙ্গ-বীক্ষণ, কর-কমল-স্পর্শন ও অনুনয়-বচন-কথন করিতেছিলেন এবং কেহ কেহ বা যখন প্রাণপতির দুই স্কন্ধ-প্রদেশে চলন-শীল-বলয়-নিচয়-দ্বারা লাপিনী-মুখরা-নিজ-নিজ-বাহু-বল্লী দুইটীকে অর্পণ-পূর্ব্বক কণ্ঠ-সমাশ্লেষ-সহকারে তদীয়-বাহু-যুগলে ঘন ঘন-চুম্বন

করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহাদের সহিত অনুরূপ-ব্যবহারের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন বটে ; কিন্তু "গোপী-কপোল-সংশ্লেষমভিপত্য হরেভুর্জৌ। পুলকোদ্‌গম-শস্যায় স্বেদাম্বু-ঘনতাং গতৌ।

অর্থাৎ সর্ব্ব-প্রধানতমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী যখন অত্যন্ত আনন্দ-ভরে কণ্ঠ-দেশে আলিঙ্গন-পূর্ব্বিক শ্রীশঙ্করদেবের ভুজ-মূলে ঘন-ঘন-চুম্বন করিতেছিলেন, তৎকালে "দুষ্ট-চিত্ত-জন-কৃতানি বিবিধানি পাপানি স্মরণ-মাত্রেণ হরতীতি" সর্ব্ব-পাপ-হরণ-কর্ত্তা হরি, অথবা "প্রতিষ্ঠিতঃ প্রমাণজ্ঞো, হিরণ্য-কবচো হরিরিতি শ্রীশিব-সহস্র-নামান্তর্গত-বচন-প্রামাণ্য-বলাৎ" হরি-নামা শ্রীশঙ্করদেবের ভুজ-যুগল-মূলস্থ-স্বেদ-বিন্দু-সকল তাঁহার চটুল-নিস্তল-কপোলতল-যুগলে সংশ্লিষ্ট হওয়ায়, শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীর মণি-খণ্ডোজ্জ্বল-লোল-কুণ্ডল-যুগলে শোভমান-গণ্ড-স্থল-দ্বয়ে শৈব-শ্রীঅঙ্গ-সঙ্গ-ফলে পূর্ব্ব হইতেই সমুদ্গত-পুলকাপর-পর্য্যায়-রোমাঞ্চ-রূপ-শস্য-নিচয়ের বিবর্দ্ধনে হেতু-ভাবাপন্ন ঐসকল-স্বেদ-সলিলের আধারভাব-প্রাপ্ত হরি-নামা-শ্রীশঙ্করদেবের ভুজ-যুগল উক্তরূপে গোপী-শব্দবাচ্যা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর কপোল-সংশ্লেষাভিপ্রাপ্তির অনন্তর তত্রত্য-পুলকোদ্গম-শস্যাভিবৃদ্ধ্যর্থে পুনঃপুনঃ স্বেদ-জল-সেক-সমর্থ-ঘন-ভাব-প্রাপ্তি-বশতঃ যে সাত্ত্বিক-স্নেহ-বিকার-প্রদর্শন করিয়াছিল, তদ্দ্বারা, পরা-কাষ্ঠা-পরা-গতি-ভাব-প্রাপ্ত-নির্গুণ-নির্ব্বিকারাবস্থ-শ্রীশঙ্করদেবের স্ব-মহিম-প্রতিষ্ঠিততা-নিবন্ধন বহির্বিলাসানভিভূততা স্বতঃ সিদ্ধা, বা সুসঙ্গতা হইলেও, কিন্তু "যথার্ভকঃ স্ব-প্রতিবিম্ব-বিভ্রমঃ," এই রতি-বিষয়ক-দৃষ্টান্ত-স্থলে প্রকৃতিস্থ-বহির্বিলাসাবস্থ অনন্ত-গুণ-সাগর-ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবের প্রাক্তন-বিলাস-বিশেষানুভব-জনিত-সংস্কার-সম্পন্ন স্ব-প্রতিবিম্ব-বিভ্রম-বিলাস বিশিষ্ট অর্ভকের ন্যায় বিলাসার্থ স্বয়ং প্রবৃত্তি এবং তদীয়-বিলাস-বিশেষ হইতে তৎ-প্রবর্ত্তন পরিলব্ধ হইলে, এতৎ-প্রসঙ্গান্তর্গত পূর্ব্বতন "তদ্বিলাসানভিভূতস্তৈব রতৌ দৃষ্টান্তঃ" স্বামি-কৃত এই ব্যাখ্যানাংশটাকে "আগন্তুকমিব লক্ষ্যতে" বলিয়া, একেবারে অগ্রাহ্য করা, কদাপি যুক্তি-সঙ্গত হইতে পারে না।

কারণ, পারমার্থিকাবস্থানুসরণে নির্গুণ-নির্ব্বিকার-নিরঞ্জন ; সুতরাং

তদ্বিলাসানভিভূত-শ্রীশঙ্করদেবই যে আবার ব্যবহারাবস্থায় প্রকৃতিস্থ হইয়া, প্রকৃতি-জাত-গুণ-সকলকে ভোগ করিয়া, তদ্বিলাসাভিভূতাবস্থায় গুণ-ভোক্তৃ-ভাব-স্বীকার-পূর্ব্বক "অপাণি-পাদো জবনো গ্রহীতা, পশ্যত্য-চক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ", "সর্ব্বেন্দ্রিয়-গুণাভাসং, সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিতম্। অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব, নির্গুণং গুণ-ভোক্তৃ চ।" ইত্যাদি-কত-কত-শত-শত-শ্রুতি-স্মৃতি-বাক্যের সমন্বিতার্থতা, অবিরুদ্ধার্থতা ও যথার্থতা-প্রতিপাদন করিতেছেন, তাহা ইচ্ছা না থাকিলেও, সকলকেই বিনা বাক্যব্যয়ে স্বীকার করিতেই হইবে; অন্যথা উক্তরূপ, বা ভিন্নরূপ-শত-শত-শ্রুতি-স্মৃতি-বাক্যের অপ্রামাণ্যাপত্তি অনিবার্য্যা হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব উভয়ত্রাপি অর্থাৎ দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক-স্থলে প্রতিবিম্ব-স্থানীয়া-গোপী-শব্দ-বাচ্যা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণের ও অর্ভক-স্থানীয়-ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবের মুহুঃ পরস্পর-কৃত-ব্যবহারের অনু-করণ-প্রযুক্ত গোপী-পার্ব্বতীদেবীগণ যেমন নানাবিধ-বিভ্রম-সাহায্যে ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবের সহিত বিহার করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবও যে স্বীয়-সর্ব্ববিধ-কলা-কৌশল, তথা সৌগন্ধ্য-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-লাবণ্যাদি ঐ সকল-পার্ব্বতীদেবীর মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া, স্ব-প্রতিবিম্ব-নিচয়-সহ ক্রীড়া-পরায়ণ-মুগ্ধ-বালকের ন্যায় প্রতিবিম্ব-স্থানীয়া-পার্ব্বতীদেবীগণের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন, তাহা কখনও অস্বীকার্য্য হইতে পারে না।

কিঞ্চ "যথা অর্ভকো মুগ্ধস্তথৈব ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবোঽপি তাসু প্রেমাধীনত্বাৎ মৌগ্ধ্যমেব দধন্ তাভিঃ সহ রেমে", এই কথা বলিয়া, উক্তার্থের সমর্থন-কল্পে পুনরপি বাদরায়ণি-ভগবান্ শ্রীশুকদেব কুরু-শ্রেষ্ঠ-মহারাজ-পরীক্ষিৎকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, "তদঙ্গ-সঙ্গ-প্রমুদাকুলেন্দ্রিয়াঃ, কেশান্ দুকূলং কুচ-পট্টিকাং বা। নাঞ্জঃ প্রতিব্যোঢ়ুমলং ব্রজ-স্ত্রিয়ঃ, বিস্রস্ত-মালাভরণাঃ কুরূদ্বহ।" অর্থাৎ স্ব-প্রতিবিম্ব-বিভ্রম-বিশিষ্ট-মুগ্ধ, বা তদ্বিলাসাভিভূত-বালকের ন্যায় ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব যখন পরিষ্বঙ্গ, করাভিমর্ষ, স্নিগ্ধেক্ষণ, উদ্দাম-বিলাস ও হাস-প্রভৃতি-সাহায্যে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে আরম্ভ

করিলেন, তৎকালে ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবের মৃগ-মদামোদাঙ্কিত-চন্দন-চর্চ্চিত-দিব্যাতিদিব্য-শ্রীঅঙ্গ-সঙ্গ-বশে "প্রকৃষ্টা ক্রমেণ প্রকর্ষং প্রাপ্তা যা মুৎ প্রীতিস্তয়া হর্ষলক্ষণয়া প্রীত্যা সান্দ্রানন্দরূপিণ্যা আকুলানি অবশানি ইন্দ্রিয়াণি যাসাং, তাঃ, তথা বিস্রস্তা মালা, আভরণানি চ যাসাং, তাস্তথাভূতাঃ" সেই সকল-পার্ব্বতীদেবী মানসে নিতান্তই উন্মথিতা ও ইন্দ্রিয়-নিচয়ে অত্যন্ত-বিবশা হইয়াছিলেন।

কিঞ্চ, তাদৃশাবসরে সেই সকল-পার্ব্বতীদেবী কাঞ্চন-কমনীয়-কোমল-কলেবর-কান্ত-শ্রীশঙ্করদেব-কৃত-কণ্ঠালিঙ্গন ও করাভিমর্ষকালে তদীয়-ত্রিলোক-রমণীয়-ত্রিভুবনৈকসুন্দর-শ্রীঅঙ্গ-সমূহের স্বর্গ-সুধা-মহাহ্রদ-গত-সলিল-সম-শীতল-সুখকর-শান্তি-প্রদ-সঙ্গ-ফলে সমুৎপন্না ক্রমে ক্রমে প্রকর্ষ-প্রাপ্তা মুৎ, প্রীতি, হর্ষ, বা সান্দ্রানন্দের আতিশয্য-বশে মানস, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কাররূপ অন্তঃকরণ-বৃত্তি-চতুষ্টয়ে, তথা জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়-নিচয়ে আকুলা, অলসা, বিবশা; সুতরাং সমীকরণ, বা যথোচিত-স্থানে স্থাপনানুকূল-ব্যাপারাভাবে মালতী, মাধবী, মল্লিকা ও মন্দারাদি-বিবিধ-বিচিত্র-কুসুমচয়-রচিত-মাল্য-দাম এবং মণি-খণ্ড-খচিত-রত্ন-রাজি-রঞ্জিত-সমুজ্জ্বল-স্থূল-মুক্তা-ফল-জাল-জড়িত-হেম-মণিময়-বিবিধ-বিভূষণ-সমূহ বিস্রস্ত-স্থানভ্রষ্টাবস্থায় গলিত হইয়া যাওয়ায়, কেশ-পাশ, গ্রীবা, হৃদয় ও কৃশোদর-দেশে বন-কুসুম-মাল্য-দাম-বিহীনা, বা তত্তৎ-প্রদেশে-কনক-কঙ্কতিকা, সুবর্ণময়-কসুম-সমূহ, মুক্তাজাল-হীরা-সার-রচিত-হার-সারাদি অলঙ্কার-কলাপে পরিরহিতাবস্থায় নিতান্ত-রমণীয়োন্মুক্তনৈসর্গিক-সৌন্দর্য্যের একাস্পদী-ভাব-প্রাপ্তা হইয়াছিলেন।

অপিচ, যমুনোত্তরী-তীর-বিপিনবর্ত্তী, পত্র-পুষ্প-ভারাবনত-কদম্ব-কুসুম-তরু-শাখা-শতোপশোভিত, মন্দ-মন্দ-মৃদুল-মলয়-পবন-পরিচালিত-কুসুমিত-লতা-জাল-ললিত, পিক-পঞ্চম-রাব-রাবিত, মত্তমধুকর-নিকর-কৃত-শ্রবণ-সুখকর-মধুরতর-রবে নিরন্তর মুখরিত, কুসুমিত-কদম্বাদি-তরু-শাখান্তরালে উপবিষ্ট-কল-কূজনপরায়ণ-দ্বিজ-কুল-কল-নাদে নিনাদিত, শ্রেণী-বদ্ধভাবে অবস্থিত, সমান্তরাল, বা সম-ব্যবধান-সম্পন্ন, প্রতি চতুষ্পথোভয়-পার্শ্ব-প্রদেশে সযত্নে সমারোপিত-সমোন্নত-পাদপ-পুঞ্জের

ঘন-শীতল-ছায়া-দ্বারা সমাচ্ছাদিত, বিতত-বল্লরী-বাতায়ন-নিবহে বিলসিত, মত্ত-ময়ূর-নর্ত্তনে নর্ত্তিত, সখীসঙ্ঘ-সেবিত, রতি-সুখকর-কুসুম-শয্যারত্ন, তথা কর্পূর-খণ্ডোজ্জ্বল-জল-তাম্বুলাদি-বিবিধ-বিচিত্র-বিহার-বিলাসোপকরণে পরিপূর্ণ-কুঞ্জ-কানন-ভবন-ব্রজস্থ-স্ত্রী, অর্থাৎ শ্রীশঙ্করদেবের বেদ-বোধিত-পরিণয়-নিয়মানুসারে পরিণীতা-ধর্ম্ম-পত্নীভূতা ঐসকল-পার্ব্বতী-দেবী তৎকালে অঞ্জসা, অর্থাৎ শীঘ্রতার সহিত যথার্থ, প্রকৃত, বা ঠিক্ঠিক্-রূপে নিজ-নিজ-কৃষ্ণ-কুঞ্চিত-কেশ-কলাপ-রচিত-কবরীভার, দুকূল, বা কল্প-পাদপ-প্রসূত-সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিধানীয়-ক্ষৌমবস্ত্র, তথা কুচ-পট্টিকা, বা স্তনাবরণ-কঞ্চুক-স্থানীয় উত্তরীয়-বসন-পর্য্যন্তও পূর্ব্ববৎ ধারণ করিতে সমর্থা হইলেন না।

সংক্ষিপ্ত-তাৎপর্য্য এই যে, যমুনোত্তরী-তীর-বিপিনবর্ত্তি-কুঞ্জ-কানন-ভবন-ব্রজস্থা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীঅঙ্গ-সঙ্গ-বশে সঞ্জাতা-প্রীতি, আনন্দ, বা হর্ষভরে মানসে এতই উন্মথিতা, ইন্দ্রিয়-নিচয়ে এতই আকুলা, বিবশা হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের কবরী-বন্ধন স্খলিত হইল, দুকূল-গ্রন্থি, বা নীবি-বন্ধন শিথিল হইল, কুচ-পট্টিকা বিগলিতা হইল, মাল্য-দাম স্থান-ভ্রষ্ট হইয়া, ভূতলে পতিত হইল, আভরণ-সকল শ্রীঅঙ্গ-সঙ্গ-চ্যুত হইয়া, পৃথিবীতলে আশ্রয়-গ্রহণ করিল, তথাপি তাঁহারা স্খলন, গলন, বিস্রংসন, বা পতনাবসরে কেশ, দুকূল, কঞ্চুলিকা, মাল্য ও আভরণ-সকলকে যথার্থরূপে পূর্ব্ববৎ ধারণ করিতে পারিলেন না।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে চতুরধিক শততম অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়

কিঞ্চ, শ্রীশঙ্করদেবের দিব্য-দিব্য-শ্রীঅঙ্গ-সঙ্গ-প্রাপ্ত হইয়া, কেবলই যে আমাদের শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ মানসে মুগ্ধ ও ইন্দ্রিয়-নিচয়ে নিরতিশয়-ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তাহা নহে ; কিন্তু স্বয়ং ভগবত্ত্ব-নিবন্ধন অনন্ত সৌন্দর্য্য-নিরতিশয়-মাধুর্য্য-নিরঙ্কুশৈশ্বর্য্য-প্রভৃতি-দ্বারা পরম-পরিপূর্ণ, পূর্ব্ববৎ কৃষ্ণ-শব্দ-বাচ্য, সর্ব্ব-পাপাকর্ষণ-কর্ত্তা শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীগণের সহিত তথাবর্ণিতানুরূপ-বিক্রীড়িত, অথবা পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-বিক্রীড়নাপেক্ষা অধিকতরোৎকর্ষ, বা পরম-বৈশিষ্ট্য-শালিনী-ক্রীড়া সাক্ষাৎ সেবাদিময়-প্রীতি-বৈশিষ্ট্যের সহিত বীক্ষণ-বিলোকন-দর্শনমাত্র করিয়া, দেবাদি-খেচর-নভশ্চরগণের স্ত্রী-সকলও শ্রীভগবদ্বিষয়ক-কাম-দ্বারা মানসে নিতান্তার্দ্দিত-পীড়িত-মথিত হইয়া, নিতরাং মুগ্ধ হইয়াছিলেন। অর্থাৎ তৎকালে ঐসকল-খেচর-স্ত্রী প্রথমতঃ শ্রীশঙ্করদেবের প্রাপ্তি-বিষয়ে নিজ-নিজ-যোগ্যত্বাযোগ্যত্বাদি-বিচার-রহিতাবস্থায় মানসে কামার্দ্দিত হইয়াছিলেন এবং পশ্চাৎ মন্মথোন্মথিত-মানসে নিজ-নিজ-দেহাদিরও বিস্মরণ-দ্বারা মোহ-বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অপিচ, "কৃষ্ণ-শব্দ-বাচ্যস্য ভগবতঃ-শ্রীশঙ্করদেবস্য মাধুর্য্যাদিভিঃ পরম-পরিপূর্ণস্য বিক্রীড়িতং বীক্ষ্য, কামার্দ্দিতাঃ সত্যঃ খেচর-স্ত্রীয়; যথা ব্যমুহ্যন্, তথা সগণঃ শশাঙ্কশ্চ বিস্মিতঃ অভবৎ।" শ্রীশঙ্করদেবের বিক্রীড়িত-বিলোকনে সগণ-শশাঙ্কদেবও বিস্মিত হইয়াছিলেন, একথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীশঙ্করদেবের বিক্রীড়িত-দর্শনে সগণ-শশধরদেব বিস্মিত হইয়া, নিজ-গতি-পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইলে, তাঁহার অগ্রবর্ত্তী, বা প্রাক্তন অন্যান্য-গ্রহ-সকলও নিজ-নিজ-গতি বিস্মৃত হইয়া, সেই সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এইরূপে নক্ষত্র ও তারাগণসহ তারা-পতি-প্রভৃতি-গ্রহগণের যথোচিতা-গতি স্থগিতা হইলে, শত-বার্ষিক-

বিহার-কালীনা সেই সকল-রজনী, বিশেষতঃ বাসন্তী-পূর্ণিমার রজনী অতিদীর্ঘভাব-প্রাপ্তা হওয়ায়, তাদৃশাতিদীর্ঘতর-রজনী-যোগে শ্রীশঙ্করদেব শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণের সহিত যথাসুখ-বিহার করিবার উপযুক্ত অবসর-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অন্যথা শ্রীশিব-পার্ব্বতীদেবীর তাদৃশ-যথাসুখ-লীলা-বিহার, বা ক্রীড়াকলাপের অতিপ্রসিদ্ধি কদাপি সম্ভবপরা হইত না। অতএব অগ্রিম-গ্রন্থে বক্ষ্যমাণ "ব্রহ্মরাত্রে উপাবৃত্তে" এই সপ্তম্যন্ত-পদদ্বয়ের অর্থ-স্বরূপে রাত্রিকালেরও দিবস-তুল্যতা-নিবন্ধন "ব্রহ্মণশ্চতুর্যুগ-সহস্র-পরিমিতায়াং রাত্রৌ গতায়াং," এই কথা বলা হইয়াছে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই মানব-লোকে মানবোচিত-দ্বিভুজ-দ্বিপাদ-দ্বিনয়ন ও একমস্তকাদি অবয়ব-বিশিষ্ট-শরীরে ঔষধী-প্রস্থ-নগরে "পিতৃণাং মানসী-কন্যা", অথবা সুমেরু-কন্যকা-মেনকার গর্ভে জাতা-মানবী-জনোচিত-শরীরাবয়বা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সহিত শ্রীশঙ্করদেবের রাস-বিহারাবসর ব্রহ্ম-লোকোচিত-ব্রাহ্ম-কাল-মান-দ্বারা প্রমিত হইলে, বিরুদ্ধার্থের সমাবেশ কি অপ্রতিসমাধেয়রূপে পরিগণিত হইবে না? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর-বচনে অগ্রিম-গ্রন্থে বিভিন্নরূপ-বক্তব্য থাকিলেও, অত্র-স্থলে এতাবন্মাত্র-বক্তব্য উপস্থিত হইতেছে যে, শ্রীশঙ্করদেব যখন স্বয়ং ভগবান্ এবং তাদৃশ-ভগবত্ত্ব-নিবন্ধন সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সম্ভারে সতত-পরম-পরিপূর্ণ, তখন পরমেশ্বর শ্রীশঙ্করদেবের ঈশনী-শক্তি-দেবীর সহায়তা-মাত্রেই এতাদৃশ, বা অন্যাদৃশ অশেষবিধ-বিরুদ্ধার্থের সমাবেশ সহজেই প্রতিসমাধেয়-মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে।

সে যাহা হউক, "শশাঙ্কেন বিস্মিতেন গতৌ বিস্মৃতায়াং, ততঃ প্রাক্তনাঃ সর্ব্বে গ্রহাস্তত্র তত্রৈব তস্থুঃ," এইরূপ বাক্য-দ্বারা সগণ-শশাঙ্ক-দেবের বিস্ময়াদি-বশতঃ যে গতি-স্থগিতত্ব কথিত হইয়াছে, তাহা কেবল উৎপ্রেক্ষামাত্রই জানিতে হইবে। কারণ, এই সগণ-শশাঙ্কাদির গতি জ্যোতিশ্চক্রের গতির অধীনা; সুতরাং তাঁহাদের চন্দ্র-সূর্য্যাদি-গ্রহ-নক্ষত্র-মণ্ডলরূপ-জ্যোতিশ্চক্রাধীন-গতিতা, স্ব-গতির অল্পতা, তথা প্রতি

লোমতা যখন শাস্ত্র-প্রমাণে অবগত হওয়া যাইতেছে, তখন বিস্ময়াদি-সাহায্যে শশাঙ্কদেবের গতি-স্থগিতত্ব-কীর্ত্তন উৎপ্রেক্ষা-মাত্র-ভিন্ন আর কি হইতে পারে ? অথবা বাস্তবিকপক্ষে বলিতে কি ? শ্রীশিব-পার্ব্বতীদেবীর তথাভূত-লীলা মাধুর্য্য-দর্শনে, বা তৎ-প্রভাব-বশে বেগবতী-নদীর বেগবান্ প্রবাহের স্তব্ধতার ন্যায় অত্রাপি স্থলে জ্যোতিশ্চক্রেরই স্তব্ধতা অবগত হইতে হইবে।

এইরূপে সমারব্ধা এই রাস-ক্রীড়ায় শ্রীশঙ্করদেব-বিষয়ক-ভাব-বিশেষ-বর্দ্ধন-দ্বারা পরম-মোহনত্বই প্রদর্শিত হইয়াছে এবং এই পরম-মোহনত্ব-প্রদর্শনও যুক্তাতিযুক্ত হইয়াছে, বলিতে হইবে। কারণ, শ্রীশঙ্করদেব-বিষয়ক-ভাব-বিশেষ-বর্দ্ধন-দ্বারা রাস-ক্রীড়ার প্রকর্ষ-প্রাপ্ত-পরম-মোহনত্ব-প্রদর্শনাভিপ্রায়েই প্রকৃত-প্রস্তাবে রাস-ক্রীড়া-সম্বন্ধী নৃত্য ও গীতাদির প্রতিও শ্রীশঙ্করদেব-বিষয়ক-ভাব-বিবর্দ্ধনকল্পে আগ্রহাতিশয্য পরিদৃষ্ট হইয়াছে। কিঞ্চ, এই রাস-ক্রীড়ার শ্রীশঙ্করদেববিষয়ক-ভাব-বর্দ্ধন-দ্বারা যেমন পরম-মোহনত্ব অভিপ্রেত হইয়াছে, সেইরূপ এই রাসক্রীড়া-সম্বন্ধী নৃত্য ও গীতাদির সাক্ষাৎ শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃকত্ব-নিবন্ধনও এই রাস-মহামহোৎসবের পরম-মোহনত্ব বিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

তথা রাসানুষ্ঠেয়-নৃত্য-গীতাদির শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃকত্ব-নিবন্ধন যেমন রাস-ক্রীড়ার পরম-মোহনত্ব অবিসম্বাদিত হইয়াছে, সেইরূপ লক্ষ্ম্যাদি-দুর্ল্লভ-তাদৃশ-সৌভাগ্য-শালিনী-পার্ব্বতীদেবীগণের সহিত মিলিত হইয়া, রাসানুষ্ঠেয়-নৃত্য-গীতাদির অনুষ্ঠান-কর্ত্তৃত্বভার শ্রীশঙ্করদেব স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াও, রাস-ক্রীড়ার পরম-মোহনত্ব, বা গৌরব সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এইরূপ শ্রীশঙ্করদেবের লক্ষ্ম্যাদি-দুর্ল্লভ-তাদৃশ-সৌভাগ্য-শালিনী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের সহিত মিলিতত্ব-নিবন্ধন যেমন রাস-ক্রীড়ার পরম-মোহনত্ব সুসমর্থন-যোগ্য, সেইরূপ তাদৃশ-পরিপাটী-সম্বলিতত্ব-প্রযুক্তও যে রাস-ক্রীড়ার পরম-মোহনত্ব অবগত হইতে হইবে, তাহা সুনিশ্চিত।

অপিচ, "কৃষ্ণ-বিক্রীড়িতং বীক্ষ্য, ব্যমুহ্যন্ খেচর-স্ত্রিয়ঃ। কামার্দ্দিতাঃ

শশাঙ্কশ্চ, সগণো বিস্মিতোঽভবৎ।" এই শ্লোকটী যথাবুদ্ধি-বিভব সম্প্রতি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই শ্লোক-মধ্যে পঠিত "কামার্দ্দিতাঃ", এই বহু-বচনান্ত-পাঠই যে বহু-টীকা-সম্মত, তাহা বিস্পষ্টরূপেই পরিদৃষ্ট হইতেছে বটে; কিন্তু ইহাও দেখিতেছি যে, "কামর্দ্দিতঃ", এই একবচনান্ত-পাঠের প্রতিও অনেকেই লক্ষ্য-বিহীন নহেন। ফলতঃ সকল-টীকাকারেরই উপজীব্য-ভূতা-শ্রীধর-স্বামি-কৃতা উক্ত-শ্লোকীয়-টীকার আরম্ভ-স্থানীয় "ন কেবলং তা এব আকুলেন্দ্রিয়াঃ, কিন্তু দেব্যোঽপি," এইরূপ গ্রন্থ-ভাগ-সাহায্যে নিকুঞ্জ-কানন-ভবন-ব্রজস্থা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণের ন্যায় খেচর-স্ত্রীগণেরই কামার্দ্দিতত্ব স্বীকৃত হওয়ায়, কামার্দ্দিতাঃ", এই বহু-বচনান্ত-পাঠের প্রতি সমধিক আদর-প্রদর্শন-পূর্ব্বক অস্মদীয়-ব্যাখ্যান সম্প্রবৃত্ত হইলেও, যাঁহারা "কামার্দ্দিতঃ", এই এক-বচনান্ত-পাঠের প্রতি সমধিক শ্রদ্ধা-সম্পন্ন, বা আদরাগ্রহানুরাগ-প্রদর্শনে সতত-তৎপর, তাঁহারা অবশ্যই "কামার্দ্দিতঃ", এই একবচনান্ত-পাঠের সঙ্গতার্থতা-প্রতিপাদন-কল্পে শশাঙ্কেরও স্ত্রীভাব-স্বীকার-পূর্ব্বক নিম্নোক্তরূপ-ব্যাখ্যান করিতে পারেন।

ব্যাখ্যান যথা-গগনাঙ্গন-গাত্র-গত-শ্রীশশধরদেবও পূর্ব্বোক্তরূপে কৃষ্ণ-শব্দ-বাচ্য-শ্রীশঙ্করদেবের বর্ণিতানুরূপ-বিক্রীড়িত বিলোকন করিয়া, কিম্বা তাঁহাকেই তৎকালোচিতাশেষ-ভুবনৈকসুন্দরতর-বররূপ-বিভূষণে বিভূষিত বিলোকন করিয়া, তৎ-সহ রমণেচ্ছাবলবতী হওয়ায়, দৈবী-শক্তিবলে তৎক্ষণাৎ স্ত্রী-ভাব-ধারণ-পুরঃসর শ্রীশঙ্করদেব-বিষয়ক-কাম-প্রেরিত-কুসুম-শর-মালা-সমাহত-মানসে নিতান্ত-জর্জ্জরিত ও পীড়িত হইয়া, অশেষ-বিশ্ব-বিমোহন-শ্রীশঙ্করদেবের প্রতি অবিরল-ধারে নয়ন-কুসুম-শর-মালা-প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে স্ত্রী-ভাব-প্রাপ্ত-শশাঙ্কদেব-কর্ত্তৃক তৎকালে শ্রীশঙ্করদেবের প্রতি প্রতিনিয়ত-নয়ন-কুসুম-শরনিকর প্রেরিত হইতে থাকিলে, তাদৃশ অবসরে পূর্ব্ব-ব্যাখ্যাত-ব্রজ-সুন্দরীগণ-গাত্র-গত-সৌন্দর্য্য-সৌকুমার্য্য-মাধুর্য্য-লাবণ্য-লীলা লহরী, কিম্বা তদীয়-বিলাস-কলা সকলের প্রতি যদি কোনরূপে পুরুষ-দৃষ্টি পতিতা হয়, সেই ভয়ে ভগবতী-শাম্ভবী-শাঙ্করী-যোগমায়াদেবী যে পূর্ব্ব হইতেই পুরুষ-দৃষ্টি-নিচয়ের

প্রতি আবরণ-দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা সম্প্রতি অভিহিতা না হইলেও, পূর্ব্ব-নির্দ্দেশানুসারে অবশ্য অবগত হইতে হইবে। কিন্তু, যাঁহারা "কামার্দ্দিতাঃ," এই বহুবচনান্ত-পাঠের প্রতি সমধিক আস্থাবান্, তাঁহারা অবশ্যই "শশাঙ্কশ্চ", ইত্যাদিরই ভিন্ন-বাক্যত্ব স্বীকার করিবেন, সন্দেহ নাই।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে পঞ্চাধিক-শততম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

ষড়ধিকশততম অধ্যায়

শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীঅঙ্গ-সঙ্গ-প্রমুদাকুলেন্দ্রিয়া, রাসোচিত-নৃত্য-গীতাদির নিরন্তর অনুশীলন-ফলে শ্রান্ত-ক্লান্ত-কলেবরা, কেশ, দুকূল, বা কুচ-পট্টিকা-প্রভৃতিরও ভার-বহনে নিতান্ত অসমর্থা, বিস্রস্ত-মালাভরণা, অত্যন্ত আনন্দ-বিবশা, শ্রীভগবদ্বিলাসানন্দে নিতরাং বিহ্বলা-শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীগণের সম্প্রতি বিশ্রামাবসর উপস্থিত হওয়ায়, ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব স্ববিলাসাকুলা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগকে রাস-বিরামাবসর-দান-পূর্ব্বক অর্থাৎ রাসের অনন্তর ক্ষণ-কাল বিশ্রাম করিয়া, যে লীলা-বিশেষের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই লীলা-বিশেষের বিবরণাবসরে অধুনা বলা যাইতে পারে যে, "কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং, যাবতীর্গোপ-যোষিতঃ। ররাম ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া।"

অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব রাসাবসানে ক্ষণ-কাল-মাত্র বিশ্রামের অনন্তর নিকটস্থ-নিকুঞ্জ-সমূহে প্রিয়তমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের মধ্যে প্রত্যেকের সহিত পূর্ব্বের ন্যায় পৃথক্ পৃথগ্রূপে রহস্য-ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিয়া, সেই রাস-বিহার-স্থলে "যাবতীর্যাবত্যঃ" যাবৎ-সংখ্যক-গোপ-যোষিতঃ, "গো×পা×ড ঘে", অথবা "গুপ+অন্, ঘে, ইতি গোপঃ, পৃথ্বী-পতিঃ, স্বর্গ-পতিঃ, সর্ব্ব-রক্ষকঃ, সর্ব্বোপকারকশ্চ, তস্য গোপস্য ধরণীপতেঃ দ্যুপতেঃ ভুজগ-লোক-পতেঃ অখিল-লোক-পতেঃ পশু-পতেঃ সর্ব্ব-রক্ষকস্য সর্ব্বোপকারকস্য বাক্-পতেঃ দিক্-পতেঃ রশ্মি-পতেঃ জগৎ-পতেঃ অশেষ-ভুবনেশ্বরস্য সর্ব্ব-লোকপালকস্য স্বস্যৈব গোপ-ভূতস্য যোষিৎ, যুষ+ইৎ, ঘে, নারী-পরিণীতা-ধর্ম্মপত্নী-সর্ব্ব-প্রধানতমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী, তথা তদাবির্ভাবিত-স্বরূপা, একোন-নব-লক্ষ-সংখ্যকাঃ শ্রীমত্যশ্চ পার্ব্বত্যো দেব্যঃ" অবস্থিতি করিতেছিলেন, "তাবন্তং আত্মানং কৃত্বা", তাবৎ-সংখ্যক আত্ম-প্রকাশ-সম্পাদন করিয়া, আত্মা অর্থাৎ

বহির্বিষয়জাত হইতে প্রত্যাহৃত-স্ববশীকৃত-পরিপূর্ণানন্দ-প্রেমময়-মনো-মাত্রে, অথবা সচ্চিদানন্দময়-স্ব-স্বরূপ-মাত্রে সতত-রমণশীল হইয়াও, বহির্ভুবন-বিবরোদরে লীলা-শৃঙ্গাররসখেলা-প্রকটনেচ্ছা-পরবশতা-প্রযুক্ত ধর্ম্মপত্নীভূতা-নব-লক্ষ-সংখ্যকা-পার্ব্বতীদেবীর সহিত "ররাম রেমে", বিবিধ-রূপে রহস্য-ক্রীড়া করিয়াছিলেন।

অথবা নিজ-সচ্চিদানন্দ ময়-স্বরূপে সতত-রমণ-শীলতা-প্রযুক্ত তাদৃশ আত্মারামতার অব্যাঘাতে স্বকীয়-স্বরূপভূত-হ্লাদিনী-শক্তি-বৃত্তি-স্থানীয়া; সুতরাং আত্ম-স্বরূপভূতা ঐসকল-ধর্ম্মপত্নী-পার্ব্বতীদেবীর সহিত ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব সমুচিত-বোধে যে তৎকালে নিকটস্থ-নিকুঞ্জ-নিচয়ে কাম-কলা-ক্রীড়া-রসাস্বাদনাভিপ্রায়ে বিবিধরূপে রমণাপরপর্য্যায়-রতি-রূপ-নিধু-বন-বিহারে প্রবৃত্ত হইবেন, তদ্বিষয়ে আর সম্প্রতি বিস্ময়ের কীদৃশ-কারণ উপস্থিত হইতে পারে? কিঞ্চ, উক্তার্থের সমর্থন-কল্পে একথাও বলা যাইতে পারে যে, "নাহমাত্মানমাশাসে, মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।" ইত্যাদি-শ্রীভগবদুক্ত-সামান্য-ভক্ত-পর-বচন-প্রামাণ্য-বলে যখন বিস্পষ্টরূপে শ্রীশঙ্করদেবের সম্বন্ধে স্বাত্মাপেক্ষাও ভক্ত-জনগণের সমধিক আনন্দ-প্রদত্ব অবগত হওয়া যাইতেছে, তথা শ্রীপরমেশ্বরদেবেরও যখন স্বাত্মাপেক্ষাও ভক্ত-জনগণের প্রতি সমধিক-প্রীতির পরিচয় উক্তরূপেই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, তখন এই সকল-পার্ব্বতীদেবীর সর্ব্ব-ভক্ত-শিরোমণিতা-প্রযুক্তই যে স্বয়ং আত্মারাম হইয়াও, ভক্ত-বৎসল-শ্রীশঙ্করদেব আনন্দাধিক্য-লাভার্থ এই সকল-পার্ব্বতীদেবীর সহিত নিকটস্থ-নিকুঞ্জ-নিচয়ে রমণাপর-পর্য্যায়-রহস্য-ক্রীড়া করিবেন, তাহা ত শ্রীভগবদুক্ত "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে, তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।" এই বচন-প্রমাণ-বলে সমুচিতই বিবেচিত হইতেছে।

অপিচ, এইস্থানে এরূপ আশঙ্কাও করা যাইতে পারে না যে, একত্র একদা একই শ্রীশঙ্করদেবের নব-লক্ষ-সংখ্যকা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী-দিগের সহিত নিধুবন-বিনোদন উপপন্ন হইতে পারে না। কারণ, যোগিশ্রেষ্ঠ-সৌভর্য্যাদি ও যোগেশ্বর-কৃষ্ণাদিও যখন কায়-ব্যূহ করিয়া, তত্তৎ-রাজ-কন্যা-প্রভৃতির সহিত বিহার করিয়াছেন, তখন শত-কন্যার

পাণিগ্রহীতা-মহর্ষি-সৌভরি ও ষোড়শ-সহস্র-কন্যার পাণি-গ্রহণকর্ত্তা-শ্রীকৃষ্ণরূপ-দৃষ্টান্ত-প্রদর্শন-দ্বারা আমরা শ্রীশঙ্করদেবের পক্ষসমর্থন-কল্পে একথাও বলিতে পারি যে, যোগি-শ্রেষ্ঠ, বা যোগেশ্বরগণেরও এতাদৃশ অসামান্য-প্রভাব যখন শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হইতেছে, তখন মহাযোগেশ্বরগণেরও যিনি ঈশ্বর, সত্যকাম, সত্য-সকল্প, অতর্ক্য-চরিত সেই মহাযোগেশ্বরেশ্বর শ্রীশঙ্করদেব যদি কায়-ব্যূহ-রচনা-বিনাই পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে আবির্ভাবিত-স্বরূপা, প্রমদা-কুল-ললামায়মানা, শত-সহস্র-কোটি-সংখ্যকা-শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীদিগের সহিত একাকী একদা একত্র নিধুবন-বিনোদনে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলেই বা তাঁহার অপ্রতর্ক্য, অবিজ্ঞেয়, সর্ব্বতঃ প্রসুপ্ত-প্রায়-চরিত-সম্বন্ধে কে কি বলিতে পারেন? আর বলিবারই বা কাহার কি অধিকার, যোগ্যতা ও সামর্থ্য আছে? অতএব প্রেম-রস-পরিপাক-বিলাস-বিশেষাত্মক-ভগবত্তা-সার-মাধুর্য্য-সর্ব্বস্ব-প্রকটন-দ্বারা জগচ্চিত্তা-কর্ষণার্থ স্বতঃ প্রেম-বিশেষ-বিস্তার-পূর্ব্বক শ্রীশঙ্করদেব যে নিকটবর্ত্তী নিকুঞ্জ-নিচয়ে নব-লক্ষ-পার্ব্বতীদেবীর সহিত স্বীয় তাবৎ-সংখ্যক ঐচ্ছিক-প্রকাশাশ্রয়ণে পৃথক্ পৃথগ্ রূপে রমণ করিয়াছিলেন, তাহা সুষ্ঠুতররূপেই উপপন্ন হইতেছে, সন্দেহ নাই।

অনন্তর বক্তব্য হইতেছে যে, "নচান্তর্নবহির্যস্য", এইরূপ ন্যায়-সাহায্যে যাঁহার অন্তরও নাই, বাহিরও নাই, আদিও নাই, অন্তও নাই, অথচ অন্তরে, বাহিরে ও আদ্যন্ত-কালে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা পরিপূর্ণ-বিভুরূপে যিনি অবস্থিত রহিয়াছেন, যিনি স্বীয়-সত্য-কামতা, বা সত্য-সঙ্কল্পতা, পরমৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণতা, বা বিভুতা-প্রভাবে ইতঃপূর্ব্বে ইচ্ছামাত্রে তৎকাল-সৃষ্ট-সর্ব্ববিধ-কেলি-বিলাসোপকরণে পরিপূর্ণ, পূর্ব্ববর্ণিত-তথাকথিত-নব-লক্ষ-সংখ্যক-সর্ব্ব-ভূষণৈকভূষণ-স্বরূপ-রম্যতর-রত্ন-রাজি-রচিত-রুচির-রতি-রণ-রঙ্গালয়ে উপশোভিত-সুরত-সমর-লীলা-নিকেতন, বা চারুতর-রাস-মন্দিরের অভ্যন্তর-ভাগ-গত-নব-লক্ষ-সংখ্যা-পরিমিত-রত্ন-সার-রচিত-রম্য-তর-রতি-গৃহবরে নব-লক্ষধা-বিভক্ত-কলেবরে নব-লক্ষধা-বিভক্ত-দেহাবয়বা, কমনীয়-কুসুম-কলাপ-কোমলা, কামিনীমণি-মণিভূতা-নবযুবতী-রসবতী শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের সহিত অভ্যন্তর-রতি, বা গৃহ-বিহারের অনন্তর

বহির্বন-বিহারাভিপ্রায়ে এই যমুনোত্তরী-তীর-প্রদেশবর্ত্তি-নিবিড়-বিপিন-বিভাগে, এই নব-লক্ষ-পার্ব্বতীদেবীর সহিত স্বীয়-বিভূতি-সাহায্যে এযাবৎ ক্রীড়া-বিহার-বিলাস-বাসনার চরিতার্থতা-সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন, তিনি যে আজ এই মধ্য-যোগাবস্থায় স্বীয়-শ্রীবিগ্রহের বিভূতা-সত্ত্বেও, "যাবত্যঃ গোপ-যোষিতঃ", তাবৎ-সংখ্যক আত্ম-প্রকাশ-সাধন-পূর্ব্বক নব-লক্ষ-পার্ব্বতীদেবীর সহিত নিরতিশয়-রতি-বিহার করিবেন, তদ্বিষয়ে কিছু-মাত্র বিস্ময়ের কারণ নাই।

পক্ষান্তরে কিন্তু শ্রীশঙ্করদেব স্বীয়-সর্ব্ব-শক্তির প্রয়োগ-পূর্ব্বক নব-সঙ্গম-সঙ্গতা, সুখ-সাগর-নিমগ্না, রত্ন-ভূষণ-ভূষিতা, পুষ্প-চন্দন-চর্চ্চিতা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের সহিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সংশ্লেষ-সহকারে চতুঃষষ্টি-কলা-মান-মিত-চতুঃষষ্টিবিধ-সুখ-জনক-স্ত্রীজন-মনোহর এত অধিক-পরিমাণে সুখ-শৃঙ্গার করিয়াছেন যে, তাদৃশ অত্যতিরতি-বিহার-দ্বারা সুরত-সমর-রস-বিজ্ঞা, রাস-রস-রসিক-শেখরেশ্বরী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী-দিগের কবরী-শোভা-বর্দ্ধন-কুসুম-মাল্য-সমূহ ছিন্ন ও স্খলিত হইয়াছে, কেশ-গুচ্ছের মূল বন্ধন বিগলিত হইয়াছে, সীমন্ত-সিন্দুর-তিলকরেখা অদৃশ্যতা প্রাপ্তা হইয়াছে, স্তন-তট-চন্দন বিভ্রষ্ট হইয়াছে, বাহু-যুগলের তিলক বিলুপ্ত হইয়াছে, কপোল-তলস্থ-কুঙ্কুম-বিন্দু-সমাচিত-চিত্র-পত্রক অপহৃত হইয়াছে, ওষ্ঠাধর-রাগ স্থান-ত্যাগে বাধ্য হইয়াছে, দন্তৌষ্ঠ-পুটক কুন্দ-দশন-দংশনে দষ্ট হইয়াছে, অখণ্ড-গণ্ড যুগল ঘন-ঘন-চুম্বন-কালীন-নিষ্যন্দিত-চর্ব্বিত-তাম্বূল-রস-রাগে রঞ্জিত ও দশন-দংশনে খণ্ডিত হইয়াছে।

তথা শ্রীশঙ্করদেবসহ অত্যধিক-বিহারের ফলে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী-দিগের কণ্ঠহার কুণ্ঠিতভাব-ধারণ করিয়াছে, হৃদয়স্থ-মণিসর রতি-সুখকর-কুসুম-শয়নীয়তলে পতিত হইয়াছে, কুচ-কঞ্চুক ও উত্তরীয়-সূক্ষ্ম-ক্ষৌম-বসনাঞ্চল বিচলিত হইয়াছে, বক্ষোজ-সমূহের কুঙ্কুম পঙ্ক-পঙ্কিলালক্তক-রস-রাগ বিমার্জ্জিত হইয়াছে, কৃশতর-কটি-তট-গত-নীবি-বন্ধন বিমোচিত হইয়াছে, হেম-মণিময়ী-কাঞ্চী, কিম্বা বিপুল-নিতম্ব-বিম্ববরে বিলসিত-হীরক-তারক-সার-রচিত-চন্দ্রহার আরম্ভ-প্রদেশে বিপর্য্যস্ত-বর-রাম-রম্ভা-

তরু-সম উরু-স্থলে বিলম্বিত হইয়াছে, বিচিত্র-রত্ন-রাজি-বিরচিত-মণি-মঞ্জীরাদি-পাদালঙ্কার-সকল দূরে অপসারিত হইয়াছে, চারুতর-চরণ-চয়-গত-যাবক-রস-রাগ বিদূরিত হইয়াছে, মহামরকত-মণিময়-কলস-কল্প-কঠিনোন্নত-ঘন-পীন-পয়োধর-প্রকর প্রখর-নখর-নিকর-কৃত-রেখাঙ্কিতাবস্থায় প্রকম্পিত হইতেছে, তথা অবধীরিত-শিশির-সিক্ত-শারদারবিন্দ-বদন-বিম্ব শুভ্রোজ্জ্বল-মুক্তা-ফল-কল্প-রতি-রণ-জাত-শ্রম-সলিল-বিন্দু-নিবহে বিলসিত, কমল-কামিনী-কেতকী-কুসুম-কোমল-কলেবর নিতান্ত-রতি-ক্লান্ত-শ্রান্ত, শরীর-যষ্টি বিস্রস্তাভরণা ও কল্প-পাদপ-পরিভুক্তা-নির্দ্দয়-নিপীড়িতা-মর্দ্দিতা-পরিভ্রষ্টা-কল্পলতিকার ন্যায় ভুক্তা-পীড়িতা-মর্দ্দিতা-পরিভ্রষ্টা-তনুলতা চেতনা-বিহীনা হইয়াছে দেখিয়া, ভক্তি-ভাব-পূত-মানস, বা কল্পনা-নয়নে প্রত্যক্ষ করিয়া, আমাদের হৃদয়-দেশে মহতী-ভাবনার, দুরপনেয়া-দুঃখদায়িনী-দুশ্চিন্তার সঞ্চার হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

ইতি অষ্টাবিংশ-পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে ষড়ধিক-শততম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়

অথবা যিনি সর্ব্ব-ভাব-সাম্রাজ্যের সর্ব্ব-শোভা-ভর-সম্পন্ন, সর্ব্ব-গুণ-গণালঙ্কৃত, সর্ব্ব-জগৎ-পূজ্য, কেশব-বাসবাদি-বরেণ্য-দেব-বৃন্দ-বৃন্দারক-বন্দিত, এক-চ্ছত্র-শোভিত, অদ্বিতীয়-সম্রাট্, বা একমাত্র অধীশ্বর, যিনি সর্ব্ব-ভাবনা-ভাব্যের একমাত্র অধিপতি, সেই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবের অধিকৃত-বিষয়ে অল্পীয়সী-বিদ্যা-বুদ্ধি-মতি-গতি, কিম্বা অল্পীয়ান্ যোগ-ধ্যান-জ্ঞান-বিজ্ঞান-দান-ধর্ম্ম-দয়া-দাক্ষিণ্য-তপস্যায়ুর্যশো-বল লইয়া, প্রচুরতরা-জ্ঞানাধর্ম্ম-কলুষিত-হৃদয়ে আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র-নির্জ্জীব-জীবগণ আর কি ভাবনা করিবে? এবং কতটুকুই বা ভাবিবে? তথা ভাবনা করিবার শক্তিই বা আমাদের মধ্যে কাহার কতটুকু আছে? সেই জন্যই বলিতে হইতেছে যে, যাক্, আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র-কলিমল-লুলিত-জীবের আর এই অভাবনীয়াবোধ্য-জটিল-বিষয়টীকে লইয়া, নিষ্ফল-ভাবনা করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

পক্ষান্তরে অকারণ-দুশ্চিন্তা-রাক্ষসীর করাল-কবল হইতে নির্ম্মুক্তাবস্থায় সর্ব্বভাবে সর্ব্ব-ভাবনা-ভাব্য-সর্ব্ব-ভাবময়-শ্রীশর্ব্বদেবের শ্রীচরণে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের এই অত্যতিরতি-বিহার-জনিত-কলেবর-ক্লান্তি-শ্রান্তির অপনয়ন ও চেতনার প্রত্যানয়ন-কল্পে কাতর-কণ্ঠে প্রার্থনা জানাইয়া, মৌনাবলম্বন-পূর্ব্বক স্থিরভাবে বসিয়া থাকিয়া, অলোল-লোচন-যুগলে কেবলমাত্র আমাদের দেখাই উচিত হইতেছে যে, শ্রীশঙ্করদেব প্রাণসমা-প্রিয়তমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের এতাদৃশী অবস্থা দর্শন করিয়া, কি করেন? আহা! দেখ, দেখ, ভাই! ভক্ত-সাধক-সজ্জনগণ! বোধকরি, আর আমাদিগকে অধিককাল অপেক্ষা করিতে হইবে না। ঐদেখ, আমাদের দয়ার ঠাকুর-ভক্তবৎসল-ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবের করুণা-রস-পূর্ণা, প্রেমাশ্রু-পরিপূতা, কলি-কলুষ-হরা,

ভোগ-মোক্ষৈক-দাত্রী, দয়া-দাক্ষিণ্যোপেতা, অশেষাশুভ-নাশিনী, দারিদ্র্য-দুঃখ-দুর্দ্দশা-দলনী, শ্রান্তি-ক্লান্তি-সন্তাপ-নাশিনী, সর্ব্ববিধ-সুখ-সৌভাগ্য-দায়িনী, সর্ব্বোপসর্গ-শমনী, দীর্ঘ-সংসার-বর্ত্ম গত্যাগতি-শাতনী, প্রণয়-পীযুষ-সারামৃত-বর্ষিণী, দৌর্ম্মনস্য-দারিণী-দৃষ্টি শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীদিগের শারদ-শতদল-দল-শোভা-মোচন-নিমীলিত-লোচন-যুগল-বিলসিত-সরসিজ-সুন্দর-শ্রীবদনের প্রতি নিপতিতা ও সংসক্তা হইয়াছে।

সেই জন্যই বুঝি, আমাদের নবীন-নাগর, রসের সাগর, রসিক-শেখর, প্রেমিক-প্রবর, সুবর্ণ-সুন্দর, নব-নটবর-শ্রীশঙ্করদেব করুণা-রসার্দ্র-হৃদয়ে স্বয়ং সুরতোপরতাবস্থায় সুরত-বিরতা অতিরতি-রণ-বিহার-ক্লিষ্টা, কাম-সাগর-সন্তরণ-সঞ্জাত-শ্রমাতিশয্য-বশতঃ নিতরাং শ্রান্ত-ক্লান্ত-কলেবরা, নির্দ্দয়-নিপীড়িতা-মর্দ্দিতা-স্বগাত্র-পরিভ্রষ্টা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী-দিগের শিশির-সিক্তশারদ-সরোজ-সদৃশ ; সুতরাং অতিরতিবিহার-সমুত্থ-শ্রম-সলিল-বিন্দু-বিভূষিত-শ্রীবদনগুলিকে প্রথমতঃ শন্তম-পরমসুখাত্মক-নিজ-শ্রীকর-সরসিজ-সাহায্যে পরম-প্রেমভরে প্রকৃষ্টরূপে পরিমার্জ্জিত করিলেন। অর্থাৎ করুণ-হৃদয় সেই শ্রীশঙ্করদেব দম্পতীজন-সমুচিত মিথঃ পরস্পর-গাঢ়তরানুরাগরূপ-রতি-প্রচুর-বিহার-লক্ষণ-বিবিধ-বিচিত্র-বিদগ্ধ-জনোচিত-নিজকৃতেষ্ট-চেষ্টা-সমষ্টি-দ্বারা অতিশ্রান্তা সেই শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীদিগের ক্লান্ত-শ্রান্ত-শ্রীঅঙ্গ-সকলের ক্লান্তি-শ্রান্তি-সমুত্থ অব-সাদের অপনয়ন, শারীর-স্বাচ্ছন্দ্য-সম্পাদন ও চেতনা-প্রত্যানয়ন-বিষয়ক-সত্য-সঙ্কল্পের অনন্তর তাঁহাদের শ্রীবদনারবিন্দ-বৃন্দ "বিশিষ্টেন সর্ব্ব-সন্তাপ-শমনেন সর্ব্ব-সৌভাগ্য-সম্পৎ-প্রদেন শন্তমেন পরম-সুখাত্মকেন পাণিনা কল্যাণ-স্পর্শনাদি-গুণ-নিকরেণ করেণ নৈজ-দক্ষিণেন প্রকর্ষেণা মৃজৎ, স্বেদ-বিন্দ্বপসারেণ, অলক-সম্বরণাদিনা চ প্রোজ্জ্বলয়ামাস।" কেন যে শ্রীশঙ্করদেব নিজ-তাদৃশ-কর-কমল-সাহায্যে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী-দিগের তাদৃশ-শ্রীবদনারবিন্দবৃন্দ বিমার্জ্জিত করিয়া, স্বেদ-বিন্দু-সকলের অপনয়ন ও চূর্ণ-কুন্তল-সকলের সম্বরণ, বা যথাস্থানে সন্নিবেশ-সাধন করিয়াছিলেন ? তদ্বিষয়ে কারণ-কীর্ত্তন করিতে হইলে, শ্রীশঙ্করদেবের

কারুণ্য-পরদুঃখাসহিষ্ণু-স্বভাবতাই যে সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ-যোগ্য, তাহা বোধকরি কেহই অস্বীকার করিবেন না।

কিন্তু, এক্ষণে শ্রীশঙ্করদেবের এই কারুণ্য, বা পর-দুঃখাসহিষ্ণুতা যদি স্বভাব হয়, তবে স্বভাবের অপরিহার্য্যতা ও অপরিবর্ত্তনীয়তা-নিবন্ধন দুঃখ-কাতর-জন-মাত্রের প্রতি স্বভাবের সম-ব্যবহার্য্যতা অবশ্যম্ভাবিনী হইলে, সর্ব্ব-জন-সাধারণ-সর্ব্ব-জীব-সুলভ-তাদৃশ-কারুণ্য-প্রকাশ-দ্বারা শ্রীশঙ্করদেব অনন্য-সুলভানন্য-সাধারণ-সদ্-ব্যবহার-যোগ্যা-শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীদিগের প্রতি যথোচিত-সমুদাচার, বা সদ্-ব্যবহারের পরিবর্ত্তে আপেক্ষিক অশিষ্টাচার-প্রদর্শন ও অসদ্-ব্যবহার করিয়াছেন কিনা? এইরূপ প্রশ্ন হইলে, প্রতিবচনাবসরে অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে, উক্তরূপে করুণাময়-সাগর-শ্রীশঙ্করদেবের কারুণ্যের সাধারণ্য সমর্থন-যোগ্য ও সুপ্রতিপন্ন হইলেও, শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী-দিগের স্বেদ-বিন্দু-সমাচিত-শিশির-সিক্ত-শারদ-সরসিজ-সদৃশ-শ্রীবদনগুলির স্বেদ-বিন্দ্বপসারণ-কল্পে প্রেম-ভরে স্ব-হস্তে প্রমার্জ্জন ও কপাল-কপোল-তলে আকুলভাবে পতিত-ললিত-লোল-কৃষ্ণ-কুঞ্চিত-কুন্তল-কুলের সম্বরণ, বা যথোচিত-স্থানে বিনিবেশন-লক্ষণ-কার্য্যটী ত কখনই অন্য-সাধারণরূপে পরিগণিত হইতে পারে না।

অপিচ, উক্তার্থের সমর্থন-কল্পে ইহাও বক্তব্য হইতেছে যে, অন্যত্র কুত্রাপি আর কি কখনও শ্রীশঙ্করদেব নিজ-পাণি-পঙ্কজে পরম-প্রেমানু-রাগভরে কাহারও বদন-বিম্বস্থ-স্বেদ-বিন্দু-প্রমার্জ্জন ও কুন্তল-কুলের সমী-করণ করিয়াছেন? যদি না করিয়া থাকেন, তবে কারুণ্যের সাধারণ্য স্বীকরণীয় হইলেও, শ্রীশঙ্করদেবকৃত শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের শ্রীবদন-সমূহের স্বেদ-জল-প্রমার্জ্জন ও কুন্তল-সম্বরণরূপ-কার্য্য দুইটী পরম-প্রেমানুরাগ-স্নেহাদর-পরিচায়ক, কিম্বা পরম-বৈশিষ্ট্য-সূচক-ব্যবহার-মধ্যে পরিগণিত হইবে না কেন? আর একটী কথা এই যে, সাদ্‌গুণ্যানুসন্ধান-পূর্ব্বক অহন্তা, বা মমতার একতর-বিষয়তাবলম্বনে জাতা চিত্ত-ক্ষেত্রে সমুৎপন্না ঈদৃশী-ভাবময়ী যে স্নিগ্ধতা, সেই স্নিগ্ধতাই প্রেমা নামে পরিচিত হওয়ায়, প্রেমা যে

একটী পরম-পবিত্র-বিশিষ্টতর-পদার্থ, তাহা সহজেই অবগত হওয়া যাইতে পারে।

অপিচ, একে ত এই কারুণ্য, তদুপরি আবার এই পরম-পবিত্র-বিশিষ্টতর-প্রেমা, তত্রাপি কারুণ্যাদির প্রদর্শক-পরিচায়ক, স্বভাবতঃ পরম-সুখকর-পরমানন্দপ্রদ-পাণি-স্পর্শ, তত্রাপি প্রেম-পূর্ব্বক-প্রমার্জ্জন, তত্রাপি বীজন, অনুলেপন, তত্রাপি প্রত্যঙ্গ-প্রসাধন, তত্রাপি-তাম্বুল-বীটিকা-প্রদান এবং সর্ব্বোপরি স্বীয়-মুখ-কমল-মধু-পান-দান, বা নিজ-চর্ব্বিত-তাম্বূল-রস-রাগ-রঞ্জিত-মধুরাধর-সুধা-পান-দান-দ্বারা আপ্যায়ন-প্রভৃতির অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক অনন্য-সুলভ, অনন্য-সাধারণ-সদ্-ব্যবহার-যোগ্যা-শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীদিগের পরম-চরম-সন্তোষণ-সম্পাদনার্থ আহা! আমাদের এই বিদগ্ধরাজ-শ্রীশঙ্করদেব কতই না যত্নাবলম্বন করিয়াছেন? এরূপ অবস্থায়ও কি আমাদের রস-সাগর-নব-নাগর-শ্রীশঙ্করদেবের প্রতি এইরূপ অভিযোগের আরোপ করা যাইতে পারে যে, শ্রীশঙ্করদেব সর্ব্ব-সাধারণ-কারুণ্য-মাত্র-প্রকাশ-দ্বারা তথাকথিতরূপা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণের প্রতি অযথোচিত-ব্যবহার করিয়াছেন? "অঙ্গেতি প্রেম-সম্বোধনে।"

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে সপ্তাধিকশততম অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়

ভগবত্তা-সার-মাধুর্য্য-সর্ব্বস্ব-প্রকটন-পূর্ব্বক তটিনী-তট-নিকট-গত-নিকুঞ্জ-সমূহে প্রতি পার্ব্বতীদেবীর সহিত পৃথক্ পৃথক্ প্রকাশ-সাহায্যে রমণী-মণি-মনোমোহন-রমণের অনন্তর অতি-রতি-বিহার-বশতঃ শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী-গণের রতি-শ্রান্তি অবলোকন করিয়া, করুণা-পরবশতা-প্রযুক্ত ঘোরতর-রমণ, বা অতিতুমুল-রতি-রণ-রঙ্গে ভঙ্গ-দান-পুরঃসর অবিরত-রত-কার্য্য হইতে বিরত হইয়া, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণের অতি-রতি-বিহার-জনিত-শ্রান্তির অপনোদন-কল্পে শ্রীশঙ্করদেব প্রেম-মুগ্ধ-মানসে করুণা-রস-স্নিগ্ধ-হৃদয়ে স্বকীয়-শস্তম-পাণি-পঙ্কজ-দ্বারা যে যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা "তাসাং রতি-বিহারেণ, শ্রান্তানাং বদনানি সঃ। প্রামৃজৎ করুণঃ প্রেম্না, শন্তমেনাঙ্গ ! পাণিনা।" এই শ্লোকের ব্যাখ্যান-রূপ-গত-গ্রন্থে যথাসম্ভব কথিত হইয়াছে।

পক্ষান্তরে কিন্তু শ্রীশঙ্করদেবের সমুদাচার, বা সদ্-ব্যবহারপ্রদর্শনার্থ এস্থলে অবশিষ্ট-বক্তব্য এই যে, রস-ভাববিৎ শ্রীশঙ্করদেব পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণের শ্রান্তির অপনোদন এবং অতি-বিহার-বশে অপহৃত-চেতনার পুনঃ সঞ্চার-পূর্ব্বক মানসী-শান্তি, তথা শারীরিক-স্বাস্থ্য-সম্পাদনের অনন্তর তাঁহাদিগের চিত্তামোদ, বা হৃদয়োল্লাস-বিবর্দ্ধনার্থ ত্রিলোকীতলে সুদুর্ল্লভ-সুন্দর-সুন্দর-বসন-বিভূ-ষণ-সমূহ-সাহায্যে তাঁহাদিগের মনো-বাঞ্ছিত-বেশ-রচনা-কার্য্যে মনো-যোগী হইয়া, প্রথমতঃ প্রিয়তমাগণের পীবরোন্নত-কঠোরতর-মরকতময়-কলস-কল্প-কুচ-সকল মৃগমদ-কুঙ্কুম-পঙ্ক-পঙ্কিল-গাঢ়তর-যাবক-রস-রাগে অনুরঞ্জিত করিলেন। তৎপশ্চাৎ স্বীয়-বাম-হস্ত-দ্বারা চিবুক-ধারণ-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের শস্তম-পাণি-পঙ্কজ-পরিমার্জ্জিত-তাদৃশ-বদন-কমল-সকল আদর-ভরে ঈষদুন্নমিত করিয়া, নিস্তল-ললাটতলে কুঙ্কুমাক্ত-চন্দন-

দ্বারা এক একটী সমুজ্জ্বল-তিলক-রচনা করিয়া, অনন্তর প্রিয়তমাগণের সীমন্ত-প্রদেশ সুবাসিত-সিন্দুর-রেখা-দ্বারা অঙ্কিত করিলেন।

কিঞ্চ, শ্রীশঙ্করদেব শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের "সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরে রম্যে" অনুলেপন-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, অত্যন্তানুরাগের সহিত তাঁহাদিগের প্রত্যেকেরই শ্রীমুখে সুবাসিত-তাম্বুল-সমর্পণ-পূর্ব্বক কেশরী ও ডমরুক অপেক্ষাও ক্ষীণ-মধ্যা ঐসকল-পার্ব্বতীদেবীর কৃশতর-কটি-তট-গত-পূর্ব্বতন-বসন-গ্রন্থি, বা নীবি-বন্ধন-মোচনান্তে বিপুল-পৃথুল-নিতম্ব-বিম্ব-বিলসিত-মুষ্টি-গ্রাহ্য-মধ্য-দেশে বহ্নি-বিশুদ্ধ-দিব্য-দিব্য- বসন- সংযোজন-পুরঃসর পূর্ব্ব-কথিত-প্রকারে অনুরঞ্জিত-শ্যামাস্য-শোভিত-চিবুক-ফলক-স্পর্শনোচ্ছ্রত-কঠিন-কুচ-কলস-সকলের উপরিভাগে কল্প-পাদপ-প্রসূত-দিব্যতম-সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম-ক্ষৌম-বসন-কল্পিত-কঞ্চুলিকা সংবদ্ধা করিলেন।

অনন্তর শ্রীশঙ্করদেব শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণের কুচ-পট্টিকার উপরিতন-প্রদেশে বিবিধবিচিত্র-বহুমূল্য-বিশুদ্ধ-রুচিরতর-রত্ন-খণ্ড-খচিত -মুক্তা-ফল- জাল-জড়িত-হীরক- তারক- তারকিত- স্বর্ণাঞ্চলাঞ্চিত-ললিত- লোচন-লোভনীয়-কমল কুসুম-কোমল-চটুল-চারুতর-চিক্কণ-চেতোহরণ-বহুপ্রশংসনীয়োত্তরীয়-বসন যথাযথরূপে নিপুণতার সহিত স্থাপন-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের দক্ষিণ-কর-কমলতলে পাকশাসন-পালিত-নানাদুঃখ-বিনাশন এক একটী পারিজাত-প্রসূন অর্পণ করিলেন। পশ্চাৎ শ্রীশঙ্করদেব শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণের পঞ্চশর-শর-নিকর-কল্প-কর-লগ্নাঙ্গুলী-দল অমূল্য-রত্ন-রাজি-বিরাজিত-প্রতপ্ত-জাম্বুনদময়াঙ্গুরীয়ক-রত্ন-দ্বারা, গ্রীবাদেশ হেম-মণিময়-গ্রৈবেয়ক-দ্বারা, নীলকান্ত-মণিময়-গিরি-শিখর-কল্প-কুচ-মণ্ডলোন্নত-বক্ষঃস্থল হীরক-তারক-হার, হেম-মণি-সার-হার, বন-ফুল-হার ও ত্রিলোকী-মণ্ডলে নিতান্ত-দুর্লভ-মণিবর-বিভূষিত-সুন্দরতর- মণিসর-প্রভৃতি -দ্বারা, বাহুযুগলের নিম্নভাগ কনকময়-কঙ্কণ ও মণিময়-বলয়দ্বারা, ঊর্দ্ধভাগ কাঞ্চন-মণি-নিচয়-রচিত-কেয়ূরাদি-দ্বারা বিশোভিত করিলেন।

অনন্তর শ্রীশঙ্করদেব তাঁহাদিগের শ্রবণ-প্রদেশ স্থূলতর-মণি-মুক্তা-ফলোজ্জ্বল-কুণ্ডল-মণ্ডলদ্বারা, শিরোদেশ মালতী-প্রভৃতি-মাল্য-সংযুক্ত, কনক-কুসুম-কলাপ-পরিমণ্ডিত, হীরক-তারক-শোভিত, মুক্তাজাল-জড়িত,

দৃঢ়ীকরণাভিপ্রায়ে হীরক-তারকাদি-মণি-খণ্ড-খচিত-কনকময়-কণ্টক-কুলে সঙ্কুল, সুবর্ণ-সূত্র-সংবদ্ধ-সুরুচির-সৌন্দর্য্য-ভার-রমণীয়-কবরীভার-নির্ম্মাণ-দ্বারা, নাসিকাগ্রে মহোজ্জ্বল-স্থূল-মুক্তা-ফল-দ্বারা, কঠিন-নিস্তুল-গণ্ডস্থল "পরিতঃ পরিতশ্চিত্রৈঃ, সার্দ্ধং কুঙ্কুম-বিন্দুভিঃ" জয়-লেখা-সম-সচিত্র-পত্রক-রচনা-দ্বারা, কাঞ্চী-গুণ-স্থান, বা বিপুল-পৃথুল-মদন-বিমান-কল্প-নিতম্ব-বিম্ব নীল-পীত-লোহিত-শ্বেতাদি-বিবিধ-মহার্হ-মণি-রত্ন-রাজি-রঞ্জিত-মায়ূর-চন্দ্রক-কল্প-বহু-বিচিত্র-চন্দ্রক-চয়-চুম্বিত-চারুতর-চন্দ্রহার-দ্বারা, রত্ন-রঞ্জিত-মণি-মঞ্জীরাদি-পাদ-ভূষণ-ভূষিত-স্থল-পদ্ম-বিনিন্দিত- পাদ-পঙ্কজ-যুগল ও চন্দ্র-খণ্ডোজ্জ্বল-নখর-নিকর চিত্রালক্তক-রস-রাগ-দ্বারা রঞ্জিত-বিভূষিত করিয়া, সস্মিতাননে নিমেষোন্মেষ-রহিতালোল-লোচন-যুগলে অদ্বিতীয়-পতি-ভক্তি-সম্পন্না ও অশেষ-সদ্‌-গুণ-গ্রাম-বিমণ্ডিতা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী-দিগের প্রীতি-হর্ষ-সমুৎফুল্ল-সকটাক্ষ-সস্মিত-সুন্দরতর-মুখাম্ভোজ-সুধা-পান করিতে করিতে, কৃতাঞ্জলি-পুটে "হে দেবি ! তব দাসোঽহমিত্যুচ্চার্য্য পুনঃ পুনঃ" তাঁহাদিগকে প্রেম-ভরে নিজ-বিশাল-বক্ষঃ-স্থলে ধারণ করিলেন।

কিন্তু, তৎকাল-মাত্রে অকস্মাৎ সমুৎপন্ন-লজ্জা-বশে অবনত-বিধু-বর-বদনা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী পুনঃ পুনঃ অবগুণ্ঠন-বসন-সমাকর্ষণে প্রযত্ন-পরায়ণা হইলে, শ্রীশঙ্করদেবও তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে রম্যতর-রত্নময়-ক্রীড়ালয়-মধ্যগত-বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিত- বিচিত্র- রত্ন- রাজি-বিরাজিত-মুক্তা-জাল-জড়িত-সুবর্ণ-ছত্রোপশোভিত-পাদপীঠ-মনোহর-ত্রিলোকসুন্দর-রতি সুখকর-পর্য্যঙ্ক-সম-সুবিশাল-রত্নসিংহাসনতলে উপবেশন করাইয়া, যুক্ত-করে এই কথা বলিলেন যে, হে দেবি ! আমি ত তোমার আজ্ঞা-প্রতিপালক-দাস-স্বরূপে ত্বৎ-সকাশে চিরদিন অবস্থিতি করিবার অনুমতি ইতঃ পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হইয়াছি, তবে আবার এক্ষণে আমার নিকটে লজ্জাবনত-বদনে অবগুণ্ঠন-বস্ত্র আকর্ষণ করিতেছ কেন ? হে দেবি ! সুদীর্ঘকাল-যাবৎ তোমার অদর্শন-জনিত-বিরহানল-সন্তপ্ত-মদীয়-হৃদয়ের তাপ ত দেখিতেছি, এখনও পর্য্যন্ত অপগত হয় নাই, তৃষ্ণাও ত দেখি-তেছি, অদ্যাপি কৃশতা-প্রাপ্তা হয় নাই, বাসনার বেগও ত দেখিতেছি, এযাবৎ উপশান্তির পথে অগ্রসর হয় নাই, হে দেবি ! সেইজন্যই

আমার মনে মনে বলবতী ইচ্ছা হইতেছে যে, পূর্ব্বের ন্যায় আমি আর একবার তোমার সরাগ-পাদ-পঙ্কজ-যুগল নিজ-হৃদয়ে ধারণ করি।

এইকথা বলিয়া, অপরাধ-ক্ষমাপণ-প্রার্থনাভিপ্রায়েই যেন সহসা সেই রত্ন-সিংহাসনের পাদ-পীঠতলে উপবেশন-পূর্ব্বক শ্রীশঙ্করদেব প্রিয়তমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সরাগ, বা চিত্রালক্তক-রস-রাগ-রঞ্জিত-চরণাম্বুজ-যুগলকে নিজ-বক্ষঃস্থলে মুহুর্ম্মুহুঃ বিন্যস্ত করিয়া, পরম-চরম-প্রেমানুরাগের পরাকাষ্ঠা-প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এইরূপে নিকটস্থ-নিকুঞ্জনিচয়ে রহস্য-ক্রীড়াবসরে প্রগাঢ়তর-রতি-রস-সমাস্বাদন-কল্পে নিজ-কৃতনির্দ্দয়-নিপীড়ন-জনিতাপরাধের পরিহার-সাধন-পূর্ব্বক অত্যন্তানন্দভরে বলয়-কেয়ূরাঙ্গুরীয়কাদি-করালঙ্কার-নিকরে সমলঙ্কৃত-সর্ব্ব-শুভ-লক্ষণলক্ষিতাজানুলম্বিত-নিজ-ভুজ-যুগলকে প্রসারিত করিয়া, পুনরপি "স চ তাঞ্চ সমাকৃষ্য, চকার বক্ষসি প্রিয়াম্। সস্মিতং বাসসাচ্ছন্নং, দদর্শ মুখ-পঙ্কজম্। চুচুম্ব কঠিনে গণ্ডে, বিম্বোষ্ঠে পুনরেব চ।"

অর্থাৎ শ্রীশঙ্করদেব সেই প্রাণাধিকা-প্রিয়তমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে সমাকর্ষণ-পুরঃসর নিজ-হৃদয়ে ধারণ করিলেন, অবগুণ্ঠন-বসনাচ্ছন্ন-মৃদু-মন্দমধুর-হাস্য-শোভিত-মুখ-পঙ্কজ-সৌন্দর্য্য-দর্শন করিয়া, পশ্চাৎ অবগুণ্ঠনবসনোন্মুক্ত-সস্মিত-শ্রীমুখ-সৌন্দর্য্য-বিলোকনান্তে তাঁহার কঠিন-কপোলতলে ও বিম্বোষ্ঠে ঘন-ঘন-চুম্বন করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীও "দাসী তবাহমিত্যেবং, সমুচ্চার্য্য পুনঃ পুনঃ। ননাম পরয়া ভক্ত্যা, স্বামিনং গুণ-শালিনম্। সস্মিতা তন্মুখাম্ভোজং, লোচনাভ্যাং পপৌ পুনঃ। নিমেষ-রহিতাভ্যাঞ্চ, সকটাক্ষঞ্চ সুন্দরম্।" এইরূপে প্রত্যেক-শঙ্করদেব প্রতি পার্ব্বতীদেবীর সহিত এবং প্রত্যেকপার্ব্বতীদেবী প্রতি শঙ্করদেবের সহিত লীলা-বিলাস-রসাস্বাদন করিতে লাগিলেন বটে; কিন্তু কি পার্ব্বতীদেবী, আর কি শঙ্করদেব, দুইজনের মধ্যে কেহই পরিতৃপ্তি-লাভে সমর্থ হইলেন না; প্রত্যুত "হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব, ববৃধে মদনস্তয়োঃ।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে অষ্টাধিকশততম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

নবাধিকশততম অধ্যায়

শ্রীশঙ্করদেব-কর্তৃক উক্তরূপে পরিসান্ত্বিতা, সম্মানিতা, সম্বর্দ্ধিতা ও সংসেবিতা হইয়া, সর্ব্বরমণী-মণি-মুকুট-মণি-মণ্ডনায়মানা, মানসে মহাহ্লাদবতী, হৃষ্টতর-হৃদয়া, স্বাধীন-কান্তা, কান্ত-পরিধাপিত-রত্নালঙ্কার-দিব্যাম্বর-কুসুম-মাল্য-কুঙ্কুম-চন্দনানুলেপন-যাবক-রস-রাগ-বিরাজিতা, রুচিরতর-কলেবর-মনোহরা, কলকণ্ঠ-কুল-কল্প-কোমল-ললিতালাপ-কুশলা, কলাবতী, হাব-ভাব-লাবণ্য-বিলাসবতী, রূপ-যৌবন-রস-রাগবতী-শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীগণ নিজ-নিজ-দেহাদি-সাহায্যে সমুচিত-বোধে কান্তবর-শ্রীশঙ্করদেবের ত্রিবিধ-প্রকারে প্রহর্ষ-সঞ্জননাভিপ্রায়ে নিকটস্থ-নিকুঞ্জ-নিচয় হইতে নির্গমন-পূর্ব্বক মিলিতভাবে শত-বার্ষিক-বিহারান্তর্গত-রাস-মহোৎসব-সমাপ্তি-সূচক-মঙ্গল-গীতিকা-গান করিতে লাগিলেন।

কিঞ্চ, গোপী পূর্ব্ববৎ গোপী-শব্দ-বাচ্যা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ স্ফুরৎ-সৌন্দর্য্য-প্রাচুর্য্য-বশে নিরতিশয়-স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত-পুরট-কুণ্ডল, বা সুবর্ণ-রচিত-কর্ণাভরণ ও কৃষ্ণ-কুটিল-কুন্তল-সকলের ত্বিট্-কান্তি-কলাপ-প্রভাবে মরকত-মণি-শিলা-খণ্ডোজ্জ্বল-নিস্তল-গণ্ডস্থল, বা কপোল-তল-সমূহে সমুৎপন্না যে শোভনতমা-শ্রী, তৎ-সাহায্যে, সুধিত, বা ভাব-সৌন্দর্য্যে অমৃতায়িত-হাস-মাধুর্য্য-সাহায্যে, তথা অমৃতায়িত-হাস-সহিত-নিরীক্ষণ-সাহায্যে সর্ব্ব-দেবর্ষভ-সর্ব্বামরবর-বরেণ্যতম, প্রচুরতর-প্রভাব-পরিভাবিত, পতি-শ্রীশঙ্করদেবের প্রতি মান-ধারণ, অর্থাৎ তৎ-কালোচিত-সমাদর-সম্বলিত-পূজোপহার-সমর্পণ করিতে করিতে, কুচ-মণ্ডল-প্রদেশে তদীয়-কররুহ, বা প্রখরতর-নখর-নিকর-প্রদত্ত-স্পর্শানুভবান্তে মানসে প্রমোদমানাবস্থায় তৎ-কৃত-রুচির-পুণ্যতর-চারু-চরিত-চয়-চুম্বিত-গুণ-গাথা-গান-দ্বারা তাঁহার মানসামোদ-সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

"গোপ্যঃ স্ফুরৎ-পুরট-কুণ্ডল-কুন্তল-ত্বিড়্-গণ্ড-শ্রিয়া সুধিত-হাস-নিরীক্ষণেন। মানং দধত্য ঋষভস্য জগুঃ কৃতানি, পুণ্যাণি তৎ-কররুহ-স্পৃশন-প্রমোদাঃ।" এই পদ্যটী সম্প্রতি উক্তরূপে ব্যাখ্যাত হইল সত্য; কিন্তু যদি এস্থলে এইরূপ প্রশ্ন হয় যে, "তাসাং রতি-বিহারেণ শ্রান্তানাং", ইত্যাদি-পূর্ব্ববর্ত্তি-পদ্যটীতে যখন শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের অত্যতিরতি-বিহার-জনিত-শ্রান্তির উল্লেখ করা হইয়াছে, তখন তৎপরবর্ত্তি-শ্লোকেই আবার রত্যাদি-শ্রান্তা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের গানে রসোল্লাস কিরূপে প্রতিবোধিত হইতে পারে? তবে প্রতিবচনাবসরে বলা যাইতে পারে যে, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের বিশেষণভূত "তৎ-কররুহ-স্পৃশন-প্রমোদাঃ," এই বহু-বচনান্ত-পদটীর সমাবেশ-কারণ অনুসন্ধিত হইলেই, বোধকরি, উক্তরূপ-প্রশ্নের পরিহার সাধিত হইতে পারে।

আর একটী কথা এই যে, প্রগাঢ়তরানুরাগ-ভরে রুচির-রাস-ক্রীড়া-কালে পরস্পরের অনন্যভাবতা-প্রযুক্ত পবিত্র-দাম্পত্য-প্রেম-মাত্রের সম্যক্‌রূপ-স্ফূর্ত্তি না থাকায়, রাস-ক্রীড়াবসানকালে করুণ-হৃদয়-শ্রীশঙ্কর-দেব সমুদ্‌বুদ্ধ-ব্যক্ত-ভাবাপন্ন-পবিত্র-দাম্পত্য-প্রেম-সম্ভার-পরিচালিত হইয়া, যখন নিজ-শস্তম-পাণি-পঙ্কজ-সাহায্যে অতিরতি-বিহার-শ্রান্তা-শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীদিগের শ্রীবদন-নিচয়-প্রমার্জ্জন-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে তথা কথিতরূপে সৎকৃতা করিলেন, তৎকালে শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক সম্মানিত, সমাদরভরে সৎকৃত-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণও পরস্পর অনন্যভাবতা-বশতঃ কথঞ্চিৎ অব্যক্তাবস্থ-তাদৃশ-দাম্পত্য-প্রেমের আকস্মিক-সবিশেষ-স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্তি-নিবন্ধন প্রগাঢ়-বিপুলতর-দাম্পত্য-প্রেম-ভরে সর্ব্ব-গুণালঙ্কৃত-স্বামী শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীচরণে প্রণিপাতান্তে পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে সুধিত-হাস-নিরীক্ষণাদি-দ্বারা তদীয়-সম্মানন-সম্পূজনার্থ "তস্য মানং দধত্য উক্ত-প্রকারৈঃ পূজাং কুর্ব্বত্যঃ, যদ্বা অহো! মম ধন্যতা, যস্য ঈদৃশো বল্লভঃ, ইত্যেতাদৃশং তস্য মানং গর্ব্বমর্পয়ন্ত্যঃ পুণ্যানি পুণ্যকরাণি চারুণি চ জগুঃ", এই কথা বলিলে কি কোনরূপ অন্যায় কথা বলা হইবে?

অপিচ, শ্রীশঙ্করদেব যখন শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের কুচ-মণ্ডল-নিচয়ে নিজ-কররুহ-নিকর-দ্বারা সুখ-স্পর্শ-দান করিতেছিলেন, তৎকালে তাদৃশ-

স্পর্শ-সুখানুভবান্তে গুণবতী হইয়াও, এই সকল-পার্ব্বতীদেবী তূষ্ণীম্ভাব, বা মৌনাবলম্বনে অবস্থিতা হওয়ায়, কিঞ্চিৎ প্রণয়-কোপ-সাহায্যে প্রিয়তমাগণের কল-কণ্ঠ-বিনির্গত-পঞ্চম-স্বর-লহরী-ললিত-সঙ্গীতালাপ-প্রবর্ত্তন-কল্পে পুনশ্চ শ্রীশঙ্করদেব যাবৎ তাঁহাদের কিঞ্চিৎ অধিকতররূপে মানস-মোদনের ব্যবস্থা করিলেন, তাবৎ আমাদের শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণও নবানুরাগভরে "স্ফুরতাং স্বর্ণ-কুণ্ডলানাং, কুন্তলানাঞ্চ ত্বিষা গণ্ডেষু যা শ্রীস্তয়া, সুধিতেন অমৃতায়িতেন হাস-সহিত-নিরীক্ষণেন ঋষভস্য পুরুষ-শ্রেষ্ঠস্য পত্যুঃ শ্রীশঙ্করদেবস্য মানং আদরং, পূজাং, গর্ব্বং বা দধত্যঃ কুর্ব্বত্যঃ অর্পয়ন্ত্যঃ "পুণ্যস্তু চার্ব্বপীত্যমরাৎ" পুণ্যানি পুণ্যকরাণি চারূণি চ তৎ-কৃতানি কর্ম্মাণি জগুরিতি রত্যাদি-শ্রান্তানামপি তাসাং-গানে রসোল্লাসো বোধিতঃ। তাসামিত্যাদি-পদ্য-দ্বয়ে হেলা-নামায়মনুভাবঃ। যথা—চিত্তস্যাবিকৃতিঃ সত্ত্বং, বিকৃতেঃ কারণে সতি। তত্রাদ্য-বিক্রিয়া ভাবো, বীজস্যাদি-বিকারবৎ। গ্রীবা-রেচক-সংযুক্তো, ভ্রূনেত্রাদি-বিকাশকৃৎ। ভাবাদীষৎ প্রকাশো যঃ, স হাব ইতি কথ্যতে। হাব এব ভবেদ্ধেলা, ব্যক্তঃ শৃঙ্গার-সূচক ইতি।"

কিঞ্চ, এবম্ভূত-পূর্ণ-রাস-মণ্ডলে পূর্ণরূপে রাস-ক্রীড়ার সফলতা সম্পাদিতা হইলে, পূর্ব্ব-সমাগত-গগনাঙ্গন-গাত্র-গত-সুবর্ণ-স্যন্দনস্থ, সর্ব্বাঙ্গে পুলকাঞ্চিত, হৃদয়ে কুসুমশর-শর-নিকরে নিপীড়িত ঋষিগণ, মুনিগণ, সিদ্ধগণ, পিতৃগণ, বিদ্যাধরগণ ও গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-রাক্ষস-কিন্নরগণ প্রমোদান্বিত-মানসে নিজ-নিজ-স্ত্রীগণ-সহ শ্রীশিব-পার্ব্বতীদেবীর অপূর্ব্ব-রাস-ক্রীড়া অবলোকন করিয়া, মনে মনে কতই আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। শাতকুম্ভ-বিনির্ম্মিত-মণি-মালা-মণ্ডিত, রত্ন-সার-রচিত-পরিচ্ছদ-সমূহে সুশোভিত, বহ্নি-বিশুদ্ধ অংশুক-কলাপে পরিবেষ্টিত, মনোহর-দর্শন-শ্বেত-চামর-সংযুক্ত, শোভন-রত্ন-সার-নির্ম্মিত-দর্পণ-সমন্বিত, শত-চক্র-বিরাজিত, বিচিত্র-চিত্র-নিচয়ে সুচিত্রিত, মনো-মারুত-গামী, শেখর-প্রদেশে রত্ন-রচিত-কলস-সকল-দ্বারা সমলঙ্কৃত ও সমুজ্জ্বল, দশ-যোজন-বিস্তীর্ণ-দিব্য-দিব্য-রথবরে শ্রীমতীলক্ষ্মীদেবীর সহিত সমারূঢ়-শ্রীবিষ্ণুদেব নিজ-প্রিয়তমাকে রত্ন-নির্ম্মিত-রাস-মন্দিরের অপূর্ব্ব-স্বর্গীয়-শোভা-সন্দর্শন করাইয়া, ভূয়সী-প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এইরূপ ভগবতী-ভারতীদেবীসহ প্রতপ্ত-জাম্বূনদ-পরিষ্কৃত-রথবরে সমারূঢ় এবং শ্রীবিষ্ণুদেবের বামভাগে অবস্থিত-ব্রহ্মা নিকটস্থ-নিকুঞ্জ-নিচয়ের সৌন্দর্য্য-দর্শনে মানসে বিমোহিত হইয়া, যেন চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চল-ভাব-ধারণ করিলেন। তথা শ্রীবিষ্ণুদেবের দক্ষিণ-পার্শ্বে সমবস্থিত-সপ্তর্ষিগণ ও সনকাদি-মানস-পুত্রগণ একে অন্যের নিকটে যমুনোত্তরী-তীর-প্রদেশের তৎ-কালীন-পরম-রমণীয়-শোভার বিস্তৃত-বর্ণনা করিতে লাগিলেন। সর্ব্বকর্ম্মের সাক্ষী, সুবর্ণ-স্যন্দনস্থ-শ্রীধর্ম্মদেবের পত্নী, স্মেরাননা-সতী-শ্রীমতীমূর্ত্তিদেবী প্রিয়তম-ভর্ত্তার বক্ষঃস্থলে বিলসিতাবস্থায় সকাম-মানসে বক্র-বিলোচনে পূর্ণতা-প্রাপ্ত-রাস-মহোৎসব অবলোকন করিতে করিতে, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের ত্রিভুবন-মহারাজ-চক্রবর্ত্তি-মহিষী-জনোচিত অতুলনীয়-সৌভাগ্যের কথা-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

কিঞ্চ, শচী-সহ শ্রীমান্ মহেন্দ্রদেব, রোহিণী-সহ শ্রীমান্ কলানিধি-শশাঙ্কদেব, স্বাহা-সহ স্বয়ং অনলদেব, সংজ্ঞাদেবী-সহ ভগবান্ আদিত্যদেব, বক্ষঃস্থলে বিলসিতা-রতিদেবীর সহিত সগণ-জগন্মোহন-কামদেব, তথা অন্যান্য-সকলত্রক-গ্রহ ও দিক্‌পালগণ আকাশতলে অবস্থিত হইয়া, অনিমিষ-লোচনে সরস-রাস-মণ্ডল-শোভা-দর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিয়া দেখিয়া, কেহ বা মুগ্ধ হইলেন, কেহ বা বিস্মিত হইলেন, কেহ বা বিগ্রহবরে বিপুল-পুলক-কুলে আকুল হইলেন, তথা কেহ কেহ বা মূর্চ্ছা-প্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু মুহূর্ত্তকাল পরেই সমস্ত-সুরগণ সস্মিত আননে মুদান্বিত-মানসে একযোগে কখনও বা চন্দন-দ্রব-বৃষ্টি করিতে লাগিলেন, কখনও বা পুষ্প-বৃষ্টি করিতে লাগিলেন, কখনও বা কস্তূরী-কুঙ্কুম-পঙ্ক-বৃষ্টি করিতে লাগিলেন, কখনও বা কস্তূরী-চন্দন-যুক্ত-পুষ্প-মাল্য-বৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং কখনও বা তাম্বুল-বীটিকা-বৃষ্টি করিতে করিতে, শ্রীগৌরী ও শঙ্করদেবের যমুনোত্তরী-তীর-বিপিনবর্ত্তি-রহঃ-কেলি-নিচয়ের জয়-গান করিতে লাগিলেন।

কিঞ্চ, দেব-মুনি-মহর্ষি-বিদ্যাধর-প্রভৃতি যখন চন্দনাদির বৃষ্টি করিতে-ছিলেন, যে সময়ে দেব-পত্নীগণ শ্রীশিবপার্ব্বতীদেবীর পূর্ব্বোক্তরূপ-পূর্ণ-রাস-লীলা-দর্শন করিয়া, মানসে কাম-বাণ-প্রপীড়িত হইতেছিলেন, তাদৃশ

অবসরে "স্থলে রতি-রসং কৃত্বা, জগাম যমুনা-জলম্। পার্ব্বত্যা সহ শম্ভুশ্চ, পূর্ণ-ব্রহ্ম-সনাতনঃ।" প্রধানতমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সহিত স্থল-প্রদেশে রতি-রস আস্বাদন করিয়া, পূর্ণ-ব্রহ্ম-সনাতন-শ্রীশঙ্করদেব রাস-মহা-মহোৎসবের অবভৃথ-স্নান-সদৃশ-জল-বিহার করিতে ইচ্ছা করিয়া, যাবৎ নীল-জলা-যমুনার জলাভিমুখে অগ্রসর হইলেন, তাবৎ আবির্ভাবিত-স্বরূপা একোন-নব-লক্ষ-সংখ্যকা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের সহিত আবির্ভাবিত-স্বরূপ একোন-নব-লক্ষ-শ্রীশঙ্করদেবও যমুনা-জল-সমীপে উপস্থিত হইলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে নবাধিকশততম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

দশাধিকশততম অধ্যায়

অনন্তর "তাভির্যুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গ-সঙ্গ-ঘৃষ্ট-স্রজঃ স কুচ-কুঙ্কুম-রঞ্জিতায়াঃ। গন্ধর্ব্বপালিভিরনুদ্রুত আবিশদ্বাঃ, শ্রান্তো গজীভিরিভরাড়িব ভিন্ন-সেতুঃ।" অর্থাৎ সেই পরম-প্রহৃষ্ট-ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব প্রেম-চেষ্টিত-প্রসঙ্গে রাসোৎসবান্তে অবভৃথ-স্নান-স্থানীয়-জল-বিহারার্থ মনে মনে অভিলাষী হইয়া এবং তাদৃশ-প্রেমময়মধুর-নর-লীলানুকরণে বন-বিহার-লীলাবিষ্টতা-প্রযুক্ত স্বকীয়-শ্রমাপনোদন, তথা পদ্মিনী-স্ত্রীবর্গ-পূজ্য-পাদভূতা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের অতিরতি-বিহার-জনিত-শ্রান্তির প্রশমনের জন্য তাঁহাদিগের সহিত সংযুতাবস্থায় স্বাভাবিক-পরমামোদ-সম্পন্ন-শ্রীঅঙ্গ-সমূহে শোভন-দর্শনা-প্রিয়তমাগণের শ্রীঅঙ্গ-সঙ্গ-বশে ঘৃষ্টা-সংমর্দ্দিতা, তথা তাঁহাদিগেরই কুচ-কুঙ্কুম-রাগ-রঞ্জিতা, স্বভাবতঃ পরম-শুভ্র-বর্ণ-বিভূষিতা যে কৌন্দী-স্রক্ কুন্দ-পুষ্পময়ী-মালা নিজ-গলদেশে দুলিতেছিল, সেই কুন্দ-কুসুমময়ী-মালার গন্ধ-সম্বন্ধে অন্ধীভূত, অথচ গন্ধর্ব্ব-পতিগণের ন্যায় সঙ্গীত-কুশল অলি-কুল-কর্ত্তৃক অনুদ্রুত অনুগত হইয়া, অত্যন্ত-শ্রান্ত-ক্লান্ত-কলেবরে গজী-গণ-সহ মিলিত, ভিন্ন-সেতু-বিদারিত-বপ্র ইভরাট্, বা বিদীর্ণাবরণ-বারণবরের ন্যায় আসক্তি ও অনুরাগ-ভরে নীল-জলা-যমুনার জলে প্রবেশ করিলেন।

"অথবা স শ্রীশঙ্করঃ শ্রীমতীনাং পার্ব্বতীনাং, তাদৃশ-প্রেমময়-মধুর-নর-লীলানুরূপ-লীলা-রসাবিষ্টত্বাদাত্মনশ্চ শ্রমমপোহিতুং, সুরত-সমর-শ্রান্তিং ব্যপনেতুং, শ্রীভগবদঙ্গ-সঙ্গেনৈব ঘৃষ্ট-স্রজো য়াঃ, যাশ্চ নিজ-কুচ-কুঙ্কুমেন রঞ্জিতা, রত্যাবেশেন রমণ-ব্যাপার-বশেন বা সর্ব্বাঙ্গেষু সংপৃক্তাস্তাভির্যুতঃ-সংযুক্তঃ, অতএব শ্রান্তঃ, সুরত-রণশ্রম-সম্পন্নঃ, তথা গন্ধর্ব্বপালিভিঃ "গন্ধর্ব্বো মৃগভেদে স্যাৎ, গায়নে খেচরেঽপিচ।" ইতি বিশ্ব-প্রকাশাৎ গন্ধর্ব্বপা-গায়ন-শ্রেষ্ঠা যে অলয়স্তৈরনুদ্রুতঃ অনুগতশ্চ সন্ গজীভির্যুতঃ

করেণুকাভিঃ পরিবৃতঃ ভিন্ন-সেতুর্বিদারিত-বপ্রঃ বিদীর্ণাবরণঃ ইভরাড়িব দেবরাজ-পালিত-গজরাজ-বংশজাত-বারণেন্দ্রবর ইব বাঃ আবিশৎ, আসক্ত্যা যামুনং জলং প্রাবিশৎ স্বয়ং চানতিক্রান্ত-লোক-বেদ-মর্য্যাদোঽপি সমতিক্রান্ত-কাম-রস-সাগর-মর্য্যাদঃ কৃত-লীলৌদ্ধত্যঃ। দৃষ্টান্তশ্চ গজেন্দ্রস্য বহ্বীভির্গজীভিঃ সহ জল-বিহারাসক্ত্যাত্মনুসারেণ জ্ঞেয়ঃ।”

সে যাহা হউক, “সোঽম্ভস্যলং যুবতিভিঃ পরিষিচ্যমানঃ, প্রেম্ণেক্ষিতঃ প্রহসতীভিরিতস্ততোঽঙ্গ। বৈমানিকৈঃ কুসুম-বর্ষিভিরীড্যমানো, রেমে স্বয়ং স্বরতিরত্র গজেন্দ্র-লীলঃ।” অর্থাৎ সেই পরম-কৌতুকী ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব পূর্ব্ব-কথিতরূপে করেণু-নিকর-পরিবৃত-যূথপতি-গজরাজের ন্যায় শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণে পরিবৃত হইয়া, কল-গুঞ্জন-পরায়ণ-ষট্‌পদ-কুল-সঙ্কুল-কমল-কলাপে পুণ্য-দর্শনা-পূত-সলিলা-তরণি তনয়ার নীল-জলে যাবৎ অবতীর্ণ হইলেন, তাবৎ জল-মধ্যে ইতস্ততঃ চতুর্দ্দিকে অবস্থিতা সেই সকল-রসবতী-যুবতী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী-কর্ত্তৃক অঞ্জলি-প্রক্ষিপ্ত-জল-সাহায্যে, তথা মুষ্টি-মধ্যস্থ-বল-বেগ-নিঃসারিত-জল-ধারা-সাহায্যে পরিতঃ সর্ব্বদিক্ হইতে সিচ্যমান হইয়া, পরিহাস-রস-প্রাচুর্য্য-বশতঃ প্রকৃষ্টরূপে সুধা-মধুর-হাস্য-কারিণী ঐসকল-পার্ব্বতী-দেবী-কর্ত্তৃক বহিঃ শরীরের ন্যায় প্রেমরসবর্ষি-নিরীক্ষণ-মাত্র-সাহায্যে হৃদয়ের অভ্যন্তর-প্রদেশেও উক্ষিত-সিক্ত হইতে লাগিলেন।

এইরূপে অন্তরে ও বহির্দ্দেশে তাদৃশ-ক্রীড়াসক্তাবস্থায় কেবলমাত্র-বহিঃ কলেবরে জল-সেচন-দ্বারা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগকে পরিষিক্তা করিয়াও, মানস-সন্তোষের অলাভ-নিবন্ধন শ্রীশঙ্করদেব পরিহাস-রস-প্রকর্ষ-বশে মধুর-মধুর-শ্রীবদনারবিন্দে মধুর-সুন্দর-হাস্য করিতে করিতে, তাঁহাদিগের লীলার যথাযথরূপে অনুকরণ-পূর্ব্বক প্রণয়-সুধা-রস-সার-রমণীয়-প্রেম-পীযূষ-বর্ষণপটু-কোমল-ললিত-নিরীক্ষণ-দ্বারা তাঁহাদিগকে হৃদয়ের অভ্যন্তর-প্রদেশেও অভিষিক্তা করিয়া, বৈমানিক-বিমানচারি-বিমানস্থ-কুসুম-বর্ষি-কেশব-বাসব-বসু-বরুণ-বিরিঞ্চি-প্রভৃতি-দেবগণ-কর্ত্তৃক কুসুম-বর্ষণ-সাহায্যে ইড্যমান, সদা সর্ব্বত্র সংস্তূয়মানাবস্থায় নিজাশেষ-মহিম-প্রকটন-পুরঃসর “স্বয়ং স্বরতিরপি আত্মারামোঽপি সন্, যদ্বা

স্বেষু নিজ-পরম-ভক্ত-জনেষু স্বাসু স্বকীয়াসু ধর্ম্ম-পত্নীভূতাসু পার্ব্বতীষু বা, রতিঃ রাগো যস্য, সঃ, যদ্বা স্বং ধনং রতিঃ ক্রীড়ৈব যস্য সঃ, যদ্বা স্বা অসাধারণী-রতিঃ জলাদি-ক্রীড়া যস্য, সন্তথাভূতঃ সন্নপি” গজরাজ-লীলার ন্যায় পরমা-শক্তিময়ী-লীলা ও বিলাস-বিলসিত-মানসে অত্র যমুনা-জলে, কিম্বা পার্ব্বতীমণ্ডলী-মধ্যে অত্যন্ত আনন্দ-ভরে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।”

“যুবতিভিঃ পরিষিচ্যমানঃ প্রেম্না উক্ষিত, ঈক্ষিতশ্চ স্বরতিরপ্যত্র পার্ব্বতীমণ্ডলে, যমুনাজলমধ্যে বা, কুসুম-বর্ষিভির্বৈমানিকৈরীড্যমানঃ গজ-রাজ-লীলশ্চ” শ্রীশঙ্করদেব রতি-রণ-রঙ্গ-প্রবীণা-তাদৃশ-ক্রীড়া-রস-প্রমত্তা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের সহিত তৎকালে যে কিরূপ জল-ক্রীড়া করিয়া-ছিলেন, তাহা এখানে বিস্পষ্টরূপে, বিশদ-বিস্তৃতভাবে বিবৃত না হওয়ায়, মাধুকরী-বৃত্তি-সমাশ্রয়ণে উক্ত-জল বিহার-লীলার যৎকিঞ্চিৎ পূর্ত্তি-সম্পাদন-কল্পে বলা যাইতে পারে যে, সরস-রাস-মণ্ডল-দর্শনে মানসে মুগ্ধ, হৃদয়ে-মূর্চ্ছিত, বদনে-স্মিত-শোভিত, অন্তঃকরণে বিস্মিত, চিত্তে মুদান্বিত, অলোল-লোচন-যুগলে বিকসিত, কলেবরে বিপুল-পুলক-কুলাঞ্চিত, সর্ব্বতো-গামি-সুবর্ণময়-বিমানবরে আকাশ-প্রদেশে অবস্থিত-দেব-মুনি-মহর্ষিগণ-কৃত-চন্দন-দ্রব-বৃষ্টি, কুঙ্কুম-পঙ্ক-বৃষ্টি, মৃগ-মদ-রস-বৃষ্টি, কস্তূরী-যুক্ত-মাল-ত্যাদি-বিবিধ-বিচিত্র-কুসুম-মাল্য-বৃষ্টি, স্বর্গীয়-সুগন্ধ-দ্রব্য-বৃষ্টি ও অলক্তক-রস-সার-বৃষ্টি অবসরে স্থল-রতি সমাপ্তা করিয়া, জল-রতি-রসাস্বাদনাভি-প্রায়ে সমস্ত-মায়াময়-প্রকাশের একমাত্র আধারভূত-পূর্ণ-ব্রহ্ম-সনাতন-শ্রীশঙ্করদেব মুখ্যতমা-শ্রীমতীপরমেশ্বরীপার্ব্বতীদেবীকে নিজ-বামভাগে গ্রহণ করিয়া, সত্য-সঙ্কল্পত্ব-প্রভাবে আবির্ভাবিতস্বরূপ-মায়াময় অপরা-পর-শাঙ্কর-প্রকাশ-কর্ত্তৃক পরিগৃহীতা, আবির্ভাবিত-স্বরূপা-শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীগণের সহিত শ্বেত-পীত-নীল-লোহিতাদি-বিবিধ-বিচিত্র-মণি-প্রস্তর-রচিত-সোপান-শ্রেণী-সম্বলিত-তীর্থ-নিচয়-সাহায্যে যমুনাজলে অব-তীর্ণ হইয়া, কাম-বাণ-প্রপীড়িত-হৃদয়ে অত্যন্ত আনন্দ-ভরে পরস্পরের সহিত জল-ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু, সর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-শোভা-সম্পত্তির অদ্বিতীয় অধীশ্বর-শ্রীশঙ্করদেব প্রথমতঃ সকাম-মানসে সস্মিতাননে প্রেম-প্রকর্ষোৎফুল্ল-

নয়নে স্বানুরূপিণী-শ্রীমতী-মুখ্যতমা-পার্ব্বতীদেবীর অমল-কমল-কুসুম-কোমল-গাত্রে জল-দান করিলেন। এইরূপে শ্রীশঙ্করদেব-কর্তৃক-প্রক্ষিপ্ত একটীমাত্র অঞ্জলি-পরিমিত-জল-দ্বারা পরিষিক্তা হইয়া, শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবী পশ্চাৎ কামার্ত্ত-হৃদয়ে অঞ্জলি-ত্রয়-পরিমিত-জল-দ্বারা কাম মদ-মত্ত-শ্রীশঙ্করদেবকে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবী-কর্তৃক সপ্রেম-হাস ও প্রণয়-মধুর-নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক প্রক্ষিপ্ত অঞ্জলি-ত্রয়-পরিমিত-জল-দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া, শ্রীশঙ্করদেব প্রণয়-সুধারস-সার-গঠিত-সুন্দর-বদনে মৃদু-মন্দ-মধুর-হাস্য করিতে করিতে, "বস্ত্রং জগ্রাহ তস্যাশ্চ, সা চ নগ্না বভূব হ।" যাবৎ শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর বস্ত্র ধারণ, বা গ্রহণ করিলেন, তাবৎ শ্রীশঙ্করদেব-কর্তৃক বসন-মাত্রে ধৃতা, গৃহীতা ও সমাকৃষ্টা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী বিগলিত-নীবি-বন্ধনাবস্থায় বিবসনা হইয়া পড়িলেন।

অপিচ, শ্রীশঙ্করদেব উক্তরূপে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে নগ্না-বিবসনা করিয়া ও তদীয়-সর্ব্বাঙ্গাবয়ব-সম্ভূতোন্মুক্তাসীম-স্বর্গীয়-সৌন্দর্য্য-সুধা-রস-পান করিয়া করিয়া, মদন-মদ-প্রমত্ত-মানসে তৎ-প্রতি এরূপ বেগে জল-দ্বারা তাড়না করিতে লাগিলেন যে, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর হৃদয়-দেশে বিলম্বিতা-বন-ফুল-মালা ছিন্না হইল, কবরী-বন্ধন শিথিল হইল, সিন্দুর-তিলক বিলুপ্ত হইল, চিত্র-পত্রাবলী বিধৌতা হইল, স্তন-তট-গত-চন্দন গলিত হইল, সুবিচিত্র ওষ্ঠ-রাগ অদৃশ্য হইল, লোচন-কজ্জল অন্তর্হিত হইল এবং পর্ব্বতোন্নত-স্তন-মণ্ডল-যুগলের কুঙ্কুম-রাগ অপগত হওয়ায়, নীল-মণিময়-গিরি-কল্প-কঠিনতর-কুচ-মণ্ডল হইতে মহামরকত-মণি-প্রভা-প্রবাহ বহিতে লাগিল। এইরূপে বেগের সহিত বারম্বার জল-তাড়ন-দ্বারা শ্রীশঙ্করদেব শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে বসনে, বিভূষণে ও অন্যান্যবিধ-সাজ-সজ্জায় বিহীনা করিয়া, নাভি-হ্রদে পুনঃ পুনঃ আলো-ড়িতা, কুচ-কলস-যুগলে নিতান্ত-নিপীড়িতা-বিমর্দ্দিতা, ওষ্ঠাধরে ও গণ্ড-স্থল-দ্বয়ে ঘন-ঘন-চুম্বিতা, দিগ্-বসনা সেই দেবী-পার্ব্বতীকে হৃদয়-দেশে আলিঙ্গন-পাশে বন্ধন-পূর্ব্বক তাঁহাকে লইয়াই, সেই নীল-জলা-যমুনার অতল-জলে সহসা নিমজ্জিত হইলেন।

কিঞ্চ, "প্রকৃত্যাভ্যন্তরে ক্রীড়াং, উত্তস্থৌ চ তয়া সহ।" অর্থাৎ শ্রীশঙ্করদেব স্বয়ং যমুনাদেবী-বিরচিত-পুষ্প-চন্দন-চর্চ্চিত-রতিসুখ-কর-শয্যাতলে পার্ব্বতীদেবীর সহিত সুখ-শৃঙ্গারে প্রবৃত্ত হইয়া, "চতুঃ-ষষ্টিকলামানং, চতুঃষষ্টিবিধং সুখম্। কামশাস্ত্রে যন্নিরুক্তং, রসিকানাং যথেপ্সিতম্। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সংশ্লেষ-পূর্ব্বকং স্ত্রী-মনোহরম্। তৎ-সর্ব্বং সুখ-শৃঙ্গারং, চকার রসিকেশ্বরঃ। চুচুম্ব কঠিনে গণ্ডে, বিম্বোষ্ঠে পুনরেব চ। চেতনাং রসিকায়াশ্চ, জহার রস-ভাব-বিৎ। ক্রীড়াং চকার হর্ষেণ, স্ত্রী-রত্নং প্রাপ্য সুন্দরীম্। জ্ঞানং সম্প্রাপ্য সা দেবী, প্রসন্ন-বদনে ক্ষণা। ক্রীড়াং চকার হর্ষেণ, সর্ব্বং মত্বেতি নশ্বরম্। তৌ দম্পতী চ ক্রীড়ার্ত্তৌ, নিমগ্নৌ সুখ-সাগরে। পুলকাঞ্চিত-সর্ব্বাঙ্গৌ, মূর্চ্ছিতৌ নির্জ্জনে জলে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সংযুক্তৌ, সুপ্রীতৌ সুরতোৎসুকৌ। একাঙ্গৌ চ তথা তৌ দ্বৌ, চার্দ্ধনারীশ্বরৌ যথা। প্রাণেশ্বরঞ্চ সা দেবী, মেনে প্রাণাধিকং পরম্। প্রাণাধিকাঞ্চ তাং মেনে, দেবঃ প্রাণাধিকে-শ্বরীম্। তৌ স্থিতৌ সুখ-তৃপ্তৌ চ, তন্দ্রিতৌ সুন্দরৌ সমৌ। সুবদ্ধৌ সুখ-সম্ভোগাৎ, অচেষ্টৌ সুমনোহরৌ। ক্ষণং সচেতনৌ তৌ চ, কথয়ন্তৌ রসাশ্রয়াম্। কথাং মনোহরাং দিব্যাং, হসন্তৌ চ ক্ষণং পুনঃ। ভুক্তবন্তৌ চ তাম্বূলং, প্রদত্তঞ্চ পরস্পরম্। পরস্পরং সেবিতৌ চ, সুপ্রীত্যা শ্বেত-চামরৈঃ। ক্ষণং শয়ানং সানন্দৌ, বসন্তৌ চ ক্ষণং পুনঃ। ক্ষণং কেলিনিযুক্তৌ চ, রস-ভাব-সমন্বিতৌ। সুরতে-র্বিরতির্নাস্তি, তৌ তদ্বিষয়-পণ্ডিতৌ। সততং জয়-যুক্তৌ দ্বৌ, ক্ষণং নৈব পরাজিতৌ।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে দশাধিকশততম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ-পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

একাদশাধিকশততম অধ্যায়

ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব যমুনা-জলাভ্যন্তরে উক্ত-প্রকারে প্রকৃষ্টরূপে জল-বিহারান্তে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সহিত সমুত্থিত হইয়া, তদীয়-গণ্ডে পুনঃ পুনঃ দশন-দংশন-দান করিতে করিতে, নগ্না, ব্রীড়াবনতাননা, অথচ সস্মিতা সেই পার্ব্বতীদেবীর বসনোন্মুক্ত-সর্ব্বাঙ্গাবয়ব-গত-স্বর্গীয়-সৌন্দর্য্য-সম্পত্তির প্রতি অন্যান্য-পার্ব্বতীদেবীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে কর-চরণ-যুগলে বাম-দক্ষিণ-করে ধারণ করিয়া, হাস্য ও মুখ-নিরীক্ষণ-সহ দোলাইতে দোলাইতে, প্রবলতর-বেগে "দূরতো যমুনা-জলে" প্রেরণ করিলেন। কিন্তু, রাস-রস-রসিকেশ্বরী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীও তৎক্ষণাৎ বেগের সহিত সমুত্থিতা হইয়া, বল-প্রদর্শন-সহকারে সর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-সম্পত্তির একমাত্র অধীশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবকে গ্রহণ করিলেন এবং প্রণয়-কোপ-কষায়িত-লোচনে ভ্রূকুটি-কুটিলাননে অপূর্ব্ব-শ্রীরূপ-সৌন্দর্য্যের অভিলষিতরূপ-বিকাশ-সাধন করিতে করিতে, তাঁহার প্রবাল-রুচি-রুচির-মধুরাধর-দেশে সংলগ্ন-বিনোদ-মুরলীটীকে বাম-বক্ষঃস্থল-লগ্ন-প্রায়-কর-যুগল হইতে কাড়িয়া লইলেন।

পশ্চাৎ শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী নিজ-পতি-শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক স্বীয়-বক্ষো-বিলাসিনী-মহমেঘ-প্রভা-প্রিয়তমা-জনের শ্রীঅঙ্গের সৌন্দর্য্য-সম্বর্দ্ধন-কল্পে পরিহিত-পীত-বসনখানি কাড়িয়া লইয়া, তাঁহাকে পূর্ব্বের ন্যায় দিগম্বররূপে পরিণত করিলেন এবং নিরতিশয়-বেগাবলম্বন-পূর্ব্বক জল-তাড়ন-দ্বারা তাঁহার বক্ষো-বিলম্বিত-বন-ফুলহার ও মালতী-মালা ছিন্না করিয়া, কেশ-বেশটীকে একেবারে বিনষ্ট করিলেন। এইরূপে শ্রীশঙ্করদেবকে বসন-বিভূষণ-বিহীন করিয়া, তথা তাঁহার ললাট-তলস্থ-চন্দন-তিলক, বাহু-যুগলের মূল-দেশস্থ-কুঙ্কুম-পত্র-চিত্র, হৃদয়-তট-গত-মৃগমদ-মলয়জ-লেপ, লোচন-কজ্জল ও ওষ্ঠ-রাগাপহরণান্তে দিগম্বর-দিগম্বর-দেবকে হৃদয়-দেশে ভুজ-লতা-পাশ-সাহায্যে দৃঢ়তর-রূপে আবদ্ধ

করিয়া, সর্ব্ব-প্রকারে প্রতিশোধ-দানার্থ শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী ঝটিতি যমুনার অতল-জলে নিমজ্জিতা হইলেন।

অনন্তর শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী তরণি-তনয়ার সুবর্ণ-সিকতাময়-তলদেশে সূর্য্যজা-সমারোপিত-পদ্ম-বনে পদ্ম-পত্র-রচিত-পুষ্প-চন্দন-চর্চ্চিত-সম্ভোগ-সুখকর-কামি-জন-মনোহরানল্প-সুরত-তল্প-তলে সবলে শায়িতাতিশান্ত-প্রাণ-কান্তের ললিত-ললনা-কুল-লোভনীয়-বিশাল-বক্ষঃস্থলে বিলসিতা-বস্থায় বিপরীত-রতি-প্রক্রিয়ানুসরণে বিবিধ-রতি-বন্ধের অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক অষ্টবিধ-চুম্বন ও ষোড়শবিধ-শৃঙ্গারের অবসানে তৎসহ সমুত্থিতা হইয়া, তদীয়-কপোল ও ওষ্ঠাধর-প্রদেশে তৎ-কৃত-চুম্বন ও দশন-দংশন অপেক্ষা চতুর্গুণ-ঘন-ঘন-চুম্বন এবং দশন-দংশন-দান-পুরঃসর শ্রীশঙ্করদেব যেমন করিয়া, তাঁহাকে "দূরতো যমুনা-জলে" প্রেরণ করিয়াছিলেন, তেমনি করিয়া, শ্রীশঙ্করদেবকে "দূরতো যমুনা-জলে" প্রেরণ করিলেন। তথা শ্রীশঙ্করদেব ক্ষিপ্রতার সহিত যাবৎ তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলেন, তাবৎ শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীও তদীয়োন্মুক্ত-সৌন্দর্য্যের প্রতি অন্যান্য-পার্ব্বতী-দেবীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ-পূর্ব্বক তাঁহার সুবর্ণ-সুন্দর-শ্রীঅঙ্গে পুনঃ পুনঃ যমুনার নীল-জল-দান করিতে করিতে, "পুনঃ শিবং সমাকৃষ্য, প্রেষয়ামাস পাথসি।" এবং "গম্ভীরে স্রোতসি জলে, নিমমজ্জ জগৎপতিঃ।"

অপিচ, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী পুনশ্চ শ্রীশঙ্করদেবকে সমাকর্ষণ-পূর্ব্বক যাবৎ "দূরতো যমুনা-জলে" প্রেরণ করিলেন, তাবৎ অশেষ-জগৎপতি-শ্রীশঙ্করদেব গভীর-স্রোতো-জলে নিমজ্জিত হইলেন বটে; কিন্তু বিদগ্ধ-রাজোচিত-ত্বরা-সহকারে তৎক্ষণাৎ সমুত্থিত হইয়া, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর অতি নিকটে আগমন-পূর্ব্বক হাস্য করিতে করিতে, প্রথমতঃ তাঁহাকে কর-কমলে গ্রহণ করিয়া, পশ্চাৎ "কৃত্বা বক্ষসি নগ্নাঞ্চ, চুচুম্ব চ পুনঃ পুনঃ" স্বয়ং নগ্নাবস্থায় নগ্না-প্রিয়তমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে নিজ-হৃদয়ে ধারণ-পুরঃসর তদীয়-কপালে, কপোলে, রতি-রাগ-রঞ্জিত-লোচন-যুগলে ও ওষ্ঠাধরে ঘন-ঘন-চুম্বন করিতে লাগিলেন। পরম-মায়াবী মহামায়েশ্বর-শ্রীশঙ্করদেব ও মহামায়াবিনী-সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী-মুখ্যতমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর যমুনা-জল-ক্রীড়া গত-গ্রন্থে যেরূপে বর্ণিতা হইয়াছে, শ্রীশঙ্করদেবের

আবির্ভাবিত-স্বরূপা-সমস্ত-শাঙ্করী-মূর্ত্তি আবির্ভাবিত-স্বরূপা-সমস্ত-পার্ব্বতী-মূর্ত্তির সহিত তাদৃশরূপে যমুনা-জলে জল-ক্রীড়া করিতে লাগিলেন এবং যথোক্তরূপে মনোহর-যমুনা-তীর-নীরে জল-ক্রীড়া পরিসমাপ্তা করিয়া, নগ্নাবস্থ-প্রতি শাঙ্কর-স্বরূপ নগ্নাবস্থা-পরিগতা আবির্ভাবিত-স্বরূপা প্রতি পার্ব্বতী-মূর্ত্তির সহিত তীরদেশে সমুত্থিত হইলেন।

এইরূপে মনোহর-যমুনা-তীর-নীরে জল-ক্রীড়া-পরিসমাপ্তির অনন্তর তীর-ভূমি-গতা-প্রত্যেক-পার্ব্বতীদেবী লজ্জা ও বিনয়-বিনম্র-বচনে কৃতাঞ্জলি-পুটে প্রতি শঙ্করদেবের নিকটে পরিধান-যোগ্য-বসন-প্রার্থনা করিলেন এবং প্রত্যেক-শঙ্করদেবও তৎকাল-মাত্রেই প্রতি পার্ব্বতী-দেবীকে কল্প-পাদপ-প্রসূত-দিব্য-দিব্য-বসন, তথা বিভূষণ-সকল দান করিয়া, পশ্চাৎ তাঁহাদিগকে এক এক ছড়া করিয়া, রমণীয়তর-স্বর্গীয়-সৌরভ-সমন্বিত-পুষ্প-মাল্য-প্রদান করিলেন। তথা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীসকলও শ্রীশঙ্করদেবগণের প্রার্থনানুসারে তাঁহাদিগকে উপযুক্তরূপ-বসন-বিভূষণ ও বংশী-দান-পূর্ব্বক অত্যন্ত আনন্দভরে, আগ্রহ-সহকারে নিজ-নিজ-শ্রোণি-ফলক, নিতম্ব-বিম্ব, কটি, উৎসঙ্গ, অর্থাৎ বামোরু-প্রদেশে উপবেশন করাইলেন এবং সস্মিতা-সতী-রাসেশ্বরী-রম্যতর-কলেবরা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ নিজ-নিজোৎসঙ্গ-প্রদেশস্থ-শ্রীশঙ্করদেবের সর্ব্বাঙ্গে পরম-চরম-প্রেম-ভক্তি ও মমতা-পূর্ণ-স্নেহের সহিত কুঙ্কুমান্বিত-চন্দনা-গুরু-কস্তূরী-পঙ্ক প্রলিপ্ত করিয়া, পশ্চাৎ "নির্ম্মায় চূড়াং ললিতাং, কামিনী-চিত্ত-মোহিনীম্। শোভনৈর্মালতী-মাল্যৈশ্চকার বেষ্টিতং পুনঃ।"

এইরূপ প্রতি শ্রীশঙ্করদেবও প্রত্যেক শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর কুন্তল-সংস্কার-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, বামে কিঞ্চিদ্ বঙ্কিমা, পুরুষ-জন-মানস-মোহিনী, মুক্তা-জাল-বেষ্টিতা, মালতী-মাল্য-জড়িতা, কনক-কুসুম-কঙ্কতিকা-লঙ্কৃতা-কবরী-নির্ম্মাণান্তে সুগন্ধ-পূর্ণ-সিন্দূর-পঙ্কময়ী-রেখার অঙ্কন-দ্বারা সীমন্তপ্রদেশ সুরঞ্জিত ও সুশোভিত করিলেন এবং চীনাংশুক-পরি-মার্জ্জিত-মুখ-মণ্ডলের শোভা-সম্বর্দ্ধন-কল্পে মণি-কুণ্ডল-কান্তি-সমুজ্জ্বল-নিস্তল-কঠিনোন্নত-গণ্ড-যুগলে কুঙ্কুম-রঞ্জিত-চন্দনাগুরু-কস্তূরী-পঙ্ক-সাহায্যে চিত্র-পত্রিকাবলী-রচনা করিয়া, "দদৌ ললাটে সিন্দূরং, কস্তূরী-বিন্দুভিঃ সহ।

তদধশ্চন্দনেন্দুঞ্চ, সুসূক্ষ্মাং সুমনোহরম্। নখাঙ্কং স্তনয়োরূর্ব্বোরুরস্যেব ঘনং মুদা। দত্ত্বা তাং বাসয়ামাস, বহ্নিশুদ্ধাংশুকেন বৈ। চন্দনাগুরু-কস্তুরী-কুঙ্কুমানাং দ্রবেণ সঃ। কৃত্বা বক্ষসি সংলিপ্য, চুচুম্ব চ মুহুর্ম্মুহুঃ। পুনরাশ্লেষণং কৃত্বা, দদৌ মালাং গলে বিভুঃ। ভূষণৈর্ভূষিতাং কৃত্বা, মঞ্জীর-ভূষণং দদৌ। অলক্তকং চরণয়োঃ, শ্রীশিবশ্চ দদৌ পুনঃ।" এইরূপ অন্যান্য-শঙ্করদেবগণও শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণের এবং শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ শ্রীশঙ্করদেবগণের পৃথক্ পৃথগ্-ভাবে বস্ত্রালঙ্কারানুলেপনাদি-সাহায্যে সাজ-সজ্জা-বিধানে তৎপর হইয়া, পরস্পরের প্রীতি-জনক-তৎকালোচিত আচরণ-সকলের অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক পরমানন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

"ততশ্চ কৃষ্ণোপবনে জল-স্থল-প্রসূন-গন্ধানিল-জুষ্ট-দিক্-তটে। চচার-ভৃঙ্গ-প্রমদাগণাবৃতো, যথা মদচ্যুদ্দ্বিরদঃ করেণুভিঃ।" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত-রূপে যমুনা-জল-ক্রীড়ার অনন্তর তথা জল-বিহার-বশতঃ পূর্ব্ব-নেপথ্যের অপগম হওয়ায়, তদানীং বন্য-নেপথ্যের রোচকতা-প্রযুক্ত তত্তৎ-প্রচুরতর-ক্রীড়া-বিশেষেচ্ছা-বশে অঙ্গ-পরিমার্জ্জন-পূর্ব্বক বনদেবতানীত-তদাত্বিক-বস্ত্রালঙ্কারাদি-পরিধাপনের অনন্তর কৃষ্ণা-কৃষ্ণ-জলা-যমুনার পরঃসহস্র-কুঞ্জ-যুক্ত উপবনে স্বাপ-লীলার্থ গমন করিতে ইচ্ছা করিয়া, জল ও স্থল-জাত-বিবিধ-জাতীয়-বিকসিত-প্রসূন-পুষ্প-প্রকরের সুগন্ধ-বাহী অনিল-কর্ত্তৃক সেবিত-দিক্-তট-সমূহে পরম-রমণীয়-সুখ-সেব্য-তাদৃশোপবন-মধ্যে পুষ্পাবচয়ন-নিকুঞ্জান্তর্নিলীনতাদি-বিবিধ-বিচিত্র-প্রকারে ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিতে করিতে, পুষ্পাবচয়-কালে তৎ-সাহিত্য-নিবন্ধন, কিম্বা জল-ক্রীড়াবসরে অঙ্গ-সমুদায় বিধৌত হওয়ায়, গাত্র-গত-সহজ-মধুর-সৌরভ্যের অতিপ্রকাশ-ফলে সমাগত-ভৃঙ্গ-মধুকর-নিকর, তথা প্রমদাগণে পরিবৃত-শ্রীশঙ্করদেব করেণুকাগণে পরিবৃত, ভ্রমর-নিকরাবৃততার প্রতি হেতুভাব-প্রাপ্ত, তথা দ্বিরদ-শ্রেষ্ঠতা ও স্ব-কান্তাসক্ততার পরিচায়ক-মদ-জল-স্রাবণে সতত তৎপর, "মদানাং চ্যুৎ চ্যোতনং ক্ষরণং যস্য সঃ" মদচ্যুৎ-মদ-জল-স্রাবি-দ্বিরদবর, বা গজরাজের ন্যায় ধীর-মন্থরভাবে পাদ-প্রক্ষেপ-পুরঃসর উপবন-সহস্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে একাদশাধিক শততম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়

ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব ও শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণের স্থল-ক্রীড়া, জল-ক্রীড়া ও উপবন-ক্রীড়া বর্ণিতা হইয়াছে সত্য; কিন্তু স্থল-ক্রীড়াপেক্ষা জল-ক্রীড়া ও জল-ক্রীড়াপেক্ষা উপবন-ক্রীড়ার অত্যন্ত-সংক্ষিপ্ততা-প্রযুক্ত যথা কথঞ্চিৎ সামঞ্জস্য-সংরক্ষণার্থ যমুনা-তটবর্ত্তী উপবন, বা স্থানান্তরবর্ত্তী উপবন-সকলের যথাসম্ভব নামোল্লেখ-পূর্ব্বক সাগর-যাত্রাবলম্বনে শ্রীশঙ্কর-দেবের অপূর্ব্ব-মহিম-বিকাশ-কল্পে জল-ক্রীড়াধিকারে কিঞ্চিৎ বিশদ-ভাবে আলোচনা করিতে হইলে, উপস্থিত-ক্ষেত্রে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, রাস-রস-রসিক-শেখরেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেব উক্তরূপে বাসন্তী-চৈত্রী-পৌর্ণমাসী-নক্তন্তনী-রাস-ক্রীড়ার উপসংহার-সাধন-পূর্ব্বক অন্যান্য-দিবা-রাত্রি-কাল যোগেও শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণসহ পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে অন্যান্য-বিবিধ-বিচিত্র-তাদৃশী-ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিয়া, পূর্ণেন্দু-চন্দ্রিকা-যুক্ত, রতি-যোগ্য, সুনির্জ্জন, মালতী-মাধবী-মল্লিকা-মন্দার-জাতী-যূথী-কেতকী-কুন্দ-চম্পকাদি-তরু ও লতা-সকলের মনোহর-পুষ্প-সমূহের সৌরভে সুরভীকৃত সেই রাস-মণ্ডলের পথে অগ্রসর হইলেন।

এদিকে বক্রনয়না, সস্মিতাননা, কস্তূরী-বিন্দু-সহ সিন্দুর-বিন্দু-ধারিণী, চন্দন-চর্চ্চিত-চারু-চম্পক-কুসুম-মাল্য-মণ্ডিতা, সতত-স্থির-ঘন-যৌবন-বন-বিভূষণা, বৃহন্নিতম্ব-বিম্ব-যুগল-লোভনীয়া, পীনোন্নত-শ্রোণি-পয়োধর-ভার-রমণীয়া, শারদ-শতদল-দল-শ্যামলা, পরিহিত-দিব্য-দিবা-সূক্ষ্ম ক্ষৌম-বসনা, মণি-মাণিক্য-মণ্ডিত-রত্নালঙ্কার-ভূষিতা, অবলীলাক্রমে কটাক্ষ-মাত্র-সাহায্যে অনন্তাখণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড-কোটিরও বিমোহনে শক্তা, শশ্বদতীব-কামিনী, গজেন্দ্র-মন্দ-গামিনী, পুলকাঞ্চিত-সর্ব্বাঙ্গী ঐসকল-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী বসন্ত-সুলভ-কলকণ্ঠ-পুংস্কোকিল-কুলের কলারাব শ্রবণ করিতে করিতে, মনোহর-গন্ধবাত সেবন করিতে করিতে, ষট্পদ-সমূহের শ্রবণ-রসায়ন-

প্রাণ-বিমোহন-মানস-রঞ্জন-মধুর-গুঞ্জনাকর্ণন-ফলে হৃদয়ে অতুলনীয় আনন্দ অনুভব করিতে করিতে, প্রস্ফুটিত-প্রসূন-প্রকরে পরিমণ্ডিত-পাদপ-নিচয়ে পরিপূর্ণাতিরমণীয়-পুষ্পোদ্যান-সহস্রে বিকসিত-কুসুম-সকল-বিলোকন করিয়া, কোন কোন সখীকে পুষ্পাবচয়ন-কার্য্যে নিযুক্তা করিলেন, তথা কৌতুকভরে কোন কোন সখীকে মালা-নির্ম্মাণ-কার্য্যে নিযুক্তা করিলেন।

এইরূপ কোন কোন সখীকে তাম্বুল-সজ্জ-কার্য্যে, কোন সখীকে চন্দন-ঘর্ষণ-কার্য্যে নিযুক্তা করিয়া, পরিশেষে পরিজনানীত সেই সকল-কুসুম-কুসুম-মাল্য-চন্দনাগুরু-কস্তূরী-কুঙ্কুম-পঙ্ক-প্রভৃতি-গ্রহণ-পূর্ব্বক মনসিজ-শরানল-সন্তপ্ত-মানসা, অতীব-বক্র-বিলোচনা কামাস্ত্র-হত-চেতনা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ সম্যক্ প্রীতি-ভরে শ্রীশঙ্করদেবকে প্রদান করিলেন এবং প্রাণাধিক-প্রিয়তম-পতি-শ্রীশঙ্করদেবের প্রীত্যর্থে কোন কোন সখীকে শ্রীশিব-সঙ্গীত-কার্য্যে নিযুক্তা করিয়া, কোন কোন সখীকে মৃদঙ্গ-মুরজাদির বাদন-কার্য্যে বিনিযুক্তা করিলেন। এইরূপে রাস-মহামহোৎসবে অননুভূত-পূর্ব্ব-রতি-রস আস্বাদন করিয়া, শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীগণ বিপুলোৎসাহ-লীলা বিলাসের সহিত শ্রীশঙ্করদেবসহ "বিজহার চ সর্ব্বত্র, নির্জ্জনে সুমনোহরে।

অপিচ, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ শ্রীশঙ্করদেবসহ একযোগে প্রমোদ-মান-মানসে "পুষ্পোদ্যানেষু রম্যেষু, সরসাঞ্চ তটেষু চ। কন্দরে কন্দরে রম্যে, নদেষু চ নদীষু চ। অতীব-নির্জ্জনে স্থানে, শ্মশানে গিরি-গহ্বরে। বাঞ্ছিতেষু চ নারীণাং, ত্রয়স্ত্রিংশদ্বনেষু চ। ভাণ্ডীরে শ্রীবনে-রম্যে, কদম্ব-কাননে তথা। তুলসী-কাননে কুন্দ-বনে চম্পক-কাননে। নিম্বারণ্যে মধুবনে, জম্বীর-কাননে তথা। নারিকেল-বনে পূগ-বনে চ কদলী-বনে। বদরী-কাননে বংশ-বনে দাড়িম্ব-কাননে। অশ্বত্থ-কাননে বিল্ব-বনে নারঙ্গ-কাননে। মন্দার-কাননে তাল--বনে চূত-বনে তথা। কেতকী-কাননেঽশোক-বনে খর্জ্জুর-কাননে। আম্রাতক-বনে জম্ব-গহনে শাল-কাননে। কণ্টকী-কাননে পদ্ম-বনে জাতী-বনে তথা। ন্যগ্রোধ-গহনে ঘোরে, শ্রীখণ্ড-কাননে তথা। প্রকৃষ্ট-কেশর-বনে,

পর্ব্বতেঽপি বিলক্ষণে। এবং রেমে কৌতুকেন, কামাৎ ত্রিংশদ্দিবানিশম্।"

এইরূপে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ কৌতুক-ভরে ও কাম-রস-বেগ-বশে শ্রীশঙ্করদেব-সহ সর্ব্বত্র ক্রীড়া করিতে লাগিলেন সত্য; পরন্তু পরমাশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তথাপি শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের বিলাস-বাসনার চরিতার্থতা, বা মানসের কিঞ্চিৎ মাত্রও পূর্ণতা সাধিতা হইল না। অথবা অত্র প্রসঙ্গে পরমাশ্চর্য্যের বিষয়ই বা কি আছে? কারণ, শাস্ত্রই বলিতেছেন যে, "কামিনীনাং ন কামশ্চ, শৃঙ্গারেণ নিবর্ত্ততে। অধিকং বর্দ্ধতে শশ্বদ্, যথাগ্নির্ঘৃত-ধারয়া। অর্থাৎ কামিনী-মণিগণ-সহ পুরুষগণ যতই শৃঙ্গার করুন না কেন, শৃঙ্গার-দ্বারা কামিনীগণের কাম, বা কাম-রসাস্বাদন-স্পৃহা কদাপি নিবৃত্তা হইবার নহে। কিঞ্চ, কামানুশীলন-ফলে কামিনীগণের কাম-নিবৃত্তির কথা দূরে থাক্, ঘৃত-ধারা-প্রাপ্ত হইলে, যেমন অগ্নির বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবিনী, সেইরূপ কামের উপভোগ-দ্বারা ইন্দ্রিয়-কৌশল-বৃদ্ধির সহিত কামিনীগণের কামেরও অভি-বৃদ্ধি যে সুনিশ্চিতা, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

সে যাহা হউক, অনন্তর কামাগ্নি-দগ্ধা, শৃঙ্গার-রস-লালসা, বয়ো-মানে নব-কিশোরী, বা নবীনা-যুবতী হইলেও, রতি-রণ-রঙ্গ-রস-সমাস্বাদন-কল্পে অতিপ্রৌঢ়ভাবাপন্না, মানিনী ঐ সকল-পার্ব্বতীদেবী সর্ব্ব-দেব-মহেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবকে পতিরূপে প্রাপ্তা হইয়াও, তৎ-কালীন-কাম-মত্ততা-প্রযুক্ত পরম-পাবন-পতি-দেবতাকে পরমারাধ্য-পরমেশ্বররূপে মনে করিতে না পারিয়া, প্রাণ-প্রতিম-প্রিয়তম-বয়স্য, বা হৃদয়ের সখা-বোধে হাস্য-পরিহাস-রস-রঙ্গে প্রবৃত্তা হইলেন এবং সস্মিতা-বক্র-লোচনা কোন কোন পার্ব্বতীদেবী শ্রীশঙ্করদেবকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন,—হে শঙ্কর! তুমি অবিলম্বে নিজ-হস্তে মালতী-ফুল তুলিয়া, মনোরমা-মালা গাঁথিয়া, আমাদের গল-দেশে পরাইয়া দাও, কোন কোন পার্ব্বতীদেবী কহিলেন, হে শঙ্কর! আমরা আর পুষ্পোপবনে ভ্রমণ করিতে পারিতেছি না, অতএব তুমি আমাদিগকে শীঘ্র শীঘ্র নিজ-ক্রোড়-দেশে ধারণ কর।

কোন কোন পার্ব্বতীদেবী প্রাণেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবকে কহিলেন, অয়ে! শ্রীশঙ্কর! তুমি ক্ষিপ্রতার সহিত আগমন-পূর্ব্বক সম্প্রতি আমাদের কুন্তল-সংস্কার-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, কবরী-নির্ম্মাণ করিয়া দাও, কোন পার্ব্বতী কোন কথা না বলিয়া, শ্রীশঙ্করদেবের স্কন্ধ-দেশ-গ্রহণ-পূর্ব্বক তদুপরি আরোহণ করিলেন, কাচিৎ প্রমত্তা-পার্ব্বতী অত্যন্ত-দর্পভরে প্রাণ-বল্লভ-শ্রীশঙ্করদেবকে কহিলেন-ভোঃ শঙ্কর! "স্বকীয়ং পীত-বসনং, পরিধাপয় মামিতি। উবাচ কাচিদীশং তং, সিন্দুরং দেহি মামিতি।" স্বাঙ্গ-বেশ-বিধায়িনী কোন কোন পার্ব্বতীদেবী নিজ-নিজ-শ্রুতি-মূল-যুগলের ভূষার্থ প্রাণপতি-শ্রীশঙ্করদেবকে শ্রীখণ্ড-পল্লবাহরণ-কল্পে প্রেরণ করিলেন, কোন পার্ব্বতী কাম-কর্ত্তৃক নিতান্ত-পরিপীড়িত-মানসে সস্মিতাননে বঙ্কিম-বিলোচনে শ্রীশঙ্করদেবের মুখাম্ভোজ অবলোকন করিতে করিতে, পরম-সঙ্কেত-পূর্ব্বক মৈথুনার্থ আহ্বান করিলেন।

কোন পার্ব্বতীদেবী প্রথমতঃ সর্ব্ব-শোভা-সৌন্দর্য্য-সম্পত্তি-স্বামী শ্রীশঙ্করদেবকে সবলে আকর্ষণ-পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া, তাঁহার হস্ত হইতে বিনোদ-মুরলীটীকে কাড়িয়া লইলেন এবং পশ্চাৎ তাঁহার পীত-বস্ত্রখানি-পর্য্যন্ত অপহরণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে বিবসন করিয়া, নগ্নাবস্থ-শ্রীশঙ্কর-দেবের সর্ব্বাঙ্গ-প্রভব অনাবৃত-শ্রীরূপ-সৌন্দর্য্য-দর্শন করিতে করিতে, করতালী-প্রদান-পুরঃসর উচ্চকণ্ঠে হো হো হাস্য করিতে লাগিলেন, কোন কোন মানিনী-কামিনী-পার্ব্বতী নিজ-নিজ যৌবন-পদ্মের মধুসূদন অর্থাৎ ভ্রমরায়মাণ-শ্রীশঙ্করদেবকে মান-ভরে এই কথা বলিলেন যে, হে শঙ্কর! তুমি আমাদিগের পাদ-যুগলে ও নখর-নিকরে রঞ্জনার্থ অলক্তক-দ্রব-দান কর, কোন পার্ব্বতী পরম-প্রেমভরে শ্রীশঙ্করদেবকে এই কথা বলিলেন যে, হে প্রিয়তম! তুমি আমার গণ্ড-মণ্ডল-যুগলে ও স্তন-মণ্ডল-যুগলে নানা-চিত্র-বিচিত্রাঢ্যা-পত্রাবলী রচনা কর।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়

ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব ইতঃপূর্ব্বে আবির্ভাবিত-স্বরূপা-শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীদিগের তাদৃশ-সৌভগ-মদ ও গর্ব্ব বিশেষরূপে বিলোকন করিয়া, সৌভগ-মদের প্রশমন ও মানের প্রসাদ-কল্পে একবার অন্তর্হিত হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু এবারে শ্রীশঙ্করদেব শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের সৌভগ-মদ ও অভিমান মনে মনে অনুমান-সাহায্যে বিশেষরূপে অবগত হইয়াও এবং "ন পারয়েঽহং চলিতুং, নয় মাং যত্র তে মনঃ।" এই একটীমাত্র কথার পরিবর্ত্তে এত অধিক-সৌভগ-মদ, বা অভিমান-সূচক-বাক্য-শ্রবণ করিয়াও, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের এতাদৃশী-কাম-প্রমত্ততা ও আত্মীয়-মদনাসক্তি অবলোকন-পূর্ব্বক স্বয়ং অন্তর্হিত না হইয়া, তাঁহাদের সকলেরই মানসাভিলাষের পূর্ত্তি-সম্পাদনে তৎপর হইলেন।

কিন্তু, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের প্রার্থনানুরূপ অথচ নিজ-চিরাভিলষিত-সর্ব্ববিধ-সেবা-কার্য্য-সম্পাদনান্তে পরম-প্রেমময়-বহু-রূপবান্ শ্রীশঙ্করদেব অত্যন্ত আনন্দভরে অতীব-নির্জ্জন-স্থানে তাঁহাদের প্রত্যেকের সহিত কাম-শাস্ত্র-নিরূপিত-কলা-মান-প্রকারে শৃঙ্গার করিয়াও, স্বয়ং মানসে পরিতৃপ্তি-লাভে সমর্থ না হইয়া, অন্যত্রান্যত্র দূর-দূরতর-বর্ত্তি-দেশে বিহারাভিপ্রায়ে মানসে যাবৎ উত্তম-রথবর-বিষয়ক-সঙ্কল্প করিলেন, তাবৎ পরিদৃষ্ট হইল যে, শ্রীশঙ্করদেবের সত্য-সঙ্কল্পতা, বা "যত্র কামাবসায়িতার" ফলে তৎক্ষণাৎ রত্নেন্দ্র-সার-নির্ম্মিত, শত-চক্র-সমন্বিত, অমূল্য-রত্ন-রচিত-বিচিত্র-কলশ-সকলে সমুজ্জ্বল, মুক্তা, মাণিক্য ও হীরা-সকলের সার-রচিত-হার ও মালা-রাজি-দ্বারা বিরাজিত, মণি-মাণিক্য-খণ্ড-খচিত-শোভনতম-সুমার্জ্জিত-দীপ্ত-দর্পণ-নিচয়ের সুসন্নিবেশ-বশে অতীব-সুমনোহর, শ্বেত-চামর-কোটি-কূট, দিব্য-দিব্য-বিচিত্র-

বসন ও মুক্তাজাল-প্রভৃতি-দ্বারা বিভূষিত, পারিজাত-প্রসূন-প্রকর-রচিত-মালা-জালে সুশোভিত, নানা-চিত্র-সাহায্যে বিচিত্রিত, মহা আশ্চর্য্য-জনক, শত-সূর্য্য-সম-প্রভ, মনো-মারুত-বেগ-বিশিষ্ট, বিশ্বতোমুখ, কাম-গামী, সুপ্রদীপ্ত-দিব্য-রথবর নিজ-তেজঃপুঞ্জময়-বিশাল-কলেবরের তেজঃ-প্রাচুর্য্য-বশে দশদিক্ আচ্ছাদিতা ও প্রদীপ্তা করিয়া, আকাশ-প্রদেশ হইতে বেগে নিপতিত হইতেছে।

এইরূপে একে একে অত্যল্প-কাল-মধ্যে সর্ব্বতঃ সুসজ্জিত-নব-লক্ষ বিমান-যান উপস্থিত হইলে, সখী-সেবিতা প্রত্যেক-পার্ব্বতীদেবীর সহিত শ্রীশঙ্করদেব বিভিন্নরূপে সেই নব-লক্ষ-বিমানে আরোহণ-পূর্ব্বক প্রতি পার্ব্বতীদেবী-সহ "পর্ব্বতে পর্ব্বতে রম্যে, দ্বীপে দ্বীপে সুনির্জ্জনে। তটে তটে নদীনাঞ্চ, সর্ব্ব-জন্তু-বিবর্জ্জিতে। শ্রীগোষ্ঠে রত্নশৈলে চ, চেল-গঙ্গাতটেঽপিচ। কলিন্দে চ পুলিন্দে চ, মন্দরে গন্ধ-মাদনে। মনো-হরে কুন্দ-বনে, কাবেরী-তীর-নীরজে। পুষ্পভদ্রা-পুলিনজে, পুষ্পো-দ্যানে সুপুষ্পিতে। সর্ব্বত্র রমণং কৃত্বা" শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণের প্রতি পরমাবেশ-বিধানান্তে "জগাম মলয়দ্রোণীং, রম্যাং চন্দন-বায়ুনা" চন্দন-বায়ু-রমণীয়-মলয়াচল-দ্রোণী, অর্থাৎ মলয় ও তৎ-প্রান্তবর্ত্তী অচলের সন্ধি-স্থলে, বা মধ্য-স্থলে গমন করিলেন।

কিঞ্চ, শ্রীশঙ্করদেব সেই বহ্বাশ্চর্য্য-সমন্বিত-মলয়-দ্রোণী-স্থলে বন-দেবী-প্রদত্ত-বন-মালা ও মলয়জ-চন্দন-প্রভৃতি-দ্বারা পরিপূজিত হইয়া, তদ্বিরচিত-রতিসুখকর-পুষ্প-পল্লবময় অনল্প-তল্পতলে আশ্রয়-গ্রহণ-পূর্ব্বক শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণসহ রতি-ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে মলয়-দ্রোণী-স্থলে রতি-রণ-রঙ্গে প্রবৃত্ত, ক্রীড়া-কৌশল-প্রদর্শন-দ্বারা সতী-শিরোমণি-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণও অবিলম্বে অবলীলাক্রমে বহুরূপবান্ শ্রীশঙ্করদেবের মানস-হরণ করিলেন বটে; কিন্তু নব-সঙ্গম-সঙ্গতা ঐ সকল-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী রতি-শূর-ভর্ত্তা শ্রীশঙ্করদেবের অপূর্ব্ব-রতি-রণ-বেগ-সহ্য করিতে না পারিয়া, সম্ভোগ-সুখ-সাগরে নিমগ্নাবস্থায় পুলকাঞ্চিত-কলেবরে অতীব-প্রেমভরে রসিক-শেখরেশ্বর-প্রাণপতি-হৃদয়াধিনাথ-শ্রীশঙ্করদেবকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সংশ্লেষ-পূর্ব্বক রত-নিরত দেখিয়া, হৃদয়ের

ধনকে হৃদয়োপরি ধারণ করিয়াই, অতীব-সুখ-সম্ভোগ-প্রযুক্ত ক্রম-নিমীলিত-লোচনে অচিরাৎ মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

অপিচ, "দৃষ্ট্বা তাং মূর্চ্ছিতাং দেবো, নত-শ্রোণি-পয়োধরাম্ বিলুপ্ত-বেশাং কামার্ত্তাং, নগ্নাং বিশ্লথ-কুন্তলাম্। চেতনাং কারয়ামাস, কৃত্বা বক্ষসি তন্দ্রিতাম্। অর্থাৎ সর্ব্ব-পাপাপকর্ষণ-কর্ত্তা সর্ব্বামরবরেশ্বর-বহুরূপী শ্রীশঙ্করদেব নিজ-নিজ-প্রিয়তমা-পার্ব্বতীদেবীকে বিলুপ্ত-বেশা, বিশ্লথ-কুন্তলা, নগ্না ও মূর্চ্ছিতা অবলোকন করিয়া, তৎক্ষণাৎ সুরত-সুখ-সম্ভোগানুকূল-ব্যাপার-নিচয় হইতে বিরত হইয়া, নত-শ্রোণি-পয়োধরা-সম্ভোগ-সুখ-মূর্চ্ছিতা সেই প্রিয়তমা-পার্ব্বতীদেবীকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া, সুখ-সুপ্তা সেই প্রিয়তমার তন্দ্রা, বা মূর্চ্ছাপনয়ন-পূর্ব্বক চেতনা-সম্পাদনান্তে পূর্ব্ববৎ বিবিধ-বিচিত্র-বসনালঙ্কারানুলেপন, ও পুষ্প-মাল্যাদি-পরিধাপন-কার্য্য-পরিসমাপ্তির অনন্তর "কবরীং রচয়ামাস, কিঞ্চিদ্বামেন বঙ্কিমাম্। মালতী-মাল্য-সংযুক্তাং, কুন্দ-পুষ্পৈশ্চ বেষ্টিতাম্।" তস্যাঃ কপালে সিন্দূরং, সুন্দরং তিলকং দদৌ। গণ্ডয়োঃ স্তনয়োশ্চিত্রাং, চকার পত্রিকাং মুদা। সালক্তকাংশ্চ নখরান্ বিচিত্রান্ পাদ-পদ্মযোঃ। নখৈঃ কৃত্রিম-পদ্মানি, নির্ম্মমে শ্রোণি-বক্ষসোঃ। সহস্র-দল-পদ্মে চ, গৃহীত্বা শঙ্করঃ স্বয়ম্। একং দদৌ কালিকায়ৈ, ররক্ষ-স্বার্থমেককম্। চন্দনাগুরু-কস্তূরী-কুঙ্কুম-দ্রবমীপ্সিতম্। স্বাঙ্গে দত্ত্বা কালিকাঙ্গে, লিলেপ রসিকেশ্বরঃ।

এইরূপে বেশ-রচনার অনন্তর নিজ-নিজ-প্রিয়তমাকে বামাঙ্গে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক-মলয়াচল-নিকটস্থ, নানাপ্রকার-পদ্ম-রাজি-দ্বারা বিরাজিত, নির্ম্মল-স্ফাটিকাকার-স্বচ্ছ-শীতল-স্বাদু-জলে পরিপূর্ণ, জল-কুক্কুট-কূজিত, হংস-কারণ্ডবাকীর্ণ, পদ্মস্থ-মধু-লুব্ধ-মধুভ্র-সকলের চারুতর-কল-নাদে নিরন্তর-শব্দিত-মনোহর-সরোবরের সুন্দর-শীতল-স্বাদু-জল-পান ও শোভা-সন্দর্শন করিতে করিতে, অগ্রতঃ কিয়দ্দূর-পর্য্যন্ত গমন করিয়া, পুরো-ভাগে অতীবোত্তুঙ্গশাখাগ্র-সমূহে নিতান্ত-রমণীয়, অতিবিশালায়তন-মূল-দেশে একযোজন-পর্য্যন্ত ছায়া-দ্বারা পরিবেষ্টিত এক অতিকায়-বট-বৃক্ষ দর্শন করিলেন। প্রবীণ-প্রাচীন-জনগণের নিকটেও অতিপুরাতনরূপে

পরিচিত এই বিপুলায়তন-বটবৃক্ষের নিতান্ত-নিকটে অবস্থিত পুষ্পাক্ত-সুশীতল-মলয়-সমীরণ-দ্বারা সুরভীকৃত, চিত্র-রহস্য-রুচির-কেতকীবন-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, শ্রীশঙ্করদেব অতিপ্রহৃষ্টান্তঃকরণে প্রিয়তমাগণ-সহ তথায় কিছুক্ষণ অবস্থিতি করিয়া, পশ্চাৎ সমুদ্র-যাত্রা-স্মরণ-পূর্ব্বক তদর্থে প্রস্তুত হইলেন।

কিন্তু, মহত্তর আড়ম্বর-বিধির সহিত জল-ক্রীড়াভিলাষ-পরবশতা-প্রযুক্ত বৈকুণ্ঠাধিপতি-বিষ্ণুর পাদ-প্রদেশ হইতে সুমেরু-শিখরে নিপতিতা-ভগবতী-ভাগীরথী-গঙ্গাদেবী ভূতধাত্রী-ধরিত্রীদেবীর-প্রার্থনানুসারে সাগরগামি-ধারা-চতুষ্টয়ে বিভক্তা হইয়া, মহাবেগবতী উত্তরাভিমুখী-ধারাকারে যে স্থানে উত্তর-মহাসাগরে মিলিতা হইয়াছেন, সুমেরু-পর্ব্বতের উত্তর-দিগ্-বিভাগস্থ সেই গঙ্গা-সাগর-সঙ্গম-স্থলে পূর্ব্ব-বর্ণিত নব-লক্ষ-সংখ্যক-মনো-মারুত-বেগবান্, কাম-গামী, শত-চক্র-শোভিত-দেব-বিমানে স্ব-স্ব-প্রিয়তমাসহ আরোহণ-পূর্ব্বক নব-লক্ষ-ভাগে বিভক্ত-কলেবর-মহাযোগেশ্বরেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেব নিমেষমাত্র-মধ্যেই উপস্থিত হইলেন।

এদিকে শ্রীশঙ্করদেবের সমুদ্রযাত্রা সম্প্রাপ্তা হইয়াছে জানিয়া, নভশ্চর-বিধি-বাসব-কেশবাদি-দেব-বৃন্দ-বৃন্দারকগণের কাম-গামিনী-গগনাঙ্গন-গাত্র-গতা সেই সুমহতী-সুরসভা, শ্রীশঙ্করদেবের গাণপত্যাদি-পদ-প্রাপ্ত-তুল্য-বল-রূপ-বেশ-বিভূষণ-সম্পন্ন অসংখ্য-পার্ষদ-প্রবরগণ, হিমালয়-কৈলাসালয়-মন্দরালয়াদি-বিবিধ-নগর-নিবাসি-নাগরিকবর্গ, গন্ধর্ব্ব-কিন্নরাপ্সরোগণ, গুহ্যকেশ্বর-কুবের-নলকূবর-মণিগ্রীব-প্রভৃতি অনুচর-চয়, মহামুনি-নারদ, বশিষ্ঠাদি-সপত্নীক-সপ্তর্ষি-মণ্ডল,প্রমথগণ-পরিবেষ্টিত-প্রমথ-নায়কগণ এবং দেবদানব-মানবাদি-ভোগ্য-দেব-দানব-মানব-বিলাসিনী-বারবনিতাগণও শ্রীশিব-পার্ব্বতীদেবীগণের অপূর্ব্ব-জলধি-জল-কেলি-দর্শন-বাসনা-বাসিত-মানসে অবিলম্বে তথায় উপনীত হইলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায়

ত্রিজগন্নিবাসী, কৈলাসাবাস-বাসী, অখিল-লোকনাথ, সর্ব্ব-লোকৈক-গুরু, সর্ব্বলোকৈক-কর্ত্তা, সর্ব্বলোকৈক-ভর্ত্তা, সর্ব্বলোকৈক-সংহর্ত্তা, অতুল-তেজাঃ, ভগবত্তম-শ্রীশঙ্করদেবের সমুদ্র-যাত্রা সম্প্রাপ্তা হওয়ায়, তদ্বিষয়িণী-বার্ত্তাশ্রবণে নব-লক্ষ-পার্ব্বতীদেবীর সহিত তাবৎ-সংখ্যক-শ্রীশঙ্করদেবের জলধি-জলে জল-ক্রীড়া-দর্শনাভিলাষে স্ব-স্ব-কলত্র ও অনুগগণের সহিত সুবর্ণ-স্যন্দনারোহণে কৌতুকাকুল-মানসে কাম-বাণ-প্রপীড়িত-হৃদয়ে পুলক-কুলাকুল-কলেবরে সুরগণ, ঋষিগণ, মুনিগণ, সিদ্ধগণ, পিতৃগণ, তথা বিদ্যাধর-গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-রাক্ষস-কিন্নরগণ গগন-গাত্র সমাবৃত করিয়া, সমাগত হইলে এবং বিশ্ব-নিবাসী অন্যান্য-ভাগ্যবান্ প্রাণি-বর্গের সহিত পৃথক্ পৃথগ্‌ভাগে বিভক্তা হইয়া, রূপ-বিশিষ্টা-স্বলঙ্কৃতা-ভূদেব-গোষ্ঠী, নরদেব-গোষ্ঠী, কুমার-গোষ্ঠী, তথা গণিকা-গোষ্ঠী সমীপাগতা হইলে, "কাদম্বরী-পান-কলো, ভূষিতো বন-মালয়া" ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণের সহিত সাগর-জলে জল-ক্রীড়ারম্ভ করিলেন।

দৃঢ়-বিক্রম-সম্পন্ন, মহাপ্রতাপবান্ সর্ব্বামরশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বকৃৎ, জলজ-লোচন-শ্রীশঙ্করদেব চক্রবাকোচিতানুরাগভরে পরমানুকূলতমা-চক্রবাকীর ন্যায় কান্তানুরাগ-রঞ্জিত-মানসা, নব-লক্ষ-সংখ্যা-পরিমিতা, জলজ-লোচনা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের সহিত স্বীয়-বিশ্বরূপ-সর্ব্বরূপ-সাহায্যে যখন সাগর-জলে জল-ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন, তৎকালে শ্রীশঙ্করদেবের সমস্ত-স্ত্রীগণ "অহমিষ্টা ময়া সার্দ্ধং, জলে বসতি শঙ্করঃ" এইরূপ মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু, শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক সুরত-তর্পিতা; সুতরাং সর্ব্বাঙ্গে নখ-ক্ষতাদি-সুরত-চিহ্ন-চিহ্নিতা, শ্রীশঙ্কর-দেবের নিকট হইতে লব্ধ-বহুমানা, শুভা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ মণিময়-

মার্জ্জিত-দর্পণোদরে তৎকালে নিজ-নিজ-কুচাধর-গত করজ-দ্বিজ-চিহ্ন-সকল, তথা অন্যান্য অঙ্গ-সমুদায়-গত-রতি-লক্ষণ-সকল জলজ-লোচনে দেখিয়া দেখিয়া, একদিকে যেমন মানসে প্রহৃষ্টা হইতেছিলেন, অপর দিকেও সেইরূপ নিজ-নিজ-লোচনাম্বুজ-নিচয়-সাহায্যে প্রিয়তম-শ্রীশঙ্কর-দেবের বদনাম্বুজ-সুধা-পান করিতে করিতেই যেন, "আত্ম-পুত্ত্রায় তে রুদ্র! আত্ম-দৌহিত্রকায় তে।" অথবা "অস্ত গোত্রং কুলং চৈব, নাদ এব পরং গিরে!" ইত্যাদি-প্রমাণ-বচনানুসারে শ্রীশঙ্করদেবের আত্ম-রূপ-গোত্র, অথবা নাদরূপ-কুল-গোত্রের উল্লেখ-পূর্ব্বক তদীয় অশেষ-গুণ-গাথা-গান করিতে প্রবৃত্তা হইলেন।

কিন্তু, শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক তর্প্যমাণ-মনোরথা, একমাত্র শ্রীশঙ্কর-দেবেরই প্রতি অর্পিত-মনো-নয়না, মানসে একমাত্র শ্রীশঙ্করদেবের প্রতি পরম-নিশ্চয়-পরমানুরাগ-স্নেহবতী, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যা পরিত্যক্তা হওয়ায়, লোচন-মনোহর-দর্শনা, পরমানন্দভরে শ্রীশঙ্করদেবের ন্যায় পতি-প্রাপ্তি-জনিত-স্ব-স্ব-শুভতর-সৌভাগ্যের উল্লেখ-পূর্ব্বক শ্লাঘা-প্রশংসা-পরায়ণা-সমস্ত-শঙ্কর-যোষিৎ শ্রীশঙ্করদেবের নিকট হইতে বহুমানলাভ করিয়া, তাঁহার উদ্দেশেও বহুমান-বহন করিতে লাগিলেন। অপিচ, আত্মবান্ শ্রীশঙ্করদেবও "অহমিষ্টাহমিষ্টেতি" স্নিগ্ধ-পরিজনভূতা-চারু-দর্শনা, নিরবশেষতঃ সমস্ত-প্রিয়তমা-শ্রীমতাপার্ব্বতীদেবীকে প্রেমময়-পতি-বাল্লভ্য-বহনে একান্ত তৎপরা, অতএব কম্বু-কমনীয়-গ্রীবাদেশে পুরুষোত্তম-পতি-প্রাপ্তি-সৌভাগ্য-সূচক-গর্ব্ব-বিমণ্ডিত- মস্তক-ধারণ-পূর্ব্বক মণি-মাণিক্য-রাজি-বিরাজিত-মুকুট-শিখা-সঞ্চালন করিতে দেখিয়া, তাঁহা-দের সকলেরই সহিত সমানভাবে "বিশ্বরূপেণ বিধিনা, সমুদ্রে বিমলে জলে" ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

তথা শ্রীশঙ্করদেব সমুদ্রের বিমল-জলে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে, প্রিয়তমাগণের প্রীতি-সাধনার্থ যাবৎ সমুদ্রের প্রতি শাসন-বাক্যের প্রয়োগ করিলেন, তাবৎ-কালমধ্যেই শ্রীশঙ্করদেবের শাসনানুসারে স্বয়ং মহোদধি লবণ-জলের পরিবর্ত্তে নিজ-বিপুলাতি-বিপুলতর-বিশালোদর-বিবরে সুপেয়-সর্ব্বগন্ধাঢ্য-স্বচ্ছ-

বারি-নিবহ বহন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সর্ব্বভূত-বাসন-স্বভাবতা-প্রযুক্ত বাসুদেবাপরনামা শ্রীশঙ্করদেবের প্রভাব-বশে সমুদ্রের জল নিস্তরঙ্গ-শান্ত-লবণ-রহিত-সুপেয়-স্বাদু-সুশীতল-স্বচ্ছ-সর্ব্ব-গন্ধাঢ্য, তথা মকর-কুম্ভীরাদি-হিংস্র-জন্তু-সম্পর্ক-শূন্য হইলে, শ্রীশঙ্করাঙ্গনা-শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীগণের মধ্যে যাঁহার যাদৃশী ইচ্ছা, তিনি তদনুরূপ-জলে অবতরণ-পূর্ব্বক অর্থাৎ কেহ বা গুল্‌ফ-দঘ্ন, কেহ বা জানু-দঘ্ন, কেহ বা উরু-দঘ্ন, কেহ বা নিতম্ব-দঘ্ন, কেহ বা নাভি-দঘ্ন, কেহ বা কটি-দঘ্ন, কেহ বা উর্দ্ধোদর-দঘ্ন এবং কেহ বা স্তন-দঘ্ন-জলে অবতীর্ণ হইয়া, সমভিকাঙ্ক্ষিত-সাগর-সলিলে অবস্থিতি-পুরঃসর বারি-বাহ-বিমুক্ত-বারিধারা যেমন বারিধিকে অভিষিক্ত করিয়া থাকে, সেইরূপ মহোদধি-স্থানীয়-শ্রীশঙ্করদেবকে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন।

অপিচ, ধারা-স্থানীয়া-শ্রীশঙ্কর-কামিনীগণ যখন জলনিধি-জল-সিঞ্চন-সাহায্যে সম্যক্‌রূপে শ্রীশঙ্করদেবকে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন, তৎকালে ঊর্দ্ধ-পরিমাণাভিপ্রায়ে গুল্‌ফ-মাত্র, জানু-মাত্র, উরু-মাত্র, নিতম্ব-মাত্র, নাভি-মাত্র, কটি-মাত্র, কিম্বা উর্দ্ধোদর-মাত্র ও স্তন-মাত্র-জলে অবস্থিতা, সাগর-সলিল-সিঞ্চন-পরায়ণা-প্রণয়িনী-পত্নীগণকে ধারাকারে জল-প্রক্ষেপ করিতে দেখিয়া, ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবও নবীননীর-পূর্ণ-নীরদ যেমন ফুল্ল-লতা-সকলকে জল-ধারা-দ্বারা সিঞ্চিতা করে, সেইরূপ প্রাণ-তোষিণী-পত্নী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণকে কর-মুষ্টিনিঃসারিত-জল-ধারা-দ্বারা অভিষিক্তা করিতে লাগিলেন। এইরূপে শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক-উরু-দেশে, নিতম্ব-দেশে, নাভি-দেশে, উদর-দেশে, কুচ-কলশ-যুগলে, গ্রীবাদেশে, বদ-নারবিন্দে, লোচন-যুগলে, পৃষ্ঠদেশে, কবরীস্থানে ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-প্রদেশে প্রবল-বেগ-বিশিষ্ট-জল-তাড়ন-দ্বারা তাড়িতা হইয়া, শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীগণ শ্রীশঙ্করদেবকৃত-জল-তাড়ন-বেগ-সহনে অসমর্থতা-নিবন্ধন তাদৃশ-জল-তাড়ন-রণ-ব্যাপার হইতে অবসর-গ্রহণ-পূর্ব্বক পতনোন্মুখী হইয়াই যেন, একজন অপরজনকে অবলম্বন করিয়া, পতন-বেগ-সম্বরণ করিলেন এবং অবিলম্বে হরিণ-লোচনা সেই সকল-পার্ব্বতীদেবী শ্রীশঙ্করদেবকে কণ্ঠ-প্রদেশে অবলম্বন করিলেন। তথা অপরাপর-

পার্ব্বতীদেবীগণ শ্রীশঙ্করদেবকে কণ্ঠ-প্রদেশে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, হে বীর! আমি পতন-বেগ-সম্বরণে অসমর্থা হইয়াছি, অতএব তুমি আমাকে উপগূহন কর।

এইরূপে জলতাড়ন-ক্রীড়ার অবসানে হর-চিত্ত-হারিণী-হরিণ-নয়না ঐ সকল-পার্ব্বতীদেবী সমুদ্র-তরণে প্রবৃত্তা হইয়া, সন্তরণ-শ্রান্ত-শ্লথ-শরীরে তরণি-নিকরের আশ্রয়-গ্রহণ করিলেন এবং কোন কোন পার্ব্বতীদেবী কাষ্ঠময়-প্লবাবলম্বনে সাগর-তরণে প্রবৃত্তা হইলেন। কিন্তু, কোন কোন পার্ব্বতীদেবী ক্রৌঞ্চাকার, কোন কোন পার্ব্বতীদেবী ময়ূরাকার, কোন কোন পার্ব্বতীদেবী করিবরাকার, তথা, কোন কোন পার্ব্বতীদেবী অশ্ব-হরিণ-হরি-বৃষভ-গবয় ও শরভাদির আকার-সদৃশ আকার-বিশিষ্ট প্লব-নিবহাবলম্বনে সমুদ্র-তরণে প্রবৃত্তা হইলেন। এইরূপ অন্যান্য-পার্ব্বতী-দেবীগণ মকরাকৃতি-তরণি-সাহায্যে সাগর-তরণে প্রবৃত্ত হইলেন, অপরাপর-পার্ব্বতীদেবীগণ মীনাভ-প্লবাবলম্বনে পারাবার-প্লবনে আগ্রহ-প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, কোন কোন পার্ব্বতী বহুরূপাকৃতিধর-জলযানা-বলম্বনে সমুদ্র-তরণে যত্নবতী হইলেন, কোন কোন পার্ব্বতীদেবী কনক-কল্পিত-কুম্ভ, অথবা নিজ-নিজ-স্তন-কুম্ভ-যুগল-সাহায্যে রমণীয়-সাগর-জলে সন্তরণ-দান করিতে করিতে, শ্রীশঙ্করদেবের হর্ষ-সম্বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে সেই সর্ব্বাঙ্গ-শোভনা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণের তাদৃশ-সাগর-তরণ-ক্রীড়া-দর্শনে পরমানন্দিত-মানসে শ্রীশঙ্করদেবও তাঁহাদিগের সহিত তাদৃশ-সমুদ্র-সলিলে অপূর্ব্ব-জল-বিহারে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু, অমর-সত্তম-শ্রীশঙ্করদেব যে যে কার্য্য-যোগাভিপ্রায়ে যে যে পার্ব্বতীদেবীর সহিত রমণ করিতে লাগিলেন, সেই সেই পার্ব্বতীদেবীই শ্রীশঙ্করদেবের মনোগত-তত্তৎ-কার্য্যযোগ আকার, বা ইঙ্গিত-দ্বারা অবগতা হইয়া, অবিলম্বে অনুরাগ ও আনন্দভরে তত্তৎ-যোগ-সম্পাদনে যত্নবতী হইলেন। তথা অতিতনু-বস্ত্রাবৃতা-তন্বী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ যখন জলধি-জলে জলজ-লোচন-শ্রীশঙ্করদেবের সহিত বিবিধ-লীলার আচরণ করিতে করিতে, জল-ক্রীড়া করিতেছিলেন, তৎকালে বশি-প্রবর-ভগবান্

শ্রীশঙ্করদেব যে যে পার্ব্বতীদেবীর মানসে যে যে ভাবের উদয় হইতেছিল, স্বীয়-সর্ব্বভাবজ্ঞতা-শক্তি-বলে তাদৃশ-ভাব-সাহায্যেই অন্তরে অনুপ্রবেশ-পূর্ব্বক সেই সেই পার্ব্বতীদেবীকে আত্ম-বশবর্ত্তিনী করিলেন।

ভগবান্ সত্য-সনাতন-শ্রীশঙ্করদেব যদিচ হৃষীকেশ, অর্থাৎ হৃষীক ইন্দ্রিয়-সকলের অধীশ্বর, তথাপি দেশ ও কাল-ভেদ-বশতঃ তারক-হারক-কুমার-কার্ত্তিকেয়ের উৎপাদন-কল্পে তারক-কবলিত-সমস্ত-সুর-রাজ্যের পুনরুদ্ধারাভিপ্রায়ে সম্প্রতি প্রভু-পরমেশ্বর শ্রীশঙ্করদেব যে কান্তা-বশগত হইয়াছেন, তাহা তারক-তাড়িত-বিশ্ব-নিবাসি-জনগণের অবিদিত নহে। অতএব হৃষীকেশ-প্রভু-পরমেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবকে কান্তা-বশগত-পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া, সেই কুশলিনী-হর-মনোমোহিনীগণ-বেশ-বিভূষণে বিভূষিত-কনক-কমনীয়-কান্তি-বিশিষ্ট-কলেবরে সম্মুখে বর্ত্তমান, দাক্ষিণ্য-যুক্ত, স্মিত-পূর্ব্বাভিভাষী, ভর্ত্তা-শ্রীশঙ্করদেবের কণ্ঠালিঙ্গনান্তে তাঁহার প্রতি ভক্তিভরে বহু-মান-প্রদর্শন-পূর্ব্বক ইনি আমাদের কুল-শীল-সম-যোগ্য-ভর্ত্তা, এইরূপ মনে করিয়া, ভার্য্যা-স্বরূপে পুনঃ পুনঃ কাম-ভাব-পোষণ করিতে লাগিলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়

অনন্তর অপ্রমেয়াত্মা ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবের অভিপ্রায়ানুসারে তাঁহার শ্বশুর-দেবতাত্মা পর্ব্বতরাজ-হিমালয়ের মৈনাকাদি-শত-কুমার, তথা মহারাজ-হিমালয়, কিম্বা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সম্পর্কিত-পরমাত্মীয়-মেরু-মন্দর-মলয়াদি-পর্ব্বতরাজগণের কুমার-সকলের পৃথক্ পৃথক্ গোষ্ঠী মহাসাগরের বিভাগ-বিশেষে-জল-মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া, প্রকাশ্যভাবে স্ত্রীগণসহ জল-ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু, ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব গুণাকর-বীরবর-নিজ-শ্যালক ও সম্বন্ধি-গণকে স্ত্রীগণ-সহ জলধি-জলে জল-কেলি-বিলাস-বাসনায় অবতীর্ণ হইতে দেখিয়া, তথা নিজ-তেজো-বল-বীর্য্য-পরাক্রমাহৃত হইলেও, তাঁহাদিগকে স্ব-স্ব-দাক্ষিণ্য-গাম্ভীর্য্য, বা উদারতা-প্রযুক্ত গীত-নৃত্য-বিধিজ্ঞ-নিজ-নিজ-স্ত্রী-সকলের বশবর্ত্তিরূপে অবস্থিত এবং তাদৃশোত্তম-নারী-সকলের কৃত-গীতিকা-শ্রবণ, পদার্থ-বাক্যার্থ-প্রদর্শন-পর-হৃদয়-গত-ক্রোধাদি-ভাবাভিব্যঞ্জক, অথবা অঙ্গুল্যাদি-সাহায্যে ব্যক্তীকৃত-মনঃ-কার্য্যরূপ-শোভন-সুষ্ঠুতরাভিনয়-দর্শন ও তাল-লয়-সমন্বিত-তূর্য্য-ধ্বনি-সমাকর্ণন-পূর্ব্বক মানসে মুগ্ধ হইতে দেখিয়া, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণের প্রীতি-সাধন ও শ্যালক-সম্বন্ধিগণের, অর্থাৎ হিমালয়াদি-পর্ব্বতরাজ ও পর্ব্বত-রাজ-কুমারগণের মানসে বহ্বাশ্চর্য্য-প্রদর্শন-দ্বারা পরম-চরম-বিস্ময়োৎপাদনাভিলাষে মর্ত্ত্যলোকে স্বর্গীয়-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের সমাবেশ করিতে ইচ্ছা করিয়া, যাবৎ স্বর্গাঙ্গনানয়ন-বিষয়ক-সঙ্কল্প করিলেন, তাবৎ পঞ্চচূড়া-নাম্নী অপ্সরঃ-প্রবরার সহিত কুবের-লোকীয়-কৌবেরী, মহেন্দ্র-লোকীয়-মাহেন্দ্রী, চন্দ্র-লোকীয়-চান্দ্রী, বরুণ-লোকীয়-বারুণী-প্রভৃতি-বহুতরাপ্সরঃ-প্রবরা শ্রীশঙ্করদেবের সম্মুখে উপস্থিতা হইয়া, কৃতাঞ্জলি-পুটে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

অপিচ, সত্য-সঙ্কল্প-সত্যকাম-শ্রীশঙ্করদেব "বিশ্বরূপেণ হেতুনা,

জীব-নিয়ন্তৃত্বেন নিমিত্বেন" স্বকৃত-সঙ্কল্পের অনন্তরই পঞ্চচূড়া-প্রভৃতি অপ্সরঃ-প্রবরগণকে নিজ-সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, প্রণামান্তে কৃতাঞ্জলি-পুটে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া, তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে সান্ত্বনা-দান-পূর্ব্বক এইকথা বলিলেন যে, হে বরারোহাঃ! আমি তোমাদিগকে সম্প্রতি এই পর্ব্বতরাজ-কুমারগণের ক্রীড়া-যুবতীরূপে নিযুক্তা করিলাম। অতএব তোমরা আমার প্রিয়-সাধনার্থ অশঙ্কিতান্তঃকরণে নৃদেবামর-তেজঃ-সম্পন্ন এই পর্ব্বতরাজ-কুমারগণের গোষ্ঠী-মধ্যে প্রবেশ কর এবং আমারই প্রিয়কার্য্য-সাধনার্থ তোমরা সকলে মনোহর-রূপে রূপবতী হইয়া, নিঃসঙ্কোচে এই সকল-বীরবর-গুণাকর-পর্ব্বতরাজ-কুমারকে রমণানন্দ অনুভব করাইবার জন্য অবিলম্বে যত্নবতী হও। তথা হে বরা-রোহাঃ! হে পঞ্চচূড়া-প্রভৃত্যপ্সরঃ-প্রবরাঃ! আমি আরও তোমাদিগকে বলিতেছি যে, তোমরা লজ্জা-সঙ্কোচাদি-কৃত-সর্ব্ব-প্রকার আবরণ হইতে উন্মুক্তা হইয়া, কুমারগণকে "দর্শয়ধ্বং গুণান্ সর্ব্বান্, নৃত্য-গীতৈ রহঃস্থু চ। তথাভিনয়যোগেষু, বাদ্যেষু বিবিধেষু চ।"

অপিচ, আমি তোমাদিগের প্রতি যেরূপ আদেশ-প্রদান করিলাম, তদনুসারে সমস্ত-কার্য্য সম্পাদিত হইলে, অবশ্যই আমি তোমাদিগের মানসাভিবাঞ্ছিত-শ্রেয়ো-বিধান করিব। তথা একথাও এখানে বলা উচিত হইতেছে যে, আমি যখন এই অশেষ-বিশ্ব-মণ্ডলে বিশ্বরূপে অবস্থিতি করিতেছি, তখন "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব," ইত্যাদি বহুতর-প্রমাণানুসারে এই পর্ব্বত-রাজ-কুমারগণও যে "মচ্ছরীর-সমাঃ", অর্থাৎ রূপে রূপে মদীয়-প্রতিরূপতা-লাভের প্রতি কারণ-স্বরূপ-তত্তৎ-রূপবিশেষ, বা মদংশভূত, তাহাও নিঃসন্দেহে অবগত হইতে হইবে। ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবের উক্তরূপ আদেশ-বচন-সকল শ্রবণ করিয়া এবং নিরবশেষতঃ তদীয় আজ্ঞা-বচন-সকল শিরোদেশে প্রতিগ্রহণ-পূর্ব্বক তৎকালে পঞ্চচূড়া-প্রভৃতি সেই সমস্ত অপ্সরোবরা-ক্রীড়া-যুবতী অবিলম্বে কুমার-গোষ্ঠী-মধ্যে-প্রবেশ করিলেন।

"তাভিঃ প্রবিষ্ট-মাত্রাভিঃ, দ্যোতিতঃ স মহার্ণবঃ। সৌদামিনীভির্ন-ভসি, ঘন-বৃন্দ ইবানঘ।" অর্থাৎ এই সকল অপ্সরোবরা-ক্রীড়া-যুবতীর

প্রবেশ-মাত্রেই সেই মহাসাগর-প্রদেশ অতীব-বিদ্যোতিতাবস্থায় সৌদামিনী-প্রকাশ-কালে অম্বর-তল-গত-বিদ্যোতিত-মেঘ-বৃন্দের ন্যায় পরম-শোভার আধারভাব ধারণ করিল। কিন্তু, সেই সকল-ক্রীড়া-যুবতী জল-প্রদেশে-স্থলবৎ অবস্থিতা হইয়া, বিবধ-প্রকারে জল-বাদ্য করিতে লাগিলেন এবং জল-বাদ্যাবসানে ঐ সকল-বরাঙ্গনা স্বর্গাবাসে যেমন অভিনয়-সাহায্যে দেবগণের চিত্ত-বিনোদন করিয়া থাকেন, সেইরূপ মধুর-সুন্দর-বিবিধ-বিচিত্রাভিনয়-দ্বারা পর্ব্বত-রাজ-কুমারগণের মানসে অভিনবাপূর্ব্ব আনন্দোৎপাদনে যত্নবতী হইলেন।

তথা পঞ্চচূড়া-প্রভৃতি ঐ সকল-ক্রীড়া-যুবতী কখনও মলয়জ-চন্দনা-গুরু-কস্তুরী-কুঙ্কুম-পঙ্ক-প্রলেপন, কখনও গন্ধ-মাল্য-দান, কখনও দিব্য-দিব্য-সূক্ষ্ম-ক্ষৌম-বস্ত্রার্পণ, কখনও হেলা, কখনও হাস্য, কখনও ভাব, কখনও কটাক্ষ, কখনও ইঙ্গিত, কখনও কেলি, কখনও রোষ, তথা কখনও বা প্রসাদন-প্রভৃতি-মনোঽনুকূল আচরণ-পরম্পরা-দ্বারা পর্ব্বত-রাজ-কুমারগণের মানস-হরণে প্রবৃত্তা হইয়া, ক্রীড়া-চ্ছলে মদিরা-বশ-গত ঐ সকল-পর্ব্বত-রাজ-কুমারকে বাত-স্কন্ধে, অর্থাৎ আকাশ-প্রদেশে যাবৎ-পর্য্যন্ত পবনদেব সাধারণভাবে বিচরণ করিয়া থাকেন, তাবৎ-পর্য্যন্ত আকাশ-বিভাগে পুনঃ পুনঃ উৎক্ষিপ্ত করিয়া, পুনশ্চ পতনাবসরে তাঁহাদিগকে আকাশ-প্রদেশেই হস্তে গ্রহণ-পূর্ব্বক পূর্ব্বস্থানে আনয়ন করিয়া, ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। কিম্বা পঞ্চচূড়া-প্রভৃতি সেই অপ্সরঃ-শ্রেষ্ঠাগণ পর্ব্বত-রাজ-কুমার-সকলকে "বহুষু বাত-স্কন্ধেষু আবহ-প্রবহাদিষু ঊর্দ্ধোর্দ্ধেষু বাত-মার্গেষু উত্তরোত্তর-রমণীয়েষু উৎক্ষিপ্য-নীত্বা", সেই স্থানেই তাঁহাদিগের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে প্রভু-ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবও শ্যালক-সম্বন্ধি-গণের প্রীত্যর্থে আকাশ-প্রদেশে ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিয়া, প্রমোদমান-মানসে সেই নব-লক্ষ-সংখ্যক-বেশ-বিভূষণ-বিভূষিতা-পার্ব্বতীদেবীর সহিত বিমান-বিহার করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু শ্রীশঙ্করদেবের অমিত-তেজো-বল-প্রভাবজ্ঞ-পর্ব্বত-রাজ-কুমারগণ তাঁহার তাদৃশী আকাশ-ক্রীড়া-দর্শনে মানসে কিছুমাত্র বিস্মিত হইলেন না। পক্ষান্তরে সেই বীরবর-পর্ব্বত-

রাজ-কুমারগণ ও বিশ্ব-নিবাসী অন্যান্য-দর্শক-বৃন্দ আকাশ-ক্রীড়া-কৃত-বিস্ময়ের পরিবর্ত্তে মানসে পরম-গাম্ভীর্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বা গৃহে পর্ব্বতে ও অভিবাঞ্ছিত-বনে, উপবনে গমন ও ভ্রমণ-পূর্ব্বক পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অতুলতেজাঃ লোকনাথ-ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবের আজ্ঞাবশে অপেয়-সাগরও যে তৎকালে পেয়-সলিলে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; সুতরাং জলজ-লোচনা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ সাগরের সুপেয়-সলিল-পান ও মুখ-মার্জ্জনাদি করিতে করিতে ইচ্ছা-পূর্ব্বক সেই জল-প্রদেশেই কখনও স্থলবৎ ধাবিত হইতে লাগিলেন এবং কখনও বা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত অবস্থায় হস্তে-হস্তে পরস্পরকে গ্রহণ-পূর্ব্বক স্বেচ্ছাবশে জলধি-জলৌঘে নিমজ্জিত হইয়া, পুনশ্চ পরক্ষণেই উন্মজ্জিত হইতে লাগিলেন।

অপিচ, উক্তরূপে জলনিধি-জলে জল-ক্রীড়া-পরায়ণ সেই শ্রীশিব-পার্ব্বতীদেবী ও কুমার-গোষ্ঠী-সমূহের মধ্যে মনে মনে যিনি যেরূপ অভিমত-বিষয়ে ধ্যান করিতে লাগিলেন, ভক্ষ্য-ভোজ্য-পেয়-চোষ্য-লেহ্যাদি ও বস্ত্রাভরণ-পুষ্পমাল্য চন্দনাদি-তত্তৎ-বহু-প্রকার-দ্রব্য তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতে লাগিল। এইরূপে সর্ব্ব-প্রকারে সুখ-শান্তি-স্বচ্ছন্দতা-সম্পন্না, অম্লান-পঙ্কজ-মাল্য-ধারিণী, প্রসন্নবদনা সেই সকল-পার্ব্বতীদেবী যেমন একদিকে সর্ব্বথা অনিন্দিতাভিলষিত-প্রিয়তম-হৃদয়েশ্বর-শ্রীশঙ্করদেব-সহ রহঃ-স্থানে রমণানন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন, অপরদিকেও সেইরূপ পান-ভোজন-বস্ত্রালঙ্কার-পুষ্পমাল্য-চন্দনাদি-পরিতৃপ্তা সেই সকল অপ্সরঃ-প্রবরা তাদৃশ-নৃদেবামরোপম-পর্ব্বত-রাজ-কুমারগণকে অতিনিভৃত-স্থানে রতি-রসানুভবানন্দ-সাগরে নিমজ্জিত করিয়াই, যেন তাঁহাদিগকে রমণ-সুখ অনুভব করাইতে লাগিলেন। স্বর্গাবাসে যাঁহারা সর্ব্বদা দেবগণের সহিত রতানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন, পঞ্চচূড়াদি সেই অপ্সরোবরাগণের অনুগ-পর্ব্বত-রাজ-পুত্রগণ দিবাভাগে উক্তরূপে জলধি-জল-কেলি-রসাস্বাদন করিয়া, সায়াহ্ন-কালে সুরত-সমরে অপরাজিত ও জয়-মাল্য-বিভূষিতাবস্থায় স্নাতানুলিপ্ত-

স্নিগ্ধ-শরীরে প্রমুদিত-মানসে সর্ব্বোপকরণ-সম্পন্ন-সুসজ্জিত-গৃহাকারে বিশ্বকর্ম্ম-কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত-নৌকাশ্রয়ণে ক্রীড়া-যুবতীগণের সহিত বিবিধরূপে বিহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

অপিচ, আমাদের বহুরূপবান্ শ্রীশঙ্করদেবও বহুরূপবতী-শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীদিগের সহিত বিবুধ-বর-বন্দিত-কেশব-বাসবাদির আদেশে ও তত্ত্বাবধানে সুর-শিল্পি-প্রবর-বিশ্বকর্ম্ম-কর্ত্তৃক স্ব-হস্তে নৌ-নিচয়োপরি নির্ম্মিতায়তাতিবিস্তৃত, তথা চতুরস্র-চতুষ্কোণ, বৃত্ত-বর্ত্তুল, স্বস্তিক-শারি-ফলক, বা তণ্ডুল-চূর্ণ-নির্ম্মিত-মাঙ্গল্য-দ্রব্য-বিশেষাকার, কিম্বা "কৈলাস-মন্দর-চ্ছন্দা, মেরুচ্ছন্দাস্তথৈব চ। তথা নানা-বয়শ্ছন্দাস্তথেহা-মৃগরূপিণঃ। ক্রৌঞ্চচ্ছন্দাঃ শুকচ্ছন্দা, গজচ্ছন্দাস্তথাপরে। আক্রীড়-গরুড়চ্ছন্দাঃ, কৈলাসাদিবচ্ছন্দো যথেষ্টরূপিত্বং যথেষ্টকারিত্বং চ যেষাং তে", অথবা যাদৃশ আকারের দর্শন-মাত্রেই দ্রষ্টৃ বর্গের মানসে কৈলাস-পর্ব্বত, মন্দর-পর্ব্বত, সুমেরু-পর্ব্বত, বিবিধ-জাতীয়-বিহঙ্গম, বিচিত্র-চর্ম্মা-বৃত-ব্যাঘ্র-বিশেষরূপ ঈহামৃগ, ক্রৌঞ্চ, শুক, গজ, আক্রীড়-গরুড়, অর্থাৎ লীলানুবর্ত্তি-ক্রীড়া-গরুড়-সদৃশ, বা গৃহ-পালিত, উদ্যান, উপবন ও ক্রীড়া-স্থানে বিচরণশীল-বৈনতেয়-প্রভৃতি-বিষয়ক-চ্ছন্দ অভিলাষ, অভিপ্রায়, ইচ্ছা বিশেষ, সংস্কার, তথা তদ্বিষয়িণী-বাসনা, বা বৃত্তির সমুদয় হইয়া থাকে, তাদৃশ-কৈলাস-সাদৃশ্য, মন্দর-সাদৃশ্য, সুমেরু-সাদৃশ্য, নানাবিধ-পক্ষি-সাদৃশ্য, ক্রৌঞ্চ, শুক ও গজ-সাদৃশ্য-জ্ঞাপক, আক্রীড়-গরুড়-সাদৃশ্য-সমুদ্বোধক, কৈলাস-মন্দর-মেরু-বিবিধ-বিচিত্র-পক্ষি-ব্যাঘ্র-সিংহ-ক্রৌঞ্চ-শুক-গজ-গরুড়াদি-নানাকার-সম্পন্ন-প্রাসাদ-সমূহে প্রবেশ-পূর্ব্বক স্নাতানু-লিপ্ত-স্নিগ্ধ-শরীরে মুদিত-মানসে মুদিত-মানসা, তথাবিধ-দেহাবয়বা, সুপ্রসন্ন-হাস্য-বিকসিত-বদনা, প্রণয়-সুধা-রস-বর্ষী, অথচ মর্ম্মস্পর্শি-কল-কলালাপে কুশলিনী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগকে বামাঙ্গে ধারণ করিয়া, ধীরে ধীরে শ্বেত-চ্ছত্রোপশোভিত-রমণীয়-রত্ন-সিংহাসনতলে উপবেশন করিলেন।

এইরূপে নব-লক্ষ-ভাগে বিভক্ত-কলেবর-শ্রীশঙ্করদেব নব-লক্ষ-ভাগে বিভক্ত-শরীরাবয়বা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের সহিত দিবাকালীন-জলাধি-

জল-কেলি সমাপ্ত করিয়া এবং স্নাতানুলিপ্ত-পুষ্প-মাল্য-বিভূষিত-কস্তূরী-কুঙ্কুম-পঙ্কাঙ্কিত-দিব্য-বাসো-যুগল- বিলসিত -নানালঙ্কার- প্রদীপ্ত -কলেবরে তথাবিধ -কলেবরা- কামিনী -মণি- মণ্ডল- মণ্ডনায়মানা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী-দিগকে কান্তা-কাঙ্ক্ষিত-কমনীয়-ক্রোড়দেশে গ্রহণ করিয়া, জলধি-জলে ভাসমানার্ণব-যান-রণতরি-সাধারণ-নৌ-নিচয়োপরি নির্ম্মিত, কারু-কার্য্য-কুশল-শিল্পি-কুলে সুপ্রসিদ্ধ-কনক-রীতি-কনক-ধারা-সমূহাবলম্বনে কনক-চিত্রে চিত্রিত, বৈদূর্য্যাদি-বিবিধ-বিশিষ্ট-রত্ন-নিকর-রচিত, মহার্হ-মণি-খণ্ড-খচিত-তোরণ-সহস্রে সুশোভিত, চিত্র-মণি-ভক্তি-নিচয়ে বিচিত্র-দর্শন, মসার-গন্ধর্কময়, অর্থাৎ মহামরকত-মণিময় ও কানক-রাজত-স্ফাটিকাদি-পান-পাত্রময়-চিত্র-ভক্তি-শতে সমলঙ্কৃত, অথবা "মসারো মরকতঃ, গন্ধু-শ্চন্দ্রকান্তঃ, অর্কঃ সূর্য্যকান্তঃ, তৈর্ব্যস্তৈঃ, সমস্তৈর্বা চিত্র-রাগৈ রঞ্জিতৈশ্চিত্র-ভক্তি-শতৈর্নানারূপাস্তরণ-শতৈঃ" অতিবিচিত্র-শোভা-সমন্বিত, সর্ব্ববিধ-কেলি-বিলাসোপকরণ-সম্ভারে পরিপূর্ণ, তথাকথিত-নানাবিধাকার-মণি-কাঞ্চন-চিত্র-চয়-চিত্রিত, নগরস্থ-মার্গ-নিচয়ের উভয়-পার্শ্বস্থ-সমোন্নত-সুদৃশ্য-সমানাকার সৌধাবলীর ন্যায় শ্রেণী-বদ্ধভাবে অবস্থিত পৃথক্ পৃথক্ প্রাসাদে প্রবেশ-পূর্ব্বক নৌকা-নিচয়োপরিস্থ সেই সর্ব্ব-প্রকারে সুসজ্জিত-নব-লক্ষ-সংখ্যক-প্রাসাদের অভ্যন্তর-গত-মণি-মন্দির-মধ্যে পুষ্প-মাল্য-মণ্ডিত, নবস্তবদশোক-দল-ললিত, রতি-সুখকরানল্প-তল্প-সম-সুপ্র-শস্ত-রত্ন-সিংহাসনে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর কান্তস্বরোজ্জ্বল সেই সকল-যন্ত্র-চালিত-বিপুল-বিশাল-কায় অর্ণব-পোত প্রতি-তোরণ-পার্শ্ব-দ্বয়ে আম্র-শাখা-সশিখ-নারিকেল-ফল-সমন্বিত-সিন্দুর-চিহ্নাঙ্কিত-কনকময়-কলশ, মণিময়-স্তম্ভাগ্র-সংলগ্ন-রক্ত-রঞ্জিতাপবরকান্তর্গত-সমুজ্জ্বল-দীপালোক ও কদলী-তরু-সাহায্যে শোভিত, বহির্দ্দেশে এক-দ্বি-ত্রি-চতুঃ-পঞ্চম-তল-গাত্রে স্থূলতর-নক্ষত্র-নিকর-কল্প-প্রদীপ্ত-প্রদীপ-মালা, দেবদারু-সহকারাদি-তরুণতর-তরুবর-নিকরের তরুণতর-কাঞ্চন-কান্তি-কিশলয়-কলাপ-মালা, মালত্যাদি-বিবিধ-বিচিত্র-পুষ্প-মালা, পতাকা ও মণি-রত্ন-রচিত-বিচিত্র-চিত্র-নিচয়-দ্বারা সুসজ্জিত-সুধা-ধবল-সৌধ-প্রাসাদ-সুরম্য-হর্ম্ম্যাবলীকে নিজ-দৃঢ়তরাতিবিস্তৃত-বক্ষঃ-

স্থলে ধারণ-পূর্ব্বক কর্ণধার ও নাবিকগণ-কর্ত্তৃক পরিগৃহীত ও পরিচালিত হইয়া, যেমন বেগে ধাবিত হইল, অমনি সবেগে সহসা পরিচালিত সেই অর্ণব-যান-সকলের চলন-বেগ-বশে সমুত্থিত-সহস্র-সহস্র-তরঙ্গে সমাকুল; সুতরাং মহোর্ম্মিমৎ সেই সাগর-সলিল দূরাদ্দূরতর-দেশে শ্রেণী-বদ্ধভাবে সুসজ্জিত-সুদৃশ্য-শৃঙ্খলাবদ্ধ-নগরাকারে ধাবিত সেই অর্ণব-যান-সকলকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, একদিকে যেমন স্বয়ং পরম-শোভা-প্রাপ্ত হইতে লাগিল, অপরদিকেও সেইরূপ অর্ণব-পোত-নিচয়োপরিষ্ঠ-পূর্ব্ব-বর্ণিত, সর্ব্বতঃ সুসজ্জিত, দীপাবলী-বিভাসিত, নাগরিক-জনগণের চিত্তাশ্চর্য্য-জনক, সেই অপূর্ব্ব-প্রাসাদাবলী ও এই সচল-প্রাসাদাবলীর আধারভূত-প্রতপ্ত-জাম্বুনদ-সমুজ্জ্বল-পোত-নিচয় জলধি-জলৌঘ-গর্ভে নিজ-নিজ-প্রতিবিম্ব-সমর্পণ-পূর্ব্বক সাগরস্থ অপার-সলিল-রাশিকে পরম-চরম-শোভার আস্পদে পরিণত করিতে লাগিল।

ইতি অষ্টাবিংশ-পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে পঞ্চদশাধিক-শততম অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

ষোড়শাধিক-শততম অধ্যায়

ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব ও ভগবতী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের জলধি-জল-কেলি-বিলাসালয়ভূত-তথাবর্ণিত-সুরম্য-হর্ম্ম্যাবলী ও সুসজ্জিতা সেই-অট্টালিকা-শ্রেণীর মূল-ভিত্তি-স্থানীয়-সমুচ্ছ্রিত-কার্ত্তস্বরোজ্জ্বল অর্ণব-পোত-সকল কর্ণধার ও নাবিকগণ-কর্ত্তৃক পরিগৃহীত এবং পরিচালিত হইয়া, স্বচ্ছ-সাগর-সলিলে স্ব-স্ব-মনোহরতর-প্রতিচ্ছবি-প্রদান-পূর্ব্বক যখন অপার-জলধি-জল-সকলকে বিশোভিত করিতেছিল, তৎকালে একদিকে যেমন "সমুচ্ছ্রিতৈঃ সিতৈঃ পোতৈর্যান-পাত্রৈস্তথৈব চ। নৌভিশ্চ ঝিল্লিকাভিশ্চ, শুশুভে বরুণালয়ঃ", অপরদিকেও সেইরূপ গন্ধর্ব-রাজ-পুষ্পদন্ত-চিত্ররথ-বিশ্বাবসু-প্রভৃতি-শ্রীশঙ্কর-কিঙ্করগণ, তথা বিশ্ব-বিধাতা ধাতা ও কেশব-বাসবাদি-সুর-বৃন্দ-বৃন্দারক-বর্য্য-দেবগণ, বশিষ্ঠাদি-সপ্তর্ষিগণ ও অপরাপর-দেবর্ষি-ব্রহ্মর্ষিগণের বহু-বিচিত্র, আকাশ-গামি-পুর-সকল উপরি প্রদেশে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে, তথা জল-প্রদেশে দেব-দারকগণের ন্যায় স্বচ্ছন্দে বিচরণশীল-পরম-প্রভাব-সম্পন্ন-পর্ব্বত-রাজ-কুমারগণের পূর্ব্ব-বর্ণিত-জলযান-সকল সাগর-সলিলে সর্ব্বতঃ সঞ্চরণ করিতে করিতে, শ্রীশঙ্কর-শঙ্করীগণের জলধি-জলস্থ-কেলি-বিলাসাবাস-ললিত-নৌ-নগরের অপূর্ব্ব-শ্রী-সৌন্দর্য্য-শোভা-সম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য-মর্য্যাদা-গাম্ভীর্য্য, বা গৌরব-সম্ভ্রম শত-সহস্র-গুণে বর্দ্ধিত করিতেছিল।

অপিচ, সুর-শিল্পি-প্রবর-বিশ্বকর্ম্মা শ্রীশিব-পার্ব্বতীদেবীগণের জল-বিহারান্তে পান-ভোজনার্থ সেই নৌ-নগরস্থ-প্রাসাদ-সমূহে যে সকল-পান-ভোজন-পাত্র স্থাপিত করিয়াছিলেন, নন্দন-চৈত্ররথাদি-স্বর্গীয় উপবন-সমূহে বিচরণশীল ক্রীড়া-পরায়ণ ইন্দ্রোপেন্দ্রাদি-দেব-শ্রেষ্ঠগণের ক্রীড়া-বিহারান্তে পান-ভোজন-কল্পে কল্পিত-পান-ভোজন-পাত্রের অনুরূপ-মণি-খণ্ড-খচিত-রুচির-রত্ন-রাজি-রচিত, কিম্বা সর্ব্বতঃ সুবর্ণ-রজতময়-নন্দন-চ্ছন্দযুক্ত সেই

সকল-পান-ভোজন-পাত্র নন্দন-বন-লভ্য-দেবরাজোচিত উৎকৃষ্টতর-পান-ভোজন-যোগ্য-সুপেয়-সুভোজ্যামৃতাদি দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তথা সুরশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা শ্রীশিব-পার্ব্বতীদেবীদিগের সর্ব্ব-প্রকারে সুখ-স্বচ্ছন্দতা-সম্পাদনার্থ কেবলই নন্দন-চ্ছন্দ-যুক্ত-মণি-রত্ন-সুবর্ণ-রজতাদি-রচিত সেই সকল-পান-ভোজন-পাত্র সুধা-সুস্বাদু-পয়ো-দধি-যুত-পঞ্চবিধ-ভক্ষ্য, রাম-রম্ভাদি অনেকানেকবিধ-সুপক্ক-ফল, সুগন্ধ-সম্পন্ন-গব্য-ঘৃত, পায়স, বহুবিধ-পিষ্টক, "শাকানামযুতং," দশ-সহস্রবিধ-শাক, বা সঘৃত-সলবণ-সুরস-পূর্ণ-রসনা-রঞ্জন-ব্যঞ্জন, সুগন্ধ-সুরস-সমন্বিত, ভোজন-মাত্রেই অতীব-পরিপুষ্টিকর, সুস্নিগ্ধ, সুসিদ্ধ, দেববরোপভোগযোগ্য-সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম-শাল্যন্ন, কর্পূর-খণ্ডোজ্জ্বল-রুচিকর-জল, বা সুবাসিতাসংখ্য-তাম্বুল-বীটিকাদি-দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াই, বিরত হইতে পারেন নাই।

পক্ষান্তরে কিন্তু শিল্পি-প্রবর-বিশ্বকর্ম্মা শ্রীশিব-পার্ব্বতীদেবীদিগের অপরাপরবিধ-সুখ-স্বচ্ছন্দতা-বিধানার্থ সেই সুরম্য-হর্ম্ম্যাবলী-বিভূষিতা-নৌ-নগরী, বা সাগর-নগরের মধ্যে স্থানে স্থানে নন্দন-বন-প্রতিম উদ্যান, উপবন, সুধর্ম্মা-নাম্নী-দেব-সভার ন্যায় সভা, বিবিধ-বস্ত্রালঙ্কারাদি-প্রসব-কারী পাদপ, সহস্রদল-শতদল-কমল-ললিত-সরোবর, কাসার, দীর্ঘিকা, তথা সর্ব্বতোগামী স্যন্দন-প্রভৃতিরও বিনিবেশনে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিঞ্চ, সর্ব্ব-শিল্প-কলা-কুশল-বিশ্বকর্ম্মা যেমন নন্দন-চ্ছন্দ-যুক্ত, বা নন্দন-প্রতিম উদ্যান, উপবন, পান-পাত্র, অন্ন-ব্যঞ্জন, সভা, বৃক্ষ, দীর্ঘিকা ও স্যন্দনাদির সন্নিবেশ-সাধন করিয়াছিলেন, সেইরূপ স্বর্গ-চ্ছন্দ-যুক্ত অন্যান্য-প্রয়োজনীয়-দ্রব্য-সামগ্রী-বিষয়েও শ্রীশঙ্করদেবের আজ্ঞা-বশতঃ সুর-শিল্পি-বিশ্বকর্ম্মা সমাসতঃ সেই সাগর-নগরালয়ে সর্ব্বথা তাদৃশ-স্বর্গীয়-শিল্প-সন্নিভ-শিল্প-সকলের সন্নিবেশ-সাধন করিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব ও শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ-কর্ত্তৃক জলধি-জলে জল-কেলি-বিলাসের অনন্তর সায়ংকালে বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিত সেই স্বর্গালয়-সন্নিভ-সাগর-নগরালয় অধিকৃত ও অধিষ্ঠিত হইবামাত্র বিশ্বকর্ম্ম-বিহিত নন্দন-বন-প্রতিম-নৌনগরান্তর্গত-নৌস্থ-পুষ্প-ফলোপবন-সমূহে শাখি-শাখান্তরালে সুখোপবিষ্ট-কল-নাদি-পক্ষি-কুল-

হৃদ্য-মধুর-রব করিতে লাগিল, দেবলোকোদ্ভব-কল-কণ্ঠ-শ্বেত-কোকিল-কুল মনোহরতর ধ্বনি করিতে লাগিল, কপোতকুল শ্রীশঙ্করদেব ও শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের কর্ণ-মনো-রসায়ন ; সুতরাং মানসে কাঙ্ক্ষিত-বিচিত্র-মধুর-শব্দ করিতে লাগিল, চন্দ্রাংশু-সম-শুভ্র-হর্ম্ম্য-পৃষ্ঠ-সমূহে শিখণ্ডিগণ-সম্বৃত-বর্হি-কুল মধুর আরাব, বা শ্রবণ-মনোহর-কেকারব-সহকারে নয়ন-রঞ্জন-নর্ত্তন করিতে লাগিল।

কি পতাকা, কি ধ্বজ-যষ্টি, কি অশ্বযান, কি আকাশযান, কি মঙ্গল-ঘট, কি আলোক-স্তম্ভ, কি সুরম্য-সৌধ-হর্ম্ম্য-প্রাসাদাট্টালিকা-গাত্র, কি অনল্প-রতি-তল্প-তুল্য-সুপ্রশস্ত-রত্ন-রাজি-রঞ্জিত-রমণীয়তর-রত্ন-সিংহাসন-সম্বন্ধি-পাদ-চতুষ্টয়, কি মুক্তা-জাল-জড়িত-শ্বেত-ছত্র, কি ছত্র-দণ্ড, কি সুবর্ণ-দণ্ড-মণ্ডিত-শ্বেত-চামর, কি পরিমল-পূর্ণ-পরিহিত-কুসুম-মাল্য, কি কুসুমিত-লতাবলী ও পাদপ-সমূহ, আর কি জল-যান-সকল, এই সমস্ত-বিলাসোপকরণভূত-সামগ্রী স্বর্গীয়-সৌরভ-সমন্বিত-স্রগ্দাম-মণ্ডিতা হওয়ায়, স্রগ্দাম-সৌরভাসক্ত অতএব স্রগ্দাম-বাসী, সুতরাং বিদগ্ধ-জন-মানস-রঞ্জন-কল-গুঞ্জন-পরায়ণ-মকরন্দপানোন্মত্ত-মধুকরনিকরকর্ত্তৃক নিরন্তর উপগীতা হইতে লাগিল, সর্ব্বর্ত্তু-সম্ভব-সুপরিপক্ক-মধুর-রস-পূর্ণ-দৃশ্য-মনোহর-ফল-ভার-ভরে অবনত, পুষ্প-পল্লব-দল-ললিত, সতত-ঘন-চ্ছায়া-সমাচ্ছন্ন, নম্র-সুশিখ-শাখি-শাখা-শতে সুখে সমুপবিষ্ট, সুপক্ক-ফল-ভোজন ও মধুর-রসাস্বাদন-ফলে সুপরিতৃপ্ত এবং উল্লসিত ; সুতরাং কল-কূজন-পরায়ণ-দ্বিজগণ-কর্ত্তৃক সেই সাগর-নগরস্থ, পল্লব-পুষ্প-ফল-সম্পত্তি-শালী, অশেষ-শ্রম-সন্তাপ-নাশক-পাদপ-সকল সেবিত ও সংস্তুত হইতে লাগিল।

শ্রীশঙ্করদেবের আজ্ঞা-বশতঃ ঋতুপতি-বসন্তের সাহচর্য্য-স্বীকার-পূর্ব্বক ঋতুগণ চারু-রূপ-ধারণ করিয়া, গগন-গাত্রে অবস্থিত হওয়ায়, তৎ-প্রভাবাভিভূত-পুষ্পিত-তরু-রাজি যেন অত্যন্ত আনন্দ-ভরে অবিরত-ভাবে পুষ্প-বর্ষণ করিতে লাগিল, “রজোভিঃ সর্ব্ব-পুষ্পাণাং, যুক্তশ্চন্দন-শৈত্যভৃৎ। ববৌ মনোহরো বাতো, রতি-খেদ-হরঃ সুখঃ।” অর্থাৎ সাগর-সলিল-শীকরবাহী, প্রণয়ি-জন-প্রাণ-স্পর্শী, সর্ব্ব-পুষ্প-পরাগ-বর্ষী,

মলয়জ-চন্দন-শৈত্য-সমন্বিত, সুরত-সমর-শ্রান্তি-হারী, পরম-সুখ-প্রদ-মনোহর-মলয়ানিল বহিতে লাগিল। শীতোষ্ণাভিলাষী ক্রীড়াপরায়ণ সেই পর্ব্বত-রাজকুমারগণের মধ্যে যিনি যেমন ইচ্ছা করিলেন, শ্রীশঙ্করদেবের শাসন-বশে ঋতুগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে তদনুরূপ-শীতোষ্ণ-প্রদান করিতে লাগিল।

পাদাঙ্গুষ্ঠ-মাত্র-সাহায্যে অবলীলা-ক্রমে জলধি-জল-সারময়-সুদর্শন-চক্রের নির্ম্মাতা শ্রীশঙ্করদেবের প্রসাদ ও প্রভাব-বশে ক্রীড়া-পরায়ণ সেই পর্ব্বত-রাজকুমারগণের মধ্যে তৎকালে কি ক্ষুধা, কি পিপাসা, কি গ্লানি, কি চিন্তা, কি শোক, কি মোহ, কি পাপ, কি তাপ কিছুই প্রবেশ-পর্য্যন্ত করিতে পারিল না; সুতরাং অতিতেজঃ-সম্পন্ন সেই পর্ব্বত-রাজ-কুমারগণের "অপ্রশান্ত-মহাতূর্য্যা, গীত-নৃত্যোপশোভিতাঃ।" সাগর-ক্রীড়া অবাধে চলিতে লাগিল, সর্ব্ব-সলিলাশয়াপার-পারাবার-ভূতাতল-জলধিজলে বহু-যোজন-বিস্তীর্ণ-জলময়-প্রদেশে সুদৃঢ়-সাগর-নগর-নির্ম্মাণ-দ্বারা মকরালয়-জলনিধিকে নিরুদ্ধ করিয়া, একদিকে যেমন অমিত-প্রভাবশালী ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক অভিরক্ষিত-নরদেবামর-বর-তেজো-যুক্ত-বীরাগ্রগণ্য-দেবেন্দ্রাভ-পর্ব্বতরাজ-কুমারগণ স্বচ্ছন্দে-ক্রীড়া করিতে লাগিলেন, অপরদিকেও সেইরূপ পরম-পুরুষ-পরমেশ্বর শ্রীশঙ্কর-দেবের ক্রীড়া-বিলাসোপকরণ-সম্ভারার্থ সর্ব্ব-শিল্পি-গুরু-বিশ্বকর্ম্ম-কর্ত্তৃক যে যান-পাত্র-সামগ্রী-নৌকা-সকল বিহিত হইয়াছিল, তৎ-সাহায্যে অশেষ-জগদীশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবও অশেষ-জগদীশ্বরী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের সহিত সাগর-সলিলে ভাসমান-সচল-নৌ-নগরে সমুদ্রযাত্রা-জল-বিহারানন্দোপ-ভোগে অগ্রসর হইলেন।

অথবা অধিক কি বলিব? ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবের পরিচ্ছদ, অর্থাৎ অশেষ-ভুবনাধিরাজ-মহারাজ-চক্রবর্ত্তি-চূড়ামণি-জনোচিত- হস্ত্যশ্ব-রথ-কম্ব-লাদি, অথবা বর-রূপ-ধারণ ও বর-সজ্জাবসর হইতে আরম্ভ করিয়া, রাস-মণ্ডল-বিহার, বা স্থল-জল-বিহারার্থ তথা তথা বর্ণিত-স্থল-জল-নগর-নির্ম্মাণান্ত-যাবতীয়ানন্ত- ভুবন- রাজাধিরাজ- মহারাজকীয় মহার্হা-ঋদ্ধি-সিদ্ধি, বা সমগ্রৈশ্বর্য্য-বীর্য্য-যশঃ-শ্রী-প্রভৃতির অনুরূপ, অথবা

শ্রীশঙ্করদেবের স্ত্রীভূতা-নব-লক্ষ-পার্ব্বতীদেবীর অনুরূপ-সদৃশ-যোগ্য, উপযুক্ত, বা সমুচিত সেই সকল-যান-পাত্রে ত্রৈলোক্য-মণ্ডলের অন্তর্গত-বিশিষ্টতর-সমস্ত-রত্ন-রাজি সমর্পিতা হওয়ায়, তদ্দর্শনে প্রসন্ন-চিত্তে শ্রীশঙ্করদেব কখনও তাদৃশ-সুরম্য-নব-লক্ষ-বিমান-যানারোহণে স্থূলতর-হীরক-তারক-সমুজ্জ্বল-নক্ষত্র-নিকর-সমাচিতাম্বরতলে, তথা কখনও বা সেই সাগরস্থ-নৌ-নগরাবয়বভূত-মণি-বৈদূর্য্য-চিত্র-চিত্রিত, কার্ত্তস্বর-বিভূষিত, সর্ব্বর্ত্তু-কুসুমাকীর্ণ, সর্ব্ব-গন্ধাধিবাসিত, স্বর্গ-প্রদেশোদ্ভব-শুভ-শকুন-নিচয়-কর্ত্তৃক সতত-সেবিত, প্রতি পার্ব্বতীদেবীর জন্য পৃথক্ পৃথক্ নির্ম্মিত-প্রাসাদে পৃথক্ পৃথক্ পার্ব্বতীদেবীর সহিত রহস্য-ক্রীড়া-রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে ষোড়শাধিক-শততম অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়

অপিচ, অত্র প্রসঙ্গে ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব ও শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী-দিগের সমুচ্ছ্রিত-সুশুভ্র-জলাখেটযোগ্য-ক্ষুদ্র-নৌকারূপ-পোত, সর্ব্ব-সম্ভার-সম্ভৃত-সামগ্রী-নৌকারূপ-যানপাত্র, অতিবেগবতী-দীর্ঘ-নৌকারূপা-নৌ-প্রাসাদাঙ্কিতা, নৃত্য-গীতাদি-বিবিধ-লীলা-বিলাস-যোগ্যা, অতি-বিস্তৃত-ঝিল্লিকারূপা-নৌকা, কিম্বা বিমানবৎ সঞ্চরণশীল-পোত, নন্দন-সমৃদ্ধি-সম্পন্ন-যান-পাত্র, রথ-দীর্ঘিকাদি-যুক্তা-নৌকা ও সর্ব্ববিধোপভোগ-যোগ্য-স্বর্গীয়-পদার্থবতী-ঝিল্লিকা- প্রভৃতি- দ্বারা পরিপূর্ণ- সুশোভিত-বরুণালয়ে ছালিক্যাভ্যাগম, ক্রীড়া, গান ও মহাদ্ভুত-ভোজ্য-নিরূপণাভি-প্রায়ে প্রথমতঃ পুনশ্চ জল-ক্রীড়া-বিবরণাবসরে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, চন্দন-কুঙ্কুম-পঙ্ক-দিগ্ধ, কাদম্বরী-পান-কল, কাদম্ব-প্রসূত-মদিরা-পান-বশতঃ বিকল, বা মনোহর, পৃথুশ্রী, রক্তেক্ষণ, প্রলম্ব-বাহু, স্খলিত-প্রযাত-শ্রীশঙ্করদেব অতি অনুরাগ ও আনন্দভরে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী-দিগকে আশ্রয় করিয়া, অরুণ-কিরণ-গ্রস্তা-রক্ত-রাগ-রঞ্জিতা-প্রাচী-দিক্-সতীকে অর্দ্ধোন্মীলিত-লোহিত-লোচনে অবলোকন করিতে করিতে, সুরত-সমর-শ্রান্তির অপনয়নাভিপ্রায়ে জলনিধি-জলৌঘে অবতীর্ণ হইয়া, গজী-গণে পরিবৃত-গজরাজের ন্যায় ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রাংশু-সম-গৌরবর্ণোজ্জ্বল, নীলাম্বুদাভ-সূক্ষ্ম-ক্ষৌম-বসন-যুগল-ধারী, বামৈককর্ণে অমল-মুক্তা-ফলোজ্জ্বল-মণি-কুণ্ডল-ধারণ-বশতঃ অপূর্ব্ব-শ্রীসম্পন্ন, দক্ষিণ-কর্ণে স্মের-বিকসিত-মনোজ্ঞ-পঙ্কজ-কৃতাবতংসে অত্যন্ত শোভমান, মদিরাবিল-লোচন, তির্য্যক্-কটাক্ষ-বাণ-বর্ষণকারী, শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীদিগের চারুতর-চন্দ্রানন-বীক্ষণে নিতান্ত আগ্রহবান্, প্রিয়া-জন-সহ প্রমোদ-পরায়ণ-পুরুষ-প্রবর-শ্রীশঙ্করদেব নীল-জলধি-জল-মধ্যে আগমন-পূর্ব্বক যখন প্রদীপ্ত-কলেবরে বিরাজিত হইলেন, তৎকালে

মনে হইতে লাগিল যেন, সম্পূর্ণ-বিম্ব-ভগবান্ ইন্দুদেব জায়াগণ-সহ জল-ক্রীড়াভিলাষে জলধি-জলে অবতীর্ণ, অথবা অম্বুদ-মধ্যমেত্য", বিরাজিত হইয়াছেন। অপিচ, তাদৃশাবসরে মধুকৈটভারি-ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুদেবের আজ্ঞা ও ইঙ্গিতানুসারে পূর্ব্বোদিষ্ট সেই উদাররূপ অপ্সরোগণও শ্রীশিবপার্ব্বতীদেবীগণের জলধি-জলে জল-কেলি-বিলাস-বিলোকন-বাসনায়, তথা শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের শ্রীচরণ-দর্শন-বাসনায় অত্যন্তানন্দভরে ঋদ্ধি-দ্বারা স্বর্গ-সমান সেই বেলালয়-বরুণালয়ে আগমন করিলেন।

কিন্তু, বরাঙ্গ-যষ্টিশোভন সেই বরাপ্সরোগণ সসম্ভ্রমে শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবকে প্রণাম করিয়া, কেহ কেহ বাদ্যানুরূপ-নৃত্য এবং কেহ কেহ বা শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের নাম-গোত্রোল্লেখ-পূর্ব্বক সম্যগ্রূপে তাঁহাদের গুণ-গাথা-গান করিতে লাগিলেন। এইরূপ একদিকে যেমন "বাদ্যানুরূপং ননৃতুঃ সুগাত্র্যঃ, সমন্ততোঽন্যা জগিরে চ সম্যক্", অপরদিকেও সেইরূপ অন্যান্য-বরাপ্সরোগণ শ্রীশঙ্করদেব ও শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণের পক্ষে যথাবৎ প্রিয়ার্থ-যুক্ত, প্রয়োজন-বিশিষ্ট, হৃদ্য, ও অনুকূল-বোধে হস্তাদি-চালনরূপ অভিনয়-দ্বারা লব্ধ-শিক্ষিত-হাবাদি, বা স্ত্রীজনোচিত-বিলাসাদি-শৃঙ্গার-ভাবজ-ক্রিয়া-সকলের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। "চক্রুর্হসন্ত্যশ্চ তথৈব রাসং, তদ্দেশ-ভাষাকৃতি-বেশ-যুক্তাঃ। সহস্ত-তালং ললিতং সলীলং, বরাঙ্গনা মঙ্গল-সম্ভৃতাঙ্গ্যঃ।"

অর্থাৎ মঙ্গল-সম্ভৃতাঙ্গ অন্যান্য-বরাপ্সরোগণ নিজ-নিজ-নব-যৌবন-কালোচিতাধিকতর-বক্র-গাত্র-জাত-বিকার, বা রতি-লক্ষণ-শৃঙ্গার-ভাব-জাত-ক্রিয়া-কলাপরূপ-বিলাসাদি-হাব-সাহায্যে পুরুষ-প্রবর-যুবতম-শ্রীশঙ্করদেবকে মদনানলে হবন করিতে ইচ্ছা করিয়াই যেন, সুমেরু-পর্ব্বতের উত্তর-দিগ্-বিভাগস্থ-দেশোচিত-ভাষা, আকৃতি ও বেশ-যুক্ত হইয়া, হস্ত-যুগল-যোগে তাল-দান ও হাস্য করিতে করিতে, লীলার সহিত ললিততর-রাস, বা সঙ্গীত করিতে লাগিলেন। তথা মঙ্গল-সম্ভৃতাঙ্গী সেই সকল অপ্সরোবরা নৃত্য-গীতাদি-রঙ্গাবসরে কখনও ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবের মঙ্গলময়-নাম-সঙ্কীর্ত্তন, কখনও বীরভদ্রোৎপাদন,

কখনও কল্পান্তরীয়-কুমারোৎপত্তি, কখনও মঙ্গলময়-চরিত, কখনও গজাসুরবধ, কখনও অন্ধকাসুরবধ, কখনও দক্ষ-যজ্ঞ-ধ্বংস, কখনও মদন-দাহন কখনও তদীয়াতিবিমল-প্রথিত-যশঃ, কখনও ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরস্থ, কখনও ত্রিপুর-দাহ, কখনও জলন্ধর-বধ, কখনও হিমালয়ে বাস, কখনও শঙ্খচূড়-বধ, কখনও সমুদ্র-মন্থনে বিষ-পান, কখনও বিশ্ব-সৃষ্টি, কখনও রাবণ-নিগ্রহ, কখনও গঙ্গা-ধারণ, কখনও শ্রীবিষ্ণু-দেবের প্রার্থনানুসারে তাঁহাকে সুদর্শন-চক্র-দান, কখনও বাণ-রাজের প্রতি অনুগ্রহ, কখনও দশাননের প্রতি অনুকম্পা, কখনও ব্রহ্মা-বিষ্ণু-বিবাদ-ভঞ্জনার্থ আদ্যন্ত-হীন-মহানল-স্তম্ভ-সমানাকার-লিঙ্গরূপে আবির্ভাব, কখনও তদীয়া-তপস্যা, কখনও শ্রীপার্ব্বতী-তপস্যা, কখনও জটিল-বেশ-ধারণ ও বিবিধরূপে পার্ব্বতী-পরীক্ষা, কখনও ভিক্ষুক-বেশে হিমালয়-ভবনে পার্ব্বতীকে ভিক্ষারূপে প্রার্থনা, কখনও বর-যাত্রার্থ বিপুল-বিরাট্-শোভাযাত্রা, কখনও নব-বর-বেশ-ধারণ, কখনও বাসর-জাগরণ এবং কখনও শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সহিত কৈলাস-যাত্রা-প্রভৃতি অনেক-কথাশ্রিত, অতীব-প্রীতিকর, নিতান্তই মানস-মোহন, অতিশয়-হৃদয়-হর্ষণ, নিরতিশয়-বিচিত্র-রাস-গেয়-গান করিতে করিতে, শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বর-দেবের চিত্ত-সন্তোষ, বা হৃদয়ানন্দ-সম্পাদনে অগ্রসর হইলেন।

কিন্তু, শ্রীশিব-পার্ব্বতীদেবীর প্রীতি-সাধনার্থ যখন "এতানি চান্যানি চ চারুরূপা, জগুঃ স্ত্রিয়ঃ প্রীতিকরাণি সম্যক্।" তৎকালে ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব কাদম্বরী-পান-মদোৎকটাবস্থায় পৃথু-শ্রী-সম্পন্ন-শরীরে আনন্দ-বেগোন্মত্ত-মানসে ভার্য্যা-প্রিয়তমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সহিত "সহস্ত-তালং মধুরং সমঞ্চ" কুর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। "তং কুর্দ্দমানং মধুসূদনশ্চ, দৃষ্ট্বা মহাত্মা চ মুদান্বিতাত্মা।" মুদান্বিতাত্মা মহাত্মা মধুসূদন ভগবান্ বিষ্ণু, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের সহিত শ্রীশঙ্করদেবকে সহস্ততাল-সম-মধুর-কুর্দ্দন করিতে দেখিয়া, কুর্দ্দমান-ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবের হরিষাগমার্থ স্বয়ং গগনাঙ্গন-গাত্র হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক নিজ-সতী-পত্নী-শ্রীমতীলক্ষ্মীদেবীসহ কুর্দ্দন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সমুদ্র-যাত্রার্থ সমাগত অন্যান্য-নরলোক-বীরগণ, পর্ব্বত-রাজ-কুমারগণ, হিমালয়-কৈলাস-

মন্দর-নগর-নিবাসী আত্মীয়-স্বজন-বর্গ নিজ-নিজ-প্রিয়তমাগণসহ সেই জলধি-জলে আনন্দ ও উল্লাসভরে কুর্দ্দনে প্রবৃত্ত হইলেন।

তৎ-পশ্চাৎ উত্তর-দিক্-পতি-ধনাধ্যক্ষ-শ্রীশঙ্কর-সখা কুবের, গাণপত্য-পদ-প্রাপ্ত-তুল্য-বল-রূপ-বেশ-বিভূষণ-সমন্বিত অসংখ্য-পার্ষদ-প্রবরগণ ও অন্যান্য-প্রমথ-পুঙ্গবগণ শ্রীশঙ্করদেবের হর্ষ-বিবর্দ্ধনার্থ কুর্দ্দন করিতে লাগিলেন। তৎ-পশ্চাৎ সাবিত্রী ও গায়ত্রীদেবী-সহ ব্রহ্মা, তৎ-পশ্চাৎ পুলোমজা-শচী-সহ বাসব, তৎ-পশ্চাৎ তারা-সহ দেব-গুরু-বৃহস্পতি, তৎ-পশ্চাৎ রোহিণী-সহ চন্দ্র, তৎ-পশ্চাৎ বরুণানী-সহ জলাধিপতি বরুণ, তৎ-পশ্চাৎ স্বাহা-সহ অনল, তৎ-পশ্চাৎ বীরবর অশ্বিনী-কুমার-দ্বয়, তৎ-পশ্চাৎ কুবের-কুমার-নলকূবর ও মণিগ্রীব, তৎ-পশ্চাৎ নন্দী, ভৃঙ্গী, ও ভৃঙ্গিরিটি-প্রভৃতি-প্রমথ-যূথপগণ, তৎ-পশ্চাৎ গাণপত্য-পদ-প্রাপ্ত, ভুজ-চতুষ্টয়ে বিলসিত, বিবিধ-রত্ন ও ধাতুময়-কোটি-শিব-লিঙ্গের বরিবসিতা মহারাজ বাণ ও তৎ-পশ্চাৎ সগণ-বীরভদ্র অন্যান্য-শঙ্কর-কিঙ্করগণের সহিত শ্রীপার্ব্বতী-পতিদেবের প্রমোদ-মহামহোৎসবে যোগ-দান-পূর্ব্বক কুর্দ্দন করিতে লাগিলেন।

কিঞ্চ, উদার-বীর্য্য ইন্দ্র-পুত্র-জয়ন্ত, চারুরূপ-চন্দ্র-পুত্র-বুধ ও প্রিয়-দর্শন-বিশ্বাবসু-তুম্বুরু-হাহা-হুহু-হংস-চিত্ররথ- গোমায়ু-নন্দি-প্রভৃতি-গন্ধর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ-স্বর্গ-গায়কগণ যখন জল-বিহার-মহোৎসবানন্দভরে কুর্দ্দন করিতে লাগিলেন এবং মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, তিলোত্তমা, রম্ভা, মেনকা ও উর্ব্বশী-প্রভৃতি-দেব-বিলাসিনীগণ অপরাপর-স্বর্গাঙ্গনাগণের সহিত যখন এক-যোগে কুর্দ্দন ও নর্ত্তন করিতে লাগিলেন, তৎকালে শ্রীশঙ্করদেবের প্রভাব-বশে সেই সকল-যান-পাত্র, অর্থাৎ নৌনিচয় ক্রমেই আয়তনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে অতিবর্দ্ধিতায়তনা-তিবেগবতী-দীর্ঘ-নৌকা ও প্রাসাদাদ্যলঙ্কৃত-নৃত্য-গীতাদি-লীলা-বিলাস-যোগ্য সেই ঝিল্লিকা-সমূহে দেব-দানব-মানব-মুখ্যগণ, বারবনিতাগণ, দিব্য-গায়ন-বিশ্বাবসু-প্রভৃতি-গন্ধর্ব্ব-শ্রেষ্ঠগণ, যক্ষ, কিন্নর ও বিদ্যাধরগণ, সিদ্ধ ও চারণগণ, তথা অন্যান্য-সমাগত-নর্ত্তক-গায়ক-কুল-প্রধানগণ শ্রীশঙ্করদেবের বিহার-লীলা-বিলাসোৎসাহ-সম্বর্দ্ধন-কল্পে নিজ-নিজ-প্রাণের

সাধ মিটাইয়া, মনের বাঞ্ছা আপূর্ণা করিয়া, আপূর্ণা করিয়া, হৃদয়ের আগ্রহাভিলাষ আ সম্যক্ পরিপূর্ণ করিয়া, শ্রীশঙ্করদেবের সদয়োদারতর-কীর্ত্তি, বা চরিত-গাথা-গান করিতে লাগিলেন।

অশেষ-জগদীশ্বর-শ্রীশঙ্করদেব আমাদের পূর্ব্বোপার্জ্জিত-বহু-পুণ্য-পুঞ্জ-ফলে পর্ব্বত-কুলে জাতা, কুল-পালিকা-কন্যা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর পাণি-গ্রহণ করিয়া, এই ভূমণ্ডলে, অথবা সমগ্র-জগতীতলে আমাদিগকে ধন্য, পবিত্র ও গৌরবান্বিত করিয়াছেন, মনে করিয়া, কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ-হৃদয়ে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর পিতা পর্ব্বতরাজ-হিমালয় ও মাতামহ-সুমেরু মহেন্দ্র-মলয়-সহ্য-পারিপাত্রাদি-সপ্ত-কুলাচল-সহ শ্রীশঙ্করদেবের বিজয়-গাথাবলম্বনে গান করিতে করিতে, অত্যন্ত আনন্দ-ভরে কুর্দ্দন ও নর্ত্তন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুমেরু-পর্ব্বতের উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব্ব-পশ্চিম-দিগ্-বিভাগস্থ-শঙ্খ, কূট, ঋষভ, হংস, নাভ, ত্রিকূট, শিখরাদ্রি, কলিঙ্গ, শীতান্ত, চক্র, মুঞ্জ, কুলীর, কঙ্কবান্, সুচক্ষুঃ, শিশির, বৈদূর্য্য ও পিঙ্গল-প্রভৃতি অমর-প্রকাশ-পর্ব্বত-প্রবীরগণ কুর্দ্দমান-হিমালয়-সুমেরু-প্রভৃতি-পর্ব্বত-রাজগণ-কৃত-কুর্দ্দন ও নর্ত্তনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত-চিত্তে সেই কুর্দ্দন-নর্ত্তনে যোগদান করিলেন। এইরূপে শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের সমুদ্র-জল বিহার-মহোৎসবে ব্রহ্ম-পুরন্দর-দিনকর-কেশবাদি-দেব-প্রবর-গণের কুর্দ্দন-নর্ত্তনাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, যখন সমগ্র-বিশ্ববাসী আনন্দো-ন্মত্ত-হৃদয়ে সেই কুর্দ্দন-নর্ত্তনে যোগদান করিল, তৎকালে যে কি এক অপূর্ব্ব আনন্দ-প্রবাহ বহমান হইয়া, এই অসার-সংসার-মণ্ডলকে সর্ব্বতঃ পরিপ্লাবিত ও সারময় করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা সর্ব্বথা কবি-কৃত-বর্ণনার সমতীত, সন্দেহ নাই।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে সপ্তদশাধিক-শততম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায়

সে যাহা হউক, উক্তরূপ অপূর্ব্ব আনন্দ-প্রবাহের ফলে তৎকালে এই অখণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডল অতীব-হর্ষান্বিত হইয়া উঠিল, বিশ্ব-প্রপঞ্চের সমস্ত-পাপ-তাপ-শোক দূরীভূত হইল, দিক্-সকল সুপ্রসন্নভাব-ধারণ করিল এবং কাদম্বরী-পান-কল-পৃথু-শ্রী-শ্রীশঙ্করদেবও বামৈককর্ণামল-কুণ্ডল আন্দোলিত করিয়া, তির্য্যক্-কটাক্ষ-সাহায্যে প্রিয়তমা-শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীদিগের চারুতর-শ্রীমুখ-কমল-বীক্ষণ করিতে করিতে, সুগাত্রী-স্বর্গীয়-দেব-বিলাসিনীগণের কুর্দ্দন-মাধুর্য্য ও নর্ত্তন-নৈপুণ্য অনুভব করিতে করিতে, মানসে নিতান্তই প্রমুদিত হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে মদন-দহন-ত্রিপুর-নাশন-শ্রীশঙ্করদেবের হৃত্থানুকূলার্থ-যুক্ত-প্রিয়-কার্য্য-সাধন করিতে ইচ্ছা করিয়া, মেধাতিথি, দেবাতিথি, বিপ্র-প্রবর-দেবর্ষি-নারদ, অরুন্ধতী-সহ ব্রহ্মর্ষি-বশিষ্ঠ, অনসূয়া-সহ মহর্ষি অত্রি, লোপামুদ্রা-সহ মহামুনি অগস্ত্য, তথা অদিতি-সহ তপোধন-কশ্যপ-প্রভৃতি-মহর্ষি-দেবর্ষি-ব্রহ্মর্ষিগণও শ্রীশঙ্করদেবের সেই সাগর-নগরালয়ে পর্ব্বত-সত্তমগণের মধ্যে উপস্থিত হইয়া, জটাকলাপৈকদেশ বিগলিত হওয়া সত্ত্বেও, তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপও না করিয়া, প্রমোদমান-মানসে কুর্দ্দন-সহ নৃত্য করিতে লাগিলেন।

কিন্তু, এই সময়ে মুনিরাজ-পরাশরের পুত্র, অপ্রমেয়াত্মা, বিবিধ-পুরাণান্তর্গত-বহু-বিচিত্র-রাস-প্রণেতা, চিরজীবি-মধ্যে পরিগণিত-ভগবান্ ব্যাসদেব লীলানুকাররূপ-হেলা-বিকার-নিচয়-দ্বারা ভূয়ো ভূয়ঃ অঙ্গ-সমুদায়ে বিড়ম্বনা, বা অনুকরণ-প্রিয়তার পরিচয়-প্রদান করিতে করিতে, শ্রীশিব-পার্ব্বতীদেবীদিগের মধ্য-স্থানে গমন-পূর্ব্বক কুর্দ্দন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই মুনিরাজ-পুত্র-ভগবান্ বেদব্যাস লক্ষ্মী-দেবী-সমালিঙ্গিত-শ্রীবিষ্ণুদেব, সাবিত্রী-গায়ত্রী-সমাশ্লিষ্ট-শ্রীজলজাসনদেব, শচী-চুম্বিত-

শ্রীশচীপতি ও শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী-সকল-কর্ত্তৃক পরিষক্ত শ্রীশঙ্করদেবকে সম্যক্‌রূপে দর্শন করিয়া করিয়া, মৃদু-মন্দ-মধুর-হাস্য করিতে লাগিলেন। তথা বুদ্ধিমদ্বরিষ্ঠ-সর্ব্ব-শাস্ত্র-বিদ্যা-পারদৃশ্বা মহামুনি-বেদব্যাস চেষ্টানুকার, হসিতানুকার, লীলানুকার ও অপরাপর-বিবিধ-ভাবানুকার-দ্বারা পদে পদে তৎকালোচিত-পরিহাস-শীলতার পরিচয়-প্রদান করিতে করিতে, উক্তদেবীগণ অন্তরে বিশেষ-ধৈর্য্যযুক্ত হইলেও, তত্তৎ উপায়-সাহায্যে তাঁহাদিগকে বারম্বার হাস্য করাইতে সচেষ্ট হইলেন।

"তা হাসয়ামাস স ধৈর্য্যযুক্তাস্তৈস্তৈস্তৈরুপায়ৈঃ পরিহাসশীলঃ। চেষ্টানুকারৈর্হসিতানুকারৈর্লীলানুকারৈরপরৈশ্চ ধীমান্। আভাষিতং কিঞ্চিদিবোপলক্ষ্য, নাদাতিনাদান্ ভগবান্ মুমোচ। হসন্ বিহাসাংশ্চ জহাতি হর্ষাৎ, বাষ্পাগমং কৃষ্ণ-বিনোদনার্থম্।" অর্থাৎ তৎকালোচিত-পরিহাস-কুশল-ভগবান্ ব্যাসদেব তত্তদুপায়াবলম্বনে পূর্ব্বোক্ত-দেবীগণকে বিশেষ-রূপে হাস্য করাইতে করাইতে, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগের অবধীরিত-শারদারবিন্দ-বদন-বিম্ব হইতে বিনির্গত আ সম্যক্-ভাষিত-কথিত-বাক্য-পরম্পরার কিঞ্চিৎমাত্র অংশ-বিশেষ-শ্রবণ করিয়াই, যেন সমস্ত-বাক্যার্থের ঝটিতি স্ফূর্ত্তি-প্রযুক্ত হর্ষভরে আনন্দ ও হাস্য-জনক নাদাতিনাদ, বা শব্দাতিশব্দ-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিন্তু, নাদাতি-নাদ-বিমোচনান্তে ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-ব্যাসদেব পরক্ষণেই আবার পূর্ব্ব-প্রদর্শিত-প্রমাণানুসারে কৃষ্ণ-শব্দ-বাচ্য সর্ব্ব-পাপাপহরণে অত্যন্ত-কুশল-শ্রীশঙ্করদেবের চিত্ত-বিনোদনার্থ হর্ষাতিশয়-বশে বিহসিত-বিহাস-মন্দ-মধুর-মৃদু-হাস্য, অথবা মধ্যমাদি-ভেদ-ভিন্ন-মধুর-হাস্য করিতে করিতে, সমাগত-হর্ষাশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিম্বা "হসন্ বিহাসাংশ্চ জহাস হর্ষাৎ, হাস্যাগমে কৃষ্ণবিনোদনার্থম্", এইরূপ পাঠান্তর-পক্ষে একথাও বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বোক্তরূপে হাস্য-প্রসঙ্গ সমাগত হওয়ায়, অত্যন্ত-হর্ষভরে সাধারণভাবে হাস্য করিতে করিতে, বিবিধ-ভেদ-ভিন্ন, অর্থাৎ উচ্চ-নীচ-মধ্যম-মৃদু-মধুর-তারতর-ধ্বনি-কৃত-ভেদ-বিশিষ্ট সেই স্বাভাবিক-হাস্যের অন্যান্য-বিধ-বিপরিণাম-সাধন করিয়া, পুনরপি ভগবান্ ব্যাসদেব কৃষ্ণাপরনামা

শ্রীশঙ্করদেবের চিত্ত-বিনোদনার্থ "জহাস" উচ্চতর-হাস্যধ্বনি করিতে লাগিলেন।

সে যাহা হউক উক্তরূপে ভগবান্ ব্যাসদেব সেই সাগর-নগরালয়ে রাস-সভা-মধ্যে শ্রীশঙ্করদেবের মানস-রঞ্জনে প্রবৃত্ত হইলে, শ্রীশঙ্কর-দেবের আজ্ঞা-প্রাপ্তির অনন্তর মানসে সাতিশয়-প্রীতিমতী সেই সকল হাব-ভাব-রূপ-লাবণ্য-যৌবন-বিলাসবতী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী স্ব-স্ব-হস্তে পুরস্কার-দানের উপযুক্ত-যথানুরূপ-জগৎ-প্রধানভূত-বিবিধ-বর্ণ-বিচিত্র-বহু-বিধ-রত্ন-বস্ত্র-নানারূপ-বিশিষ্ট-বিবিধ-কম্বল, তথা অনেক-প্রকার-ভোজ্য, অনেক-প্রকার অলঙ্কার, স্বর্গ-সমুদ্ভব-কুসুম-মাল্য, সন্তানক, বা কল্প-বৃক্ষ-প্রসূতা-মনোমোহিনী-মালা, অতিমুক্তাপর-নাম্নী-মাধবী-লতা-প্রসূত, অথবা অতিমুক্তক-নামা-পুষ্পতরু-বিশেষ-প্রসূত অম্লান-মাল্য-দাম, সর্ব্বর্ত্তু-সম্ভূত-কুসুম-স্রক্- প্রভৃতি-মনোজ্ঞ- পারিতোষিক-দ্রব্য- সকল- দান-করিলেন।

পরাৎপরতর-পরমেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবের ইঙ্গিতজ্ঞা, তথা কালোচিত-কৃত্য-জ্ঞান-শালিনী ঐ সকল-পার্ব্বতীদেবী ত্রিভুবন-মহারাজ-চক্র-চূড়া-মণি-গৃহিণী-জনোচিত-মুক্ত-হস্ততার পরিচয়-প্রদান-কল্পে ত্রিলোক-দুর্ল্লভ-বর-রত্ন, বর-বস্ত্র, উৎকৃষ্টতর-ভোজ্য, পেয়, পুষ্পমাল্য, সর্ব্বর্ত্তু-সম্ভব-সুপক্ক-সুমিষ্ট-সুস্বাদু-ফল-প্রভৃতি-প্রদান-পূর্ব্বক তত্রত্য-ব্যাস-বশিষ্ঠ-নারদাদি-ত্রিজগৎ-পূজ্যতম-মহর্ষি-শ্রেষ্ঠগণের যথাবিধি পরিতোষ-সাধনান্তে যাবৎ শ্রীশঙ্করদেবের প্রতি প্রণয়-সুধা-রস-সার-বর্ষিণী-মর্ম্মস্পর্শিনী দৃষ্টি প্রসারিতা করিলেন, তাবৎ অপ্রমেয়াত্মা ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব প্রসন্নতা ও সন্তোষ-সূচক-ভাব-প্রকাশান্তে ললিত-কেলি-রস-রসিত-মধুর-মানসে সদয়োদার-হৃদয়ে ভক্ত-বৎসলতা-দাক্ষিণ্যাদি অশেষ-সদ্-গুণ-মণ্ডিতান্তঃ-করণে সুবিমল-স্নিগ্ধ-চিত্তে শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের শুভ-পরিণয়ের প্রধান-ঘটক, বা কুলাচার্য্য, তথা অতীব অন্তরঙ্গ, নিতান্ত আত্মীয়, কর্ত্তৃ-পক্ষীয় উদ্‌যোক্তৃ-বর্গ-শ্রেষ্ঠ প্রজাপতি-ব্রহ্মা, বৈকুণ্ঠপতি-বিষ্ণু, সুর-পতি ইন্দ্র ও রতি-পতি-মদন-প্রভৃতিকে স্নেহ-স্নিগ্ধ-বচনে আহ্বান-পূর্ব্বক স্বয়ং ভক্ত-প্রধান-মহামুনি-বশিষ্ঠ ও নারদদেবকে কর-কমলে গ্রহণ করিয়া, রাসাবসানে সমুদ্র-সলিলে পতিত হইলেন।

অনন্তর অমেয়-পরাক্রম-পৃথু-শ্রী-শ্রীশঙ্করদেব ঈষৎ প্রহসন-পূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুদেবকে এইকথা বলিলেন যে, এস আমরা সকলে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া, সমুদ্র-জলে পতিত হই এবং আমরা সকলে সমুদ্র-সলিলে পতিত হইলে, সমুদ্র-যাত্রা-দর্শনার্থী এই সমাগত-সর্ব্ব-সাধারণের সংরক্ষণ-কল্পে সমগ্র-সুর-সৈন্য-পরিরক্ষিত-সুরপতি ইন্দ্র নিজ-পুত্র-জয়ন্তের সহিত আমাদের ঊর্দ্ধ-নেতৃত্ব-ভার-গ্রহণ-পূর্ব্বক গগনাঙ্গন-গাত্র-গত হইয়া, অবস্থিতি করুন এবং স্বয়ং পর্ব্বতরাজ-হিমালয় মৈনাকাদি-নিজ-শতপুত্র ও মেরু-মন্দর-মলয়াদি আত্মীয়-পরিজন-বর্গে পরিবৃত হইয়া, জল-মধ্যস্থ-পুর-মহিলাগণের পরিরক্ষণে বদ্ধ-পরিকর হউন, তথা বীরভদ্র-পরিচালিত-মদীয়-গণাধ্যক্ষগণ নিজ-নিজ-গণসহ কি ঊর্দ্ধদেশ, কি অধো-দেশ, আর কি জলময়-প্রদেশ সর্ব্বত্র বিচরণ-পূর্ব্বক যাহাতে কোনরূপ বাধা, বিঘ্ন, উৎপাত, উপদ্রব উপস্থিত হইতে না পারে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ-সতর্কভাবে যথাবিধি ব্যবস্থা-প্রণয়ন করিতে থাকুন।

অপিচ, উক্তরূপে সংরক্ষণ-প্রণালীর নির্দ্দেশ করিয়া, পশ্চাৎ ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব পুনশ্চ এইকথা বলিলেন যে, সাগরের এক-দেশে যেমন অঙ্গনাগণ ক্রীড়া-জলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, অপর-বিভাগ বিশেষেও সেইরূপ সর্ব্ব-জাতীয়-পুরুষগণ ক্রীড়া-জলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অতএব ভাগ-দ্বয়ে বিভক্তাবস্থায় ক্রীড়া-বিহারার্থ জলধি-জলে অবতীর্ণ-সর্ব্ব-জাতীয়-স্ত্রী ও পুরুষগণের রক্ষা-বিধানার্থ সর্ব্ববিধ-সমরোপকরণে পরিপূর্ণ-প্রাসাদাত্যলঙ্কৃতাতিবেগবতী-দীর্ঘনৌকা, অর্থাৎ সর্ব্ববিধসমরোপ-করণ-সমন্বিত-গ্রাম, বা নগরাকার-যন্ত্র-পরিচালিত অগণিত অর্ণব-পোত-সকল এবং তথাবিধ সুদৃঢ়-সুসজ্জিত অসংখ্য আকাশ-যান-নিচয় নিরন্তর-সাবধানে জল-প্রদেশে ও অন্তরীক্ষ-মার্গে বিচরণ-পূর্ব্বক সর্ব্বথা বিঘ্নাপসরণে, তথা শান্তি-সংরক্ষণে তৎপর হউক।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

একোনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

অনন্তর নিজ-মাহাত্ম্য-প্রভাবে অশেষ-জগতীতলে সর্ব্বত্র সুপরিচিত-সুবিদিত; সুতরাং সমুদ্র-কর্ত্তৃকও সুপ্রতীত-ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব অঞ্জলি-বন্ধন-পূর্ব্বক সশরীরে সম্মুখে অবস্থিত-মকরালয়-মহোদধির প্রতি এইরূপ আজ্ঞা-প্রদান করিলেন যে, "সুগন্ধ-তোয়ো ভব মৃষ্ট-তোয়স্তথা ভব গ্রাহ-বিবর্জ্জিতশ্চ। দৃশ্যা চ তে রত্ন-বিভূষিতাস্ত, সা বেলিকা-ভূরথপৎ-সুখা চ। মনোঽনুকূলঞ্চ জনস্য যত্তৎ, প্রযচ্ছ বিজ্ঞাস্যসি মৎ-প্রভাবাৎ। ভবস্ব পেয়োপ্যথ বাপ্যপেয়ো, জনস্য সর্ব্বস্য মনোঽনুকূলঃ। বৈদূর্য্য-মুক্তা-মণি-হেম-চিত্রা, ভবন্তু মৎস্যাস্ত্বয়ি সৌম্যরূপাঃ। বিভূষ রত্নং কমলোৎপলানি, সুগন্ধ-সুস্পর্শ-রস-ক্ষমাণি। ষট্পাদ-জুষ্টানি মনোহরাণি, কীলাল-বর্ণৈশ্চ সমন্বিতানি। মৈরেয়মাধ্বীক-সুরাসবানাং, কুম্ভাংশ্চ পূর্ণান্ স্বপয়স্ব তোয়ে। জাম্বূনদং পান-নিমিত্তমেষাং, পাত্রং পপুর্যেষু দদস্ব দেবাঃ। পুষ্পোচ্চয়ৈর্ব্বাসিত-শীত-তোয়ো, ভবাপ্রমত্তঃ খলু তোয়-রাশে! যথা ব্যলীকং ন ভবেৎ সুরাণাং, সস্ত্রীজনানাং কুরু তৎ প্রযত্নম্।"

অর্থাৎ হে তোয়-রাশে! তুমি অচিরাৎ সুগন্ধ-সম্পন্ন-শোধিত-সলিল-সমূহ-সাহায্যে নিজ-বিপুলোদর-বিবর-পরিপূর্ণ কর, তথা তুমি অবিলম্বে গ্রাহ, বা মকর-হাঙ্গরাদি-হিংস্র-জল-জন্তু-নিচয়-কর্ত্তৃক বিবর্জ্জিত হও, তথা তোমার রত্ন-বিভূষিতা এই বেলিকা, বা তীর-সম্বন্ধিনী-বিবিধ-বিচিত্র-রত্ন-রাজি-বিরাজিতা-ভূমি সর্ব্ব-জন-দর্শন-যোগ্যা এবং পৎ-সুখা, বা পাদ-যুগলে সুখ-স্পর্শ-প্রদা হউক, তোমার সলিল-রাশি-মধ্যে জল-ক্রীড়ার্থে যাঁহারা অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারা তোমার জল-গর্ভ-গত যে কোন মনোঽনুকূল, বা উৎকৃষ্ট, উৎকৃষ্টতর, উৎকৃষ্টতম-বস্তু-বস্ত্বন্তর-প্রার্থনা করিবেন, অবিচারিত-চিত্তে তুমি তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে

তত্তদ্-বাঞ্ছিত-বস্তু-বস্ত্বন্তর প্রদান করিবে, অন্যথা মদীয়-প্রভাববশে ত্বৎ-কৃত অপ্রদানের যে কীদৃশ-বিষময়-পরিণাম ঘটিবে, তাহা তুমি পশ্চাৎ সবিশেষ বিজ্ঞাত হইবে।

অথবা আরও কথা হইতেছে যে, হে জলনিধে! তুমি এই জগতী-তলে উৎকট-লবণাক্ততা-প্রযুক্ত অপেয়রূপে সুপ্রথিত হইলেও, সম্প্রতি কিন্তু তোমাকে মদীয়-শাসনানুসারে সর্ব্ব-জনের মনোঽনুকূল ও সুবাসিত-সুপেয়-সলিলে পরিপূর্ণ হইতে হইবে। অপিচ, হে বারিরাশে! তোমার সলিল-মধ্যে অধুনা যে সমস্ত-ক্ষুদ্র-বৃহৎ-মৎস্য নিবসতি করিতেছে, তাহারা শীঘ্রতার সহিত বৈদূর্য্য-মুক্তা-মণি-মাণিক্য-হেমময়-চিত্র-নিচয়ে চিত্রিত হইয়া, সৌম্য-রূপ-সম্পন্ন হউক। তথা হে পয়োনিধে! তোমার নিভৃত-গর্ভাধারে সর্ব্ব-বর্ণ-বিভূষিত-বহু-বিচিত্রতর-মণি-মুক্তাদি যে সকল-সর্ব্বোৎকৃষ্ট-রত্ন নিহিত রহিয়াছে, সেই সমস্ত-রত্ন-রাজিকে তুমি সত্বর সর্ব্ব-জন-দর্শন-যোগ্য-স্থানে ধারণ কর, তথা হে উদন্বন্! যে কোন প্রকার-জলজ-পুষ্পের আকর-ভাব-ধারণ যদিচ তোমার স্বভাব-বিরুদ্ধ, তথাপি সম্প্রতি তুমি বিনা বিতর্ক-বিচার, আমার আদেশানুসারে কীলাল-বর্ণ অর্থাৎ রক্ত-বর্ণ-বিভূষিত এবং শ্বেত, পীত, নীল ও চিত্র-বর্ণে সুরঞ্জিত-সুগন্ধ-সুস্পর্শ, বা সুখকর-রস-দানে সমর্থ, শ্রবণ-রঞ্জন-কল-গুঞ্জন-পরায়ণ-মকরন্দ-পানোন্মত্ত-মধুকর-নিকর-কর্ত্তৃক সদাকাল সেবিত, শত-সহস্র-দল-সমন্বিত, সর্ব্ব-জন-মনোহর-কমল-কহ্লার, বা উৎপলাদি-জল-জাত-পুষ্প-সকলকে নিজ-বিমল-জলোপরি সকল-লোক-লোচন-গোচরে ধারণ ও পোষণ কর।

অপিচ, হে অকূপার! পৈষ্টী-সুরার নিষিদ্ধতা, বা পরিবর্জ্জনীয়তা-প্রযুক্ত তুমি কেবলমাত্র পৈষ্টী-সুরাকে পরিত্যাগ করিয়া, অপর-ত্রিবিধ-সুরা, অর্থাৎ গৌড়ী, বা মৈরেয়-নাম্নী, মধু-পুষ্পসম্ভবা-মাধ্বীক-নাম্নী, তথা তালাদি-সম্ভবা আসব-নাম্নীসুরা-দ্বারা পরিপূর্ণ, বৈদূর্য্য-মুক্তা-মণি-হেমময়-চিত্র-চয়ে চিত্রিত-বিপুল-কায়-কুম্ভ-সকল স্ব-জলোপরি স্থাপন কর। তথা হে নদীন! অস্মদীয়-জলধি-জল-কেলি-বিহারোপলক্ষে এই বেলালয়ালয়ে সমাগত-সুরাসুর-নর-কিন্নর-ধরাধরগণ যে সকল-পাত্রে মৈরেয়, মাধ্বীক

ও আসব-সুরা পান করিবেন, দেবাদি-দর্শক-বৃন্দের পান-নিমিত্ত তুমি অবশ্য অবশ্য সেই সকল-মণি-হেমময়-পাত্র তাঁহাদিগকে দান করিবে। তথা হে পারাবার! তোমার তোয়-রাশি সৌরভ-সম্পন্ন-প্রস্ফুটিত-প্রসূন-পুঞ্জের সদ্‌-গন্ধে সুবাসিত ও সুশীতল হউক এবং অস্মদীয়-জলধি-জল-কেলি-বিলোকনার্থ সমুপাগত-সস্ত্রীজন-দর্শক-বৃন্দের প্রতি যাহাতে কোনরূপ ব্যলীক, বা অন্যায্য আচরণ করা না হয়, তজ্জন্য তুমি অবহিত ও সতত-প্রযত্ন-পরায়ণ হও। সমুদ্রের প্রতি এইকথা বলিয়া, অনন্তর ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব শ্রীবিষ্ণুদেবের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

কিন্তু, ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবের মুখেঙ্গিতজ্ঞ-শ্রীবিষ্ণুদেব প্রথমতঃ ভক্ত অথচ বন্ধুত্ব-ভাজন-শ্রীনারদদেবকে পুষ্পোচ্চয়-বাসিত-শীতল-সাগর-সলিল-দ্বারা অভিষিক্ত করিলেন। এইরূপে জলজ-লোচন-শ্রীশঙ্করদেবের সর্ব্ব-পরিজন-সহ জলধি-জল-কেলি সমারব্ধ হইলে, ভগবান্ ব্রহ্মা ও শ্রীবিষ্ণুদেব যে এক সময়ে শ্রীশঙ্করদেবকে সংসারানু-রাগী করিবার জন্য, তদীয়-মানসটীকে দারানুরক্ত করিবার জন্য ঐশ্বর্য্য-সম্ভার-সহ স্ফীত-প্রদীপ্ত-কলেবরে বামাঙ্গে কামিনী-মণিভূতা-কমনীয়-কলেবরা-নিজ-নিজ-কান্তাকে আলিঙ্গন করিয়া, তাঁহার নিকটে গমন করিয়াছিলেন, সেই কথাটী স্বয়ং স্মরণ করিয়া এবং শ্রীব্রহ্মা ও বিষ্ণু-দেবকে স্মরণ করাইয়া দিয়া, তথা সতী-বিয়োগের পরবর্ত্তীকাল হইতে যাবৎ শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সহিত শুভ-পরিণয়-সম্মিলন সুসম্পন্ন না হইয়াছে, তাবৎ-কাল-পর্য্যন্ত ভগবান্ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও দেবর্ষি-নারদদেব-কৃত-পরিচর্য্যা-পরিশ্রমের বিপুলতা মনে মনে অনুভব করিয়া, প্রীতি-প্রফুল্লান্তঃকরণে শ্রীশঙ্করদেব পরমানন্দ-ভরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও বিষ্ণু-পার্শ্বস্থ-দেবমুনি-নারদদেবকে সুবাসিত-সাগর-সলিল-সাহায্যে সিঞ্চিত করিয়া, পশ্চাৎ প্রিয়তমা-প্রেমামৃত-সাগর-রত্নভূতা-প্রাণেশ্বরী-শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীকে পুষ্পোচ্চয়-সুগন্ধ-পূর্ণ-জলধি-জল-ধারা-দ্বারা বিশেষরূপে অভি-ষিক্তা করিলেন।

অনন্তর ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব ব্রহ্মা, বিষ্ণু, নারদ ও শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবী-কর্ত্তৃক সমকালে প্রক্ষিপ্ত-সুবাসিত-সুশীতল-সাগর-সলিল-সিঞ্চন-

সাহায্যে সিঞ্চিত হইয়া, তাঁহাদের সম্মিলিত-ভাবে কৃত আক্রমণ হইতে আত্ম-রক্ষা-কল্পে উপায়-নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পরক্ষণেই মদা-বৰ্জ্জিত-চারু-দেহে মদ-মত্ততা-প্রযুক্তই যেন, ঈষদানমিত-মনোহর-শরীরে মধুর-হাস্য-বিকসিত-সুন্দর-বদনে কলকণ্ঠ-কণ্ঠ-বিনিন্দিত-কণ্ঠে পঞ্চম-স্বরে বা কাম-গীত অবলম্বনে ললিততর আলাপ করিতে করিতে, কমল-কুসুম-কোমল-কর-দ্বারা কুসুম-কোমল-কমনীয়-কর-কমলা-মনোহরা-পর্ব্বত-রাজপুত্রী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে "সাকারং" কর-কিশলয়ে গ্রহণ-পূর্ব্বক সাগর-সলিলে সলীলাবস্থিত হইয়াই, যাবৎ বামাঙ্গে ধারণ করিলেন, তাবৎ শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীঅঙ্গে জল-প্রক্ষেপণ-কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া, স্ব-স্ব-স্ত্রীজন-সহ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু, অরুন্ধতী-সহ বশিষ্ঠদেব, তথা অন্যান্য-সস্ত্রীক-মহর্ষিগণ এবং বীণা-সহায়বান্ দেবর্ষি-নারদ-প্রভৃতি শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের সম্মুখাবস্থিতা-নয়ন-মনো-মোহিনী-প্রেম-মাধুর্য্যময়ী-যুগল-মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া, প্রহর্ষ-পুলকোদ্গম-চারু-দেহে প্রণতি-নম্র-শিরো-মণ্ডলে পুনঃ পুনঃ প্রণিপাতান্তে বেদময়ী-বাণী-সাহায্যে কৃতাঞ্জলি-পুটে প্রকৃষ্টরূপে বেদ-সারাখ্য-শ্রীউমা-মহেশ্বর-স্তোত্র-পাঠ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মৈনাক-মুখ্য-পর্ব্বত-রাজ-কুমারগণ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু-প্রভৃতি-দেব-মুনিবরগণকে উক্তরূপে শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের সংস্তবন-কার্য্যে নিযুক্ত দেখিয়া, নিজ-নিজ-কৃত্যাবধারণান্তে শ্রীশঙ্করদেবের সমুদ্র-সলিলে পতনের পরবর্ত্তীকালেই জলধি-জল-মধ্যে পতিত হইয়া, দুইভাগে বিভক্ত হইলেন এবং ভাগ-দ্বয়ে বিভক্ত হইয়া, প্রথম-ভাগ-গত "বিরাগ-বস্ত্রাভরণাঃ প্রহৃষ্টাঃ, ক্রীড়াভিরামা মদিরাবিলাক্ষাঃ", অর্থাৎ উৎপল-দল-দীর্ঘতর-লোচন-যুগলে মদিরাবিল, কলেবরে ক্রীড়াভিরাম, বা রমণীয়-দর্শন, অন্তঃকরণে প্রহৃষ্ট, তথা জলনিধি-জলে অবগাহন-কল্পে অবতীর্ণ; সুতরাং অঙ্গ-মার্জ্জন-পূর্ব্বক স্নান-নিমজ্জনাবসরে অঙ্গরাগ, বসন ও অলঙ্কার-সকল বিগলিত হওয়ায়, বিরাগ-বস্ত্রাভরণ-পর্ব্বত-রাজ-পুত্রগণ প্রমত্তাবস্থায় শ্রীশঙ্করদেবের পশ্চাদ্-ভাগে বহুদূরে অবস্থিতি-পুরঃসর কেবল-জলধি-জল-কেলি-বিলাস-বিমুগ্ধ-চিত্তে পরস্পরের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। এইরূপ শেষ-ভাগ-গত-পর্ব্বত-রাজ-কুমারগণও

শ্রীশঙ্করদেবের সম্মুখ-ভাগে কিঞ্চিদ্দূরবর্ত্তি-দেশে সাগর-সলিলে লীলা-বিলাস-সহ নিপতিত হইলেন, তথা তাঁহার কিঞ্চিৎ সমীপে উপসর্পণ-পূর্ব্বক "বিচিত্র-বস্ত্রাভরণাশ্চ মত্তাঃ, সন্তান-মাল্যাবৃত-কণ্ঠ-দেশাঃ। বীর্য্যোপপন্নাঃ কৃত-চারু-চিহ্না, বিলিপ্ত-গাত্রা জল-যন্ত্র-হস্তাঃ। গীতানি তদ্দেশ-মনোহরাণি স্বরোপপন্নান্যথ গায়মানাঃ" পর্ব্বত-রাজ-কুমারগণ "ততঃ প্রচক্রুর্জ্জল-বাদিতানি, নানা-স্বরাণি প্রিয়-বাদ্য-ঘোষাঃ।"

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে একোনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

বিংশত্যাধিকশততম অধ্যায়

অর্থাৎ যে কোনরূপ বহু-মূল্য-বিচিত্র-বস্ত্রাভরণ-পুষ্প-মাল্যানুলেপন-তাম্বুল-বীটিকা-সুগন্ধ-দ্রব্য-প্রভৃতি-যাবতীয়-বিলাসোপকরণে পরিবৃত-সজ্জিত-ভূষিত-চিত্রিত, মাধ্বীক-মধু-পান-প্রমত্ত, সুমেরু-পৃষ্ঠস্থ-নন্দন-বন-গত-সন্তানক-কল্পবৃক্ষ, বা সুর-তরুবর-শাখা-সম্ভূত-সুদৃশ্য-স্বর্গীয়-সুগন্ধ-পূর্ণ-কুসুম-মাল্য-দাম-সাহায্যে কণ্ঠদেশে সমাবৃত, চারুতর-শুভ-সৌভাগ্য-সূচক-চিহ্ন-সমুদায়ে তথা "আজেঃ সরণং, অগ্নের্মন্থনং, দৃঢ়স্য ধনুষঃ আয়মনং", ইত্যাদি-বীর্য্য-সাধ্য-কার্য্যের অনুষ্ঠাতৃত্ব-পরিচায়ক-চিহ্ন-নিচয়ে চিহ্নিত; সুতরাং বীর্য্যোপপন্ন, চন্দনাগুরু-কস্তূরী-কুঙ্কুম-পঙ্কে বিলিপ্ত-গাত্র, কর-কমলে জল-বাদ্য-যন্ত্রে অলঙ্কৃত, বাদ্য-ঘোষপ্রিয়, ক্রীড়াভিরাম-শ্রীশঙ্করদেবের সম্মুখে কিঞ্চিৎ দূরে উপাগত-শেষোক্ত-পর্ব্বত-রাজ-কুমার-গণ তদ্দেশ-বাসি-জনগণের শ্রবণ-মনোহর-স্বরোপন্ন, বা স্বর-লহরী-মিলিত-ললিত-গীত-সকল গান করিতে করিতে, শ্রীশঙ্করদেবের চিত্ত-বিনোদনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তৎ-পশ্চাৎ সেই পর্ব্বত-রাজ-কুমারগণ প্রহর্ষ-পুলকোদ্গম-চারু-দেহে প্রমুদিত-মানসে স্ব-স্ব-কর-কমল-তলস্থ-নানা-স্বর-সমন্বিত সেই সকল-জল-বাদিত্র প্রকৃষ্টরূপে বাদিত-ধ্বনিত-শব্দিত করিতে লাগিলেন।

কিন্তু, এই সময়ে উৎসব-প্রিয়-তত্রত্য-লক্ষ্মী-সমালিঙ্গিত-চক্রপাণি-শ্রীবিষ্ণুদেবের আজ্ঞা, বা সঙ্কেতানুসারে সেই স্থানে উপস্থিত, সুসজ্জিত, সুভূষিত, সেই শত-শত সহস্র-সহস্র-বেশ-বধূ পঞ্চচূড়াদি-স্বর্গীয় অপ্সরো-গণের সহিত মিলিতা হইয়া, একযোগে শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের আরাধনা, বা প্রীত্যর্থে ত্রিদিবালয়বাসী অপ্সরঃ-প্রবর-গণোচিত-স্বর্গীয়-সুধা-রস-স্রাবি-সংগীতালাপ করিতে করিতে, স্ব-স্ব-কর-কমল-তল-গত-নানা-স্বর-সমন্বিত-কল-বাদ্য-সকল বাদিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তথা "বেশ্যা-বেশবধূ-সুবেশ-নিলয়া" মানব-লোকীয়-বেশ-যোষিৎ, বা বারবনিতা-

মুখ্যা-গণের ন্যায় "আকাশ-গঙ্গা-জল-বাদনজ্ঞাঃ, সদা যুবত্যো মদনৈক-চিন্তাঃ। অবাদয়ংস্তা জল-দর্দ্দুরাশ্চ, বাদ্যানুরূপং জগিরে চ হৃষ্টাঃ। কুশেশয়াকোশ-বিশাল-নেত্রাঃ, কুশেশয়াপীড়-বিভূষিতাশ্চ। কুশেশয়ানাং রবি-বোধিতানাং, জহ্রুঃ শ্রিয়ং তাঃ সুর-বার-মুখ্যাঃ।

অর্থাৎ কুশেশয়-কমল-সকলের আকোশ, বা কলিকান্তর্গত অপেক্ষাকৃত অল্পায়তন আরক্ত-দল-সকলের ন্যায় বিশাল-লোল-লোচনা, কুশেশয়-বিকসিত-কমল-কলাপ-কল্পিত আপীড়, শিরোভূষণ, বা মুকুটালঙ্কারে সমলঙ্কৃতা, প্রহৃষ্ট-মানসা, মদন-মর্দ্দিত-হৃদয়া, চির-যৌবন-ধন-গরিষ্ঠা, আকাশাঙ্গনে সঞ্চরণশীলা-গঙ্গা-মন্দাকিনী-দেবীর বিমল-বিশুদ্ধ-জল-প্রবাহে জল-বাদ্য-বাদনাভ্যাস ও জল-বাদ্য-বাদন-তত্ত্বজ্ঞতা-লাভ-প্রযুক্ত জল-বাদ্য-কুশলিনী, সুরগণের ন্যায় সুচারু, অর্থাৎ দৌর্গন্ধ্যাদি-রহিত-মুখ-মণ্ডলে শোভমানা সেই সকল-সুর-বারবনিতা-মুখ্যা অপ্সরঃ-প্রবরা জল-দর্দ্দুর, বা জল-বাদ্য-যন্ত্র-বিশেষ বাজাইতে বাজাইতে, বাদ্যানুরূপ-স্বর্গীয়-সঙ্গীতালাপ করিতে লাগিলেন। কিঞ্চ, কুশেশয়াকোশ-বিশাল-নেত্রা, কুশেশয়াপীড়-বিভূষিতা, সদা-যুবতী, মদনৈক-মানসা সেই সুর-বার-বিলাসিনীগণ বিবিধ-জল-বাদ্যসহ পূর্ব্বোক্তরূপ-গান করিতে করিতে, স্ব-স্ব-মধুর-স্মিত-বিকসিত-মুখ-মণ্ডলে রবি-নলিনী-নাথ-প্রতিবোধিত স্বর্গ-গঙ্গা-জলস্থ-কুশেশয়-সকলের অপূর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য, বা শোভা-সম্পত্তি অপহরণ করিতে লাগিলেন।

অপিচ, এই সময়ে "যদৃচ্ছয়া দৈব-বিধানতো বা, নভো যথা চন্দ্র-সহস্র-কীর্ণম্" অর্থাৎ যদৃচ্ছা-বশতঃই হউক, আর দৈব-বিধানতঃই বা হউক, নভঃ-প্রদেশ যদি সহস্র-সহস্র-চন্দ্র-দ্বারা কীর্ণ আচ্ছন্ন, বা পরিব্যাপ্ত হয়, তবে তৎ-কালীন আকাশ-প্রদেশ সহস্র-সহস্র-সকল-শশধর-সমাচ্ছন্ন-পরিব্যাপ্ত হইয়া, যেমন অপূর্ব্ব-শোভার আধারভাব-ধারণ করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ সকলেন্দু-কল্প-শত-শত-সহস্র-সহস্র-স্ত্রী-বক্ত্র-চন্দ্র-দ্বারা আকীর্ণ হইয়া, সেই মহাসমুদ্রও তৎকালে অপূর্ব্ব-শোভার আধারে পরিণত হইয়া, নিতরাং বিরাজিত হইতে লাগিল। তথা সকলেন্দুকল্প-স্ত্রী-বক্ত্র-চন্দ্র-সহস্র-দ্বারা সমাকীর্ণ হইয়া, তৎকালে সমুদ্র যেমন সকলেন্দু-

কল্প-বধূ-বদন-শশধর-সহস্রের বিমল-প্রভা-চ্ছটা-ঘটা-সাহায্যে নিরতিশয়-দীপ্তি-প্রাপ্ত হইয়া, চন্দ্র-সহস্র-খচিত আকাশ-দ্বারা উপমিত হইতে লাগিল, সেইরূপ শতহ্রদা-বিদ্যুৎ-সদৃশ-বর্ণ-শোভন-স্ত্রী-সমূহের সুবর্ণ-সুন্দর-সমুজ্জ্বল-কোমল-প্রভা-পুঞ্জ-সাহায্যে বিদীপ্ত-রমণীয়াবয়ব অপার-সুনীল-জলরাশি-পরিপূর্ণ সেই সমুদ্ররূপ-মেঘ সৌদামিনী-ভিন্ন-সঙ্গত অম্বুনাথ বিদ্যুদ্-বিলাস-বিলসিত-শ্রাবণ-মাসীয়-নভো-মণ্ডলস্থ-দেদীপ্যমান-মেঘ-মণ্ডলের ন্যায় পরম-শোভা-প্রাপ্ত অবস্থায় বিরাজিত হইতে লাগিল।

অপিচ, এই সময়ে ভগবান্ নারায়ণ-নারদ-জলজাসন-ব্রহ্মা-ব্রহ্মর্ষি-বশিষ্ঠদেব-প্রভৃতি কৃত-চারু-চিহ্নে চিহ্নিত, স্ব-পক্ষগণে পরিবৃত ও পক্ষে, পার্শ্ব-প্রদেশে, অর্থাৎ একত্র অবস্থিত হইয়া, কৃত-চারু-চিহ্ন-চিহ্নিত-সপক্ষ-শ্রীশঙ্করদেবকে পুষ্পোচ্চয়-সুবাসিত-সাগর-সলিল-সাহায্যে সিঞ্চিত করিতে লাগিলেন এবং ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবও উক্তরূপে কৃত-চারু-চিহ্ন-স্বপক্ষগণে পরিবৃত, তথা একত্র অবস্থিত হইয়া, মধুসূদন-সপক্ষ-শ্রীবিষ্ণুদেবকে সাগর-সলিল-দ্বারা সিঞ্চিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিঞ্চ, পঞ্চচূড়া-প্রভৃতি-পূর্ব্বোক্ত-রূপাজীব অপ্সরঃপ্রবরাগণও এই সময়ে শ্রীশঙ্করদেবের পূর্ব্ব-দত্ত আদেশানুসারে প্রহৃষ্ট-মানসে হস্ত-প্রমুক্ত, কিম্বা জল-যন্ত্র-প্রমুক্ত সেই সুশীতল-সুবাসিত-সাগর-সলিল-সাহায্যে মৈনাকাদি-পর্ব্বত-রাজ-কুমারগণকে, তথা স্ব-স্ব-পত্নী এবং পঞ্চচূড়াদি অপ্সরোবরা-কর্ত্তৃক সাগর-সলিল-দ্বারা সম্যক্‌রূপে সিঞ্চিত সেই পর্ব্বত-রাজ-কুমারগণও তৎ-কালে পঞ্চচূড়াদি অপ্সরোগণ, বা নিজ-নিজ-পত্নী-গণকে সাগর-সলিল-দ্বারা অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন।

এইরূপ তৎকালে একদিকে যেমন রাগোদ্ধতা-বারুণি-পান-প্রমত্তা-প্রহৃষ্টরূপা-শ্রীমতীপার্ব্বতী-গায়ত্রী-সাবিত্রী- সরস্বতী-লক্ষ্মী-শচী-রোহিণী প্রভৃতি-দেব-পত্নীগণ নিজ-নিজ-পতিকে "হস্ত-প্রমুক্তৈর্জ্জলযন্ত্রকৈশ্চ" প্রমুক্ত-সাগর-সলিল-দ্বারা অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন, অপরদিকেও সেইরূপ অদিতি, তারা, অরুন্ধতী, অনসূয়া, তথা লোপামুদ্রা-প্রভৃতি-মহামুনি-মহর্ষি-পত্নীগণ নিজ-নিজ-পতিকে সাগর-সলিল-দ্বারা সিঞ্চিত করিয়া, জলধি-জল-ক্রীড়া-জনিত-বিপুল আনন্দ অনুভব করিতে

লাগিলেন। অপিচ, যখন পূর্ব্বোক্তরূপে রাগোদ্ধত, কাদম্বরী-পান-কল-পৃথু-শ্রীসম্পন্ন, প্রহৃষ্টরূপ-স্ত্রীসমূহ ও পুরুষগণ মান, মদন ও মদ-বহন-পূর্ব্বক পরস্পরের সহিত জল-ক্রীড়া করিতেছিলেন, যখন আরক্ত-নেত্রে হস্ত, বা জল-যন্ত্র-দ্বারা জল-মুক্তি-সক্ত-স্ত্রীসকলের সমক্ষে পুরুষায়মাণ, কিম্বা পুরুষ-সকলের সমক্ষে ললিত-ললনাকুল-ললামায়মান-স্ত্রী-পুরুষ-রত্ন-গণ পরস্পরের সহিত সুচিরকাল ক্রীড়া করিয়াও, উপরত না হইয়া, অত্যা-সক্তি-নিবন্ধন পুনঃ পুনঃ ক্রীড়া-রসাস্বাদনানন্দের সাতত্য ইচ্ছা করিতে-ছিলেন, তৎকালে "অতিপ্রসঙ্গস্তু বিচিন্ত্য", ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব স্বয়ং নারদ-বশিষ্ঠাদি-মুনিগণ ও শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণের সহিত জল-বাদ্য-শব্দ হইতে নিবৃত্ত হইয়া, তথা স্বীয়-শ্রীকর-কমল-সমুত্তোলন-পূর্ব্বক জল-ক্রীড়াসক্ত অন্যান্য-সকলকে জল-ক্রীড়া হইতে বিরত হইবার জন্য উপদেশ-দান করিয়া, অতিপ্রসঙ্গের অনুসরণ করিতে নিষেধ করিলেন।

অনন্তর দৃঢ়তর-মান-মদন-মদ-সম্পন্ন হইলেও, ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবের ইঙ্গিতজ্ঞ-জল-ক্রীড়াসক্ত-পর্ব্বত-রাজ-কুমারাদি-সকলেই জল-যুদ্ধ-সঙ্গ হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং প্রিয়াজনের নিত্যই আনন্দকর-পর্ব্বত-রাজ-কুমারগণ, তথা তাঁহাদিগের নিত্যই প্রিয়ারূপে প্রতীতা-প্রাণসমা সেই সকল-পত্নী অত্যন্ত আনন্দ, বা প্রেম-ভক্তি-ভরে শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বর-দেবকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে, নয়ন-মনো-রঞ্জন-নর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রথমতঃ জলধি-জল-কেলি-সমাসক্ত, পশ্চাৎ শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীমুখ-পঙ্কজ-বিনির্গত-নিষেধ-বাণী-শ্রবণে জলনিধি-জল-কেলি-বিলাস হইতে বিরত-ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মুনি-মহর্ষি-দেব-দানব-মানবাপ্সরো-গণ-যক্ষ-কিন্নর-বিদ্যাধর- ধরাধর- সিদ্ধ- চারণ- ভূত- প্রেত- পিশাচাদি- প্রমথ-প্রমথ-গণাধ্যক্ষ-প্রভৃতি-যাবতীয়-শাঙ্কর-সমুদ্র-যাত্রা-মহামহোৎসব-সম্পাদক-গণের স্নানান্ত-কালীন-প্রদক্ষিণ-সহ মধুর-নর্ত্তনের অবসানে ধীমান্ ভগ-বান্ শ্রীশঙ্করদেব শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণের সহিত তোয়নিধির তোয়-সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন।

শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ সহ ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব জল-নিধির জল-রাশি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, ভক্ত-বৎসলতা, অশেষ-জগজ্জন-পালতা, বা

বদান্যবরতা-প্রযুক্ত কেশব-বাসব-বিরিঞ্চি-বশিষ্ঠ-নারদাদি-সত্তমগণকে অনুকূলানুলেপন-প্রদান-পূর্ব্বক শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ-সহ স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। এদিকে মৈনাকাদি সেই পর্ব্বত-রাজ-কুমারগণও শ্রীশঙ্করদেবকে আশু তোয়-রাশি হইতে উত্তীর্ণ হইতে দেখিয়া, তোয়-সঙ্গ-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সমুত্থিত হইলেন। অনন্তর বিবিক্ত-গাত্র-পবিত্র-বিশুদ্ধ-দেহাবয়ব সেই অপ্রমেয়-পর্ব্বত-রাজকুমারাদি-নিমন্ত্রিত-সমাগত-যাবতীয়-ব্যক্তি-বর্গ শ্রীশঙ্করদেবের আজ্ঞানুসারে পান ও ভোজন-ভূমি অভিমুখে গমন করিলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবের আদেশানুসারে নৃদেবামর-তেজঃ-সম্পন্ন, অপ্রমেয়-বীর্য্য-পরাক্রম-মণ্ডিত, বিবিক্ত-গাত্র-পর্ব্বত-রাজ-কুমারাদি-যাবতীয়-ব্যক্তি-বর্গ যে পান-ভূমি অভিমুখে গমন করিয়াছেন, তাহা অব্যবহিত-গত-গ্রন্থে অভিহিত হইয়াছে। অতএব সম্প্রতি যে তাঁহাদের উপবেশন ও অদ্‌ভুত-পান-ভোজন-প্রকার-বর্ণনার উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। কিন্তু, উপবেশন ও পান-ভোজন-প্রকার-বর্ণনা-প্রসঙ্গে অত্রস্থলে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, "যথানুপূর্ব্ব্যা চ যথা বয়শ্চ, যৎ-সন্নিবোগাশ্চ তদোপবিষ্টাঃ। অন্নানি বীরা বুভুজুঃ প্রতীতাঃ, পপুশ্চ পেয়ানি যথানুকূলম্। মাংসানি পক্কানি ফলাম্লিকানি, চুক্রোত্তরেণাথ চ দাড়িমেন। নিষ্টপ্ত-শূলান্ শকলান্ পশূংশ্চ, তত্রোপজহ্রুঃ শুচয়োঽথ সূদাঃ। সুস্বিন্ন-শূল্যান্ মহিষাংশ্চ বালান্, ভৃষ্টান্ সুনিষ্টপ্ত-ঘৃতাবসিক্তান্। বৃক্ষাম্ল-সৌবর্চ্চল-চুক্র-পূর্ণান্, পৌরোগবোক্ত্যা উপজহ্রুরেষাম্। পৌরোগবোক্ত্যা বিধিনা মৃগাণাং, মাংসানি সিদ্ধানি চ পীবরাণি। নানাপ্রকারাণ্যুপজহ্রুরেষাং, মৃষ্টানি পক্কানি চ চুক্র-চূতৈঃ। পার্শ্বানি চান্যে শকলানি তত্র, দদুঃ পশূনাং ঘৃত-মৃক্ষিতানি। সামুদ্র-চূর্ণৈরবচূর্ণিতানি, চূর্ণেন মৃষ্টেন সমারিচেন। সমূলকৈর্দ্দাড়িম-মাতুলুঙ্গৈঃ, পর্ণাস-হিঙ্গ্বার্দ্রকভূস্তৃণৈশ্চ। তদোপদংশৈঃ সুমুখোত্তরৈস্তে, পানানি হৃষ্টাঃ পপুরপ্রমেয়াঃ। কটুঙ্কশূলৈরপি পক্ষিভিশ্চ, ঘৃতাম্ল-সৌবর্চ্চল-তৈল-সিক্তৈঃ। মৈরেয়-মাধ্বীক-সুরাসবাংস্তে, পপুঃ প্রিয়াভিঃ পরিবার্য্যমাণাঃ। শ্বেতেন যুক্তানপি শোণিতেন, ভক্ষ্যান্ সুগন্ধান্ লবণান্বিতাংশ্চ। আর্দ্রান্ কিলাদান্ ঘৃত-পূর্ণকাংশ্চ, নানাপ্রকারানপি খণ্ড-খাদ্যান্। অপানপা-নারদ-দেব-বিপ্রাঃ শাকৈশ্চ সূপৈশ্চ বহু-প্রকারৈঃ, পিষ্টৈশ্চ দধ্না পয়সা চ বীরাঃ, স্বিন্নানি রাজন্ বুভুজুঃ প্রহৃষ্টাঃ। তথারণালাংশ্চ

বহু-প্রকারান্, পপুঃ সুগন্ধানপি পালবীযু্। শৃতং পয়ঃ শর্করয়া চ যুক্তং, ফল-প্রকারাংশ্চ বহূংশ্চ খাদন্।"

অর্থাৎ যথানুপূর্ব্বী, যথাপরিপাটী, যথানুক্রমঃ, যথাবয়ঃ, যথা সন্নিয়োগ, যথানুশাসন অতিক্রম না করিয়া, যথারীতি, যথাশৃঙ্খলানুসারে সুপ্রতীত-সুপ্রখ্যাত সেই স্থির-চর-সুর-নব-কিন্নর-ধরাধর-ভূচর-খেচর-জল-চরাদি-সমুদ্র-যাত্রাসম্প্রাপ্ত-যাবতীয় অতিথি-সজ্জনগণ বিভক্ত-গাত্রে চন্দ-নাদ্যনুলিপ্ত-শরীরাবয়বে শ্রেণী-বদ্ধ-ভাবে যথাযোগ্য, বহু-বিচিত্র-চিত্র-যুক্ত, বহ্বাশ্চর্য্য-জনক, দৃশ্য-মনোহর, কমল-কুসুম-কোমল-কমনীয়-পৃথক্ পৃথক্ আসনে উপবেশন-পূর্ব্বক যথানুকূল যথা হিত অন্ন-সকল-ভোজন ও পেয়-সকল পান করিতে লাগিলেন। শুচি-শুদ্ধ-বসন-সূদগুণ পরিপক্ক-মাংস, ফলাম্লিকা, বা উত্তরোত্তর-চুক্রতাধিক্য-সম্পন্ন-লিচুকাম্র-দাড়িম্বাদি-ফল-প্রভব অম্লদ্রব্য, নাতিস্থূল, বা নাতিসূক্ষ্ম মার্জ্জিত-লৌহ-শূল-শলাকাবয়বে সমারোপণ-পূর্ব্বক নিম্নতঃ শিখা ও ধূম-বিহীন অনলের অতীব উত্তাপ-দান-ফলে অতিতপ্ত-নিষ্টপ্ত-শূল্য, অতিতপ্ত-পক্ক-শকল-ভাবাপন্ন, বা খণ্ডিত-হরিণ-শূকরাদি-পশু-সকল পরিবেষণ করিতে লাগিল।

তথা পুনশ্চ ঐসকল-সূপকার, পৌরোগব, বা পাক-শালাধ্যক্ষের উক্তি-নির্দ্দেশ-ক্রমানুসারে সুন্দররূপে স্বিন্ন-ঘর্ম্ম-যুক্ত, শূল-সমারোপণ ও তাপ-দান-ফলে পক্ক-সুনিষ্টপ্ত, বা অতিতপ্ত-পরিপক্ক-ঘৃতাবসিক্ত, তথা বৃক্ষাম্ল, বা অম্লবেতস, মহাম্ল-তিন্তিড়ীক ও সৌবর্চ্চল-সুবর্চ্চল-দেশ-জাত-কৌদ্রবিক-হৃদ্য-গন্ধক-রুচ্য-কৃষ্ণ-লবণাপর-পর্য্যায়-লবণ-রসে পরিপূর্ণ-চুক্র-সমন্বিত-ভৃষ্ট-সুস্বিন্ন-শূল্য-পুষ্ট-কলেবর-বাল-মহিষের নানাপ্রকার-মাংস-খণ্ড-সকল প্রার্থনার অগ্রেই অপরিমিতরূপে পরিবেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিঞ্চ, "অনাহার্য্যঃ শুচির্দক্ষশ্চিকিৎসিতবিদাম্বরঃ, সূদ-শাস্ত্র-বিশেষজ্ঞঃ, সূদাধ্যক্ষঃ প্রশস্যতে" ইত্যাদিরূপে শাস্ত্রোক্ত-লক্ষণ-সমন্বিত অপরাপর-সূদাধ্যক্ষগণের উক্তি অনুসারে আরালিক, আন্ধসিক, ঔদনিক ও ভক্ষ্যঙ্কারাপরপর্য্যায় "ইঙ্গিতাকার-তত্ত্বজ্ঞো, বলবান্ মিষ্ট-পাচকঃ। শূরশ্চ-কঠিনশ্চৈব, সূপকারঃ স উচ্যতে" ইত্যাদিরূপে উক্ত-লক্ষণ-

পাচকগণ যথাবিধি-সিদ্ধ-পরিপক্ক-পীবর-পুষ্ট-মৃষ্ট-ভৃষ্ট-ঘৃতাবসিক্ত, তথা চুক্রচূত, অর্থাৎ বাল, তরুণ ও পক্কচূত-ফল-প্রভব-চুক্র-সাহায্যে সিদ্ধ ও পক্ক-বিবিধ-জাতীয়-মৃগ-জাত-নানাপ্রকার- মাংস-সকল ভোজন-পরায়ণ-জন-গণকে প্রদান করিতে লাগিল।

অপিচ, বিশ্বনিবাসি-সর্ব্ব-জাতীয়-জনগণের পান-ভোজন-শালাসমূহে পরিদর্শন-শৃঙ্খলা-স্থাপন-ব্যবস্থা-প্রণয়ন-প্রভৃতি-কার্য্য-সম্পাদনার্থ তৎকালে যে সকল পরিদর্শক, শৃঙ্খলা-কারক ও ব্যবস্থাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই যথারীতি নিজ-নিজ-কর্ত্তব্য-প্রতিপালনে তৎপরতা-প্রদর্শন-দ্বারা যথেষ্টরূপে দক্ষতার পরিচয়-প্রদান করিতে লাগিলেন। পরিদর্শকগণ নানা-স্থানে পরিভ্রমণ-পূর্ব্বক যাঁহার যাদৃশী-ভোজন-শক্তি, তাঁহাকে তদপেক্ষা বহুগুণ অধিক-পেয়-ভোজ্য-প্রদানার্থ উচ্চ, উচ্চতর-স্বরে সূপকারগণকে আহ্বান-পূর্ব্বক তত্তৎ-পেয়-ভোজ্য-পরিবেষণ করিতে অনুমতি করিলেন। সূপকারগণও দেখিয়া, দেখিয়া, বাছিয়া, বাছিয়া, যাঁহারা অধিকতর-পান ও ভোজন করিতে সমর্থ, সেই বহুবাশি-জন-সকলকে যথেস্টরূপ-পেয়-ভোজ্য-প্রদান করিতে লাগিল। সূপকারগণ কাহাকেও রোগ-রহিতাল্প-বয়স্ক-পরিপুষ্ট-মৃগ-মহিষ-মেষ-ছাগাদি-পশু-সকলের পার্শ্বভাগ-সকল প্রদান করিল, কাহাকেও ঐ সকল-পশুর পৃষ্ঠ-ভাগ, কাহাকেও স্থূল-স্থূল-খণ্ডিত-মাংসখণ্ড, কাহাকেও মধু-কোষ, কাহাকেও হৃদয়-ভাগ, কাহাকেও মস্তক, কাহাকেও ঐ সকল-পশুর সামুদ্র-চূর্ণ-নিচয়-সহযোগে অবচূর্ণিত-মরিচ চূর্ণ-সহযোগে মৃষ্ট-শোধিত-ঘৃতাবসিক্ত-মাংস-পঙ্ক ও পিষ্টক পুনঃ পুনঃ প্রদান করিতে লাগিল।

অপিচ, এই সময়ে তত্রত্য সেই অপ্রমেয়-পর্ব্বত-রাজ-কুমারাদি-বিভিন্ন-জাতীয়-বীরবরগণ, অন্যান্য-সুরাসুর-নর-কিন্নর-ভূধরগণ, তথা অপরাপর-পানপগণ নিজ-নিজ-প্রিয়াজনে পরিবৃত হইয়া, উত্তরোত্তর-মুখ-রুচিকর-মাধ্বীক-মৈরেয়-সুরাসবাদি-মদ্য-পান-কালে ব্যবহারোপযোগী উপদংশভূত-মূলক-হস্তি-দন্তক-মৃৎ-ক্ষারাদি-নামধেয়-মহাকন্দ-বিশেষ, দাড়িম্ব-বেদানা-মাতুলুঙ্গ, বা বিবিধ-জাতীয়-ছোলঙ্গাপরনামা বীজপূর, পর্ণাস, বা কুঠের-কাপর-নাম্নী-শ্বেত-তুলসী, হিঙ্গু, আর্দ্রক, ভূস্তৃণ, বা শাক-বিশেষ, তথা

কট্বঙ্ক-শূল, বা কটু-রস-যুক্ত-কাষ্ঠময়-শূল-গর্ভ-মাংস-খণ্ড ও ঘৃতাম্ল-সৌবর্চ্চল-তৈল-সিক্ত-বিবিধ-জাতীয়-পক্ষি-সমূহরূপ-মুদ্রা, অর্থাৎ মুখ-শোধি-রোচক-মুখ-জড়তা-নাশক-পান-ভোজন-স্পৃহা-বর্দ্ধক-খাদ্য-বিশেষ-সহযোগে উপদংশ অর্থাৎ তত্তৎ-পান-পাত্র-সাহায্যে তৎকালে অতিপ্রহৃষ্ট-মানসে মৈরেয়-মাধ্বীক-সুরাসবাদি-সুন্দর-সুন্দর-পেয়-দ্রব্য-সকল পান করিতে লাগিলেন।

কিঞ্চ, নিজ-নিজ-প্রিয়াজনে পরিবার্য্যমাণ-সুরাসুর-নর-কিন্নরাদি-সমুদ্র-যাত্রা-সম্প্রাপ্তামন্ত্রিত-পানপাতিথি-সজ্জনগণ যখন উক্তরূপ-বিবিধোপচার-সহ মৈরেয়-মাধ্বীক-সুরাসবাদি-পান করিতেছিলেন, তৎকালে তত্রত্য সূপকারাধ্যক্ষগণের আদেশানুসারে সূদগণ প্রিয়াজনে পরিবার্য্যমাণ-পানপ-গণের সমীপে উপসর্পণ-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রত্যেকেরই অন্ন-ব্যঞ্জনাধারভূত-মণি-মাণিক্য-খচিত-রঞ্জিত-বিবিধ-বিচিত্র-পাত্র-সমূহে রসনা-রঞ্জন-বিবিধ-ব্যঞ্জন ও শতাধিক-প্রকার-স্বর্গীয়-সুগন্ধ-সুরস-পূর্ণ-রসনা-রুচিকর-মানস-মোহন-মিষ্টান্ন-প্রদান করিয়া, পশ্চাৎ পুনরপি শ্বেত-বর্ণ-যুক্ত-শোণিত-বর্ণ-বিভূষিত-পীত-বর্ণ-মনোহর-নাসিকা-তর্পণ-সুগন্ধে পরিপূর্ণ, সৌবর্চ্চল-লবণান্বিত, আর্দ্রাখ্য-খাদ্য-বিশেষ, ক্ষীর-বিকৃতিরূপ-কিলাট, মহিষী-দুগ্ধ-সিক্ত-খাদ্য-বিশেষরূপ-কিলাদ, তথা ঘৃত-পূর্ণকাদিরূপ-নানাপ্রকার-খণ্ড-খাদ্য-সকল প্রদান করিতে লাগিল।

এইরূপে মদ্য-মাংস-মৎস-মুদ্রা ও মৈথুনের অধরারণিভূত-স্ব-স্ব-প্রিয়তমাজন-সহ পানপগণের পান ও ভোজন-কার্য্য পরিসমাপ্ত হইলে, অপানপ মদ্যাদি-পান ও মাংস-ভোজন-রহিত-নারদাদি-দেবর্ষি-ব্রহ্মর্ষি-মুনি-মহর্ষিগণের, তথা অপরাপর-প্রহৃষ্টান্তঃকরণ-দেব-বিপ্রগণেরও পবিত্র-ভোজন-কার্য্য নানা-প্রকার-শাক, বহুবিধ-সূপ, পিষ্ট, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, ক্ষীর, স্বিন্ন-শাল্যন্ন, গোধূমাদি-চূর্ণ-সম্ভব-ঘৃত-পক্কান্ন ও বিবিধ-মিষ্টান্ন-প্রভৃতি-দ্বারা অতি সুশৃঙ্খলার সহিত সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইল। কিঞ্চ, উক্তরূপে অপানপগণের মিষ্টান্ন-ভোজন-পর্য্যন্ত-কার্য্য-সম্পাদনান্তে পুনশ্চ পর্য্যবেক্ষকগণের আদেশানুসারে সেই সকল-পাক-শালাধ্যক্ষের নির্দ্দেশ-ক্রমে শুচি-শুদ্ধ-বসন-সূদগণ অপানপগণের প্রকারান্তরে পরিতৃপ্তি-বিধানার্থ তাঁহাদিগকে বহুতর-প্রকার-সুমিষ্ট-স্বাদু-রস-পূর্ণ-সুপক্ক-ফল,

শর্করা-যুক্ত-দুগ্ধ, তথা শৃত, অর্থাৎ অপরিমিত-ক্ষীরাজ্য, শর্করা ও জল-সহযোগে পরিপক্ক শাল্যন্ন, বা পরমান্ন এবং অতীব-সুগন্ধ-সম্পন্নাত্যন্ত-প্রীতিপ্রদ-নিরতিশয়-মানস-সন্তোষ-জনক-কাঞ্জিকাপরনামা-আরনাল, বা বারি-পর্য্যুষিত-বিবিধ অন্ন-জল-সকল প্রদান করিতে লাগিল।

তথা অপানপগণও সুবর্ণ-পাত্রস্থ-বিবিধ-সুপক্ক-ফল এবং রত্ন-খণ্ড-খচিত-কনক-কটোরা-মধ্যস্থ-পায়স-ভোজন ও কপর্দ্দনির্ম্মিত-পালবী-পাত্র, কিম্বা মৃত্তিকা-কল্পিত-বৃহৎ-শরাব-পাত্র-গত আরনালাখ্য-কাঞ্জি-কাদি-সুবাসিত-পেয়-নিচয়-পান করিয়া, পরমা-পরিতৃপ্তি-লাভ করিলেন। এইরূপে পান ও ভোজন-কার্য্যাবসানে কাঞ্চনময়-ভৃঙ্গারস্থ-সুবাসিত-সলিল সাহায্যে আচমনান্তে কর্পূর-খণ্ডোজ্জ্বল-তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে, সেই সুরালয়-বাসি-দেববীরগণ, হিমালয়-মন্দর-মেরু-নগর-নিবাসি-পর্ব্বত-রাজ-কুমারগণ, তথা অন্যান্য-নর-কিন্নর-যক্ষ-কুমারগণ নিজ-নিজ-প্রিয়াজনকে সহায়রূপে অবলম্বন করিয়া, সেই সাগর-নগরান্তর্গত-রস-রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ-পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব এইরূপে জলনিধি-জলৌঘে জায়া-যুবতী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণসহ যথারীতি জল-ক্রীড়া-পূর্ব্বক স্নানাবসানে যথোক্তরূপ-পান-ভোজন-কার্য্য পরিসমাপ্ত করিয়া, দ্বিতীয়-দিবসান্তে জ্যোৎস্না-সমুজ্জ্বল-রজনীমুখে রাস-রস-রঙ্গালয়-মধ্য-ভাগস্থ-মণি-বেদিকোপরি সুসংস্থাপিত-মণি-খণ্ড-খচিত-সুবর্ণময়-পাদপীঠ-পরিশোভিত-শত-সূর্য্য-সমুজ্জ্বল-রত্ন রাজি-রঞ্জিত-রত্ন-সিংহাসনে সুখোপবিষ্ট হইলে, পূর্ব্বোক্ত-পর্ব্বতরাজ-কুমারাদি-সকলেই পান-ভোজন-পরিতৃপ্ত-মানসে প্রহৃষ্টান্তঃ-করণে নৌনিচয়োপরিনির্ম্মিত-সাগর-নগরস্থ-রঙ্গালয়ে প্রবেশ-পূর্ব্বক বনিতা-সহায় অবস্থায় কান্তাগণ-কর্ত্তৃক অভিনীত-নাটকান্তর্গত-শ্রবণ-মনোহর-রম্যতর-সঙ্গীতালাপে প্রবৃত্ত হইয়া, পুনশ্চ শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বর-দেবের মানস-সন্তোষণে অগ্রসর হইলেন।

অপিচ, সুরপতি-পুত্র, স্বর্গ-সাম্রাজ্য-সমূহের একমাত্র-যুবরাজ-শ্রীমান্ জয়ন্ত ও চন্দ্র-পুত্র-বুধ-প্রভৃতি দেব-কুমারগণের সহিত মৈনাক-মুখ্য-পর্ব্বত-রাজ-কুমারগণ, দেবগন্ধর্ব্বগণ ও যক্ষ-কিন্নরগণকে পুনশ্চ স্ব-স্ব-বনিতাসহ নাটকাভিনয়ে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া, পশ্চাৎ ভগবান্ শ্রীশঙ্কর-দেব সেই রাত্রিকালে অভিনয়-সভাস্থলে বহু-সন্নিধান-ভাব-সমন্বিত-দেব-গন্ধর্ব্বগণ-কর্ত্তৃক উদাহৃত, গান্ধর্ব্ব-নামে প্রসিদ্ধ-ছালিক্য-গেয়-ছালিক্য-সঙ্গীতালাপার্থ আজ্ঞা-প্রদান করিলেন। উক্তরূপে শ্রীশঙ্করদেবের আজ্ঞা-প্রাপ্তির অনন্তর শ্রীমান্ নারদদেব ষড়্-গ্রাম-রাগাদি-সমাধিযুক্তা নিজ-বীণাটীকে অতি আগ্রহের সহিত কর-কমলে গ্রহণ করিলেন। এদিকে ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবও দেবর্ষি-নারদকে "মধ্য-শুদ্ধ-ভিন্ন-গৌড়-মিশ্র-গীতরূপাঃ ষট্‌গ্রামাঃ স্থানানি যেষাং রাগাণাং, তৈর্যঃ সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্র্যং, তদ্‌যস্যাং", তাদৃশী-বীণাটীকে গ্রহণ করিতে দেখিবামাত্রই স্বয়ং

বহু-স্ত্রী-জন-সহ সবংশ-ঘোষ নৃত্যরূপ-হল্লীষকানুষ্ঠান, অথবা পাঠান্তরাভিপ্রায়ে ঋল্লীষক, অর্থাৎ তদাখ্য-বাদ্য-বিশেষ, কিম্বা অপরবিধ-পাঠাভিপ্রায়ে ঝল্লীষক, বা নিষাদর্ষভাদি-সপ্ত-স্বর-যুক্ত-বাদ্য-যন্ত্র-বিশেষ গ্রহণ করিলেন এবং ভগবান্ দেববর-বিষ্ণুও তদ্দর্শনে স্বয়ং মৃদঙ্গ-বাদ্য গ্রহণ করিলেন।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে প্রতীত-বিখ্যাত-বরাপ্সরোগণ অপরাপর-বাদ্য-যন্ত্র-সকল গ্রহণ করিলে, স্বয়ং কমলাসনদেব শ্রীশঙ্করদেবের পিনাকযন্ত্র বাজাইতে আরম্ভ করিলেন এবং নন্দী, ভৃঙ্গী, বা তাল-বেতাল-বীরভদ্র প্রভৃতি অন্যান্য-বীরবরগণের মধ্যে কেহ তাল-ধারণ করিতে লাগিলেন, কেহ কাংস্য-তাল-কাহলাদি-ঘন-বাদ্য-বাদনে প্রবৃত্ত হইলেন, কেহ স্বয়ম্বারা হৃদয়-গামিনী-বীণার বাদনে তৎপর হইলেন, কেহ উৎকৃষ্টতর-ধ্বনি-ধারণ-কারিণী-বল্লকীর বাদনে তৎপর হইলেন, কেহ মধুরতর-শব্দ-বিস্তার-কারিণী-বিপঞ্চীর বাদনে অগ্রসর হইলেন, কেহ সর্ব্বতোভাবে নিষাদাদি-স্বর-ব্যক্ত-কারিণী-সপ্ততন্ত্রী-শোভিনী-পরিবাদিনীর বাদনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কেহ শুষির-যুক্ত-বংশী ও কেহ কেহ বা শঙ্খ-প্রভৃতির বাদনে অনুরাগ-প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বীণাদি-ততবাদ্য, মুরজাদি আনদ্ধ-বাদ্য, বংশ্যাদি-শুষির-বাদ্য ও কাংস্যতালাদি-ঘন-বাদ্য, এই চতুর্ব্বিধ-বাদ্যরূপ-বাদিত্র, বা আতোদ্য ধ্বনিত হইতে থাকিলে, ক্রমে অভিনয় সমারব্ধ হইল।

এই অভিনয়-ব্যাপারে সুররাজ-পুত্র-জয়ন্ত নট-নটী-প্রভৃতির নায়কের পদ-গ্রহণ করিলেন, পর্ব্বতরাজ-কুমার-মৈনাক বিদূষক, বা উপহাসক-পদে বৃত হইলেন, চন্দ্র-পুত্র বুধ পারিপার্শ্বিক, অর্থাৎ নটী-পার্শ্বস্থের কার্য্য করিতে লাগিলেন, সমারব্ধ-নৃত্য-গীত-বাদিত্র-সাদৃশ্য-সম্পন্না-দেব-বার-মুখ্যা সেই সকল অপ্সরোবরা নটী-নিচয়ের কার্য্যে নিযুক্তা হইল, তথা অন্যান্য-পর্ব্বত রাজ-কুমারগণ স্বেচ্ছাবশে ভদ্র, অর্থাৎ ভদ্রাখ্য-নট ও বেশে বিভূষণে সজ্জিত-বিভূষিত-ভদ্রাখ্যনটের সহায়-সকলের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এইরূপে অভিনয়ার্থ সমস্ত আয়োজন, বা পাত্র-পাত্রী-নির্দ্দেশ-কার্য্য পরিসমাপ্ত হইলে, একৈক-পুরুষের সমানরূপ অপরাপর সেই সকল-পুরুষ ও একৈক-স্ত্রীজনের অনুরূপ-রূপ-বেশ-বিভূষণ-সম্পন্না

অপরাপরা সেই সকল-স্ত্রী, বা বদ্ধ-নেপথ্য-নট-নটী-বেশধর অভিনেতৃ-বর্গ নৃত্যার্থ উপক্রম করিলেন। কিন্তু, সর্ব্বভূত-ভর্ত্তা শ্রীশঙ্করদেবের আজ্ঞা-লাভান্তে নৃত্যোপরত অভিনেতৃ-বর্গ শ্রীশঙ্করদেবের পরম ভক্ত-পূর্ব্ব-কল্পীয়-রামচন্দ্রের চরিতাবলম্বনে রচিত-রামায়ণাখ্য-মহাকাব্যের নাটকাকারে রূপান্তর-প্রণয়ন-পূর্ব্বক অভিনয়ার্থ প্রবৃত্ত হইলেন।

তথা রঙ্গালয়ে অবতীর্ণ প্রাগুক্ত অভিনেতৃবর্গ ও অন্যান্য-তৎকাল-প্রসিদ্ধ-রঙ্গাজীব-নাট্যাচার্য্যগণ রামায়ণ-মহাকাব্যের অত্যুদার, অতিমহান্, নিতান্ত-রমণীয়, "উত্তমাদপি" উত্তম উদ্দেশ্যটীকে নাটকীকৃত করিয়া, রাক্ষসেন্দ্র-রাবণের বধাভিলাষে শ্রীশঙ্করদেব-প্রেরিত-শ্রীবিষ্ণুদেবের শ্রীরামচন্দ্ররূপে জন্মাদি-প্রদর্শনার্থ অঙ্গ-দেশীয়-মহারাজ-চম্পাপতি-লোমপাদ যেমন গণিকাগণ-সাহায্যে প্রাসাদোপবনাদ্যলঙ্কৃত-ঝিল্লিকারূপ-নৌকা-যোগে মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গকে স্বরাজ্যে আনয়ন করিয়াছিলেন, সেইরূপ ইক্ষ্বাকু-বংশীয়-মহারাজ-দশরথ-কর্ত্তৃক গণিকাগণ-সাহায্যে নৌকা-যোগে লোমপাদ-কন্যা-শান্তার-সহিত মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গের আনয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন-জন্ম, শ্রীরামচন্দ্র-কর্ত্তৃক শ্রীশঙ্করদেবের নিকট হইতে মহাপাশুপত অস্ত্র-লাভ, রাবণ-বধ, লক্ষ্মণ-কর্ত্তৃক মেঘনাদ-বধ-প্রভৃতি অপূর্ব্ব-দৃশ্য-সকল-সন্দর্শন করাইয়া, সেই সাগর-সলিল-গত-নৌকা-নগরস্থ-রঙ্গালয়ে এক অপূর্ব্ব আনন্দ-প্রবাহ প্রবাহিত করিতে লাগিলেন।

অপিচ, এই সময়ে নাট্য-কুশল-নট-নটীগণের আচার্য্য, বা অধ্যক্ষ-পদে বৃত-দেবেন্দ্র-পুত্র-যুবরাজ-জয়ন্তের নিয়োগানুসারে সর্ব্ববিধ-বসন-বিভূষণে সজ্জিত-ভূষিত-সসহচর-ভদ্রনামা নটরাজ-কর্ত্তৃক সমানীত-যথারূপ-বেশ-বিভূষণ-সম্পন্ন লোমপাদ, দশরথ, ঋষ্যশৃঙ্গ, শান্তা, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন-প্রভৃতি, তথা প্রাসাদাদ্যলঙ্কৃত-বনোপবন-শৈল-নৌকা-নদী-প্রভৃতি অবলোকন করিয়া, তৎকালজীবী বৃদ্ধ-দানব-মানবাদি-সভাস্থ-সকল-সদস্যই পরম-বিস্ময় অনুভব করিতে লাগিলেন এবং তাঁহারা উক্তরূপ-সুন্দর-সুন্দর-দৃশ্য-সকল দর্শন করিয়া, অত্যন্তানুরক্ত-চিত্তে পরমানন্দ-ভরে সুস্বরে নট ও নটীগণের প্রশংসা-বচন-কথন করিতে

করিতে, অভিনেতৃ-বর্গের প্রতি বহুমূল্য-বিচিত্র-বস্ত্র-গ্রৈবেয়ক-বলয়-মণি-হেমময়-বৈদূর্য্য-বিভূষিত-কুণ্ডল-রত্ন-রাজি-রঞ্জিত- মঞ্জু-ঘোষ-যুক্ত-মণি-মঞ্জীর-হীরা-সার-রচিত-নয়ন-মনোমোহন-হীরাহার-প্রভৃতি-পারিতোষিক-দ্রব্য বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

কিঞ্চ, সেই স্বর্গীয়-নট নটীগণের সংস্কার, বা বেশ-ধারণ, অভিনয়, বা ক্রিয়া-দর্শন, প্রস্তাব, বা ক্রিয়া-প্রসঞ্জন, তথা প্রবেশ-প্রভৃতি-দর্শন করিয়া, বিস্মিত-মানসে শ্রীশঙ্করদেব ও শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণ নট-নটী-দিগকে স্ব-স্বানুরূপ-বিবিধ-মহামূল্য-রত্নাভরণাদি-বিচিত্র উপহার-সকল-প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভরত-মুনি নৃত্য-বিধি-বিষয়ে যে চতুর্ব্বিধ আসারিত কথন করিয়াছেন, তদনুসারে প্রথম নর্ত্তকী-প্রবেশ, দ্বিতীয় আসারিতার্থাভিনয়রূপ-নাট্য, তৃতীয় তালানুগতি-বশে অঙ্গাহরণ এবং চতুর্থ দেবতা-চিহ্ন ও রূপ-ধারণ-পূর্ব্বক নৃত্য, এই চতুর্ব্বিধ আসারি-তান্তে সর্ব্বত্র সুপ্রতীতা-প্রথিতা, নাট্য-কলা-কুশলিনী, অপ্সরোবরা-রম্ভা অভিনয়ার্থ সমুত্থিতা হইলেন। এইরূপ বরাঙ্গ-যষ্টি-রম্ভা-কৃত অভিনয়ের অন্তে চারু-বিশাল-নেত্রা উর্ব্বশী, সুগঠিত-গাত্র যষ্টি-হেমা, মিশ্রকেশী, তিলোত্তমা, মেনকা ও অলম্বুষা-প্রভৃতি-সুর-বারাঙ্গনাগণ পৃথক্ পৃথগ্রূপে শ্রীশঙ্করদেবের প্রিয়-সাধনার্থ অভিনয় ও অভিনয়াগত-স্বর্গীয়-সঙ্গীত-সকলের মধুরতর আলাপ করিতে লাগিলেন এবং শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বর-দেবও হল্লীষকানুষ্ঠান, তথা উর্ব্বশী-প্রভৃতি-কৃত অভিনয়-দর্শন করিয়া, মানসে পরম-পরিতোষ লাভ করিলেন।

কিঞ্চ, বহু-পার্ব্বতীদেবীর সহিত সন্তোষ-জনকরূপে-নর্ত্তনরূপ-হল্লীষকাবসানে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের সহিত বিবিধ-মণি-মাণিক্য-মণ্ডিত-রত্ন-সিংহাসনে প্রসন্নাননে উপবেশন-পূর্ব্বক দেব-বিলাসিনীগণের তথাবিধ-নয়ন-মনো-রঞ্জন-নর্ত্তনসহ অভিনয়-দর্শন ও তাদৃশ-স্বর্গীয়-সুমধুর-সঙ্গীতালাপ-শ্রবণ করিয়া, "রুচ্যা বহ্নি-প্রতীকাশঃ, ক্ষময়া পৃথিবী-সমঃ, তেজসা সূর্য্য-সদৃশো, গাম্ভীর্য্যেণ হ্রদোপমঃ" দেব-কার্য্য-ব্যপেক্ষা-বশে মানুষ-লোকস্থ-মানুষালাপাচার-পরায়ণ, সর্ব্ব-কল্যাণ-ভাগী, রূপ-শীল-গুণোদার, চারু-হাসী, প্রিয়-ভাষী, সর্ব্বাঙ্গ-শোভন, মধুর-দর্শন,

আননে শারদ-সম্পূর্ণ-মণ্ডল-শত-শশধর অপেক্ষাও আহ্লাদ-জনক, নয়নে কুশেশয় অপেক্ষাও মনোহর, উৎসাহে ও গমনে মৃগেন্দ্র-বরেরও মদ-বিনাশন, দানে দেব-পাদপেরও দর্প-দলন, ত্রৈলোক্য-সুন্দর-শ্রীশঙ্করদেব তৎকালোচিত-সৌজন্য ও সমুদাচার, বা শিষ্টাচার-প্রদর্শন-কল্পে শুচি-লোচনা-রম্ভাদির কৃত উদারতর-নৃত্য, গীত ও অভিনয়াকৃষ্ট-মানসে অনুরক্ত-চিত্তা-রম্ভাদি ঐ সকল অপ্সরোবরাকে ইষ্ট-মানসানুকূল-কাম্য-বর, তথা বিবিধ-বসন-ভূষণ, পারিজাত-পুষ্পমাল্য, জরা-মরণ-হর-স্থির-যৌবন-কর-বিবিধ-ফল ও তাম্বূলাদি-পরিতোষণ-দ্রব্যোপহার-প্রদান-দ্বারা পরিতুষ্টা করিলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

পুনশ্চ শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণের সহিত সম্মিলিতভাবে ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব উর্ব্বশী-রম্ভা-তিলোত্তমা-মেনকা-মিশ্রকেশী-প্রভৃতি-বরাপ্সরোগণের মধুর-নর্ত্তন ও অভিনয়-দর্শন, তথা স্বর্গীয়-সঙ্গীত-শ্রবণ করিয়া, নিরতিশয়-পরিতুষ্ট-মানসে যখন বিবিধ-বিচিত্র-বহুমূল্য-বস্ত্রাভরণ-পান-ভোজন-পুষ্পমাল্য-তাম্বুলাদি-প্রদান-দ্বারা তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করিলেন, তৎকালে রম্ভাদি ঐ সকল অপ্সরোবরা শ্রীশঙ্করদেবের নিকট হইতে উক্তরূপ-পারিতোষিক-দ্রব্য-সকল প্রাপ্তা হইয়া, শ্রীশিব-পার্ব্বতী-দেবীর জলধি-জলৌঘে জল-কেলি-বিলাসার্থ সম্প্রবৃত্ত-মহামহোৎসবে সমাগতা-পঞ্চচূড়া-কৌবেরী-মাহেন্দ্রী-বারুণী-প্রভৃতি-অপ্সরোবরাকে গুণ-গৌরব-সাহায্যে অতিক্রম করিবার জন্য তাম্বুল-যোগ, অর্থাৎ গর্ব্বাঙ্কুর আহরণ-পূর্ব্বক "বয়ং এতাভ্যোঽধিকাঃ, বয়ং এতাভ্যোঽধিকাঃ", এইরূপে নিজ-নিজ-গুণ-গৌরবাধিক্য-খ্যাপন, বা অহং শ্রেষ্ঠতা-সূচন-কল্পে অত্যন্তানুরাগ-ভরে চতুর্গুণ উৎসাহের সহিত নর্ত্তন, অভিনয় ও সঙ্গীতালাপ-বিষয়ে প্রশংসনীয়তর-নৈপুণ্য, বা স্ব-স্ব-গুণ-গৌরব-বৈচক্ষণ্যাবিষ্কারে প্রবৃত্তা হইলেন। তথা পঞ্চচূড়াদি অপ্সরঃ-প্রবরাগণও শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের সন্তোষ-সাধন-তৎপর-মানসে "বয়ং এতাভ্যোঽধিকাঃ, বয়ং এতাভ্যোঽধিকাঃ", এইরূপে তাম্বুল-যোগ, বা গর্ব্বাঙ্কুর আহরণ এবং নর্ত্তনাভিনয়-গীতাদি-বিষয়ে স্ব-স্ব-কলা-বিদ্যা-বৈচক্ষণ্য-নৈপুণ্য-গুণ-গৌরবাধিক্য-প্রদর্শন-দ্বারা শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের নিকট হইতে পূর্ব্ব-নর্ত্তকীগণ অপেক্ষা অধিকতর-পারিতোষিক লাভ করিলেন।

এদিকে শ্রীশঙ্করদেবের ঈপ্সা-বশে সম্প্রবৃত্ত-সমুদ্র-যাত্রার্থ আহূতা-মন্ত্রিত, অতএব মানময়-বহু-পূজা-সম্মান-ভাজন-জয়ন্তাদি-দেব-পর্ব্বত-রাজ-কুমারাদি-বীরকেশরি-বর্গও যথাসময়ে "ফলানি গন্ধোত্তমবন্তি" উত্তমোত্তম-

রস-গন্ধ-বিশিষ্ট-বহু-বিচিত্র-সুমিষ্ট-সুস্বাদু-দেব-যোগ্য-ফল-সকল ও অনন্তর ছালিক্য-গান্ধর্ব্বের আহরণ করিলেন। "দেবি! শর্ম্মিষ্ঠায়াঃ কৃতিং চতুষ্পদীং ছলিকং দুষ্প্রযোজ্যমুদাহরন্তি", এইরূপ কবি-বচন-দর্শন-প্রযুক্ত ছলিক-শব্দের অর্থ-স্বরূপে যদি নাটক-ভেদ, বা রূপক-ভেদ অবগত হওয়া যায়, তবে ছালিক্য-শব্দের "ছলিকে নাটক-ভেদে, রূপক-ভেদে বা, ভবঃ ছালিক্যঃ গান-ভেদঃ", এইরূপ বিবৃতি অসঙ্গতা হইতে পারে না। অতএব দেব-পর্ব্বত-রাজ-কুমার-বীরগণ যে দেবলোকে দেব-গন্ধর্ব্বগণ-গেয়-দুষ্প্রযোজ্য এবং প্রযোজিত হইলে, শুভাবহ শ্রীবৃদ্ধি-কর, প্রশস্ত-তর, সর্ব্ব--মঙ্গল-মাঙ্গল্য, যশস্য, পুণ্য, পুষ্ট্যভ্যুদয়াবহ, উদার-কীর্ত্তি-শ্রীশঙ্করদেবের ইস্ট, জয়াবহ, ধর্ম্ম-ধুরাবহ, পরিকীর্ত্ত্যমান হইয়া, দুঃখ-প্রণাশকর, শ্রবণ-বিবর-গত হইয়া, পাপ-প্রশমনকারী, তথা সুরাবাস-সুখ-প্রদ, ভূমণ্ডলস্থ-মানুষ-সমূহের প্রতি অনুগ্রহার্থ শ্রীশঙ্করদেবের ইচ্ছা-বশে ত্রিদিব-প্রদেশ হইতে সমানীত-তাদৃশ-ছালিক্য-সঙ্গীত-বিশেষের সম্প্রবর্ত্তনাত্মক-সম্প্রয়োগে সম্প্রবৃত্ত, বা অগ্রসর হইয়া, দুরভিনেয়-দুষ্প্রযোজ্য-ছলিকানুগত-তাদৃশ-ছালিক্য-সঙ্গীত-প্রিয়তার পরিচয়-প্রদান করিবেন, তাহা কীর্ত্তন না করিলেও, অনুমান-সাহায্যে সহজেই অবগত হওয়া যাইতে পারে।

সে যাহা হউক, দেব-পর্ব্বত-রাজ-কুমারগণ-কর্ত্তৃক উক্তরূপে ত্রিদশালয় হইতে ছালিক্য-গান্ধর্ব্ব আহৃত ও শ্রীশঙ্করদেবের অতুলনীয়-তেজঃ-প্রভাবে ভূমণ্ডলে সুস্থিত হইলে, উদার-বুদ্ধি-বিভব-শালী ইন্দ্র-তুল্য-বীর্য্যবান্ পাঁচটী রাজকুমার সেই ছালিক্য-গান পার্ব্বতী-মণ্ডলী-মণ্ডিত-দেব-গন্ধর্ব্ব- যক্ষ -কিন্নর- নর-ভূধর- সমাজ-সম্বৃত- সমলঙ্কৃত -শ্রীশঙ্করদেবের সমক্ষে প্রয়োজিত করিলেন। কিন্তু, শ্রীশঙ্করদেবের ইচ্ছানুসারে উদার-বুদ্ধি, সুররাজ-সদৃশ-তেজস্বী, সেই জয়ন্তাদি পাঁচটী রাজ-কুমারের শরীরে সেই ছালিক্য-গান্ধর্ব্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, জয়ন্ত, বুধ, নলকূবর, মণিগ্রীব ও মৈনাক, এই পাঁচটী রাজপুত্র যখন সর্ব্ব-সুরাসুর-নর-কিন্নর-ভূধর-সমাজ-সমাদৃত-ছালিক্য-সঙ্গীতারম্ভ করিয়া, তদবলম্বনে আলাপচারী করিতে লাগিলেন, তৎকালে "শুভাবহং বৃদ্ধি-করং প্রশস্তং, মঙ্গল্যমেবাগ্

তথা যশস্যম্। পুণ্যঞ্চ পুষ্ট্যভ্যুদয়াবহং চ, দুঃস্বপ্ন-নাশং পরিকীর্ত্ত্যমানম্-সেই ছালিক্য-গান্ধর্ব্ব-ছালিক্য-সঙ্গীত-শ্রবণ করিয়া, সাগর-নগরা-বাস-গত-দেবেন্দ্র- নরেন্দ্র- ধরাধরেন্দ্র- দানবেন্দ্র- যক্ষেন্দ্র- কিন্নরেন্দ্র-প্রভৃতি-সকলেই সুদীর্ঘ-চতুর্যুগ-সহস্র-পরিমিত-কালকে একটীমাত্র-ক্ষণের ন্যায় অতিবাহিত করিলেন।

অপিচ, এই ইন্দ্র-তুল্য-রাজ-কুমার-পঞ্চক-কর্ত্তৃক যে সময়ে ছালিক্য-সঙ্গীত গীত হইতেছিল, তৎকালে ঐ সকল-রাজ-কুমার-কর্ত্তৃক প্রযুক্ত-তাম্বুল-যোগ, গর্ব্বাঙ্কুর, বা তাঁহাদের ছালিক্য-বিষয়ক-বৈচক্ষণ্য-গুণ-নৈপুণ্য-বিলোকনে সভাস্থ-সকলেই কেবলই যে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অব-স্থিতি-পূর্ব্বক অতিদীর্ঘতর-চতুর্যুগ-সহস্র-পরিমিত-রাত্রি-কালকে একটী ক্ষণমাত্রের ন্যায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাহা নহে; পরন্তু ধর্ম্ম-বিধান-বিজ্ঞ-বৃদ্ধ-প্রবর-সুরাসুর-নর-কিন্নরাদি-সভাস্থ-সকলেই শ্রীমতী-পার্ব্বতী-মণ্ডলী-মণ্ডিত-ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবকে প্রহৃষ্টরূপ অবলোকন করিয়াই যেন, স্ব-স্ব-কমনীয়-কলেবরে সুহৃষ্ট-রূপতা-ধারণ-পূর্ব্বক "প্রীতিঃ প্রমাণং, ন বয়ঃ প্রমাণং" 'এইরূপ প্রমাণ-বচনানুসারে বয়ঃ-প্রমাণটীকে প্রমাণ-পরিগণনার মধ্যে পরিগণিত না করিয়া, তথা কেবলমাত্র-প্রীতি-প্রমাণটীকে প্রমাণ-পরিগণনার মধ্যে পরিগণিত করিয়া এবং "প্রীতি-প্রমাণানি হি সৌহৃদানি", এই মহাবাক্যটীকে অবিচলিত-ধ্রুব-সত্যরূপে অবগত হইয়া, প্রীতি-প্রমাণ-মাত্রকেই পুরাতন-প্রমাণ-স্বরূপে পুরস্কৃত করিয়া, সভাস্থ-সকলকেই একান্তান্তরঙ্গ-নিতান্তাত্মীয়-সখা-সুহৃৎ-মিত্র-বন্ধু-স্থানীয় মনে করিতে করিতে, মানস হইতে একবারেই শত্রু-ভাব ও তজ্জনিত-বিদ্বেষ-বুদ্ধির পরিহার-সাধন করিয়াছিলেন।

এইরূপে "প্রযোজিতং পঞ্চভিরিন্দ্রতুল্যৈশ্ছালিক্যমিষ্টং সততং নরাণাম্।" ইন্দ্র-তুল্য-রাজকুমার-পঞ্চক-কর্ত্তৃক প্রযোজিত-সুর-নর-স্থির-চরাদি-সকলেরই সততকাল ইষ্ট, উদার-কীর্ত্তি-শ্রীশঙ্করদেবের অনু-মতাভিপ্রেত-ছালিক্য-গান্ধর্ব্ব শ্রবণ করিয়া, "অশ্ব ইব রোমাণি, বিধূয় পাপানি", সর্ব্ব-মঙ্গলালয়ভূত-রঙ্গালয়স্থ, বিচিত্র-বসন-বিভূষণ-মাল্য-চন্দনা-ভলঙ্কৃত, বহু-চিত্রিত-বিচিত্র-বিবিধবর্ণানুরঞ্জিত-রত্ন-রাজি-বিরাজিত-মণি-

মাণিক্য-স্ফটিকাদি- কল্পিত- শত- শত- সহস্র- সহস্র- সুসজ্জিত-স্তম্ভোপরি-গতার্দ্ধ-চন্দ্রাকার-গঠিতসুবিশাল-মঞ্চোপরিতন পৃথক্ পৃথগুচ্চোচ্চকতরো-চ্চকতম-যথাযোগ্য বর-দিব্যাসনে উপবিষ্ট, বিগত-পাপ্মতা-প্রযুক্ত আনন-সরসিজ সমূহে সুপ্রসন্ন, মানসে বিশুদ্ধতা-বিমণ্ডিত-সদ্ভাব-সমন্বিত-সদস্য-বর্গ যখন হৃদয়-মন্দিরায়তনে সর্ব্বজনীন-সৌহার্দ্দ, বা তথাভূতা-প্রীতি অনুভব করিতেছিলেন, তৎকালে পূর্ব্বোক্ত-নটগণ "দীপাৎ যথা দীপ-শতানি রাজন্", একটীমাত্র উজ্জ্বল-শিখ-প্রদীপ হইতে যেমন শত-শত-দীপের সৃষ্টি হইয়া থাকে, সেইরূপ উদাহৃত-ছালিক্য-গান্ধর্ব্ব হইতে উৎপন্ন-দেব-গন্ধর্ব্ব-গেয়-বিবিধ-গীত, অর্থাৎ কুমারজাতি-প্রমুখ-বিভিন্ন-বিভিন্ন-গান্ধর্ব্বজাতি-সমাশ্রয়ণে পুনশ্চ শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের পরিতুষ্টি-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই ছালিক্য-সঙ্গীত প্রথমতঃ একমাত্র-সর্ব্বজ্ঞ-পরমেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবই সম্যগ্রূপে অবগত ছিলেন এবং পশ্চাৎ শ্রীশঙ্করদেবের প্রসাদে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, বাসব ও নারদাদিক্রমে এই ছালিক্য-সঙ্গীত দেব-গন্ধর্ব্ব-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, দেব-গন্ধর্ব্বগণই ছালিক্য-সঙ্গীতানুশীলন-দ্বারা সমগ্র-সুর-সমাজের বিস্ময়োৎপাদন-কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। অনন্তর এই সমুদ্র-যাত্রা-প্রসঙ্গে শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক স্বর্গ-প্রদেশ হইতে সমানীত এই ছালিক্য-গান্ধর্ব্ব মর্ত্ত্য-লোকে মৈনাকাদি-পর্ব্বত-কুমার-পরম্পরাক্রমে দ্বাপর-শেষ-ভাগে যদু-বংশীয়গণের মধ্যে ক্রমিক-বিস্তৃতি-লাভ করিয়া, পরিশেষে অন্যান্য-ভাগ্যবান্ ব্যক্তিবর্গ-কর্ত্তৃক আংশিকভাবে অধিকৃত হইয়াছিল বটে; কিন্তু নিঃসঙ্কোচে স্পষ্ট-ভাষায় সরলভাবে বলিতে কি যে, এই ছালিক্য-সঙ্গীতের সবিশেষ-সম্যগ্রূপ-তত্ত্ব একমাত্র শ্রীশঙ্করদেব ভিন্ন অপর কেহই অবগত নহেন।

কিঞ্চ, একথা যেমন ধ্রুব-সত্যবতী, সেইরূপ ইহাও ধ্রুব-সত্য যে, শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক স্বর্গ-প্রদেশ হইতে ছালিক্য-সঙ্গীত আনয়নের পরবর্ত্তীকালে পর্ব্বতরাজ-কুমার-মুখ্য-মৈনাক-কর্ত্তৃক পর্ব্বতরাজ-সমাজে এই ছালিক্য-গান্ধর্ব্ব কদাচিৎ প্রযোজিত হইয়া থাকিলেও, তৎপশ্চাদ্-বর্ত্তিকালে নিশ্চিতই শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক উপদিষ্ট, ভৈম-মুখ্য সহচরগণে পরিবৃত, বাসুদেব-তেজঃ-প্রভাব-পরিপুষ্ট, পিতার সমুদ্র-যাত্রা-প্রসঙ্গে

আহুত-সমুদ্র-নগরে নৌ-রঙ্গ-মঞ্চে কৃষ্ণ-রামানিরুদ্ধ-সাম্ব-প্রভৃতির সহিত এক-যোগে প্রযোজিত হওয়ায়, এই ছালিক্য-সঙ্গীত-বিষয়ে সবিশেষ অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন একমাত্র-রৌক্মিণেয়-প্রদ্যুম্নরূপে উৎপন্ন-কামদেব-কর্ত্তৃকই ব্রহ্ম-লব্ধ-বরোদীর্ণ, বজ্র-নগর-নিবাসী, অতিদর্পিত-বজ্রনাভাসুরের বধ ও তদীয়-কন্যা-প্রভাবতীর পাণি-গ্রহণাভিপ্রায়ে সসহচর-ভদ্রাখ্য-নটের বেশে প্রচ্ছন্নভাবে তদীয়-জাল-যবনিকাচ্ছন্ন অন্তঃপুরে প্রবেশ-পূর্ব্বক জ্ঞাতি-বর্গসহ উপবিষ্ট অসুররাজ-বজ্রনাভের সমক্ষে চক্ষুর্দৃশ্যে "চক্ষুঃসন্নিহিতং দৃশ্যং নাট্যং যত্র", তথাভূত-স্থানে মহাকাল-রুদ্রোৎসব উপলক্ষে প্রযোজিত হইয়াছিল।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

দেব-গান্ধর্ব্ব-নামে উদাহৃত, বহু-জাতীয়-গীত-সন্নিধান-ভাব-সমন্বিত-ছালিক্য-গেয়, বা ছালিক্য-গানের প্রসঙ্গে "দীপাৎ" দীপ-শতের ন্যায় অন্যান্য যে সকল-গীত-জাতি উৎপন্না হইয়াছে, তৎ-সমূহের তত্ত্ব-বেত্তা যে একমাত্র শ্রীশঙ্করদেব-ভিন্ন অপর কেহই নহেন, তাহা অব্যবহিত-গত-গ্রন্থে অভিহিত হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা হইয়াছে যে, পশ্চাৎ অর্থাৎ সৃষ্টির বিস্তার-ক্রমানুসারে শ্রীশঙ্করদেবের অনুগ্রহে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, বাসব ও নারদাদিক্রমে এই ছালিক্য-সঙ্গীত দেব-গন্ধর্ব্ব-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, দেব-গন্ধর্ব্বগণই ছালিক্য-সঙ্গীতানুশীলন-দ্বারা সমগ্র-সুরাসুর-সমাজের বিস্ময়োৎপাদন-কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। অত্র-স্থলে যদি এইরূপ প্রশ্ন হয় যে, এই ছালিক্য-সঙ্গীতের শোচনীয়তমা এরূপ বিস্তার-প্রচারাল্পতা ও দুর্ল্লভতার প্রতি উপযুক্তরূপ কারণ কি? তবে অবশ্যই উত্তর-বচন-রচনাবসরে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, দেব-গান্ধর্ব্ব-নামে উদাহৃত এই ছালিক্য-গেয়, বা ছালিক্য-সঙ্গীত বহুবিধ-গান্ধর্ব্ব-জাতির সন্নিধান, অর্থাৎ আশ্রয়-স্বরূপ হওয়ায়, সহজে, অথবা সহজে কেন? বহুতর আয়াস-স্বীকার করিয়াও, অনেকেই এই ছালিক্য-সঙ্গীতের সম্যগ্‌রূপ-তত্ত্বাবগতির কথা দূরে থাকুক, অবয়ব-বিশেষানুগত একদেশীয়-তত্ত্ব-পরিজ্ঞানেও সমর্থ হইতে পারেন না।

এই ছালিক্য-সঙ্গীত হইতেই কুমার-জাতি, গান্ধর্ব্ব-জাতি, লেশাভিধানা-সুকুমার-জাতি-প্রমুখ যে সকল-গান্ধর্ব্ব-ভেদ প্রবৃত্ত হইয়াছে, তৎ-সমূহের কথা ছাড়িয়া দিয়া, কেবলমাত্র-শেষোক্ত এই লেশাভিধানা-সুকুমার-জাতির আলাপ অবসরে এই মর্ত্ত্য-লোকস্থ-সুগায়ন-মানবগণ যখন অত্যন্ত-দুঃখের সহিতই নিষ্ঠা, বা সমাপ্তি-সাধনে সমর্থ হইয়া থাকেন, তখন ছালিক্যের দুষ্প্রাযোজ্যতা-বিষয়ে আর বার্ত্তা কি আছে?

এইরূপ কিন্নর-যক্ষ-প্রভৃতি ঊর্দ্ধতন-দেব-জাতীয়গণের মধ্যেও সকলেই ছালিক্য-সঙ্গীতের শাখা-প্রশাখানুশাখা-গত-সকল-তত্ত্ব অবগত নহেন। গন্ধর্ব্ব-গণের মধ্যেও যে সকলেই এই ছালিক্য-গান্ধর্ব্বের সকল-বিষয় অবগত আছেন, এমনও মনে হয় না।

কিঞ্চ, জগৎ-স্রষ্টা পিতামহ-ব্রহ্মার শাপে তদীয়-কণ্ঠ-প্রদেশ হইতে উৎপন্ন-দেবর্ষি-নারদ যখন বিশিষ্টরূপ-পরমার্থ-জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিভব-বিভ্রষ্টাবস্থায় গন্ধর্ব্ব-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, "স্থির-যৌবন-যুক্তানাং, রূপাঢ্যানাং মনোহরঃ। পঞ্চাশৎ-কামিনীনাঞ্চ, ভর্ত্তা চ প্রাণবল্লভঃ। শৃঙ্গার-শাস্ত্র-বেত্তা চ, মহাশৃঙ্গার-লোলুপঃ। নানাপ্রকার-শৃঙ্গার-নিপুণানাং গুরোর্গুরুঃ। গন্ধর্ব্বাণাঞ্চ প্রবরঃ, সুস্বরশ্চ সুগায়নঃ। বীণা-বাদন-সন্দর্ভ-নিষ্ণাতঃ স্থির-যৌবনঃ। প্রাজ্ঞো মধুরবাক্ শান্তঃ, সুশীলঃ সুন্দরঃ সুধীঃ", উপবর্হণ-নামতঃ সুপ্রসিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-প্রবররূপে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তৎকালে গন্ধর্ব্ব-প্রবর উপবর্হণ-হাহা-হুহু-চিত্ররথ-হংস-বিশ্বাবসু-গোমায়ু-তুম্বুরু-নন্দি-প্রমুখ-দিব্য-গায়নগণ, অর্থাৎ গুহ্যক-লোকের উপরিতন এবং বিদ্যাধর-লোকের অধস্তন-গন্ধর্ব্ব-লোকস্থ-গন্ধর্ব্ব-শ্রেষ্ঠগণও যে এই ছালিক্য-সঙ্গীতের সকল-তত্ত্বই সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন, তাহাই বা কেমন করিয়া, বলা যাইতে পারে?

বিশেষতঃ শাস্ত্র-গ্রন্থ-মধ্যেই যখন ছালিক্য-সঙ্গীতের তত্ত্ব-বেত্তা গুণি-গণের পরিগণনারম্ভ-কালে কতিপয়-ব্যক্তির মাত্র নামে সসম্ভ্রমে কটিনীপাত পরিদৃষ্ট হইতেছে, তখন ছালিক্য-সঙ্গীতের তত্ত্ব-পরিজ্ঞাতা যে অতি অল্প-সংখ্যক-নির্দ্দিষ্ট-নামা-কতিপয়-ব্যক্তিমাত্র, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তথা দ্বাপর-যুগের শেষ-পাদে বলরাম, কৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, সাম্ব, কৃষ্ণ-সারথি অর্জ্জুন ও অন্যান্য-কতিপয়-ভৈম-মুখ্য-ভিন্ন অপর কেহ ছালিক্য-সঙ্গীত-তত্ত্ববেত্তা ছিলেন? কি না? তাহাও বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়, সন্দেহ নাই। শাস্ত্রও বলিতেছেন যে, "বিবেদ কৃষ্ণশ্চ সনাদরশ্চ", অর্থাৎ দ্বাপর-যুগের অন্তিম-ভাগে শ্রীকৃষ্ণ-নারদ-প্রদ্যুম্ন-ভৈম-মুখ্য-কৃষ্ণসখ অর্জ্জুন-প্রভৃতি-কতিপয়-ব্যক্তিমাত্রই

ছালিক্য-সঙ্গীত-বিষয়ে যথাবৎ তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কর্ষণ-প্রভৃতির শিষ্য-প্রশিষ্যানুক্রমে পরবর্ত্তী কালে উদ্দেশমাত্রে এই মর্ত্ত্য-ভুবনে দ্বীপে দ্বীপে অপরাপর-সুকৃতি-সম্পন্ন-তপঃ-পরায়ণ-জন-গণ সুকুমার-জাতি-প্রভৃতি-ছালিক্য-সম্ভূত-নিম্নতন-সঙ্গীত-বিষয়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জ্ঞান-লাভ করিয়াছেন মাত্র।

ইদানীন্তন-সুকৃতি-বিহীন-তপো-বিমুখ-জনগণের কথা আর কি বলিব? শ্রীকৃষ্ণাদির সমসাময়িক-শিষ্য-প্রশিষ্যাদি-জনগণই যখন উদ্দেশ-মাত্রেই ছালিক্য-গুণোদয়াধিগমে অধিকার-লাভ করিয়াছিলেন, তখন ছালিক্য-সঙ্গীত-বিষয়ক-সম্পূর্ণ-তত্ত্বাধিগম যে অল্পীয়সী-তপস্যা ও অল্প-পুণ্য-সাধ্য নহে, তাহা সুনিশ্চিত, জানিতে হইবে। অপিচ, এই মর্ত্ত্য-লোকস্থ অপরাপর-জনগণ যে ছালিক্য-গান্ধর্ব্ব-গুণোদয়-বিষয়ে উদ্দেশ-মাত্রে কিরূপ অত্যল্পমাত্র যথাকথঞ্চিৎ বিজ্ঞান-লাভ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে নিদর্শন-প্রদর্শন-ছলে স্বয়ং শাস্ত্রই বলিতেছেন যে, "বিজ্ঞান-মেতদ্ধি পরে যথাবদুদ্দেশমাত্রাচ্চ জনাস্তু লোকে। জানন্তি ছালিক্য-গুণোদয়ানাং, তোয়ং নদীনামথবা সমুদ্রে।" অর্থাৎ ভগবতী-গঙ্গা-যমুনা-গোদাবরী-সরস্বতী-নর্ম্মদা-সিন্ধু-কাবেরী-প্রভৃতি-নদী-সকলের, তথা লবণেক্ষু-সুরা-সর্পি-র্দধি-দুগ্ধ-জলাত্মক-সাগর-সকলের অসীম-তোয়-রাশির সর্ব্বাংশ-বিষয়ক-বিজ্ঞান, বা অপার-জল-রাশির অনন্ত-গুণোদয়-বিষয়িণী সম্যক্-রূপা অবগতি যেমন অসর্ব্বজ্ঞ-জনগণের পক্ষে কদাপি সম্ভবপর নহে, পক্ষান্তরে তাদৃশ অসর্ব্বজ্ঞ-জনগণ যেমন ঐ সকল-নদী, বা সমুদ্রের অশেষ-সলিল-রাশির উদ্দেশ-মাত্রে যথা কথঞ্চিৎ অত্যল্প-মাত্র অংশ-বিশেষ, বা গুণোদয়-সমূহের মধ্যে অত্যল্প-গুণোদয়-পরিচয়-লাভ করিয়া, সন্তোষ, বা চরিতার্থতানুভবে বাধ্য হইয়া থাকেন, সেইরূপ এই ছালিক্য-গুণোদয়-সমূহের মধ্যে উদ্দেশ-মাত্রে যথা কথঞ্চিৎ অত্যল্পমাত্র-গুণ-পরিচয়-প্রাপ্ত হইয়াই, তদানীন্তন-লোক-সকলকেও পরিতৃপ্তি-লাভ করিতে হইত, সন্দেহ নাই।

কিন্তু, "জ্ঞাতুং হি শক্যো হিমবান্ গিরির্বা, ফলাগ্রতো বা গুণতোঽথ-বাপি। শক্যং ন ছালিক্যমৃতে তপোভিঃ, স্থানে বিধানাশ্চথ

মূচ্ছ্‌নাসু।” অর্থাৎ পুষ্প-ফল-ভারাবনত অসংখ্য-পাদপ-রাজি-পরিভূষিত, অনন্ত-রত্ন-প্রভব, অশেষ-সদ্‌-গুণের আকর, দেবতাত্মা হিমালয় বরঞ্চ একদিন অসর্ব্বজ্ঞ-জনগণ-কর্ত্তৃক পলাগ্রতঃই হউক, ফলাগ্রতঃই হউক, আর গুণতঃই বা হউক, বিজ্ঞাত হইবার উপযুক্ত-যোগ্যরূপে বিবেচিত হইতে পারেন ; পরন্তু প্রচুরতর-বহুবিধ-তপো-বিভব বিনা এই ছালিক্য-সঙ্গীত কদাপি ফলতঃ, বা গুণতঃ অসর্ব্বজ্ঞ-জনগণ-কর্ত্তৃক অশেষতঃ বিজ্ঞাত হইবার উপযুক্তরূপে বিবেচিত হইতে পারে না। অথবা এই ছালিক্য-সঙ্গীতের বিবিধ-বিচিত্র-স্বর-লীলা-লহরী-সহযোগে আলাপ-কালে যাহাতে স্বর-বর্গের অপচয়রূপ-ক্ষয় এবং উপচয়রূপ-বৃদ্ধি সংঘটিতা না হয়, তজ্জন্য ছালিক্য-সঙ্গীত-গায়কের সবিশেষ সাবধানতাবলম্বন অবশ্য অপেক্ষণীয় হওয়ায়, স্বর-বর্গের অনপচয় ও অনুপচয়রূপস্থানে অবকাশ-বিশেষে, কিম্বা স্বর-সন্ধি-বিশেষে যে সকল-বিধান-বিধি, বা প্রকার বিহিত হইয়াছে, তৎ-সমূহের যথারীতি, যথাবিধি সম্যক্‌ অনুষ্ঠান-সামর্থ্য-লাভ, বা তাল-বিধান-বিষয়ক-বিজ্ঞান-লাভ বিনা তপস্যা, কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না।

অনন্তর “অথ মূচ্ছ্‌নাসু” এই অবশিষ্টাংশের বিবরণ-কল্পে হনূমন্মতাবলম্বনে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, “ষড়্‌জাদি-স্বরত ঋষভাদি-স্বরোত্থানে যত্র স্বরো বিরমতি, সা মূচ্ছ্‌না”, অর্থাৎ ষড়্‌জাদি-স্বর হইতে ঋষভাদি-স্বরোত্থানাবসরে যে স্থানে, বা যে অবস্থায়, স্বরের বিরাম-বিরতি, বা বিশ্রাম ঘটিয়া থাকে, সঙ্গীত-তত্ত্বজ্ঞ-পণ্ডিতগণ তাদৃশ-স্থান, বা অবস্থা-বিশেষকেই মূচ্ছ্‌না-নামে অভিহিত করিয়াছেন। তথা ভরত-মতে “বাদ্যস্য, গানস্য বা সময়ে হস্তস্য, গলস্য বা যৎকম্পনং, সা মূচ্ছ্‌না।” অর্থাৎ বাদ্য, বা গানাবসরে হস্ত ও গলদেশ, বা কণ্ঠ-প্রদেশের যে কম্পন, তাহাকেই মূচ্ছ্‌না বলা হইয়াছে। তথা সঙ্গীত-দামোদর-মতে “গ্রাম-সম্ভবা, গ্রাম-সপ্তম-ভাগ-লক্ষণা, গীতাঙ্গ-বিশেষরূপা-মূচ্ছ্‌না, স্বরঃ সংমূর্চ্ছিতো যত্র, রাগতাং প্রতিপদ্যতে। মূচ্ছ্‌নামিতি তামাহুঃ, কবয়ো গ্রাম-সম্ভবাম্‌।” অর্থাৎ গীতের যে অবস্থা-বিশেষে স্বর সংমূর্চ্ছিত হইয়া, রাগতা-প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সঙ্গীত-তত্ত্বজ্ঞ-কবিগণ তাহাকেই

গ্রাম-সম্ভবা, বা গ্রাম-সপ্তম-ভাগ-লক্ষণা, সঙ্গীতাঙ্গ-বিশেষরূপা-মূর্চ্ছনা কহিয়া থাকেন।

অধুনা গীতাঙ্গ-বিশেষ-রূপা-মূর্চ্ছনার অবগতি অবসরে মূর্চ্ছনার বিশেষণীভূত "গ্রাম-সম্ভবা" ও "গ্রাম-সপ্তম-ভাগ-লক্ষণা", এই পদ-দ্বয়ের প্রথমাবয়বভূত "গ্রামঃ", এই পদটীর অর্থ-বোধ অপেক্ষণীয় হওয়ায়, "গ্রামঃ" পদের অর্থ অন্যত্র অন্যরূপ হইলেও, এখানে কিন্তু গ্রাম-শব্দের অর্থ-স্বরূপে স্বর-ভেদ বুঝিতে হইবে। কারণ, সঙ্গীত-দামোদর বলিতেছেন যে, "ষড়্জ-মধ্যম-গান্ধারাস্ত্রয়ো গ্রামা মতা ইহ। ষড়্জ-গ্রামো ভবেদ্ যত্র, মধ্যম-গ্রাম এবচ। সুরলোকে চ গান্ধারো, গ্রামঃ প্রচরতি স্বয়ম্।" অর্থাৎ ষড়্জ, মধ্যম ও গান্ধার, এই তিনটী গ্রাম, ইহা সঙ্গীত-শাস্ত্রে অভিমত হইয়াছে। উক্ত তিনটী গ্রামের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় ষড়্জ ও মধ্যম-গ্রাম আমাদের এই মর্ত্ত্য-লোকেই বিচরণ করিয়া থাকে এবং তৃতীয়-গ্রাম স্বয়ং স্বর্গ-লোকেই প্রকৃষ্টরূপে চরণ-বিচরণ করিয়া থাকে। তৃতীয়-গান্ধার-গ্রাম স্বয়ং সুরলোকেই "প্রচরতি" প্রকৃষ্টরূপে চরণ-বিচরণ করিয়া থাকে, এইকথা বলিয়া, সঙ্গীত-দামোদরকার যে গান্ধার-গ্রামের এই মর্ত্ত্য-ভুবনে কথঞ্চিৎ বিচরণও কথন করিয়াছেন, তাহা বোধকরি, গায়ন-প্রবর-সমাজে অনেকেরই অভিমত হইবে। এইরূপে যদি ষড়্জ, মধ্যম ও গান্ধা-রকে গ্রাম-ত্রয়-রূপে গ্রহণ, বা গণনা করা হয়, তবে তন্ত্রী-কণ্ঠোত্থিত-নিষাদাদি-সপ্ত-ধ্বনি, বা কোষ-পরিপঠিত "নিষাদর্ষভ-গান্ধার-ষড়্জ-মধ্যম-ধৈবতাঃ। পঞ্চমশ্চেত্যমী-সপ্ত, তন্ত্রী-কণ্ঠোত্থিতাঃ স্বরাঃ।" এই স্বর-সপ্তকের অন্তর্গত-তৃতীয়-চতুর্থ ও পঞ্চম, অর্থাৎ গান্ধার, ষড়্জ ও মধ্যম, এই স্বর-ত্রয়ই যে গ্রাম-শব্দের প্রকৃত অর্থ, তাহা সুস্থিত হইতে পারে।

সে যাহা হউক, উক্তরূপে সমাসতঃ বিবৃত, তথা ভগবান্ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক অভিহিত-তার মন্দ্র ও আব-ভেদে ত্রিবিধ-গ্রাম-সম্ভবা, গ্রাম-সপ্তম-ভাগ-লক্ষণা, গীতাঙ্গ-বিশেষরূপা, প্রতিগ্রামে সপ্তধা বিভিন্না-ষড়্জ-গ্রাম-মূর্চ্ছনা, মধ্যম-গ্রাম-মূর্চ্ছনা ও গান্ধার-গ্রাম-মূর্চ্ছনা,

এই একবিংশতি-প্রকারা-মূচ্ছর্না, বা বিভাগশঃ সপ্তধা ষড়্জ-গ্রাম-প্রস্তার, সপ্তধা মধ্যম-গ্রাম-প্রস্তার ও সপ্তধা গান্ধার-গ্রাম-প্রস্তারের পৃথক্ পৃথক্ নাম-নির্দ্দেশ-কল্পে সম্প্রতি বলা যাইতে পারে যে, "ললিতা মধ্যমা চিত্রা, রোহিণী চ মতঙ্গজা। সৌবীরী ষণ্ডমধ্যা চ, ষড়্জ-মধ্যম-পঞ্চমা। মৎসরী মৃদু-মধ্যা চ, শুদ্ধান্তা চ কলাবতী। তীব্রা রৌদ্রী তথা ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী স্বেদরী সুরা। নাদাবতী বিশালাচ, ত্রিষু গ্রামেষু বিশ্রুতাঃ। একবিংশতিরিত্যুক্তা, মূচ্ছর্না চন্দ্র-মৌলিনা।" তন্মধ্যে ১ ললিতা, ২ মধ্যমা, ৩ চিত্রা, ৪ রোহিণী, ৫ মতঙ্গজা, ৬ সৌবীরী ও ৭ ষণ্ডমধ্যা, এই সাতটীকে ষড়্জ-গ্রামের মূচ্ছর্না, বা প্রস্তার-স্বরূপে অবগত হইতে হইবে, ১ পঞ্চমা, ২ মৎসরী, ৩ মৃদুমধ্যা, ৪ শুদ্ধা, ৫ অন্তা, ৬ কলাবতী ও ৭ তীব্রা, এই সাতটীকে মধ্যম-গ্রামের মূচ্ছর্না, বা প্রস্তার-স্বরূপে বিজ্ঞাত হইতে হইবে এবং ১ রৌদ্রী, ২ ব্রাহ্মী, ৩ বৈষ্ণবী, ৪ স্বেদরী, ৫ সুরা, ৬ নাদাবতী ও ৭ বিশালা, এই সাতটীকে গান্ধার-গ্রামের মূচ্ছর্না, বা প্রস্তার-স্বরূপে পরিজ্ঞাত হইতে হইবে।

এইরূপে বিভিন্ন-মতাবলম্বনে মূচ্ছর্নার লক্ষণ-নিরূপণ ও নাম-সকল কথিত হইল বটে ; কিন্তু এই একবিংশতি-প্রকার-মূচ্ছর্না ও ষড়্-গ্রাম-রাগ-বিষয়ে যে যে কার্য্য বিহিত হইয়াছে, ছালিক্য-গান্ধর্ব্বের আলাপন-প্রসঙ্গে মূচ্ছর্না ও ষড়্-গ্রাম-রাগাধিকারে তত্তচ্চাতুর্য্য, বা নৈপুণ্য-প্রদর্শন-কার্য্যে সম্যক্‌রূপ-সাফল্য-লাভ, বা নিষ্ঠা-সাধন যে অত্যুগ্রতর-তপস্যার সুধাময়-ফল-স্বরূপ-ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহা বোধকরি, অধিকতর-বাক্য-ব্যয়-সাহায্যে কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। একথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত একবিংশতি-প্রকার-মূচ্ছর্না ও ষড়্গ্রাম-রাগের যথোচিত আলাপন-সহ সাঙ্গ-ছালিক্য-গান্ধর্ব্বের সম্যগ্‌রূপ-প্রয়োগ-বিজ্ঞানে পরমোৎকর্ষ-প্রাপ্ত-পাণ্ডিত্য, নৈপুণ্য, বা পটুত্ব-লাভ একমাত্র-নিরতিশয়-সর্ব্বজ্ঞত্ব-সম্পন্ন, সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বযোগেশ্বর-গুরোর্গুরু-তপোমূর্ত্তি-শ্রীশঙ্করদেবভিন্ন অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে।

কারণ, বৈকুণ্ঠ-লোকস্থ-ত্রিদশেশ্বর-নিকরালঙ্কৃত-সভা-স্থলে বৈকুণ্ঠপতি-কৃত-প্রার্থনানুসারে শ্রীশঙ্করদেব যখন অতিসুললিত-গান করিয়াছিলেন, তৎকালে শ্রীশঙ্করদেব-কৃত একটীমাত্র-সুললিত-ছালিক্য-সঙ্গীত-শ্রবণ করিয়া, ব্রহ্মাদি-ত্রিদশেশ্বরগণ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, শ্রীশঙ্করদেব-কৃত-মনোজ্ঞ-দ্বিতীয়-ছালিক্য-সঙ্গীত-শ্রবণে অমিততেজাঃ বৈকুণ্ঠেশ্বর-বিষ্ণু রোমাঞ্চিত-কলেবরে মুগ্ধ-বিসংজ্ঞ-মূর্চ্ছিতাবস্থায় ভূতলে পতিত হইয়াছিলেন এবং তৃতীয়-ছালিক্য-সঙ্গীত-শ্রবণে এই বিষ্ণুদেব জলের ন্যায় দ্রবরূপী হইয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা বিস্পষ্টরূপেই অবগত হওয়া যাইতেছে যে, এই জগন্মণ্ডলে একমাত্র-শ্রীশঙ্করদেবই অদ্বিতীয়-সঙ্গীতজ্ঞ এবং তদ্ভিন্ন অন্যান্য-সকলেই নিজ-নিজাতিশয়বতী-সর্ব্বজ্ঞতা-শক্তি-বলে তত্তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন মাত্র।

অন্যথা এই ছালিক্য-সঙ্গীত-বিজ্ঞানমাত্র-বিষয়াবলম্বনেই বলা যাইতে পারে যে, শ্রীশঙ্করদেবের নিরতিশয়-সর্ব্বজ্ঞতা-শক্তি-বলে অনাদি-কাল হইতেই স্বতঃসিদ্ধ, বা সমুপার্জ্জিত-ছালিক্য-সঙ্গীত-বিষয়ক-যাবতীয়-সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম-তত্ত্ব-প্রভেদানুশীলন-সামর্থ্য যদি ব্রহ্মা ও বিষ্ণু-প্রভৃতি-ত্রিদশেশ্বরগণেরও অধিকৃত হইত, তবে অধিকৃতানুশীলিত-প্রযোজিতানুভূত-শ্রুতানুষ্ঠিত-পূর্ব্ব-ছালিক্য-সঙ্গীত-শ্রবণে তাঁহাদিগের রোমাঞ্চিত-মুগ্ধ-মূর্চ্ছিত-ভূপতিত-দ্রবীভূত হইবার কোনরূপ কারণ ঘটিত না। অথচ যখন পরিদৃষ্ট হইতেছে যে, "শম্ভুঃ সুললিতং গানং, চক্রেঽত্যদ্ভুতমুত্তমম্।" প্রথমং গানমাকর্ণ্য, ব্রহ্মাদ্যাস্ত্রিদশেশ্বরাঃ। মুমুহুঃ সর্ব্ব এবাতি, মনোজ্ঞং মুনিসত্তম। দ্বিতীয়ং সমুপাকর্ণ্য, বৈকুণ্ঠেশোঽপি নারদ। বিসংজ্ঞং পতিতো ভূমৌ, রোমাঞ্চিত-কলেবরঃ। তৃতীয়ং গানমাকর্ণ্য, স এব কমলাপতিঃ। বভূব দ্রবরূপী তু, ক্ষণেন মুনিসত্তম। বিষ্ণৌ জলময়ে ভূতে, বৈকুণ্ঠং প্লাবিতং পুরম্।" তখন শ্রীশঙ্করদেবের সঙ্গীতজ্ঞতা এবং সর্ব্বজ্ঞতা যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতরা ও নিরতিশয়া, তাহা সুনিশ্চিতরূপেই অবগত হওয়া যাইতে পারে।

অতএব বিস্পষ্টরূপেই বিজ্ঞাত হওয়া যাইতেছে যে, ছালিক্য-সঙ্গীত-তত্ত্ব বিশিষ্টরূপ-যোগ-জ্ঞান-তপোগম্য হওয়ায়, তথা অনেকের পক্ষেই

তাদৃশ-সৌভাগ্য-লাভ-সংঘটিত না হওয়ায়, যিনি যতটুকু সৌভাগ্য-সমুপার্জ্জনে সমর্থ হইয়াছেন, তৎকর্ত্তৃক তাবৎ-পরিমিত-ছালিক্যসঙ্গীত, বা দেব-গান্ধর্ব্ব-তত্ত্ব অধিকৃত হওয়ায়, অধিকৃত-ছালিক্য-সঙ্গীত-তত্ত্বাতিরিক্ত-দেব-গান্ধর্ব্ব-তত্ত্বের শোচনীয়রূপ অপ্রচার ও অপ্রচার-প্রভব-বিস্তারাল্পত্ব-নিবন্ধন এই ছালিক্য-সঙ্গীতের এরূপ দুর্ল্লভতা যে অধুনাতনজনগণের পক্ষে সন্তাপ-দায়িনী হইবেই, তাহা অভিজ্ঞ-ব্যক্তি-মাত্রেই অস্মদীয়-প্রতিবচন-পাঠের পূর্ব্বে অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। এই জন্যই আমি গত-গ্রন্থে বলিয়া আসিয়াছি যে, সম্পূর্ণরূপ-ছালিক্য-সঙ্গীতের সম্যক্‌রূপ-প্রয়োগের কথা দূরে থাকুক, ছালিক্য-সঙ্গীতের একদেশের অবয়বভূতা ; সুতরাং লেশাভিধামা-সুকুমারজাতির সম্প্রয়োগকালে "নিষ্ঠাং সুদুঃখেন নরাঃ প্রযান্তি", নরগণ অত্যন্ত-দুঃখের সহিতই নিষ্ঠা, বা সমাপ্তি-সাধনে সমর্থ হইয়া থাকেন। প্রতি-বচনোপসংহারকালে অবশিষ্ট-বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বতন-দেব-গন্ধর্ব্ব-সিদ্ধ-সাধ্য-সিদ্ধর্ষি-ব্রহ্মর্ষি-দেবর্ষি-মহর্ষি-সঙ্ঘ তপো-যোগবলে এবং বিশুদ্ধ-বুদ্ধি-বিভব-বলেই "ছালিক্য-গান্ধর্ব্ব-গুণোদয়েষু" নিষ্ঠা-লাভ করিয়াছিলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবের আজ্ঞানুসারে স্বর্গ-প্রদেশ হইতে বহু-সান্বিধান-সমন্বিত-দেব-গান্ধর্ব্ব-নামে উদাহৃত-ছালিক্য-সঙ্গীত সমানীত হইয়াছে, শ্রীমান্ নারদদেব ষড়্-গ্রাম-রাগাদি-সমাধি-যুক্তা-বীণাটীকে অনুরাগ ভরে গ্রহণ করিয়াছেন, অপরাপর বরাপ্সরোগণ মৃদঙ্গাদি-বহুবিধ-বাদ্য-যন্ত্র-সকল ধ্বনিত করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ত্রিলোক-বিশ্রুতা-রম্ভা শ্রীশঙ্করদেবের প্রিয়-সাধন-কল্পে অভিনয়ার্থ উত্থিতা হইয়া, নৃত্যাভিনয়ান্তে বিরতা হওয়ায়, বর-গাত্র-যষ্টি উর্ব্বশী, চারু-বিশাল-নেত্রা-হেমা, বর-গাত্র-মনোহরা-মিশ্রকেশী এবং সুরাসুর-মনো-মোহিনী-মেনকা-তিলোত্তমা-প্রভৃতি-দেব-বিলাসিনী-বর্গ অভিমতাভিনয়ার্থ উত্থিত হইয়াছেন, শ্রীশঙ্করদেব রম্যতরা-রামামণিভূতা-রম্ভার নৃত্যাভিনয়-দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে বহুতর-পুরস্কার-দ্রব্য-প্রদান করিয়াছেন, হেমা-প্রভৃতি অপ্সরঃ-প্রবরাগণও "সঙ্গীত-নৃত্যাভিনয়ৈরুদারৈঃ" শ্রীশঙ্করদেবকে পরিতুষ্ট করিয়া, প্রতিযোগিতানুরূপ-চিত্ত-সন্তোষ-জনক-বহু-বিচিত্র-বহুমূল্য-পারি-তোষিক-দ্রব্য-সকল লাভ করিয়াছেন।

ইন্দ্র-তুল্য-বীর-পঞ্চক-কর্ত্তৃক সুরাসুর-নর-কিন্নরগণের ইষ্ট-ছালিক্য-সঙ্গীত প্রযোজিত হইয়াছে, কুমারজাতি-গান্ধর্ব্বজাতি-লেশাভিধানা-সুকুমারজাতি-প্রভৃতি-ছালিক্যান্তর্গত-গীত-সকল গীত হইয়াছে, এক-বিংশতি-প্রকার-মূর্চ্ছনা-বিধানও ষড়্-গ্রাম-রাগ-নিচয়ে বিহিত যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে, প্রবরোৎসব-স্থলে নৃত্যাভিনয়-দর্শন ও সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া, বালক-বৃদ্ধ-যুবা-স্ত্রী-পুরুষ-সুরাসুর-নর-কিন্নরাদি-সকলেই পরিতুষ্ট হইয়াছেন এবং শ্রীশঙ্করদেবের অভিপ্রায়ানুসারে সুবেশ-সম্পন্ন-পুরুষ-সকল "উত্থায়োত্থায় নাট্যস্থ, বিশেষেষু পুনঃ পুনঃ। হারান্ মনোহরাংশ্চৈব, হেম-বৈদূর্য্য-ভূষিতান্", তথা গ্রৈবেয়-বলয়-বিবিধ-বিচিত্র-

রত্ন-রঞ্জিত-নূপুর-বর-বস্ত্রাসনাদি দান করিয়া, অভিনেতৃ-বর্গকে যথেষ্টরূপে পরিতুষ্ট করিয়াছেন সত্য; কিন্তু সম্প্রতি দেব-কন্যা, দানব-কন্যা, যক্ষ-কন্যা, রাক্ষস-কন্যা রাজ-কন্যা, কিন্নররাজ-কন্যা, মুনি-কন্যা, নাগ-কন্যা, সিদ্ধ-কন্যা, পিতৃগণের মানসী-কন্যা, দৈত্য-কন্যা, তথা এই দেব-দানব-যক্ষ-রাক্ষস-নরেশ্বর-কিন্নর-মুনিনাগ-সিদ্ধ-গন্ধর্ব্বদৈত্যেশ্বরগণের বর-যুবতী-বধূগণে পরিবৃতা, সর্ব্ববিধৈশ্বর্য্য-মণ্ডিত-রমণীয়তর-রত্ন-রাজি-বিরাজিত-মাল্য-দাম-বিভূষিত-রত্নময়-রঙ্গালয় যাহাতে সবিশেষ পরিদৃষ্ট হইতে পারে, এরূপ স্থানে অবস্থিত, বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিত, চিত্র-বিচিত্রতর-সহস্র-সহস্র-বিধ-সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধক-সজ্জা-সম্ভারে সুসজ্জিত, মুক্তা-জালাচ্ছন্ন, মাণিক্য-জাল-জড়িত-তথাবিধান্তঃপুর-মধ্যে রত্ন-সিংহাসনোপরি সুখাসনে সুখে সহাস্যাননে উপবিষ্টা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের আদেশে রাত্রি-শেষ-ভাগে পুনশ্চ প্রকারান্তরে মহাকালোৎসবাশ্রিত অভিনয় সমারব্ধ হইল।

কিঞ্চ, পরিবিশ্রামান্তে বদ্ধ-নেপথ্য-নট-বেশধারী অভিনেতৃ-বর্গ নৃত্যার্থ পুনশ্চ উপক্রম করিলেন, এবং পূর্ব্বোক্ত-চতুর্ব্বিধ-বাদ্য বাদিত হইতে লাগিল। এইরূপে সশুষির-ঘন-বাদ্য, আনক-ভূষিত-মুরজ-বাদ্য, তথা রুদ্র-বীণাদি বাদিত হইতে থাকিলে, তন্ত্রী-সমুত্থ-স্বর-গণে বিদ্ধ আতোদ্য-বাদ্য-বাদন-ক্রমানুসরণে উর্ব্বশী-রম্ভা-মেনকা-মুখ্য-বরাপ্সরোগণ শ্রবণামৃত-দেব-গান্ধাররূপ-ছালিক্য-সঙ্গীত-গান করিতে লাগিলেন এবং সাকল্য-সহ গান্ধার-গ্রাম-রাগ-পর্য্যন্ত এই মনঃ-শ্রোত্র-সুখাবহ-মহাকালরুদ্রোৎসব-বিষয়ক-ছালিক্য-সঙ্গীত-গান করিয়া, পশ্চাৎ নিষাদর্ষভ-গান্ধার-ষড়্‌জ-মধ্যম-ধৈবত-পঞ্চমাখ্য-সপ্ত-স্বর-ব্যাপি- কতিপয়-স্বর- সজ্ঘাতাত্মক-গ্রাম-ত্রয় ও বসন্তাদি-রাগ-যুক্ত-গঙ্গাবতরণ-নামে প্রসিদ্ধ-প্রসঙ্গাবলম্বনে রচিত; সুতরাং গঙ্গাবতরণ-বিষয়ক-গীত-বিশেষ-বিদ্ধ-রাগান্তর-মিশ্রিত আসারিত-মূর্চ্ছিত এক-বিংশতি-প্রকার-মূর্চ্ছনা-যুক্ত-ছালিক্য-সঙ্গীত ও স্বর-সম্পদের রমণীয়তর অন্যান্য-গীত-সকল গান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ইন্দ্র-তনয়-জয়ন্ত-কর্ত্তৃক নন্দিকেশ্বরের মুখাকৃতি-বিশিষ্ট-চর্ম্ম-কোশময়-নান্দি-নামক-বাদ্য-বিশেষ বাদিত হইতে থাকিলে, বুধ-বর-বুধদেব স্বয়ং নান্দী, অর্থাৎ দেব-দ্বিজ-নৃপাদির প্রতি আশীর্ব্বচন-সংযুক্তা, স্তুতিরূপা,

দেবতানন্দ-দায়িনী, নাটকের পূর্ব্ব-রঙ্গ-গত অঙ্গ বহুতর হইলেও, বিঘ্ন-প্রশান্তির জন্য অবশ্য আচরণীয়া, "প্রশস্ত-পদ-বিন্যাসা, চন্দ্র-সঙ্কীর্ত্তনান্বিতা" নমস্কার-সংযুতা, দশ-পদা, অথবা অষ্ট-পদা, সূত্রধার-পাঠ্যা, অবান্তর-বাক্য-যুক্তা-পূর্ব্ব-রঙ্গ-প্রধানা-বাক্যাবলী মধ্যম-স্বরাশ্রয়ণে পাঠ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মঙ্গল-পদ্যরূপ-নান্দী-পাঠান্তে মৈনাক, নলকূবর, মণিগ্রীব ও অন্যান্য-বীরগণ শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের পরিতোষ-সাধন-কার্য্যার্থে নট-ভাব-ধারণ করিয়া, গঙ্গাবতরণাশ্রিত-সম্যক্-স্বভিনয়ান্বিত-লয়-তাল-সম-রম্যতর একটী শ্লোক-গীতি গান করিলেন।

কিঞ্চ, নাটকীকৃত-রামায়ণের অংশান্তরাবলম্বনে ঐ সকল-বীরবরের ও দেব-বিলাসিনী-বর্গের ঐকান্তিকী-চেষ্টার সহিত অভিনয়-প্রদর্শন-চাতুর্য্য-ফলে কখনও বা রাবণ-বধান্তে শ্রীমতীসীতাদেবীর সহিত সসখ-সানুজ-সমিত্র-বান্ধব-সপরিজন-শ্রীরামচন্দ্রের ভরদ্বাজাশ্রমে আগমন, মহামুনি-ভরদ্বাজ-কর্ত্তৃক শ্রীরামচন্দ্র-পরিতোষার্থ বিবিধ-বিচিত্র-স্বর্গীয়-বিধানানুমত আতিথ্য-দান, শ্রীরাম-চন্দ্রের রাজ্যাভিষেক, সীতার বনবাস, লক্ষ্মণবর্জ্জন ও শ্রীরামচন্দ্রের স্বর্গারোহণ-প্রভৃতি অনেকবিধ-বিচিত্র-দৃশ্য-সকল প্রদর্শিত হইতে লাগিল। অবসর-যোগে মধ্যে মধ্যে অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন। দেবরাজ-পুত্র স্বয়ং জয়ন্ত শ্রীরামচন্দ্রের রূপ ধারণ করিলেন। মনোবতী-নাম্নী কাচিদ্বরা-বারাঙ্গনা অগ্নি-পরীক্ষোত্তীর্ণা-সীতার রূপ ধারণ করিলেন। কুবের-পুত্র-নলকূবর শ্রীরামচন্দ্রের বিদূষকের রূপ-ধারণ করিলেন। অন্যান্য-দেব-প্রবীরগণের মধ্যে কেহ কেহ মায়া-সাহায্যে কৈলাস-পর্ব্বত-কল্পনা করিলেন। কোন নটবর রাবণের বেশে কৈলাস-পর্ব্বতের উৎপাটনে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সকল-দৃশ্য-প্রদর্শনের অনন্তর মিশ্রকেশী-তিলোত্তমা-প্রভৃতি-বরাপ্সরোগণ বিবিধ-স্বর্গীত-সহ মধুরতর-নর্ত্তন করিতে লাগিলেন। অপরাপর অভিনেতৃ-বর্গ হিরণ্যকশিপুর বধ, ধ্রুবের পিতৃ-ক্রোড়ে আরোহণ, বিমাতৃ-কৃত-ভর্ৎসনা ও বন-গমনাদি-সচিত্র-দৃশ্য-প্রদর্শন এবং "পাদোদ্ধারেণ নৃত্যেন, তথৈবাভিনয়েন চ" শ্রীশঙ্কর-পার্ব্বতীদেবীর তুষ্টি-সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তথা উক্তরূপ অভিনয়ের অনন্তর

মনোবতী-নাম্নী কাচিৎ মর্ত্ত্য-লোকস্থা-বারাঙ্গনা, প্রভাবতী-নাম্নী কাচিৎ দানব-কন্যা, পঞ্চচূড়া-মেনকা-রম্ভা-তিলোত্তমা-মিশ্রকেশী ও উর্ব্বশী-প্রভৃতি-প্রসিদ্ধ-নর্ত্তকীগণ ত্রিযামা-রজনীর তৃতীয়-যামের অবসান-সময় সমাগত দেখিয়া, সমস্ত-রাত্রি-কাল-ব্যাপী অভিনয়ের সমাপ্তি-সূচক-মধুরতর-সঙ্গীত-সহ অতিসুন্দর-নৃত্য করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ত্রিদশেশ্বর-বন্দিত, সুরাসুর-কিন্নর-নর-নিকর-পরিবেষ্টিত, ত্রিভুবন-মহারাজ-চক্রবর্ত্তি-জনোচিত-রত্ন-সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট-শ্রীশঙ্কর-দেব রত্ন-রাজি-রঞ্জিত-সাগরস্থ-নৌকা-নগরান্তর্গত সেই অপূর্ব্ব-রঙ্গালয়ে যে সকল-নট-নটী-গায়ক-বাদক উপস্থিত ছিলেন, তাঁহা-দের সকলকেই বহুতর-মুখ্য-মুখ্য-বস্ত্র, বিবিধ-রত্ন, মণি-খণ্ড-খচিত-বিচিত্র আভরণ, তরলতর-হীরক-তারক-রচিত-হার-সার, বৈদূর্য্য-মণি-ভূষিত-কুণ্ডল, বহু-বিচিত্র-বিমান, আকাশ-গামী-রথ, দিব্য-নাগ-কুলোদ্ভব আকাশ-গতি-সম্পন্ন-গজবর, শৈত্য ও রস-বিশিষ্ট-গুরু অগুরু-মুখ্য-গন্ধাঢ্য-দিব্য-চন্দন, চিন্তা-মাত্রেই সর্ব্ব-কাম-প্রদ উদারতর-চিন্তামণি ও অন্যান্য-বিবিধ-ধন-রত্ন-রাজি পুরস্কার-স্বরূপে প্রদান-পূর্ব্বক বিসর্জ্জন করিলেন। এদিকে শ্রীশঙ্করদেবের সাগর-যাত্রা-মহোৎসব উপলক্ষে সমাগত সেই সুহৃষ্টরূপ-সুরাসুরাদি-লোকসঙ্ঘ ও অপ্সরঃ-সমূহ "প্রীতিঃ প্রমাণং ন বয়ঃ প্রমাণং, প্রীতিঃ প্রামাণানি হি সৌহৃদানি" ইত্যাদি-প্রমাণ-বচনের অনুসরণ-পূর্ব্বক পরস্পরের সহিত সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, প্রীতি-প্রকাশ ও সাদর-সম্ভাষণ-পুরঃসর শ্রীশিব-পার্ব্বতীদেবীকে প্রণাম করিয়া, স্বর্গাদি-লোকে গমন করিলেন এবং প্রহৃষ্টরূপ-শ্রীশঙ্কর-দেবও শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণে পূর্ব্ববৎ পরিবৃত হইয়া, দিব্য-বিমান-যোগে আকাশ-মার্গাশ্রয়ণে যমুনোত্তরী-প্রদেশস্থ-রাস-মণ্ডলে প্রত্যাগত হইলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে পঞ্চবিংশত্যধিক-শততম অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—বিহার-খণ্ড

ষড়্‌বিংশত্যধিক-শততম অধ্যায়

অপিচ, ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণের সহিত পূর্ব্বোক্তরূপে জলধি-জলৌঘে জল-কেলি-বিলাসান্তে যমুনোত্তরী-প্রদেশস্থ-রাস-মণ্ডলে পুনশ্চ-সমাগত হইয়া, সেই রত্নময়-রাস-মণ্ডলের অন্তর্গত, সর্ব্বথা সুসজ্জিত, সর্ব্ববিধ-বিলাসোপকরণে পরিপূর্ণ-নব-লক্ষ-গৃহে অবস্থিতি-পূর্ব্বক নিত্য-নিত্য-নব-নব-লীলারস আস্বাদন করিতে লাগিলেন। শ্রীশঙ্করদেবের বাসন্তী-চৈত্রী-পৌর্ণমাসী-নক্তন্তনী-রাস-ক্রীড়ার কথা বলা হইয়াছে, তথা পূর্ণিমা-রজনীকৃত-রাস-ক্রীড়ার উপসংহার-পূর্ব্বক অন্যান্য-ত্রিংশদ্দিবা-রাত্রি-কালীন-বিবিধ-বিচিত্র-ক্রীড়া-প্রসঙ্গেও তৎপ্রকারতা উপদিষ্টা হইয়াছে, এইরূপ অন্যা অন্যা-বনক্রীড়া, উপবন-ক্রীড়া, সরোবর-ক্রীড়া, নদী-তট-ক্রীড়া, পর্ব্বত-ক্রীড়া এবং জলনিধি-জলৌঘে জল-ক্রীড়াও উপলক্ষিতা হইয়াছে। কিঞ্চ, শ্রীশিব-পার্ব্বতী-দেবীর শত-বার্ষিক-বিহার-বিষয়াবলম্বনে পূর্ব্বতন-বিশালগ্রন্থ-কলেবরে যে সকল-কেলি-কথা-কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা তাঁহাদের ঋত্বন্তর-সম্ভবা-ক্রীড়া, জ্যোৎস্নাময়ী-রজনীযোগে ক্রীড়া, তথা তামসী-ত্রিযামার তৃতীয়-যামান্ত-ব্যাপিনী-ক্রীড়াও যে কীর্ত্তিতা হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য-মাত্র।

অতএব এস্থলে অবশ্যই এইরূপ অবগত হইতে হইবে যে, কি বসন্ত ঋতু, কি গ্রীষ্ম ঋতু, আর কি প্রাবৃট্ ঋতু, তথা কি রবি-কর-নিকরোজ্জ্বল-দিবস, কি শশধর-শীত-রশ্মি-রঞ্জিতা-রজনী, আর কি তামসী-রাত্রি, তথা কি রহঃ স্থান, কি উন্মুক্ত প্রদেশ, কি গৃহবর, আর কি নিকুঞ্জ-কানন, সকল-সময়ে ও সকল-প্রদেশেই শ্রীশঙ্করদেব শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীদিগের সহিত নিকুঞ্জ-শয়ন, তটিনী-তট-নিবাস, সর্ব্ব-ভূষৈক-ভূষণভূতাতিরমণীয়ামল-সুধা-ধবল-সৌধবরে প্রবেশ, রত্নময়-পর্য্যঙ্কে উপ-বেশন, পাশক-ক্রীড়া, নৃত্য, গীত, পান ও ভোজন-প্রভৃতি-দ্বারা

চির-বিরহানল-সন্তাপের প্রশমন, বা বিহার-লীলা-বিলাস-বাসনার চরিতার্থতা-সম্পাদনে তৎপর হইয়া, অতি আনন্দের সহিত দিবস-যামিনী-যাপন করিয়াছিলেন। অথবা এস্থলে এরূপও বলা যাইতে পারে যে, শ্রীশঙ্করদেব যে সময়ে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের সহিত উক্তরূপে-ক্রীড়া করিয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহার পক্ষে জ্যোৎস্নাময়ী, বা অন্ধকারময়ী-রূপে নিশীথিনীর কোনরূপ প্রভেদ ছিল না। কারণ, সর্ব্বযোগেশ্বরেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবের যোগমায়া-প্রভাবে তৎকালে তাঁহার সেই সমস্ত-ক্রীড়া-রজনীই যে শশধরদেবের সুধা-ধবল-শীতল-কিরণ-কলাপে নিরন্তর প্রোদ্ভাসিতা হইয়াই, শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের মানসোল্লাস-বর্দ্ধনে নিযুক্তা থাকিত; তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এই সমস্ত-কথার সঙ্ক্ষেপে কীর্ত্তনাভিপ্রায়েই বোধকরি, এইরূপ বলা হইয়াছে যে, "এবং শশাঙ্কাংশু-বিরাজিতা নিশাঃ, স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ। সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধ-সৌরতঃ, সর্ব্বাঃ শরৎ-কাব্য-কথা-রসাশ্রয়াঃ।" অর্থাৎ অশেষ-জগজ্জনের প্রাণের প্রাণ ও হৃদয়ের মণিভূত-শ্রীশঙ্করদেব যে সত্য-কাম, তাহা পূর্ব্বেই অভিহিত হইয়াছে। অতএব "সত্যা-বাস্তব-বস্তু-স্বরূপাঃ কামা বিলাসা যস্য", তাদৃশ-শ্রীশঙ্করদেব যদি সত্য-কাম ও সত্য-সঙ্কল্প হন, তাঁহার কাম-বিলাস-সকল যদি সত্য-সত্যই সত্য-বাস্তব-বস্তু-স্বরূপ, বা সর্ব্বথা ব্যভিচার-রহিত ও অপ্রাকৃত হয়, তবে তাঁহার অপ্রতিহত-সত্য-কামতা ও সত্য-সঙ্কল্পতার ফলে অবলাগণ যে তাঁহার সহিত অনুরত হইবেন, তাহা যেমন অবশ্য স্বীকার্য্য, সেইরূপ শ্রীশঙ্করদেবকৃত-রমণের অনু পশ্চাৎ, বা অনন্তরবর্ত্তী অবসরে অবলা ঐসকল-পার্ব্বতীদেবী শ্রীশঙ্করদেবের রতি-রণ-বেগ-ধারণে অসমর্থা, অপ্রভবিষ্ণু-ভাবাপন্না; সুতরাং শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক স্বীয়-রমণ-কর্ত্তৃভাব-পরিহার-পূর্ব্বক প্রাপিত-রমণ-কর্ত্তৃভাবা হওয়ায়, "অনু তদ্রমণানন্তরং রতা রমণ-কর্ত্তারঃ অবলাগণা অপি যত্র, সঃ", তাদৃশ অনুরতাবলাগণ, বা অনুরাগি-স্ত্রী-কদম্ব-পরিবৃত, তথা "আত্মনি অন্তর্ম্মনসি অবরুদ্ধা অবরুদ্ধ্যা-সমন্ততঃ স্থাপিতাঃ সৌরতাঃ তাসাং সুরত-সম্বন্ধিনো ভাব-হাব-বিব্বোক-কিলকিঞ্চিতাদয়ঃ, বাম্যৌৎসুক্য-হর্ষাদয়ঃ, স্তম্ভ-স্বেদ-

বৈবর্ণ্যাদয়ঃ, দর্শন-স্পর্শন-শ্লেষাদয়শ্চ, চরম-ধাতুশ্চ যেন, সঃ” শ্রীশঙ্করদেব যখন অন্তর্ম্মনোমধ্যে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের সহিত সুরত-সম্বন্ধী উক্তরূপ ভাব-হাবাদিকে অবরুদ্ধ করিয়া, অবস্থিতি করিতেছেন, তখন ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব যে রাত্রিন্দিব-কাল শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের সহিত কেলি-বিলাসৈকতান-মনস্ত্ব-প্রযুক্ত একটীবারের জন্য, বা একটীমাত্র ক্ষণের জন্যও শ্রীমতীপার্ব্বতীদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না, তাহাও অবশ্য স্বীকরণীয় হইতেছে, সন্দেহ নাই।

অতএব এক্ষণে বোধকরি, নিঃসঙ্কোচে ও উচ্চকণ্ঠে এইরূপ প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে, সত্য-কামতা-সত্য-সঙ্কল্পতা-প্রযুক্ত অনুরতাবলাগণ, তথা নিরন্তরানুরক্তা অবলা-প্রিয়তমা-পার্ব্বতীদেবীদিগের প্রতি মানসে অত্যন্ত সমাসক্ত-শ্রীশঙ্করদেব যখন মনে মনে অবরুদ্ধ-সৌরততা-নিবন্ধন কোনরূপেই প্রাণাধিকা-প্রিয়তমা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগকে পরিত্যাগের কথা দূরে থাক্, কিঞ্চিৎকালের জন্যও হৃদয়াসন হইতে বিশ্লিষ্টা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন না, তখন “আত্মন্যরুদ্ধ-সৌরতঃ” শ্রীশঙ্কর-দেব যে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীগণের সহিত শরৎ-কাব্য-কথা-রসাশ্রয়া, শশাঙ্কাংশু-বিরাজিতা, সর্ব্বা-দ্বাদশ-মাসিকী-সমস্ত-নিশা-ক্রীড়া-জনিত-সুখ-রস আস্বাদন করিবেন, তদ্বিষয়ে তোমার, আমার, বা অপর-জনসাধা-রণের বিস্মিত হইবার কারণ কি আছে ?

এখানে পুনশ্চ এরূপও প্রশ্ন হইতে পারে যে, “হায়নোঽস্ত্রী শরৎ সমা, ইত্যভিধানাৎ শরদি সম্বৎসর-মধ্যে” বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ও শীত, এই ছয়টী ঋতুকে অধিকৃত করিয়া, যে সকল-কাব্য-কথা-রস সম্ভবপর হইতে পারে, কিম্বা বাগ্-বিলাস-বিভব-বিভূষিত-কবি-কুল-তিলকভূত-প্রাচীন-ব্রহ্ম-বশিষ্ঠ-ব্যাস-পরাশর-শ্রীশুকাচার্য্যাদি স্ব-স্ব-কৃত-কাব্য-গ্রন্থ-সমূহে যে যে কথা ও শৃঙ্গার-প্রধান-রস-সকলের বর্ণনা করিয়াও, পারপ্রাপ্ত হন নাই, অথবা সর্ব্ব-দেশেরই পশ্চাদ্বর্ত্তি-কালে জাত অর্ব্বাচীন-সৎ-কবিগণ নিজ-নিজ অভিজ্ঞতা ও অভিরুচি অনুসারে শ্রীশ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের ত্রৈমাসিক-বিহার-শত-বার্ষিক-বিহার-রাস-বিহার-জল-বিহারাবলম্বনে যতদূর-পর্য্যন্ত বর্ণনা করিতে পারেন,

"বিরসতয়া" গ্রথিতা-কথার কথা ছাড়িয়া দিয়া, বসন্তাদি-সম্বন্ধিনীই হউক, শরদাদি-সম্বন্ধিনীই হউক, আর ঋতুষট্কাত্মক-শরদাখ্য-সম্বৎসর ও শত-সম্বৎসর-সম্বন্ধিনীই বা হউক, "সরসতয়া" গ্রথিতা-শ্রীভগবৎ-কৃতানন্ত-লীলা-বিষয়িণী "রসএব আশ্রয়ঃ যাসাং", তাদৃশী-রসাশ্রয়া-যাবতীয়-কাব্য-কথার যমুনোত্তরীয়াদি-প্রদেশীয়া-নিজাশেষ-বিবিধ-বিচিত্র-ক্রীড়া-গাথার "অধিকরণীভূতাঃ যা এব সাংবৎসরিক-শতসাংবৎসরিক-নিশাঃ, তাঃ সর্ব্বাঃ শশাঙ্কাংশু-বিরাজিতাঃ নিশাঃ শ্রীশঙ্করদেবঃ পার্ব্বতী-সহিতঃ সিষেবে, পরমাদরেণ পরিচরিতবান্, স্ববিলাসৈঃ যমুনোত্তরীয়াদি-প্রদেশীয়-নিশাসুখমাস্বাদয়ামাস", এই কথাটীর অপরাপর অংশ-সকল যেন অনায়াসেই বোধ-বিষয়ীভূত হইতে পারে সত্য ; কিন্তু উক্তবাক্যের অন্তর্গত শ্রীশঙ্করদেবের ত্রৈমাসিকাদি-বিহারাশ্রয়ভূতা সেই সমস্ত-নিশারই শশাঙ্কাংশু-বিরাজিততারূপ অংশটী অনায়াসের পরিবর্ত্তে আয়াস-স্বীকার, বা বিবেক-বিচার-সাহায্যেও যখন বিদ্বজ্জন-সমাজের হৃদয়ারূঢ় হইতে চায়না, তখন এরূপ অপ্রসিদ্ধ অস্বাভাবিক-বস্তু-কল্পনা করিবার আবশ্যক কি আছে ?

এইরূপ প্রশ্নের প্রতিবচন-দানাবসরে অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, বিহার-বিলাসের অন্যান্য অনেকবিধ উপকরণ থাকিলেও, বিহার-পরায়ণ-সুরাসুর-নর-কিন্নরাদি-সাধারণ-জনগণের পক্ষেই যখন বিহারোপকরণ-রূপে প্রধানতঃ "রম্যং হর্ম্ম্যতলং, নবাঃ সুনয়না, গুঞ্জদ্দ্বিরেফা লতাঃ, প্রোন্মীলন্নবমল্লিকাঃ, সুরভয়ো বাতাঃ, সচন্দ্রাঃ-ক্ষপাঃ", এই কয়েকটী বিহার-বিলাসোপকরণভূত অমোঘ-কাম-শস্ত্র একান্ততঃ অপেক্ষণীয়, তখন তরলতর-তারাকুল-লোচনা ; সুতরাং অধীরাক্ষী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী-দিগের সহিত বিলোকন, ভাষণ, বিলাস, পরিহাস, কেলি ও গুঞ্জন্মণি-বলয়-দোর্বল্লি-রচিত, স্ফুরদ্রোমোদ্ভেদ-জনক, ভয়োৎকম্পোত্তুঙ্গ-স্তন-যুগ-ভরা-সঙ্গ-সুভগ, পরিরম্ভাদি-লক্ষণ-বিহারাবসরে শ্রীশঙ্করদেবের পক্ষেও যে রমণীয়তম-হর্ম্ম্যতল, নবীনা-যুবতী, বা শারদ-শতদল-দল-শোভা-মোচন-লোচন-ললিত-ললনা-কুল-ললামায়মানা-ললনা, ঘন-ঘন-গুঞ্জনোন্মত্ত-মধুব্রত-ব্রাত-বিমণ্ডিত-মলয়-মারুতান্দোলিতা-কুসুমিতা-লতা, প্রকৃষ্টরূপে উন্মীলিত-বিকসিত-নব-মল্লিকা-মালা, সুপ্রশংসিত-সর্ব্ব-কুসুম-সৌরভ-

বহন-কুশল-সুরভি-মন্দ মন্দ-মধুর-মলয়-সমীরণ ও সচন্দ্রা-রজনী-প্রভৃতি-বিহারোপকরণ নিশ্চিতই অপেক্ষিত হইবে, তদ্বিষয়ে কোনরূপ সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না।

কিন্তু, সাধারণ-নিয়মানুসারে ঋতু-ষট্কাত্মক-শরদাখ্য-সম্বৎসর-মধ্যে দ্বাদশ-মাসিকী-পৌর্ণমাসী-তিথি-যোগে সমুদিত-সম্পূর্ণ-মণ্ডল-সুধাকরদেবের সুধা-সম-সুশীতল-কর-নিকর-সাহায্যে দ্বাদশটীমাত্র-রজনী বিরাজিতা হইলেও, সাধারণ-নিয়মাতিক্রম-পূর্ব্বক শ্রীশঙ্করদেবের ত্রৈমাসিক-শত-বার্ষিকাদি-সর্ব্ববিধ-বিহারের সমস্ত-রজনীই চন্দ্র-কিরণ-রঞ্জিতা হইতে পারে কিরূপে? এইরূপ প্রশ্ন ও এতাদৃশ-প্রশ্নের প্রতিবচনাবসর আগত হইবার পূর্ব্বেই যখন ব্যাখ্যেয়রূপে উপস্থিত-শ্লোকটীর অবতরণিকা-গ্রন্থে সিদ্ধান্ত-ভাগ অভিহিত হইয়াছে, তখন সম্প্রতি এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, "রম্যং হর্ম্ম্যতলং, নবাঃ সুনয়নাঃ, গুঞ্জদ্দ্বিরেফা লতাঃ,, প্রোন্মীলন্নব-মল্লিকাঃ, সুরভয়ো বাতাঃ, সচন্দ্রাঃ ক্ষপাঃ।" তথা "উন্নিদ্র-চন্দ্রাঃ ক্ষপাঃ", ইত্যাদি-বচন-প্রমাণ-বশে সুরাসুর-নর-কিন্নরাদি-সকলের পক্ষেই মন্মথোৎসব-প্রসঙ্গে উক্তরূপ-বিহারোপকরণ-সকল অবশ্য অপেক্ষিত এবং অন্যান্য উপকরণ সুসম্পাদ্য-সুসংগ্রাহ্য হইলেও, বিহারাধিকরণভূত-সকল-নিশারই সর্ব্বাংশ-ব্যাপিনী-শশাঙ্কাংশু-বিরাজিততা-সম্পাদন কদাপি সম্ভবপর হইতে পারে না বলিয়া, স্থির-চর-সুরাসুর-নরকিন্নরাদি-পরিপূর্ণ-সমগ্র-জগন্মণ্ডলের একমাত্র কর্ত্তা, পাতা ও হর্ত্তা, সর্ব্বদেব-বরেণ্য-দেবদেব-শ্রীশঙ্করদেবের পক্ষেও যে নিজ-কৃতানন্ত-লীলার অধিকরণীভূত-নিশা-সকলের সর্ব্বাংশ-ব্যাপিনী-শশাঙ্কাংশু-বিরাজিততা-সম্পাদন অবশ্যই অসম্ভাবনা-গ্রস্ত হইবে। এরূপ স্বীকার করা যাইতে পারে না।

বিশেষতঃ শ্রীশঙ্করদেব যখন সর্ব্ব-শক্তিমান্ সর্ব্ব-যোগি-জন-গুরোর্গুরু, মহামায়ী, বা সর্ব্ব-দেবেশ্বরেশ্বর, তখন তাঁহার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী-মায়াশক্তি-বলেই যে, জল স্থলের ন্যায়, স্থল জলের ন্যায়, অমাবস্যা পৌর্ণমাসীর ন্যায়, পৌর্ণমাসী অমাবস্যার ন্যায়, শুক্ল-পক্ষ কৃষ্ণ-পক্ষের ন্যায়, কৃষ্ণ-পক্ষ শুক্ল-পক্ষের ন্যায়, কিম্বা শুক্ল-কৃষ্ণ-পক্ষীয় প্রতি রজনীই পূর্ণ-শশাঙ্কাংশু-বিরাজিতা-পূর্ণিমা-রজনীর ন্যায়

আনন্দ-জনক আকার-ধারণ করিবে, তদ্বিষয়ে আর বৈচিত্র্য কি আছে ? অতএব শ্রীশঙ্করদেব যে নিজ-যোগমায়ার প্রচুরতর-প্রভাব-বশে শশাঙ্কাংশু-বিরাজিতা, স্বীয়-ক্রীড়া-বিলাসাধিকরণভূতা-সকল-নিশারই সেবন-কার্য্যে তৎপর হইয়া, যমুনোত্তরী-প্রদেশীয়-নিশা-সুখ আস্বাদন করিবেন, তদ্বিষয়ে যেমন কোনরূপ অনুপপত্তি-শঙ্কা উপস্থিতা হইতে পারে না, সেইরূপ "সিষেবে" ক্রিয়ার প্রকৃতিভূত-সিবু-ধাতুর প্রতি কর্ত্তৃভাবাপন্ন-শ্রীশঙ্করদেব যখন স্বীয়-ক্রীড়োপযোগী সেই সুধা-ধবল-পূর্ণ-শশধর-কর-নিকর-রঞ্জিত-নিশা-সকলকেই পরমাদরণীয়তাস্পদরূপে বিবেচনা করিয়া, ভোগ্যরূপে স্বীকার করিয়াছিলেন, তখন তিনি যে "মহাপ্রসাদান্নং সেবতে ভক্ত ইতিবৎ" অত্রত্য, অর্থাৎ শশাঙ্কাংশু-বিরাজিত-যাবতীয়-নিশাধিকরণক-কাম-বিলাস-সকলকেও তৎকালে ভোগ্যরূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, তদ্বিষয়েও অপর কোনরূপ-বিরুদ্ধ-বক্তব্য উপস্থিত হইতে পারে না।

আর এক কথা হইতেছে যে, শ্রীশঙ্করদেবের ঐ সকল-কাম-বিলাস যদি প্রাকৃত হইত, তবে অন্যান্য-সুরাসুর-নর-কিন্নরাদি-কামিগণের প্রাকৃত-কাম-বিলাসের ন্যায় প্রকৃতি-প্রসূত-সাধারণ-নিয়ম-নিচয়ের অনুবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইত। পক্ষান্তরে শ্রীশঙ্করদেবের কাম-বিলাস-সকল যখন প্রকৃতি-প্রসূত নহে, তখন শ্রীশঙ্করদেবের অপ্রাকৃত-অসাধারণ-সত্য-বাস্তব-বস্তু-স্বরূপ-কাম-বিলাস-সকল প্রাকৃতিক-সাধারণ-নিয়ম-নিচয়ের অনুবর্ত্তন করিবে কেন ? কিঞ্চ, শ্রীশঙ্করদেবের আত্ম-স্বরূপাবরুদ্ধ-সৌরতত্ত্বের প্রতি হেতু-স্বরূপে যখন "অনুরতাবলাগণঃ", এই বিশেষণ-পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে, তখন "নিরন্তরং অনুরক্তঃ অবলা-গণো যস্মিন্", তথাবিধ-শ্রীশঙ্করদেবের সৌরত, বা সুরত-সম্বন্ধী সেই সকল-ভাব-হাব-বিব্বোক-কিলকিঞ্চিতাদির অনুরাগ-প্রভবত্ব-প্রযুক্ত অনুরাগ-মাত্রই তাঁহার তাদৃশ-কাম-বিলাসের প্রতি হেতু-ভাব-প্রাপ্ত হইতেছে। অতএব শ্রীশঙ্করদেবের পূর্ব্ব-প্রদর্শিত-কাম-বিলাস-সকল যে কামি-জনের কাম-বিলাস-সকলের ন্যায় কাম-কারণক নহে, তাহা ইচ্ছা না থাকিলেও, সকলকেই স্বীকার করিতেই হইবে।

অতএব উক্তরূপে যদি ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবের কাম-বিলাস-সকল সত্য, অর্থাৎ কাল-ত্রিতয়েই ব্যভিচার রহিত হয়, তবে তিনি যে স্বীয়-সত্য-কামতা-প্রভাবে নিজ-স্বরূপের প্রতি অবলা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী-দিগকে অনুরতা অনুরক্তা-সমাকৃষ্টা করিয়া, তাদৃশী-শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীদিগের চক্রবাল, অর্থাৎ মণ্ডলাকারে পরিণত-সমূহ-মাত্র-দ্বারা অলঙ্কৃতাবস্থায় কি বাসন্তী পূর্ণিমা-রজনী, কি বৈশাখী-রাকা-কলানিধির কোমল-কর-নিকর-রঞ্জিতা ত্রিযামা, কি প্রাবৃট্-কালীন-পূর্ণ-চন্দ্রের সুধা-ধবল-শীতল-জ্যোৎস্না-জাল-সুস্নাতা-তারকা-রাজি-বিরাজিতা-নিশীথিনী, আর কি শারদ-সুনির্ম্মল-সম্পূর্ণ-মণ্ডল, অতএব নেত্র-মনোঽভিরাম; সুতরাং কামি-জন-মানসে বর্দ্ধিত-কামতা-প্রযুক্ত বামাজন-মুখ-মণ্ডলবদ্ বাম, অর্থাৎ বল্গু-সুন্দর-দর্শন-সুধাকর-শশধর-কর-প্রকর-পরিপ্লাবিতা-রজনী-যোগে স্বয়ং স্বরত-স্বরতি, বা আত্মারাম হইয়াও, সর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-সম্পত্তির সারভূতা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীদিগের সহিত সৌরত-সংলাপাদি-দ্বারা নিত্য-নিরতিশয়-নির্ম্মল আনন্দানুভব--পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত-রাস-প্রকারে রতি-রস আস্বাদন করিতে করিতে, মানসে নিতান্ত-সুখী ও প্রমুদিত হইয়াছিলেন, তাহা সর্ব্ব-বাদি-সম্মত, সন্দেহ নাই। অতএব শ্রীশঙ্কর-দেবের সেই সকল-ক্রীড়া-রজনীর সমস্ত-রজনীই যে সুধাংশুদেবের সুধা-সম-শীতল অংশু-সমূহ-সাহায্যে বিরাজিতা হইয়া, শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বর-দেবের প্রমোদ-প্রবর্দ্ধনে উৎসাহবতী হইয়াছিল, একথা বলিলে, অপ্রসিদ্ধ, বা অস্বাভাবিক-বস্তু-কল্পনার প্রতি আগ্রহ প্রদর্শিত হইতে পারে না।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে বিহার-খণ্ডে ষড়্বিংশত্যধিক-শততম অধ্যায়।

ইতি শ্রীশাণ্ডিল্য-গোত্রজ-শ্রীমদ্-দুর্গাদাস-দুগ্ধাব্ধি-কৌস্তুভ-শ্রীশিব-সাযুজ্য-সম্পন্ন-
শ্রীমদঘোরনাথ-স্বামি-মহোদয়-সূনু-ব্রহ্মচারি-
শ্রীবিপিনবিহারি-দেবশর্ম্ম-বেদান্তভূষণ-বিরচিত-
শ্রী**শিবমহিম**-বিকাশান্তর্গতাষ্টমাবয়বভূত-
"বিহার-খণ্ড" সমাপ্ত।